

২য় খণ্ড। বৈশাখ, ১৩০৮ সাল।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন /০, অর্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ১॥০, এক পেজ ২॥০।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, B.A., F.R.H.S.
ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৮১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। বৈশাখ, ১৩০৮ সাল। [১ম সংখ্যা

সূচী।

[☞ প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।]

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

"কৃষক" ছয়মাস কাল সাপ্তাহিক নিয়মে ২৪শ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভ হইতে "কৃষক"কে মাসিক নিয়মে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। সাধারণের সহানুভূতির অভাবেই যে "কৃষক" মাসিক হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম খণ্ডের শেষ সংখ্যা প্রকাশকালে আমরা ভাবি নাই যে "কৃষক"কে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা হইতেই মাসিক করিতে হইবে। সে যাহা হউক, "কৃষক" মাসিক হইল বলিয়া, "কৃষক" যে উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, তৎসাধনে কোনরূপ ত্রুটি বা অবহেলা প্রদর্শিত হইবে না—বলাই বাহুল্য। যাহাতে গ্রাহকবর্গের অধিকতর মনোরঞ্জন হয়, তৎপক্ষে "কৃষকে"র পরিচালকগণ বিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। "কৃষক" এক্ষণে বর্দ্ধিত কলেবরে অর্থাৎ বিজ্ঞাপন অংশ বাদে ছয় ফর্ম্মা করিয়া উৎকৃষ্ট কাগজে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। মধ্যে মধ্যে চিত্রাদি দ্বারা "কৃষকে"র শোভাবর্দ্ধন করা যাইবে। সাধারণের সহানুভূতি পাইলে "কৃষকে"র কলেবর আরোও বর্দ্ধিত করা যাইবে এবং প্রতিমাসে

অন্ততঃ একখানি ছবি দিবার বন্দোবস্ত করিব। কৃষিপ্রিয় মহোদয়গণ "কৃষকে"র প্রতি কৃপা কটাক্ষ করেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে একটী বন্দুকের কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

জাপানবাসীরা ক্রমশঃই উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। সম্প্রতি তাহারা টোকিও হইতে ইওকোহামা পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক রেল বসাইয়াছে।

চীনের গোলোযোগ আজিও মিটিল না। সন্ধি-সর্ত্ত লইয়া আন্দোলন আলোচনা ত কত দিন ধরিয়া চলিতেছে—কবে শেষ হইবে ঠিকানা কি?

রেসমী কাপড়ের দাগ তোলা।—রেসমী কাপড়ের যেখানে দাগ লাগিয়াছে, সেখানে স্পিরিট অভ টারপেণ্টাইন দিয়া রগড়াইলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

স্যার আর্থার পাউয়ার পামারকে সম্রাট ভারতের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৮ই মার্চ ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্যরক্ষক এক্ষণে প্লেগের রোজা হইয়া কেপ টাউনে গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে বোম্বে অপেক্ষাও ঐস্থান অস্বাস্থ্যকর বোধ হইতেছে।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত উড়িষ্যার কমিশনর হইয়াছেন। বঙ্গবাসীর পক্ষে এ সকল সুসংবাদ সন্দেহ নাই।

২০শে মার্চ হাইদ্রাবাদ রাজ্যের অস্ত্রাগারে একটী ৭০ পাউণ্ড গোলার কামান ফাটিয়া গিয়া ৬ জন গোলন্দাজ হত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সন্নিকটের ঘরেরও কয়েক জন হতাহত হইয়াছে।

কলিকাতায় সাহিত্য সভা রাজা বিনয়কৃষ্ণের উদ্যোগে স্থাপিত। উক্ত সভার সৎকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ছোট লাট সার জন উডবরণ মহোদয় উক্ত সভার পৃষ্ঠপোষক (Patron) হইয়াছেন।

ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কিচেনারের সহিত বুয়র সেনানায়ক বোথার সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। বোথা নাকি সন্ধির প্রস্তাবিত বিষয়গুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বুয়র যুদ্ধের অবসান যে কবে হইবে এখনও তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

আলিগড় মহম্মদীয় কলেজে শ্রীযুক্ত আগা খাঁ বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা সাহায্য দান করিবেন। খাঁ সাহেবের এই কার্য্যে সমগ্র মুসলমানসমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে; মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁহার এই নবাবোচিত দান সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ, আগামী আগষ্ট মাসেই ব্রিটিশ-রাজের অভিষেক হইবে। মহীশূরের মহারাজও এই অভিষেক-উৎসবে উপস্থিত হইবেন। ভারতের দেশীয় রাজগণ এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য এখন হইতেই লণ্ডনে বাড়ী ভাড়া করিতেছেন।

শুনা যাইতেছে যে বুয়রেরা নাকি দলে দলে আসিয়া ইংরেজদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে তাই বলিয়া বুয়র যুদ্ধ শেষ হইল, মনে করিও না। বুয়রদিগের খাদ্যের অনাটন হইয়াছে, তাই ইংরেজের শরণাপন্ন হইয়াছে, কিছু দিন ইংরেজের অন্ন বসিয়া খাইবে, পরে সুযোগ পাইলেই স্বদলে মিশিবে।

কোন এক মুসলমানের একটা লাউ চুরির অপরাধে তিন মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টের আপিলে তাহাকে খোলসা দিবার সময় হাইকোর্টের জজেরা এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে নিম্নতন ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই—তাঁহারা কি অপরাধের কি দণ্ড দিয়া বসেন! অপরাধের লঘুত্ব গুরুত্ব বিচার নাই।

কতকগুলি বুয়র বন্দী বলিয়াছে যে ডি, ওয়েটের দারুণ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার মতলবের কথা কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া বলেন না, সর্ব্বদাই তিনি রক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন—যেন কাহার উপর বিশ্বাস নাই। তিনি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে রাত্রে নিদ্রা যান না, কোথায় নিদ্রা যাইবেন তাঁহার আর্দালিরা পর্য্যন্ত জানিতে পারে না।

প্রতি বৃহস্পতিবার যুবকবৃন্দের হিন্দু ইউনিয়ন (Young men's Hindu Union) সভার অধিবেশন বিদ্যাসাগরের স্কুলে (The Metropolitan Institution) হইয়া থাকে। "পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি নির্ণয়" সম্বন্ধে বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বক্তৃতা করিতেছেন।

আমাদের উদয়গঞ্জের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:— "মেদিনী-বান্ধব কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ঘাটাল মহাকুমার সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামচরণকে আপন সকাশে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া নূতন আবিষ্কৃত হস্ত-লাঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছেন। গিরীন্দ্র বাবু গত ১১ই চৈত্র রাত্রি ৭টার সময় দরিদ্র রামচরণ কর্ম্মকারের কুটীরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নূতন হল খানি দেখিয়া গিয়াছেন।"— মেদিনী-বান্ধব।

পেরিস প্রদর্শনীর প্রশংসা প্রাপ্ত বিখ্যাত পালোয়ান গোলামের সহিত সেদিন গয়াক্ষেত্রে ছাপরার সুচিৎসিংহের মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল। ইহা দেখিবার নিমিত্ত মল্লভূমিতে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। সুচিৎ সিংহের দেহের ওজন ছিল ৭॥ মণ; কিন্তু গোলামের ওজন ৪॥ মণ মাত্র ছিল। সুচিতের ভীমদেহ দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল যে, সুচিৎ সিংহেরই জয় হইবে; কিন্তু তিন মিনিটের চেষ্টাতেই গোলাম সুচিৎকে নীচে ফেলিয়াছিল। গোলামের কুস্তিকৌশল জগদ্বিখ্যাত।—রং দিকপ্রকাশ।

মিচিগান ষ্টেটে বালকেরা যাহাতে চুরুট (Cigarette) ব্যবহার করিতে না পারে তাহার জন্য অনেকানেক আইন করিবার চেষ্টা হইতেছে। তন্মধ্যে একটা আইন এই যে যাহারা খুচরা চুরুট বিক্রয় করিবে তাহাদিগকে ২০০ শত ডলার বাৎসরিক ট্যাক্স দিতে হইবে। একটা ডলারের দাম প্রায় ৪৲ টাকা। সুতরাং এত ট্যাক্স দিয়া আর বড় একটা কেহ চুরুট বেচিবে না। আমাদের দেশেও ঐরূপ একটা নিয়ম হইলে ভাল হয়। এখানেও ছেলেরা প্রচুর পরিমাণে সিগারেট, বার্ডসাই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু পাছে স্বাধীন ব্যবসায়ে হাত পড়ে সেই কারণে এখানে ঐরূপ কোন প্রকার আইন প্রচলিত হওয়া বড় সহজ নহে। আমেরিকা যে স্বাধীন দেশ—সেখানে সবই সম্ভব।

আমাদের স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া বড় একটা জাঁকজমক ভাল বাসিতেন না। কিন্তু আমাদের নূতন সম্রাট একটু রাজোচিত জাঁকজমক আসবাব আড়ম্বর করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর রক্ষার্থ ২০০ বা ৩০০ শত ভারতীয় পদাতি সৈন্য সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। তাঁহার অন্যান্য রক্ষী-সৈন্যের সহিত এতগুলি ভারতীয় সৈন্য থাকিলে দৃশ্য অতি সুন্দর ও আড়ম্বরপূর্ণ হইবে নিশ্চিত। সম্রাট-বাসনা পূর্ণ হউক। তিনি যখন যেখানে যাইবেন, ভারতীয় পদাতি সৈন্য তাঁহার অনুসরণ করিলে, তাঁহার ও বিলাতের লোকের সর্ব্বদাই ভারতের কথা স্মরণ হইবে। অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে বিলাতের লোকে যদি আমাদের ভাবনা একটু ভাবিতেন তাহা হইলে আমাদের অভাব অনেক দূর হইত।

কয়েক বৎসর যাবৎ বসন্ত রোগে এ অঞ্চলের সহস্র সহস্র গরু শমনালয়ে গমন করিতেছে। এমন গ্রাম প্রায় দেখা যায় না যে গ্রামে একবার না একবার গো-মড়ক প্রবেশ না করিয়াছে। গরুই কৃষকের এক মাত্র সম্পত্তি, সেই গরুই যদি ক্রমে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়, তবে দেশের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিবে, তাহা চিন্তা করিলেও ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে যে হালের একটী গরুর মূল্য ৮।১০ টাকা ছিল, তাহার মূল্য এখন ২৫।৩০ টাকা হইয়াছে। গো-বংশের ধ্বংশই ঐরূপ মূল্যবৃদ্ধির কারণ। যদি কৃষি রক্ষা করিতে হয়, তবে কৃষকের গরু রক্ষা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট এবং রাজা জমিদারগণের এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কখনই উচিত নহে। স্থানে স্থানে উপযুক্ত গো-চিকিৎসক পাঠাইয়া গো-কুল রক্ষা করিতে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।—রং দিকপ্রকাশ।

সেদিন ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালার বজেট আলোচনার সময় মাননীয় শ্রীযুক্ত আনন্দ

মোহন বসু মহাশয় বাঙ্গালায় জল-কষ্টের কথা উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—"ফরিদপুর, করপাড়া প্রভৃতি গ্রামে গ্রীষ্মকালে ভয়ানক জলকষ্ট হয়,—অধিবাসিগণকে মার্চ্চ হইতে জুন পর্য্যন্ত পঙ্কিল জল পান করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়, এ কথা গভর্ণমেণ্ট জানেন কি না ? এবং গভর্ণমেণ্ট এই দারুণ কষ্ট নিবারণের কোন বিহিত ব্যবস্থা করিবেন কি না ? উত্তরে মাননীয় বেকার মহোদয় বলিয়াছেন :—গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তেমন কোন সংবাদ পান নাই, তবে এ বিষয়ের সংবাদ পাইবার নিমিত্ত সত্বর চেষ্টা চরিত্র হইবে। আমাদের এই মেদিনীপুর জেলায় অনেক গ্রামেই জলকষ্টের একশেষ হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকেও অনুরোধ করিয়াছি। মাননীয় আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের প্রশ্নের ফলে হয়ত কেবল ফরিদপুর জেলারই জল-কষ্টের অনুসন্ধান গভর্ণমেণ্ট করিবেন ; মেদিনীপুর জেলারও জল-কষ্টের অনুসন্ধান হওয়া উচিত। আমরা আশা করি গভর্ণমেণ্টকে মেদিনীপুর জেলার জল-কষ্ট সম্বন্ধে আর অনুসন্ধান-বিমুখ দেখিব না।—মেদিনী-বান্ধব।

বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর ভারতে পদার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে 'আমার পাঁচ বৎসর শাসন-কালে আমি বারটী কার্য্যে মনোনিবেশ করিব।' এত দিন তাঁহার দ্বাদশটী কার্য্য কি, তাহা অপ্রকাশ ছিল, সম্প্রতি তিনি স্বয়ং সে গুলি প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা এই :—(১) সীমান্ত প্রদেশের শাসন প্রণালী ও সীমান্তে শান্তি স্থাপনের উপায় নির্দ্ধারণ। (২) রাজকর্ম্মচারিগণের ঘন ঘন পরিবর্ত্তন নিবারণ। (৩) সরকারী আফিস সমূহে বিস্তৃত রিপোর্ট লিখিত হয়, ঐ সকল রিপোর্টের সংক্ষেপ করণ। (৪) মুদ্রা-বিভ্রাট নিবারণ। (৫) রেলরোড বিস্তার। (৬) শস্যোৎপাদন অনেকটা নিরাপদ করিবার জন্য বাঁধ-বন্ধন ও খাল-খনন। (৭) কৃষকগণ অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া প্রায়ই বিপন্ন হইয়া পড়ে, কৃষকদের জমি শেষে মহাজনেরা আত্মসাৎ করিয়া লন। যাহাতে এইরূপ না হয় ও কৃষকগণের ঋণবৃদ্ধি না হয় তাহার উপায় বিধান। (৮) বিলাতে টেলিগ্রাফ প্রেরণের মূল্য হ্রাস করণ। (৯) ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষা। (১০) গোরা সৈন্যের অত্যাচার নিবারণ। (১১) শিক্ষা সংস্কার। (১২) পুলিস সংস্কার। বড়লাট বাহাদুরের উল্লিখিত দ্বাদশটী কার্য্য প্রধান। তদ্ভিন্ন ইনি ট্যাক্স হ্রাস, কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন, দেশীয় শিল্পের উন্নতিকরণ প্রভৃতি বিবিধ লোক হিতকর বিষয় সম্পন্ন করিয়া স্বীয় নাম ভারতে চিরস্মরণীয় করিবার অভিলাষী হইয়াছেন।

কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ জায়গায় পাইকপাড়া রাজবাটীর সন্নিকটে কয়েকটি গোরু ও মহিষের আড্ডা আছে। ঐ স্থানে বহুসংখ্যক গোরু ও মহিষ পালিত হয়। এই দারুণ গ্রীষ্মের সময় উক্ত গবাদির নিমিত্ত অনেক জলের আবশ্যক হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত গো ও মহিষপালকেরা পালে পালে টিনের কানেস্তার ভার স্কন্ধে করিয়া জলের জন্য জলের কলের নিকট (Hydrant) সমবেত হইয়া থাকে। তাহাদের ভিড়ের ঠেলায় পল্লীবাসী গৃহস্থের কল হইতে পানীয় জল লওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপালিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান কৃপানাথ বাবু যদি ইহার কোন প্রতিকার করেন, তাহা হইলে গরীব প্রজারা তাঁহার সর্ব্বদা মঙ্গল কামনা করে এবং আমরাও সুখী হইতে পারি।

আর একটি কথা।—ঐ সকল গো, মহিষ প্রত্যহ দিবা দ্বিপ্রহরে রাজবাটী-সম্মুখে দল বাঁধিয়া অথবা পৃথকভাবে [illegible] বিচরণ করে। ইহাতে পথিকের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক হইলে গমনাগমনের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। মহিষ ক্ষেপিলে তদ্দণ্ডে শিংয়ের প্রহারে প্রাণনাশ করিতে পারে—এরূপ সশঙ্কিতচিত্তে ঐ স্থানে যাতায়াত করিতে হয়। আমরা কাশীপুর পুলিসের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মহিষের উপদ্রব হইতে পথিককে আশঙ্কাশূন্য করেন—ইহাই কাশীপুর থানার ইন্সপেক্টারের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

বড় লাট এক্ষণে নেপাল উপত্যকা প্রদেশে শিকার করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বিগত ৯ই এপ্রিল একটী ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন—বাঘটী দীর্ঘে ১০ফুটের কিছু বেশী এবং ১০ই তারিখে একটী বাঘিনী শিকার করিয়াছেন। বাঘিনীর দেহের পরিমাণ আমরা পাই নাই। বড় লাট কয়েক দিন মাত্র কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন অথচ তাঁহারই মুখে আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা মহানগরীই রাজধানীর উপযুক্ত স্থান, সেই জন্যই মহারাণীর স্মৃতিচিহ্ন এই খানে স্থাপিত হইবে। তা' হইলে কি হয়, তিনি এখানকার কার্য্য যথোপযুক্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সারিয়া লইয়া তিন দিনে বজেট কার্য্য সমাধা করিয়া মৃগয়ায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারই কথার ভাবে আমরা বুঝিয়া ছিলাম যে তিনি এদেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া তাহাদের সমাজ চিত্র দেখিবেন। কিন্তু আমাদের আশা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তিনিও অপর সাধারণ ভূতপূর্ব্ব বড় লাটদিগের ন্যায় প্রজাবর্গে অনধিগম্য। যেখানে থাকিলে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারেন সে সকল স্থানেই তিনি অধিক দিন থাকেন না। তাহাদের সহিত মিলিত হইবেন কিপ্রকারে বা তাহাদের উপর যত্ন ও শ্রদ্ধা আসিবে কি প্রকারে? ভারত জুড়িয়া চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি বিপত্তিতে প্রজাকুল আকুল হইয়া দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করিতেছে। কিন্তু আমাদের শাসন ও পালন কর্ত্তা রাজ পুরুষেরা নিশ্চিন্ত মনে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার জন্য এই গ্রীষ্ম কালে শৈল শিখরে আশ্রয় লইয়াছেন।

দোষ কার?

কার দোষ? সত্য—সকল দোষই আমার! পতঙ্গ যে বহ্নিমুখে পড়ে সে দোষ কি বহ্নির—না—পতঙ্গের? রঙ্গালয়ও তাই। হাব ভাব দেখিয়া, কুৎসিত গান শুনিয়া, অপাঙ্গবিভ্রান্ত বিলোলকটাক্ষ দেখিয়া যে মজে দোষ তাহারই। সত্য, কবি বলেন,

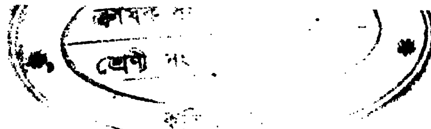
"বিকারহেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে
যেষাং নচেতাংসি ত এব ধীরাঃ।"

সে ধীর আমরা আজিও হ'তে পারি নাই। চারিদিকে বিলাস দ্রব্য বিকীর্ণ অথচ আমি ধীর ভাবে, মহাপুরুষের ন্যায়, সংজ্ঞাহীনের ন্যায়, যে স্বভাবচঞ্চল চিত্ত সংযত করিয়া রাখিব ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাই "প্রক্ষালণাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং"। তাই আমরা দূর হইতে প্রণাম করি। রঙ্গালয় যে সমাজের অত্যন্ত আবশ্যক দ্রব্য, ভাষার উন্নতির একমাত্র সোপান, নির্দ্দোষ আনন্দের চরমোৎকর্ষ নিদান—সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে দেখা যায়, পুরাণে শুনা যায়, ইতিহাসে বা গল্পে পড়া যায়—যাবচ্চন্দ্র দিবাকর সকল সময়েই সর্ব্বত্র রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব আছে। দেশ ভেদে, জাতি ভেদে, ভাষা ভেদে, রুচি ভেদে ইহার নানা প্রকার রূপ। আজি কালি আমাদের দেশে যে সকল রঙ্গালয় আছে, ইহারা পূর্ব্বোক্ত গুলির কোনটীরই অনুরূপ নহে। ইহার নাম পৈশাচিক। তাহার কারণ—রঙ্গালয়ের পিশাচত্ব প্রাপ্তির কারণও একমাত্র আমরা। আমরা ধর্ম্ম দেখি না, নাটকের উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা করি না, যাহাতে নাচ গান আছে তাহাই উৎকৃষ্ট নাটক! সুতরাং রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা—ঘাটের ধারে বাসন মাজিতে মাজিতে মুখুয্যেদের মেজ বৌকে টিমে তেতালায় নাচাইয়া থাকেন। সমগ্র দর্শকের আনন্দসূচক করতালি ও বিশ পঞ্চাশ ঝুড়ি এনকোর (Encore) ও পাইয়া থাকেন।—সেই মেজো বৌয়ের সঙ্গে বৃদ্ধা পরিচারিকা শ্যামা দাসীকে নাচাইয়া সংবাদপত্রস্তম্ভে ৩।০ কলম সুখ্যাতি পাইতেছেন। থিয়েটার ম্যানেজারের এই মুখ্য উদ্দেশ্য। দু পয়সা উপার্জ্জন—সঙ্গে সঙ্গে সুখ্যাতি—চমৎকার ব্যাপার! ভাষার শ্রাদ্ধ, নাটকের সপিণ্ডন, রঙ্গালয়ের পার্ব্বণ, আর

নিরীহ বেচারা দর্শক বৃন্দের তিলকাঞ্চন—বলা বাহুল্য সকলগুলি গদাধরের পাদপদ্মে পড়ে। সুকুমারমতি স্কুল, কলেজের ছাত্র, পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া পাঠোদ্দেশে দূর দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করে—রক্ষক নাই, অভিভাবক নাই—হাতে জলপানির পয়সা, মেসের খরচ ও পুস্তক কেনার পয়সাও থাকে। আটগণ্ডা পয়সা দিয়া অমৃতবোধে কালকূট হলাহল ভক্ষণ করে। এই বিষের এমনি মহিমা যে আশু প্রাণনাশ করে না, (তাহা হইলেত সকল পাপের শান্তি হইত।) যাবজ্জীবন, বংশাবলীক্রমে সেই বিষের অমৃতময় ফল ভোগ করিতে হয়! চৈতন্যদেব দেখিলাম, সীতাদেবীকে দেখিলাম, সাবিত্রী দেখিলাম, দময়ন্তী দেখিলাম, আরোও কত কি দেখিলাম—সব এক, সেই—সেই বিলোলকটাক্ষ, সেই হাব ভাব, সেই কুরুচিপূর্ণ নৃত্য। অবশ্য মেনেজার মহাশয়ের উপদেশ—"বেশ্যা কেন দেখিতেছ, চৈতন্য দেবকে দেখ না"। আমরা বলি মুখের উপদেশ অপেক্ষা একবার ছাত্রদর্শক সাজিয়া দেখিতে পারেন কি? বলিতে কি, পতি-বিয়োগবিধুরা সরলা কাঁদিতেছে, কিন্তু অপাঙ্গে বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিতকটাক্ষ; এটুকু মেনেজার মহাশয় দেখিতে পান না; যে হেতু আমরা দর্শক,—তিনি রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ। গেলাম শিব গড়িতে, গড়িলাম বানর; গিয়াছিলাম বিমলানন্দ উপভোগ করিতে, দেখিলাম পৈশাচিক মেচোবাজারের প্রবৃত্তি। সত্য, কবে আর পুরুষ পিসি গিয়া থিয়েটার করিবেন! কিন্তু বারবিলাসিনী বলিয়া এত সহ্য মানুষে কিরূপে করিবে? অধ্যক্ষ মহাশয় ভাল শিক্ষা দেন সত্য, তাহারা তা করে না সত্য, মিথ্যা কেবল আমাদের অদৃষ্ট। নাটকের গড়নই যে এই। হাব ভাব ভঙ্গির সহিত সে গান না গাইলে, সে নাচ না নাচিলে গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। সুতরাং অধ্যক্ষ মহাশয় যতই সাবধান হউন, অভিনেত্রী যতই সাবধান হউন, ঝলকে ঝলকে বিষ বাহির হইতেছে। যে সকল গান আজ কাল রঙ্গালয়ে গীত হয়, তাহার অনেক গুলিই পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়।

সমাজের অধঃপতনের প্রধান দৃষ্টান্ত যে অসূর্য্য-ম্পশ্যা কুলমহিলারা এই সকল গীত শুনিতে আনন্দ বোধ করেন। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, মালক্ষীরা থিয়েটারে গান শুনিয়া তৃপ্তি বোধ করেন না। তাই এই সকল সমাজের কণ্টকগুলি বাটীতে লইয়া আসিয়া গীত শুনেন!—কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহা বুঝেন না।—সদ্য গো দুগ্ধে, গোমূত্র মিশ্রিত করিতেছেন; স্বর্গ নরক একত্র করিতেছেন। সে দোষও আমাদের। আমরা আজ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষকে শাসন করিতে যাইতেছি, কিন্তু নিজের পত্নী ভগ্নী বা কন্যাকে শাসন করিবার সামর্থ্য নাই।

কে বলে প্লেগে মানুষ মরে—কোন মূর্খ বলে যে প্লেগ দেশের সর্ব্বনাশ করিল—দেশের সর্ব্বনাশ এই করিতেছে। ধন্য তুমি কামদেব! মুসলমান ভীষণ তরবারি করে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ করিতে আসিয়াছিল।—হিন্দু প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে। ধন্য কামদেব! তুমি কৌশলে অনায়াসে সমস্ত ধ্বংশ করিলে! তোমার রাজ্যের বিস্তার ভারতেশ্বরীর রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা প্রশস্ত। দরজীর দোকানে কাম, বৈদ্যের বাটীতে কাম, ছাই পাঁশ খবরের কাগজ গুলায় কাম, কাম কোথায় নয়! থিয়েটারে আদি রসের নাচ গান না হইলে থিয়েটার চলে না। কুন্তলীন, কেশরঞ্জনের "বিক্রী কত? দরজীর দোকান বডী জ্যাকেট, সেমিজের জ্বালায় অন্ধকার। কবিরাজের বাটীতে কেবল অশ্বগন্ধা-রসায়ণ। আর খবরের কাগজের ৮৷৷ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপনে কেবল সালসা ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। অধিক কি বলিব কাপড়ের পাড়ের নাম "প্রেমোন্মাদিনী"। চুলোর কাঁসারির দোকানে



ধাটীর নাম "মন মজান"। মনিহারীর দোকানে চিরুনীতে "ভুলেছ কি ভালবাসা"। এই ত সমাজ —এ সমাজে প্লেগ হইবে না? এখানকান থিয়েটারে "দুটী প্রাণ" অভিনয় হবে না? এ সমাজে "মনের মতন" বই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিবে না? খবরের কাগজের সঙ্গে 'সুন্দর' চিত্র উপহার দেওয়া হবে না? কালিদাস, ভবভূতি তোমরা কোথায়, একবার দেখে যাও—নাটকের ঘটা দেখে যাও। তোমরা শকুন্তলা, সীতা চিত্রিত করেছিলে কথায়।—এখনকার নাটককার জলন্ত, জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করে দর্শকের, পথিকের, হাতে হাতে দিয়ে তাহাদের অন্ত কেমন করিতেছেন!

ধর্ম্মকথা বলিতে কি—সকল দোষই থিয়েটারের। এত দৌরাত্ম্য বোধ হয় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কবি সত্য,—সাহিত্যরাজ্যে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন তাও সত্য, আবার নিরীহ সমাজের মস্তকভক্ষণেও তাঁহার উচ্চ সিংহাসন। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবা বিবাহ করিবার পূর্ব্বে মনে মনে ভবিষ্যৎ পত্নীকে আয়েসা, তিলোত্তমা বা কুন্দনন্দিনী ভাবে। তাহার পর বিবাহ হইলে দেখে যে রাসী, শ্যামী, পাঁচীর মত একটা নবম বর্ষীয়া বালিকা—কেবল ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকে।—"এই বন্দীই আমায় প্রাণেশ্বর" বলিতে পারে না; কমলমণির মত আদর দেখাইতে পারে না; কুন্দনন্দিনীর মত স্পষ্ট প্রেম ব্যক্ত পারে না; অধিক কি হীরে দাসীর মত প্রেমে বিভোর হইতে জানে না। তাই সে যুবক নরাধম গোবিন্দ লালের মত রোহিনীর রূপসাগরে নিমগ্ন হয়। গোবিন্দ লালের বাগান ছিল, দীঘি ছিল—এ বেচারার আট গণ্ডা পয়সা আছে, থিয়েটার আছে। সন্ধ্যা হইতে রাত্র ৩টা পর্য্যন্ত থিয়েটার দেখিয়া আসিল—অবশিষ্ট রাত্রি কোন রকমে কাটাইয়া পরদিন যতক্ষণ কলেজে রহিল কেবল প্রেমময়ীর প্রেমময়ী মূর্ত্তি ভাবনা করিতে লাগিল। কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পুস্তকের দোকানে রঘুবংশ খানি বিক্রয় করিয়া চৌদ্দ পুরুষের সপিণ্ড করিয়া আসিল। নাটকের অধ্যক্ষ কৃতার্থ হইল—ভারতোদ্ধার সেই সঙ্গে সঙ্গে। এখানেও দোষ আমাদের!—আমরা জানি যে তরল বুদ্ধি যুবার বঙ্কিমের চরিত্র পরিস্ফুটনের দিকে দৃষ্টি নাই, তাঁহার নিস্বার্থপ্রেমের রসাস্বাদনের ক্ষমতা নাই! তবুও তাহাদিগকে বঙ্কিমের বই পড়িতে দিই কেন? বঙ্কিমের বই প্রৌঢ়ের ভাল, বৃদ্ধের ভাল, কিন্তু অধিকাংশ যুবার পক্ষে বিষবৎ। দেখিতে পাওয়া থিয়েটারে বঙ্কিমের কত আদর!

যাহা হউক সমাজে এবম্বিধ দোষপরম্পরা বিরাজ করিলেও সজ্জনের ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইবার কারণ নাই। জগতের এই ভবিতব্যতা। ভগবান দশবার দশাবতার হইয়াছেন। আমি মূর্খ জানি না—শুনিতে পাই চৈতন্য দেবও একটী অবতার। "পরিত্রাণায় সাধুনাম, বিনাশায় চ দুস্কৃতাং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ভগবান, তুমি সব পার—কেবল একটী জিনিস পার না—লোকের মন মজান, লোকের সর্ব্বনাশ, পিতা মাতাকে কাঁদান জগত সংসারকে কাঁদান তোমার কার্য্য, অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা তোমার অনায়াসসাধ্য—সাধ্য নহে কেবল লোকের কিসে ভাল হয় সেইটী [illegible]য়া। তোমার সে উপাদান নয়—কেমন করে পারিবে? মন বুঝে না তাই কাঁদি, কিন্তু এও ত অরণ্যে রোদন তাও জানি!

মদ।

(প্রথম খণ্ডের ৩৫৮ পৃষ্ঠার পর)।

আমি যে মদ্যপান করিয়া নেশায় বিভোর হইয়া আছি, তাহার নেসাও যেন কখন ছাড়ে না।

আবার যে মদ্যপান করিবার ইচ্ছা এক একবার প্রবল হইতেছে, রীতিমত পান করিতে পারিলে, এজীবনে তাহারও নেসা ছুটে না। এ দুই মদেরই নেসা সহসা ছুটে না। এ দুই মদের নেসা একপ্রকার হইলেও, ফলের পার্থক্য আছে। একের ঝোঁকে আমি সংসার-সুখ-লোলুপ হইয়া, হিতাহিতজ্ঞানরহিত হইয়াছি এবং সংসারদাহে দগ্ধ হইয়াও যেন কত সুখ সম্ভোগ করিতেছি। আর অন্য মদের ঝোঁকের ফল দেখাইবার জন্য, শ্মশানবাসী ত্রিলোচন শব সাজিয়া মায়ের চরণতলে পতিত হইয়া সংসারকে পরমার্থ লাভের উপদেশ দিতেছেন। আবার সেই মদের ঝোঁকে চৈতন্যদেব উর্দ্ধবাহু হইয়া "হরিবল হরিবল" বলিতেছেন। রামপ্রসাদ সেন ঈষন্মুদিতনয়নে মায়ের চরণ ধ্যান করিতেছেন। আর পূজ্যপাদ পরমহংস রামকৃষ্ণ গঙ্গার উত্তপ্ত বালুকায় মুখঘর্ষণ করিতেছেন। তাই একটু মনের মত মদ খাইতে ইচ্ছা হয়। একটু মদ না খাইলেও ত আর আমার কিছুই হয় না। কি করি? একটু মনের মত মদের জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছে। এ ব্যাকুলতা কি অধিক দিন থাকিবে? তাহা হইলে ভাবনা কি? জুয়ারের জলের ন্যায়, এ ব্যাকুলতা বড় অল্পক্ষণস্থায়ী, তাই এত চেষ্টা। যদি চিরস্থায়ী বা অধিকক্ষণস্থায়ী অথবা ঐকান্তিক হইত, তবে বোতল বোতল কলস কলস মদ পাইতাম এবং ইহা সুখে পান করিয়া, বিভোলচিত্তে সংসারের জ্বালা, রিপুর জ্বালা অতিক্রম করিতে পারিতাম। এ ইচ্ছা ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই এত ব্যস্ততা, এত ভয়!

মন? তুমি মদের নামেই মাতাল হইয়া, আমায় ব্যাকুল করিলে। আমার এমন কি পুণ্য আছে যে, আমি একটু সে মদ পাইব;—মাতাল হইয়া মায়ের চরণতলে পতিত হইয়া থাকিব। যে পদ লাভের আশায় কত মহাজন কত উচ্চপদ তুচ্ছ করিয়াছেন, আমি নিতান্ত অযোগ্য ও অভক্ত হইয়া, সেই দুর্লভ পদ লাভের আশা করিতেছি। ইহাই ত মাতালের আশা। তাই তোমায় বলিতেছিলাম যে, তুমি মদের নামেই মাতাল হইয়া আমাকেও মাতাইলে। তবে ভরসা—তাঁহার কৃপা, সেই কৃপাময়ীর কৃপা। তাঁহার কৃপায় যখন, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করে, তখন আমি পাপী হইয়া, তাঁহার কৃপার পাত্র না হইব কেন? দরিদ্রকেই লোকে ধনদান করিয়া থাকেন; ধনীকে কেহ ধন দেয় না; সুতরাং দরিদ্র সন্তান বলিয়াও ত মার কৃপা হইতে পারে। অক্ষম বলিয়াও ত মার কৃপা হইতে পারে। এই আমার আশা, এই আমার ভরসা, নতুবা অন্য আশা নাই, অন্য ভরসাও নাই।

যাহার কাজ যদি তিনিই ইহার উপায় করিয়া দেন, তবেই ত নিস্তার, নতুবা উপায় নাই। মা আনন্দময়ি! দয়া করিয়া অবোধ পাপী সন্তানকে একটু মদ দাও; পান করিয়া নেসায় বিভোল হইয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকি; যেন নেসার ঝোঁকে আর নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা না থাকে। সন্তান অন্যায় যাচ্ঞা করিলেও ত মাতা তাহার আশাপূর্ণ করিয়া থাকেন। আমি সে মদ পাইবার অযোগ্য হইলেও ত, তোমার কৃপায় একটু সে মদ পাইতে পারি? তোমার প্রিয়সন্তানদিগকে যে মদ পান করাইয়া উন্মাদ করিয়াছিলে, আমাকেও একটু সে মদ দাও। দুর্বৃত্ত হই, পাপী হই, অবাধ্য হই, যাহা কিছু হই, অন্তে ত কোন না কোন সময়ে, তোমার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাইব। একজন্মে হউক, বা বহু জন্মে হউক, যোগীজন-বাঞ্ছিত, তোমার ঐ অতুল চরণদানে আমায় পরিত্রাণ করিতেই হইবেক। তবে কেন আর কষ্ট দেও? দীন বলিয়া, মহাপাপী বলিয়া, একটু মনের মত মদ দাও। অবোধ সন্তানের এই অর্থহীন বাক্যে প্রসন্ন হও, মাতাল করিয়া শ্রীপাদপদ্মে ফেলাইয়া রাখ, মনের আশা পূর্ণ হউক, ভবে আসার পথ রুদ্ধ হউক।

তোমার উপাসকদিগের ত এ কলঙ্ক আছে মা! ইহা প্রকৃত কলঙ্ক কি না, তাহা জানি না। তবে লোকে কলঙ্ক বলে বলিয়াই, ইহাকে কলঙ্ক বলিলাম। অন্যের কথা কি মা? তোমার প্রিয়সন্তান রামপ্রসাদ সেনকেও ত লোকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিত! তাই তিনি মনের দুঃখে সংসারকে উপদেশ দিবার জন্যই "আমার মন মাতালে মেতেছে, তাই মদমাতালে মাতাল বলে" এই খেদোক্তি করিয়াছিলেন। আমারও মনকে মাতাল কর, নেসায় বিভোল হইয়া, কেবল তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকি। লোকে মাতাল বলে বলুক, পাগল বলে বলুক, ঘৃণা করে করুক, তাহাতে ক্ষতি কি? যদি তোমার চরণ পাই, তবে লোকের কথায় আমার কি হইবে? আমি সময়ে সময়ে, যে ধনের ভিখারী, যদি তাহাই পাই, তবে লোকের কথায় আর আমার কি হইবে? আমায় একটু মদ দাও, মাতাল করিয়া তোমার রাঙ্গাচরণে ফেলিয়া রাখ; যেন বিষয় মদ আমায় স্পর্শও করিতে না পারে। যদি পাপী সন্তান বলিয়া আমায় স্পর্শ না কর, তবে কি প্রকারে সেই মদ প্রস্তুত হয়, তাহা আমায় বলিয়া দেও। রামপ্রসাদ "গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তার মসলা দিয়ে, আমার দেহতত্বে চোয়ায় ভাটী পান করে মোর মন মাতালে" এই প্রণালীতে সেই মদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমার ত সে জ্ঞান নাই। "ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া শুঁড়ির কাজ করিব" এই অহঙ্কারেই ত আমার সকল নষ্ট হইল! আমায় জ্ঞান দাও, আমার অভিমান নাশ কর, অহঙ্কার চূর্ণ কর, পাপরাশিকে ছারখার কর, আমি একবার মনের সাধ মিটাইয়া মদ খাই। তোমার কৃপা না হইলে ত মদ পাইব না, মাতাল হইয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকিতে পারিব না। সকলই ত তোমার কৃপার উপর নির্ভর করে। কৃপাময়ি! দয়াময়ি! করুণাময়ি! মা কৃপা কর, পতিত সন্তানকে শ্রীচরণে স্থান দাও। যোগীজনবাঞ্ছিত সেই অতুলচরণে স্থান দাও। তোমার কৃপার ভিখারী কর।

তোমার কৃতী-সন্তানদিগকে কি মদপান করাইয়াছিলে না? তাঁহারা নেসায় উন্মাদ হইয়া, কেবল তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকিতেন? কোথায় গেলে বা কি উপায় করিলে, আমি একটু সেই মদ পাই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও। তুমি সর্ব্বশক্তিময়ী এবং ইচ্ছাময়ী। তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, হয়, আর এই অবোধ সন্তান একটু মদ পায় না? যে পুণ্যে চৈতন্যদেবকে উন্মাদ করিয়াছিলে, যে পুণ্যে রামপ্রসাদকে উন্মাদ করিয়াছিলে, যে পুণ্যে শান্তশীল পরমহংস রামকৃষ্ণকে উন্মাদ করিয়াছিলে, আমার ত সে পুণ্য নাই; সে উদ্‌যোগ ত আমার নাই; তবু একটু মদ খাইবার আশা। এ আশা দুরাশা বটে; কিন্তু তোমার কৃপায় যখন সকল আশা মিটিয়া যায়, তখন আমার এ আশা দুরাশা হইলেও, তোমার প্রসাদে কেন পূর্ণ হইবে না? আশাপূর্ণ কর! ভবে আসার পথ অবরুদ্ধ কর? আমায় একটু মদ দাও!

সমাপ্ত।—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।

কৃষি সংবাদ।

বিগত মাসের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ মণ চা আমেরিকায় রপ্তানি হয়।

পঞ্জাবে ৮৬৭,৩০০ শত একার জমীতে অর্থাৎ ২৫৫,৪৩৫ বিঘাতে তৈলশস্যের আবাদ হইয়াছে; ফসল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়াছে আশা করা যাইতেছে।

মিঃ মলিসন শীঘ্রই ৬ মাসের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন। তিনি আগামী শরতকালে ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার পদে নিযুক্ত হইবেন অর্থাৎ সরকারী চাষাবাদ আফিসের কর্ত্তা হইবেন।

পঞ্জাবে ইক্ষুর চাষ এ বৎসর অধিক পরিমাণে হইয়াছে। যদিও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু বিদেশী চিনির আমদানী প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ হইতেছে।

কাঙ্গরা উপত্যকার 'চা'করেরা ৩২,০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৪০০ শত মণ) চা ১০০ শত উটের পৃষ্ঠে চাপাইয়া পারস্য-রাজ্যে চালান দিতেছেন। মাল বোঝাই উটগুলি আগামী জুন কি জুলাই মাসে কোয়েটা হইতে রওনা হইবে।

গতবৎসর দুর্ভিক্ষের জন্য গভর্ণমেণ্টের অনেক টাকা রাজস্ব আদায় হয় নাই। তদ্ব্যতীত সরকার হইতে চাষাবাদের জন্য যে টাকা সরবরাহ করা হইয়াছিল, তাহারও অর্দ্ধেক টাকা প্রজাদিগকে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। বোম্বে গভর্ণমেণ্টের এ বৎসর এই হিসাবে ২,৭০,০০০ টাকা ও মধ্যপ্রদেশ সরকারি তহবিলের ২,৬০,০০০ টাকা লোকসান দিতে হইবে।

বোম্বাই প্রদেশে কোন কোন স্থানে বৃষ্টিপাত হইয়াছে। কিন্তু আমেদাবাদ, ভাঠ, রেওয়া, কাঁথা প্রভৃতি স্থানে আজিও বিন্দুপাত হয় নাই। সোলাপুর, খান্দেশ, খারিয়া, ব্রোচ প্রভৃতি স্থানে গম, চাউল প্রভৃতি খাদ্য-শস্যের দর চড়িয়াছে। অন্যান্য স্থানে একটু কমিয়াছে বা সমানই আছে। পূর্ত্তকার্য্যে লোকের সংখ্যা কিছু কম বটে কিন্তু দানের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বাড়িয়াছে। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কোন স্থানে কিঞ্চিৎ কম হইলেও অন্যত্র প্রায় সমভাবেই আছে।

দার্জ্জিলিংএ পুষ্পমেলা হইবে। মেলা বসিবে মে মাসে। মে মাসে মেলার সময় বড় সুবিধাজনক নহে। কারণ তখন মরসুমী ফুল প্রভৃতি অনেক জিনিসেরই সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। গোলাপ কতক কতক থাকিবে কিন্তু তাও প্রায় শেষ হইয়া আসিবে। ছোটলাট পর্য্যন্ত অনেকে ঐ সময়ে দার্জিলিং সমবেত হন, তাই বোধ হয় মেলা এই সময় বসিবে। মেলাতে ব্যাণ্ড থাকিবে। স্কটিস্ বর্ডারারদের দল বাজাইবে। এটা নাকি একটা ব্যাণ্ড দলের মধ্যে উৎকৃষ্ট দল। মেলায় এই ব্যাণ্ড বাজনা শুনিতে হয়ত অনেকে যাইবেন।

কালিফর্ণিয়াতে অনেক প্রকাণ্ড গাছ দেখা যায়। বোধ হয় এত বড় বড় গাছ পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইখানকার একজন সুচতুর হোটেলওয়ালা ঐরূপ প্রকাণ্ড গাছের গহ্বরেই তাহার হোটেল স্থাপন করিয়াছে। হোটেল বেশ দস্তুরমত আধুনিক ফ্যাসনে সাজান। যে গাছের গহ্বরে হোটেলের বৈঠকখানা আছে তাহার পরিধি প্রায় ২৮ গজ। এই প্রকার কোন গাছের গহ্বরে রন্ধনাগার, কোথাও শয়নঘর, কোনগুলিতে বা হোটেলের কর্ম্মচারিবর্গের থাকিবার স্থান। তিনি এই প্রকারে গৃহনির্ম্মাণের খরচা ও বাটী ভাড়ার দায় এড়াইয়াছেন।

কৃষিকার্য্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কৃষি তত্ত্বানুধাবনের জন্য কয়েকজন কৃতবিদ্য বহুদর্শী বিজ্ঞানবেত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। কিছুদিন হইল ইণ্ডিয়ান মিউসিয়মে মিসেভিলি সাহেব কীটতত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত হইয়াছেন। ফসল কীটাদির উপদ্রব নষ্ট হয়। তিনি তৎপ্রতিকারে যত্নবান থাকিবেন। এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। সম্প্রতি আবার মিঃ আইজ্‌কে হেনরী বরকীল ডাক্তার ওয়াটের সহকারি ইকনমিক রিপোর্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের রয়েল বোটানিক গার্ডনে ডাক্তার বুলার নামক একজন উদ্ভিতত্ত্ববিদ আসিয়াছেন। ইনি ডাক্তার প্রেনের অধীনে কর্ম্ম করিবেন। সকল বিভাগেই কৃষিকার্য্যসৌকর্য্যার্থে সুযোগ্য লোক নিয়োজিত হওয়ায় ভারতের কৃষির প্রকৃষ্ট উপকার হইবে।

সাধারণে ও সার জর্জ কিংএর বন্ধুবর্গ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে ইংলণ্ডের রয়েল হর্টিকলচারেল সোসাইটী সম্প্রতি ইঁহাকে ইঁহার কৃষিকার্য্যকুশলতার জন্য সম্মানসূচক "ভিকেটোরিয়া মেডালিষ্ট" উপাধি ও স্বর্ণ পদক দানে ভূষিত করিয়াছেন। ইহাতে শুধু তাঁহার কেন—উদ্ভিদতত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। কিং সাহেব শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তাহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন। উদ্ভিদতত্ত্ববিদদিগের উৎসাহিত করিবার জন্য

"ভিকটোরিয়া মেডালিষ্ট" উপাধি ও পদক ১৮৯৭ সালে ডায়মণ্ড জুবিলি উপলক্ষে কুইন ভিকটোরিয়ার অনুমতি অনুসারে স্থাপিত হয়। তাঁহার জুবিলি ৬ বৎসরে হইয়াছিল, তাই ৬০ জন লোককে পদক দিবার ব্যবস্থা হয়। এখন সেই স্থানে ৬৩টী পদক দিবার ব্যবস্থা করা হইল, কারণ ইহা রাজ্ঞীর ৬৩ বৎসর রাজত্বের স্মৃতিসূচক হইবে।

দাক্ষিণাত্যে যে একপ্রকার বাবলা Acacia গাছ হয়, তাহাকে হিন্দুস্তানী কথায় "দেওয়ানা বাবুল বলে"। দাক্ষিণাত্যে এইরূপ বাবলাগাছের বন দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বাবলা পাতার রসে নাকি কুকুরে কামড়ান রোগী আরোগ্য হয়। ক্ষেপা শেয়াল বা কুকুরে কামড়াইবার অব্যবহিত পরে অথবা যত শীঘ্র পারা যায়, যদি ঐ বাবলা পাতার রস খাওয়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে রোগী মরে না। উহার রস পান করিলে বমন চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাতে ভয় কিছু নাই! তিনদিন প্রাতে উহার রস খাইতে হইবে। আহার সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, তবে ঘৃতের জিনিস খাইতে দেওয়া না হয়। দধি খাইতে দেওয়া উচিত। অনেক স্থলে নাকি ঐ বাবলা পাতার রসে বিশেষ উপকার দর্শাইয়াছে। ৪ জন লোককে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ায়। এমন কি কুকুর কয়টা জলাতঙ্কে মরিয়া যায়। কিন্তু ঐ লোকগুলিকে উক্ত বাবলা পাতার রস খাওয়াইয়া চিকিৎসা করা হয়— সকলেই আরোগ্য হইয়াছে।

ফজলী আম্র।

প্রবাদ আছে, মালদহ জেলার অন্তর্গত নিমাসরাই নামক গ্রামে প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে জনৈক ইতর শ্রেণীর বিধবা বাস করিত; তাহার বাটীর পার্শ্বেই একটী আম্র বৃক্ষ ছিল, কিন্তু ঐ আম্র সে কিম্বা অন্য কেহই খাইতে পারিত না। আম্র বেশ বড় হইলেই কাটিতে আরম্ভ করিত ও পোকা লাগিত। যে আম্রটী ফাটিত না বা কীটদষ্ট হইত না, তাহাও কাটিলে ভিতর হইতে পোকা নির্গত হইত এবং এইরূপেই ঐ বৃক্ষের আম্র নষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং বিধবা তজ্জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল।

একদা আষাঢ় মাসে জনৈক সন্ন্যাসী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার সেই আম্রে দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় ঐ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল, এবং উক্ত বিধবাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা! আমি রৌদ্রে অত্যন্ত পিপাসিত হইয়াছি, অতএব তুমি আমাকে এই বৃক্ষের কিছু ফল ও এক ঘটী জল আনিয়া দাও, আমি আহার করিয়া পিপাসা শান্তি করি।" বিধবা তচ্ছ্রবণে মহা দুঃখিত হইয়া বলিল, "সন্ন্যাসীঠাকুর! আমি জল ও কিঞ্চিৎ মিষ্টদ্রব্য আনিয়া দিতেছি, পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করুণ, কিন্তু বৃক্ষের ফল দিতে পারিতেছি না।" ইহাতে সন্ন্যাসী বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া হইয়া বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এই বৃক্ষের ফল কেন দিবে না, যদি তোমার বিশেষ অনিষ্ট হয়, তবে আমি উহার উচিত মূল্য দিতে স্বীকৃত আছি।" বিধবা সাশ্রুনয়নে অতি দুঃখসহকারে বলিল, "ঠাকুর! এই বৃক্ষের ফল হওয়া অবধি কেহই ইহা ভক্ষণ করিতে পারে নাই, যত আম্র দেখিতেছেন, সমস্তগুলিই পোকায় পরিপূর্ণ।" সন্ন্যাসী বলিল,— পোকাই থাকুক আর যাহা কিছুই থাকুক, তুমি উহাই আনিয়া দাও, আমি ভক্ষণ করিব। বিধবা সন্ন্যাসীর বাক্য অবহেলা করিতে না পারিয়া ঐ বৃক্ষের ৫।৭টী আম্র ও জল আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী উহা পরম পরিতোষ সহকারে ভক্ষণ পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন, এবং বিধবাকে বলিলেন,—"অদ্য হইতে এই বৃক্ষের নাম তোমার নামানুসারে "ফজলী" হইল।" বিধবার নাম ফজলী ছিল এবং বলা বাহুল্য পূর্ব্বে ঐ বৃক্ষের কোনরূপ নামকরণ ছিল না।

সন্ন্যাসী আরও বলিলেন,—অদ্য হইতে আর এই বৃক্ষের ফলে কোনরূপ পোকা হইবে না বা ফাটিয়া নষ্ট হইবে না, এবং ভবিষ্যতে এই আম্রের জন্যই মালদহ জেলা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ও উহা সুমিষ্ট সুখাদ্য বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদরণীয় হইবে।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে বিধবা বৃক্ষ হইতে ফল তুলিয়া দেখে, একটী ফলেও কোনরূপ কীট নাই, পরন্তু অতি সুমিষ্ট আম্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। ক্রমে এই কথা দেশময় রাষ্ট্র হইতে লাগিল, এবং বহুলোক এই আম্র আস্বাদন করিয়া উহার সুমিষ্টতার পরিচয় পাইল। তখন ঐ বৃক্ষ হইতে ক্রমশঃ কলম করিয়া লোকে দেশ বিদেশে লইয়া যাইতে লাগিল। এক্ষণে এই আম্র ও কলম এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোকেও ইহার আস্বাদন পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিতেছেন, এবং "ফজলীপ্রসূতি" বলিয়া সকলেই মালদহ জেলার গৌরব কীর্ত্তন করিতেছেন।

পূর্ব্বে অর্থাৎ যতদিন উহার কলম করা হয় নাই, আদিম বৃক্ষটীর ফল আষাঢ় মাসেই পাকিত; কিন্তু যত কলম করা হইতেছে, ততই নামি হইয়া পড়িতেছে,—এখন শ্রাবণ, এমন কি যত্ন করিয়া রাখিলে ভাদ্র আশ্বিন পর্য্যন্তও থাকিতে পারে। আদিম বৃক্ষটীর কলম করিয়া লোকে উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। অল্পদিন হইল এ আদিম বৃক্ষের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ফজলীর ন্যায় জালিবান্ধা, মোহনভোগ, বাতাসা, গোপাল ভোগ, ইত্যাদি বহুবিধ আম্রের কলম আজকাল মালদহ জেলায় প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ফজলীর নিকট আস্বাদনে কেহই সমকক্ষ হইতে বা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। আরও একটী কথা,—মালদহ জেলায় উৎপন্ন ফজলী আম্র যতদূর সুমিষ্ট ও আদরণীয়, অন্য জেলার তত নহে।

আম্র পাকিবার কিছু দিবস পূর্ব্বে এক্ষণে ফজলী আম্রের সেই পূর্ব্ব রোগ অর্থাৎ ফাটিয়া ও পোকা ধরিয়া নষ্ট হওয়া রোগ পুনরায় কোন কোন বৃক্ষে দৃষ্ট হইতেছে। আর সকল বৎসর সমান ফল হয় না। ইহার প্রতিকার উপায় যদি কোনও উদ্যানবিদ্ কিংবা বৈজ্ঞানিক মহাশয় অবগত থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক "সময়" পত্রিকায় লিখিলে, পরম বাধিত হইব।—শ্রীগুরুচরণ সরকার।

[আগামী বারে ফজলী আমের এতৎ রোগ নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করা যাইবে।—বৃঃ সঃ]

জলকষ্ট।

রোগ ও অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ পানীয় জলের অভাব, অপ্রাচুর্য্য ও অপকৃষ্টতা। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি আজ বারিহীন, সুতরাং শস্যহীন ও রোগজীর্ণ। নদীমালিনী বঙ্গভূমির কূলপ্লাবিনী নদীকুল আজ কাল-মাহাত্ম্যে ভগ্নবেগপ্রবাহ ক্ষীণতর। তাই খাল, বিল, কূপ, তড়াগ, দীঘি, পুষ্করিণী সমুদায় জলশূন্য ও কর্দ্দমাক্ত।

নানানদনদীপরিপূরিত খালবিলাদিসুশোভিত সুবৃহৎদীর্ঘিকাসরোবররাজীতে পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ বঙ্গরাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই জলের জন্য হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছে। এই নিদারুণ গ্রীষ্মে, এই ভয়ঙ্কর পিপাসার দিনে লোক সকল তৃষ্ণায় জল পাইবার জন্য কাতর হইয়াছে। খাল বিলাদি শুকাইয়া গিয়াছে; অনেক নদীতেই জল নাই, পুষ্করিণী দীর্ঘিকার ত কথাই নাই। বৃহৎ নদীতীরবর্ত্তী স্থান সমূহের অবশ্যই কোন অভাব হয় নাই। এক নদীতেই তাহাদের সমস্ত অভাব বিদূরিত

করিতে সমর্থ। যে যে সহরে জলের কল আছে, সে সকল স্থলেও জলকষ্টের নাম নাই। কিন্তু যে সকল স্থান নদীতীর হইতে বহুদূর, সেখানে পুষ্করিণীর জলই একমাত্র ভরসা, অন্য কোন প্রকারে জল পাইবার আশা নাই; সেই সকল সুদূর পল্লীগ্রামের যে কি শোচনীয় অবস্থা উপনীত হইয়াছে, তাহা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যে সকল কুল-কামিনী কস্মিন্ কালেও গৃহের দ্বারদেশ অতিক্রম করে নাই, জলের নিমিত্ত তাহাদিগকেও কলসীকক্ষে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইতেছে! তাহারা আর চিররক্ষিত চিরপালিত লজ্জার সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছে না! পিপাসায় প্রাণ যায়! লজ্জা করিলে উপায় কি? দুই দিন উদরে অন্ন না দিয়াও লোকে বরং থাকিতে পারে, কিন্তু মুখে জল না দিয়া এই দারুণ নিদাঘের সময় কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারে? কাজেই যে কোন উপায়ে হউক জল আনিতে হইবে। দাস দাসী কয় জনের থাকিতে পারে? যাহাদের আছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বঙ্গদেশ সাধারণতঃ দরিদ্র লোকেই পরিপূর্ণ। তাই কুলবধূগণকে পানীয় জলের জন্য দূরবর্ত্তী জলাশয়ে যাইতে হইতেছে।

দূরে গিয়াও কি বিশুদ্ধ পানীয় জল পায়? এই নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনে বঙ্গরাজ্যময় বিশুদ্ধ পানীয় জলের নিতান্তই অভাব হইয়াছে। কোন গ্রামে হয়ত একটীমাত্র পুষ্করিণী আছে, তাহাও বহুকালের খাত, পঙ্কোদ্ধার কখনও হয় নাই। সুতরাং তাহাও প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে শুষ্কপ্রায়, জল পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ মাত্র আছে, সেই জলই লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। সে জলও বিশুদ্ধ নহে—পঙ্কিল। সেই পঙ্কিল জল পানেই নানাপ্রকার সংক্রামক পীড়ার উদ্ভব হইতেছে। শত সহস্র লোকে তাহার কবলে পতিত হইয়া ইহজীবনের মত সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে। প্রাচীন খাত পুষ্করিণী, জলাশয় প্রায় সকল গ্রামেই আছে, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই সেই সকল পুষ্করিণীর শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। কোনটীরই পুনঃসংস্কার হয় নাই। পুষ্করিণীর অধিকারীগণের সেই সকল সংস্কার করিবারও মতিগতি নাই। দেশের লোকের মতিগতি এখন অন্যদিকে ফিরিয়াছে, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা যে অক্ষয় পুণ্যের সোপান, ইহা সে কালের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই যাহার যেমন অবস্থা কেহ দীর্ঘিকা, কেহবা পুষ্করিণী, কেহবা ইন্দারা, কেহবা সামান্য কূপ মাত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া মনস্তুষ্টি সম্পাদন ও পবিত্র জলদান-ব্রত উদ্যাপন করিতেন। এই জলদান ব্রত মানব-জীবনের একটী প্রধান ও পুণ্যকার্য্য বলিয়া, তদানীন্তন লোকের বিশ্বাস ছিল বলিয়াই বহুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে, রাস্তার পার্শ্বে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ও সরোবর সকলের অস্তিত্ব এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের কোথাও দীর্ঘিকা, কোথাও সুবৃহৎ সরোবর তৃষ্ণাক্রান্ত পথিকগণের তৃষ্ণা অপনোদন করিত। সেই সকল জলাশয়ের অবতরণ স্থানে পথিকগণের পথক্লান্তি বিদূরিত করিবার জন্য অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ সকল রোপিত হইত। সেই সকল বৃক্ষের ছায়ায় শত শত লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তত্তৎ প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যে কতই সাধুবাদ প্রদান করিত। সেই প্রাচীন পুষ্করিণী সকল জীর্ণ, নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কোথাও যৎসামান্য জল আছে, কোথাও জলের নাম মাত্র নাই। বিশেষতঃ এই ভয়ানক রৌদ্রের সময় কোথাও বা সরোবরের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই। উহা জমিতে পরিণত হইয়া চাষ আবাদ চলিতেছে। পথিক দূর হইতে সরোবরের উচ্চ পাহাড় দর্শনে পিপাসাক্লেশ নিবারিত করিবে ভাবিয়া মহানন্দে তাহার দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া শুষ্ক সরোবর দৃষ্টে মরীচিকামুগ্ধমৃগের ন্যায় অধীর হইয়া পড়ে, তাহার পিপাসাক্লেশ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। বাস্তবিক সংস্কারাভাবে প্রাচীন জলাশয়াদির অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে। ধনীগণের বা জমিদারবর্গের এদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। জলাশয়াদি খনন ধনী ও জমিদারগণেরই কর্ত্তব্য কার্য্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই, পূর্ব্বকালের ধর্ম্মভাব ইদানীন্তনকালে বহুল পরিমাণে শ্লথ হইয়াছে, তাই পুণ্যজনক কার্য্যে এতাদৃশ অনাস্থা উপস্থিত হইয়াছে। পুষ্করিণীআদি

প্রতিষ্ঠা করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যদি রাজা বাহাদুর, মহারাজা বাহাদুর ইত্যাদি এবম্বিধ সম্মান-সূচক উপাধিলাভের প্রত্যাশা থাকিত তাহা হইলে আমরা অনেক ধনী ও জমিদার সন্তানকেই তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিতাম। কিন্তু সেরূপ সম্মান লাভ কাহারও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাই যথার্থ পুণ্যজনক দেশহিতকর এই প্রকার কার্য্যে কপর্দ্দক ব্যয় হইলেও তাহা অপব্যয় মনে করেন। লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস এই প্রকারে বিকৃত হইয়াছে, নিষ্কাম পরোপকারব্রতের এইরূপ বিলোপসাধন হইয়াছে।

জমিদার হও, ধনী হও, একবার বিলাসসজ্জা হইতে বিরত হইয়া এই লোক হিতকর পুণ্যজনক কার্য্যে মনোনিবেশ কর। তুমিও ইচ্ছা করিলে সহজেই নব নব কূপ পুষ্করিণী খনন করাইয়া ও পুরাতন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করাইয়া দেশের দশের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতে পার। এ সকল ত তোমার পূর্ব্বপুরুষ-গণের অনুমোদিত, হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মকার্য্য। দশের নিকট প্রতিপত্তিভাজন হইয়া সে কার্য্য সহজে উদ্ধার করিবার, অল্প আয়াসে অপরিমেয় পুণ্য সঞ্চয় করিবার এইত সময়। রোডশেসের কথা তুলিয়া, রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা, বিবাদ বচসা করিলে কোন ফলই ফলিবে না। সেরূপ বৃথা অরণ্যে রোদনেরও এখন সময় নাই। এখন চাই কেবল কার্য্য, কার্য্য, কার্য্য।—"তৃষ্ণার্ত্ত পল্লীবাসী।"

ভারতীয় শিল্প-সমিতি।

গত চৈত্র মাসে ভারতবর্ষীয় শিল্প সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। মাননবর শ্রীযুক্ত বোল্টন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, জজ মান্যবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি অনেক মান্য গণ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। ভারতের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি করা সমিতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত গত বৎসর সমিতি এক প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। সেই প্রদর্শনীতে যাঁহারা দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন, এই অধিবেশনে তাঁহাদিগকে সম্মানসূচক পদকাদি প্রদত্ত হইয়াছিল। কৃষি বিভাগে ফল, ফুল, গাছ প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহার জন্য অর্থ পারিতোষিক দেওয়া হয়; তাহা অগ্রেই বিতরিত হইয়াছিল। উক্ত বিভাগের ভার ছিল ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের (Indian Gardening Association) উপর। উক্ত সমিতি দ্বারা উক্ত বিভাগের সমস্ত কার্য্য যোগ্যতার সহিত ইতিপূর্ব্বে সমাধা হইয়াছিল। শিল্পসমিতি আরও নানা দিকে নানাবিধ কার্য্য করিতেছেন। সাধারণকে কৃষি ও শিল্প বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা সভার আর একটী কার্য্য। এই কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাঝে মাঝে বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। তাঁহার প্রবন্ধ কিরূপ বঙ্গবাসীর পাঠকগণ তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ কেহ শিল্প কার্য্যের কারখানাও খুলিয়াছেন। লৌহজঙ্গের শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদ সাহা মহাশয় ইহার দৃষ্টান্ত। ইনি আলিউমিনিয়ম নামক নূতন ধাতু-নির্ম্মিত বাসনের কারখানা খুলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ও উৎসাহে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন (Indian Gardening Association) হইতেও কৃষক নামে কৃষিবিষয়ক একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক ও গার্ডেনিং সার্কুলার (Gardening Circular) নামে একখানি ইংরাজি মাসিক পত্র বাহির হইতেছে। শিল্প-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে কৃষি শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি বসুমতীতে

লিখিয়া থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার আকন্দ নামক প্রবন্ধ বসুমতীতে বাহির হইয়াছে। জুতার কালি, মনিব্যাগ প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য এখন বিদেশ হইতে আমদানি হয় এবং যাহা প্রস্তুত করিতে অধিক মূলধন বা কল কবজার প্রয়োজন হয় না, সমিতি সেই সমুদয় দ্রব্য লইয়াও পরীক্ষা করিতেছেন। কৃষি-কার্য্য সম্বন্ধেও সমিতি নিশ্চিন্ত নহেন। গো-খাদ্য, কাগজ নির্ম্মাণের দ্রব্য, আরোরুট, এড়ি, রেশম প্রভৃতি নানা বস্তুর পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু গত বৎসরের দারুণ বর্ষায় সমিতির কৃষি-পরীক্ষা সফল হয় নাই। গার্ডেনিং এসোসিয়েসন গত বৎসর, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ মত পরীক্ষার্থ ঘাসের চাষ করিয়াছিল কিন্তু দারুণ বর্ষায় সমস্ত বীজ নষ্ট হইয়া যায়। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু আরোরুট প্রস্তুত করিতেছেন। এই কার্য্যে তিনি অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। সমিতি একটী পুস্তকাগার স্থাপনের চেষ্টাতেও আছেন। কৃষি শিল্প, বাণিজ্য সম্বন্ধে পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি এই পুস্তকাগারে থাকিবে। তাহা পাঠ করিয়া এই সমুদয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। সমিতির কার্য্যে অনেক বড় বড় লোক যোগদান করিয়াছেন, দেখিয়া, আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। অন্নজীবী মানুষের অন্নই হইল প্রথম প্রয়োজন। অন্নের সংস্থান না থাকিলে, গৃহস্থের ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই হইতে পারে না; সুতরাং সমিতির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সভার সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরি মহাশয়ের যত্নে সভার কার্য্য এইরূপ সুচারুভাবে চলিতেছে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায় নহে) ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত সহকারি-সম্পাদকদ্বয়ও এই কার্য্যে অনেক পরিশ্রম করিতেছেন।

আনারস।

"আকন্দ" ও "কদলী" হইতে আঁশ বাহির করিবার উপায় সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ লেখায়, অনেক লোক আমাদিগকে অনেক প্রকার পত্র লিখিয়াছেন। শরীর অসুস্থ থাকায় এবং কলিকাতা হইতে অনুপস্থিতি বশতঃ সকলের পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। যাঁহারা ঐ দুই বিষয়ে ব্যবসায় করিবার মানসে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহাদিগের পত্রের উত্তর যত শীঘ্র পারি দিব। এত লোক প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক উত্তর দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। প্রধান প্রধান প্রশ্নের উত্তর গুলি "বসুমতী"তে ছাপাইবার ইচ্ছা রহিল। কতকগুলি লোকে অল্প পয়সায় যে সমস্ত "কৃষি" সম্বন্ধ ব্যবসায় করিতে পারা যায় তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য অদ্যকার প্রবন্ধের অবতারণা।

অনেকে বলেন, আনারসের আদিম জন্মস্থান আমেরিকার ব্রেজিল দেশ। গানক্যাটলা হারনানডিজ (Gancatla Hernandez) নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ইহা ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম ইউরোপে নীত হয় এবং তথা হইতে পরে ১৫৯৪ অব্দে পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা ভারতবর্ষে আনীত হয়।

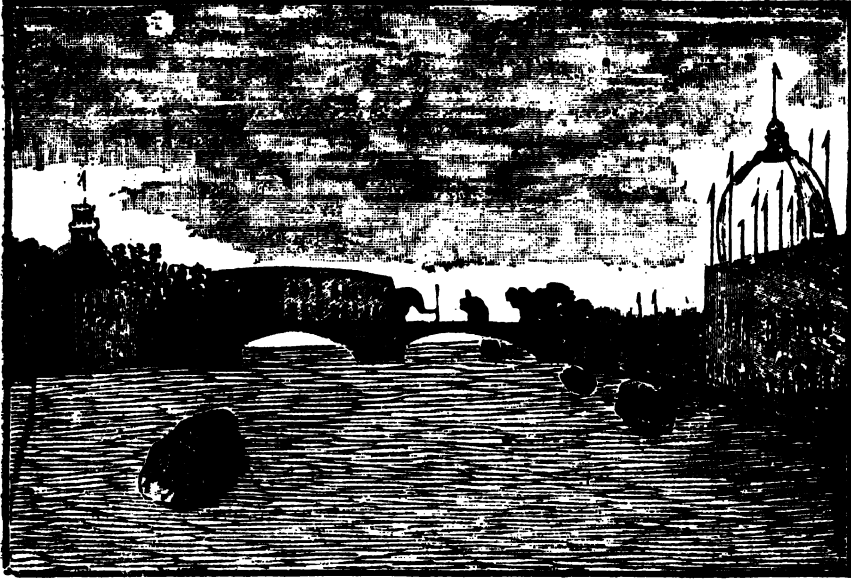
সংস্কৃত ভাষায় আনারসের নাম বহুনেত্র। কবিরাজ শাস্ত্রে ইহার গুণ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়। "বহুনেত্র ফলকাম্লং ক্রিমিঘ্নং মধুরং সরম্। বলাং বাতহরং রুচ্যং শ্লেষ্মসং তর্পণং গুরু।" অর্থাৎ ইহা অম্লমধু, রসযুক্ত, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকর, রুচিজনক, বায়ুনাশক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক। আনারস যে একটী উৎকৃষ্ট ফল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যাঁহাদের সামান্য "পুঁজি", তাঁহারা যদি ইহার চাষ করেন তাহা হইলে অল্প পয়সায় বিশেষ একটী লাভজনক ব্যবসায় করিতে পারেন। ইহার চাষের কোন প্রকার ঝঞ্চাট নাই বলিলেই চলে। বর্ষাকাল ইহার চাষের সময়, আনারসের

চারা আনারসের গায়েই জন্মিয়া থাকে। ইহাকে আনারসের মুখী বলে। ছায়াযুক্ত আর্দ্র ভূমিতে দুই হস্ত অন্তর অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত গর্ত্ত খনন করিয়া এই মুখী রোপণ করিতে হয়। শুষ্ক ভূমিতে ও অধিক রৌদ্রোত্তাপযুক্ত স্থানে ইহার চাষ ভাল হয় না। প্রতি বর্ষায় ইহার কতকগুলি করিয়া চারা তুলিয়া গাছগুলি ক্রমে ফাঁক করিয়া দিতে পারিলে, ফল ভাল হয়। আনারস গাছ অনেকদিন জীবিত থাকে; এবং ইহার জন্য কৃষককে বিশেষ যত্ন লইতে হয় না। কেবল গাছের গোড়ায় "ওঁচলা" (জঞ্জাল) দিলেই বেশ সারের কাজ করে; ইহাতে ফল সুমিষ্ট ও বড় হয়। গাছের আওতায় ইহার চাষ ভাল হয়; সুতরাং ইহাও সুবিধাজনক। মনে করুন আপনি একটী আম্র কাঁটালের বাগান করিয়াছেন, সেই বাগানের ঐ বড় বড় গাছের তলায় আবার আনারস চাষ করিতে পারিলেন; উহা কি কম সুবিধাজনক। পতিত ও অকেজো জায়গা বলিয়া যাহাকে জানিতেন, সেই স্থানে আর একটী ফসল হইল, অথচ কলিকাতার বাজারে একটী উৎকৃষ্ট আনারস এক আনা হইতে কখন কখন ৷৷০ বা ১৲ টাকাতেও বিক্রয় হয়। যদি কেবল মাত্র কলিকাতার বাজারে আনারস চালান দেওয়া যায় তাহা হইলে কিরূপ লাভ হইতে পারে ইহা হইতেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন, আনারস দ্বারা সাহেবদের ব্যবহারের উপযোগী "চাটনি" প্রস্তুত করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিতে পারিলে একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় হইতে পারে। আজকাল কলিকাতা হইতে কয়েকটী বাঙ্গালী ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে নানা প্রকার ফলের চাটনি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছেন এবং ঐ উপায় দ্বারা তাঁহারা বিশেষ লাভবান হইতেছেন। যদ্যাপি তাঁহাদের সহিত আনারসের চাটনি তৈয়ার সম্বন্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারা যায় তাহা হইলেও অনেক উপকার হইতে পারে।

আনারসের পাতা হইতে একটী ব্যবসায় হইতে পারে। ইহার পাতা হইতে সুন্দর আঁশ বাহির করিতে পারা যায়। সেই আঁশ রসা, বশি এবং তুলার সহিত মিশ্রিত করিয়া রেশমের ন্যায় উত্তম বস্ত্র পর্য্যন্ত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার ব্যবহার অনেক স্থানে চলিতেছে। জাভা ও পূর্ব্ব উপদ্বীপে এই আঁশে মূল্যবান সূত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। আনারসের পাতাগুলি আমাদের দেশে নষ্ট হয়; ঐ পাতাগুলি হইতে আঁশ প্রস্তুত করিতে পারিলে একটী পরিত্যক্ত জঞ্জাল হইতে একটী কার্য্য করা হয়; উহা হইতে অনেক লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে। আনারসের পাতা হইতে সহজেই আঁশ বাহির করা যায়। কতকগুলি পাতা একত্র করিয়া আখমাড়া কলের ন্যায় বাবলা কাঠের কলে (Roller) পিসিয়া লইয়া একখানি কাঠের উপর রাখিয়া হাতুলি দ্বারা থেঁতো করিতে হইবে; পরে জলে ধুইয়া ইহার অসার অংশ বাদ দিবে। একবার ধুইলে যদি সম্পূর্ণরূপে অসার অংশ বাহির না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐরূপ থেঁতো করিয়া জলে ধুইবে; যতক্ষণ সমস্ত অসার অংশ বাহির না হয় ততক্ষণ ঐরূপ করিবে। এরূপে সমস্ত অসার অংশ জলে ধুইয়া গেলে পরিষ্কার আঁশ বাহির হইবে। পরে ঐ আঁশকে তিন চারি দিন, দিবসে রৌদ্রে ও রাত্রে শিশিরে রাখিতে হইবে। এরূপে প্রস্তুত করিলে আঁশগুলি চিক্কণ, দৃঢ় ও কোমল হইবে, প্রায় রেশমের ন্যায় দেখিতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে ইহার তিন চতুর্থ ইঞ্চ পরিমিত রশি ৫২ হন্দর পর্য্যন্ত ভার সহ্য করিতে পারে।—

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্যারিস মহাপ্রদর্শনী, ১৯০০ সাল।



বাম পার্শ্বে—কৃষি ও ফল ফুলের প্রদর্শনী স্থান। দক্ষিণ দিকে—পুরাতন পারিসের দুর্গ। সম্মুখে নদীর উপর সেতু। এই ছবি খানি "গার্ডনার্স ক্রণিকেল" নামক পত্র হইতে গৃহীত।

বীজবপন বিধি।

বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং জ্যৈষ্ঠেতু মধ্যমং স্মৃতম্
আষাঢ়ে চাধমং প্রাহুঃ শ্রাবণে চাধমাধমম্॥

বৈশাখে বপনই শ্রেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠে মধ্যম, আষাঢ়ে অধম ও শ্রাবণে অধমাধম বলিয়া কথিত হয়। বছরের প্রথমে মাটী নূতন হয়। তাহার প্রমাণ চাষের দ্বারা জানা যায়। বৈশাখ মাসে যত জমি চষা যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসে তদপেক্ষা কম, এইরূপে শ্রাবণ মাসে সে হিসাবে নিতান্ত কম জমিতেই চাষ উঠে। ইহার কারণ ক্রমে মাটী কঠিন হইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। মাটী যতই কঠিন হয় ততই ধান্যাদির বীজ হইতে গাছ হইয়া গাওয়াইতে (গাছের মত বা পুষ্ট হইতে) বিলম্ব হয় একারণ বৈশাখের বুনাই ভাল। খনা বলিয়াছেন ;—

বৈশাখী বুনো। ফলে দুনো॥

শিশির শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ম পাইয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিও নূতন হয়। শীত তাপ বায়ু ও বৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক নিয়ম বলে পৃথিবী নূতন শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই নূতন শক্তি হইতে যে গাছ উদ্ভূত হয় তাহার ফলোৎপাদিকা শক্তি নিশ্চয়ই অধিক হয়।

বৃষান্তে মিথুনাদৌ চ ত্রীণ্যহানি রজস্বলা।
বীজং ন বাপয়েত্তত্র জনঃ পাপাদ্বিনশ্যতি॥

বৃষের (জ্যৈষ্ঠের) অন্ত ও মিথুনের (আষাঢ়ের) আদিতে তিন দিবস পৃথিবী রজস্বলা হয়েন ঐ সময় বীজ বপন করিবে না, করিলে বিনষ্ট প্রাপ্ত হয়। অন্যমতে :—

মৃগশিরসি নিবৃত্তে রৌদ্রপাদেঽম্বুবাচী।
ভবতি ঋতুমতী ক্ষ্মা ভাস্করে ত্রীণ্যহানী।
যদি বপতি কৃষাণঃ ক্ষেত্রমাসাদ্য বীজং।
ন ফলতি ফলজাল্যো দারুণশ্চাহ কালঃ॥

(বরাহ সংহিতায়াং)

মৃগশিরসি নিবৃত্ত হইয়া রৌদ্রপাদ আরম্ভ হইলে (আষাঢ়ের) তিন দিন পৃথিবী ঋতুমতী হয়েন। উঁহাকে

অম্বুবাচী বলে। (শুনা যায় ঐ সময় কামরূপে কামাখ্যা দেবীর যোনি-পীঠে ঋতু রক্ত সন্দর্শন হয়।) ঐ কাল দারুণ সময় জানিবে, অম্বুবাচীতে যদি কৃষক ক্ষেত্র মধ্যে বীজ বপন করে তাহা নিষ্ফল হয়।

আমরা সহজে বুঝিতে সক্ষম না হইলেও স্ত্রীজাতি যেমন মাসে মাসে ঋতুমতী হয় পৃথিবীও তদ্রূপা হয়েন জানিতে হইবেক। প্রত্যেক দুই মাস অন্তর পৃথিবীর ভাবান্তর প্রত্যক্ষ। বোধ হয় ঐ ভাবান্তর কালই পৃথিবীর ঋতুকাল। বুঝি বা ঐ কাল বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রকর্ত্তারা ছয়টী কালকে ছয়টি ঋতু আখ্যা দিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইলে ছয়টি কাল যে পৃথিবীর ঋতুকাল হইতেই সূচিত ও ঋতুই যে সুস্পষ্ট জ্ঞাপক তাহাতে সংশয় নাই। ছয় ঋতু আখ্যা হইবার অন্য কারণ থাকিলেও এ তাৎপর্য্যটি উপেক্ষণীয় হইবার নহে। যখন ঋতুমতী, তখন পৃথিবীর নূতন অবস্থা, সে সময় কর্ষণ বপন ও রোপণাদি কার্য্য করা নিতান্ত মূঢ়তা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। যাহা রীতিবিরুদ্ধ এবং পৃথিবীর পীড়নকর তাহাতে কখনও ইষ্ট নাই বরং উহা গুরুতর পাপজনক এবং বিনাশেরই কারণ। প্রত্যেক ঋতুতেই পৃথিবীর ঋতুকাল হইলেও যখন চাষ আবাদের সময় সেই সময় উহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ এবং চাষ আবাদ করিতে শাস্ত্রকর্ত্তারা নিষেধ করিয়াছেন। এই জন্য অম্বুবাচীতে পৃথিবীর ঋতুর কথা ও চাষ আবাদ নিষেধবিধি হইয়াছে। কিন্তু ধরিতে হইলে উহা সকল ঋতুতেই নিষিদ্ধ। রাঢ় অঞ্চলের কৃষকেরা উহা সম্যক্ পালন করিয়াও থাকেন। গ্রীষ্মঋতুর প্রথমে নীলবতী পূজা মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং ১লা বৈশাখ ভগবতী পূজা ; বর্ষা ঋতুর প্রথমাংশে তিনদিন অম্বুবাচী, শরৎ ঋতুর মধ্যে তিন দিন মহাপূজা ; হেমন্ত ঋতুর মধ্যে কালীপূজা, গো-দ্বিতীয়া ও ভাইদ্বিতীয়া, এই তিন দিন ; শীতঋতুর মধ্যে বাউনী, পৌষসংক্রান্তি ও উত্তরায়ণ এই তিন দিন ; বসন্তের প্রারম্ভে শ্রীপঞ্চমী শীতলাষষ্ঠি ও মাকরী সপ্তমী এই তিন দিন হলচালন হয় না। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি পর্ব্ব ও ব্রতদিবসে ভাল কৃষকেরা কখনই হলচালন করে না। জামাই ষষ্ঠি, রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, শ্রাবণ হইতে ভাদ্রের পঞ্চমী পর্য্যন্ত পাঁচটা নাগপঞ্চমী দশহরা, জন্মাষ্টমী, দুর্ব্বাষ্টমী, বোধন ষষ্ঠি, জগদ্ধাত্রী পূজা, বাউনী, মহাষ্টমী, রাধানবমী ও শীতলা পূজাদি প্রায় সকল পর্ব্বগুলিও তাহারা পালন করিয়া থাকে সকলেরই উহা পালন করায় বিশেষ শ্রেয়ঃ আছে।

রোপণ বিধি।

রোপণার্থন্তু বীজানাং শুচৌ বপনমুত্তমম্।
শ্রাবণে চাধমং প্রোক্তং ভাদ্রে চৈবাধমাধমম্॥

রোপণের জন্য যে বীজ তাহা জ্যৈষ্ঠমাসে বপন করাই উত্তম, শ্রাবণ মাসে অধম আর ভাদ্রে অধমেরও অধম বলিয়া উক্ত হয়।

বৈশাখী বাওয়া, জ্যৈষ্ঠের জাওয়া।
আষাঢ়ে রোওয়া, শ্রাবণে গাওয়া॥ (খনা)

বৈশাখ মাসে বপনের পর গাছ বাহির হইয়া যাওয়াকে বাওলা বা বাওয়া বলে, জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ জন্য যে বীজ বপন করা হয় তাহার গাছ বাহির হওয়াকে জাওলা বা জাওয়া বলে, আষাঢ় মাসের রোপণকে রোওয়া এবং শ্রাবণ মাসের গাছানকে গাওয়া বলে। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলেই চাষ ভাল হয়। সময়ে সবই ভাল, আর অসময়ের কৃষি কষ্টসাধ্য এবং তাদৃশ ফলদায়কও নহে।

বপনে রোপণেচৈব বারযুগ্মং বিবর্জয়েৎ।
মূষিকাণাং ভয়ং ভৌমে শনৌ শলভকীটয়োঃ॥
ন বাপয়েত্তিথৌ রিক্তে ক্ষৌণে সোমে বিশেষতঃ
এবং সম্যক্ প্রযুঞ্জানঃ শস্যবৃদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥

বপনে এবং রোপণে শনি ও মঙ্গলবার ত্যাগ করিবে। মঙ্গলবারে মূষিকের এবং শনিবারে শলভ (পতঙ্গ) ও কীটাদি ভয় হয়। আর রিক্তা তিথিতে বিশেষতঃ সোম মঙ্গলবার হইলে কদাচ বপন করিবে না। এরূপ হইলে নিশ্চয়ই শস্য বৃদ্ধি হয়।

খর বারে বা খর তিথিতে বপন ও রোপণ করিলে সেই বার বা তিথির যা গুণ তাহা ঐ বীজের সহিত মৃত্তিকায় নিহিত হইয়া থাকে। এবং যথাকালে গাছ যদি ভাল হয় তাহা হইলেও ঐ গুণ গাছে সঞ্চার হইয়া শলভ কীটাদি আগমেরই উপযোগী হয়।

বপনং রোপণঞ্চৈব বীজং স্যাদুভয়াত্মকম্।
বপনং গদনির্ম্মুক্তং রোপণং স গদং বিদুঃ॥
ন বৃক্ষরূপ ধান্যানাং বীজাকর্ষণ মাচরেৎ।
ন ফলান্তদৃঢ়বীজা বৃক্ষাঃ কেদারসংস্থিতাঃ॥
হস্তান্তরং কর্কটে চ সিংহে হস্তার্দ্ধমেবচ।
রোপণং সর্ব্ব ধান্যানাং কন্যায়াং চতুরঙ্গুলম্॥

বপন এবং রোপণ এই উভয় প্রকারেই বীজের আবাদ করা যায়। বপন করিতে হইলে জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সোঁতা না হয়। আর রোপণের জমি জল এবং কাদাযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে ধান্য গাছ শক্ত বা গোঁড়ায় পাপ হইয়াছে এরূপ গাছাল বীজ লইবে না। গাছাল বীজ ও বীজ ক্ষেত্রের আইল পার্শ্বস্থ গাছ বীজে ফল ভাল হয় না। শ্রাবণে হস্তান্তর, ভাদ্রে অর্দ্ধহস্ত এবং আশ্বিনে (যে কোন ধান হউক না কেন কেলে ও ঝাঁটি আদিও) চারি আঙ্গুল ব্যবধানে রোপণ করাই রীতি।

কোল পাতলা ঘনগুছি।
লক্ষ্মী বলে ঐখানে আছি॥ (খনা)

রোপণ করিবার সময় বিবেচনাপূর্ব্বক গুছিগুলিতে ধানের গাছ বীজ কিছু বেশী করিয়া দেওয়াইয়া রোপণ করাইলে যদিও কোল পাতলা হয় তথাপি তাহাতে প্রচুর ধান জন্মে।

মদিকা দান বিধি।

বীজস্য বপনং কৃত্বা মদিকা তত্র দাপয়েৎ।
বিনা মদিপ্রদানেন শস্যজন্ম ন জায়তে॥

বীজ বপন করিয়া তাহার উপর মই দিবে। বিনা মইয়ে ধান্যাদি ভাল জন্মে না। দাবিয়া মই দিলে মৃত্তিকার তেজ বদ্ধ থাকিয়া সমস্ত ধান্যাদিকে ঝাড়িয়া বাহির করাইয়া দেয় এবং মৃত্তিকার তেজ আবদ্ধ হওয়ায় মৃত্তিকা মধ্যস্থ ধান্য গাছের মূলে তেজ প্রদান করে। উহাতে ধান্য সত্বর বর্দ্ধিত হওয়ায় আহার পায়। এতদ্ব্যতীত মই দ্বারা মাটী সমান ও তৃণাদিও অনেক পরিমাণ জব্দ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসের অঙ্কুর বা চারা তো সমূলেই নষ্ট হইয়া যায়। জমি ভিজে থাকিলে কদাচ মই দিবে না। যোয়ে মই দেওয়াই নিয়ম।

বীজ বপন মন্ত্র।

বসুধেতি সুশীতেতি পুণ্যদেতি ধরেতি চ।
নমস্তে সুভগে! নিত্যং বীজোহয়ং বর্দ্ধতামিতি॥
পাঠান্তরে দ্রুমোহয়ং বর্দ্ধতামিতি।

হে বসুধে! হে সুশীতলে! হে পুণ্যদে! হে ধরিত্রি! হে সুভগে! তোমাকে নমস্কার। তুমি এই বীজকে সতত বর্দ্ধন কর। পাঠান্তরে গাছকে বর্দ্ধন কর।

পৃথিবীই যাবতীয় রত্নের নিদান, শান্তি সুখের আকর, পুণ্যের আধার ও ধারণের আশ্রয় অর্থাৎ পৃথিবীই ধনরত্ন, সুখসম্পদ, ধর্ম্ম অর্থ ও সংস্থান সুখের মূলাধার। পৃথিবীতে সকল শক্তিই অবস্থিত। পৃথিবী হইতেই সমুদায় হইতেছে। অতএব ধান্য বা গাছ বর্দ্ধনের জন্য পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা অজ্ঞতার কার্য্য নহে। এই মূল মন্ত্রই যাঁহার অবলম্বন, তাঁহাকে কখনই কৃষিকার্য্যে ঠকিতে হয় না। অতএব উহার প্রতি আস্থা করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সম্যক্ ফলও আছে।

রোপণ মন্ত্র।

ওঁ বসুধে! হেমগর্ভাসি বহুশস্যফলপ্রদে!।
বসুপূজ্যে! নমস্তভ্যং বসুপূর্ণাস্তু মে কৃষিঃ॥
রোপয়িষ্যামি ধান্যানাং বৃক্ষবীজানি প্রাবৃষি।
সুস্থ্যা ভবন্তু কৃষকা ধনধান্যসমৃদ্ধিভিঃ॥
বাসবো নিত্যবর্ষী স্যান্নিত্যা বর্ষান্তু তোয়দাঃ।
শস্যসম্পত্তয়ঃ সর্ব্বা সফলা সন্তু নীরুজঃ॥
ইতি প্রণম্য বসুধাং কৃষকান্ ঘৃত পায়সৈঃ।
ভোজয়িত্বা গৃহী ভূরি নির্ব্বিঘ্নাং কুরুতেকৃষিম্॥
(বরাহ সংহিতায়াং)

হে বসুধে! হে স্বর্ণগর্ভে! হে বহু শস্য ফলপ্রদে! হে বসুপূজ্যে! তোমাকে নমস্কার তুমি আমার কৃষিসম্পদ-পূর্ণ কর।

আমি বর্ষাকালে ধান্যের বীজ রোপণ করিব, তোমার প্রসাদে কৃষকগণ ধনধান্য সমৃদ্ধিশালী হইয়া সুখে কালাতিপাত করুক। বাসব নিত্য বর্ষণ করুন, এবং মেঘ সকলও নিত্য বর্ষণশীল হউক। এইরূপে সকল শস্যসম্পদ্ নির্ব্বিঘ্নে অপর্য্যাপ্তরূপে ফলিত হোক্

এই প্রকারে বসুধাকে প্রণাম করিয়া পরে কৃষকদিগকে যথেষ্ট ঘৃত ও পায়সের দ্বারা ভোজন করাইবে। এই রূপ নিয়মে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিলে গৃহীর যথেষ্ট শস্যসম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

অদ্যাপিও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে হলচালন, বীজ বপন ও বীজ রোপণের প্রথম দিনে ভাজাপোড়া (এমন কি মুড়ি চাউল ভাজাও) খাওয়া নাই এবং ঐ সকল দিনে গৃহীরা কৃষকদিগকে ঘৃত পায়স ও মিষ্টাদি ভোজন করায় ও করিয়া থাকে।

যাঁহারা শাস্ত্রীয় কৃষির নিয়ম পালন করিতে চান, যাঁহারা প্রকৃত রীতি ধরিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের জন্য আমরা যথাসাধ্য স্মরণ করিয়া তৎসমুদায় এই প্রবন্ধে লিখিতেছি ইহা বলাই বাহুল্য।

তৃণ নিরাকরণ।

নিষ্পন্নমপি যদ্ধান্যমকৃত্বা তৃণবর্জিতম্।
ন সম্যক্ ফলমাপ্নোতি তৃণক্ষীণকৃষির্ভবেৎ॥
কুলীরভাদ্রয়োর্মধ্যে যদ্ধান্যং নিস্তৃণং ভবেৎ।
তৃণৈরপিতু সম্পূর্ণং তদ্ধান্যং দ্বিগুণং ভবেৎ॥
দ্বিবারমাশ্বিনে মাসি কৃত্বা ধান্যস্ত নিস্তৃণম্।
অথ পাকবিহীনং হি ধান্যং ফলতি মাষবৎ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নিস্তৃণাং কারয়েৎ কৃষিম্।
নিস্তৃণাহি কৃষাণানাং কৃষি কামদুঘা ভবেৎ॥

ধান্য রোপণের পর গাছ লাগিয়া গেলে অর্থাৎ গাছের মত হইলে ধান্য ক্ষেত্রকে তৃণশূন্য করিয়া দিবে। তাহা না করিলে সম্যক্ ফল হইবে না এবং চাষও ক্ষীণ অর্থাৎ একেবারে মাটী হইবে। শ্রাবণ ও ভাদ্রের মধ্যে যে ধান্য-ক্ষেত্র তৃণ শূন্য হয়, তৎপরে তৃণ হইলেও তাহা দ্বিগুণ ফলিবে। আর আশ্বিন মাসে একবারে ধান্য নিস্তৃণ করিলে, পাকিবার পূর্ব্বে ধান্য মাসকলায়বৎ গাঁথিয়া যাওয়া দৃষ্ট হইবে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে চাষকে তৃণশূন্য করিবে। তৃণশূন্য আবাদই কৃষকদিগের কামধেনু হইয়া থাকে।

নাই ধান। নিরায়ে আন॥ (খনা)

ধান না থাকিলেও নিরাণের দ্বারা ধান হয়। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই, যে জমির ধানগাছ গাছাল হইতেছে না, তাহা নিরাণ মাত্রেই গাছাল হইবেক। অথবা যে জমিতে ঘাসের কারণ ধান দৃষ্ট হয় না তাহা নিরাণমাত্রেই ধান গাছ আশাজনকরূপে দৃষ্ট হয়। ধান্য মূল হইতে যে আহারীয় গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইবে তৃণ সকল সেই আহার লইয়া বর্দ্ধিত হইলে সে জমিতে ধান্য জন্মেই না। ভাল কৃষক মাত্রেরই জমি তৃণশূন্য। তাহারা সহজেই আশাতীত ফললাভ করে। তৃণ দেখিবামাত্র তাহাকে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা, ভাল কৃষক মাত্রেরই আছে।—শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতীরত্ন।

মৃত্তিকা-তত্ত্ব।

(প্রথম খণ্ডের ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর)।

সূর্য্যের গতির উপরে আবহাওয়ার যে সম্বন্ধ আছে, অপরাপর গ্রহের সহিতও ইহার সে সম্বন্ধ যে একেবারে নাই, তাহা নহে, তবে সকল গ্রহ সকল সময়ে বড় একটা আমাদিগের ক্ষতি বা উপকার করিতে পারে না বলিয়া আমরা আর সে বিষয়ের অবতারণা করা উচিত মনে করিলাম না। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, কোন কোন বৎসর সূর্য্যের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়, অসহনীয় গ্রীষ্ম হয়, অথবা অতিরিক্ত বর্ষা বা শীত হয়,—তাহার নানাবিধ কারণ থাকিলেও, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের কার্য্যের দ্বারা কতক পরিমাণে উহা পরিচালিত হয়।—ঈদৃশ কারণবশতঃ অনেক সময়ে শীঘ্রই বর্ষারম্ভ হয়,—কোন বৎসর অধিক শীত বা গ্রীষ্ম হয়,—আবার কখনও কোন কোন ঋতু স্বাভাবিক অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং তাহার ফলে মৃত্তিকার কার্য্যে তৎপরতা বা বিলম্ব দেখা যায়।—চন্দ্র সূর্য্যের গতিবিধির সহিত সমুদ্র নদ নদী কখনও স্ফীত কখন বা কুঞ্চিত হইয়া যায়, তদ্দ্বারা তন্নিকটবর্ত্তী ভূমিতে কখনও রস সমধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট হয়, আবার কখনও নীরস হইয়া যায়। বর্ষা কালে পাহাড় পর্ব্বত হইতে জল চলিয়া যেমন নদীতে

আসিয়া পড়ে, নিম্নভূমির জলও গড়াইয়া সেই সকল নদীতে গিয়া পড়ে,—সুতরাং নদী সকল তখন পূর্ণাবস্থায় থাকে। নদী পূর্ণাবস্থায় থাকিবার কালে, মৃত্তিকাশোষিত জলরাশিও বহির্গমনের পথ পায় না, ফলতঃ জমি খুব রসাল থাকে। যত বর্ষাকাল অন্তর্হিত হইতে থাকে, ততই পাহাড়ের জল কমিয়া যায়, নদীও ক্রমে নামিয়া যায়। নদী যেমন নামিয়া যাইতে থাকে, সেই সঙ্গে ক্ষেত্রসমূহও নীরস হইতে থাকে। যে সকল জমির মাটির স্বভাব হালকা অর্থাৎ বেলে বা দোয়াঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট, তাহাতে জলের এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি সমধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকাল না হইলেও মৃত্তিকার গঠন বিশেষে, নদীর জোয়ার ভাটার সঙ্গে নিকটস্থিত জমি সকলের ভিতরে বহু পরিমাণ জল প্রবেশ করিয়া থাকে। তবে সেরূপ সময়ে নদীর জল অধিক নিয়ে থাকে বলিয়া তাহার কার্য্য তত দেখিতে পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন বরিশালে ছিলাম, তখন দেখিয়াছি—জোয়ারের সময় নদীর জল বৃদ্ধি হইলে, সহরের তাবৎ পুষ্করিণী পূর্ণ হইয়া যাইত,—অধিক কি রন্ধনশালার উনুনেও জল উঠিত। বলা বাহুল্য যে, এ জল জমির উপর দিয়া আসিত না—মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিত! ইতিপূর্ব্বে যে মৃত্তিকার শিরার কথা বলিয়াছি, এ জল তাহারই ভিতর দিয়া আসিত। উনুনের ভিতর জোয়ার ভাটা দেখিয়া বাস্তবিক লেখকের কৌতূহল হইয়াছিল।—মাটির ভিতর দিয়া এইরূপে রস চলাচলের সহজ উপায় থাকাতে, ভূগর্ভস্থিত নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় রস নদীজলের বেগ বশতঃ উপরে উঠিয়া পড়িত,—আর মৃত্তিকাও নদীর নূতন ও সারবান জল পাইয়া প্রতিনিয়তই উর্ব্বরতা লাভ করিত,—এই কারণেই বরিশালের ক্ষেত্রসমূহ এত উর্ব্বরা। ভূগর্ভ মধ্যে এইরূপে জোয়ার ভাটা খেলে বলিয়া সেখানকার গাছ পালা অধিকতর তেজাল ও শ্রীসম্পন্ন। বরিশালের ডেঙ্গো খাঁড়ার গাছ ৭।৮ হাত লম্বা হওয়া বিরল নহে! নূতন জল প্রবিষ্ট ও নিকাশ হওয়ায় মৃত্তিকার যে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে তাহা প্রত্যক্ষ। তদ্ব্যতীত—

নদীজলের মধ্যে এমন সকল উপাদান আছে, যদ্দ্বারা ফসলের সমধিক উপকার হইয়া থাকে। নদীজলের উৎপত্তি—পর্ব্বতের প্রস্রবণে, নিবৃত্তি—সাগর গর্ভে, তন্নিবন্ধন উহাতে নানাবিধ ধাতবীয় পদার্থত থাকেই, অধিকন্তু নানাদেশ বিধৌত হইয়া আসিবার হেতুও উহাতে অপর অনেক সারপদার্থ পূর্ণ হইয়া থাকে। সমুদ্রজলে এ সকল পদার্থও আছে। জোয়ারকালে সমুদ্রজলসংযোগে নদীতে অনেক সারপদার্থ আসিয়া পড়ে। এই কারণে খালবিল প্রভৃতি কৃত্রিম আবদ্ধ জলাশয় অপেক্ষা সতত চঞ্চল স্রোতস্বিনীর জলদ্বারা ক্ষেত্রের যত উপকার হয়, অন্য জল দ্বারা তাহা হয় না। দ্বারবঙ্গেশ্বরের রাজনগরস্থ প্রাসাদসন্নিহিত যে বিস্তৃত উদ্যান আছে, তাহাতে নদীর জল সেচিত হইয়া থাকে। পুষ্করিণী থাকিলেও, তাহার জলে কুলাইয়া উঠিতে পারা যায় না বলিয়া, কমলা নদী হইতে 'মোট'-যন্ত্র সাহায্যে জল তুলিয়া, কৃত্রিম প্রণালীর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বাগানে প্রেরিত হয়। অনেক সময়ে অনেক ক্ষেত্রে, চৌকায়, পটিতে, ও গাছে আদৌ সার দিবার সময় পাওয়া যায় না,—কেবল সেই নদীজলে যাহা হয়। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় নদীর জলের দরুণ তাবৎ জমি বারমাসই বিশেষ উর্ব্বরা থাকে। তরকারীর বাগান বা ফুলের বাগান—কোন স্থানই প্রায় পড়িয়া থাকিতে পায় না। নদীজলের সাহায্য না পাইলে, আমার দৃঢ় ধারণা, এরূপে আবাদ রাখিতে পারা যাইত না। বলা বাহুল্য যে, যে জমিতে নদীর জল দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাকে একেবারে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে ভাসাইয়া দিবার হেতু ক্ষেত্রে বহু পরিমাণ সার পদার্থ নদী জলের

সহিত আসিয়া পড়িয়া বারোমাসই ক্ষেত্রে উর্ব্বরতা রক্ষা করে। নদীজল তোলা অবস্থায় উপরে উঠে বলিয়া উহার সহিত অধিকতর পরিমাণে সারপদার্থ থাকে, সুতরাং জমির অবস্থা খারাপ হয় না।

ভূমিকম্প দ্বারা অনেক সময়ে মৃত্তিকার স্বভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সচরাচর যেরূপ সামান্য ভূ-কম্পন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন জানিতে পারা যায় না। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে লিস্‌বন নগরে যেরূপ ভয়াবহ ভূমিকম্প হইয়াছিল, অথবা ১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে,—তাহাতে জমির সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। এই ভারতীয় ভূমিকম্পে পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি দেশভাগে ভূমিকম্পনের পর হইতে অনেক জমিই নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে যে সকল জমি ছিল, তাহার কতক ভূগর্ভে বা নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে,—কোন জমি বসিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ভূগর্ভস্থিত অকর্ম্মণ্য মৃত্তিকা উপরিভাগে আসিয়া, জমিকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দিয়াছে। যে স্থানে সহর বা আবাদ ছিল তাহার একবারে চিহ্ন দেখা যায় না। আসামের অনেক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিই একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে,—জলের ভিতর কতস্থানে চর জন্মিয়াছে। অগত্যা ব্রহ্মপুত্রকে স্বতন্ত্র পথ করিয়া প্রবাহিত হইতে হইয়াছে।—ভূমিকম্পের সহিত ভূগর্ভ ফাটিয়া গিয়া বিগলিত ধাতবীয় পদার্থ, ধূম, বাষ্প, প্রভৃতিও নির্গত হইয়া থাকে,—এই সকল কারণে জমির যে স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি! কিন্তু এই সকল দৈব দুর্বিপাকের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। ভূগর্ভ ওলট-পালট হইয়া গেলে মৃত্তিকার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক, কেন না এতন্নিবন্ধন উহাতে এমন সকল পদার্থ আসিয়া পড়ে কিম্বা এমন সকল পদার্থ বিচলিত ও স্থানান্তরিত হইয়া যায় যে, উহার পূর্ব্বাবস্থা কিছুতেই সংরক্ষিত হইতে পারে না।—ভূপৃষ্ঠ বসিয়া যাওয়ায় অথবা সমধিক উচ্চ হইয়া উঠায় জমির বড় কম ক্ষতি হয় না। যে স্থানের স্বাভাবিক নিম্নতাবশতঃ আমন ফসল জন্মিত, উচ্চ হইয়া উঠায়, তাহাতে আর সে সকল ফসল জন্মিতে পারে না;—আবার যে জমির উচ্চতা হেতু, তাহাতে আশু ধান্যাদি ও রবি শস্য জন্মিত, তাহা বসিয়া যাওয়ায়, আর সে সকল ফসল উৎপন্ন হইতে পারে না। অগত্যা কৃষককে অন্যান্য ফসলের আবাদ করিতে হয়, কিম্বা সে জমিকে একবারেই পরিত্যাগ করিয়া, স্বতন্ত্র জমির অনুসন্ধান করিতে হয়।—ভূমিকম্পকালে ভূমি যেরূপ বিচলিত হয়, নদ নদীরও সেইরূপ হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে—উদ্বেলিত জলরাশির সহিত নদীগর্ভস্থিত মৃত্তিকারাশি নিকটবর্ত্তী গ্রাম নগর ও ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। এই নবাগত মৃত্তিকার দ্বারা ভূপৃষ্ঠের জমি ঢাকিয়া যায়, এবং নূতন মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্ষেত্রের স্বভাব ও কার্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অনেক নদীতে ভাসা চর থাকে, তাহা নদীজলের উদ্বেলন হেতু, ভূমিকম্পকালে অথবা প্রবল বর্ষার বেগে বিপরীত হইয়া স্থানান্তরিত হয় এবং নূতন স্থানে চর পাতে, কিম্বা কোন জমিতে গিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে স্থানে এই ভাসা মাটি গিয়া পড়ে, তথাকার জমির আর পূর্ব্বাবস্থা থাকিতে পারে না। ভূমিকম্প দ্বারা কতদূর অনিষ্ট হইতে পারে, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামবাসী বিশেষতঃ কামরূপ জেলার অধিবাসীগণ বিশেষ উপলব্ধি করিতেছেন। বিগত ভূমিকম্পের পূর্ব্বে ও পরে লোকে আসামের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া এসব স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন।

মৃত্তিকার বর্ণগত স্বভাবের সহিত উর্ব্বরতার যে একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহার বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। নানা দেশ ভ্রমণ করিলে নানাবর্ণের

মৃত্তিকা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ভূগর্ভ খনন করিলেও নানা বর্ণের মাটী দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্তিকার গঠন এবং প্রাকৃতিক নানা কারণ বশতঃ মৃত্তিকার এইরূপ বর্ণান্তর ঘটিয়া থাকে। আমরা যে সমতল জমিতে বসবাস ও চাষ আবাদ করি তাহা পাহাড় পর্ব্বত বিগলিত পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। বায়ু, সূর্য্য ও বৃষ্টিপাত হেতু মহান্ পর্ব্বতশ্রেণী দিন দিন তিল তিল করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে ও সেই সকল বিচ্যুত পরমাণু জলের সহিত নিম্নদেশে ক্রমেই চলিয়া আসিয়া, যথায় সুবিধা পাইতেছে, তথায় আশ্রয় লইতেছে। পরমাণুরাশির স্বভাবতঃ একটী গুণ আছে, যদ্দ্বারা তাহারা পরস্পরকে আশ্রয় দিয়া থাকে, প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে যদি এই একত্রীভূত হইবার আবেগ না থাকিত, তাহা হইলে ভূমি উৎপন্ন হওয়া দুর্ঘট হইত। যেখানে একটী পরমাণু আশ্রয় লয়, তাহার সমভিব্যাহারী অপরগুলিও সেই স্থানে সংগ্রহ হইয়া থাকিতে চায় এবং কোনরূপ বাধা বিপত্তি না ঘটিলে, একস্থানেই দল বাঁধিয়া যায়, ফলতঃ জমি উৎপন্ন হয়। বর্ষাকালে নদীর অনেক চর বা কূল ভাসিয়া যায়, কিন্তু সেই ভাসমান পরমাণু রাশির একটী যদি দাঁড়াইবার স্থান পায়, তবে অপরগুলিও গায়ে গায়ে, পার্শ্বে, উপরে, চারিদিকে থাকিয়া গিয়া আবার কোন স্থানে নূতন চর উৎপন্ন করে—আবার যখন ভাসিয়া যাওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে, তখন ক্রমে ক্রমে সকলে একই পথ অনুসরণ করে। ইহাই জমি উৎপত্তির ইতিহাস বলিলে হয়। যে সকল পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া বা বিগলিত হইয়া পরমাণু সকল বাহির হইয়া যায়, জমিও তাহার অনুরূপ হইয়া থাকে। পর্ব্বত সমূহ নানারূপ প্রস্তরে গঠিত,—কোথাও মর্ম্মর প্রস্তর, কোথাও লাল, কোথাও সবুজ কোন স্থানের পরমাণু খড়ি বা চূণময় ইত্যাদি। এই জন্য নানা স্থানের ভূগর্ভের মৃত্তিকামধ্যে ও উপরে নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতাবয়ব ছাড়িয়া আসিবার পরে, এই পরমাণুরাশি যে দেশে ও যেরূপ স্থানে সংস্থিত হয়, তথাকার জলবায়ু প্রভৃতির স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া সংঘর্ষে উহাদিগের মধ্যে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। কালবশে ঈদৃশ নূতন জমির উপরে দিন দিন স্তর জন্মিতে থাকে এবং স্তরের অস্তিত্ব হেতু, ভূগর্ভ খনন করিলে, মাটি যেন থাক্ থাক্ করিয়া সজ্জিত আছে বলিয়া মনে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও প্রকৃতির মৃত্তিকা না হইলে স্তর দেখিতে পাওয়া যায় না।

মৃত্তিকার কার্য্যকারিতানুসারে ভূগর্ভ ও ভূপৃষ্ঠ—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এতদুভয়ের কার্য্য ও শক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভূগর্ভের মৃত্তিকায়, সূর্য্যোত্তাপ, রস বা বৃষ্টি ও বায়ুমণ্ডলিক ক্রিয়া যথা রূপে প্রবেশাধিকার পায় না বলিয়া উহাকে নিষ্ক্রিয় মাটি বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের বা উপরিভাগের মৃত্তিকার সহিত বায়বাদির নিরন্তর পারম্পর্য্য থাকায় ইহার প্রত্যেক পরমাণুই ক্রিয়াশীল ও সজীব। ভূগর্ভমধ্যে নানাবিধ পদার্থ আছে কিন্তু তাহা আমাদিগের আলোচনা করিবার বিষয়ীভূত নহে, তবে যতদূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ থাকে, ততদূরই আমাদিগের ন্যায্য আলোচ্য বিষয় এবং সেই মৃত্তিকার বিষয় সহজে বুঝিবার জন্য আমরা উহাকে—

উপরিস্তর (surface) ও নিম্নস্তর (soil) বলিয়া উল্লেখ করিব। এতদুভয় স্তরের পরস্পরের কার্য্য-স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ পারম্পর্য্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকে না, সুতরাং জমির উর্ব্বরতা পক্ষে বিপর্য্যয় ঘটে। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা রক্ষা করিতে হইলে এতদুভয় স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, কারণ একের কার্য্যশীলতার

উপর অপরের উর্ব্বরতা ও কার্য্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উপরের মাটি ছিদ্রপথসমন্বিত হইলে যেমন প্রাকৃতিক ক্রিয়াফলকে নিম্নস্তরে প্রেরণ করিয়া তাহাকেও স্বীয় সাহায্যকারী করিয়া লইতে পারে, অন্যদিকে, নিম্নস্তরের মৃত্তিকা যদি উপরিস্তরসংগৃহীতরসকে শোষণ করিয়া লইতে না পারে, তাহা হইলে উপরিভাগের মৃত্তিকার কার্য্যতৎপরতা ও কার্য্যকুশলতা থাকা, আর না থাকা—একই কথা। এই সম্বন্ধ পারম্পর্য্য রক্ষিত হইবার জন্য সাধারণতঃ প্রায় সকল জমিতেই গাঠনিক সামঞ্জস্যতা আছে। উপরের মৃত্তিকা যাহা শোষণ করে—যাহা আহরণ করে, নিম্নস্তরের মৃত্তিকা সম্পূর্ণ না হউক, তাহার অনেকাংশই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিম্নস্তরের শোষণ ও ধারণ শক্তির অভাব থাকিলে, উপরিস্তর অতি অল্প পরিমাণ বাহ্য পদার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে এবং সেই পরিমিত আহৃত পদার্থনিচয় নানাপ্রকারে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিম্নস্তরের শোষকতা ও ধারণাশক্তি থাকিলে উপরিস্তরের পদার্থ-সমূহ যত খরচ হইতে থাকে, নিম্নস্তর তত যোগান দিতে পারে। নিম্নস্তরের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিদ্রপথসম্পন্ন হইলে, উপরিস্তর শোষিত যাবতীয় পদার্থকে গভীরতর প্রদেশে প্রেরণ করে, কিম্বা ক্ষেত্র হইতে একবারে বাহির করিয়া দেয়। আর যদি উভয় স্তরের মাটিই উক্ত স্বভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংগৃহীত পদার্থকে সেরূপে উহা ক্ষেত্র সঞ্চিত করে,—তাহাত করেই,—অধিকন্তু বায়ু ও উত্তাপ সংযোগেও অনেকাংশ বাষ্পাকারে ক্ষেত্র হইতে বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়, ও তাহাতে ক্ষেত্রের সার পদার্থের অভাব হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নানা কারণ বশতঃ ভূগর্ভে নিরন্তর পরিবর্ত্তনক্রিয়া সঞ্চালিত হইতেছে বলিয়া মৃত্তিকার বর্ণও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মৃত্তিকার বর্ণ প্রায় মসি বর্ণের হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পীত, পীতাভ, গৈরিক, গোলাপী, নীল, ধূসর, সাদা প্রভৃতি নানাবর্ণের মৃত্তিকা নয়নগোচর হইয়া থাকে। মৃত্তিকার বর্ণবিভিন্নতা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই বর্ণস্বাতন্ত্র্য হেতু মৃত্তিকার গুণাগুণেরও কতকপরিমাণে ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। বর্ণবিভিন্নতায় মৃত্তিকার স্বভাবের যে বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল—

বর্ণের উপরে আলোক ও উত্তাপের কার্য্য এবং এই কার্য্যফলেই মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। সাংসারিক ব্যাপারে আমরা যে নানাবর্ণের বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, লাল ও সাদাবর্ণ সমধিক উষ্ণ এবং এই দুইবর্ণের ঔজ্জ্বল্য অনুসারে উহাদিগের উষ্ণতার তারতম্য হয়। মসিবর্ণ পদার্থ স্বভাবতঃ শীতল। সবুজবর্ণ স্নিগ্ধ ইত্যাদি। যে সকল বাটীর দেয়ালে নূতন চূণকাম করা হয়, তাহার দিকে রৌদ্রের সময় চাহিতে পারা যায় না। রেলে জমির উপরেও রৌদ্রের সময় চাহিয়া থাকা যায় না—চক্ষু যেন ঝলসিয়া যায়, কিন্তু সাধারণ মাটির উপরে চাহিতে কোন কষ্ট অনুভব হয় না। লালফুলের পানে অধিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারা যায় না, কিন্তু নীল বা সবুজ রঙ্গের ফুলের দিকে চাহিলে চক্ষু যেন কিছু আরাম পায় বলিয়া মনে হয়। এইরূপ খরতা বা স্নিগ্ধতার কারণ এই যে, বর্ণবিশেষের উপর আলোক ও রৌদ্র যে পরিমাণে প্রবেশ করে, মাটিও তাহার পরিমাণানুসারে অল্প বা অধিক উষ্ণতা শোষণ করে। কাজেই যে জমির যেমন মাটি, তাহা সেই পরিমাণে শীতল বা উষ্ণ হইয়া থাকে এবং এই উষ্ণতা বা শৈত্যতাহেতু মৃত্তিকার প্রকৃতির মধ্যে ইতরবিশেষ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।—ক্রমশঃ।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

REGISTERED NO. C. 192.

কৃষি, স্বাস্থ্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ সাল। ২য় সংখ্যা

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন ৵০, অর্দ্ধ কলম ২৲, এক কলম ৩৲, এক পেজ ৫৲।

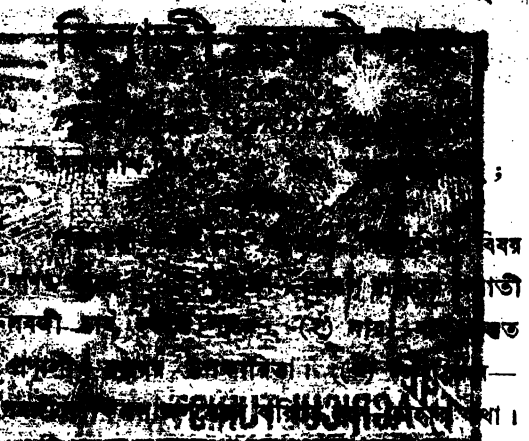
অন্যান্য বিবরণ কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রী[illegible] মিত্র, B.A., F.R.H.S.
ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।

অর্দ্ধমূল্য অর্দ্ধমূল্য অর্দ্ধমূল্য





এক... শ্রেণী... বীজ...।

... পবোগী দেশী সবজী বীজ ... ৩।৷০
ফুলের বীজ ... ২।৷০

শীতের বিলাতী সবজী বীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স ৬৲
শীতের বিলাতী ফুলের বীজ ১ বাক্স ৫।৷০
শীতের দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২।৷০
২০।৷০

প্রথম শ্রেণীর মেম্বর হইলে, গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী
দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২।৷০
ফুলের বীজ ২।৷০
শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সবজী (অথবা ইচ্ছা জানাইলে ২০ রকম ফুলের) বীজ ৬৲
মিশ্রিত ১০০ রকমের ফুলের বীজ ১৲
দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২।৷০
—১৩৸০

দ্বিতীয় শ্রেণীর মেম্বর হইলে—
গ্রীষ্ম বর্ষা কালের বপনোপযোগী—
দেশী সবজী বীজ ১৮ রকম ১৷৵০
ফুলের বীজ ১০ রকম ১৷৵০
শীত কালের উপযোগী এক বাক্স
বিলাতী সবজী বীজ ১৬ রকম ৩।৷০
দেশী সবজী বীজ ১৷৵০
—৬৷৵০

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত ইংরাজি মাসিক পত্র "গার্ডেনিং সাপ্লিমেণ্ট" অথবা বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কাপি করিয়া পাইবেন।

... জীবন ... বিষয় ... জাতী ... প্রস্তুত ... —
... কথা।
(৩) বীজ—বিলাতী বীজ কিরূপভাবে রাখিলে জীবনী শক্তি নষ্ট হয় না তদ্বিষয় বর্ণিত আছে, বীজ প্রতিয়া ... কোন সময় বীজ বপন ... ইত্যাদি। (৪) ... প্রত্যেকটা সবজী ... বিশদ ... কিরূপ মাটি কোন সবজীর উপযোগী, কোন সবজীতে কিরূপ সারপ্রয়োগ ... প্রণালী, জলসিঞ্চন, অবশিষ্ট কার্য্য, বিশেষকার্য্য প্রভৃতি পর্য্যায়ে প্রত্যেক সবজীর চাষ প্রণালী লিখিত আছে।—বিলাতী মটর, বিলাতী সীম, আর্টিচোক, আসপারেগাস, বীট, বাঁধা কপি, বোরকেলি বা ডালকপি, ব্রসেলস্ স্প্রাউট্‌স্ গাঁটকপি, পাটনাই ফুলকপি, ওলকপি, সেলেরি, বিলাতী গাজর, পিঁয়াজ, পার্শলি, বিলাতী মূলা, ক্রেশ হালিম, লীক, লেটুস বা সালাদ, টমাটো বা বিলাতী বেগুণ, স্পাইনাক, পাটনাই শালগম, বিলাতী শালগম ও বিলাতী ... বীজবপনের সময় হইতে বিলাতী সবজী ব্যবহারের উপযোগী হইতে কত কাল লাগে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে।

মূল্য—১৲ অর্দ্ধ মূল্য—।৷০

বিলাতী ধরণের বাঁধাই—মূল্য ।৵৹

পুস্তক মধ্যে ... ডাক টিকিট পাঠাইলে—পুস্তক বেয়ারিং পোষ্টে পাঠান যায়।
... পুস্তক পঁহুছিলে খরচ ... লাগিবে।

পাইবার ঠিকানা।—শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১৮১, ... রোড, কলিকাতা।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ সাল। [২য় সংখ্যা

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

সিংহলে ফুল।—ঋতু অনেকটা প্রতিকূল থাকিলেও গত বৎসর (১৯০০ সালে) গোলাপ ও মরসুমী ফুল সুন্দর ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

—০—

বঙ্গদর্শনের পুনরাবির্ভাব।—"বঙ্গদর্শন" বন্ধ হইবার সময় বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি "বঙ্গ-দর্শন" পুনরায় প্রকাশিত করিয়াছেন।

—০—

তারহীন তাড়িতবার্ত্তা। সাগরদ্বীপ হইতে হুগলী মোহনায় বালুর চর গুলিতে শীঘ্রই তারহীন তাড়িত-ব্যবস্থা করা হইবে। টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টর এই কথা জানাইয়াছেন।

—০—

বোম্বের অবস্থা।—বোম্বে প্রদেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক, এক পুনা ব্যতীত দুর্ভিক্ষসাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা সর্ব্বত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। বর্ষা শীঘ্র আরম্ভ হইলে, অবস্থার উন্নতি হইতে পারে।

স্ত্রাইটস গ্রাস। ...আয়তনে প্রায় ... গাছ ... যায় কোন স্থানে নাই। ইহা ... আট সের পরিমাণ জল ধরিতে পারে।

—০—

এরস কাষ্ঠ (Ceder wood)।—নীলনদীর তীরস্থ মৃত্তিকাগর্ভে একখানি এরসকাষ্ঠ নির্ম্মিত পুরাতন নৌকা পাওয়া গিয়াছে। এই নৌকাখানি সম্ভবতঃ ৪৫০০ সাড়ে চারি হাজার বৎসর মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত ছিল। এরসকাষ্ঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী।

—০—

সার্টিফিকেট। চাতরার রজ্জু ব্যবসায়ী বাবু রাজকুমার দাস ১৯১০ সালে পারিস প্রদর্শনী হইতে ব্রোঞ্জ মেডেল ও ডিপ্লোমা পাইয়াছিলেন। এবারও তিনি ভারতীয় ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল একজিবিসন হইতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট পাইয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম।

—০—

বীট।—বীট হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উত্তর পশ্চিমে বীটের চাষ হইয়াছিল। বীট হইতে চিনিও যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চিনি প্রস্তুত করিবার সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি যোগাড় করিতে না পারিলে চিনি প্রস্তুতার্থে বীট চাষ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

—০—

পঙ্গপাল।—সম্প্রতি রাউলপিণ্ডি ষ্টেসনের উপর দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল দুই ঘণ্টা ধরিয়া বেলা চারিটার সময় উড়িয়া গিয়াছে। গোধূম শস্য পাকিয়াছে, নচেৎ পঙ্গপালে উহার বিশেষ ক্ষতি করিত। কিন্তু পঙ্গপালের দ্বারা ফল গাছের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে।

—০—

তিল শস্য।—মাদ্রাজে বেশী পরিমাণ ভূমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল। ফসল—।৵০ কি ।৵৩০র বেশী হইবেনা। বঙ্গেও তিলের চাষ বেশী পরিমাণ ভূমিতে হইয়াছিল। ফসল—পনর আনা। নিজাম রাজ্যে তিলের আবাদ হইয়াছিল। ফসল গত বৎসরের অপেক্ষা ... গুণ বেশী হইবে ... সম্ভবনা।

—০—

সিংহল বোটানিক্যাল গার্ডেন।—সিংহল গবর্ণমেণ্ট বোটানিক্যাল গার্ডেনের সিকিউরেটার মিঃ এচ, এফ ম্যাকমিলান সাহেব ছুটি লইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে আর্বোরিকিক এসিষ্টাণ্ট মিঃ এচ, রাইট সাহেব নিজকার্য্য ব্যতীত কিউরেটারের কার্য্য করিবেন।

—০—

দুর্ভিক্ষের শস্য।—ভারতের দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য যে সকল খাদ্য শস্য বিদেশ হইতে আমদানী হইবে, গবরমেণ্টের হুকুমে, আগামী ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাহার মাশুল-শুল্ক লওয়া হইবে না। বৈদেশিক দয়াল দাতাদিগের পক্ষে ইহাও কিঞ্চিৎ সুবিধা বটে!

—০—

তূলা।—উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বিদেশীয় তূলা এদেশে উৎপন্ন হইতে ও এ দেশের জলবায়ু সহ্য করিতে পারে কি না—তাহার পরীক্ষা হইয়াছিল। পরীক্ষায় অনেকটা সফলতা লাভ হইয়াছে। কয়েকটি বিদেশীয় জাতি তূলা এ দেশের জল বায়ুর সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তূলাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

—০—

মাদ্রাজের তন্তুবায়।—বাঙ্গালার তন্তুবায়কুল ত ক্রমে নির্ম্মূলপ্রায়; মাদ্রাজে দুই চারি ঘর তন্তুবায় সজীব ছিল, তাহারাও বুঝি যায়! সেখানকার কদাপা জেলার তন্তুবায়কুলের তিন চারি শত লোক অন্ন-কষ্টে অবসন্ন! তন্তুবায়দিগকে সাহায্য করিবার জন্য, গবর্ণমেণ্ট এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

—০—

মধু মক্ষিকা ও ফল।—মৌমাছি ইচ্ছা করিলেই পাকা ফলে অনায়াসে ছিদ্র করিতে পারে, কিন্তু তাহারা কখন ছিদ্র করে না। ফল পাকিয়া আপনি ফাটিয়া যাইলে অথবা অন্য কোন রূপে ছিদ্র হইলে পর ফলাস্বাদন করে। এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত

হইয়াছে, ফল যতই পাতলা ছালবিশিষ্ট হউক বা পরিপক্ক হউক মধুমক্ষিকা দ্বারা ফলের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

—০—

ভারতীয়-হস্ত-লাঙ্গল।—উক্ত লাঙ্গল নির্ম্মাতা রামচরণ কর্ম্মকার, মেদিনীপুর প্রাদেশিক সমিতির উদ্যোগিগণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া নমুনার লাঙ্গলটী সহ এখানে আসিয়াছিলেন। আমরা লাঙ্গলটীর এবং নির্ম্মাতার 'ফটোগ্রাফ' লইয়াছি। ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন স্থানীয় কলেজের ড্রইং মাষ্টার বাবু হেমচন্দ্র দাস। দরিদ্র রামচরণ ও তাঁহার লাঙ্গল সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।—মেঃ বাঃ।

—০—

উৎপতনশীল বৃক্ষ।—কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন :—"দাতুন থানার এলাকার পাইকপাড়া গ্রামে একটী ছোট পুষ্করিণীর পাড়ে জলের নিকট দুইটী খেজুর গাছ আছে, তন্মধ্যে একটী গাছ দিবসে ক্রমশঃ হেলিয়া জলমগ্ন হয় এবং সূর্য্যাস্তের পর হইতে ঐরূপ ক্রমে ক্রমে উঠিয়া সোজা হয়। ঐরূপ ২০।২৫ দিন হইতেছে, স্থানীয় লোকে ইহার কারণ কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিতেছেন না। অনেক লোক দেখিবার নিমিত্ত আসিতেছেন।"—মেদিনী বান্ধব।

—০—

মৃত্যু।—সাহিত্যসেবী বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার তাঁহার জন্মস্থান কোন্নগরে ৬২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। তিনি "পদ্যপাঠ" প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃষি বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ ছিল। তাঁহার কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ আমাদিগের "কৃষকে" প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনে আমরা আমাদিগের একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হারাইলাম।

—০—

ভারতে কল।—১৮৫১ সালে ভারতে কাপড়, তুলার কল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৯-১৯০০ সালের শেষে দেখা যায়, সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৩টী কল। ইহার মধ্যে, ১১৪টী সূতার কল, ৬টী কাপড়ের কল, আর ৭৩টী কলে তুলা পেঁজা, সূতা তৈয়ারি ও কাপড় বুনা সব কাজই হয়। প্রত্যহ এই সব কলে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ২ শত ৪১ জন লোক খাটে। এই সকল কলের মূলধন ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ। এ সব কল-জাত দ্রব্য অধিকাংশই চীনে কাটে ; আর আমরা অনেকেই বিলাতী বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করি।

—০—

গো-মড়ক।—ধনেখালির বসুয়া গ্রাম হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, এখানে ভয়ানক গোমড়ক হইয়াছে। সংক্রামক বসন্ত রোগে গো-কুল প্রায় নির্ম্মূল হইল। কথায় বলে, "গো-মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।" এ গ্রামে অনেকগুলি মুচির বাস। এমন কি, এখানে স্বতন্ত্র একটী মুচি পাড়া আছে। কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস। একদিকে মুচিদিগের আনন্দ ও অসীম আয়, অন্যদিকে কৃষক ও গোপকুলের সর্ব্বনাশ। অত্রত্য গ্রামের অবস্থা অতীব শোচনীয়, জলাভাব ত অবশ্যম্ভাবী, জ্বর পীড়ার প্রকোপও কম নয়। এখানে চাউলের দর টাকায় দশ সের।

—০—

শিল্পকরের প্রশংসা।—"ত্রিপুরা-রাজ্য হইতে প্রেরিত শ্রীমদনমোহন আচার্য্য ও শ্রীগিরীশচন্দ্র আচার্য্য ইঁহারা অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকর। সঙ্গীত সমাজে "বিসর্জ্জন" নাটকের অভিনয়ে রাজকীয়-ছত্র, চামর, মুকুট, ভূষণাদি ইঁহারা অতি সুন্দররূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের শিল্প কার্য্যে দর্শকবৃন্দ অতিশয় তুষ্ট হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার শিল্পকরের আদর চিরপ্রসিদ্ধ। ইঁহারা ইঁহাদের শিল্প রচনা প্রদর্শন করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। আমি অতি আহ্লাদের সহিত এই প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিলাম। ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০১।—শ্রীজ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর ; সম্পাদক, "ভারত সঙ্গীত সমাজ।"

কাণপুর কৃষি বিদ্যালয়।—কাণপুরে একটি কৃষি বা এগ্রিক্যলচারাল স্কুল (Agricultural School) আছে। উক্ত স্কুলটি নাকি বেশ চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু শুনিতে পাই উহাতে জরীপকার্য্যার্থে "কানুনগো" কর্ম্মচারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে, তাহারা যাহাতে কৃষি বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা হয়। স্কুলটি কলেজে উন্নত করিবার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। স্কুলটির উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক (Primary) বিদ্যালয় সমূলে কৃষি বিদ্যা প্রচলনের চেষ্টা করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কাণপুর স্কুল হইতে বিলাতে সিরেন্সেষ্টার এগ্রিক্যলচার কলেজে প্রেরিত জনৈক ছাত্র তথায় প্রশংসার সহিত ডিসেম্বর স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

—০—

বিলাতে দুর্ভিক্ষ সমিতি।—উইলিয়াম ডিগবী সাহেব এক সময় মান্দ্রাজ গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। মান্দ্রাজে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তখন স্বচক্ষে তিনি সেই দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার প্রাণে ভারতবাসীর দীনমূর্ত্তি চিরমুদ্রিত হইয়া আছে।—রাজপুরুষগণ মনে করেন, ভারতের দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক ঘটনার উপর নির্ভর করে, তাহা নিবার্য্য নহে; ডিগবী সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণ দুরূহ হইলেও অনিবার্য্য নহে,—রাজা চেষ্টা করিলেই দুর্ভিক্ষের কারণ অনেক পরিমাণে দূর করিতে পারেন, দুর্ভিক্ষ হইলেও প্রজার কষ্ট যাতনা লাঘব এবং তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন। এ বিষয়ে তিনি বিলাতী সংবাদ পত্রে আন্দোলন করিতেছেন,—সেই আন্দোলনের ফলে বিলাতের কতিপয় প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ, জনহিতৈষী এবং ভারত প্রত্যাগত ইঞ্জিনিয়ার মিলিত হইয়া এক সমিতি গঠনের চেষ্টা করিতেছেন।

—০—

পাইওনীয়রের পরামর্শ।—পাইওনীয়র বলিতেছেন—"ভারতে শিল্পের কার্য্য হউক"—বাণিজ্যের উন্নতি হউক,—কল-কারখানার উন্নতি হউক, এরূপ কথা আজকাল প্রায় সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। কিন্তু ব্যবসায়ের একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে,—তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই; অথচ তাহাতে লাভ। নানা রকমেই ইস্পাতের গঠিত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। কই! ইহার কারখানা ত তেমন দেখা যায় না। যিনি কাশীপুরের গোলার কারখানায় গিয়াছেন, এবং সেখানকার ইস্পাতের কাজ দেখিয়াছেন, তিনি নিশ্চিতই বলিবেন,—ভারতের আর আর জায়গাতেও এরূপ হয় না কেন? আজ কাল ভারতের ইস্পাতের এত টান হইয়াছে যে, ইউরোপ আমেরিকা যোগাইতে পারে না। এখন দুটো বড় বড় কোম্পানির ইস্পাতের রেলের দরকার হইয়াছে, ইহা আমরা জানি।" পাইওনীয়র ত পথ দেখাইলেন; কিন্তু পথ দেখে কে? পথ দেখিলেই বা শিখায় কে? কাশীপুর-কলের কর্ত্তারা এ দেশী লোককে কি প্রাণ খুলিয়া কাজ শিখাইতে পারিবেন?—বঙ্গবাসী।

—০—

ফুল চয়নে গুরু দণ্ড।—দিল্লীতে কুইন্স গার্ডেন নামক একটি সরকারি বাগান আছে। একদিন এক অল্পবয়স্ক বালক তাহার খুল্লতাতের সহিত ঐ বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিল। বাল-স্বভাব-সুলভ চাপল্যবশে সে বাগানে বেড়াইবার সময় কয়েকটী ফুল তুলিয়াছিল। তদ্দর্শনে বাগানের মালীরা শ্যেনপক্ষীবৎ বেগে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। বালকের খুল্লতাত বালককে তাহার এই প্রথম অপরাধে অব্যাহতি দানের জন্য মালীদিগকে বহু অনুনয় বিনয় করেন। মালীরা তাহাতে বিচলিত না হইয়া তাঁহাদিগের উভয়কেই পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে। দিল্লীর ডেপুটি কমিশনের নিকট আসামীদিগের বিচার হয়। আদর্শ হাকিম পুষ্পচয়ন অপরাধে বালকের প্রতি বেত্রদণ্ডের ও তাহার খুল্লতাতের প্রতি তিন মাস কারাবাসের আদেশ করিয়াছেন! বালকের প্রতি যে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহার খুল্লতাতের অপরাধ কি, তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না। এই হাকিম পুঙ্গবের অধিষ্ঠানে বিচারাসন অলঙ্কৃত কি

কলঙ্কিত হইতেছে, কর্তৃপক্ষের তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।—হিতবাদী।

—০—

একখানি পত্র।—মাননীয় মহাশয়, কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে মধ্যে মধ্যে "কৃষকে" কিছু কিছু লিখিতে বিশেষ ইচ্ছা রহিল। দুই বৎসর হইল আমরা তিনজন প্রত্যেকে ৫০০ পাঁচ শত টাকা একুনে ১৫০০ দেড় হাজার টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতা ভবানীপুরস্থ মনোহর পুখুর নামক স্থানে একবন্দে ২১/ একুশ বিঘা একটী বাগান ৬ ছয় বৎসরের জন্য জমা লইয়া সকল প্রকার চাষ আবাদ করিয়া দেখিতেছি। প্রথম বৎসর আমাদিগের হাজার টাকার উপর খরচ করিতে হইয়াছিল এ বৎসর কিছু কিছু আয় হইতেছে। তবে এক্ষণে আমরা যদি ৫০০ টাকা করিয়া দুইটী অংশী পাই তাহা হইলে আমাদিগের কার্য্য আরও বিস্তৃত ভাবে চলিলে অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের বাগানে নৈনিতাল গোল আলু বেশ জন্মাইয়াছে এক একটী /৮০ তিন পোয়া পর্য্যন্ত হইয়াছিল। যাহা হউক আপনারা যদি দুইটী শিক্ষিত উদ্যোগী ভদ্রযুবক উপরি লিখিত মূলধন সহ আমাদিগের সহ কার্য্য করিবেন এরূপ জোগাড় করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব। আমরা তাঁহাদিগকে সমান অংশ দিব অর্থাৎ সমান পাঁচ অংশ থাকিবে।—ভবদীয় শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত বরদা—ভায়া ডায়মণ্ডহার্বার ২৪ পরগণা।

—০—

বাগানের কার্য্য শিক্ষা।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সাহারাণপুর নগরে গভর্ণমেণ্টের একটী বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। এই স্থানে কৃষি ও ফল ফুলের নানা পরীক্ষা হইয়া থাকে। ঐ বাগানে নূতন ছাত্র লইয়া তাহাদিগকে হাতে হেতেড়ে বাগানের ও কৃষি কার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। বাগানে ছাত্র ভর্ত্তি করিবার কয়েকটি নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে—তাঁহা নিম্নে দেওয়া গেল। প্রকাশিত নিয়ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট," গভর্ণমেণ্ট বোটানিক্যাল গার্ডেন, সাহারাণপুর, উত্তর পশ্চিম (Superintendent, Government Botanical Gardens, Saharanpur, N. W. P.)

১। যিনি কোন ছাত্রকে বাগানে পাঠাইবেন তিনি তাহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। মাসিক ছয় টাকা হইলেই একজন সাধারণ ছাত্রের আহারের ব্যয় সঙ্কুলান হইবে। বাগানের কার্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মাহিয়ানা দিতে হইবে না।

২। ছাত্রের বয়স ষোল বৎসরের কম না হয় কিম্বা ত্রিশ বৎসরের অধিক না হয়।

৩। ছাত্রের গুণপনা ও বুদ্ধিমত্তানুযায়ী বাগানের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে শিখিতে ১ বৎসরের মধ্যে, কিম্বা তিন বৎসরও লাগিতে পারে।

৪। আবশ্যক হইলে, সবজী চাষ কিম্বা ফলচাষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

৫। ছাত্রেরা হাতে হেতেড়ে কায করিবে এবং বাগানের নিয়ম মানিয়া চলিবে।

—০—

দুর্ভিক্ষ ও রাজস্ব।—গত বৎসর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গুজরাট অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষে লোকের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে আমরা তৎসম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি লাট ম্যাকডোনেলের সভাপতিত্বে যে দুর্ভিক্ষ কমিশন বসিয়াছে, সেই কমিশনের নিকট গুর্জ্জরবাসীগণ ও তত্রত্য রাজস্ব-আদায়কারী এবং দুর্ভিক্ষে রিলিফের কর্ম্মচারীগণ যে এজাহার দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ এমন দুর্ব্বৎসরেও গুজরাট অঞ্চল হইতে শতকরা ৯৫ টাকা হিসাবে সরকারী খাজনা আদায় হইয়াছে। অনেকে হয় ত একথা শুনিয়া বলিবেন, অন্নাভাবে যে স্থানের সহস্র সহস্র দরিদ্র প্রজা মরিয়া গেল, এখনও যে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ সম্যক প্রশমিত হয় নাই, সে স্থান হইতে এত টাকা রাজস্ব আদায় হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে বলি, প্রজারা নিজ নিজ সঞ্চিত অর্থ হইতে ঐ টাকা দেয় নাই। অর্থ তাহারা পাইবে কোথায়? পেটের জ্বালায় তাহারা ঘটী, বাটী, গরু, বাছুর, হাল, বীজধান ইত্যাদি সমস্তই

বেচিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল; ইন্ধনাভাবে ঘরের চাল ও কাঠ ভাঙ্গিয়া রন্ধন করিয়াছিল; তবে তাহারা টাকা পাইবে কোথায়? কিন্তু রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্ম্মচারীগণ তাহা শুনিবেন কেন? তাঁহারা মহাজনদের ডাকাইয়া প্রজাদিগকে অত্যধিক সুদে টাকা ধার দেওয়াইয়া খাজনার টাকা আদায় করিয়াছেন। উল্লিখিত শতকরা ৯৫ টাকার মধ্যে ৮৫ টাকা এই রূপেই আদায় হইয়াছে। এরূপ অত্যাচার ভারতেই সম্ভবে, এবং খোদ ভারত-সচিবকে পার্লামেন্ট মহাসভায় কেইন সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে এই কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাই ভারত গভর্ণমেণ্টের Prosperity Budget এবং এই কারণেই গত বৎসর ব্যয় বাদে কয়েক কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে!—সময়।

—০—

আলু-তত্ত্ব—যে আলু এখন জগতের গৃহে গৃহে পুষ্টিকর খাদ্যরূপে পরিগণিত, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সুসভ্য ইংলণ্ড ভূমিতে সেই আলুর দশা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে সার ওয়ালটার আমেরিকা হইতে দুইটী পদার্থ লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। একটী তামাক অপরটী আলু। প্রথমে লোকে আলু ভক্ষণ করা দূরে থাকুক, উহা একেবারে পছন্দই করিত না। সার ওয়ালটার স্বদেশীয় লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, আলু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য, এমন কি অন্য কোন শস্য না জন্মিলে লোকে কেবল আলু ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে। বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী এলিজাবেথ তাঁহার সহায় হইলেন। তিনি স্বয়ং আলু ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ তাঁহার সহিত আহার করিবার সময়ে আলু ভোজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু অচিরকাল মধ্যে জনরব উঠিল যে, আলু বিষাক্ত পদার্থ, উহা আলকুশী সদৃশ ও অন্যান্য বিষাক্ত শ্রেণীভুক্ত। তজ্জন্য রাজ্ঞীর চেষ্টা সত্বেও কেহ আলু খাইত না। আলু কেবল শূকরদিগের ভোজনের জন্য প্রদত্ত হইত। অনেক বৎসর পরে ফরাসীগণ এই ভ্রম হইতে মুক্ত হয়। ষোড়শ লুইয়ের রাজত্ব সময়ে একজন ফরাসী আলুর চাষ আরম্ভ করেন এবং আলু যে মানবের খাদ্য, তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হন। প্রথমে লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত এবং তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিত না। কিন্তু রাজা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করায় তিনি আলুকে মানুষের খাদ্যরূপে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই ফরাসী পণ্ডিত জামার বোতামের(?) গর্ত্তে আলু লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। বহু চেষ্টার পরে এ বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। উন্নত দেশের সকল ঘটনাই বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।—ত্রিপুরা হিতৈষী।

দেব-চরিত্র।

১

প্রণিপাত শত শত তব রাঙ্গা পায়।
ত্রিজগতে তব সম যশ কেবা পায়॥

ভীষণ পরশুধরে, পিতার আদেশ তরে,
বধ তুমি নিজ করে আপনার মায়।
সুযশ পতাকা হরি উড়ালে ধরায়।
পরম ধার্ম্মিক নামে তোমারে বুঝায়॥

২

রামরূপে অবতরি, কলঙ্ক পশরা হরি,
বিমাতার শির'পরি, তুলে দিলে হায়।
সেই হ'তে ধরাতলে কথায় কথায়।
বিমাতায় নিন্দে সবে, নবঘনকায়॥

৩

অলক্ষ্য ভীষণ শরে, বিনাশিলে কপিবরে,
তালপাদপ অন্তরে, লুকাইয়া কায়।
কালিমা ঢালিয়া দিলে রবিকুল গায়!
প্রভাতকুমুদ সম কাঁদালে তারায়॥

৪

ভুলাইয়ে মন্দোদরী, মৃত্যুবান অপহরি,
রাবণে সবংশে মারি, লভিলে জায়ায়॥

লেখা আছে রাম নাম শতায় পাতায়।
শ্রীহীন সোণার লঙ্কা তোমার কৃপায়॥

৫

জনক রাজার সুতা, তোমার সহিত সীতা,
রাজ্য ছাড়ি পতিব্রতা, কাননে বেড়ায়।
লোকমুখে অপবাদ শুনিয়া, তাহায়।
অবিচারে ডালি দিলে শ্বাপদের পায়॥

৬

কৃষ্ণরূপে ব্রজপুরে, ননি চুরি ঘরে ঘরে,
মোহন মুরলী করে, গোপিনী মজায়।
জনক জননী দৌহে, লুটালে ধূলায়।
বিরহবিধুরা রাধা তোমার দয়ায়॥

৭

যদুকুলে জন্ম নিলে, যদুকুল বিনাশিলে,
মহারণ বাঁধাইলে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়।
কৌরবের সিংহাসন যুধিষ্ঠির পায়।
পুত্র মরে ভগিনীর তব মহিমায়॥

৮

পিতামহ গুরু ভ্রাতা, সকলে সমান ব্যথা,
পিতা মাতা সব বৃথা, তোমার শিক্ষায়।
মূঢ়মতি ধনঞ্জয়ে বুঝালে গীতায়।
ভ্রাতাপুত্র বধে পাপ নাহি উপজয়॥

৯

সকলে নির্গুণ বলে, একবার দেখা হলে,
বুঝিতাম কোন্ ছলে ভুলাও সবায়।
কোন্ ধর্ম্মে স্তনপানে বধ পুতনায়।
কোন গুণে যুগে যুগে কাঁদাও মাতায়॥

১০

যতবা রূপের ছটা, ততবা গুণের ঘটা,
বোঝেনা যে মন ব্যাটা ঠেকিয়াছি দায়।
ভব পারাবারি পারে, তুমি যে সহায়।
আর কেহ নিয়ে যেতে পারে না তথায়॥

যমজয়ী নাম তব তাই হে তোমায়।
অবশ আমার মন সকাতরে চায়॥

কৃষিব্যবহার্য্য পশু।

আমাদের দেশে গবাদি পশু দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরোত্তর ঐ সকল পশু এরূপ হীনবীর্য্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে যে তদ্দ্বারা কৃষিকার্য্যের প্রভূত অনিষ্ট হইতেছে ও ভবিষ্যতে আরও হইবে। কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে ভূমি ও কৃষিব্যবহার্য্য পশুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই দুইটির উন্নতি না হইলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি কোন প্রকারে হইতে পারে না। গোজাতি দ্বারা সংসারের যেরূপ উপকার সাধিত হয়, অন্য কোনরূপ পশু দ্বারা সেরূপ হয় না। প্রথমতঃ বৃষ দ্বারা হল চালনা কার্য্য সম্পন্ন হয়; দ্বিতীয়তঃ গাভীর দুগ্ধ শিশুগণের প্রাণধারণের উপায় ও সকল মনুষ্যের ভক্ষ্য; তৃতীয়তঃ উহার গোবরে ক্ষেত্রের অতি উত্তম সার হয়, ইহা প্রত্যেক কৃষকের আদরের জিনিষ। ফলতঃ গোজাতি মনুষ্যের অত্যন্ত উপকারী। পূর্ব্বকালে ইহারা যত্নের সহিত পালিত হইত সুতরাং তখন সেবা শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণের কোনরূপ ত্রুটি হইত না; কিন্তু এক্ষণে ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় যত্নের সহিত পালিত হয় না। গোসকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পায় না এবং ইহাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য অতি সামান্য যত্নই আজকাল লওয়া হইয়াথাকে। তজ্জন্য দিন দিন গোজাতির অবনতি হইতেছে এবং তৎসঙ্গে কৃষিকার্য্যেরও অবনতি হইতেছে। ইহারা আর পূর্ব্বের মত পরিশ্রম করিতে পারে না। অত্যল্প আহার ও গুরু পরিশ্রম নিবন্ধন বৎসর বৎসর অসংখ্য গরু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা নিরাকরণ করা আবশ্যক। দিন দিন দেশের যেরূপ দুরবস্থা হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক ভারত সন্তানের কৃষির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

গোজাতির স্বাস্থ্যের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি রাখা হয় না এবং তাহাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার

দেওয়া হয় না বলিয়াই উঁহাদের এরূপ দুর্দ্দশা। গোজাতির অবনতির অনেকগুলি কারণ আছে। বৃষ সমূহ পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে না। এক্ষণে অধিকাংশ বৃষই মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক ময়লা বাহিত হইয়া থাকে। এইরূপে সবল বৃষগুলি দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া তাহাদিগকে নিস্তেজ করিয়া ফেলা হইতেছে। প্রত্যেক স্থান হইতে সবল বৃষগুলিকে ধরিয়া লইয়া গিয়া এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করাতে গোবৎস উৎপাদন করিবার জন্য হৃষ্টপুষ্ট সবল বৃষ পাওয়া যায় না। দুর্ব্বল বৃষ দ্বারা গোবৎস উৎপাদন হওয়াতে এদেশের কৃষককুলের মহা অনিষ্ট হইতেছে। কারণ ঐ সকল জন্তু দিন দিন খর্ব্বাকার ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। গাভীগণ উপযুক্ত পরিমাণ আহার না পাওয়াতে অধিক দুগ্ধ প্রদান করে না। আবার দুগ্ধলোলুপ ব্যক্তিগণ এরূপ করিয়া দুগ্ধ দোহন করে যে বৎস সকল শরীর রক্ষণোপযোগী দুগ্ধ প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং বাল্যকাল হইতেই বৎস সকল আহারাভাবে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে। এইরূপে গোজাতি নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; ইহার উপর আবার যথেষ্ট আহার না পাওয়াতে তাহারা দলে দলে মৃত্যুমুখে পড়িতেছে।

যদ্যপি সবল বলদ দ্বারা গোবৎস উৎপাদন করান যায় এবং গো সকলের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করা হয় তাহা হইলে গোজাতির উন্নতি হইবে আশা করা যায়। গবাদি পশুর আহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে ঘাস উৎপাদন করা আবশ্যক। এইরূপ ঘাস উৎপাদন করিবার জন্য স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্র করিতে হইবে। পশুদিগকে উত্তম আহারের উপায় করিয়া দিলে উহারা সবল ও হৃষ্টপুষ্ট হইবে এবং অল্প সংখ্যক পশু দ্বারা অধিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে।

এক্ষণে আমাদের দেশীয় গোজাতি যেরূপ নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি না হইলে কৃষিকার্য্যের কোনরূপ উন্নতির আশা নাই। যদি ইংলণ্ড কিম্বা অপর কোন ইয়ুরোপীয় দেশের বলদ দ্বারা দেশীয় গাভীর বৎস উৎপাদন করান যায় তাহা হইলে অনেক সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ইয়ুরোপ দেশস্থ বৃষ সমূহ বলবান, তেজস্বী ও বৃহৎ আকারের। তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন বৎসও অনেকাংশে উহাদের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত বলদ বলবান ও তেজস্বী হইবে এবং ইহাদের দ্বারা কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে হইবে। এইরূপে নূতন গোজাতি উৎপন্ন করার সহিত তাহাদিগকে ভালরূপ আহারাদি দিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

এ দেশের গোশালা সমূহের প্রতি গোপালকের কোন দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। সাধারণতঃ গোশালা সকলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যে প্রণালীতে গোশালা নির্ম্মিত হওয়া উচিত সে প্রকারে উহা প্রায়ই নির্ম্মিত হয় না। উহা সাধারণতঃ এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হয় যে গৃহমধ্যে ভালরূপ বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে না। গোশালা শুষ্ক ও উচ্চ স্থানে নির্ম্মাণ করা উচিত এবং যাহাতে উহার নিকটে কোনরূপে জল না বসে তাহা করা আবশ্যক। গোশালা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা উচিত। অপরিষ্কৃত স্থানে থাকিলে গো সকলের নানারূপ পীড়া হইতে পারে। গোশালার পার্শ্ব দিয়া মূত্র নিঃসারণের জন্য নালা রাখা আবশ্যক। এবং যাহাতে উহার ভিতর প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে তাহা করা উচিত। গো সকলকে শুইবার জন্য বিচালী বিছাইয়া দিবে এবং যতদূর সম্ভব পৃথক পৃথক স্থানে তাহাদিগকে রাখা কর্ত্তব্য। ফলতঃ মনুষ্যগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাহা যাহা করা আবশ্যক গো সমূহের জন্যও সেইরূপ করা উচিত।

গো সকলকে আহারের জন্য বিচালী, খৈল, ভুসি ও দানা দেওয়া কর্ত্তব্য। ফলতঃ উহাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার দেওয়া ও সামর্থ্যানুসারে পরিশ্রমে

নিযুক্ত করা একান্ত বিধেয়। দুর্ব্বল গরু দ্বারা কষ্ট-সাধ্য কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় না।

গোজাতির ন্যায় মহিষের দ্বারাও আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। গরুর ন্যায় মহিষও অত্যন্ত উপকারী জন্তু। ইহারা গরু অপেক্ষা অধিক বলবান এবং অল্প আহারেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মে ইহারা আদৌ পরিশ্রম করিতে পারে না। প্রখর রৌদ্রে কোনরূপ কার্য্য করিতে হইলে ইহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, এমন কি অনেক সময় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়ে এবং নিকটে কোন জলাশয় দেখিলে সেই দিকে ধাবিত হয়। রৌদ্রের সময় ইহাদের দ্বারা কৃষিকার্য্য করিতে হইলে কৃষকগণ ইহাদের সর্ব্বশরীরে কর্দ্দম দ্বারা ঢাকিয়া দেয় এবং সর্ব্বদা গাত্রে জল দিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে কোথাও অশ্বদ্বারা কৃষিকার্য্য করা একরূপ অসম্ভব। গরুই এ দেশের উপযোগী। ইহারা সকল প্রকার ঋতুতেই কার্য্য করিতে পারে।

আমাদের দেশের প্রাচীন আর্য্যগণ গোজাতির উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা তাহাদের উন্নতি ও প্রতিপালনের জন্য নানা বিধি দিয়া গিয়াছেন। গরুর প্রতি অত্যাচার কিম্বা অযত্ন করিলে কিম্বা অপমৃত্যু হইলে তাঁহারা দণ্ডস্বরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া গিয়াছেন। যদি আমাদের দেশের কৃষকগণ সেই সকল মহাত্মাগণের উপদেশ মত গবাদি পশুর সেবা শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহা হইলে তাহাদের উন্নতি হইতে পারে এবং কৃষিকার্য্যও উত্তম রূপে চলিতে পারে।

কৃষির উন্নতি গবাদির উন্নতি সাপেক্ষ। এই জন্য উত্তম গো বংশ উৎপন্ন করান আবশ্যক। যাহাতে গোজাতির উন্নতি হয় সে বিষয়ে সকলের চেষ্টা করা উচিত। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।—শ্রীযতীন্দ্র মোহন মিত্র, এফ, আর, এইচ, এস, (লণ্ডন)।

কদলী।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কদলী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; পার্ব্বত্য প্রদেশ অপেক্ষা নিম্ন সমতল ভূমিই কদলী আবাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা-জনক। অধুনা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কদলীর চাষ হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের কদলীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কদলীর ন্যায় অত্যাবশ্যক ফল অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কোমল ও খাইতে বড়ই সুস্বাদ। কদলী শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক ও তৃষ্ণানাশক। এতদ্ভিন্ন ইহা নানাপ্রকার ব্যাধির উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলার থোড় ও মোচা শীতল, বল-কারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তনাশক। তরকারীর জন্য থোড় মোচা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কদলীর আবাদ বড়ই লাভজনক কৃষি। ইহার ফল, ফুল, থোড় পত্র প্রভৃতি নিত্য ব্যবহৃত হয়। তদ্ব্যতীত ইহার খোলা ও পত্র হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ইউরোপের নানা স্থানে এই সূত্র প্রস্তুত হইতেছে, এবং ইহার ব্যবসায় করিয়া অনেকে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। এই সূত্র বেশ শক্ত ও দেখিতে রেশমী সূত্রের ন্যায়। বিলাতে ইহাতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। এই বস্ত্র দেখিতে বড়ই সুন্দর। বস্ত্র ব্যতীত এই সূত্রে জাহাজের জন্য রজ্জুও প্রস্তুত হইয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আমাদের দেশে, কলাগাছের অভাব নাই। কিন্তু যত্ন ও চেষ্টা করিয়া সূত্র বাহির করিতে পারে, এরূপ লোক বড় অধিক আছে বলিয়া বোধ হয় না। অধ্যবসায় ও একতার অভাবে আমরা দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি। কলার বাগান করিয়া চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলেই সূত্র প্রস্তুত করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গাছে প্রায় দেড় সের পরিমাণ সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে।

মালয় উপদ্বীপে কদলী হইতে নানাপ্রকার সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় "কুনেন" নামক

এক প্রকার কদলীর গুঁড়া পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও এইরূপ গুঁড়া প্রস্তুত হইতে পারে। প্রথমে কলার খোসা ছাড়াইয়া কলাটি ছুরির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ হামামদিস্তায় কুটিয়া লইতে হয়। তৎপরে বেশ মিহি গুঁড়া হইলে সরু চালুনী দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশের যুবকগণ চাকুরীর জন্য লালায়িত না হইয়া যদি এই সকল ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাঁহাদেরও উপার্জ্জন হয়, এবং দেশের অর্থও অনেক পরিমাণে দেশে থাকিতে পারে।—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী।

আমে পোকা

ও টক আম মিষ্ট করিবার উপায়।

২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বারুইপুর, কল্যাণপুর প্রভৃতি স্থানে ফলের বাগানের জন্য প্রসিদ্ধ। লিচু, লকেট, গোলাপজাম, জামরুল, আম, কাঁটাল প্রভৃতি নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্থানে বোম্বাই আম হইয়া থাকে, দেশী আম ত আছেই। কিছুদিন পূর্ব্বের কথা বলিতেছি—এতদঞ্চলে আমে পোকা হইত। দুই প্রকার পোকার উৎপাতে আম মুখে দিবার উপায় ছিলনা।—প্রথমতঃ এক প্রকার সুতার মত পোকা আমের ভিতর দেখা যাইত। ইহাকে গ্রাম্য ভাষায় সুতুলে পোকা বলা হয়। আর বেশী পরিপক্ক হইলে ঐ পোকা স্বভাবতঃ জন্মায়। আর একপ্রকার পোকা আমের গাত্রে ফুটো করিয়া বাহির হইত। ঐ পোকা পাখাবিশিষ্ট। আম হইতে বাহির হইয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া যাইত। এই জন্য লোকে তাহাকে ভোঁ পোকা বলে। এক্ষণে দক্ষিণ দেশে পোকার উপদ্রব কমিয়াছে। আমে আর পোকা হয় না বলিলেই হয়। কিন্তু যখন পোকার দরুণ আম খাওয়ার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, তখন আমার কোন একটী বন্ধু তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গীয় কোন একটী আলাপী লোকের নিকট জানেন যে আমের মুকুল হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে যখন গাছের গোড়া কোপাইয়া বাঁধিয়া দিয়া পাট করিতে হয় তখন বা পৌষ মাসে আম গাছের গোড়ার ছাল দুই তিন জায়গা চাঁচিয়া তাহাতে তরল পারদ মাখাইয়া দিলে পোকা উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গীয় সেই ব্যক্তিই টক আম মিষ্টি করিবার উপায়ও বলিয়া দিয়াছিলেন তিনি বলেন যে আমের বউল বাহির হইবার পূর্ব্বে যদি গাছের গোড়ার মাটীতে সোডা দিয়া বেশ করিয়া গাছে মাটী দিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে গাছের আম টক হইলে, মিষ্টি আস্বাদন হইবে। টকো আম কাটিয়া তাহাতে সোডা মাখাইয়া রাখিলে তাঁহার টক আস্বাদন দূর হয়, আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার বন্ধু তাঁহার পূর্ব্ব বঙ্গীয় মিত্রের পরামর্শ মতে দুই প্রকার পরীক্ষাই করিয়াছিলেন। আংশিক ফলও পাইয়াছিলেন। পোকা নিবারণের জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষার অবসর তাঁহার আর হয় নাই; কারণ সেই বৎসর হইতে দক্ষিণ দেশে আমে পোকা দেখা যায় নাই। বলা যায় না পোকারা অপমৃত্যুর ভয়ে বোধ হয় দেশ ছাড়িয়া পলাইল। এই দুই প্রকার পরীক্ষায় কি পরিমাণ পারার বা সোডার আবশ্যক তাহা তাঁহারা ঠিক করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বিজ্ঞান চর্চ্চা নাই। আমি আশা করি আপনার পাঠকগণের মধ্যে বিজ্ঞানবিদ কোন ব্যক্তি আমের পোকা ও টক আম মিষ্টি করিবার উপায় পরীক্ষা করিয়া সাধারণের উপকার করিবেন।—শ্রীঃ

বাঁশের ফুল।

মধ্য প্রদেশে সেই সুদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় অনেকেই বাঁশের ফুল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল। মধ্য প্রদেশের চাঁদা জেলার বাঁশ গাছে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফোটে; লম্বে ছয় শত ক্রোশ, প্রস্থে ছয় শত ক্রোশ ব্যাপিয়া ভূমিতে বাঁশের ঝাড়ে ফুল ফোটে;—অবশ্য ইহার মধ্যে কোন কোন ঝাড়ে ফুল ফোটে না। আশ্চর্য্য এই, নূতন পুরাতন, সকল ঝাড়েই ফুল ফুটিতে দেখা যায়; এমন কি, বাঁশের কচি কোঁড়েও ফুল ফুটিতে দেখা যায়। এই ফুলে বীজ ফলে। হাজার হাজার লোক,—এই বীজ খাইয়া কয়েক সপ্তাহ জীবন ধারণ করিয়াছিল। এ বছরও অনেক বাঁশ ফুলিয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক,—বাঁশের বনে ছুটিবে, বীজ সংগ্রহ করিবে, আর এই বীজে অনেকেরই জীবন ধারণ হইবে।

তবে বাঁশের বীজের ফল এই যে, বংশ নির্ব্বংশ হইয়া যায়। যাহাতে ফলও ফলে, বীজও হয়, অথচ বংশলোপ না হয়, শুনিতেছি, অভিজ্ঞ, কৃষিতত্ত্ববিদ্ তাহার উপায় নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

এই চাঁদা জেলার সত্তর বৎসরের বুড়ারা বলে যে, তাহাদের দশ বৎসর বয়সের সময় তাহারা ঠিক এইরূপ বাঁশের ফুল দেখিয়াছিল।

দুর্ভিক্ষকালে চাউল, ডাউল, গম ইত্যাদি মানুষের প্রধান প্রধান খাদ্য দ্রব্যের যখন অভাব হয় তখন মানুষে যা তা খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করে। ফল মূলের ত কথাই নাই, গাছের পাতা লতাও খায়। বিগত বৎসর দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিরা মহুয়ার ফুল (মউল ফুল) খাইয়া জীবনধারণ করিয়াছিল।

আলিপুরে লাট সাহেবের বাটীর নিকট রাস্তার ধারে যে সকল বাঁশ ঝাড় দেখা যায় তাহার সকল গুলিতেই ফুল হইয়াছে বাঁশ যখন ফুলে তখন ছোট বড় এমন কি সদ্য যে গোঁক বাহির হইয়াছে তাহাতে ফুল হইতে দেখা যায়। দুর্ভিক্ষের ইহা পূর্ব্ব সূচনা কি না বলা যায় না।

ফজলী আম্রের পোকা।

ফজলী আম্র পাকিবার পূর্ব্বে কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এই সম্বাদ মালদহ জেলার জনৈক পাঠক গত মাসের কৃষকে পাঠাইয়া দিয়া আমাদের বাধিত করিয়াছেন। এই কীট কি প্রকারের, এ সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা না পাইয়া অথবা উহার নমুনা না দেখিয়া, বিষয়টীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং অন্ধকারে ঢিল্ মারা একই কথা। তবে এবৎসর ফজলী আম্রে পোকা ধরিবার এখনও সময় হয় নাই, এবং এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য, নিশ্চয়ই যাহাতে এবৎসর কীট না লাগে। এমন স্থলে, এ সম্বন্ধে আমার সাধারণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া কয়েকটী উপদেশ দিলে কিছু না কিছু উপকার দর্শিলেও দর্শিতে পারে।

যে কীটে ফজলী আম্র নষ্ট করিতেছে, সম্ভবতঃ উহা শ্বেত সূত্র বা কৃমিবৎ, এবং উহা শেষ পর্য্যন্ত পালন করিলে দেখা যাইবে উহা হইতে দ্বি-পক্ষ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মক্ষিকা নির্গত হইতেছে। এই মক্ষিকা আম্রের উপর অণ্ড প্রসব করে, এবং এই অণ্ড হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট নির্গত হইয়া পরিপক্কোন্মুখ আম্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আম্রের শস্য ভক্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে। যে আম্র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পাকে উহার মধ্যেও কখন কখন এই পোকা দেখা যায়। এই পোকা হইতে যে মক্ষিকা সকল নির্গত হয় উহারাই নাম্‌লা আম্রের উপর ডিম্ব প্রসব করিয়া নাম্‌লা আম্রের অধিক ক্ষতি করে। এক

একটী মক্ষিকা যদি ১০০ ডিম্ব প্রসব করে, এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের পাকা আম্র হইতে কয়েক সহস্র মাত্র এই মক্ষিকা নির্গত হয়, তাহা হইলেই ঐ কয়েক সহস্র হইতে লক্ষ লক্ষ ডিম্ব হইয়া নাম্‌লা আম্রের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। যে কীটের কথা বলা হইল উহার নাম ডেকাস্ ফেরুজিনিয়াস্ (Dacus Ferrugeneus)

এক্ষন নিবারণের কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে উপকার হওয়া সম্ভব এ বিষয়ে কিছু আলোচনার আবশ্যক। যে স্থানে 'আগাম' ও 'নাম্‌লা' উভয় প্রকার আম্রেরই গাছ আছে, সেই স্থানেই ডেকাস্ ফেরুজিনিয়াসের উৎপাত অধিক হইয়া থাকে। আগাম ও নাম্‌লা দুই প্রকারের আম্র একই স্থানে লাগান বড় ভুল। কিন্তু যেখানে উভয় প্রকার আম্র গাছই ভূরি পরিমাণে রহিয়াছে, সেখানে আগাম বা নাম্‌লা আম্রের গাছ কাটিয়া ফেলিতে বলিলে কেহই এ কথা গ্রাহ্য করিবেন না। এমন স্থলে কর্ত্তব্য, যেন আগাম পাকা আমগুলি সম্পূর্ণ ভাবে স্থানান্তরিত করা হয়। মালদহ জেলায় আম্রের গাছ এত অধিক আছে, যে গাছে দুই দশটা পাকা আম রহিয়া গেল, বা দুই দশ গণ্ডা আম মাটিতে পড়িয়া রহিয়া গেল, অথবা দুই দশ পণ অর্দ্ধভুক্ত আম্রের আঁটি ও খোসা বাগানে ছড়িয়া রহিল, এরূপ প্রায়ই দেখা যায়। এই সকল আম্র হইতে নির্বিঘ্নে মক্ষিকার কীট মক্ষিকা হইয়া নাম্‌লা আম্রের উপর ডিম্ব প্রসব করে। যে সকল আম্র ইংরাজ বাজারে বা কলিকাতায় চালান হইয়া গেল, তাহা হইতে কীট বাহির হইয়া পুত্তলিকা (chrysalid) অবস্থায় কয়েক দিবস যাপন করিয়া পুনরায় মক্ষিকা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যে সুদূরস্থ বাগানের অনুসন্ধানে যাইবে, তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত কম। আম বাগানের 'আনাচে কানাচের' যে সকল আম্র পড়িয়া থাকে সেই সকলই অনিষ্টের মূল জানিতে হইবে। বাগানে যেন অর্দ্ধভুক্ত বা অভুক্ত আম্র না পড়িয়া থাকে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সকল আম্রের প্রত্যেকটীতে যে এই পোকা আছে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু ইহাদের কতকগুলিতে পোকা থাকা সম্ভব। এক একটী আম্রের মধ্যে শতাধিক ডেকাস্ ফেরুজিনিয়াস আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি। কয়েকটী মাত্র আষাঢ়ে পাকা আম্রের মধ্যে যদি এইরূপ শতাধিক পোকা থাকে, তাহা হইলে এই স্থানে শ্রাবণ ভাদ্রে পাকা সকল আমের মধ্যেই পোকা হওয়া সম্ভব। অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত আম্র সকল জলে ফেলিয়া দেওয়াই ভাল, কেননা জলের মধ্যে আম্রের পোকা পুত্তলিকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরে মক্ষিকাকারে পরিণত হইতে কখনই পারে না। মাছেও আম ও আমের পোকা খাইয়া গৃহস্থকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারে। এই বিষয়ে সাবধান হইতে পারিলে, গৃহস্থকে আর অধিক বেগ পাইতে হইবে না। তথাপি 'সাবধানের মার নাই'। সকল গৃহস্থই যে আপন আপন আমবাগান পরিষ্কার রাখিবে, এমন কিছু কথা নাই। প্রতিবেশীর বাগান হইতে আমার বাগানে মক্ষিকা আসিয়া আমার ফজলী আমে ডিম পাড়িয়া যাইতে পারে। ইহার উপায় কি? আষাঢ়ের শেষে ফজলী আমগুলি বেশ বড় বড় হয়; তখন প্রত্যেকটীর গাত্রে কেরোসিন তৈল, বা রেড়ির, বা হিংএর জল, বা ভাঁট পাতা সিদ্ধ জল, মাখাইয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। তীব্র গন্ধ, তিক্ত স্বাদ, এ সমস্ত কীটলোকেরও ত্যাজ্য। আমার আম গুলির গাত্র যদি দুর্গন্ধ বা বিস্বাদ করিয়া রাখি তাহা হইলে মক্ষিকা গুলি আমার বাগান ত্যাগ করিয়া অন্য প্রতিবাসীর বাগানের অনুসন্ধানে যাইবে এবং আমি 'চাচা আপনি বাঁচা' বলিয়া উদ্ধার পাই।

ইহার উপর আর একটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। আষাঢ় মাস হইতে আমবাগানের

নীচে প্রত্যহ চতুর্থ-ভাড়িয় যোগাড় করিতে পারিলে মক্ষিকা-কুল সে-বাগানের ত্রি-সীমানা আর মাড়াইতে চাহিবে না। মক্ষিকা গুলি ত মানুষ বটে, জিহ্বা আছে, চক্ষু আছে, নাসিকা আছে, তখন মানুষ নয় ত আর কি? মানুষের যেমন, চক্ষুতে ধোঁয়া লাগিলে, জিহ্বায় রেড়ির তেল ও ভাঁট পাতার রস পড়িলে, এবং নাসিকারন্ধ্রে কেরোসিনের তেলের ও হিংএর গন্ধ প্রবেশ করিলে, কষ্ট হয়, মক্ষিকারও সেইরূপ হইবে অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ডেকাস্ ফেরু-জিনিয়াসের প্রতিকারার্থ এই সকল উপায় অবলম্বনে উপকার হইবে কি না, এ সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই; অন্যান্য মক্ষিকাদি পতঙ্গের প্রতি-কারার্থ এই সকল উপায় অবলম্বন দ্বারা উপকার দর্শিয়াছে, এ কারণই এই সকল ব্যবস্থার অবলম্বনের উপদেশ দিতেছি।

শিবপুর কলেজ
২৪শে মে ১৯০১ } শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

তরমুজ।

তরমুজের সহিত সকলেই বিশেষরূপে পরিচিত আছেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তরমুজের আবাদ সম্বন্ধে কেবল আলোচনা করিব।

যে স্থানে তরমুজ লাগাইবে, সেই স্থানটী উত্তম-রূপে কোদাল দিয়া বা লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিতে হইবে। দোয়াঁস্লা জমিই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত। পরে গোময় অথবা ইখলের সার দিয়া পুনরায় ভূমি কর্ষণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য—জমির সহিত সার মিশ্রিত করা। সার মিশ্রিত করা সমাধা হইলে পাঁচ হাত পর পর দুইটী করিয়া তরমুজের বীজ অল্প মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিতে হইবে।

বৃহৎ করিবার উপায়।—আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; যে তরমুজ সাধারণতঃ যত বড় হয়, তৎ-পূর্ব্বে উহার বোঁটাতে একটু চিরিয়া তিন চারি ইঞ্চ পরিমাণ চিক্কণ বস্ত্র খণ্ডের এক মুড়ী তাহার ভিতর দিয়া, অপর মুড়া একটী জলপূর্ণ বোতলের মধ্যে রাখিয়া এমন ভাবে বোতলটী রাখিতে হইবে, যে বস্ত্র খণ্ড দিয়া সমস্ত জল তরমুজের বোঁটায় শুষিয়া লয়। প্রত্যহ বোতল জলে পূর্ণ করিতে হইবে। এই ভাবে ১০।১৫ দিন রাখিলে দেখিতে পাইবে যে তরমুজ পূর্ণ মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১০।১৫ দিবসের বেশী জল শুষাইলে তরমুজের স্বাদ খারাপ হয় বিধায় তদতিরিক্ত দিবস জল দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

তরমুজ বীজ মাঘ মাসের শেষে রোপণ করা উচিত।—শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

কলম করিবার প্রণালী।

কলম দুই প্রকার; গুল কলম ও যোড় কলম। অদ্য গুল-কলম করিবার প্রণালী পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। অতঃপর যোড়-কলম করিবার প্রণালী কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে লিখিয়া জানাইব।

গুল-কলম করিতে হইলে মনোনীত বৃক্ষের একটী সতেজ শাখা বাছিয়া লওয়া আবশ্যক। তৎপর ঐ শাখার কোন স্থানের তিন চারি অঙ্গুলি পরিমিত ছাল কিঞ্চিৎ কাষ্ঠের সহিত চাকু দ্বারা চাঁচিয়া লইবে। ছাল তোলা হইলে খানিকটা সার মাটি উত্তমরূপে উক্ত স্থানে লাগাইবে। ইহাতে কোন ফাঁক না থাকে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবে। তৎপর ছেঁড়া চট বা তাদৃশ কোন জিনিস দ্বারা মৃত্তিকা বেষ্টন

বস্তুতঃ পাট অথবা তাদৃশ শক্ত পদার্থদ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া রাখিবে। যাহাতে উক্ত স্থানটিতে রস থাকে তাহার উপায় স্বরূপ একটী মৃত্তপাত্রের নীচে ছিদ্র করিয়া তাহাতে খড়িকা সংলগ্ন করিবে এবং উহা জলপূর্ণ করিয়া উক্ত মৃত্তিকাবৃত স্থানের উপর এমত ভাবে স্থাপন করিবে যাহাতে বিন্দু বিন্দু জল উক্ত স্থানে পতিত হয়। যদি বর্ষাকাল হয় তবে এরূপ করিবার আবশ্যকতা নাই। কলমের স্থানে শিকড় সব গাছের সমান সময়ে জন্মে না। কোন কোন বৃক্ষের কলম-স্থানে শিকড় জন্মিতে প্রায় ৪।৫ মাস সময় লাগে। শিকড় বাহির হইলে অত্যন্ত আস্তে আস্তে কলম-বাঁধা স্থানের নিম্নে কাটিয়া চারাটীকে কিছুদিন একটী পাত্রিলে মাটী পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে রাখিবে এবং উক্ত মাটী সর্ব্বদা ভিজা রাখিবে। অথবা কূপের নিকট যে স্থানে সদা সর্ব্বদা জল গড়ে তথায় পুতিয়া রাখিবে। কারণ চারাটী একটু সতেজ হওয়া আবশ্যক। তৎপর উহা উদ্যানে রোপণ করিবে। সকলকালেই এই কলম করা যাইতে পারে তবে বর্ষাকালেই সর্ব্বাপেক্ষা সহজে সতেজ চারা প্রস্তুত হয়। আম, জাম, পেয়ারা, লেবু, লিচু প্রভৃতি অনেক বৃক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে।—
শ্রীগণেশচন্দ্র দেব—বর্দ্ধনঃ (সিমলা)

রিয়ানা—হাতি-ঘাস।

(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে লিখিত)

গো মহিষ হস্তী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের আহারের জন্য রিয়ানা বিশেষ উপযোগী। ইহার গাছগুলি সাধারণতঃ উচ্চ হইয়া থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া লইলে, উহার গোড়া হইতে অনেক নূতন চারা উৎপন্ন হইয়া, এক প্রকাণ্ড বেশ ঝাড়ে পরিণত হয়। গাছগুলি যত দিবস কোমল থাকে, পশুগণ তত দিন সাতিশয় আগ্রহের সহিত উহা ভক্ষণ করে। রুগ্ন, শীর্ণ ও অধিক দিনের গাছ হইলে, উহার দণ্ড ও পত্রাদিতে ছিবড়া জন্মে। তখন আর পশুগণ উহার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে না।

রিয়ানা গাছ দেখিতে ভুট্টা জোয়ার প্রভৃতির ন্যায়; উদ্ভিদশাস্ত্রানুসারে উহারা সকলেই এক জাতির অন্তর্গত। ইহার উদ্ভিদ-শাস্ত্রীয় নাম রিয়ানা-লকজুরিয়ান্স (Reana Luxurians)। বাঙ্গালায় ইহার নামকরণ হইয়াছে,—হাতি-ঘাস।

এই জাতীয় অন্যান্য ফসল হইতে রিয়ানার বিশেষত্ব এই যে, বৎসরের মধ্যে একই গাছ ক্ষেত্র হইতে বার বার কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং যত কাটিয়া লওয়া যায়, তত ইহার গোড়ায় নূতন নূতন ফেঁকড়ী বাহির হয়, ও সুবৃহৎ ঝাড় হইয়া উঠে। গাছ যদি না কাটিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহা সুদীর্ঘ হইয়া উঠে, এবং ঝাড় বাঁধিতে পারে না। দীর্ঘ দণ্ডের নিম্নাংশ কঠিন হইয়া যায় বলিয়া, পশুগণ তাহা খায় না, কেবল উপরিভাগের কোমলাংশই ভক্ষণ করে,—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত সুদীর্ঘ গাছের আর একটী বিশেষ দোষ এই যে, ঈষৎ প্রবল বাতাসে, অনেক সময় আপন ভারেই পড়িয়া যায়।

সাধারণ আবাদী জমিতেই রিয়ানার আবাদ করিতে পারা যায়; তবে খুব বেলে মাটি ইহার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তাহার কারণ এই যে, ঈদৃশ মৃত্তিকা স্বভাবতঃ রসহীন এবং ধারণ করিয়া রাখিতেও অক্ষম। জমি নির্দেশ করিবার কালে ইহাও দেখিতে হইবে যে, উহা যেন গড়েন বা সমধিক উচ্চ না হয়; কারণ এপ্রকার জমিও বড় নীরস হইয়া থাকে; তাহা ব্যতীত বৃষ্টিতে উপরিভাগ হইতে অনেক সার পদার্থ জলের সহিত বিধৌত হইয়া নিম্নভাগে আসিয়া

পড়ে। আমি যে জমিতে আবাদ করিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ উচ্চ ছিল, এবং তাহাতেই দেখিয়াছি যে উচ্চ স্থানের গাছ অপেক্ষা নিম্নাংশের ও সমতল ভাগের গাছগুলি অধিকতর হৃষ্ট পুষ্ট, সতেজ ও গাঢ় বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, সমতল ক্ষেত্রই ইহার পক্ষে প্রশস্ত; উহাতে বর্ষার জল না দাঁড়াইতে পারে, এমন ভাবে সমতল করা চাই।

ইহার আবাদ প্রকরণ সহজ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্রকে বারম্বার চষিয়া আবাদোপযোগী করিতে হইবে। জমি কঠিন হইয়া থাকিলে, দুই এক পসলা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, কিম্বা 'ডবলকোড়' প্রণালীতে কোদাল দ্বারা জমি ভাঙ্গিয়া, লাঙ্গল দ্বারা যথানিয়মে জমি তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। ক্ষেত্রে জল-সেচনের ব্যবস্থা থাকিলে, জমি তৈয়ার মাত্রেই বীজ বুনিতে পারা যায়। কিন্তু যেখানে সে সুবিধা নাই, সেখানে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করা উচিত। আমার কিন্তু জলের বন্দোবস্ত থাকায়, আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় নাই। জমি তৈয়ারি হইলে, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ভাগে আঠার ইঞ্চ অর্থাৎ এক হাত অন্তর, ৩ ইঞ্চ বা ৪।৫ অঙ্গুলি গভীর করিয়া ভেলি টানিতে হইবে, এবং সেই ভেলির মাটি উভয় পার্শ্বে দিয়া দাঁড়া করিতে হইবে। অনন্তর ভেলির মধ্যে বীজ বুনিয়া, উপরে দুই অঙ্গুলি পুরু করিয়া মাটি ঢাকা দিয়া, কোদাল দ্বারা চাপিয়া দিতে হইবে। বর্ষাকালে বা বর্ষার প্রাক্কালে বীজ বুনিতে হইলে, ভেলির পরিবর্ত্তে দাঁড়ার উপরেই বীজ বপন করা উচিত। ভুট্টার বীজ যে প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আবাদ করিবার জন্য ঘন করিয়া বুনিতে হয়, রিয়ানার বীজও সেইরূপ ঘন করিয়া রোপণ করা উচিত এবং চারা জন্মিয়া কিছু বড় হইলে অর্থাৎ দেড় হাত উচ্চ হইলে, দেড় হাত অন্তর এক একটী গাছ রাখিয়া, অবশিষ্ট গুলিকে সমূলে উৎপাটন করিয়া, পশুদিগকে খাওয়াইয়া দিতে পারা যাইবে। অনাবৃষ্টির সময়ে রোপিত বীজকে শীঘ্র অঙ্কুরিত করিবার জন্য ক্ষেত্রে একবার জল সেচন করা আবশ্যক। জল-সেচন না করিলে, বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে গাছ দেখা দিতে, সময়ে সময়ে কুড়ি বাইশ দিন সময় লাগিয়া থাকে। সরস মাটিতে ৮।১০ দিন মধ্যে গাছ দেখা যায়। বর্ষার প্রাক্কালে আবাদ আরম্ভ করিলে আবাদ কার্য্য অনেকটা সহজ হয়, এবং খরচও কিছু অল্প হয় বটে; কিন্তু অগ্রে আবাদ আরম্ভ করিলে, তদপেক্ষা অধিক লাভ এই যে, গাছ অগ্রে জন্মিয়া থাকে, এবং বর্ষার জল পাইবামাত্র অমিততেজে বাড়িয়া উঠে, ফলতঃ বিলম্বের ফসল অপেক্ষা অগ্রের ফসলে দুইবার, অন্ততঃ একবারও অধিক 'কাট' পাওয়া যায়। কালবিলম্ব হেতু আপাততঃ দুই চারি টাকার সাশ্রয় হইতে পারে; কিন্তু অগ্রে আবাদ করিলে দুইবার কাটাইয়ে এক বিঘায় অন্ততঃ কুড়িটী টাকার মাল পাওয়া যায়, সুতরাং কাল বিলম্ব করা আমাদিগের মতে উচিত নহে।

বীজ অঙ্কুরিত হইবার পাঁচ সাত দিবসের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে, ক্ষেত্রে জল সেচন করা বিধেয়। বর্ষারম্ভ হইলে জলসেচনের আর আবশ্যক হইবে না; তবে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে নিড়ান দেওয়া উচিত। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখি যে, বর্ষারম্ভ হইলেই যোমত ভেলি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে; কিম্বা জল-নিকাশের এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে যে, ভেলিতে জল না দাঁড়াইতে পারে। বীজ বুনানির জন্য গভীর ভেলির আবশ্যক হয় না; সুতরাং সেই সকল ভাসা ভেলির জল বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া, গোয়াল বাড়ীর সঞ্চিত আবর্জ্জনা, বাগানের বিগলিত পাতা লতা, খলেনের ঝাড়াই প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে পারিলে, সর্ব্বতোভাবে উত্তম হয়। যত বর্ষা হইতে থাকে, ততই সে সকল আবর্জ্জনা

শচিয়া গিয়া ক্রমশঃ সারের কার্য্য করে। ... ইহার দ্বারা আর একটা বিশেষ উপকার এই যে, মধ্যে বর্ষা থামিয়া গেলে, কিম্বা বর্ষাকাল অতীত হইলেও, জমিতে রসের অভাব হয় না। আবর্জনারাশি বিস্তৃত হইয়া থাকাতে মাটির রস শীঘ্র শুষ্ক হইতে পারে না; বরং সূর্য্য-কিরণে মৃত্তিকা হইতে যে রস বাষ্পাকারে উঠিতে থাকে, তাহা আবরণের সংস্পর্শে আসিয়া পুনরায় রসে পরিণত হয়। তদনন্তর ক্ষেত্রে জল সেচন করিলেও, সেই আবর্জনা রাশির অবস্থান হেতু ক্ষেত্র সমধিক কাল সরস থাকে। যে সব জমিতে এইরূপে সমধিক পরিমাণে সার প্রদান না করা যায়, তাহাতে যদি সপ্তাহে একবার ছেঁচ দেওয়া আবশ্যক হয় তাহা হইলে, সারাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে দুই সপ্তাহ পরে দিলেও চলিতে পারে।

রিয়ানা অতি বুভুক্ষু ফসল; সুতরাং উহাতে সার দেওয়া ও জল সেচন করা সমভাবে কর্ত্তব্য। এতদুভয়ের অভাবে রিয়ানা-ক্ষেত্র শীঘ্রই রসহীন ও সারহীন হইয়া পড়ে; ফলতঃ গাছেরও জোর থাকে না।

বৈশাখ মাসে বীজ বপন করিলে, আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে প্রথম, ভাদ্রের শেষে দ্বিতীয়, কার্ত্তিকের শেষে তৃতীয়, মাঘের শেষে চতুর্থ এবং বৈশাখে পঞ্চম বার ফসল কাটিতে পারা যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়। প্রতিবার ফসল কাটিয়া লইবার পরে, জমিকে হাল্কা ভাবে কোদলাইয়া দেওয়া এবং প্রতি ঝাড়ের গোড়ায় বেশ করিয়া মাটি তুলিয়া দেওয়া উচিত। ঝাড়ের গোড়ায় ভাল করিয়া মাটি না দিলে শিকড় অনাবৃত থাকে; তন্নিবন্ধন গাছের তেমন শক্তি থাকে না। পঞ্চম বা শেষ কাটাইয়ের পরে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্ষেত্রের ... কোপাইয়া ও ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রত্যেক ঝাড়ের গোড়া মেরামত করিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ গাছের গোড়ার পুরাতন মাটি কতক কতক তুলিয়া ফেলিয়া, সার মিশ্রিত করিয়া অথবা খাল বিল বা পুষ্করিণীর শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় গাছের গোড়াগুলি বাঁধিয়া দিতে হইবে। দুই বৎসরের অধিক এক ক্ষেতে রিয়ানার আবাদ থাকা উচিত নহে; কারণ, দুই বৎসরেই জমি নিঃস্ব হইয়া পড়ে। দুই বৎসরের পরে জমিকে একবারে ফেলিয়া রাখা সাধারণের পক্ষে ক্ষতিজনক ও কষ্টদায়ক হইতে পারে, সুতরাং উহাতে নানাবিধ মটর বা সিম্বিজাতীয় ফসলের আবাদ করিলে জমির সদ্ব্যবহার হয়, অন্য দিকে জমির উপকারও হইয়া থাকে। সিম্বিজাতীয় ফসলের মধ্যে মটর, কলাই মাটকলাই, মুগ, বুট, অড়হর, কলাইশুটী প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় ফসলই প্রশস্ত।

রিয়ানার আবাদ করিতে দুই প্রণালীতে বীজ বুনিতে পারা যায়,—১ম, নিয়মিত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ভেলি বা দাঁড়াতে; ২য়, ধান্য গোধূমের ন্যায় ছিটাইয়া। আমরা কিন্তু প্রথমোক্ত প্রণালীর পক্ষপাতী। তাহার কারণ এই যে, দাঁড়া—ভেলি করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আবাদ করিলে, ক্ষেতের মধ্যে জন-মজুর প্রবেশ করিয়া অনায়াসে নিড়ানী বা খুরপি করিতে পারে, গাছের ঝাড় পরিষ্কার ও মেরামত করিতে পারে ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত শ্রেণী-পদ্ধতির আবাদে জল সেচনেরও সুবিধা হইয়া থাকে। ছিটান-বুনানির আবাদে এ সকলের কিছুই হইতে পারে না; ফলতঃ তাহা হইতে এক ফসলের অধিক আশা করা যায় না।

শ্রেণী-পদ্ধতির আবাদে বিঘা প্রতি /১॥ দেড় সের কি /২ দুই সের বীজ লাগে; ছিটানিতে /৫ পাঁচ সেরের কমে হয় না; অধিক হইলে ভাল হয়।

অন্যান্য ফসলের ন্যায় রিয়ানার ফসল এক দিনে বা একবারে না কাটিয়া, প্রতি দিনের আবশ্যক মত

কাটিয়া আনা উচিত। এই প্রণালীতে কাটিলে ফসল যেমন এক দিকে নষ্ট হইতে পায় না, অন্য দিকে কর্ত্তিতাংশের গাছগুলি ক্রমে গজাইতে আরম্ভ হয়; ইহাও বিবেচনার বিষয়।

বারো মাস যোগান রাখিলে, তিন চারি কেতায় দুই এক মাস ব্যবধানে বীজ বপন করিতে হয় এবং তাহা হইলে একের ফসল কাটা হইলে, দ্বিতীয় কেতার ফসল কাটিবার উপযোগী হইয়া উঠে। এইরূপে বারো মাস ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

রিয়ানার বীজ দুর্ম্মূল্য এবং সকল সময়ে পাওয়া যায় না। এ জন্য বর্ষাকালে বর্দ্ধনশীল ঝাড় হইতে পোয়ালি (চারা) বাহির করণান্তর যথানিয়মে তাহা অপর ক্ষেত্রে রোপণ করিলে চলিতে পারে।

যাঁহারা গবাদি পশু পুষিয়া থাকেন, তাঁহারা অল্লাধিক পরিমাণে ইহার আবাদ করিলে বিশেষ লাভবান হইবেন এবং এই পশুদিগের আহারের জন্য পশুপালকদিগকে নিরন্তর উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত হইতে হইবে না। যাঁহাদিগের পশু নাই, তাঁহারাও ইহার আবাদ করিলে, যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাহা আমরা মনে করি না; কারণ স্থানীয় অপরাপর লোকেও নিজ নিজ গো-মহিষাদির জন্য উহা ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। বড় বড় সহরের নিকটে, কিম্বা যথায় ধনী লোকের বাস, তথায় নিয়মিত রূপে পশ্বাদির আহারোপযোগী নানাবিধ ফসলের আবাদ থাকিলে উহার বিক্রয়ের জন্য ভাবিত হইতে হয় না। মুরশিদাবাদে থাকিতে, ক্ষেত্রের হেলে-গো-মহিষাদির জন্য রিয়ানা, গোহুমা প্রভৃতি যাহা আবাদ করিতাম, তাহার আবশ্যকমত রাখিয়া, অবশিষ্টাংশ বিক্রয় করিতাম। এই ফসল ক্রয় করিবার জন্য গ্রাহকগণ কৃষিক্ষেত্রেই আসিয়া থাকে। একেবারে অধিক ফসল ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠিলে, সত্বরই বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত। নতুবা উহা পাকিয়া কঠিন হইয়া যায়; তখন আর পশুগণের নিকট উহার আদর থাকে না।

ক্ষেত্র হইতে গাছ কাটিয়া আনিবার পরে, বিচালি কাটিবার মত গাছগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে হয়। ইহাতে পশুগণের পক্ষে খাইবার সুবিধা হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে খাইয়া লইতে পারে। আস্ত অবস্থায় খাইতে দিলে, পশুগণ উহার উপরিভাগের কোমলাংশ মাত্র খাইয়া লয়, অবশিষ্টাংশ পড়িয়া থাকে; কিন্তু দা বা বঁটী দ্বারা গাছগুলিকে কুচাইয়া ম্যাচলায় ফেলিয়া দিলে, পশুগণ যথাক্রমে সবই খাইয়া ফেলে। সুতরাং নষ্ট হইবার আর ভয় থাকে না।

অন্যান্য অনেক তৃণ-পালা অপেক্ষা পশুগণ যে রিয়ানা আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে, তাহার কারণ শেষোক্ত উদ্ভিদের মিষ্টতা। শর্করাজনিত পদার্থের (Saccharine matter) অবস্থিতিই মিষ্টতার কারণ।

ছোলা।

মানবগণ দেহ ধারণ করিয়া কেবল মাত্র আহারের বলেই জীবিত থাকে। আহার না পাইলে ক্রমশঃ নিস্তেজ ও শক্তিহীন হইয়া ক্রমে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কিন্তু কেবল মাত্র অন্ন আহার করিয়া মনুষ্য সম্যকরূপে শক্তি লাভ করিতে পারে না। উহার সহিত পুষ্টিকর উপাদান সকলের প্রয়োজন। ছোলা একটী অতি পুষ্টিকর খাদ্য। পশ্চিম দেশবাসীগণের ইহা অতি আদরের সামগ্রী।

ছোলা শ্বেত ও লাল এই দুই জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে লাল ছোলাকে কেবল মাত্র "ছোলা" ও শ্বেত ছোলাকে "কাবুলি ছোলা" কহে। ছোলার গাছ প্রায় এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের ১০।১২ দিন থাকিতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত ইহার বুনানি হয়। বিঘা

প্রতি ৮ সাত সেরে বীজ হইলেই যথেষ্ট। বুনানির পর দুই পোলা মৈ দেওয়া আবশ্যক। ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে ইহা পাকিতে থাকে। ইহার আবাদের কোনও ক্ষেত্রভেদ নাই। উপযুক্ত সময়ে যে কোনও ক্ষেত্রে বীজ ফেলিলেই ইহা জন্মিয়া থাকে। তবে দোআঁশ মৃত্তিকায় অথবা যে মৃত্তিকায় আটালো মাটী কিছু অধিক সেই জমিতেই ইহা ভাল হয়।

গাছ কিছু বড় হইলেই শাক খাইবার জন্য লোকে ইহার ডগা ভাঙ্গিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে অপকার না হইয়া বরং উপকারই হয়। কারণ ডগা ভাঙ্গিয়া লওয়ায় ইহা ঝাড় বাঁধিয়া উঠে। কিন্তু পৌষ মাসের ১২।১৩ দিন অতিবাহিত হইলে আর ডগা ভাঙ্গা কর্ত্তব্য নহে।

সময় সময় "কড়া পোকা" ধরিয়া ও "নাট" লাগিয়া ছোলার বিশেষ ক্ষতি হয়। কড়া পোকায় ছোলা গাছের মূল কাটিয়া দেয়, সুতরাং গাছও শীঘ্রই মরিয়া যায়। আবার দক্ষিণ বায়ু ছোলার বিশেষ ক্ষতি কারক। ছোলার দানা সকল রীতিমত ফুলিয়া উঠিয়াছে এরূপ সময়ে যদি ২।৩ দিন অনবরত দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলেও ছোলার গায়ে একরূপ ছোট ছোট পোকা হইয়া সমুদয় ফল নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাকেই নাট লাগা বলে। কিন্তু আবার যদি ঐ সময় পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে ঐ পোকা অনেক কমিয়া যায়। ছোলার পক্ষে পশ্চিম বায়ু বিশেষ উপকারী। ফুলা মুখে কিছুদিন ধরিয়া পশ্চিম বায়ু পাইলে ছোলা বিলক্ষণ পুষ্ট হইয়া উঠে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এ দেশে মাঘ মাসের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুনের কতকদিন পর্য্যন্ত পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহার পরই দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়। অতএব ছোলা যত অগ্রে বুনানি করা যায় অনিষ্টের আশঙ্কাও ততই কম থাকে। ছোলা ভাল উৎপন্ন হইলে লাভও যথেষ্ট হয়। এক বিঘা জমিতে ছোলা বুনানি করিলে সমস্ত খরচ খরচা বাদ ৬।৭ টাকা লাভ থাকে। খুব ভাল উৎপন্ন হইলে ৯।১০ টাকা পর্য্যন্তও লাভ হইতে পারে।

শ্রীরাধা গোবিন্দ রায়।

কামরাঙ্গা।

বঙ্গদেশে কামরাঙ্গা গাছ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গাছ দেখিতে বড়ই সুন্দর, এবং বাগানে লাগাইলে বাগানের শোভা বৃদ্ধি হয়। যখন কামরাঙ্গা পাকিয়া উঠে। তখন গাছটি ফলে ও পত্রে সুশোভিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখায়। ইহার প্রাকৃতিক শোভায় তখন সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকে।

কামরাঙ্গা অম্লরসাত্মক ফল; তবে পরিপক্ক হইলে খাইতে অপেক্ষাকৃত সুস্বাদ হয়। কামরাঙ্গা অম্লরসের আধিক্য হেতু পীড়াদায়ক বলিয়া অনেকেই ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু সুপ্রণালীমত প্রস্তুত হইলে ইহা রসনাতৃপ্তিকর অরুচিনাশক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

কামরাঙ্গার নানা প্রকার অম্লমধুর সুখাদ্য বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুপ্রণালীমত প্রস্তুত করিলে ইহার নানা প্রকার চাটনি ও মোরব্বা হইতে পারে। সুপক্ক কামরাঙ্গা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া সিরাপ বা ভিনিগারে কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিলে ইহাতে উৎকৃষ্ট মোরব্বা প্রস্তুত হয়। বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিলে বোধ হয় ইহার বেশ কাটতি হইতে পারে। ব্যবসায়ীর চক্ষে কামরাঙ্গার পাতাও যথেষ্ট মূল্যবান; ইহা হইতে এক প্রকার উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের রং প্রস্তুত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন মূল, পত্র ও ত্বক নানা প্রকার পীড়ার ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দোয়াস ও পলিমৃত্তিকাই কামরাঙ্গাগাছের পক্ষে প্রশস্ত। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহার চারা বা কলম রোপণ করিতে হয়। কামরাঙ্গার বীজেই গাছ উৎপন্ন হয়; তবে বীজের চারা অপেক্ষা কলমের চারার ফল বড় ও অপেক্ষাকৃত অম্লের ভাগ কম হয়। চারা রোপণের দুই তিন বৎসর পরেই গাছ ফলবান হয়। গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে খুঁড়িয়া সার মাটি দিলে গাছের খুব তেজ হয় ও শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে। গাছের মূলে বর্ষা বা বৃষ্টির জল বসিলে গাছের অনিষ্ট হয়, সেই জন্য গাছের মূলে জল বসিতে দেওয়া উচিত নহে।

সামান্য যত্ন করিলেই এরূপ অত্যাবশ্যক কামরাঙ্গার গাছ সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে জন্মাইয়া ইহার উপকারিতার সম্যক পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহার কলমও স্বল্প মূল্যেই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

—শ্রীভূপেন্দ্র নাথ নন্দী।

কৃষিকার্য্যের

একটী সুবিধাজনক স্থান।

কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন:—বগুড়া জেলার সেরপুর একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন সহর। পাঠান রাজত্ব কালে এই সহর মরিচা সেরপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালে বহু উচ্চ বংশীয় মুসলমান এই নগরে বাস করিতেন। এখনও একটী পাঠানদুর্গের ভগ্নাবশেষ এই নগরে বর্ত্তমান আছে। এই সহর বগুড়া সদর ও রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ১৩ তের মাইল দক্ষিণে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বগুড়া হইতে একটী সদর রাস্তা সেরপুর হইয়া সিরাজগঞ্জে গিয়াছে। এই সহরের দৈর্ঘ্য ২ দুই মাইল প্রস্থ ১ এক মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ৪০০০ চারি হাজার। তন্মধ্যে প্রায় ১০০০ এক হাজার উত্তর পশ্চিম প্রদেশাগত কুলী ইত্যাদি। অধিবাসী প্রধানতঃ হিন্দু। ব্রাহ্মণ, তিলি, সাহা ইত্যাদির সংখ্যাই অধিক। সহরটী দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপাল টাউন শ্রেণীভুক্ত। করদাতৃগণ অধিকাংশ সভ্য নির্ব্বাচন করেন। সভ্য সংখ্যা ১২ বার জন। মিউনিসিপালিটির বার্ষিক আয় প্রায় ৭০০০ সাত হাজার টাকা। ব্যয় বাদে মোজুত তহবিল অতি অল্প থাকে। সহরে ল্যাট্রিন সিষ্টেম ও আলোর বন্দোবস্ত আছে। সহরের রাস্তা কাঁচা, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আয়ের অনুপাতে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। সহরের স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল। মিউনিসিপালিটীর ব্যয়ে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ে একজন ডাক্তার, একজন কম্পাউণ্ডার, একজন পাচক ও একজন মেথর নিযুক্ত আছে। এবং ৪ চারি জন রোগী থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। চিকিৎসালয় হইতে বহু দরিদ্র লোক ঔষধ পাইয়া থাকে। মিউনিসিপালিটীর সাহায্যে ২ দুইটী বড় রকমের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে। ডায়মণ্ড জুবিলি হাইস্কুল নামে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় স্থানীয় প্রধান ও দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ মুন্সী ও শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর মুন্সী বাহাদুরের ব্যয়ে চলিতেছে। সহরে সব রেজেষ্টরী আফিস, পুলীস থানা টেলিগ্রাফিক পোষ্ট আফিস, একটি প্রাত্যহিক বাজার ও সখের ২ দুইটী থিয়েটার পার্টি আছে। সহরে সপ্তাহে ২ দুই দিন বড় রকমের হাট বসিয়া থাকে। হাটে নানাবিধ টাট্‌কা ফলমূল, শাক সবজি, তরকারি ইত্যাদি অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সহরে একটী বারিপরিমাপক যন্ত্র স্থাপিত আছে। গত ৭ সাত বৎসরের গড়ে বার্ষিক বারিপাত ৫৭ সাতান্ন ইঞ্চের বেশী। করতোয়া নদী ও কূপের জল

আবহাওয়া নির্ম্মল, সুমিষ্ট ও স্বাস্থ্যকর। ভূমি উচ্চ, মৃত্তিকা লৌহমিশ্রিত আরক্তবর্ণ ও কঠিন। মৃত্তিকায় বালির ভাগ ৵০ তিন আনা পরিমাণ। এই মাটীতে কোঠাঘর প্রস্তুত হয়। এই সব কোঠাঘরের অধিকাংশই ১২৯২ ও ১৩০৪ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে অক্ষত আছে। মাটী কঠিন; কিন্তু সামান্য বৃষ্টিতে গলিয়া মোমের আকার ধারণ করে। পরিমাণ মত বৃষ্টি হইলে হলাদি চালন বিশেষ সুবিধাজনক। যে জমিতে প্রতি বৎসর ধান্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহাতে ৪ চারি গাড়ী গোবর সারই যথেষ্ট। স্থানীয় প্রধান উৎপন্ন ধান্য অতি সূক্ষ্ম ও সুমিষ্ট। তদ্ভিন্ন সরিষা, পাট, ওল, মান, লঙ্কা, বেগুন ও অন্যান্য তরকারি বহু পরিমাণ জন্মে। উৎকৃষ্ট আনা স, কাঁটাল, কলা প্রচুর জন্মিয়া থাকে। আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, তাল, খেজুর প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ বেশ সতেজ ও বহু ফল প্রসব করে। অন্যান্য বনস্পতি বৃহৎ, সুন্দর ও সতেজ। এক্ষণে ভুট্টা ও রেড়ির আবাদ অত্যল্প পরিমাণে দেখা যায়। পূর্ব্বে এই সহর ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু পরিমাণ রেশম ও কার্পাস উৎপন্ন হইত। এখনও কোন কোন গ্রামে অল্প পরিমাণ এঁড়ি শিল্ক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক সময় সেরপুর রেশমের কারবার ও কবধুলের মশারির জন্য বিখ্যাত ছিল। সহরের দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রায় ১০০০০ দশ হাজার বিঘা জমি পতিত, পতিত জমিতে যে বৃক্ষলতা গুল্মাদি আছে, তাহা বেশ সতেজ। সহরের অতি নিকটে এত অধিক পরিমাণ উর্ব্বর অনাবাদি জমি অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। কয়েক জন উৎসাহী যুবক এই স্থানে কিছু জমি লইয়া আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, দাড়িম, খেজুর, কলা, বাঁশ ইত্যাদির বাগান করিলে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন। রেড়ি, ভুট্টা, ওল, মান, আনারস, পিপুল, (পিপ্পলী) শটি, হলুদ, ভুলা ইত্যাদির আবাদে অল্প ব্যয়ে বিশেষ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। বগুড়া ও সিরাজগঞ্জে স্থল ও জলপথে অল্প খরচে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করা যায়। ভূমির বার্ষিক খাজনা বিঘা প্রতি ৷৷০ আনা হইতে ৸০ বার আনার অতিরিক্ত নয়। ৬।৭ ছয় সাত টাকা মাসিক বেতনে কুলী পাওয়া যায়।—সঞ্জীবনী।

একি স্বপ্ন—না যোগমায়া!

(প্রথম খণ্ডের ৩৪১ পৃষ্ঠার পর।)

কে ঐ বৃক্ষ ডালে ডাকিয়া উঠিল, কাহার এই অপার্থিব কলকণ্ঠ! যেন কোন স্বপ্নময় বসন্ত রাজ্য হইতে প্রাণে কি এক ভাবান্তর বর্ষিত হইতেছে। তুমি এই মধুরকণ্ঠ কোথায় পাইলে? তোমার স্বর এত কুহকময় কেন? যেন বহু দিবসের বিস্মৃত—কত নষ্ট স্মৃতি—কত হারান কথা প্রাণের গুপ্ত-নিকেতন হইতে উঁকি দিয়া বাহির হইতেছে! যেন কোন ভাবময় সুরপুর হইতে কাহার অমল সুন্দর সোহাগপূর্ণ কোমল মুখখানি—মেঘবিজড়িতপূর্ণচন্দ্রের অস্পষ্ট প্রকাশের ন্যায়, প্রাণের অন্ধকারপূর্ণ আরাম-কুঞ্জ হইতে, কি এ অপার্থিব লজ্জাবনত বদনে, মৃদু হাস্যচ্ছটা মিশাইয়া,—জাগিয়া উঠিতেছে। বুঝিয়াছি তোমাকে তুমি—বসন্ত-সখা-কোকিল। হায় পিকবর, —তুমি এই প্রাণারাম মধুর স্বর কোথায় পাইয়াছ? তোমার ললিত স্বরের মধুর ধ্বনিতে—স্মৃতি পথারূঢ় তাহার, আমি যাহাকে প্রাণসম ভালবাসি সেই মনোমোহিনীর বলিবে-বলিবে-বলিয়া, বলিতে-পারে-না, কি এক অপূর্ব্ব লজ্জাবনত, কি কুহকময়, মুখ খানি বহু দিবস পূর্ব্বে বহু কষ্টে কত উপদেশে পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া, বাসনাকণ্টক মনে করিয়া, সেই প্রাণ-সঞ্জীবনী কোমল শ্রীমুখ খানি,—হৃদয় সরোবর হইতে বিরাগ-তরঙ্গারিদ্বারা সমূলে উৎপাটিত করিয়া এই পবিত্র আরণ্য-আশ্রমের অতিথি হইয়াছি! হায় বসন্ত সখা!—

হৃদয়ের হরক্ত অবস্থে কোমলতা, সে উচ্চ আশা, সে গগনস্পর্শী ভাব নাই—প্রাণেরও সে স্ফূর্ত্তি নাই। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে যে উদ্ভাবনী শক্তি—যে কার্য্যকরী শক্তি অপ্রতিহত তেজে সংসারে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল এখন তাহার ছায়া মাত্র আছে কি না সন্দেহ। যে সমস্ত উচ্চভাব বা কুৎসিত বাসনা হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে নিহিত ছিল তাহা পরিস্ফুট হইয়া সংসারে কত ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতেছে। শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাই সপ্রমাণ হইবে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন স্রোত এতই ধীরে প্রবাহিত হইতেছে যে কিছুতেই আমাদের সহজে উপলব্ধি হয় না।

মানদার পিতৃগৃহ ত্যাগ সংবাদ যথা সময়ে হরেন্দ্র বাবু অনিল বাবুকে জ্ঞাত করিয়াছেন এবং বিজয়ও সে সংবাদ অবগত হইয়াছে। এই ঘটনাই বিজয়ের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। হৃদয়ের গাঢ় বিষাদ বদনে কালিমা রেখা অঙ্কিত করিয়াছে। মুখশ্রী বিষাদগম্ভীর। সংসারের মোহিনী শক্তি আর যেন তাহাকে মোহিত করিতে সক্ষম নহে! গগনমণ্ডল সেই চন্দ্র সূর্য্য বিভাষিত, নক্ষত্ররাজি বিভূষিত—পৃথিবী এখনও সেই নদনদীবৃক্ষ লতাদিপরিশোভিত—বিহঙ্গমগণ এখনও সেইরূপ মনোহর তানে শ্রবণপথে সুধাধারা বর্ষণ করিয়া প্রাণ মন বিমোহন করিতেছে। কিন্তু বিজয়ের নিকট এ সমস্তই এখন কবিতা শূন্য—নীরস নিরর্থক।

বিজয়ের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অনিলবাবু বিশেষ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং যথাসাধ্য শান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার হৃদয়ের ভার বুঝিতে পারিলেন না। একদিন অনিল বাবু বলিলেন—"দেখ, বিজয় আমি তোমাকে বোধ হয় কনিষ্ঠ সহোদর অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি; সুতরাং তোমাকে সদা সর্ব্বদাই এইরূপ বিষন্ন দেখিলে বড়ই ব্যথিত হই। তুমি কি বিবেচনা কর আনন্দা [illegible] শৃঙ্খল উন্মোচন পূর্ব্বক আবার ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে?—তবে কেন তাহার জন্য বৃথা আক্ষেপ।"

"মাষ্টার মহাশয়! ঐ কয়টী কথাই আমি কয়দিন যাবৎ ভাবিতেছি—আবার কি দিদি ধর্ম্মপথে বিচরণে সক্ষম হইবে?—আমাদের আধুনিক সমাজ তাহার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। যদি তাহা ঘটে, তাহা হইলে আমি সমাজের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত আছি। সমাজ আশৈশব আমার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে। তবে কেনইবা আমি সমাজের মুখাপেক্ষা করি। কিন্তু কি পরিতাপ। যাহাদিগকে লইয়া সমাজ, কালচক্রে তাহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখন এমন কেহই নাই যে সমাজকেও সেইরূপ বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া গঠন করে। প্রাচীন সামাজিক নিয়ম এবং সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের আধুনিক প্রকৃতি এই দুইটীর সঙ্ঘর্ষণে বিষময় ফল উৎপাদন হইতেছে।—কপটতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পাপের অনন্তপ্রবাহ ক্রমশঃ ভীষণাকার ধারণ করিতেছে। পুত্র কন্যা বর্ত্তমান থাকিতেও এমন কি অশীতিবর্ষবয়স্ক বিপত্নীক স্বামীর পুনর্দার গ্রহণে সমাজ কিছুমাত্র আপত্তি করিতেছে না। বৈদার পুরুষের সংখ্যাও এ সমাজে নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু একটী বিধবা বালিকার পুনর্বিবাহের কথা মাত্র উত্থাপন করুন, আপনাকে সমাজ বহিভূর্ত হইতে হইবে। আমাদের সমাজ সহৃদয়তাশূন্য, পুরুষ ধর্ম্মহীন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরবান্বিত এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল প্রকৃতি ও পুরুষে বিসদৃশ ভাবের সৃষ্টি। যদি আমাদের গৃহে মাতা, ভগিনী, নন্দিনী, জায়া না থাকিতেন তাহা হইলে এতদিন হিন্দুধর্ম্মের যে ছায়া দৃষ্ট হয় তাহাও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিত।

[illegible] আচার [illegible] তাঁহাদের [illegible] প্রতি ভক্তি ও প্রেমোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে [illegible] খুঁজিয়া না পাইয়া বিজাতীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। বাহিক প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সর্ব্বত্রই প্রেম ও আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।”

“বিজয়! আর আমি এ সব কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না; অথচ তোমাকে দু একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি যখন এতদূর চিন্তা করিয়াছ তখন ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে সমাজের [illegible] একবার উন্মুক্ত হইলে যে খরস্রোত প্রবাহিত হইবে তাহার গতিরোধ করা সম্ভব নহে। [illegible] আবরণে যে সমস্ত কুৎসিত কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তুমি বলিতেছ, সেগুলি সমাজ বন্ধন শিথিল হইলে, সে আবরণ নষ্ট হইলে নিতান্ত [illegible] হইয়া উঠিবে। বিধবাবিবাহ কি হইতেছে না? প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা শাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক নহে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তোমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমি অধিকতর শঙ্কিত হইলাম। আমার বোধ হয় তোমার একণে স্থান পরিবর্ত্তন করাই মঙ্গল। আমি অদ্যই সেক্রেটারিয়েট আপিসে যাইয়া তাহার ব্যবস্থা করিব।”

“আমিও ভাবিতেছি যে স্থান পরিবর্ত্তন করিলে বোধ হয় আমি কতকটা ভাল থাকিব। যাহা হউক আমি যে কথা আপনাকে বলিবার জন্য এ কয়দিন যাবৎ ভাবিতেছি তাহা আপনাকে জ্ঞাত করা আমার কর্ত্তব্য।—আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি।”

অনিলবাবু একেবারে অবাক। কতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের কারণ কি শুনিতে পাই?”

“আমার বলিতে কিছু আপত্তি নাই কিন্তু [illegible] বোধ হয় নিরাশ হইবেন।”

“না, তুমি বলিতে পার।”

“আমরা নামে হিন্দু। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে তীর্থস্থান সমূহ কুৎসিত পাপস্রোত [illegible] আর প্রবাহিত হইত না। এই অতি সন্নিকটে এক মহানগরীতে হিন্দুপ্রধান স্থানে পাঁচ হিন্দুর অর্থে পুষ্ট হইতে সক্ষম হইত না। আমরা এখন না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান!”

“তুমি কেন প্রকৃত হিন্দু হও না।”

“ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণপ্রিয়তা আমাদের যেরূপ প্রবল হইয়াছে—অর্থের জন্য বা অন্যান্য কারণে সচরাচর আমাদের যেরূপ উপজীবিকা বা যেরূপ প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি হইতেছে তাহাতে সৎহিন্দু থাকা বা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। কপট হিন্দু থাকা অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করা আমি যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিতেছি।”

“বিজয়! আমার একটী অনুরোধ আছে এবং আশা করি তুমি তাহা রক্ষা করিবে। আমি হরেন্দ্র বাবুকে এ সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করি এবং তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ আসিলে তুমি যাহা হয় করিও।”

“আপনার আদেশ আমি কখন অমান্য করি নাই।”

যথা সময়ে হরেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে সংবাদ আসিল। তিনি লিখিলেন—“বিজয় এখন হাকিম হইয়াছে সুতরাং সনসা বা সাকার পূজা করা তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইয়া উঠিবে না। [illegible] হউক কিন্তু একটা বিবাহ করিয়া ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলে বোধ হয় ভাল হইবে।” অনিলবাবু বিজয়কে পত্র দেখাইলেন, কিন্তু বিজয়ের দৃঢ়তা কিছুতেই বিচলিত হইল না। সে আপাততঃ বিবাহে অসম্মত, এবং ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—[illegible]।

আজ আবার মিলন পরে যেথায় এই স্মৃতি কুহকপূর্ণ ললিত স্বপ্নরাশি কি তুহিকম্প প্রভাতে; কি জানি কি যে, সেই স্বপ্নময় মুখ খানি, আবার সরোবরের প্রেম-সলিলে, কোথা হইতে আসিয়া উঠিয়াছে।

হা হতভাগ্য!—আর ঐ মুখকমলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করা বৃথা! ইহার মূল বুঝি প্রাণ-সরোবরের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলে প্রাণ-সরোবর শুকাইয়া যাইবে।

এসো তবে তুমি প্রেমময়ি!—আর দূরে থাকিয়া এই চিরজ্বালিত জনের এ দগ্ধ হৃদয়, আর নিরাশা-রূপ শত শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় জ্বালাইয়া দিও না! এসো তবে তুমি, কল্পনা, প্রকৃতির এ বিজন কাননে, এ হেন চিরারাধ্য বসন্ত-নিকেতনে একবার তাহাকে লইয়া আইস, আর একবার চির জন্মের মত তাহার সেই প্রেম-ভিক্ষা-পরিপূর্ণ পবিত্র সুন্দর মুখখানি চির দিনের মত, ক্ষণ-কালের জন্য দেখিয়া লই। হায়! সে কি, রূপ? না চন্দ্রবিভা? সে লজ্জার গুণ্ঠনে ঢাকা পবিত্র মুখখানি বুঝি মহিমাময় বিশ্বশিল্পীর সৃষ্টির অন্তিম রহস্য! সে মুখখানি যখন হৃদয় গগনে সমুদিত হইতে থাকে, তখন যেন প্রাণের গাঢ়তম অন্ধকার রাশি কোথায় সরিয়া পড়ে, তখন যেন কোথা হইতে, কোন সুদূর বসন্ত-রাজ্য হইতে, আশার মোহন বাঁশী বাজিয়া উঠে, তখন এই যে, এ হেন চিরদরিদ্র আমি রাজরাজেশ্বর সম্রাট অপেক্ষাও আপনাকে কম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করি না!

এ কি! কোথা হইতে তুমি আসিলে? বহু বর্ষ তোমার দেখি নাই, আজ প্রকৃতির এ বিজন কাননে, এই পরম পবিত্র আশ্রম-কুঞ্জে, কোথা হইতে তুমি আসিলে? তোমার সেই মোহিনী বেশ কোথায়? সে সুন্দর পীতাম্বর শাড়ী কোথায় এবং সেই মনোহর হৈম অলঙ্কারগুলি কোথায় রাখিয়া, এ রূপ, বিজনক বল্কল-বসন পরিধান পূর্ব্বক এ অপূর্ব্ব যোগিনী বেশে আসিলে!

এই আশ্রম নিকেতনে প্রস্তর খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতেছ? ওকি, এ কুসুম-পাষাণে বিন্দু বিন্দু জল কোথা হইতে আসিল? একবার ক্ষণকালের জন্য এ দীন হীনের প্রতি চাহিয়া দেখিলে কি? হায় প্রেমময়ি! ঐ কোমল ইন্দীবরবিনিন্দিতনয়ন-যুগলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল কেন ঝরিতেছে? ঐ যে আশ্রম-দীপটী ভাসিয়া যাইতেছে! আজ অনেক দিন পরে দর্শন, এ মিলন কি আনন্দের মিলন হইবে না? তাহা না হইয়া আজ দুই জনেরই হৃদয়-সরোবরের বিচ্ছেদবারি উছলিয়া উঠিয়া প্রাণের সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া তুলিতেছে। কি নিষ্ঠুর! আমি, এ হেন দেব-দুর্লভ পবিত্রসৌন্দর্য্যপূর্ণ যে তুমি, সেই তোমাকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিয়া এ বিজন অরণ্যের আশ্রমী হইয়াছি। প্রাণের কথার আর চাপিয়া রাখিতে পারি না; হায় গুরুদেব! এ সময় কোথায় তুমি—তোমার এত দিনের এত যতনের উপদেশগুলি, আজ অতল জলে ডুবাইতে চলিলাম, ক্ষমা করিও। এ হেন অপাত্রে—এ হেন মরুহৃদয়ে আর কখনও জ্ঞান-মুক্তা রাশি রোপণে অভিলাষ করিও না।

এসো তবে তুমি প্রেম-রাণী, এ হৃদয় রাজ্যে পুনর্ব্বার তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক, এ হৃদয় মরুভূমে পুনর্ব্বার প্রেমপদ্ম হাসিয়া উঠুক, আর দূরে থাকিয়া নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইও না।—ও এক এক বিন্দু জলপ্রপাতে, আমার হৃদয়ারণ্যের তার-কুসুমগুলি পুড়িয়া পুড়িয়া দগ্ধীভূত হইয়া যাইতেছে, আর থাকিতে পারি না।

অকস্মাৎ দূর অরণ্যানী হইতে, মেঘগম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল,—"সাবধান হও বৎস"! প্রাণ কাঁপিয়া

উঠিল, যে স্থানে বসিয়াছিলাম—সেই যুবকের তার্থ সেই স্থানেই আমি রহিলাম। যেন কোন কুহকময় ইন্দ্রজাল প্রভাবে পাদদ্বয় অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। এইরূপে প্রকারে প্রভু দুই দণ্ড হইলে পর দেখিলাম—সম্মুখে এক মাধবের তেজঃপুঞ্জকলেবর যোগীপুরুষ—যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান তপোরাশি। দৃষ্টি মাত্রই যেন শরৎ চন্দ্রের স্নিগ্ধ-রশ্মি-সম্পাতে আমার অন্তর্জীবনদগ্ধহৃদয় সুশীতল হইয়া গেল। সভক্তি-অন্তরে প্রণত হইয়া নির্বাক ভাবে যুক্ত করে অদূরে দণ্ডায়মান রহিলাম। ঋষি—অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—বৎস! কণমতিভ্রমে এত দিনের কষ্টার্জ্জিত জ্ঞানরাশি হারাইতে বসিয়া ছিলে! আমি সমাধি যোগে—তোমার জীবনের এই প্রথম পরীক্ষার দিনে—তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী জানিতে পারিয়া, তোমাকে এই মহাপতন হইতে রক্ষাকরণোদ্দেশে পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম; তজ্জন্যই অনন্তকরুণাময়ী কালিকা—তোমাকে এই মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।—জগজ্জননীর সৃজন শক্তি বলে, প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগে এই সৃষ্টির বিকাশ—প্রকৃতি মায়াময়ী। পুরুষ,—প্রকৃতি সংযোগে মায়ায় অভিভূত হইয়া সকল ধ্বংশশীল বস্তুই আপনার বলিয়া মনে করেন, সুতরাং এই চিরপরিবর্ত্তনশীল সংসারে ভ্রাম্যমাণ হইয়া, সময় সময় অসহ্য কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন।—ব্যূহচক্র মধ্যে প্রবিষ্ট অভিমন্যুর বহির্গমনে অক্ষমতার ন্যায়,—পুরুষও প্রকৃত জ্ঞানের দ্বার অবলোকনে অসমর্থ হইয়া, কখন প্রকৃত বীরের ন্যায় জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, কখনও বা করুণ ক্রন্দনে ধরণীতল [illegible] থাকেন, জয়দ্রথ রূপিণী প্রকৃতি জ্ঞানরূপ ব্যূহপথ অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন, সুতরাং বিবেক রূপ ভীম কোনরূপেই ব্যূহদ্বার মুক্ত করিয়া, অভিমন্যুরূপ পুরুষকে মুক্তির দ্বারের সন্ধান করিতে সমর্থ হন না। তজ্জন্য বৎস! প্রকৃতি মায়া; পুরুষ প্রকৃতির [illegible] হইলে, প্রকৃত মুক্তিদায়িনী হীরক-খচিত হেম সিংহাসন অবলোকনে সমর্থ নহে। মায়াময়ী এ দেহ প্রকৃতিরূপিণী মায়াময়ী জননীর অপার্থিব অপূর্ব্ব রূপরাশি দর্শনে তাহাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই মন্ত্র মুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় কেমন বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহাকে স্পর্শ করিলে কি আর উপায় আছে! সেই কুহকরূপিণী কামিনীর সংস্পর্শ হইতে মুক্তিলাভ করা মহাশক্তির করুণার উপর নির্ভর করে;—সে করুণা কি সকলের ভাগ্যে সম্ভবে? তবে বৎস! যাহার দর্শনে এত বিকার, তাহাকে স্পর্শ করিতে গিয়াছিলে কেন?

মহাযোগীর মহামূল্য উপদেশাবলী শ্রবণে মোহান্ধ পূর্ণ হৃদয়মন্দিরে অকস্মাৎ যেন জ্ঞান-দীপ জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল এবং পরে যখন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, তখন দেখিলাম—চতুর্দ্দিগ শূন্য। সেই মহাযোগী পুরুষ কিম্বা সে মায়াময়ী কামিনী, কেহই তথায় নাই। তখন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে, একটী প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইল—হরি! হরি! একি স্বপ্ন না যোগমায়া?

বিমাতা।

(প্রথম খণ্ডের ৩৫৮ পৃষ্ঠার পর।)

মানবজীবনে সময় স্রোত নিপথে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে এবং নিপথে ধীরে ধীরে আমাদের প্রকৃতি, আচার ব্যবহার, চরিত্র এবং এমন কি, আকৃতি পর্যন্ত পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতেছে। ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের চিন্তাস্রোত যে দিকে প্রবাহিত হইত, এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত গতি অবলম্বন করিয়াছে।

REGISTERED NO. C. 192.

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড | আষাঢ়, ১৩০৮ সাল। | ৩য় সংখ্যা

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন ৵০, অর্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ১॥০, এক পেজ ২॥০।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, B.A., F.R.H.S.
ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৮১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন।

১৮১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পেট্রন হইবার নিয়মাবলী।

যিনি ন্যূন কল্পে ৩০০৲ টাকা এককালীন এসোসিয়েসন ফণ্ডে দান করিবেন—তিনি এসোসিয়েসনের পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষক নামে অভিহিত হইবেন।

মেম্বর বা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার নিয়মাবলী

সভারিণ মেম্বর—বার্ষিক ১ সভারিণ বা ১৫৲ টাকা।
প্রথম শ্রেণী মেম্বর—বার্ষিক ১০৲ টাকা।
দ্বিতীয় শ্রেণী মেম্বর—বার্ষিক ৫৲ টাকা।
সভারিণ লাইফ-মেম্বর—এককালীন ৩০০৲ টাকা।
প্রথম শ্রেণী লাইফ-মেম্বর—এককালীন ২০০৲ টাকা
দ্বিতীয় শ্রেণী লাইফ-মেম্বর—এককালীন ১০০৲ টাকা।

মেম্বরগণের বিশেষ বিশেষ সুবিধা

সভারিণ মেম্বরের পক্ষে।—

(ক) প্রত্যেক সভারিণ মেম্বরগণ এক বৎসরকাল মধ্যে আপনাদিগের (অথবা আমাদিগের) পছন্দ মত ১৮৲ টাকা মূল্যের বীজ বা গাছ অথবা উভয়ই পাইবেন। চাঁদা জমা দিবার তারিখ হইতে ছয় মাস কাল মধ্যে ৯৲ টাকার বেশী মূল্যের গাছ বা বীজাদি লইতে পারিবেন না। আমাদিগের পছন্দ মত বীজাদির বিবরণ "এসোসিয়েসন" হইতে প্রকাশিত ও মেম্বরগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত পত্রে প্রকাশিত হইবে।

(খ) "এসোসিয়েসন" হইতে প্রকাশিত কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক ইংরাজি পত্র গার্ডেনিং সার্কুলার (Gardening Circular) অথবা মাসিক বাঙ্গালা পত্র "কৃষক" যথারীতি পাইবেন।

(গ) মেম্বরদিগের মধ্যে বিতরিত (বৎসরে একবার) বীজাদি পাইবেন।

(ঘ) অতিরিক্ত বীজ বা গাছের আবশ্যক হইলে, "ক্যাটালগ" লিখিত মূল্যাপেক্ষা অল্প মূল্যে পাইবেন।

প্রথম শ্রেণী মেম্বরের পক্ষে—

(১) প্রত্যেক প্রথম শ্রেণী মেম্বরগণ এক বৎসর কাল মধ্যে আপনাদিগের (অথবা আমাদিগের) পছন্দ মত ১২৲ টাকা মূল্যের বীজ অথবা গাছ অথবা উভয়ই পাইবেন। চাঁদা জমা দিবার তারিখ হইতে ছয় মাস কাল মধ্যে ৬৲ টাকার বেশী মূল্যের গাছ বা বীজাদি লইতে পারিবেন না। আমাদিগের পছন্দমত বীজাদির বিশেষ বিবরণ "এসোসিয়েসন" হইতে প্রকাশিত ও মেম্বরগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত পত্রে প্রকাশিত হইবে। এবং

(২) উল্লিখিত (খ), (গ) ও (ঘ)।

দ্বিতীয় শ্রেণী মেম্বরের পক্ষে—

(১) প্রত্যেক দ্বিতীয় শ্রেণী মেম্বরগণ এক বৎসরকাল মধ্যে আপনাদিগের (অথবা আমাদিগের) পছন্দমত ৬৲ টাকা মূল্যের কেবল মাত্র বীজ পাইবেন চাঁদা জমা দিবার তারিখ হইতে ছয় মাস কাল মধ্যে ৩৲ টাকার বেশী মূল্যের বীজ লইতে পারিবেন না। আমাদিগের পছন্দমত বীজাদির বিশেষ বিবরণ "এসোসিয়েসন" হইতে প্রকাশিত ও মেম্বরগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত পত্রে প্রকাশিত হইবে। এবং

(২) উল্লিখিত (খ) (গ) ও (ঘ)।

☞ যিনি যে কোন শ্রেণীর ৫টি মেম্বর সংগ্রহ করিয়া এককালীন নাম ধামাদি সহ পাঁচজনের টাকা পাঠাইয়া দিতে পারিবেন তাহাকে সেই শ্রেণীর মেম্বর ভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

টাকা ও পত্রাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র, B.A., F.R.H.S. (Lond.)

ম্যানেজার।

কৃষক

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক
মাসিক পত্র।

গত বৈশাখ হইতে দ্বিতীয় খণ্ড
আরম্ভ হইয়াছে।

যাঁহাদের চাষ আবাদ আছে, বাগান বাগিচা আছে,
যাঁহারা সবজী প্রভৃতির চাষ করিয়া থাকেন,
তাঁহাদের প্রত্যেককেই

"কৃষকে"র গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি।

যাঁহাদিগের নিকট এই সংখ্যা নমুনাস্বরূপ প্রেরিত হইল তাঁহাদিগের মধ্যে "কৃষকের" গ্রাহকাভিলাষী-মহোদয়গণ শীঘ্র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। এখনও "কৃষক" প্রথম সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়। পরে দ্বিগুণ মূল্য দিলেও পাওয়া যাইবে না। প্রতি মাসে কৃষি বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতেছে।

---

* * এই নূতন পত্রখানির স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনীয়। * * কৃষকের কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ গুলি উৎকৃষ্ট। * * "এডুকেশন গেজেট"।

* * কৃষি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যতীত ইহাতে (কৃষকে) সাহিত্য ও সাধারণ সংবাদাদি আলোচিত হয়। পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। "ত্রিস্রোতা"

কৃষক।—ইহা একখানি কৃষি সম্বন্ধীয় সুন্দর মাসিক পত্রিকা। বাবু মন্মথনাথ মিত্র বি, এ, এফ, আর, এচ, এস, মহাশয় এই পত্রিকার সম্পাদক। কলিকাতা ১৮১ নং আপার সার্কুলার রোড হইতে "কৃষক" প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা মাত্র। পত্রিকাখানিতে কৃষি সম্বন্ধীয় অনেক শিখিবার কথা থাকে। নানাবিধ ফসলের চাষের নিয়ম,—কোন্ ফসলের পক্ষে কিরূপ সার আবশ্যক,—মৃত্তিকার গুণাগুণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সরল ও সুন্দর আলোচনা ইহাতে হইতেছে। এরূপ পত্রের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।—মেদিনী-বান্ধব।

টাকা ও পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।
শ্রীমন্মথনাথ মিত্র বি, এ, "কৃষক" কার্য্যাধ্যক্ষ।
১৮১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

THIRD YEAR

THE GARDENING CIRCULAR.

A MONTHLY JOURNAL

DEVOTED TO

GARDENING AND AGRICULTURE.

PUBLISHED BY THE

INDIAN GARDENING ASSOCIATION

Annual Subscription Rs. 2 only.

SAMPLE COPY FREE.

Vol. I. (12 issues of the first year) of the Journal available @ Rs, 2. (unbound) or Rs. 2 as. 8 (neatly bound),

Contains most useful Notes and Articles on Agriculture and Gardening.

Address—

THE MANAGER,
THE GARDENING CIRCULAR
181, Upper Circular Road, Calcutta.

P. S. The Gardening Circular has won the favourable opinions of the Press.

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি পাইতেছি :—

সাপ্তাহিক।

সময়, প্রতিবাসী, সঞ্জীবনী, রংপুরদিকপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, রংপুর বার্ত্তাবহ, Indian Nation, Eastern Herald, ত্রিপুরা হিতৈষী, মিহির ও সুধাকর, চচুঁড়া বার্ত্তাবহ, Calcutta Times, মেদিনী বান্ধব, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার (হিন্দি), নিবেদন, বিকাশ।

পাক্ষিক।

উদ্বোধন।

মাসিক।

প্রচার, অঞ্জলি, প্রকৃতি, মহাজন বন্ধু, চিকিৎসক ও সমালোচক, বীরভূমি, প্রচারক, ত্রিস্রোতা, আরতি, প্রয়াস।

নিম্নলিখিত পত্রগুলি নিয়মিত পাই না :—

বামাবোধিনী পত্রিকা, Calcutta University Magazine, পরিদর্শক, চচুঁড়া বার্ত্তাবহ, ভারতজীবন।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। আষাঢ়, ১৩০৮ সাল। ৩য় সংখ্যা।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

ভ্রম সংশোধন।

৬৯ পাতা হেডিং লাইন "জ্যৈষ্ঠ" স্থানে "আষাঢ়"।

৭১ পাতা হেডিং লাইন "জ্যৈষ্ঠ" স্থানে "আষাঢ়"।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

বাগান প্রীতি।—সিলোনবাসীদিগের মধ্যে বাগানের কার্য্যপ্রিয়তা ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

—০—

কর্কের ভার সহনত্ব।—অর্দ্ধ সের কর্ক অবলম্বন করিয়া মনুষ্য জলের উপর অবলীলাক্রমে ভাসিতে পারে।

—০—

সিংহলে নারিকেল।—সিংহলে নারিকেলের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। রপ্তানিও বৎসর বৎসর বাড়িতেছে।

—০—

আঁচিলের ঔষধ।—কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া রেড়ীর তেল মালিস করিলে নিশ্চয়ই আঁচিল পড়িয়া যায়।—প্রচার।

—০—

ইণ্ডিয়া রবার।—সিলোন বা সিংহলের রয়েল বোটানিক গার্ডেনে ইণ্ডিয়া রবারের চাষ হইতেছে। উৎপন্ন রবারও ভাল হইয়াছে।

—০—

টমেটো।—টমেটো এক প্রকার বিলাতী বেগুণ।

টমেটোর নানাবিধ গুণ আছে। ইহা ভক্ষণ করিলে রক্তে দোষ ও উদরাময় প্রভৃতির উপশম হয়।

—০—

কর্কফল।—কর্কবৃক্ষের পুষ্পোদ্গম হইবার প্রায় দেড় বৎসর পরে উহার ফল পক্ক হয়। এই ফল হইতে এক প্রকার রং প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

—০—

ইজিপ্সিয়ান তুলা।—পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উক্ত তুলা চাষের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় উহা ভারতের জল বায়ুর উপযোগী নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

—০—

কাঁটাল গাছের সরল গুঁড়ি।—প্রধান গুঁড়ি হইতে উদ্গত কেঁকড়ি গুলি হইবামাত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলে কাঁটাল গাছের সরল গুঁড়ি হইতে পারে।

—০—

মুদ্রায় রাজমূর্ত্তি।—মুদ্রায় আমাদের স্বর্গীয়া মহারাণীর মুখের বামভাগ মুদ্রিত হইত। নূতন মুদ্রাতে মহারাজা এড্‌ওয়ার্ডের মুখের দক্ষিণ পার্শ্ব মুদ্রিত হইবে।

—০—

আলকাতরা সম্ভূত বর্ণ।—বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলকাতরা হইতে ১৫০ এক শত পঞ্চাশ প্রকার রঙ্গ বাহির করা হইতেছে। ইহা নানাবিধ চিত্রকার্য্যের বড়ই উপযোগী।

—০—

সূর্য্যরশ্মির কারাবাস।—পোল্যাণ্ডের এক রসায়নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বোতলে সূর্য্যকিরণ পুরিয়া রাখিবার কৌশল বাহির করিয়াছেন। আমেরিকা ওয়াসিংটনে তাহার পরীক্ষা হইতেছে।

—০—

পলাণ্ডু।—স্পেনজাত পলাণ্ডু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও ইহা বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। ইটালিতে এক প্রকার সুমিষ্ট সুগন্ধযুক্ত পলাণ্ডু জন্মিয়া থাকে, তাহা আপেল ফলের ন্যায় কাঁচাই খাওয়া যায়।

—০—

মসীবৃক্ষ।—নব গ্রানাডায় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, যাহার পাতার রসে উৎকৃষ্ট কালি হইয়া থাকে। এই কালি লিখিবার সময় রক্তবর্ণ হয়, তৎপরে ইহা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়া থাকে।

—০—

উৎকৃষ্ট দন্ত মঞ্জন।—এক ছটাক খেজুরপাটা, সিকি তোলা সৈন্ধব লবণ, এক তোলা গোলমরিচ চূর্ণ এবং একটী গোটা তামাকের পাতা পৃথক ভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হয়।

—০—

জাফরাণ।—কাশ্মীর প্রদেশীয় জাফরাণের পত্রাদি যে সকল মেষেরা ভক্ষণ করে, তাহাদিগের মাংস ও জাফরাণের গন্ধ হয়। যে সকল গাভী ঐ সুরভিত তৃণ ভক্ষণ করে, তাহাদিগের দুগ্ধেও জাফরাণের সুগন্ধ হইয়া থাকে।

—০—

প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ।—নর্ম্মদা নদীতীরে একটা প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ আছে। তাহার ৩৫০টী বৃহৎ এবং ৩,০০০ তিন হাজার ছোট ছোট স্তম্ভ আছে। এই বৃক্ষতলে ৭,০০০ সাত হাজার লোক অনায়াসে বিশ্রাম করিতে পারে।

—০—

ফলগাছের সেন্সস।—গত ১৯০০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে জারমানিতে লোক গণনার ন্যায় ফলগাছের গণনা করা হইয়াছিল। প্রুসিয়া দেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩২,২০,৩৭৫ ফল গাছ আছে গণনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

—০—

কাঁটাল।—কাঁটালের চারা স্থানান্তরিত করিয়া রোপণ করিলে ভূয়া বা শস্য হীন হয় বলিয়া যে কথাটা প্রচলিত আছে তাহা সত্য নহে। কাঁটালের ছোট চারা তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিলে ফলের কোন হানি হইতে দেখা যায় না।

—০—

পুষ্করিণীর নির্ম্মল জল।—শুষুকমল, ঝাঁঝি, দাম, পাটাশেওলা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ্ পুষ্করিণীর মধ্যে থাকিলে, জল পরিষ্কৃত হয়। পদ্মের গাছ ও পানা

অধিক পরিমাণে জন্মিলে জল দূষিত হয়; কিন্তু অল্প পরিমাণে থাকিলে জল ভাল থাকে।

—০—

সেলাইকল।—পৃথিবীতে সেলাইকল যত প্রস্তুত হয়, তাহার শতকরা ৯০টা ইউনাইটেড রাজ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর তথায় ৫ লক্ষ সেলাই কল প্রস্তুত হয়। এই কারবার হইতে প্রায় ১ লক্ষ লোকের উপজীবিকা সংগ্রহ হয়।

—০—

মৃত্যু।—শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, গত ৩রা আষাঢ় নিশাকালে কলেরা রোগে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক মহোদয় উনষাটি বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ এবং পরিচিত আবালবৃদ্ধ সকলেই শোকসন্তপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

—০—

আশ্চর্য্য পাথর।—ফিনলণ্ড প্রদেশে এক প্রকার প্রস্তর আছে, বৃষ্টি হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উহার বর্ণ কাল হয়; আর যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, তখন উহার গাত্রে যেন লবণ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা দাগ হয়। কলিকাতার যাদুঘরে একখানা প্রস্তর আছে, তাহার মধ্যস্থল চমড়াইলে নরম হইয়া পড়ে।

—০—

নূতন তৈল।—সুমাত্রা—এক প্রকার তৈল। ইহা কেরাসিন তৈলের মত, দামে কিন্তু কেরাসিন অপেক্ষা সস্তা। সুমাত্রা আমদানী হইয়া চীনে সমধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতের মান্দ্রাজেও ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। সুবিধা-জনক হইলে এবং কোনরূপ আপত্তি না থাকিলে ক্রমশঃ ইহার চলন হইতে পারিবে।—মঃ বঃ

—০—

কাচের কল।—আম্বালার "পঞ্জাব গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড" নামক এক যৌথ-কারবারের সৃষ্টি হইয়াছে। ৯০ হাজার টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে। কাচের বাসন ইত্যাদি কাচের দ্রব্য এই কারবার হইতে প্রস্তুত হইবে। এই কোম্পানী জর্ম্মণি হইতে ভাল কারিগর আনাইয়া, ভারতবাসীকে কাচের দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে শিখাইবেন।

—০—

পিয়ার্স সোপ। পিয়ার্স সোপ নামক সাবানের বিক্রেতা এক বৎসর ১৭ লক্ষ টাকা সাবান বিক্রয় লাভ করেন; কিন্তু ইনি সেই বৎসর ১০ লক্ষ টাকা বিজ্ঞাপন খরচা করিয়া, ১৭ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অতএব মজুত লাভ ছিল ৭ লক্ষ। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমেয় এই যে, একগুণ দ্রব্যে, ১০ গুণ বিজ্ঞাপন দিতে পারিলে, ৭ গুণ লাভ পাওয়া যায়।

—০—

নারিকেল।—জর্ম্মণ দেশে ম্যানহেম নগরে এক কারখানাতে নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত হইতেছে। সেই মাখন বাজারে পামিল নামে বিক্রয় হয়। পরীক্ষাতে প্রমাণিত হইয়াছে, নারিকেলের মাখনে শতকরা ৯৯ ভাগ তৈলাক্ত পদার্থ থাকে আর দুগ্ধের মাখনে ৮৫ ভাগ তৈলাক্ত পদার্থ ও ১৫ ভাগ জল থাকে। ভারতে নারিকেলের অভাব নাই, কিন্তু লোকের মাথা খেলে কৈ ?

—০—

পাট।—সরকারী কৃষিবিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় বাইশ লক্ষ সাড়ে ষোল হাজার একর (১ একর—৩বিঘা আধকাঠা) পরিমিত ভূমিতে পাট বোনা হইয়াছে। ফসল শতকরা ৯৪ জন্মিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। গত বৎসরে ৬৪ লক্ষ গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, বর্ত্তমান বৎসরে সাড়ে ৬২ লক্ষ গাইট অর্থাৎ সাড়ে পনর আনা রকম পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

—০—

মেদিনীপুর।—মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে অনশনক্লিষ্টের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বড়ই বিভীষিকাময়—ভবিষ্যতও আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হইতেছে না। উপর্য্যুপরি গত কয়েক বৎসরের অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে দেশের কৃষকগণের দুর্দ্দশার সীমা

নাই। এ বৎসর আবার এই আষাঢ়ের প্রারম্ভেই দুর্ভিক্ষসঞ্চর পর্যালোচনার শুভাগমন দেখিয়া এখনকেই ভীত ও আতঙ্কিত—ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে কি আছে তাহা ভগবানেরই গোচর!

—০—

চিনি।—বিদেশী চিনির আমদানী হু হু বাড়িয়া গিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যত চিনি আসিত, এক্ষণে আসিতেছে প্রায় আট গুণ। দশ বৎসর পূর্ব্বে মরিচ দ্বীপের চিনিই চিনিই ভারতে একরূপ একচেটিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছিল। পরে জর্ম্মণীর বিটচিনি প্রভৃত পরিমাণে আমদানী হইতে থাকায়,—মরিচ দ্বীপের চিনির বাণিজ্যে মন্দা পড়ে। বিহার প্রদেশে নীলচাষের পরিবর্ত্তে যাহাতে ইক্ষু-চাষের প্রাধান্য স্থাপিত হয়, তাহারই যুক্তি পরামর্শ চলিতেছে। নীল-কর সাহেবদের চাষে,—ইক্ষু-চিনি এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে,—বৈদেশিক চিনি আমদানী আরও অনেক পরিমাণেই কম পড়িবে।

—০—

গাছের গুঁড়ি ভস্মীভূত করিবার উপায়।—অনেক বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার কিয়দংশ মাটীতে প্রোথিত থাকে। ইহাকে তুলিয়া ফেলা বড়ই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। অতএব নিম্নলিখিত প্রণালীতে ইহাকে ভস্মসাৎ করিলে সহজেই কার্য্য সাধন হয়। ঐ ভাঙ্গা গুঁড়ির মধ্যে একটী দেড় ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এবং ১৮ ইঞ্চি গভীর একটী গর্ত্ত করিতে হইবে। পরে দুই আউন্স Saltpetre বা সোরা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহার ভিতরে মুখটী কোন দ্রব্য দ্বারা বেশ আঁটিয়া ফেলিতে হইবে। বসন্তকাল আসিলে ঐ গর্ত্ত খুলিয়া দশ আউন্স কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিয়া জ্বালাইয়া দিলে ঐ গুড়ির শিকড় অবধি ভস্মীভূত হইবে।—স্বাধীন-জীবিকা।

—০—

লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি।—১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ভারতে যত দ্রব্য আমদানী হয়, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি ধাতু এবং তজ্জাত সামগ্রীর আমদানীই তাহার শতকরা উনিশ ভাগ। কিন্তু বিদেশ হইতে এই সকল দ্রব্যের আমদানী এক্ষণে অনেক কমিয়াছে। ১৮৮৭-৮৮ সালে বিদেশী লৌহ আসিয়াছিল প্রায় ৪৬ লক্ষ হন্দর; ১৮৯৯—১৯০০ সালে আসিয়াছে কিছু কম ৩০ লক্ষ হন্দর। ভারতের বিভিন্ন স্থানের,—বিশেষতঃ বর্দ্ধমান-রত্নাকরের,—লৌহের কাজে,—বিদেশজাত লৌহ আমদানী অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। ইস্পাত-আমদানীও অনেক কম হইয়াছে। তবে,—ধাতু জাত কল-কারখানা সম্বন্ধীয় দ্রব্যের—ইঞ্জিন প্রভৃতির আমদানী অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে; বিশ বৎসরে—বিশ গুণ বাড়িয়াছে।

—০—

কৃষি ব্যাঙ্ক।—মহাজনদের অত্যাচার এ দেশের কৃষককুলের নিরন্নতার এক প্রধান কারণ। কৃষক-দিগকে মহাজনদের করালগ্রাস হইতে রক্ষার জন্য দেশে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনে সাহায্য না করিলে অপরের দ্বারা তাহার সম্ভাবনা নাই। লর্ড কার্জ্জন এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণার্থ এক সমিতি গঠন করিয়াছেন—সীমলাতে সেই সমিতির অধিবেশন বসিয়াছে। সমিতির নির্দ্ধারণ জানার জন্য দেশের লোক উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে। গাইকোয়াড় বরদা-রাজ্যে কয়েকটা কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া প্রজাদের মিতব্যয়িতা এবং স্বাবলম্বন শিক্ষার উপায় করিয়াছেন। বরদা রাজ যে কার্য্যে কৃত-কার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, প্রবল শক্তিশালী ইংরেজ রাজের তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ার কোনই আশঙ্কা নাই। গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেই প্রকৃতিপুঞ্জের অশেষ উপকার সাধন করিতে পারেন।

—০—

কৃষি।—আমাদের ঝাড়গ্রামের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—"অদ্য আষাঢ় মাসের ১১ দিবস হইতে চলিল কিন্তু এখানে সুচারুরূপে বৃষ্টি হইল না। বৃষ্টির অভাবে আশানুরূপ কৃষি কার্য্য চলিতেছে না। আবার উপরন্তু ফড়িঙ্গ ও পঙ্গপালের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ঝাড়গ্রাম ও চিয়াড়া পরগণার

অনেক স্থানে ধান্যের ও তিলের কচি চারাগুলিকে ফড়িঙ্গ কাটিয়া নষ্ট করিতেছে এবং অনেক স্থানে প্রখর রৌদ্রের তেজে বপিত ধান্য অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পুনরায় কৃষককে নূতন করিয়া ধান্য বুনিতে হইতেছে।" ফড়িঙ্গের উপদ্রবে নারায়ণগড়, নয়াগ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী আরও কয়েকটী পরগণার কৃষকগণকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। চারা ধান গাছ গুলিকে ফড়িঙ্গে পুনঃ পুনঃ কাটিয়া নষ্ট করিতেছে। ধান্যের বীজ পাওয়া দুরূহ হইয়াছে। বীজ ধান্যের মন আড়াই টাকা তিন টাকা দিয়াও পাওয়া যাইতেছে না। সাবড়া অঞ্চলে জলাভাবে ধানের চারা নষ্ট হইতে বসিয়াছে।—মেঃ বাঃ।

—০—

পঙ্গপাল।—এবার অনেক স্থানে পঙ্গপাল উড়িয়াছে। বাঙ্গালার মেদীনিপুর, বর্দ্ধমান দমদমা এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের অনেক ষ্টেশনে পঙ্গপাল আবির্ভূত হইয়াছিল, এ সংবাদ আসিয়াছে। বেলুচিস্থান কোকনদ এবং পূর্ব্ববঙ্গে পঙ্গপাল উড়িয়াছিল। দুই এক স্থানে ক্ষতি হইয়াছে, এইরূপ সংবাদও পাইয়াছি। এখন পঙ্গপালের পত্নীরা আসন্ন-প্রসবা। তাই তাহারা এখন এমন স্থান অন্বেষণ করিতেছে, যেখানে নিরাপদে প্রসব করিতে পারে এবং প্রসূত সন্তানসন্ততি নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপোষিত হইতে পারে। এখন ফসলাদির প্রতি বড় দৃষ্টি নাই। পঙ্গপাল যেখানে প্রসব করিবে, সেখানে মহা দুর্লক্ষণ জানিও। পঙ্গপাল-শিশুগুলি কম নয়। তাহারা দেশ ছারখার করে, এজন্য যে শুদ্ধ ভয়, তাহা নহে; পঙ্গপাল যখন মরে, তখন দলে দলে মরে। মরিয়া যখন তাহারা পচিয়া ঢোল হইয়া যায়, তখন তাহা হইতে দারুণ দুর্গন্ধ হয়। সে দুর্গন্ধে মানুষের নাড়ী উঠিয়া যায়; অধিকন্তু মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়; দেশে মহামারী দেখা দেয়।

—০—

২৪শে জুন যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে পাটনা ও সাহাবাদ ব্যতীত বাঙ্গালার আর সকল জেলাতেই বৃষ্টিপাত হইয়াছে। পূর্ব্বে ও উত্তর বাঙ্গালায় বৃষ্টি কিছু বেশী হইয়াছিল। বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অধিকাংশ জেলায় কম বৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে আরও বৃষ্টির প্রয়োজন। জমিতে লাঙ্গল দেওয়া ও বীজবপন কার্য্য চলিতেছে। তিল ফসল সংগ্রহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইক্ষুর অবস্থা ভাল। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪-পরগণা, নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ভগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, কটক, বালেশ্বর, পুরী জেলায় পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল, কিন্তু কোন জেলা হইতেই বিশেষ অনিষ্টের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বর্দ্ধমান জেলায় রাণীগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত তৃণ জল আর সর্ব্বত্রই প্রচুর আছে। বাঁকুড়ায় গবাদির খাদ্য তৃণের কিছু অভাব বলিয়া শুনা যাইতেছে। সাতটি জেলা হইতে গবাদির ব্যারামের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সাধারণের ব্যবহার্য্য চাউলের দর ১৮টি জেলায় বাড়িয়াছে, ১০টিতে কমিয়াছে, অবশিষ্টগুলিতে সমান আছে।

নারিকেল গাছের সংস্কার।

আজ দশ বৎসরের কথা হইল, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইলের অধীন ভদ্রা গ্রামের জনৈক ভদ্রলোক নিজ বাগানে দুই শত নারিকেল চারা রোপণ করেন। উদ্যান-স্বামী বিদেশে থাকেন; কাজেই গাছ পালা গুলিকে তিনি লোক জনের হাতে সমর্পণ করিয়া যান। প্রভু নিকটে না থাকিলে, কুলি মজুরেরা চিরদিনই কাজে অবহেলা করে, এ ক্ষেত্রে এইরূপ কারণেই এক্ষণে উক্ত দুই শত গাছের মধ্যে এক শতটী মরিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যে গুলি আছে, তাহা ফল প্রদান করিতেছে; কিন্তু তত আশাজনক ভাবে নহে; পরন্তু গাছ গুলি রুগ্ন ও কীটগ্রস্ত।

বাস্তবিক বড় দুঃখের বিষয় যে, এই সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া আশার

নিরাশ হইতে হয়! যত্ন, পরিশ্রম, অর্থব্যয় প্রভৃতির পুনরাভিনয় সম্ভবপর; কিন্তু দশ বৎসর সময় ত আর ফিরিবে না! যাহা হউক, ইহাতে আমরা লোক জনের দোষ দেখিতে পাই না; কারণ, উহারা আবহমানকাল এইরূপই করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই করিবে। বাগ-বাগিচা করিতে হইতে, উদ্যান-স্বামীর সতর্ক থাকা উচিত; উদ্যান-স্বামীর ঔদ্যানিকতা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা উচিত; যে সময়ের যে কাজ, তৎসম্বন্ধে লোকজনকে বলিয়া কহিয়া দেওয়া, এবং তদনুসারে কাজ হইতেছে কি না, তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। একটী শিশু পালন করিতে হইলে, যেমন তাহার আহার, ঔষধ ও পরিচর্য্যা করা প্রয়োজন,—উদ্ভিদের পক্ষেও ঠিক তাহাই। গাছের রোপণ করিবার সময়ে অনেকে নানাবিধ সার ব্যবহার করেন; গাছে না পোকা ধরিতে পারে, তাহার জন্য মাটিতে কোন কোন জিনিস মিশাইয়া দেন; কিন্তু পরে যে আবার মাটিতে সার দেওয়া উচিত, গাছে পোকা মাকড় লাগিলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা তাঁহারা ভাবিতে পারেন না। একবার আহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া যদি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়, তাহা হইলে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে বিশ ত্রিশ সের খাঁটি দুধ পান করাইয়া দিলে চলে; আর নীরোগ রাখিবার জন্য একবারে দুই চারি বোতল ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেও চলে। মানুষের সহিত উদ্ভিদের তুলনা করিলাম বলিয়া, কেহ অসঙ্গত মনে করিবেন না; কারণ, প্রাণি জীবন ও উদ্ভিদের ক্রিয়াকলাপ প্রায় একই রকম। প্রাণিগণ চলে ফেরে, ভাব প্রকাশ করে; উদ্ভিদ তাহা পারে না,—প্রভেদ এইমাত্র। ছেলেকে ক্ষুধার সময় পান আহার দিতে হয়, রোগে ঔষধ পথ্য দিতে হয়,—উদ্ভিদ পালন করিতে হইলেও সে সকল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়; তদনুসারে কাজ করিতে হয়।

জলাভাবে গাছ সহজে মরে না,—শীর্ণ হইতে পারে; এবং শীর্ণতা হইতেই রোগের সূত্রপাত হয়। গাছে সমানভাবে দিবারাত্র বায়ু সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক; এজন্য প্রত্যেক গাছেরই চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান থাকা দরকার। বাতাসের স্বাধীন প্রবাহ এবং সূর্য্যের অনবরুদ্ধ আলোক,—এই দুইটী যেমন বিশেষ আবশ্যক, গাছের গোড়া অনেক দূর ব্যাপিয়া অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, গোড়ার মাটি আলগা ও ধূলিবৎ বিচূর্ণিত থাকাও তেমনি আবশ্যক। বিশ, ত্রিশ হাত দীর্ঘ বা পরিব্যাপ্তিবিশিষ্ট বৃক্ষের গোড়ার মাটি, ছেলে খেলার ন্যায়, অর্দ্ধ বা এক হাত ব্যাসের চক্র পরিমিত পরিষ্কার করিলে, কোন কাজই হয় না; কারণ, এই সকল বৃহৎ বৃহৎ গাছ ত আর শিকড়গুলিকে কুঞ্চিত করিয়া আসনপিঁড়ী হইয়া বসিয়া নাই। যদি পরীক্ষা করিতে হয়, ত, গাছের চারিদিকে ধীরে ধীরে খুঁড়িয়া দেখুন যে, গাছের শিকড় সকল কতদূর উপরিভাগে বিস্তৃত হইয়াছে ও কতদূর নিম্নদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই জন্য একটা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, গাছবিশেষ,—বৃদ্ধি-বিশেষে ও বয়স-বিশেষে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। অল্প অভিজ্ঞতাতেই এ জ্ঞান জন্মিতে পারে। গত বৎসর আমার কতকগুলি নারিকেল চারার সংস্কার করিতে হইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। চারাগুলি পাঁচ ছয় বৎসরের। প্রকৃত যত্নাভাবে গাছগুলির তেমন বৃদ্ধি বা শ্রী হয় নাই। অনেক গাছ ইতিপূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিল। গাছের সংস্কার করিতে যখন হস্তক্ষেপ করি, তখন গাছের গোড়া ঘাস জঙ্গলে পরিপূর্ণ; গাছের বাগতো পাতলা ইত্যাদি। প্রথমেই গাছের গোড়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় ও চারি হাত ব্যাসের চক্র-পরিমাণ প্রত্যেক গাছের গোড়া উত্তমরূপে কোদালাইয়া দেওয়া যায়। পর দিবসই সেই কোপান মাটি সাধ্যমত চূর্ণ করিয়া, উহা

হইতে তাবৎ ঘাস-জঙ্গলের শিকড় বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। জ্যৈষ্ঠ মাসে কার্য্য আরম্ভ করা হয়। সময়ে সময়ে গাছে জল দেওয়া আবশ্যক ও উচিত ছিল; কিন্তু এ দেশে জলের বড় অনাটন। উদ্যান মধ্যে যে পুষ্করিণীটী আছে, তাহাতে মাঘ ফাল্গুন মাস হইতেই গোরু বাছুর চরিয়া থাকে। দূর হইতে জল সরবরাহ করা বড় সহজ নহে। বিশেষ নারিকেল গাছ সহজে মরে না বলিয়া, জল দিবার জন্য আর বড় চেষ্টা করিলাম না। এ দিকে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতে লাগিল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গাছও খুব তেজের সহিত বাড়িতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, সেই অবধি প্রতি মাসেই প্রায় প্রত্যেক গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়, ও গোড়ার মাটী উলট পালট করিয়া চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। মাঘ মাসের শেষ ভাগে গাছে তরল-সার দেওয়া গেল এবং দুই এক দিবস অন্তর প্রচুররূপে জল দেওয়া চলিতে লাগিল; এখনও চলিতেছে। এই এক বৎসর কাল মধ্যে গাছের সে রুগ্ন ভাব বিদূরিত হইয়াছে; সকল গাছই পুষ্ট ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। গত কয় বৎসরে উহাদিগের যে বৃদ্ধি না হইয়াছিল,—এই এক বৎসর কাল মধ্যে তাহা অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে; গাছে শক্তি আসিয়াছে। এরূপ যত্ন থাকিলে এত দিনে উহারা যে, ফল প্রদান করিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

তরল সার নানাবিধ উপাদানে তৈয়ার করিতে পারা যায়; তবে মাটির অবস্থা ও গঠন, উদ্ভিদের অভাব, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া উপাদান ঠিক করিতে হয়। নারিকেল গাছের জন্য কর্কচ লবণ, সর্ষপ খৈল ও পচা মাছ একত্র সম্মিলিত করিয়া একটা বড় গামলার পাঁচ সাত দিবস ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে মসলাগুলি পচিয়া যাইবে। তখন এই দুর্গন্ধময় ঘন পদার্থকে চারি পাঁচ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া, প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। সার দিবার পরে গাছে সমধিক পরিমাণে প্রায়ই জল দিতে হইবে; নতুবা সারের কোন কার্য্য হইবে না, সার শুকাইয়া যাইবে। জল দিলে সারের সার ভাগ মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করিবে; অগলিত অংশ গলিত হইবে, এবং এই গলন-কালে যে উত্তাপ জন্মিবে, তাহাতে মৃত্তিকাস্থিত সারাংশও বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইবে। সার বা মৃত্তিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, সংক্ষেপে কাজ সারা চলে না; অথচ প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবার ভয়ে অধিক লিখিতেও সাহসে কুলায় না।

সার যে কেবল চারা গাছের জন্য ব্যবস্থেয়, তাহা নহে; সকল অবস্থার গাছেই ইহা দেওয়া চলে; প্রতি বৎসরই গাছের আবশ্যক অভাব বুঝিয়া অল্লাধিক পরিমাণে সার দেওয়া উচিত।

নারিকেল গাছে অনেক সময়ে পোকা লাগে। গাছের শিরোদেশ বৎসরান্তে একবার উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যেমন উচিত, গাছের উপরে কাক পক্ষীতে যাহাতে বাসা না করিতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও তেমনি আবশ্যক। কাক পক্ষী যেখানে থাকে, সেখানে কীটাদি থাকিতে পারে না বটে; কিন্তু আবার উহাদিগের বাসাই কীটাদির আকর স্বরূপ হইয়া উঠে। এজন্য একেবারে বাসা না হইতে দেওয়াই ভাল। গাছের শিরোভাগ পরিষ্কার রাখিবার জন্য, বর্ষাকালে গাছের পাতা বা বালতো ছাটিয়া দিবার যে রীতি আছে, তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন থাকা উচিত। গাছের কাণ্ডে অনেক সময়ে নানা কীটে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে বাসা করে এবং গাছের সারভাগ ক্ষতবিক্ষত করে। গাছে এইরূপ ছিদ্র দেখা গেলে, উহার মধ্যে পিচকারী সাহায্যে উত্তপ্ত গরম জল দিলে পোকা মাকড় মরিয়া গিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। তখন সেই গর্ত্তগুলিকে ঐরূপে বারংবার বিধৌত করিয়া দিয়া, গর্ত্ত মধ্যে

কাষ্ঠের পেনা দেওয়া উচিত। পেনা দিয়া তাহার উপর আলকাতরা মাখাইয়া দিলে, তন্মধ্যে কীটাদি আর প্রবেশ করিতে পারিবে না, পেনাও শীঘ্র পচিতে পারিবে না।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কুঁচের সিরাপ।

কুঁচগাছের শিকড় আমাদের দেশীয় সকলেরই নিকট বিশেষরূপে পরিচিত হওয়া উচিত। ইহা দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে সিরাপ প্রস্তুত করিলে তাহা বালকদের কফ রোগে বিশেষ উপকারী হয়। কাঁচা কুঁচের শিকড় মৃত্তিকা খনন করতঃ উঠাইবার পর, উত্তমরূপে পরিষ্কার করতঃ দুই আউন্স মাত্রায় গ্রহণ করিয়া উহার সহিত এক আউন্স ট্যাড়শ খণ্ড মিশাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এক পাঁইট জলে সিদ্ধ করিবে। তৎপরে ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে ৮ আউন্স মিশ্রি বা মধু মিশ্রিত করিয়া যে পর্য্যন্ত সিরাপের আকৃতি ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে। বড় বড় কুঁচগাছের শিকড় যত পরিপক্ক হয় সিরাপ ততই ভাল হইয়া থাকে। কাশি প্রবল ও কষ্টদায়ক হইলে ছোট চা-চামচের এক চামচ পর্য্যন্ত দিনের মধ্যে ৫।৭ বার দেওয়া যাইতে পারে। জ্বর থাকুক বা না থাকুক শুষ্ক কাশির জন্য ইহা ব্যবহার করিতে পারা যায়। কফ রোগের অন্যান্য উৎকৃষ্ট ঔষধের সহিত অনুপানরূপেও কুঁচের শিকড়ের ব্যবহার হইতে পারে।

এ দেশের অন্যান্য সিরাপের ন্যায় ইহাও মাতিয়া গিয়া বিকৃত হইয়া যায় সুতরাং একবারে অধিক মাত্রায় প্রস্তুত না করিয়া দরকার মত অল্প অল্প প্রস্তুত করিয়া লইলে ভাল হয়।

মুদিন সেরিফের মতে কুঁচগাছের শুষ্ক পত্র হইতেও এক প্রকার সিরাপ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহা মূল হইতে প্রস্তুত করা সিরাপের ন্যায় সুস্বাদু ও উপকারী হয়। প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

শুষ্ক কুঁচপত্র একটী পাত্রে রাখিয়া বিশুদ্ধ ফুটন্ত জলে সেগুলি ডুবাইয়া দিতে হইবে, শেষে উক্ত পাত্রটিকে মৃদু উত্তাপবিশিষ্ট অগ্নির উপর ছয় ঘণ্টা কাল রাখিয়া দিবে, গরম থাকিতে থাকিতে ফ্লানেল কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া গরম জলের হাঁড়ির উপর পাত্রটী খানিকক্ষণ বসাইয়া রাখিয়া উহার জলীয়াংশ কমাইয়া ফেলিলেই সিরাপ প্রস্তুত হইল।—স্বাস্থ্য।

কৃষি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

দেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কার্য্যক্ষেত্রের স্রোত না ফিরাইলে আর এ দেশবাসীর উপায়ন্তর নাই। বি এ, এম এ, পাশ করিয়া ১০, ২৫ টাকা বেতনের চাকরীর জন্য লালায়িত হইতেছেন, তত্রাচ কৃষি কি ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন না! ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর কি হইতে পারে? আমরা অনেক সময় গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিয়া থাকি, কিন্তু দোষ দিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের যুবকগণের মতি গতির দিকে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য নয় কি? আমি বেশ প্রমাণ করিতে পারি যে ৩০।৪০ টাকা বেতনের কেরাণী গিরি অপেক্ষা চাষ বাস করা অনেক গুণে শ্রেয়স্কর। একটা সত্য ঘটনা দ্বারা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে একবার সুন্দর বনে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিবার সময় আমার একটী বন্ধুর সহিত দেখা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?

"আমার সুন্দর বনে কিছু জমী আছে তার ধান আনিতে গিয়াছিলাম।"

"কত জমী ও কত খাজনা দিতে হয়?"

"১০০/ বিঘা জমী আছে ইহার জন্য ২০০৲ টাকা খাজনা লাগে। খাজনা বাদে বৎসরে আমি ৬০০৲ টাকা পাইয়া থাকি। আর ২।৩ মাস আমাকে এ দেশে থাকিতে হয়।"

"জমী লইতে প্রথম কত টাকা দিতে হইয়াছিল?"

"আমাদের আগেকার লওয়া, তখন কিছু সুবিধা ছিল। এখন ২০০৲ টাকা সেলামী দিলে ১০০/ বিঘা জমী পাওয়া যাইতে পারে। লাটদার জমী কাটাইয়া বাঁধ করিয়া দিবেন এবং ২।৩ বৎসর খাজনা দিতে হইবে না। ৫০ টাকা বেতনের চাকরীর অপেক্ষা সুন্দরবনে চাষ করা ভাল।"

এখন দেখুন চাষ করিয়া কি আয় আর চাকরি করিয়া কি আয়।

একজন ৪০ টাকা বেতনের চাকরি করে। সে যদি এক বৎসর রুগ্ন হইয়া বসিয়া থাকে তার কি দশা উপস্থিত একবার চিন্তা করুন। কিন্তু যদি তার ১০০ বিঘা সুন্দর জমী থাকে তাহা হইলে তাহাকে আর চিন্তা করিতে হইবে না। তাহাতে যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলেও সে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিবে। আমি জানি উলুবেড়ের নিকট শ্যামপুর ও কাঁথি অঞ্চলের লোকের কেবল মাত্র ধান চাষ করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। যাহাদের অধিক জমী জমা আছে তাহারা ক্রমেই বড়লোক হইতেছে। এমন কি যার ১০।১২ বিঘা জমী আছে সে আর কোন প্রকার ভাবনা করে না। চাষের ধান পুকুরের মাচ বাগানের তরকারি—ইহা অপেক্ষা নিশ্চিন্ত হইবার উপায় আর কি হইতে পারে? আর কেরাণী বাবুরা ৯টার সময় নাকে মুখে গুঁজিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ভয়ে ভয়ে অফিসে যাইয়া সমস্ত দিন গাধার খাটুনি খাটিয়া সন্ধ্যার সময় রাস্তা পথের ধূলি সেবন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, আর মাসান্তে বেতন প্রাপ্তি মাত্রেই কড়ায় গণ্ডায় দোকানদার দুধওয়ালা খাবারওয়ালা ঔষধ বিক্রেতাকে প্রদান করিয়া আবার তাহাদের নিকট হইতে ধারে এক মাস জিনিস লইবার বন্দোবস্ত করেন। সম্পাদক মহাশয়, ইহার মধ্যে কোনটী ভাল একবার চিন্তা করুন।

আমি কংগ্রেসের বিরোধী নহি। কিন্তু কংগ্রেস যেরূপ আয়োজনে যেরূপ দেশের বড় লোকের দ্বারা পরিচালিত হয় সেইরূপ আয়োজন ও সেইরূপ বড় লোকের দ্বারা যদি দেশের লোকদিগকে কৃষি ও ব্যবসায় কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেন তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইত ও কংগ্রেস অপেক্ষা কম উপকার হইত না। আমি বাল্যকাল হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি ও বানিজ্যের পক্ষপাতী এবং এখন অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছি। ধানের চাষ করিয়া সংবৎসরের ধান্য গোলায় তুলি, কতক পরিমাণে দাইল কড়াই পাইয়া থাকি, বাড়ীর তরকারিও কিছু পাই। সামান্য ব্যবসায় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ পাই তাহাতে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আমার দুই একটা চাষের বিষয় আপনার গ্রাহকগণকে উপহার দিই। গত বৎসর জলের পূর্ব্বে আমার ২ কাঠা জমিতে পাট হইয়াছিল। তাহাতে ১/ মণ পাট পাই। তার পরেই সেই জমীটাতে সার দিয়া মূলা বুনিয়া দিই। মূলা ও পাট বিক্রয় করিয়া ১০৲ টাকা পাই। নিজেরা ও প্রতিবাসীদিগকেও যথেষ্ট বিতরণ করিয়াছি। তাহারই কিছু নিচে আন্দাজ ১ কাঠা জমীতে অর্দ্ধসের বোম্বাই আলু বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া ২ সের সরিষার খৈল দিয়া সেই এক কাঠা জমীতে রোপণ করি। আর কোন সার দিই নাই। এবং আলুচাষ আমার পক্ষে নূতন, কি করিতে হইবে না হইবে না জানায় তেমন প্রচুর পরিমাণে মাটী ও জল সেচন করা হয় নাই। তবু ২।৩ মাসে ঐ ১ কাঠা

জমী হইতে আমি ১৴ মণ আলু প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন নূতন চাষ করিলে কি প্রকার অকল পাওয়া যায়। সুন্দরবন, ঘোড়ামারার টেলিগ্রাফ মাষ্টার বাবু ঈশান চন্দ্র পাল সুন্দরবনে যে প্রকার পটল ও নানাপ্রকার ফসল উৎপন্ন করিয়াছিলেন তাহা আমাদের যুবকগণের অনুকরণীয়। ওখানকার ফরেসটার বাবু প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী এক একটা বিট ২॥ সের ৩ সের ওজনের করিয়াছিলেন, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। চাষ ভিন্ন আমাদের মত গরিব লোকের আর যে অন্য উপায় নাই তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আর আমাদের আর একটা দোষ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামিত হইতেছে যে সেই জন্যই এই সব বিষয়ে আমরা উদাসীন। আমরা পিরাণ গায়ে দিয়া বুট পায়ে লাগাইয়া সাহেবের পদাঘাতকে অম্লান বদনে সহ্য করিব এবং সভ্য নামে পরিচিত হইব, তত্রাচ পাড়া-গাঁয়ে খালিপায়ে স্বাধীনভাবে চাষ আবাদ করিব না। বলিয়া থাকি কত কষ্ট ও চাষাদের মত কাদা ঘাটা যায় না। আমি চাষ বাস করি এবং কৃষি পত্রিকাদি পাঠ করি বলিয়া অনেক ১৫।২০ টাকা বেতনের কেরাণী বাবুরা আমাকে ঠাট্টা করিয়া থাকেন এবং বলেন "এসব রোগ কেন?" এ দেশের যুবকগণের ইহা অপেক্ষা আর কি অধোগতি হইতে পারে?—ডাঃ রসিকলাল রায়, রাগনাল।

শাঁক আলু।

শাঁক আলু উৎকৃষ্ট খাদ্য। জলীয় অংশের আধিক্য হেতু ইহা তৃষ্ণার সময় খাইলে পিপাসা নিবৃত্তি হয় ও শরীরও অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। ইহা খাইতে সুস্বাদু ও রুচিকারক। রীতিমত ব্যবহার করিলে বায়ুর উপশম হয় ও মস্তিষ্ক শীতল থাকে। ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় শঙ্খালু ও চলিত কথায় শাঁক আলু বলে।

চাষ :—দোয়াঁস, বেলে অথবা পলি মৃত্তিকাতেই শাঁক আলু ভালরূপে জন্মিয়া থাকে। বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলে পর মৃত্তিকা উত্তমরূপে কোদলাইয়া ইহার বীজ রোপণ করিতে হয়। রোপণের অল্প দিন পরেই গাছ উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। গাছের গোঁড়া পরিষ্কার রাখিয়া মধ্যে মধ্যে কোদলাইয়া দিলে গাছ অধিক তেজবান হয় ও আলু অপেক্ষাকৃত বড় হয়। ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে গাছের গোড়া খনন করিয়া আলু তুলিবে। তদপূর্ব্বে তুলিলে আলু বেশী বড় কিম্বা সুস্বাদ হয় না।

চৈত্র মাসেই শাঁক আলুর ফল পরিপক্ব হয়। সুপক্ব বীজ তুলিয়া অতি সাবধানে বপনের জন্য রাখিয়া দিবে।—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী।

কৃষিকার্য্য।

অতি প্রাচীন কালে মনুষ্য যখন অসভ্য ছিল তখন তাহারা বনজাত ফলমূল ও মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিত। প্রতিদিনই যে ফলমূল ও মাংসাদি পাওয়া যাইত এমত নহে। এজন্য কোন দিন হয়ত অনশনে কোন দিন বা অর্দ্ধাশনে থাকিতে হইত। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ পশুপালন প্রথার সৃষ্টি হয় এবং স্বাভাবিক ফলমূল দ্বারা সর্ব্বদা অভাব পূর্ণ হইত না এজন্য বৃক্ষাদি রোপণ প্রথার সৃষ্টি হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কৃষিকার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

কৃষিকার্য্য সৌভাগ্য লাভের একটী প্রধান উপায়। যে দেশে ইহার সম্যক আদর আছে তথায় চির-লক্ষ্মী-বিরাজিতা। সেই দেশেই উন্নতির শীর্ষ শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম। কিন্তু এই সুখময় বিষয় আধুনিক ভদ্র শ্রেণীর লোকের পক্ষে

অপমানের হেতু-স্বরূপ হইয়াছে। তাহারা কৃষিকার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক চাকরীর জন্য লালায়িত হইতেছে। কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এমতাবস্থায় কৃষিকার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ না করিলে সমাজের অবস্থা ক্রমে যে অতীব শোচনীয় হইবে তৎপক্ষে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কৃষিকার্য্য স্বাধীন ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত। যিনি এই কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত তিনি স্বাধীনতার বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। তিনি মর্ত্ত্যলোকবাসী হইয়াও স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে পারেন। উর্দ্ধস্থিত সুবিস্তৃত নীলাকাশ তাঁহার চন্দ্রাতপ—হরিৎ বর্ণ শস্য ক্ষেত্র তাহার শয্যা স্বরূপ। যদি তাঁহার স্বভাবের সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা থাকে তবে কখনও বিশুদ্ধ আমোদের অভাব হয় না।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। যে সকল পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদাদি পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় তাহা ভূমিতেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সকল অবস্থায় যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকে না। এই নিমিত্ত ভূমিতে সার দেওয়া আবশ্যক। সোরা ভস্ম, অস্থি চূর্ণ, মনুষ্য ও পশ্বাদির মল উৎকৃষ্ট সার মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদের পোষণ নিমিত্ত জল নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জল প্রভাবে মৃত্তিকাস্থ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহ দ্রবীভূত হইয়া গ্রহণোপযোগী হয়। এজন্য অনাবৃষ্টি হইলে জল সেচন আবশ্যক হইয়া উঠে। ভূমি কঠিন থাকিলে তাহাতে উদ্ভিদাদির মূল প্রবেশ করিতে পারে না। এ নিমিত্ত কর্ষণ করিয়া ভূমি শিথিল করা উচিত।

ভূমি কর্ষণ করার জন্য ভাল লাঙ্গল ব্যবহার করা উচিত। আমাদের দেশে যে লাঙ্গল ব্যবহৃত হয় তাহাতে মাটী বেশীদূর পর্য্যন্ত কর্ষিত হয় না এজন্য ফসল সমূহ শস্যাদি ভাল হয় না।

ভূমি কর্ষণের জন্য যেরূপ উৎকৃষ্ট লাঙ্গল আবশ্যক সেইরূপ চাষের গরু মহিষাদির অবস্থা উন্নত করা উচিত। আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের বিস্তার সমধিক প্রবল। কিন্তু ইহাতে উপকারের চেয়ে অপকার শত গুণে বেশী। কারণ কৃষিকার্য্যের বিস্তার বশতঃ পতিত ভূমির অভাবে গবাদি পশু আর উপযুক্ত পরিমাণ আহার পাইতেছে না, কাজেই ইহাতে কৃষিকার্য্য ভাল হইতেছে না, এবং উপযুক্ত খাদ্যাভাবে গাভীগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ দিতে পারিতেছে না। সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমরা ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া পড়িতেছি। যদি কৃষিকর্ম্মের বিস্তার না করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ সার দেওয়া যায় তবে এতৎ অপেক্ষাও অনেক অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে।—শ্রীগণেশচন্দ্র দেব বর্ম্মণ, (শিমলা।)

পশু-পালন।

(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে লিখিত।)

কৃষি প্রধানদেশে ভূমি ও গৃহপালিত পশু-পক্ষ্যাদি কৃষকের মূলধন। রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাভেদে অনেক স্থানে ভূমির উপর কৃষকের স্থায়ী সত্ব থাকিতে দেখা যায় না, সুতরাং ভূমি অপেক্ষা গো মহিষ মেষাদির উপরে কৃষকের স্বার্থ অতিশয় নিকট। ভূমি ভূম্যধিকারী কাড়িয়া লইতে কিম্বা পাত্রান্তরে বন্দোবস্ত করিতে পারেন, কিন্তু পালিত পশুগণ পোষক বা পালকের নিজস্ব সম্পত্তি। কৃষি-নিয়োজিত ক্ষেত্র সমূহ যেরূপ কৃষকের ব্যয়িত অর্থ ও পরিশ্রমের হেতু স্বীয় শক্তিমত শস্যাদি উৎপন্ন করে, এবং কৃষকের ঋণ পরিশোধ করে, কৃষিসম্বন্ধ প্রাণীগণও পালকের ঋণ পরিশোধ করিতে ত্রুটী করে না। অশ্ব, গো মহিষ বলদ, ছাগ মেষ বলদ, রাজহংস, কুক্কুট

প্রভৃতি পক্ষীজাতীয় প্রাণীই বল, এ সকলই কৃষির অন্তর্গত, কেহ সাক্ষাৎ কেহ পরোক্ষভাবে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত। কেহ গাড়ী টানে বা হাল চষে, কেহ দুগ্ধ মাখন, ক্ষীর নবনীত প্রদান করে, কাহার বা মাংস ও ডিম দ্বারা মানুষের উদর পূর্ণ হয়। এইরূপ নানা সাংসারিক কার্য্যে নানাবিধ জন্তু পালিত হইয়া থাকে।

কৃষি ও গৃহপালিত পশু যে আমাদের একমাত্র সম্বল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাই যে কৃষিকার্য্য বলিলেই, লোকে ক্ষেত্রকর্ষণ ও তদানুষঙ্গিক ব্যাপার বুঝিয়া লয়েন, এবং তদনুসারে কার্য্য করেন। আর এই সকল পশুপক্ষ্যাদি পালন কার্য্যও যে উহার একটী বিশেষ অঙ্গ বা বিভাগ, তাহা তাঁহাদিগের মনে স্থান পায় না। পশ্বাদি পালন বিষয়ে লোকের এইরূপ অযত্ন বলিয়া দেশের গো-মহিষাদির অবনতি ঘটিতেছে। সকলেই যদি নিজ নিজ পালিত প্রাণীদিগকে যথারীতি লালন পালন করেন, উহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট। অনেক স্থানে,—বিশেষতঃ আসাম প্রদেশে দেখিয়াছি, গো-মহিষ প্রভৃতির প্রতি গৃহস্থগণ আদৌ যত্ন লয়েন না। পশুগণ দিনমানে মাঠ ময়দান চরিয়া যাহা খাইতে পাইল, তাহাতেই তাহাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হয়। এইরূপ অযত্ন পালিত পশু-দিগের নিকট হইতে কত দুগ্ধ আশা করিতে পারা যায়?—ষণ্ড ও মহিষগণ কতক্ষণ হলচালনা করিতে পারে, কিম্বা মোট বোঝাই গাড়ী টানিতে পারে? এই সকল দুর্ব্বল পশু দ্বারা কোন উদ্দেশ্যই সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতে পারে না। অনন্তর এই সকল রুগ্ন শীর্ণ পশুগণ হইতে যে বংস উৎপন্ন হয়, তাহারাও তদ্রূপ বা ততোধিক শীর্ণ, বলহীন, ও অল্পজীবী হইয়া থাকে। ইহাদিগের উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে, কৃষির পূর্ণ উন্নতি করা হইল না।

কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইলে উহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করিয়া লওয়া উচিত। কোন এক বিভাগে সকলে নিযুক্ত হইলে সেই বিশেষ বিভাগেরই উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কৃষির যাবৎ অবয়ব পূর্ণ হইল কৈ। পশু পালন বিভাগের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমতঃ উহাদিগের যথোপযুক্ত আহারের সংস্থান করিতে হইবে, এবং সে জন্য চারণক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। পশুগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারিলে কেবল যে তাহাদিগের উদর পূরণ হইয়া থাকে, তাহা নহে, ইহাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্যেরও সবিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে। খোঁয়াড় জীবি (Stall-fed) পশুগণ নিত্য নিয়মিত আহার পায় সত্য, কিন্তু চারণক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া আহার করতঃ তাহারা যেরূপ সুখ ও আরাম উপভোগ করে, প্রথোমক্ত নিয়মে আবদ্ধ থাকিয়া তাহা পায় না। খোঁয়াড়ী ও ছাড়া পশুদিগের মধ্যে স্বাস্থ্য ও সজীবতার বড়ই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যে পশু দিবারাত্র গলরজ্জু হইয়া খোঁয়াড় মধ্যে অবস্থান করে, তাহারা উত্তম ও পুষ্টিকর আহার পাইয়া হৃষ্ট পুষ্ট ও স্থূলকায় হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে সজীবতার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়। ছাড়া বা চরা পশুগণ তাদৃশ হৃষ্ট পুষ্ট না হইলেও খোঁয়াড়ী পশু অপেক্ষা লঘুকায়, বলিষ্ঠ ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। পশুর উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণ কয়টী উপেক্ষার বিষয় নহে। মনুষ্যের স্বাস্থ্যোন্নতি ও চিত্ত প্রফুল্লতার জন্য ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু পশুদিগের জন্য সেরূপ কোন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর নহে। পশুর পক্ষীর মনে সেই দুই ফল উৎপাদনের জন্য ইহাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। ধনীদিগের আস্তাবলে থাকিয়া যে সকল অশ্ব মালাদিগের চর্ব্য-চষ্য আহার পাইয়া থাকে, সহিসের সেবা পাইয়া থাকে, তাহারা দেখিতে সুশ্রী হয়, কিন্তু সাধারণ

"দল-চোরা" * ঘোড়ার মত তেমন কষ্টসহিষ্ণু ও কার্য্যক্ষম হয় না। ... কার্য্যেও কঠিন পরিশ্রম করিতেও পারগ হয় না। এই দলচোরা ঘোড়ার অনেকেই একবেলার অধিক আহার পায় না, এবং যে আহার পায় তাহাও যথেষ্ট নহে। আবার যে সকল ঘোড়া ইহাপেক্ষা অধিক গরীব প্রভুর আশ্রিত, তাহারা কেবল মাঠ ময়দানে চরিয়াই দিনযাপন করে, এবং প্রভুর আবশ্যক মত কাজ করিয়া দেয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের ওয়েলার (Waler) আর ... বা পশ্চিম প্রদেশের একাবাহী ঘোড়ার তুলনা করিলেই সকল সংশয় দূর হইবে। দল-চোরা শ্রেণীর ঘোটকদিগকে দানা মসলা দিলে হয় ত তাহারা বিদ্রূপিত বা অবজ্ঞাত মনে করিয়া প্রাণত্যাগ করে। অশ্ব, গো-মহিষাদি বৃহজ্জাতীয় পশু পুষিতে হইলে চারণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা উচিত। অভাবে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

চারণ ক্ষেত্রকে রীতিমত আবাদ না করিলে তদ্দ্বারা বিশেষ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। চারণ ক্ষেত্রে পশুদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিলে, ক্ষেত্রস্থিত তৃণাদিকে অল্পক্ষণ মধ্যেই পদদলিত করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে সত্য কথা; কিন্তু তাহা নিবারণ করিয়া স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন না করিলে চারণের জন্য অপরিমিত স্থান নির্দেশ করিতে হয়, কিন্তু তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। চারণভূমি এমনিভাবে রচনা করিতে হইবে যে, পশুগণ বিচরণ কালে তৃণাদি বিনষ্ট করিতে পারিবে না, অথচ নির্ব্বিঘ্নে যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিয়া উদর পূরণ করিতে পারিবে। চারণ ভূমির রচনা ও তাহার সংরক্ষণের উপায় স্বতন্ত্র বিবরীভূত, সুতরাং এ স্থলে সে বিষয়ের আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই।

পশু পালনের জন্য চারণ ক্ষেত্রের সংস্থান করিলেও আরও একটী অত্যাব আবশ্যকীয় বিষয়ে আমাদিগের মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পশ্বাদির আহারোপযোগী নানাবিধ পুষ্টিকর ফসলের আবাদ করা বিশেষ আবশ্যক, তাহা সকলেই জানিয়া রাখা উচিত। কেবল ঘেঠো দুব্বা বা মুথা ঘাসে কোন কাজ হয় না। শালগম, গাজর, দেশী মূলা, বুট, কলাই, মসুরী, খেশারি, রিয়ানা, দেধান, গিণীঘাস * প্রভৃতি ফসলের আবাদ থাকিলে সমূহ পরিমাণে উপকার পাওয়া যায়। এই সকল ফসলের আবাদ থাকিলে প্রথম লাভ এই যে, পশুদিগের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়। একবিঘা তৃণক্ষেত্র হইতে হয়ত বৎসর মধ্যে ১০।১২ মণ মাত্র তৃণ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মূলা শালগম, আলু, গাজর শালগম প্রভৃতির আবাদ করিলে ৫০।৬০ হইতে একশত মণের অধিকও ফসল পাওয়া যাইতে পারে। একই পরিমাণ স্থান হইতে ফসলের বিভিন্নতা বশতঃ কত অধিক পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়। ক্ষেত্র হইতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, কোন কোন ফসলের বৃদ্ধি অধিক—তাহা ভূগর্ভেই আর ভূপৃষ্ঠেই হউক। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে, গো মহিষাদির জন্য বুট, কলাই, খেসারি প্রভৃতির আবাদ হয়, এবং সেই সকল ক্ষেত ফসল সমেত বিক্রয় হইয়া থাকে। অপরে সেই ক্ষেত খরিদ † করিয়া নিজ নিজ পশুদিগকে তাহাতে চরিতে দেয়।

এই সকলের বন্দোবস্ত না করিয়া পশু পালনে হস্তক্ষেপণ করা বড়ই বিড়ম্বনা। খোঁয়াড়ে পালন করিয়া পশুর ব্যবসারে লাভ করা যায় না। আবার চারণক্ষেত্রের এবং নানাবিধ ফসলের কোন বন্দোবস্ত

* মাঠ ঘাট, খাল বিলে যে সকল ঘোটক চরিয়া খায়, তাহাদিগকে দলচোরা বলে।

* লেখকের "গিনী ঘাস" শীর্ষক প্রবন্ধ ("সঞ্জীবনী," ৮ই আষাঢ় সন ১৩০৭ সাল) দেখুন।

† ক্ষেত খরিদ অর্থে ক্ষেত্রের ফসল খরিদ এবং বাগান খরিদ অর্থে বাগানের ফল বুঝিতে হইবে।

...নিয়ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। বাজার হইতে প্রতিনিয়ত খাদ্য খরিদ করিয়া পশুদিগকে পালন করিলে ... ও গোয়ালের পোষায়, ব্যবসায়ীর পোষায় না। অন্য দিকে পশুদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিলে, প্রতিবেশীদিগের সহিত বিবাদ ... ঘটিবে এবং পশুদিগকেও প্রতিনিয়ত ... বা শ্রীঘর দর্শন করিতে হইবে। এ সকলের কোনটাই স্পৃহণীয় নহে। চারণক্ষেত্র না করিয়া ... প্রতিবেশীদিগের ক্ষেত বাঁচাইয়া পশুদিগকে স্বাধীনভাবে চরিতে দিবার স্থানও পাওয়া দুষ্কর। বেহার অঞ্চলে জনসংখ্যাধিক্য হেতু চাষ আবাদও প্রচুর—পতিত জমিত দেখিতেই পাওয়া যায় না। সুতরাং এরূপ জনাকীর্ণ দেশে বিস্তৃতভাবে পশু পালন করা বড় কঠিন। এজন্য এ সকল স্থানে পশু পালনের জন্য এমন স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে যে, যে স্থানে পশুদিগের বিচরণের জন্য প্রচুর পরিমাণে পতিত জমি পাওয়া যায় এবং স্থানীয় আবহাওয়া পশুদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়। সদর বা সহরের সন্নিকটে সুবিস্তৃত জমি পাওয়া সুকঠিন, সুতরাং কিছু দূরে গিয়া জমি লওয়াই সুবিধা। অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া বহুমূল্য বা খাজানার জমি লইয়া পশু পালন করা বড় সুবিধাজনক নহে, বলিয়া আমাদিগের ধারণা। অতঃপর স্থানীয় আব হাওয়ার বিষয় বিবেচনা করা যাউক। বাঙ্গালা, আসাম প্রদেশের ন্যায় যে সকল দেশে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়, অথবা যে সকল জেলার জল নিকাশের জন্য পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত না থাকায় মাঠ ঘাট অধিক দিন ডুবিয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন ম্যালেরিয়া বিসূচিকা প্রভৃতির বিষম প্রাদুর্ভাব, সে সকল দেশ বা জেলাকে ... অস্বাস্থ্যকর জানিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। ... যেমন ফসল জন্মে না, অধিক ফসল ... না, সেইরূপ পশুগণও অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিলে বলিষ্ঠ বা হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে না ; এবং তাহা বলও প্রদান করিতে পারে না বলিয়া সে কেহই পশুপালন করিতে পারিবেন না, এমন কথা আমরা বলি না। তবে সুবিধা অসুবিধার কথা না বলিয়া দিলে যাঁহাদিগের সুবিধা আছে, তাঁহাদিগকেও অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে। বেহার অঞ্চলে পশুপালন করিবার যেমন সুবিধা, বাঙ্গালা—বিশেষতঃ নিম্ন বঙ্গ, পূর্ব্ব বঙ্গ বা আসাম প্রদেশে তেমন হইতে পারে না। কারণ শেষোক্ত স্থান সমূহের আব-হাওয়া নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর, আর্দ্র ও বায়ুমণ্ডল সিক্ত। আব-হাওয়া মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যে যেমন ভাল বা মন্দ ক্রিয়া সাধন করে, পশুগণের মধ্যেও তদনুরূপ বাধ্য করিয়া থাকে। বেহারের গাভী বা বলদের সহিত আসামের পশুদিগের তুলনা করিলে, এই প্রভেদ সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ছাগ, মেষ, অশ্ব, প্রভৃতি পশুর বিষয়েও তদনুরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বেহারের মধ্যে দ্বারবঙ্গ জেলাকে পশু পালন পক্ষে সমধিক উপযোগী বলিয়া মনে হয়। দ্বারবঙ্গ হইতে ছয় সাত ক্রোশ উত্তরাভিমুখে গেলে অর্থাৎ মধুবাণী সবডিভিসনের অন্তর্গত বছৌর পরগণা যে পশু পালনের পক্ষে ততোধিক অনুকূল, তাহার কারণ স্থানীয় জল বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর, সম্বৎসরের বারিপাত পরিমিত। দিবাভাগ যথেষ্ট উত্তপ্ত,—প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ণ অতিশয় আরামদায়ক। গ্রীষ্মকালে দিবাভাগ গরম বটে, কিন্তু রাত্রিকালে সুশীতল এবং সন্নিকটে হিমালয়ের অবস্থান হেতু চৈত্র বৈশাখে যামিনীর শেষার্দ্ধ ভাগে শীত অনুভূত হইয়া থাকে। ভূমি ঢালু—ভূমি ... যাহাকে Flowing কহে। একেত ... জল দাঁড়াইতে পারে না, অধিকন্তু মৃত্তিকা এমন শোষক ও সুগর্ত্ত প্রণালীযুক্ত (porous) যে, শোষিত রসও মাটিকে অধিক ভিজা রাখিতে পারে না। মৃত্তিকা ও আব-হাওয়ার গুণে স্থানীয়

নদী, খাল, বিল বা তড়াগ পুষ্করিণী ও কূপের জলও স্বাস্থ্যকর ও দোষশূন্য। আবার সেই কারণ বশতঃ স্থানীয় তৃণাদিও অপেক্ষাকৃত রসহীন, ফলতঃ সারবান ও মধুর। এই সকল কারণ বশতঃ বঙ্গের পরগণার অশ্ব, গো, মহিষ, ছাগ, মেষ প্রভৃতি তাবৎ গৃহপালিত পশুই স্বাস্থ্যবান দীর্ঘকায়, স্থূলাস্থি ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। আসামের গাভীকে বেহারের—বক্সারের মেষ বা ছাগ বলিয়া মনে হয়। এখানেও যে কৃশ, ক্ষীণ বা ক্ষুদ্রাকার পশু নাই, তাহা বলি না; কিন্তু তাহারা অযত্ন-পালিত।

স্থানীয় আব-হাওয়া পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব হইলেও, স্বাস্থ্যবান যে করিতে পারা যায়, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। বাসস্থান ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহকে যদি জঙ্গলবিবর্জ্জিত ও জল নিকাশের উপায় করিয়া জমিকে শুষ্ক রাখিবার সুবিধা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কার্য্যতঃ অনেক সুবিধা হইতে পারে। নাবাল জমি, অথবা যে জমিতে বর্ষাকালে নিরন্তর জল সঞ্চিত হইয়া থাকে তাহা মানুষ ও পশু সকলের পক্ষেই বিশেষ অস্বাস্থ্যকর। চাষ আবাদ করিবার জন্য ক্ষেত্রের মধ্যে যেরূপ পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, পশুগণের স্বাস্থ্যকে উন্নত ও শরীরকে বলিষ্ঠ করিবার জন্যও সেইরূপ ব্যবস্থা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। গোয়াল ঘর, খোঁয়াড় বা আস্তাবলের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেই বাস্তবিকই ক্ষুব্ধ হইতে হয়। সেই বায়ু ও আলোক প্রবেশপথ রুদ্ধ, সেই সেঁত-সেঁতে ও ভিজে, আবর্জ্জনা পূর্ণ ঘরগুলির কথা একবার স্মরণ করুন দেখি! সেই চোনা গোবর মিশ্রিত চপ-চপে কাদা, মাছির ভনভনানি, মশার কুনকুনানী, বর্ষাকালে জোঁকের প্রাদুর্ভাব, গড়ুকী বা চাঁদের চপটপানি জল প্রভৃতি ব্যাপারগুলির কথা স্মরণ করিলেই বা ক্ষতি কি? অতঃপর সেই সকল পশুদিগকে কি দিনান্তে একবার উলিয়া মলিয়া দেওয়া হয়, মাসের মধ্যে একদিনও কি [illegible] করিয়া লওয়া হয়? রাত্রিতে শয়নের জন্য [illegible] কি কতকগুলি খড় বা বিচালি বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়?—ঘরে একদিনও গন্ধক পোড়ান দূরের কথা, জঞ্জাল পোড়াইয়া কি ধোঁয়া দেওয়া হয়? পশুদিগের পানীয় জল ও জলপাত্র কি কখন সংস্কার করা হয়? খাদ্য দ্রব্য ভিযি, ভুষি, বুট, ঘাস হউক, বা খড় খোল হউক, তাহা কি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে দেওয়া হইয়া থাকে? পশুদিগকে যে আহার্য্যের সহিত লবণ দিবার প্রথা আছে, তাহা কি দেওয়া হইয়া থাকে? এই সকল বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করি না, কাজেই গৃহপালিত পশুগণ দিন দিন হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে। বিগত ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে গোরু বাছুর প্রভৃতি যেরূপ ছিল, আজ তাহা হইতে অনেক নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আহারীয় দ্রব্য বাসস্থান প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা যেমন আবশ্যক, পশুদিগের সেবা শুশ্রূষা করাও তেমনি আবশ্যক।

অতঃপর বৎস উৎপন্ন করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই, স্ত্রী পশুকে গর্ভিণী করিবার কালে কোন নিয়ম রক্ষা করা হয় না। স্ত্রী পশুকে অনেক সময়ে গর্ভ-ধারণ কাল প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অথবা গর্ভধারণ করিবার উপযোগী স্বাস্থ্য না হইলেও গর্ভিণী করা হইয়া থাকে। গর্ভধারণের কাল উপস্থিত হইলেও, ভাবী গর্ভিণীর অবয়ব সমূহ যদি পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, কিম্বা স্বাস্থ্য বিষয়ে কোন দৌর্ব্বল্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলে কিছুদিন যে বিলম্ব করা আবশ্যক, তাহা অনেকের মনে স্থান পায় না। ঈদৃশ নানা কারণ বশতঃ গৃহপালিত পশুগণের অবস্থা দিন দিন হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

শিল্প-শিক্ষা।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম প্রস্তাব।

শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। চাকরী ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। সেকালের মত ভদ্র-সন্তানের যে কৃষাণ দ্বারা চাষ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, সে উপায় এখন নাই। কারণ, মজুরের মজুরী এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে চাষের এখন আর লাভ হয় না। ভদ্র-সন্তানদিগের নিমিত্ত সেই জন্য বড়ই ভাবনা হইয়াছে। পেটের দায়ে ভদ্র-সন্তানদিগকে এখন কি কুলিবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে? কোমরে পৈতা গুজিয়া, সুসম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের ছেলেকে কি পাটের কলে চট বুনিতে হইবে?

শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে, স্বজাতি ও পুত্র পৌত্রদিগের মঙ্গল অমঙ্গল বিষয় চিন্তা করিবার নিমিত্ত যাঁহাদের শক্তি হইয়াছে, তাঁহাদের স্কন্ধে বিষমদায়িত্ব স্থাপিত আছে। এখন তাঁহারা যেরূপ বীজবপন করিবেন, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রগণ সেইরূপ ফলভোগ করিবে। মৃত্যুর পর শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এইরূপ প্রশ্ন করা হইবে,—"ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া, পশু অপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞান হইয়াছিল। পশুগণ নিজের উদর-পূর্ত্তি ও সন্তান প্রতিপালন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। তাহা অপেক্ষা তুমি কি কিছু অধিক করিয়াছিলে? না,—পশুদিগের ন্যায় তুমিও কেবল উদর-পূর্ত্তি ও সন্তান প্রতিপালন করিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলে?" পেটে অন্ন না থাকিলে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই করিতে পারা যায় না। যে কাজে সহস্র সহস্র লোকের অন্ন হয়, পুরুষ-পরম্পরাক্রমে লোক সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে, সে কাজের চেয়ে আর ধর্ম্ম কি আছে?

আমাদিগকে এখন সেই সমুদয় কার্য্যের সূত্রপাত করিতে হইবে। [illegible] কিছু না হউক, আজি সকলকে এখন [illegible] চিন্তা [illegible],—তাহার পর কাজ আপনা হইতে আসিয়া যায়।

চিন্তার বিষয় এই যে, আমাদের দেশে নানা দ্রব্য বিদেশ হইতে আনীত হইতেছে। সে সকল দ্রব্য কি,—তাহা, নিজের দেহে, নিজের ঘরে, বাহিরে, হাটে, বাজারে, সকল স্থানেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। সেই সমুদয় দ্রব্যের বিনিময়ে আমাদের দেশ হইতে কোটি কোটি টাকার কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া অন্য দেশের লোক ধনবান হইতেছে। আর আমাদের লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। যাহারা এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহারা মানুষ; আর আমরাও মানুষ। আমরা কি সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারি না? যদি না পারি, তাহা হইলে কি কারণে আমরা পারি না। বিদেশ হইতে আনীত নানারূপ দ্রব্যাদি দেখিয়া, আমাদের এইরূপ চিন্তা করা আবশ্যক।

বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যাদি কেন আমরা প্রস্তুত করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ যে সেই সমুদয় বস্তু প্রস্তুত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নাই। অল্প দিন পূর্ব্বে এই বঙ্গবাসীতে কাচ প্রস্তুত বিষয়ে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। লেখক বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে কাচের কারখানার কথা মনে করিয়া—"এখনও আমার মনে ধিকি ধিকি আগুন জলিতেছে।" মনে এরূপ ধিকি ধিকি আগুন প্রজ্বলিত না রাখিয়া কেন বঙ্গদেশে কাচের কারখানা চলিল না, সেই বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। যে সমুদয় দ্রব্য সংযোগে কাচ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা এদেশে সুলভ ব্যয়ে মিলিতে পারে কি না, প্রথম স্থির না করিয়া ও কি প্রকারে কাচ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার বিন্দু বিসর্গ না জানিয়া, আমি যদি কাচ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহার ফল কি হয়? কিছু মাত্র না জানিয়া, যদি মন্ত্রবলে কাচ প্রস্তুত হইত, যদি না শিখিয়া ঘরে বসিয়া সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা

যাইত, তাহা হইতে আর ভাবনা ছিল না। তাহা হইলে, মারহাট ব্রাহ্মণ বাগলে কাচ প্রস্তুত শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বিলাতে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেন না। কল কথা দুই শত তিন শত বৎসর একরূপ কাজ করিয়া, বিদেশের লোক সেই কাচ প্রস্তুত সম্বন্ধে নানারূপ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে। সে জ্ঞানটী কোনরূপে তাহাদের নিকট হইতে লইতে হইবে। নিজের অন্ন মারিয়া, সে জ্ঞান সহজে কেহ অন্যকে প্রদান করে না। সেই জন্য ব্রাহ্মণ বাগলেকে কাচ নির্ম্মাতাদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইয়াছিল।

এক একটী লোকের আত্ম-বিসর্জ্জনের ফলে এইরূপে অনেক দেশে সহস্র সহস্র লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে। বিলাতে রেশমের কারখানা এইরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। রেশমের কাপড় পূর্ব্বে ইতালিদেশ হইতে বিলাতে আমদানি হইত। সেই দ্রব্যের বিনিময়ে বিলাতের অনেক ধন ইতালি দেশে চলিয়া যাইত। বিলাতের লোক চিন্তা করিতে লাগিল,—"আমরা কি এই রেশমের কাপড় প্রস্তুত করিতে পারি না? আমরাও মানুষ, ইতালি দেশের লোকও মানুষ। তবে আমরা রেশমের কাপড় প্রস্তুত করিতে পারি না কেন?" লোকের মনে প্রথম এইরূপ চিন্তা হইল, তাহার পর চেষ্টা হইল। রাড়ী-ভুড়ির টাকা লইয়া, বিলাতের দেশ-হিতৈষীগণ কল পাঠাইবার নিমিত্ত ইতালিতে পত্র লিখিলেন না। পত্রের উত্তরে পচা পাচকো অকর্ম্মণ্য কল আসিয়া উপস্থিত হইল না। কিছুমাত্র না জানিয়া, বিলাতের দেশ-হিতৈষীগণ রেশমের কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিলেন না। তাঁহারা ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া পরের টাকায় ব্যবসায় আরম্ভ করেন নাই। না,—এইরূপ করিয়া তাঁহারা দেশ-হিতৈষীদিগের উপর লোকের বিশ্বাসের মূলে একেবারে কুঠারাঘাত করেন নাই।

তাঁহারা প্রথম চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কেন এরূপ কাজ করিতে পারি না। যে জিনিস ইতালির লোকে আমাদের দেশে আনিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে, সে জিনিস আমরা প্রস্তুত করিতে গেলে, খরচ অধিক পড়িয়া যায়। ইহার কারণ কি? ঘরে বসিয়া পুস্তক খুলিয়া তাঁহারা এ তত্ত্বের মীমাংসা করিলেন না। তাঁহারা ইতালি দেশে গমন করিয়া, এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তথাপি ঐ বিষয়ে সন্ধান লাভ করা সহজ হয় নাই। নিজের অর্থোপার্জ্জনের ফন্দি সহজে লোকে বলে না। যাহা হউক, অনেক কষ্টে, ইংরেজগণ জানিতে পারিলেন যে, ইতালির লোকে অনেক দিন রেশমের কাজ করিয়া, ভাল একটী কল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই কলের সহায়তায় অতি অল্প খরচে তাহারা রেশমের কাপড় বুনিতে সমর্থ হয়। অতএব, হয় এইরূপ কল আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে, আর না হয় ইতালি হইতে এই কল নির্ম্মাণের কৌশলটি আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। দুই শত বৎসরের অভিজ্ঞতা-ফলে ইতালি দেশে যে কল আবিষ্কৃত হইয়াছে, আজ একদিনে বিলাতে সে কল আবিষ্কৃত হইতে পারে না। অতএব, ইতালির নিকট হইতে কলের কৌশলটী কোনরূপে জানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইতালির কারখানা-স্বামীগণ কলের ভিতর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না। কিরূপ কল, তাহা জানিবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না।

ব্রাহ্মণ বাগলের মত আমাদের দেশে অতি অল্প লোক আছে; কিন্তু বিলাতে এরূপ অনেক লোক আছে। বিলাতের দরউইচ নামক নগরে লম্ব নামক এক যুবক ছিল। যুবক ধনবান্ লোকের পুত্র; ধন ঐশ্বর্য্যের তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তথাপি সেই যুবক প্রতিজ্ঞা করিল যে, যেমন করিয়া পারি, ইতালির রেশমের কল আমি আমার দেশে আনিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যুবক ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ইতালি

দেশের লেগহর্ণ নামক নগরে গমন করিল। বড় লোকের ছেলে নানারূপ জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে, লেগহর্ণ নগর অধিবাসীদিগের নিকট যুবক সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইল। যুবক যখন ইতালির সকল বিষয় দেখিতে আসিয়াছে, তখন লেগহর্ণ নগরের রেশমের কারখানা পরিদর্শন করা কিছু আর আশ্চর্য্য কথা নহে। অতি কষ্টে যুবক কারখানাস্বামীর নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু কারখানা-স্বামী কোন বিষয় তাহাকে ভাল করিয়া দেখাইলেন না। কারখানায় প্রবেশ করিবামাত্র যুবককে তিনি দ্রুতবেগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইলেন। এক স্থানে কিছুক্ষণের নিমিত্ত দাঁড়াইতে দিলেন না। সে জন্য যুবকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। কল সম্বন্ধে সে কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইল না।

ইংরেজ-যুবক কিন্তু হতাশ হইবার পাত্র নহে। সে ভাবিল, এরূপ উপায়ে আমি কলের বিষয় কিছুই জানিতে পারিব না। অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া সেই ধন-কুবেরের পুত্র স্বজাতির উপকারের নিমিত্ত ভিখারীর বেশ ধারণ করিল। ছিন্নবস্ত্রপরিহিত ও ধূলি-ধূসরিত হইয়া, সে লেগহর্ণ নগরের পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভিক্ষা করিতে করিতে একদিন সে সেই রেশম-কারখানা-স্বামীর পুরোহিতের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বিদেশ-বিভূমিতে সে নিঃসহায় অনাথ এই বলিয়া তাঁহার নিকট সে পরিচয় দিল। পুরোহিত ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি। বিদেশী যুবকের দুঃখে সহজেই তাঁহার দয়া হইল। কিন্তু এ দেশের পুরোহিতগণ কেহ সংসারী নহেন। সুতরাং নিজের কাছে তিনি তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার ধনবান যজমান রেশম কারখানার স্বামীর নিকট [illegible] পাঠাইয়া দিলেন।

পুরোহিতের অনুরোধে কারখানার স্বামী তাহাকে রেশম-কলে সামান্য কুলি-মিস্ত্রির কাজ দিলেন। গরীব ভিখারী! রাত্রিতে সে পড়িয়া থাকে, এমন একটু স্থান তাহার নাই। সামান্য অজ্ঞ একটা কুলিকে কলের বাটীর ভিতর অতিথিগণের নিমিত্ত একটু স্থান দিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কারখানা-স্বামী যুবককে কলের ভিতর সামান্য একটী গুদামে শয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। অজ্ঞ কুলি আপনার নিকট কাগজ, পেনসিল, বাতি ও চকমকি রাখিয়াছিল। রাত্রিকালে উঠিয়া বাতিটী জ্বালিয়া সে কলের প্রণালীটী আঁকিয়া লইত। লেগহর্ণ নগরে এই সময়ে, গ্রোভার এবং অনউইন নামক ইংরেজ বণিকের আফিস ছিল। যুবক সেই অঙ্কিত কাগজ একটু একটু করিয়া সেই বণিকের আফিসে প্রেরণ করিতে লাগিল। বণিক সেই অঙ্কিত কাগজ দেখিয়া, একটু একটু করিয়া, কলের ছোট একটা কাঠের নকল করিতে লাগিল। তারপর ক্রমে ক্রমে সেই নকল বিলাতে প্রেরিত হইল। বিলাতে সেই নকল দেখিয়া, বড় লৌহনির্ম্মিত কল প্রস্তুত হইল। তখন হইতে ভাল কলের সহায়তায় ইংলণ্ডের লোক রেশম কাপড় বয়ন করিতে লাগিল। ইতালি হইতে এই দ্রব্য আমদানি সেই সময় হইতে বন্ধ হইয়া গেল। বিলাতের ধন বিদেশে আর প্রেরিত হইল না। সেই ধনে সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল। যুবক লম্বের চেষ্টায় আজ পর্য্যন্ত সেই কার্য্য করিয়া সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতেছে। ইংরেজ যুবকের যখন অভীষ্ট সিদ্ধ হইল তখন কারখানা হইতে পলায়ন করিয়া, সে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। তাহার দেশের লোক তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল? অতি সমাদরে দেশের লোক তাহাকে গ্রহণ করিল। [illegible] তাহার পূজা করিতে লাগিল। আজ পর্য্যন্ত লোকে তাহার গুণ-গান [illegible]

গোজাতির দেবভাব।

মান্যবর শ্রীযুক্ত 'কৃষক' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

বৈশাখ মাসের পত্রের ৩৩২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার জ্যোতিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত 'গোজাতি—পরিশিষ্ট' পাঠ করিতে নিম্নলিখিত অংশটী দৃষ্টিগোচর হইল :—

"যেরূপ পৃথিবীর * * * * ব্যক্তিগণ গোর এক এক অঙ্গে এক এক মহাভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এক গো ব্যতীত অন্য কোনও প্রাণীর অঙ্গে * * * * না। তাহাদের * * * * হইতে পারেন।

কিন্তু ইহার বাক্যগত অর্থ বুঝিতে পারিলেও, ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অর্থাৎ 'মুনিবাক্যের ইঙ্গিত উপদেশ' বুঝিতে পারিলাম না। কিরূপেই বা গো'র এক এক অঙ্গে এক এক মহাভাব প্রত্যক্ষীকৃত হইয়া থাকে? কি রূপেই বা অন্য প্রাণীতে ঐ সকল দেব ভাবের অভাব হইয়া থাকে? কি রূপেই বা গো'র অঙ্গপ্রতিষ্ঠিত ভাব হইতে দেবতার ভাব সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উপাসনার অধিকারী হইতে পারি? এই প্রশ্নসমূহের কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

কোন্ আর্য্যসন্তান অস্বীকার করিবেন যে আর্য্য-ঋষিগণ প্রাকৃতিক বিষয় দর্শন করিয়া তাহা হইতে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন? দুঃখের বিষয় তাঁহারা সেই সমস্ত জ্ঞানরাশি স্পষ্ট আকারে না লিখিয়া রূপক প্রভৃতির ছলে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দর্শনের (Observation) অভাব না হইলেও স্পষ্ট বিবৃতির (Classification and Verification) অভাব হওয়ায় তাঁহাদের অনুপযুক্ত বংশধরগণ একণে তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার সম্যক্ বা সামান্যও উপলব্ধি করিতে পারেন না। অতএব ঐ সমস্ত জ্ঞানের যদি একণে বিশেষ বিবৃতি হয়, তাহা হইলে সাধারণের বিশেষতঃ হিন্দুলোকের প্রভূত উপকার সাধন হয়।

অতএব আশা করি কি জ্যোতিরত্ন মহাশয় বা অন্য কোন জ্ঞানী লোক গো সম্বলিত উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের স্পষ্ট মীমাংসা 'কৃষক' পত্রে প্রকাশ করিয়া সাধারণের উপকার করিবেন।—বশম্বদ, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বর্ম্মণ।

আতারা হইতে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বর্ম্মণ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তদুত্তর।

কার্ত্তিক বাবু যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার প্রত্যেক প্রশ্নেই বিমল জ্ঞানের আভাস প্রতিফলিত হইয়াছে। এরূপ প্রশ্ন ও তদুত্তর দ্বারা বস্তুতঃই সাধারণের বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার হইতে পারে। আমাদের দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ হওয়ারও আশা কোথায়। শাস্ত্রীয় মহাবাক্যের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশেই আমরা যখন ব্রতী, তখন যিনি যাহাই জিজ্ঞাসা করুন না কেন তৎক্ষণাৎ আহলাদ পূর্ব্বক তাহার উত্তর দিয়া কৃষকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকি। এ সকল বিষয় যত বিশদরূপে লেখা হয়, ততই তত্ত্বজ্ঞানের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিষয় সকলের প্রকাশ হয়, কিন্তু কৃষকের স্থান নিতান্ত অল্প তবে সহোদরপ্রতিম মহানুভব সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বি, এ, এফ, আর, এচ, এস, মহোদয়ের এ সকল বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি থাকায় গুণে, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

আর্য্যঋষিগণ আমাদিগের অভীষ্ট সাধন লোক-মার্গে সমস্তই সুরলরূপে বলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু যে কালে তাঁহারা উপদেশ সকল প্রণয়ন করিয়াছেন, সে কালের আর্য্য সন্তান মাত্রেই বিমল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এক্ষণে সে কাল নাই। এখন সহস্রের মধ্যে জ্ঞানী ও সহস্র জ্ঞানীর মধ্যে একজনও সূক্ষ্ম জ্ঞানী পাওয়া কঠিন। আর সেরূপ সর্ব্বত্র সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা আলোচিত হয় না। এক্ষণে অনেকেই সে কথায় বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এ কারণ সম্যক জ্ঞানের অভিব্যক্তির অভাব বশতঃ

আমাদের মধ্যে আর কাহারও মনিষীগণের কথার কথার কিছুর অর্থ কখন প্রকটিত হয় না। শঙ্কর শীতিনিতেও যেমন প্রাচুর্য্য জ্ঞান আর পণ্ডিতগণের সৌন্দর্য্য অনেকেরই চক্ষে প্রতিভাত হয়। বাস্তবিকই জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশিষ্ট আলোচনা ব্যতীত যে আমাদের কিছুই জানিবার অধিকার নাই তাহাতে আর সংশয় কি?

ভগবান মনু বলিয়াছেন প্রকৃত জ্ঞানীর চক্ষেই দেবতার দেবত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব, এবং গোর দেবত্ব প্রকাশ পায়। গরুড় পুরাণে আরও পরিষ্কাররূপে ঐ বিষয়েরই উল্লেখ আছে যথা;—

ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন শিলায়াং ন মৃৎস্থচ।
ভাবেহি বিদ্যতে দেবো তস্মাৎ ভাবোহি কারণম্॥

কাষ্ঠ, শিলা ও মৃত্তিকায় দেবতা বিদ্যমান নাই। ভাবেতেই দেবত্ব বিদ্যমান, ভাবই তাহার কারণ।

প্রতিমাদির দেবতাব [illegible] তত্ত্বদর্শীদের চক্ষেই প্রতিফলিত হয়। সাধারণে যাহা দেখেন তত্ত্বদর্শীগণ তদতিরিক্ত প্রতিমাদিতে অন্তরূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও দেবত্বাদি দর্শন করেন। সদগুরুর কৃপায় যে দিন জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া যায়, এই দুই চক্ষুর কার্য্য ব্যতীত অন্য চক্ষুর কার্য্য অপ্রবাহিত গতিতে হইতে থাকে, সেই দিন হইতেই সকল পদার্থেই এক এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখনই প্রতিমা ব্রাহ্মণ ও গো শরীরে ঐ সকল মহদ্ভাব সকল লক্ষিত হয়। যাহাদের তাহা দৃষ্ট হয় না, তাঁহাদের যে প্রতিমা ব্রাহ্মণ ও গোর প্রতি ভক্তি করিতে নাই তাহা নহে। কারণ সৌন্দর্য্যগ্রহণাভিজ্ঞ ব্যক্তিরই যাবতীয় পদার্থের প্রকৃত সৌন্দর্য্য পুঞ্জীকৃত হইয়া তাহার আত্মশক্তিকে প্রকাশ করিবার শক্তি হইয়া থাকে। যাহারা কৃপাপূর্ব্বক বিবরেই অভিগতি [illegible] তাহারাই সদগুরুর কৃপা পাইবার অধিকারী। [illegible] তত্ত্বজ্ঞগণ যাহা বলিয়াছেন,—তাহা বর্ণে বর্ণে [illegible] অনুভবের মাত্র হইয়া থাকে।

মহর্ষিরা বলেন;—

ধাত্র্যঃ সর্ব্বস্য লোকস্য গাবো মাত্রেব সর্ব্বথা।
[illegible] দারিদ্র্য ব্যাধিভিঃ সহ॥
(বৃহৎ মহাপুরাণে)

গো সকল মাতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সকল লোকের ধাত্রী। তাহাদের দর্শন মাত্র পাপ সকল দারিদ্র্য ও ব্যাধির সহিত দূর করিয়া থাকে।

গো সকলে যে ভাব দৃষ্ট হয় কুত্রাপি সে ভাব নাই এবং মাতৃভাবে সেই ভাবের কিয়ৎ পরিমাণ সাদৃশ্য হয়। প্রকৃত [illegible] যে ভাবে জগৎ পালিত হয়, জ্ঞানীগণ গো সকল হইতে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে ভাবের নিকট দারিদ্র্য ও ব্যাধি তিষ্ঠিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত উহা জানা যায় না, ব্রহ্মজ্যোতিঃ [illegible] উহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ঐ বিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ।

উচ্ছিষ্ট সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণোজ্ঞান মব্যক্তং চেতনাময়॥
(বিজ্ঞানদীপিকায়াং যোগ সরস্বতী তন্ত্রে)

সর্ব্ব বিদ্যাই মুখে মুখে, এমন কি সর্ব্ব শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হয় নাই। কারণ উহা বাক্যে বলা যায় না, উহা সম্পূর্ণ অব্যক্ত [illegible] বলিবার ভাষা নাই, পাত্রাপাত্র নাই, অধিকারী হইলে, ও সদ্‌গুরু কৃপা থাকিলেই তিনি উহা ক্রিয়া দ্বারা জানাইয়া দিতে সক্ষম।

ধেনুতে যে শ্রী আছে তাহা কুত্রাপি নাই;—

যা লক্ষ্মী সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু॥
(স্কন্দে)

যিনি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মী ও যিনি সকল দেবে অধিষ্ঠাতা সেই ধেনুরূপিণী দেবী আমার পাপ ব্যপোহিত করুন।

অন্তর জ্যোতিঃ যাহাদের দর্শন হয় তাহাদের চক্ষে সর্ব্বভূতে যে শ্রী, এক গো ব্যতীত আর কাহাতেও সে শ্রী দৃষ্ট হয় না, সর্ব্বদেবের যে শ্রী, এক মাত্র গোতেই তাহা বিদ্যমান। অতএব ধেনু দান করিলে, ঐ সকল শ্রী দান করাই হয়। যিনি এরূপ দানে সক্ষম, তাঁহার আর হতশ্রী থাকে না। তাঁহার পাপ সকল আপনা হইতেই তিরোহিত হয়।

মহর্ষিগণ এই গো জাতীয় শ্রীকে, আরও সুস্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছেন ;—

বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মীঃ, স্বাহাচৈব বিভাবসোঃ।
স্বধা যা পিতৃ মুখ্যানাং সা ধেনু সর্ব্বদাশুভঃ।
গঙ্গাক্ষীরন্তু যাসাং বৈ কিং পবিত্র মতঃ পরম্॥
(স্কন্দ মহাপুরাণে।)

যিনি বিষ্ণুর হৃদয়াস্থিতা লক্ষ্মী, যিনি বিভাবসুর স্বাহা, যিনি পিতৃমুখ্যগণের স্বধা সেই ধেনুই সর্ব্বদা শুভস্বরূপা। ভাগীরথী যাহাদের ক্ষীর সেই ধেনু অপেক্ষা পবিত্র আর কি আছে ?

কমলার স্বাহার ও স্বধার এবং গঙ্গার শ্রী একমাত্র গোতেই বিদ্যমান। এই সমস্ত শ্রী সন্দর্শন করাপেক্ষা সাধনা আর নাই। গরুর দুগ্ধজাত দ্রব্য ব্যতীত, বিশিষ্ট সুমিষ্ট দ্রব্যও অকিঞ্চিৎকর এবং উহা তৃপ্তিদায়কও হয় না। ইহার মূল গো দুগ্ধে গঙ্গার অবস্থান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

গবামঙ্গেষু তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
যস্মাত্তস্মাচ্ছিবন্দদ্যাদিহ লোকে পরত্র চ॥

গোর শরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন বিরাজমান। একণে গো সকল উভয় লৌকিক মঙ্গল বিধান করেন।

এই অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও সৌকুমার্য্যাদি ভাব সকল তো, ধেনুতেজ্জলাছেই কিন্তু,—সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগামী ঋষিগণ বলিয়াছেন, গোতে চতুর্দ্দশ ভুবনের ভাবই বিদ্যমান। এমন মঙ্গলাকর গো আমরা চিনিতে পারি না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে ? আমরা কি আঙ্কবংশের যেমোহে চর্ম্মচক্ষে আমরা কি দেখিব, কি বুঝিব ? বিনা জ্ঞান চক্ষু ইহাতে আমরা একেবারে অন্ধ। ভাবের কথা আমি কি বলিব, যাতে সকল ভাব সঞ্চার হয় এক কথায় তাহা বুঝিয়া লউন ;—

ঝাঁপতাল।

অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যপ্ত যিনি চরাচরে,
গুরু বিনা এ সংসারে বল কে দেখাবে তাঁরে।
তিনি সতত বিরাজিত এ দেহ হৃদলোপরে,—
অন্ধজনে চক্ষু বিনে বল কেমনে দেখে তাঁরে।
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে গুরু যে দীনে কৃপা করে
সেদিনে তাঁরে নয়নে হেরে ভাসি শান্তি সুখনীরে।
তড়িত জড়িত যেন নবনীরদ শোভা করে
অপরূপ সাজিছে ভাল তেমতি কার মাথারে।
ঘন প্রকাশে তেজোরাশি মাঝে তারকা বিহরেরে
আহামরি কি রূপমাধুরী হেরিলে আঁখি নাহি ফিরে॥

বিনীত—শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতীরত্ন।

বিষবৃক্ষ কি ?

দেশী কাপড়ের মধ্যে শান্তিপুরে কাপড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান। পাড়ের চটক এমন আর কাহারও নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষও তাই। এমন ভাষার লালিত্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য, উপন্যাসের চরিত্রসমাবেশ, বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় আর কোন গ্রন্থে নাই। ভাল ধোপার হাতে পড়িলে, যেমন শান্তিপুরে কাপড় এক ধোপে খুব চটকদার হয়, অমৃত বাবুর হাতে পড়িয়া বঙ্কিমের বিষবৃক্ষও সেইরূপ খুব চটকদার হইয়াছে। বঙ্কিম শান্তিপুরে তাঁতি, ও অমৃতলাল ঢাকাই ধোপা। ধোপা ও তাঁতির পরস্পর সমন্বয়ে বিষবৃক্ষরূপ ধুতি যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, বিচিত্র কি ? সব

সত্য, কেবল একটী কিন্তু আছে। শান্তিপুরে কাপড়ে যে সূতা নাই, বিষবৃক্ষে যে কিছুই নাই।

বিষবৃক্ষের পুরুষ মানুষ দুটো। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র। গোবিন্দপুরের জমীদার দত্ত বংশজ কায়স্থ সন্তান—নগেন্দ্র। যে সকল উপাদান লইয়া নাটকে বা নভেলে হিরো Hero হইতে হয়, নগেন্দ্রেরসে সব গুণ আছে। কিন্তু নগেন্দ্র আদর্শ চরিত্র নয়। এই টুকুই গ্রন্থকারের কবিত্ব, এরূপ মিহি সুতায় কাপড় বোনা, এরূপ জঘন্য সুতায় সর্ব্বোচ্চ কাপড় প্রস্তুত করা শান্তিপুরে তাঁতিরই কার্য্য। এরূপ জঘন্য চরিত্রকে বাঙ্গালার সর্ব্বোচ্চ গ্রন্থের নায়ক প্রস্তুত করিয়া রচনা কৌশলে, ভাষার চাতুর্য্যে সকলের মনে সকলের চক্ষে উপাদেয় করিয়া দাঁড় করান সাহিত্য জগতের রাজাধিরাজ বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ পারে না। সেই খানেই বঙ্কিমের কবিত্ব, সেই খানেই তাঁহার কৃতিত্ব। দেবেন্দ্র ঘৃণিতচরিত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয়ের তুলনায় এক জন সামান্য মনুষ্য, অপরটী নরকের কীট। নগেন্দ্র অনাথা বালবিধবা কুন্দনন্দিনীকে ঘরে লইয়া আসিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আর দেবেন্দ্র কুন্দকে দেখিয়াই সন্তুষ্ট, তাহাকে গান শুনাইয়াই সুখী। নগেন্দ্রের পত্নী সূর্য্যমুখী রূপবতী, গুণবতী, মোট কথা সধবা স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ থাকিতে হয় সূর্য্যমুখীতে সব ছিল। সেই প্রেমপ্রতিমা সূর্য্যমুখীকে বিসর্জ্জন দিয়া "তোমাতে আমার আর সুখ নাই" এইরূপ বিষদিগ্ধ বাক্যবাণে তদধীনজীবিতা সূর্য্যমুখীকে বিদ্ধ করিয়া অনায়াসে কুন্দনন্দিনীর প্রেমে বিভোর হইলেন। আর দুষ্টা মুখরা স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা কটু বাক্যপ্রয়োগকুশলা হৈমবতী যাহার পত্নী সে যে নিরন্তর বিপথগামী হইবে বিচিত্র কি ? একটা পাচিকা বা পরিচারিকার প্রতি মনে মনে আসক্তি জন্মিয়াছে, অথচ কুৎসিত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে না—এই জন্য সুরাপানাসক্ত হওয়া যদি 'দেব চরিত্র' নগেন্দ্র নাথের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বেচারা দেবেন্দ্র যে একটু মদ খায়, সেটা আর দোষের কি ? তবে এক হীরা দাসীর কথা ;—যে লোক নিরন্তর পানাসক্ত তাহার পদস্খলন বিচিত্র নহে। দেবেন্দ্রের চরিত্রে প্রতিশোধপ্রবৃত্তি কিছু বলীয়সী। হৈমবতীর প্রতিশোধের জন্য সুরাপান আর হীরাদাসীকৃত অপমানের প্রতিশোধের জন্য হীরার সর্ব্বনাশ। নগেন্দ্র আর দেবেন্দ্র উভয়েই সজ্জনের পরিত্যাজ্য। শুঁড়ির দোকানে, রাজপথে, পুলিসে, কারাগারে ঢের নগেন্দ্রনাথ পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রও তাই, তবে বোধ হয়, দেবেন্দ্রের সংখ্যা কিছু কম হইবে। এখন বুঝুন বঙ্কিমচন্দ্র শান্তিপুরে তাঁতি কি না ? আর অমৃতলাল কেমন খোসখৎ ধোপা তাহা ত দেখিয়াছেন।

তারপর স্ত্রী চরিত্র। পঞ্চদশবর্ষীয়া ভদ্রবংশজ বালবিধবা হিন্দুকামিনী যদি পুরুষের প্রতি কুটিল দৃষ্টিতে চায়, তাহা হইলে তাহার হিন্দুত্ব কোথায় ? জয়ন্ত সদৃশ নগেন্দ্র নাথকে দেখিয়া, যদি তার প্রেমে আসক্ত হয়, বাটী হইতে বাহির হইবার সময় নগেন্দ্রের জানালার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে পারে, আবার লতাকুঞ্জে নগেন্দ্রের সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাতে না বলিয়া মান সোহাগ ও পাপিষ্ঠ কামুকের কামানল শতগুণে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে, হিন্দুশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত—তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দেওয়া। কিন্তু তাঁতির এমনি পারিপাট্য যে, যখন বিষপানে সেই সমাজের কণ্টক আত্মহত্যা করিতেছে তখন পাঠকের এবং ধোপার দর্শকের চক্ষে স্বতঃই জল বাহির হয়।

হীরাদাসী সামান্য পরিচারিকা মাত্র। নিরক্ষরা বুদ্ধিবিবেকবিহীনা অসহায়া হীরাদাসী এক দিন সুস্থ অবসর পাইয়াও দেবেন্দ্রনাথকে অম্লান বদনে বলিয়াছিল "তুমি আমার ঘর হইতে এখনই দূর হও।"

তাহারও চিত্তসংযমে সম্পূর্ণ অধিকার দেখা যায়। কিন্তু কুন্দনন্দিনী বিদুষী সজ্জনসংসর্গলালিতা হইলেও এক দিনের জন্যও চিত্ত সংযম করিবার চেষ্টাও করে নাই। কুৎসিত প্রণয়ের প্রধান অন্তরায় ভিন্ন দেশাবস্থান। যখন আগুণ জ্বলিয়া উঠে তখন কমল তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিয়াছিল, কুন্দ তাহাতে সম্মত হয় নাই। যদি কলিকাতায় যায় তাহা হইলে ত আর পাপের স্রোত বৃদ্ধি পায় না। বিধবা বিবাহ ভাল কি মন্দ সে বিচার করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। সামর্থ্য থাকিলেও এ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহা নহে। তবে এই টুকু স্থির যে, বাল বিধবা যদি স্বামীর নাম শুনিলে বিরক্তি প্রকাশ করে, স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, মূর্খ দরিদ্র বলিয়া মনে মনে স্বামীর প্রতি ঘৃণা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত করে সেটী কি সমাজের আবর্জ্জনা নয়? তা অপেক্ষা কি হীরাদাসী ভাল নয়?

আর সূর্য্যমুখী, কবি নাম দিয়াছেন সূর্য্যমুখী, সূর্য্যমুখী সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধ মুখেই আছেন। সূর্য্যমুখী চরিত্রের প্রধান ভাব—দম্ভ। সংসারক্ষেত্রে সূর্য্যমুখী দম্ভ লইয়া আসিয়াছিলেন। ভগবান দাম্ভিকার দম্ভ বজায় রাখিবার জন্যই, নগেন্দ্র নাথের গৃহে আনিয়া দিয়াছেন। যোটাযোট লইয়াছিল ভাল, কিন্তু ভগবানের আর একটী নাম যে দর্পহারী, তাই কুন্দনন্দিনীকে ঘরে আনিয়া তার দর্প চূর্ণ করিলেন। সূর্য্যমুখী জানিত, আমার স্বামীর মত স্বামী কাহারও হয় না, তাইত তার সর্ব্বনাশ হইল। এই দম্ভের প্রধান দৃষ্টান্ত গৃহত্যাগ পতিব্রতার সতীত্বের পরিচায়ক নহে, ভদ্র মহিলার ভাব নহে, দাম্ভিকার দম্ভ মাত্র। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে এরূপ স্ত্রীলোক এরূপ গৃহিণী কর্ত্তৃত্ব পাইবার যোগ্য নহে। স্বামী অন্যাসক্ত বলিয়া যে স্ত্রী গৃহত্যাগ করিয়া যায় হিন্দু শাস্ত্রে সে সহধর্ম্মিণীপদবাচ্য নহে। বিনা অনুমতিতে বাপের বাটীতে যাওয়া যে সমাজে নিষেধ, সে সমাজে একেবারে নিরুদ্দেশ, এ চরিত্র কি? স্বামী ভাল হ'ক মন্দ হ'ক এ বিবেচনা না করিয়া দেবতা জ্ঞানে অবিচলিত চিত্তে যে স্ত্রী স্বামীকে সেবা করিতে পারে, আমরা তাহাকে প্রণাম করি। পত্নীকে, কন্যাকে, ভগ্নীকে উপদেশ দিবার সময় সেই স্ত্রী চরিত্র উদ্দেশ করিয়া কত কথা বলি। মনে মনে বড় আশা ছিল, যখন বিষবৃক্ষ পড়ি মনে মনে আশা হইয়াছিল পত্নীকে সূর্য্যমুখীর মত দেখিব, কন্যাকে সূর্য্যমুখীর মত করিবার চেষ্টা পাইব। কিন্তু যেখানে গৃহত্যাগ আরম্ভ হইল সেইখানে হইতেই সে আশা তিরোহিত হয়। সীতাদেবী, দময়ন্তীর কথা ছাড়িয়া দাও, যে হেতু তাঁহারাও দেবী চরিত্র মধ্যে পরিগণিত। আমাদের ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখীকে শিক্ষা দিবার মত, পতিব্রতা ধর্ম্মশিক্ষা দিবার মত অনেক স্ত্রীলোক পাওয়া যায়। সুরাপায়ী পরদারনিরত স্বামী নিরন্তর অনন্যগতি পতিব্রতার বক্ষে পদাঘাত করিতেছে এমন পাষণ্ডও ত অনেক আছে। নগেন্দ্রনাথ তাহাদের কাছে কিছুই নয়। দেখা যায় সতী ভক্তিভাবে দেবতা জ্ঞানে সেই স্বামীকে সেই গুণধর দেবতাকে মনে মনে পূজা করিতেছে, ভুলিয়া বাপের বাটী যাইবার নামও করে না। বল দেখি সূর্য্যমুখী তুমি সেই সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন সাহসে গৃহ ত্যাগ করিলে? যদি গিয়াছিলে হরমণি বৈষ্ণবীর গৃহে মর নাই কেন? আবার কালামুখ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মূর্চ্ছিত নগেন্দ্রের মস্তক তোমার অঙ্কদেশে স্থাপিত করিবার সাহস তোমার কিরূপে হইল? তোমাতে আমার আর সুখ নাই যাহার মুখে এই কথা শুনিয়া গৃহত্যাগ করিলে আবার তাহাকে স্পর্শ করিতে তোমার লজ্জা বোধ হইল না? তুমি না এক দিন ঝাঁটা মারিয়া কুন্দকে বাহির করিয়া দিতে চাহিয়াছিলে। কি বলিব তুমি নগেন্দ্রের গৃহিণী,

নগেন্দ্র যে গ্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা, সমাজের মড়ল, নহিলে অন্য গ্রাম হইলে, নগেন্দ্রের এত প্রভুত্ব না থাকিলে, তোমার পৃষ্ঠে কত শতমুখী পড়িত বুঝ কি? তুমি হিন্দুর আদর্শ পত্নীর পদনখে স্থান পাইবার যোগ্য নও।

বিষবৃক্ষে এখন বাকি কেবল কমল। আগুণ যেমন সোণা পরীক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়, বিপদ তেমনি স্ত্রী চরিত্র পরীক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবানের কৃপায় শ্রীশচন্দ্র ও কমল কখন বিপদে পড়ে নাই পরীক্ষা করিব কিরূপে? অতুল ঐশ্বর্য্য, অনন্যাসক্তি স্বামী, স্নেহময় প্রতিপৎ চন্দ্র সদৃশ পুত্র, কিসের অভাব? অবিচ্ছিন্নভাবে যাহার সুখের স্রোত চলিয়া আসিয়াছে তাহার চরিত্র কিরূপে পরীক্ষা করিব। বুঝিতাম যদি সূর্য্যমুখীর মত অবস্থায় পড়িতেন যদি শ্রীশচন্দ্র আর কাহারও প্রণয়ে আসক্ত হইতেন তখন তাঁহার ধৈর্য্য কত থাকিত।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ লিখিয়া ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে রূপজ মোহ কি সর্ব্বনাশ না করিতে পারে? নগেন্দ্রের মত উচ্চাশয় ব্যক্তিরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। পত্নীপ্রেম দেখে না, সমাজবন্ধন মানে না, লোক লজ্জার ভয় রাখে না, নরকের ভয় করে না, কেবল রূপ চায়। এই জন্যই কুন্দনন্দিনীর তারা চরণের সঙ্গে বিবাহ, এই জন্যই তাহার বৈধব্য। বিধবাবিবাহ সমাজ নিষিদ্ধ, রূপতৃষাতুর কামুক নগেন্দ্র সে সমাজ বন্ধন অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। দেখ কামের মহিমা দেখ! আর তুমি কুন্দনন্দিনী তোমাকেও যথেষ্টই বলিয়াছি কিন্তু একটী কথা স্মরণ রাখিও যে, যে দেশে বিধবা বিবাহ আছে বা ডাইভোর্স আছে সে দেশের বিবাহ পবিত্র বন্ধন নয়, সে বিবাহ কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন উপায় মাত্র। সে কার্য্য ত সামান্য পশু পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ফল কথা, কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র কেহই আদর্শচরিত্র নয়। দেবেন্দ্র ও হীরাদাসীর কথা আর উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

উপসংহারে বলি যে বিষবৃক্ষেই বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেব চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই। দেব চরিত্র মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারে কিন্তু মনুষ্য চরিত্রেই মনুষ্যের সহানুভূতি। মানুষকেই মানুষে ভালবাসে—দেবতাকে ভক্তি করে ও ভয় করে, যেখানে ভয় ও ভক্তি সেখানে সহৃদয়তা নাই। বিষবৃক্ষেই বঙ্কিম অমর। তিনি আদর্শ চরিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিবার জন্য পাঠককে পথ দেখাইয়া অমর হইয়াছেন।

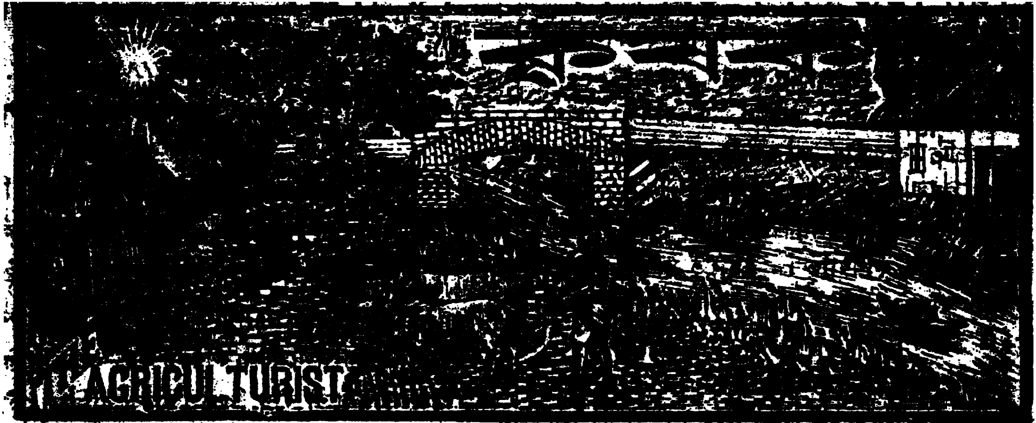
কেন ফুল ফোট তুমি!

কেন ফুল ফোট তুমি? কেন যাও ঝরে?
কেন বা হাসিয়া মর ক্ষণেকের তরে?
দীনেশের কোন রাজ্যে তোমার আবাস?
তেয়াগি যে ধাম এবে হেথায় প্রবাস!
কোন সুখে ধরা মাঝে কাহার লাগিয়া
হাসি মুখে ফুট তুমি অমিয় মাখিয়া?
কাহার লাগিয়ে পুনঃ! মলিন বদনে
ঝরে যাও ক্ষণ পরে কুসমিত বনে?
কোন দোষে দোষী তুমি ধরার মাঝার?
প্রাণভরা হাসি যাহে নাহিক তোমার!
ধরা মাঝে ঝরে যাও অপূর্ণ জীবনে
না মিটিতে আশাচয় অতৃপ্ত ভুবনে!
অমলতা কোমলতা হৃদয়ে যাহার,
চঞ্চল জীবন হায় কেনগো তাহার?
কি জানি তোমার ধর্ম্ম, তোমার মহিমা
কি বুঝিব ক্ষণেকের হাসির গরিমা!

শ্রীমতী সরোজিনী দাসী, ডায়মণ্ড হারবার।

REGISTERED NO. C. 192.

কৃষিতত্ত্ব, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। (সচিত্র)



২য় খণ্ড। শ্রাবণ, ১৩০৮ সাল। ৪র্থ সংখ্যা।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন ৴০, অর্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ১৷০, এক পেজ ২৷০।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, B.A., F.R.H.S.
ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৮১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। শ্রাবণ, ১৩০৮ সাল। ৪র্থ সংখ্যা

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

"বাতরোগে আপেল"।--নিয়মিত রূপে আপেল ফল ভোজন করিলে দুশ্চিকিৎস্য বাত রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

—০—

তাড়িৎ ট্রাম।—কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় তাড়িৎ ট্রাম চালাইবার বিরাট আয়োজন হইতেছে। শীঘ্রই তাড়িৎ ট্রাম চলিবে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

বৃষ্টি।—মধ্য প্রদেশে বৃষ্টি হইয়াছে।

—০—

দুর্ভিক্ষ কমিশন।—সম্প্রতি নাকি দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে না।

—০—

গেঁদা-ফুল।—মশক নাকি গেঁদাফুলের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

—০—

আদর্শ জমিদার।—প্রতিবাসী শুনিয়াছেন আদর্শ ভূম্যধিকারী প্রমথনাথ ও মন্মথনাথ টাঙ্গাইলের অন্নক্লিষ্ট প্রজাগণকে ত্রিশ সহস্র পর্য্যন্ত টাকা বিনা সুদে ধার দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। "প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ"। কবিও বাগ্মী কবির ঐ উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিলেন, তাঁহাদের কবিত্ব ও বাগ্মিতা শুষ্ক হৃদয়ের নিক্কন নহে। ভাওয়ালের রাজ সরকার হইতেও অন্নক্লিষ্ট প্রজাগণকে বিনা সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। ভাওয়াল রাজ বংশের এ দানব্রত চির প্রসিদ্ধ।

নারিকেল গাছের রোগ।—শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধ চন্দ্র দে লিখিত "নারিকেল গাছের সংস্কার" প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, মহম্মদপুর যশোহর বঙ্গবাসী পত্রে লিখিয়াছেন।—

নারিকেল গাছের মাথায় পোকা ধরিলে, তাহা নিবারণ করিবার সম্বন্ধে তিনি যে উপায় নির্ণয় করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, তদনুসারে গাছের পোকা বিনষ্ট হইতে পারে। সত্য কিন্তু গাছের মাথায় অর্থাৎ, মাইজের ভিতর যে পোকা জন্মে, যে পোকা মাইজ গুলি কাটিয়া দেয় এবং গাছের মাথায় ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে বাস করে, সেই পোকা নিবারণ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কেবল কষ্টসাধ্য নহে, ধরিতে গেলে বৃহৎ বৃক্ষের মস্তকে পুনঃ পুনঃ মনুষ্য আরোহণ করিয়া সদুপায় করা, এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়।

আমার বাড়ীতে সম্ভবমত নারিকেল গাছ আছে। সময় সময় তাহাতে পোকা ধরে; তজ্জন্য বৃক্ষ দুর্ব্বল হইয়া থাকে। আমার জ্ঞাত একটী ঔষধ এস্থানে বহু ব্যক্তিকে শিখাইয়াছি। এখন সকলেই তদ্দারা গাছের পোকা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ঔষধটী এই,—

আদ্ সের তিন পোয়া পরিমিত তিল বা সর্ষপ তৈলের খৈল (শিঠি) একটা হাঁড়িতে থানিক জল দিয়া ভিজাইয়া, পোকা-ধরা বৃক্ষের তলে রাখিয়া দিলে, ক্রমে উহা পচিবে আর বৃক্ষের মস্তকস্থিত সমস্ত পোকা নামিয়া এই হাঁড়ির মধ্যে পড়িয়া মরিয়া ভাসিতে থাকিবে। এই ভাবে এক গাছের মূলে ৬।৭ দিন রাখিলে, বৃক্ষস্থিত পোকা একটীও আর বৃক্ষে থাকিবে না; সমস্তই ক্রমে ক্রমে পড়িয়া মরিবে। যখন দেখা যাইবে, আর পোকা উহাতে পড়ে না, তখন বুঝিতে হইবে, বৃক্ষে আর পোকা নাই। কিছু দিন পরেই অক্ষুণ্ণ সতেজ মাইজ বাহির হইবে; তদদৃষ্টে সংশয়হীন হইবার আর কোন বাধা থাকিবে না! এই পোকাগুলি কৃষ্ণবর্ণ, পক্ষবিশিষ্ট। গোময়ের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বৃহদাকার এক প্রকার পোকা জন্মে, ইহারাও তদাকৃতি। এই পোকাতেই নারিকেল গাছ অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হয়। তবে দেশভেদে যদি পোকার জাতির পার্থক্য থাকে, বলিতে পারি না।

—০—

জাপান ও ভারতীয় শিল্প।—জাপানি গবর্ণমেণ্ট ভারতের শিল্প, বাণিজ্য পরিদর্শনার্থ একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি মুলতানের মৃণ্ময় পাত্রের কারখানা দেখিয়া কতকগুলি পাত্রের ফরমাইস দিয়াছেন। জাপান সুরম্য মৃণ্ময় পাত্রের জন্য প্রসিদ্ধ।

—০—

কৃষি বিদ্যালয়। দ্বারবঙ্গের মহারাজ শীঘ্রই একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। শ্রীযুক্ত ভাইয়া ঝা এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন। কৃষিক্ষেত্রে প্রথমে ভারতবর্ষীয় বীজের পরীক্ষা হইবার কথা হইয়াছে। উহাতে সাফল্য ঘটিলে, অপর প্রদেশের বীজও উপ্ত হইবে।

—০—

শিল্প শিক্ষা।—নিউজিল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট ভিক্টোরিয়া স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ লণ্ডনে এক শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিতে একান্ত অনুরোধ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই অনুরোধ সহজে উপেক্ষিত হইবে না। ভারতবাসীও লর্ড কার্জ্জনকে এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি কর্ণপাত করা সুসঙ্গত কার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই।

—০—

দুর্ভিক্ষ ফণ্ড।—উক্ত ফণ্ড হইতে ৮০ হাজার রাজপুতানার জন্য এবং ৪ লক্ষ বোম্বাই প্রদেশের জন্য দেওয়া হইবে। ৪ লক্ষেও বোম্বাইয়ের অনাটন হইবে। আরও ১॥ দেড় লক্ষ চাই। বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষ উপশম হইতেছে না। আবার বাঙ্গালাতেও এবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

—০—

নূতন যন্ত্র।—পোষ্টাফিস বদন গঞ্জের অধীন রামডিহা গ্রাম নিবাসী বাবু যোগেন্দ্রনাথ দুবে বহু পরিশ্রমে একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই যন্ত্রটার বহি-

ভাগ দেখিতে একটি ছোট বাক্‌সের মত। তাহাতে যে ছিদ্র আছে সেই স্থান দিয়া একটি পয়সা বাক্‌সে ফেলিলেই একখানি পোষ্টকার্ড সতেজে বাহিরে আসিয়া পড়ে। এইরূপে একের পর আর একখানি করিয়া অনেকগুলি কার্ড পাওয়া যাইতে পারে। পয়সার পরিবর্ত্তে শিশার চাক্তি বা অন্য ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে পোষ্টকার্ড বাহির হয় না। যন্ত্রটি শীঘ্রই পেটেণ্ট করিয়া লওয়া হইবে। পোষ্ট-মাষ্টার জেনেরেল যন্ত্রটি পরীক্ষা করিয়া ইহার প্রচার-বাহুল্য দ্বারা দেশীয় শিল্পের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে সুখের বিষয় হইবে।

—o—

মাতালের মাংস।—তাম্রকূট ও মদ্যপায়ীদের আনন্দের জন্য প্রকাশ করিতেছি যে, তামাক ও মদে স্থান বিশেষে উপকারও হয়। আফ্রিকার পশ্চিমে গীনি উপকূলে রক্তমাংসভুক্ অসভ্যেরা সম্প্রতি দুই জন মিষণরীকে মারিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। মিষণরীরা মদ্য ও তামাক ব্যবহার করে না; ইহাতে তাঁহাদের গাত্রমাংস বিস্বাদ হয় না। এই কারণে অসভ্যেরা নিতান্ত শিশু নতুবা মিষণরীর মাংস মহানন্দে উদরসাৎ করে। ঐ দুই মাংস পাইলে মদ্য ও তামাক সেবনে বিস্বাদীকৃত ইউরোপীয় দেহের মাংস তাহারা আর স্পর্শ করে না।—সময়।

—o—

খর্জ্জুর বৃক্ষ।—মধ্যভারত ও বোম্বাই প্রদেশে খেজুর গাছ বহুল পরিমাণে জন্মে। কিন্তু তথাকার লোকেরা খেজুরের রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে জানে না। সম্প্রতি বরোদা-নিবাসী—শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য অনন্ত চিপলুনকর নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বোম্বাই অঞ্চলে খেজুর হইতে গুড় প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি খেজুর রসের আবকারী ট্যাক্‌স হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় বোম্বাই লাট সমীপে আবেদন করিয়াছেন। খেজুর রস হইতে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিলেই আবকারী ট্যাক্‌স দিতে হয়। এক্ষণে রস হইতে গুড় হইবে। সুতরাং ট্যাক্‌স না লাগিবারই কথা। আমরা আশা করি ব্রাহ্মণের ন্যায্য আবেদন গ্রাহ্য ও সফল হইবে এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত বোম্বাই অঞ্চলে অনেকে রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিয়া দুই মুঠা অন্ন উদরে দিতে পাইবে।

—o—

দেশীয় ছুরি।—সঞ্জীবনী বলিতেছেন:—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শাসপুর গ্রামে অতি উৎকৃষ্ট ছুরী, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। আমরা ছুরীর গুণ পরীক্ষার্থ দুইখানা ছুরী পাইয়াছিলাম। আমাদের দেশে অনেক রকম ছুরী তৈয়ার হয়, ইউরোপ হইতেও নানা রকম ছুরী আমদানি হয়, দুই একমাস ব্যবহার করিলেই তাহার মুখ মোটা হইয়া যায়। গত মার্চ্চ মাসে আমরা এই ছুরী পাইয়াছি, জুলাই মাসের মধ্য-ভাগ পর্য্যন্ত এই ছুরী ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, এই কয়েক মাসে ইহার কোন রকম ব্যত্যয় হয় নাই। এই ছুরীর বহুল প্রচার দেখিতে ইচ্ছা করি। আর বিলাতী ছুরী ব্যবহার করিয়া দেশের ধন বিদেশে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। শাসপুরের কর্ম্মকারগণ এই ছুরীর গায় ইংরেজী অক্ষরে "ইণ্ডিয়ান লাইফ কোম্পানী" খুদিয়া দিয়াছেন। ইহা দেখিয়া সকলে ছুরী কিনিবেন।

—o—

পঙ্গপালে নাকি মানুষ খায়।—এবার পঙ্গপাল ভারতের সর্ব্বত্র। শুধু ভারতে কেন পৃথিবীর অনেক স্থানেই পঙ্গপালের উপদ্রব হইয়াছে। পঙ্গপালে শস্যের যেরূপ সমূহহানি করিয়া থাকে এবারও অনেক স্থানে সেরূপ করিয়াছে। অধিকন্তু এবার পঙ্গপালে মানুষ পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। বড় ভয়ানক সংবাদ। বঙ্গবাসী এই ভীষণ সংবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। রাজসাহী অঞ্চলে,—গুটিলাগ্রামে এক মুসলমান ক্ষেত্রে ধান নিড়াইতেছিল; লক্ষ লক্ষ পঙ্গ-পালে ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাকে ছাঁকিয়া ধরে। শেষে তাহারা বেচারিকে মাটির উপর ফেলিয়া, তাহার মস্তক হইতে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত,—মাংস কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া ফেলে। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। মেদিনীপুর হইতেও এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে। ইহা

গল্প না সত্য ?—আবার বিহার হেরাল্ড বলিতেছেন।—মুঙ্গের অঞ্চলে বিগত সপ্তাহে ভয়ানক পঙ্গপাল উড়িয়াছিল। একটী স্ত্রীলোক তাহার শিশুসন্তানটিকে কোলে লইয়া মাঠে যাইতেছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল আসিয়া মাতাকে ঘিরিল। মাতা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ছেলেটীকে ভূতলে ফেলিয়া পলাইল। সন্তানটীর উপর সহস্র সহস্র পঙ্গপাল পড়িল। অতি অল্প সময় মধ্যে তাহারা সন্তানটীকে খাইয়া ফেলিল। মাংস-শোণিত কিছুমাত্র রহিল না, কেবল হাড় কয়েক খানি ভূতলে পড়িয়া রাইল।

—০—

"কৃষক" সমালোচনা।—বঙ্গবাসী ও বিকাশ "কৃষকের" নিম্নলিখিতরূপে সমালোচনা করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য সহযোগীদিগকে—আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

—০—

কৃষক।—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মহাজন বন্ধু ও কৃষকের ন্যায় পত্র যত প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। আমাদের মতে প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে এই পত্রখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য। 'বীজ বপন বিধি' 'কলম প্রণালী' 'আমের পোকা নাশ করা ও টক আম মিষ্ট করিবার উপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিলে প্রত্যেক গৃহস্থের উপকার হইবে।—বিকাশ।

—০—

কৃষক।—কৃষি, সাহিত্য ও সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। কলিকাতা ১৮১ নং অপার সাকুলার রোড হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা;

* * * * *

অতি সুন্দর কাগজে, সুন্দর প্রণালীতে 'কৃষক' পত্র প্রকাশিত হইতেছে। কৃষকের জানিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দুই মাসের কৃষক আমরা দেখিয়াছি। বৈশাখের কৃষকে 'আনারস' 'বীজ বপন বিধি' এবং 'মৃত্তিকাতত্ত্ব' প্রভৃতি অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। জ্যৈষ্ঠের কৃষকে 'কদলী' 'আমে পোকা' ও টক আম মিষ্ট করিবার উপায়, 'ফজলী আমে পোকা' 'তরমুজ,' 'ছোলা' 'কামরাঙ্গা' প্রভৃতি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'আমে পোকা ও টক আম মিষ্ট করিবার উপায়'—নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"আমের মুকুল হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে যখন গাছের গোড়া কোপাইয়া বাঁধিয়া দিয়া প্লাট করিতে হয়, তখন বা পৌষ মাসে আম গাছের গোড়ার ছাল দুই তিন জায়গা চাঁচিয়া, তাহাতে তরল পারদ মাখাইয়া দিলে, পোকা-উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। আমের বউল বাহির হইবার পূর্ব্বে যদি গাছের গোড়ার মাটীতে সোডা দিয়া, বেশ করিয়া গাছে মাটী দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে গাছের আম মিষ্ট হইবে। টকো আম কাটিয়া, তাহাতে সোডা মাখাইয়া রাখিলে, তাহার টক আস্বাদন দূর হয়, ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।" "ফজলী আমে পোকা নষ্ট করিবার উপায়ে" লিখিত হইয়াছে,—"আষাঢ়ের শেষে ফজলী আমগুলি বেশ বড় বড় হয়, তখন প্রত্যেকটীর গাত্রে কেরসিন তেল বা রেড়ির বা হিংএর জল বা ভাঁট পাতা সিদ্ধ জল মাখাইয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। তীব্র গন্ধ,—তিক্ত স্বাদ,—কীটগণেরও ত্যজ্য।" "তরমুজ" প্রবন্ধে তরমুজ বৃহৎ করিবার উপায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—'আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যে তরমুজ সাধারণতঃ যত বড় হয়, তৎ-পূর্ব্বে বোঁটা একটু চিরিয়া তিন [illegible] চিক্কণ বস্ত্র-খণ্ডের এক মুড়ী তাহা[illegible], অপর মুড়া একটী জলপূর্ণ বোতলের মধ্যে রাখিয়া, এমন ভাবে বোতলটী রাখিতে হইবে, যে বস্ত্র খণ্ড দিয়া সমস্ত জল তরমুজের বোঁটায় শুষিয়া লয়। প্রত্যহ বোতল জলে পূর্ণ করিতে হইবে। এই ভাবে ১০।১৫ দিন রাখিলে, দেখিতে পাইবে যে, তরমুজ পূর্ণ মাত্রায় বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। ১০।১৫ দিবসের বেশী জল শুষাইলে তরমুজের স্বাদ খারাপ হয় বিধায় তদতিরিক্ত দিবস জল দেওয়া কৰ্ত্তব্য নহে।" যাঁহারা কৃষি-কার্য্যের অনুরাগী, কৃষকে তাঁহারা অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিবেন। কৃষকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।—বঙ্গবাসী।

পত্নী বিয়োগ।—কুগারের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

—০—

অন্নকষ্ট। বঙ্গের অনেক জেলা হইতে অন্নকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

—০—

চন্দন কাষ্ঠ।—মহীশুর দরবার হইতে আদেশ হইয়াছে ফরেষ্ট অফিসারের নিকট হইতে যথাবিধি লাইসেন্স না লইয়া কেহই মহীশুরে চন্দনকাষ্ঠ বিক্রয় করিতে পারিবে না, অথবা মহীশুর হইতে স্থানান্তরে চন্দনকাষ্ঠ লইয়া যাইতে পারিবে না।

—০—

কাচের উপর লিখিবার উপায়।—কাচের উপর কিছু লিখিতে হইতে কাচের উপর কিছু মোম লাগাইয়া তাহার উপর লিখিতে হইবে ও তাহাতে ক্লোরিক এসিড দিতে হইবে কিছুক্ষণ পর ঐ মোম তুলিয়া ফেলিলে কাচের পাত্রে লেখা দেখা যাইবে।

—০—

দৃঢ়বদ্ধ ছিপি খুলিবার উপায়।—ছিপি কঠিনভাবে শিশিতে লাগিয়া গেলে অনেক সময়ে আমরা উহার মাথাটী ভাঙ্গিয়া ফেলি। কিন্তু যদি ঐ শিশির গলাতে এক খণ্ড টোয়াইন দড়ি এক পাক জড়াইয়া দুই মুখ ধরিয়া বারেক টানিয়া শিশির গলাটীকে গরম করিতে পারা যায় তাহা হইলে ঐ ছিপি সহজেই খুলিয়া যায়।—স্বাধীন-জীবিকা।

—০—

কল-কারখানা।—ভারতের মধ্যপ্রদেশে ক্রমেই কল-কারখানা বাড়িতেছে। গত বৎসর ৪৫টী ছিল, ৫৯টী হইয়াছে। এই সকল কলে গত বৎসর ১১ হাজার ৯ শত ১৫ জন লোক খাটিয়াছিল; এ বৎসর ১৪ হাজার ৩ শত ২৪ জন খাটিতেছে। চাষ-বাস করিয়া মজুরে যত না পায়, কলে খাটিয়া তাহার বেশী বেশী পাইতেছে। তবেই ত! কলের কাজই বাড়িতেছে; ক্ষেতের কাজ কমিতেছে! অন্নকষ্টের হাহাকার কমিবে কিসে? পয়সা লইয়া ধুইয়া খাইলে ত আর পেট ভরিবে না।

বোম্বাইয়ের কৃষি।—বোম্বাই প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়াছে। ব্রোচ, আমেদনগর, খানদেশ, নাসিক এবং সাতারা ব্যতীত সর্ব্বত্রই শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

—০—

ইক্ষু।—গত ১৯০০ সালে দিনাজপুর, সারণ চাম্পারণ এবং সাঁওতাল পরগণায় সাতাশ লক্ষ দশ হাজার চারিশত বিঘা পরিমিত ভূখণ্ডে, ইক্ষুর কৃষি হইয়াছিল বলিয়া সরকারি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এক্ষণে তাহার একটি বিশুদ্ধ তালিকা বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে, ঐ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ২৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩০০ বিঘা পরিমিত ভূখণ্ডে ইক্ষুর আবাদ হয়। অনেকে অনুমান করেন, চাষের সময় ঋতুর প্রতিকূলতাই নাকি এইরূপ অবনতির কারণ।

—০—

উলুবেড়িয়ায় অন্নকষ্ট।—পত্রান্তরে প্রকাশ—রাজধানী কলিকাতার অতি সন্নিকটে উলুবেড়িয়া মহকুমায় এবার ভয়ানক অন্নকষ্ট হইয়াছে। কৃষকেরা বীজ ধান্যের অভাবে, শ্রমজীবিরা কার্য্যের অভাবে ও দরিদ্রেরা অন্নের অভাবে বিষম কষ্ট পাইতেছে। অবস্থা যেরূপ, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের তাগাবি-দানের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া অন্নকষ্টের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইতে দিলে, লোকের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না, অর্থব্যয় করিয়াও গবর্ণমেণ্ট লোকের বিশেষ উপকার করিতে পারিবেন না। কেবল উলুবেড়িয়ায় নহে, বঙ্গের অনেক স্থানেই এবার বৃষ্টির অভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। কোনও কোনও জেলা হইতে অন্নকষ্টজনিত দুর্ঘটনারও সংবাদ আসিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের সময় থাকিতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। গত ১০ই জুলাই উলুবেড়িয়ার অধিবাসীদিগের এক সভা হইয়াছিল। মুনসেফ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল, মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। সভায় অনেকে অন্নকষ্টের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। অন্নকষ্টপীড়িত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার জন্য চাঁদা তুলিবার প্রস্তাব হয়। সভায় পাঁচ শত টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল।

নীলে পঙ্গপাল। — ত্রিহুত অঞ্চলে পঙ্গপাল নীলের ক্ষেতের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে।

—০—

মৃত্যু।—ঢোলপুরের মহারাজ রাণা গত ২০শে জুলাই ৩৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। অল্প বয়সে মৃত্যু—বিশেষ রাজা রাজড়ার—বড়ই পীড়াদায়ক।

—০—

পেনেল সাহেব। পেনেল সাহেবকে রাজ-কার্য্য হইতে অপসারিত করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারিকে অনুরোধ করিয়াছেন। সেক্রেটারি বাহাদুর তাহার অনুলিপি পাঠাইয়া মিঃ পেনেলকে লিখিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধের বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তব্য একমাসের মধ্যে জানাইতে হইবে।

—০—

চা-বীজের তৈল।—সিংহল দ্বীপের সিলোন অবজারভার নামক একখানি ইংরেজী পত্রে এক জন অভিজ্ঞ ইংরেজ লিখিয়াছেন,—"চা-বীজ হইতে দুই প্রকারে তেল বাহির করা যাইতে পারে; (১) বীজ মাড়িয়া আর (১) বীজ সিদ্ধ হইবার কালে উপরে তেল ভাসিয়া উঠে; এই তেল ছাঁকিয়া লইতে হয়। চীনে ও জাপানের লোকে শত শত বৎসর ধরিয়া, এই তেল ব্যবহার করিয়া আসিতেছে; এই তৈল নারিকেল তৈলের ন্যায় জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; রন্ধনে ও বার্ণিশের কাজেও ইহার উপযোগিতা খুবই আছে। আমার চা-বাগানের কুলিরা ইহা গায়ে মাখিয়া থাকে। নারিকেল তৈলের ন্যায়,—এ তৈল সাবান তৈয়ারীর কাজেও ব্যবহৃত হয়।" কি উপায়ে সুপ্রচুর পরিমাণে চা-বীজ উৎপন্ন করা যাইতে পারে, কি উপায়ে এ ব্যবসায়ে লাভ বেশ দাঁড়াইতে পারে, —এক্ষণে তাহারই চেষ্টা-চরিত্ত হইতেছে। ইহার ফলে, হয় ত শীঘ্রই দেখিতে পাইবে,—চা-বীজ-তেলের ব্যবসায়ের জন্য বড় বড় ইংরেজ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আর ইহাতে তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন।—বঙ্গবাসী।

আম বিক্রেতার নিগ্রহ।—হিতবাদী বলিতেছেন —সেদিন চিৎপুর রোডের উপর এক আম্র ব্যবসায়ী আম্র বিক্রয় করিতেছিল। একজন কনষ্টেবল তাহার নিকট কিছু পয়সা চায়। সে তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় কনষ্টেবল প্রভু তাহাকে পুলিশে লইয়া চলিল। পথিমধ্যে আর কয়েকজন কনষ্টেবলও নাকি ইহাতে যোগদান করে। শান্তিরক্ষকগণ হতভাগ্যকে পদাঘাত করিতে করিতে পুলিশে লইয়া গিয়াছিল। থানায় গিয়াও হতভাগ্যের কর্ম্মভোগের নিবৃত্তি হয় নাই। পুলিশ ইনস্পেক্টর থানায় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কনষ্টেবলেরা তাহাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করে। শান্তিরক্ষকগণের অনুগ্রহে হতভাগ্যকে হাস্পাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অন্ততঃ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এইরূপ। বিচারাধীন মোকদ্দমা-সম্বন্ধে আমাদিগের কোন কথা বলিবার নাই। কিন্তু ঘটনা প্রকৃত হইলে, ও পুলিশের প্রেষ্টিজ রাখিবার জন্য বিচার-বিভ্রাট ঘটিলে, ইংরাজরাজ্যে শান্তিরক্ষকের ভয়ে প্রজার বাস করাই দায় হইয়া উঠিবে, সাধারণের এই সন্দেহ ক্রমে বদ্ধমূল হইবে।

পানের চাষ।

পান কি ইতর কি ভদ্র প্রায় সকলেই নিত্য আহারের পর ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালায় এবং অন্যান্য অনেক স্থানে অভ্যাগতব্যক্তিকে পান খাইতে দিয়া শিষ্টাচার দেখান হয়। পান খাওয়া সখের কার্য্য হইলেও অনেক স্থানে নিত্যপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই মাছ তরকারি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে পানও খরিদ করিয়া থাকেন। পান একটী সখের জিনিস হইলেও ইহার উপকারিতাও আছে। পানের রসে ও পানের সহিত যে চুণ ও মসলাদি আমরা ব্যবহার করি তাহার পাচকতা গুণ আছে। ছাঁচি পান কবিরাজী ঔষধের অনুপান। পানের চাষে প্রচুর লাভ। যাহারা

পানের চাষ করে তাহাদিগকে বারুই বলে। এক্ষণে অপর সাধারণ লোকেও চাষ করিতেছে।

দোঁয়াস ভরাট মাটীই পান চাষের বিশেষ উপযোগী। পান চাষের জন্য উচু জমী বাছিয়া লইতে হইবে। যে জমী বর্ষার জলে ডুবিয়া না যায় তাহাতেই পান চাষ হইয়া থাকে। পানের ক্ষেত্রও চারিদিকে ক্রমনিম্ন করা উচিত। এবং বৃষ্টির জল যাহাতে দাঁড়াইতে না পারে এরূপ জল নিকাশের পয়োনালী রাখা চাই। দুই তিন বৎসরের পতিত জমীতে পান চাষ ভালরূপ হইয়া থাকে। এঁটেল মাটীতেও পান চাষ না হয় এমন নয়, তবে ফাল্গুন চৈত্র মাসে মাটী শুকাইয়া ফাটিয়া যায়। সেই সময় পানের শিকড় ছিঁড়িয়া গিয়া অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ঐ সময়ে ঐ সকল ফাটলে বালি দিয়া বুঝাইয়া দিলে তত ক্ষতি হয় না।

বাঙ্গালার অনেক স্থানে পানের চাষ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থানে পান চাষ বেশী পরিমাণে হয়। বেগমপুর, সাঁতরাগাছি, গাজিপুর, মুনটে, বাঁটুল, যশোহর, ঝাপড়দহ ও বারুইপুর (২৪ পরগণা)। পান সাধারণতঃ চারি প্রকার— দেশা, কপুরকাত, ছাঁচি ও কড়ুই। দেশীয় আবার চারিটী জাতি আছে, যথা ঢলডগা, ধুপিডগা বস্তেডগা ও বুনডগা। ইহা ছাড়া এক প্রকার গাছ-পান আছে। ঐ পান গাছে কিম্বা প্রাচীরে তুলিয়া দিলে হয়। তাই উহাকে গেছো পান বলে। উত্তরপশ্চিম, বেনারস প্রভৃতি স্থানে ছাঁচি পান ও কড়ুই পানের চাষ সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এতদঞ্চলেও আজ কাল উক্ত দুই প্রকার পানের চাষ হইতেছে।

পানের চাষ অন্যান্য চাষ অপেক্ষা কিছু কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। পান চাষ ফাকা জমীতে হয় না। পান চাষের জন্য ঘর বাঁধিতে হয়। ঐ ঘরকে বরজ বলে। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে পানের গাছ শুকাইয়া যায়, সেই জন্য চারিদ্দিক ও উপর পর্য্যন্ত পাঁকাটী ও উলুঘাস দিয়া ছাইতে হয়। যাহারা নরসারিতে গাছ ঘর দেখিয়াছেন, তাহারা বরজ কি প্রকার হওয়া আবশ্যক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। বরজ বাঁধা নিতান্ত সহজ নহে। প্রথমতঃ বাঁশের বাঁখারি দিয়া টাট বাঁধিয়া কিম্বা বিচালি কিম্বা পাঁকাটি দিয়া ছাইয়া দিতে হয়। ছাউনি খুব পাতলা হওয়া আবশ্যক, কারণ একেবারে ঘন হইলে গাছগুলি পরিবর্দ্ধিত হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। বরজ বাঁধিতে খরচাও আছে। এক কাঠা জমীর উপর বরজ করিতে হইলে ২ দুই পণ বাঁখারি, /২ দুই সের কাতাদড়ি, ২ পণ উলু বা কেশে ঘাস, চারিধার ঘেরিবার জন্য ও পান গাছে ধরাই দিবার জন্য প্রায় ১ এক কাহন পাকাটির আবশ্যক হয়। তার উপর এক কাঠা জমীতে চাষ করিতে হইলে প্রায় ৫০০ শত বীজ-পানের আবশ্যক। পুরাতন পান গাছ হইতে একটী একটী পাতা সমেত এক একটী চোক লইয়া কটিং করিতে হয়। এই হইল বীজ-পান। পানের বরজ অন্ততঃ ৪ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। কারণ তাহা না হইলে পানের বরজের ভিতর চলা ফেরা করা কঠিন হইয়া উঠে।

পানের জমী চষিবার আবশ্যক হয় না। খনা বলেন যে "শত চাষে মূলা, তার অর্দ্ধেক তুলা, তার অর্দ্ধেক ধান আর বিনা চাষে পান"। পানের ক্ষেত্রের আগাছা কুগাছা তুলিয়া উঠাইয়া দিয়া ও ঘাস কুটা ছিঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর বরজ বাঁধিয়া, বরজের ভিতর ১৸০ সাত পোয়া অন্তর বাঁখারির সার বসাইয়া যাইতে হয়। সেই বাঁখারির সারের ধারে ধারে ৭।৮ আঙ্গুল চওড়া নালা কাটিয়া যাইতে হইবে। ঐ নালা পুকুরের পলিমাটী দিয়া ভরতি করিয়া তাহাতে ৪ আঙ্গুল অন্তর পানের ডাঁটা (অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত পানের কটিং) বসাইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ দুই সার অন্তর একটা করিয়া পয়োনালী রাখা দরকার।

ঐ পয়োনালীকে মোট বলে। উহা হইতে বীজ-পানে জলসেক করিতে হয়। বীজ-পান বসাইবার পর বীজ-পান গুলি খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত। ২০।২২ দিন পর্য্যন্ত ২।৩ বার করিয়া বীজ-পানে জল-সেক করিতে হইবে। ইহাও লক্ষ্য রাখা উচিত যে সর্ব্বদা উপরের খড়গুলি ভিজিয়া থাকে। বীজ-পানগুলি অঙ্কুরিত হইলে খড় ফেলিয়া দিতে হয়। পরে পান গাছ যত বড় হইতে থাকিবে তাহাতে পাঁকাটির ধরাই দিতে হয়। পান গাছে আঁকড়া থাকে না, তাই গাছ গুলি উলু ঘাস দিয়া পাঁকাটির গায় বাঁধিয়া দিতে হয়। গাছগুলি বড় হইলে ২।৩ দিন অন্তর জল দিলে চলে। বৎসরে তিন বার পান রোওয়া বা পোতা চলে—আষাঢ় কার্ত্তিক, ও ফাল্গুন। তন্মধ্যে কার্ত্তিকই মাসই প্রশস্ত, কারণ আষাঢ় মাসে বীজ পান শীঘ্র জন্মায় বটে কিন্তু কার্ত্তিকের রসাল বীজ হইতে ভাল পান হয়। আষাঢ় মাসে পান পুতিলে ২০ দিনে গাছ গজায়, কার্ত্তিক মাসে ১ মাসের মধ্যে, ফাল্গুন মাসে ২ মাসের মধ্যে গাছ গজায়। পান প্রায় ৬ মাসে চালসই হয়। তখন ডগায় ৮।১০টী পাতা রাখিয়া পান ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করা চলে। পান ভাঙ্গাকে বারুইরা পান-গোড়া বলে। পুরাণ পান বিক্রয় করিতে হইলে ২।৩ মাস পান ভাঙ্গা বন্ধ করিতে হয়। এক কাঠা বরজে সমস্ত বৎসরে সর্ব্বরকমে প্রায় ১৫ টাকা খরচ হয়। ভালরূপ পান জন্মাইলে ১ বৎসরে ১ কাঠায় ৪০৲ টাকার পান বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু প্রথম বৎসর লাভ কিছু কম হয়। একটী জমীতে পান চাষ হইলে একাধিক্রমে ২০।২৫ বৎসর থাকে। কেবল মধ্যে মধ্যে গাছগুলি ছাটিয়া দিয়া গোড়ায় বৎসরে ২ বার করিয়া পলি মাটী দিতে হয়। পলি মাটী না পাইলে কাজেই আচট মাটী দিতে হয়। সময় সময় বারুইরা অতিদূর হইতে পাঁক মাটী সংগ্রহ করিয়া রাখে। ঐ মাটী কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে পানে সমগ্র জমীতে ৪।৫ আঙ্গুল উচ্চ করিয়া গুঁড়াইয়া দিতে হয়। ইহা ছাড়া পুরাণ খাঁটি শরিসার খৈল সার কাঠা পিছু ।০ দশ সের করিয়া দিতে হয়।

অনেক সময় পান ভালরূপ জন্মিয়াও মাটীর দোষে কতকগুলি রোগ জন্মিয়া পানের বরজ একে-বারে নষ্ট করিয়া ফেলে। পানের গাছের গোড়ায় এক প্রকার কাল দাগ হইয়া গাছগুলি মরিয়া যায় এবং ইহাতে বরজ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ইহাকে বারুইরা পোল রোগ বলে। উক্ত রোগ ছাড়া, পাবড়া, ছুলমা, ধসা ইত্যাদি আরো অনেক প্রকার পানের রোগ দেখা যায়। এ রোগগুলি ততদূর মারাত্মক নহে। পানের গাছের খাড়ার মধ্যভাগে কাল দাগ হইয়া উপরিভাগ শুকাইয়া যায়। ইহাকে পাবড়া লাগা বলে, ইহাতে তত ক্ষতি হয় না। কারণ ঐ দাগের নিচে হইতে দুই একটী ফেঁকড়ি বাহির হইয়া উক্ত স্থান অধিকার করে। কিন্তু রোগ অতিরিক্ত হইলে অনিষ্ট হয়, সেই জন্য দাগের নিচে হইতে পানের ডগা কাটিয়া দেওয়া উচিত।

ছুলমা রোগে পানের পাতার মাঝারগুলি পচিয়া যায়। ধসা রোগেও ঐ প্রকার পানের পাতায় পোড়া পোড়া দাগ হয়। এতদ্ব্যতীত ঠুলে, ছাতা, মাকড়া প্রভৃতি সামান্য সামান্য রোগও দৃষ্ট হয়। ঠুলে রোগে পানগুলি কোঁকড়াইয়া যায়। ছাতা রোগে পানের গায়ে কালচিটে দাগ ধরে। এবং মাকড়া রোগে ডগ শুকাইয়া পানের ফলন বন্ধ করে। উপরিউক্ত রোগ সমূহের বারুইরা তত কিছু প্রতিকার জানে না। উক্ত প্রকারের রোগ দেখা দিলে তাহারা গাছের তেজ বৃদ্ধি করিবার জন্য গোবর, পলিমাটী অথবা পাঁক অথবা ভাতের মাড় গাছের গোড়ায় দেয়। আপনার পাঠকদিগের মধ্যে কেহ উক্ত রোগ সমূহের প্রতিকারের উপায় আপনার মূল্যবান "কৃষক"পত্রে লিখিলে আমরা চিরবাধিত হইব।—শ্রীকবিরচন্দ্র ঘোষ।

মৃত্তিকাতত্ত্ব।

(২০ পৃষ্ঠার পর)

এটেল মাটি, বালুকাকণা, চূণ ও প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জবিশিষ্ট প্রভৃতি যে সকল পদার্থ একত্র সমবিষ্ট হইয়া মৃত্তিকা উৎপন্ন করে তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি লবণ বা লবণ সংযুক্ত পদার্থ ও লৌহের অংশ মৃত্তিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পদার্থ একাকী স্বাধীন-ভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। উহাদিগের যে কোন একটী পদার্থ লইয়া, তাহাতে কোন উদ্ভিদ রোপণ করিলে, কোন ফলই হয় না, এবং কোন ভূমিতেই ইহাদিগের কোন একটীকে প্রায় একাকী থাকিতে দেখা যায় না। এই সকল পদার্থ, যে অনুপাতে মৃত্তিকার সহিত বিমিশ্রিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সংযুক্ত হইবার যে প্রণালী এবং মৃত্তিকার রস আহরণ ও ধারণ করিবার যে পরিমাণে শক্তি থাকে, তদনুসারে মৃত্তিকার প্রাকৃতিক অবস্থা নিয়মিত হয়। এই অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না, কারণ এই সকল পদার্থ প্রকৃতির নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ক্রিয়ার অধীন, সুতরাং এই প্রাকৃতিক ক্রিয়ার বশে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত সমুদায় পদার্থ নিরন্তর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। আজ যে পদার্থ কাঠিন্য বশতঃ একরূপ কার্য্য করিতেছে, দুই দিন পরে বিগলিত হইয়া অন্যরূপ কার্য্য করিবে। আজ যে পদার্থ উদ্ভিদের কোন উপকারে আসিতেছে না, কাল না হয় কিছুদিন পরে, প্রাকৃতিক ক্রিয়াবশে রূপান্তরিত ফলতঃ স্বভাবান্তরিত হইয়া, ক্ষেত্রের মহোপকার সাধন করিবে। যাহা স্বাভাবিক তাহার পরিবর্ত্তন বিরল, কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক ক্রিয়াধীন, তাহা পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং মৃত্তিকার এই পরিবর্ত্তনশীলতা হেতু উহাকে আমরা প্রকৃতিগত অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য। ভূমির উপরে যত উদ্ভিদ জন্মিতেছে, মরিতেছে, ও বিগলিত হইয়া ভূমিতেই থাকিতেছে, ততই মৃত্তিকার প্রকৃতি মধ্যে একটী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। মৃত্তিকার যে স্বাভাবিক গঠন, তাহার সহিত ভৌতিক-ক্রিয়ার কার্য্যশীলতা না থাকিলে, মৃত্তিকার অবস্থা চিরদিনই যে এক ভাবেই থাকিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ভূমি কর্ষিত হইলে এবং জমিতে চাষ আবাদ থাকিলে, মৃত্তিকা নিরন্তর ভৌতিক ক্রিয়ার অধীন থাকে, তন্নিবন্ধন মৃত্তিকায় জীবন দেখা যায়। কিন্তু যে সকল জমি কঠিন অবস্থায় পতিত থাকে, তাহাতে কোন শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না,—ইহার এক মাত্র কারণ—জল, বায়ু, রৌদ্র প্রভৃতি উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। গাছের গোড়ার মাটি কঠিন হইয়া গেলে উহাকে কোপাইয়া বা নিড়াইয়া দিলে উল্লিখিত পদার্থ ও শক্তি উহাতে কার্য্য করিতে থাকে এবং তাহারই ফলে মৃত্তিকা জীবন্ত হয়—ফলতঃ উদ্ভিদও নূতন জীবন লাভ করিয়া নব পত্র পুষ্পাদির দ্বারা তাহা প্রকাশ করে। কিন্তু ইহা বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত যে, ভূমিতে মৃত্তিকা আছে—উপরে বায়বীয় পদার্থ, উত্তাপ প্রভৃতি আছে এবং উভয় স্থানের পদার্থের স্থিতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। মৃত্তিকা মধ্যস্থিত বিভিন্ন পদার্থের পরস্পর সংযোগ না হইলে যেমন কোন কাজ হয় না, সেইরূপ মৃত্তিকার সহিত এই সকল জিনিসের ও শক্তির সংযোগ না হইলে মৃত্তিকার তাবৎ মূল্যবান পদার্থ নিষ্ক্রিয়ভাবেই অবস্থান করে। মৃত্তিকার উর্ব্বরতা রক্ষার জন্য বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকার মধ্যে রস বা জলকে মধ্যস্থ বা এজেণ্ট মানিতে হইবে। জমিতে রস না থাকিলে, উপরে ভীষণ ঝড় বহিলেও মাটির কোন উপকার নাই। প্রচণ্ড রৌদ্র হইলেও নীরস ভূমি উত্তাপ আহরণ

করিতে পারে না কিম্বা বায়ুমণ্ডলীয় কোন পদার্থই শোষণ করিতে সমর্থ হয় না।

মৃত্তিকা মধ্যে যে যে পদার্থ যথা পরিমাণে থাকিলে উহাকে উর্ব্বরা বলা যাইতে পারে, তৎসমুদায় উহাতে থাকিলেও, ক্ষেত্রকে অনেক সময়ে ফলবতী হইতে যে দেখা যায় না, তাহার আরও একটী কারণ—ক্ষেত্রের স্বাভাবিক স্থান। জমির উচ্চতা বা নিম্নতা, দিক বিশেষের অবরোধ বা উন্মোচনতা, বৃষ্টিপাতের আধিক্য বা অল্পতা, বায়ুর স্বাধীন প্রবাহ বা গতিরোধ, ইত্যাদি ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কারণে মৃত্তিকার স্বভাব এতই পরিবর্ত্তনের অধীন যে, উহার গর্ভস্থিত তাবৎ পদার্থ একত্রে সমবিষ্ট থাকিয়াও, তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ পরিবর্ত্তনে অনেক সময়ে মৃত্তিকার দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড জমির গঠন একই প্রকার উপাদানে সংগঠিত হইয়া থাকিলেও, উল্লিখিত কারণ বশতঃ ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উৎপাদিকা শক্তির বিভিন্নতা দেখিতে হইলে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফসলের পরিমাণ ও গুন পরীক্ষা করা আবশ্যক। এইরূপ নানা কারণের সহিত মৃত্তিকা নিগূঢ় সূত্রে সম্বন্ধ থাকায়, কেবল মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলেই যে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতা বুঝিতে পারা যায়, তাহা নহে। ক্ষেত্রের গাঠনিক অবস্থা জানিবার জন্য অনেকে ক্ষেত্রস্থিত মৃত্তিকা কোন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট, পরীক্ষা করাইবার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কেবল মৃত্তিকা পরীক্ষার কি হইবে? যে সকল কারণের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম, পরীক্ষক মহাশয়কে সে সকল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন করিয়া জ্ঞাত না করিলে, তিনি সম্ভবতঃ কোন উপদেশ দিতে পারেন না,—মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দিতে পারেন মাত্র। কেবল মৃত্তিকা পরীক্ষা করাইয়া যাহারা মৃত্তিকার সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা যে অনেক সময়ে কেন ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না, তাহা বলিতে পারি না। পরীক্ষককে আরও একটী বিষয় জ্ঞাত করা অতীব আবশ্যক এই যে উপরিস্তর ও নিম্নস্তরের গভীরতা, এবং পরস্পরের গঠন কিরূপ। কেবল উপরিস্তরের মৃত্তিকা দেখিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। নিম্নস্তরের মৃত্তিকা যদি এটেল হয়, আর উপরিস্তরের মাটি ভাল এবং আবাদোপযোগী হয়, তাহা হইলে উপরের অতিরিক্ত রস ভাগ নিম্নস্তর শোষণ করতঃ উপরিস্তরের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য ধারণ করিতে পারে না। নিম্নে কঠিন ও উপরে বেলে মাটি থাকিলে জমি নিরন্তর রসা বা ভিজে থাকিবে কিম্বা নিম্নস্তরের কাঠিন্য ও ছিদ্র পথের সূক্ষ্মতা হেতু নিম্নস্তরে রস প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না, অন্য দিকে উপরিভাগের বেলে মাটির স্বাভাবিক অপেক্ষাকৃত আলগাভাব বশতঃ বায়ু ও উত্তাপ সংযোগে বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে, ফলতঃ জমিতে রসাভাব হইবে। আবার উপরিস্তর চিকণ, ও নিম্নস্তর বালুকা বিশিষ্ট হইলে, উপরিস্তরের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ দ্বারা যে অল্প পরিমাণ রস সংগৃহীত হয়, নিম্নের বেলে মাটি তাহা শোষণ করিয়া নিম্নদেশ দিয়া বাহির করিয়া দিবে। জলের অপ্রাচুর্য্য বা অভাব ঘটিলে কেবল যে মৃত্তিকা নীরস হইয়া পড়ে তাহা নহে, সেই সঙ্গে বায়বীয় আহৃত পদার্থও চলিয়া যায়, মৃত্তিকা-বস্থিত সার পদার্থও বাহির হইয়া যায়, কিম্বা সমধিক নিম্নদেশে চলিয়া গিয়া উদ্ভিদের অভাব উৎপন্ন করে। ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইতেছে যে, নিম্নস্তর বা অন্তর্মৃত্তিকার কোমলতা বা কাঠিন্য অনুসারে উপরিভাগের মৃত্তিকা শক্তিহীন বা শক্তিশালী হয়। তাহা ব্যতীত উপরিভাগের ব্যবহারোপযোগী মৃত্তিকাও গভীর হওয়া আবশ্যক। ভাসা বা ক্ষীণস্তরে যে দোষ ঘটে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উপরিস্তরের গভীরতা না থাকিলে, উদ্ভিদগণ উপরিভাগের মৃত্তিকার উপরে নির্ভর করে, সুতরাং পাতলাস্তর-

বিশিষ্ট জমিতে জল যোগান যেমন আবশ্যক, সার সংযোজনা করাও তেমনি প্রয়োজন। স্তরপরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিলে জমি যে কেন উর্ব্বরা হয়, তাহার কারণ রসশোষণ, ধারণ ও উদ্গীরণ, কিন্তু এই সকল ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে হইলে, ক্ষেত্র হইতে যাহাতে অবাধে জল নিকাশ হইতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে। যে জমির জল-নিকাশক্রিয়া স্বচ্ছন্দে পরিচালিত হইতে পারে তাহাতে ইচ্ছানুরূপ ফসল জন্মাইতে পারা যায়। এই জল নিকাশ প্রণালীকে—

ড্রেনেজ (Drainage) কহে। 'ড্রেনেজ' শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ আমরা নালা, খানা প্রভৃতি বুঝিয়া থাকি, কিন্তু ক্ষেত্রের জল নিকাশ করিবার জন্য আরও অধিকতর কিছু আছে। মৃত্তিকার রস থাকা যে প্রয়োজন তাহা আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি। মৃত্তিকা মধ্যে যে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার মূল—রস। ইহারই সাহায্যে সার কার্য্যকরী হইয়া থাকে,—ভূগর্ভে রস সংগৃহীত ও ধৃত হয়, বাহিরের উত্তাপ আকর্ষিত হয় ও ভিতরের রস উদ্গীর্ণ হয়। মৃত্তিকার নীরস ও শুষ্কাবস্থায়, উল্লিখিত দ্রব্য, শক্তি, ও ক্রিয়া পরিচালিত হইতে পারে না, অধিক কি, ভিতরের মাটি যদি ধূলিবৎ শুষ্ক হয়, তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠের মাটিও সম্যক্ রস শোষণ করিতে সক্ষম হয় না, এবং যে সামান্য রসও শোষণ করে, তাহা করিতেও অনেক সময় লাগে। শুষ্ক জমিতে বারিপাত হইলে শোষকতার অভাবে অধিকাংশ জলই ক্ষেত্রের উপরি ভাগ দিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু রসাল জমি আবশ্যক মত জল শোষণ করিয়া লইতে পারে। নীরস বা অল্প রসযুক্ত এবং কঠিন মৃত্তিকার জল শোষণ করিতে অনেক সময় লাগে, এজন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী অল্প বৃষ্টিতে ইহার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। প্রবল বৃষ্টির সময় জল হু হু করিয়া বাহির হইয়া যায়, কাজেই সেই অল্প সময় মধ্যে জমির পক্ষে যথেষ্ট জল শোষণ করিয়া লওয়াও একবারে অসম্ভব। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, এক শ্রেণী মধ্যে বসিয়া অনেক ব্যক্তিকে আহার করিতে হইলে, দেখা যায় যে, দ্রুতগামীগণ সেই সময়ের মধ্যে যথেষ্ট আহার করিয়া লইতে পারে,—কিন্তু দীর্ঘসূত্রীগণকে আধ-পেটা খাইয়া উঠিতে হয়।

মনুষ্যজীবন রক্ষা করিবার জন্য শরীরে যেরূপ উত্তাপ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, মৃত্তিকাকে জীবন্ত অর্থাৎ কার্য্যশীল রাখিবার জন্য উহাতে উত্তাপ থাকা সেইরূপ আবশ্যক। উত্তাপ ও জল সংযোগে মৃত্তিকা মধ্যে যে একটী শীতোষ্ণতা জন্মে, তদ্দ্বারা সার বিগলিত হয়, মৃত্তিকার নিজ কাঠিন্য দূর, ও স্থূলতা চূর্ণ হয়। উদ্ভিদের শিকড় বা অবয়ব কেবল শীতে বা শীতল রসে স্বাস্থ্যবান থাকিতে পারে না, কিন্তু ভূগর্ভে শীতোষ্ণতা থাকিলে উদ্ভিদ তাহা আগ্রহ সহকারে আহরণ করে, উপরিভাগেও বায়ুমণ্ডলের অবস্থা তদনুরূপ থাকিলে উহাদিগকে যেন প্রফুল্ল ও সতেজ বলিয়া বোধ হয়। শীতকালে কাচের ঘর (glass house) মধ্যে গাছপালা রাখিলে এবং তাহাতে ঈষদোষ্ণ জল সেচনের ব্যবস্থা থাকিলে, বহির্দেশস্থিত গাছ অপেক্ষা অনেক ভাল থাকে। গ্রীষ্মকালে আবার সেই সকল গাছকে তদনুরূপ অবস্থায় রাখিবার জন্য, উত্তপ্ত কাচের ঘরের মেজে ও দেয়াল ভিজাইয়া দেওয়া আবশ্যক হয় এবং শীতল জল সেচন করিতে হয়। শীতকালে গাছ ঘরের গাছে আমরা গরম জল ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং তাহাতে গাছ পালা বড়ই ভাল থাকে দেখিতে পাই। শীতোষ্ণতা উদ্ভিদের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায় এবং সেই শীতোষ্ণতা, রস ও উত্তাপের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকা গর্ভস্থিত রস বাহিরের রস শোষণ করে, এবং সেই সঙ্গে উত্তাপকেও আকর্ষণ করিয়া লয়। এক্ষণে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি

যে, রস ও উত্তাপ পরস্পর পরস্পরকে কার্য্য করাইয়া থাকে—একের অভাবে অন্যের কোন শক্তিই থাকিতে পারে না, কিন্তু এতদুভয়কে নিরন্তর কার্য্যকরী অবস্থায় রাখিবার জন্য, মৃত্তিকায় রস রাখিবার জন্য যেমন আমরা প্রয়াসী ও সচেষ্ট, ক্ষেত্র হইতে জল নিকাশ করিয়া দিতেও তদপেক্ষা অধিক যত্নবান হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কোন আধার বা পাত্রস্থিত জলকে এক দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে না দিলে, সে জল অনতিকাল মধ্যে দূষিত, দুর্গন্ধযুক্ত ও কীটময় হইয়া পড়ে এবং নূতন জলও আর গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু সেই পাত্রের এক স্থানে ছিদ্র থাকিলে, জল অনায়াসে ক্রমাগত বাহির হইয়া যাইতে পারে এবং বাহিরের জল দ্বারা বরাবর পূর্ণিত হইয়া থাকিতে পারে, সুতরাং জলও দূষিত হইতে পারে না।

জমি যাহাতে অতিশয় রসা না হয়, এজন্য ক্ষেত্র মধ্যে জল নিকাশের জন্য পয়ঃপ্রণালীর আবশ্যক। আমাদিগের দেশে ক্ষেত্রের জল নিকাশের জন্য চারি দিকে নালা বা পগার কাটিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। পগার থাকায় জমির উপরিভাগে জল দাঁড়াইতে পারে না বটে, কিন্তু এমন পগার অনেক অনেক স্থানে দেখা যায়, যথায় জল আসিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে স্বাধীন ভাবে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। পল্লীগ্রামে জল নিকাশের সবিশেষ বন্দোবস্ত না থাকাতেই— নালা ডোবায় গিয়া জল জমিয়া থাকে। দেশ মধ্যে রেল বিস্তারের সঙ্গে জলনিকাশের পথ অনেক পরিমাণে অবরুদ্ধ হইয়াছে। রেলের আল্ হেতু বর্ষার তাবৎ জল ক্ষেতেই দাঁড়াইয়া থাকে এবং কিছু দিবস ক্রমাগত প্রখর রৌদ্র না হইলে সেই সঞ্চিত জলরাশি শুষ্ক হয় না। ইহা কৃষির পক্ষে নিতান্ত অকল্যাণকর বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত নানা দেশে খাল খনন হওয়াতে একদিকে যেমন তৎসমীপবর্ত্তী গ্রাম সমূহে চাষ আবাদের কার্য্যে জলের অভাব হয় না, অন্যদিকে আবার সেই খালের উচ্চ আলের অবস্থিতি হেতু বর্ষার জল নিকাশিত হইবার পক্ষে বিষম ব্যাঘাত ঘটে, তন্নিবন্ধন অনেক দেশের মৃত্তিকার স্বভাব ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। জমিকে শস্যশালিনী করিবার জন্য খাল ও খানা দুইটী প্রয়োজন —একের অভাবে অন্যের দ্বারা সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা, কিন্তু এতদুভয়ের যথারীতি ব্যবস্থা সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষির কথা ছাড়িয়া দিলেও, স্বাস্থ্যরক্ষার হিসাবেও আমরা দেখিতে পাই, উভয়ের মধ্যে একের অভাব থাকিলে গ্রাম নগর অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। বর্ষাকালে উচ্চ জমিস্থিত খাল জলপূর্ণ হইয়া অবশেষে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নগর প্লাবিত করিয়া দেয়, কিন্তু পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত থাকিলে উহা আর সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পায় না, বরং সঞ্চিত আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধময় পদার্থ সমূহকে ভাসাইয়া লইয়া যায়; ইহাতে স্বাস্থ্যেরও যেমন উপকার হয়, জমিরও তেমনি হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রের আয়তন ও মৃত্তিকার গঠন বুঝিয়া জমিতে গভীর বা ভাসা নালা থাকা আবশ্যক। ক্ষেত্র সুবিস্তৃত হইলে, তাহাতে দুই একটী নালার দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না। জমির মাটি কঠিন হইলে কিম্বা গভীরস্তরবিশিষ্ট চিকণ মাটি হইলে ভাসা ও সরু খানার দ্বারা কোন উপকার পাওয়া কঠিন। আয়তন ও মাটির প্রকৃতিও জমির স্বভাবানুসারে সামান্য ভাসা নালা হইতে ৮।১০ হাত গভীর ও ৫।৬ হাত প্রশস্ত নালা খনন করা উচিত। আবাদী ক্ষেত্রের বা ময়দানের মধ্যে দুই কি তিন শত হাত ব্যবধানে এক একটী সুগভীর নালা কাটিয়া দিলে প্রথমতঃ জমির উপরিভাগের জল তদ্দ্বারা বহির্দেশে চলিয়া যাইবে। অতঃপর, ভূগর্ভ মধ্যে যে জলরাশি শোষিতাবস্থায় থাকে তাহাও ছিদ্র পথ সংযোগ ধীরে ধীরে গিয়া নালায় সঞ্চিত হয় এবং যথাস্থানে গিয়া

পড়ে। ছিদ্র পথ দ্বারা ভূগর্ভস্থিত অতিরিক্ত রস বাহির হইয়া যাইবার উপায় থাকিলে জমি বড়ই তাজা ও উর্ব্বরা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের কোন স্থানে উল্লিখিত প্রণালীমত জল নিকাশের ব্যবস্থা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আসাম প্রদেশে যে সকল চা-বাগান আছে, তাহার অনেকেতেই জল নিকাশের এমন সুন্দর ব্যবস্থা আছে যে, আসামের সেই অবিশ্রান্ত ও প্রবল বারিধারাতেও সহস্র সহস্র একার পরিমিত বাগানের কোন স্থানে একটু জল দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। অনেক চা-বাগান ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, যেখানে নালার সুব্যবস্থা আছে, সেই বাগানের তাবৎ চা-গাছই সুন্দর সুঠাম, ও তেজাল, আর যেখানে পয়ঃপ্রণালীর অভাব সেইখানেই গাছের আকার রুগ্ন ও শ্রীহীন, সুতরাং তাহার উৎপন্নও অপেক্ষাকৃত অল্প। ভূগর্ভস্থিত রস যে ছিদ্রপথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া নালায় গিয়া পড়ে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়। প্রবল বৃষ্টির ২।৩ দিন পরে এই নালার নিকট গিয়া দাঁড়াইলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই নালার পার্শ্বদেশ হইতে জল চুয়াইয়া পড়িতেছে। ইতিমধ্যে আর বৃষ্টি না হইলে আরও দেখা যায় যে উপরিভাগের জল চুয়ান ক্রমে বন্ধ হইতেছে এবং নিম্নভাগ হইতে জল চুয়াইতেছে। মৃত্তিকার রস যত হ্রাস পাইতে থাকে, তত উপরিভাগ হইতে রস চুয়ান বন্ধ হইয়া নিম্নস্তরদেশ হইতে চুয়াইতে থাকে। এই রূপে যে সকল জমিতে জল চুয়াইয়া বাহির হইবার পথ আছে, তাহার মাটি বড় রসা থাকিতে পায় না এবং সে জমি যে সমধিক শস্যশালিনী হইয়া থাকে, তাহার আর একটী কারণ, বৃষ্টির জলমধ্যস্থিত যে বায়বীয় ও বাষ্পীয় পদার্থ থাকে, তাহা ছিদ্রপথ দিয়া ভূগর্ভ মধ্যে চলিয়া যায় এবং সূর্য্যোত্তাপের আকর্ষণে ভূগর্ভস্থিত সঞ্চিত রস ক্রমে যেমন উপরিভাগে উঠে, উদ্ভিদগণ তাহা আহরণ করিয়া লয়, কিন্তু ভূপৃষ্ঠ উদ্ভিদহীন হইলে আকর্ষিত পদার্থসমূহ বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। ছিদ্রপথ দিয়া ভূগর্ভস্থিত রস যে নালায় চলিয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হয় না তাহার কারণ এই যে, ভূগর্ভ ইতিপূর্ব্বেই স্বীয় ধারণাশক্তি অনুসারে সে সকল পদার্থ জলের সহিত সঞ্চয় করিয়া রাখে, অতিরিক্ত অংশ চলিয়া যায় মাত্র। পয়ঃপ্রণালী সাহায্যে জল বাহির হইয়া যাইবার পথ রুদ্ধ থাকিলে, ভূমিরও সব জল বাহির হইতে পারে না, সুতরাং মাটী অতিশয় রসা অবস্থায় থাকে।

জমির জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত থাকিলে মৃত্তিকায় উত্তাপ থাকে, আর ডোবা বা নাবাল জমিতে তাহা থাকিতে পারে না। শুষ্ক মাটি উত্তাপ আহরণ করিতে সক্ষম নহে বলিয়া উহাতে সমধিক উত্তাপ থাকিতে পারে না। ভূগর্ভ ও বায়ুমণ্ডল মধ্যে পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ রাখিবার জন্যই যেন জলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এতদুভয়কে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ রাখিবার পক্ষে জলই একমাত্র মধ্যবর্ত্তীস্বরূপ। ভূগর্ভস্থিত রস, উপর হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া লয়, এবং সেই উত্তাপসংযোগে নিম্নদেশের মৃত্তিকাতেও উত্তাপ জন্মিয়া থাকে। যে সকল জমিতে সহজে জলনিকাশ হইতে পারে, তাহার মধ্যস্থিত রস নিশ্চল না থাকিয়া উত্তাপ সংযোগে ভূগর্ভ মধ্যে চলাচল করিতে থাকে, সুতরাং মাটিতে উর্ব্বরতা রক্ষিত হয়। যে জমিতে প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, তাহা সাধারণ মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক রস শোষণ ও ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। ঈদৃশ আবয়বিক পদার্থের অস্তিত্বহেতু মৃত্তিকা ছিদ্রপথবিশিষ্ট ও মুক্তভাবাপন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকার রস সঞ্চালন ক্রিয়াকে নিরন্তর ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে উহাতে আবয়বিক পদার্থের সংস্থিতি আবশ্যক। বেলে জমিতে যে রস থাকে না,

তাহার কারণ এই যে, উহাতে যে রস প্রবেশ করে তাহা অনায়াসে হয় নিম্নতর দেশে নামিয়া যায়, কিম্বা বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া জমিকে নীরস করিয়া ফেলে। কিন্তু উহাতে আবয়বিক পদার্থ থাকিলে ছিদ্রপথের স্থূলতা হ্রাস হইয়া থাকে, এবং সেই পদার্থ সমূহ নিজেই সেই রসকে শোষণ করিয়া লয়। কোন পাত্রে জল থাকিলে তাহাতে স্পঞ্জ (sponge) ব্লটীং কাগজ অথবা কাপড় দিলে যেমন জল শোষিত হইয়া থাকে, মৃত্তিকায় আবয়বিক পদার্থ থাকিলেও সেই রূপ জল শোষণ করিয়া লয়। জলশোষিতস্পঞ্জ বা ব্লটীং কাগজকে—আবার যদি কাপড়ে ঢাকিয়া রৌদ্রে রাখা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, সূর্য্যের আকর্ষণে সেই আবরণ ভেদ করিয়া, রস বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতেছে, তন্নিবন্ধন স্পঞ্জের বা ব্লটীং কাগজের আর্দ্রতা হ্রাস হইতেছে এবং আবরণের কাপড় সিক্ত হইতেছে। শুষ্ক মৃত্তিকার মধ্যে এক খণ্ড ভিজা ব্লটীং বা স্পঞ্জ রাখিয়া দিলেও সেইরূপ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সেই ভিজা ব্লটীং কাগজের তাবৎ জল ক্রমে উপরি ও পার্শ্ববর্ত্তী মৃত্তিকাকে ভিজাইয়া দেয়। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মৃত্তিকা মধ্যে আবয়বিক পদার্থের সংস্থিতি হেতু জমিতে জলের বেশ সংস্থান থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে উহা ব্লটীং কাগজের কাজ করে, এবং মৃত্তিকার পক্ষে উহা ভাণ্ডার স্বরূপ। আবয়বিক পদার্থ ক্ষুদ্র এবং ধূলিবৎ হইলেও উহার অবয়বগত ছিদ্রতা যায় না, সুতরাং মৃত্তিকা মধ্যে যাবত উহার অস্তিত্ব তাবৎ উহাতে রসেরও অবস্থিতি। উত্তাপ পাইলে সেই সঞ্চিত রস উপরে উঠিয়া পড়ে, কিন্তু যতক্ষণ উহা শীতল থাকে, ততক্ষণ সেই রস কুঞ্চিতাবস্থায় থাকে এবং তখন ইহার গুরুত্বও অধিক থাকে। জল যত ঠাণ্ডা হয়, তত তাহার ব্যাপ্তি ও পরিসর হ্রাস হইতে থাকে, কিন্তু উত্তাপ সংযুক্ত হইলে সেই সঙ্কুচিত জল স্ফীত হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে লঘু হইয়া পড়ে সুতরাং তাহার ব্যাপ্তিও বাড়িয়া যায়। এক টুকরা বরফ গেলাস মধ্যে অতি অল্প স্থানই অধিকার করে, কিন্তু যত উহা গলিতে থাকে, তত উহা গেলাসের স্থান অধিকার করিয়া লয়, অবশেষে হয়ত, পাত্রের মধ্যে স্থানের অভাববশতঃ উৎলিয়া পড়ে। উত্তাপ পাইলে রস স্ফীত হয়, চলনশীল হয়, আবার উহা হইতে উত্তাপকে স্বতন্ত্র করিয়া দিলে রস পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ক্রিয় ও নিষ্পন্দ হইয়া পড়ে।*

(ক্রমশঃ) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

সুখার্থী কৃষকদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়।

দেবয়াতনোদ্যান নিপাতস্থান গোব্রজান্।
সীমা শ্মশানভূমিশ্চ বৃক্ষচ্ছায়া ক্ষিতিং তথা॥
ভূমিং নিখাত যূপাঞ্চ অয়ন স্থানমেবচ।
অন্যামপি হি চারাহং ন কর্ষেৎ কৃষিকৃৎধরাম্॥
নোষরাং বাহয়েদ্ভূমিং বর্চাশ্মকর্করীবৃতাম্।
বাহয়ন্ন প্রমত্তশ্চ ন নদীপুলিনং তথা॥
যদ্যসৌ বাহয়েল্লোভাদ্দ্বেষাদ্বাপি হি মানবাঃ।
ক্ষীয়ন্তে সোহচিরাৎ পাপাৎ সপুত্রপশুবান্ধবঃ॥
নরকং ঘোরতামিস্রং পাপীয়ান্ যাতি চৈ ন সা।
পরকীয়াং যোহপহৃত্য কৃষিং বাহয়েদ্ধরাম্॥
স ভূমিস্তেন পাপেনহনন্তনরকং বসেৎ॥
ন দূরে বাহয়েৎক্ষেত্রং ন চৈবাত্যন্তিকে তথা।
বাহয়েন্ন পথিক্ষেত্রং বাহয়েন্দুঃখভাগ্‌ভবেৎ॥
(বৃহৎপরাশরসংহিতায়াং)

দেবতার স্থান, উদ্যান, নিহত স্থান, গোষ্ঠ (গোচারণ স্থান), সীমাপ্রান্ত, শ্মশানভূমি, বৃক্ষচ্ছায়া, যূপ (বৃষ কাষ্ঠ) প্রোথিত স্থান, যাতায়াত স্থান, এবং

* মৎপ্রণীত কৃষিক্ষেত্র (৭৬ পৃষ্ঠা) দেখুন।

অন্যান্য অবাহ ভূমি সকলও কর্ষণ করিবে না। উষর ক্ষেত্র, বিষ্ঠাক্ষেত্র, প্রস্তর ও কর্করসঙ্কুল স্থান এবং নদীতট প্রমত্ত হইয়া কখনই কর্ষণ করিবে না। যদি লোভ ও দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া চাষ করে, সেই পাপে সে শীঘ্রই পশু, বান্ধব ও পুত্রাদির সহিত বিনাশ প্রাপ্ত এবং ঘোর তামিস্র নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি অন্যের জমি অপহরণ করিয়া কৃষিকার্য্য করে তাহাদেরও সেই পাপে অনন্ত নরকে গতি হয়। অতিদূরে বা অতিশয় নিকটে কিম্বা পথ চষিবে না। ইহাতে দুঃখভাগী হইতে হয়।

সুখ দুঃখ কর্ম্মায়ত্ত এবং কর্ম্ম হইতেই সঞ্জাত। যে কার্য্যই হউক না কেন, সুখলাভ করাই সকল কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃষিকার্য্যের দ্বারা উহা সম্যক্ সাধিত হইতে পারে। অতএব অনার্য্যের কৃত কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা উহাকে নষ্ট করা কাহারও উচিত নহে। প্রমত্ত ব্যক্তিগণের দ্বারাই উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রমত্তগণ নিজের বেগ নিজে সম্বরণ করিতে পারে না। তাহারা নিজের গতিও নিজে বুঝিতে পারে না। একারণ আর্য্যোচিত নিয়ম সংরক্ষণেও তাহাদের সাধ্য নাই। অতএব অপ্রমত্ত হইয়া আর্য্যোচিত বিধানে চাষ করা শ্রেয়ার্থী ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। যে স্থান চষিবার স্থান নয় সেখানে চাষ দেওয়া এক লোভ নয় অপরের দ্বেষমূলক তাহাতে আর সংশয় নাই। আমাদের যতই বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা থাকুক, সুখের মূল উপাদান অনুমান ব্যতীত যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই তখন তাহা পাইতে হইলে তপস্যাপরায়ণ ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য মনীষিগণের উপদেশ ব্যতীত আর কি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হইতে পারে। তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা যাহা দুঃখের নিদান বলিয়া স্থির জানিয়াছিলেন সেই সেই স্থলেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের কিছুমাত্র অসদ্ভাবও নাই। সূক্ষ্মদর্শী হইয়া দেখিলে সকলেই উহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা হিতেচ্ছুক তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে সন্দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মানুধাবন করিয়া দেখুন উহা হইতে ধ্রুব সত্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়া বিশিষ্ট ফল ও সর্ব্বোত্তম সুখ লাভে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

ক্ষেত্রমেবং কৃতিং কুর্য্যাৎ যা মুষ্ট্রোনাবলোকয়েৎ।
ন লঙ্ঘয়েৎ পশুর্যাং বা নাভীযাদাঞ্চ শূকরঃ॥
বন্ধশ্চ যত্নতঃ কার্য্যো মৃগযুত্রাসনায় চ।
অত্রাপ্যুদ্রবং রাজ তস্করাদি সমুদ্ভবম্॥
সংরক্ষেৎসর্ব্বতো যস্মাদ্যস্মাৎগৃহ্লাত্যসৌ।
কৃষিরক্ষানবস্থেষং মম্না ধর্ম্মং কৃষে ধ্রুবম্॥

(কৃষিপরাশরে।)

উষ্ট্র অবলোকন করিয়াও ক্ষেত্রমধ্য দেখিতে না পায়, কোন পশু লঙ্ঘন করিতে না পারে, শূকর খনন করিতে সক্ষম না হয়, মৃগ সকল নিকটস্থ হইতে না পারে, কৃষক এরূপ ভাবে বেড়া দ্বারা ক্ষেত্র সংরক্ষণ করিবেক। এতদ্ব্যতীত রাজা ও তস্কর হইতেও কৃষির উপদ্রব হইয়া থাকে। কৃষক এইরূপে কৃষিধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া যাহাতে কৃষি রক্ষা হয় সম্যক প্রযত্নে তাহা করিবেক।

আগে রোঁধ। পরে খোঁদ॥ (খনা।)

আগে রুদ্ধ করা অর্থাৎ বেড়া দেওয়া আবশ্যক পরে খোঁদ (খোদন) চষা খোঁড়া বিধেয়।

কৃষিক্ষেত্রের অনেক বিঘ্ন। অতএব বিঘ্ন নিরাকরণ জন্য অগ্রেই যত্নবান্ হওয়া কৃষকের কর্ত্তব্য। যেমন কৃষকের কৃষিবিষয়ে সুদক্ষতা (স্বাদ বোধ) থাকা আবশ্যক। কৃষিজাত শস্যাদির বিঘ্ন সংরক্ষণ সম্বন্ধে ততোধিক জ্ঞান ও বোধ থাকা প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত ফললাভ হওয়া সুদুষ্কর।

মৃত্তিকা বিশেষে বিশেষ বিশেষ বীজবপন বিধি।

অনবদ্যাং শুভাং স্নিগ্ধাং জলাবগাহনক্ষমাম্।
নিম্নাং হি বাহয়েদ্ভূমিং যত্র বিশ্রমতে জলম্॥

মাহয়েত্তু প্রযত্নেন ভূয়ো যুক্তে সেকুলঙ্কে।
শারদমুক্তকৈঃ শ্রান্তা কলমাং বাপয়েদ্বধীঃ॥
অর্ধাস্তু কাসু কার্পাসং উদন্ত্র তু হৈমকাম্।
বসন্ত গ্রীষ্মকালীরমল্প নিম্নেষু তদ্বিদঃ॥
কেদারেষু তথা শালীন্ জলোপান্তেষু চেক্ষবঃ।
বৃন্তাক শাকমূলানি কন্দাদি চ জলান্তিকে॥
বৃষ্টিবিশ্রান্তিপানীয় ক্ষেত্রেষু যবাদিকম্।
গোধুমাংশ্চ মসূরাংশ্চ খল্বান্ খলু কুলত্থকাঃ॥
সমস্নিগ্ধেষু চোপ্যানি ভূমৌ জীবান্ নিজ্ঞানতা।
তিলা বহুবিধাশ্চোক্তা অতসী শোণমেব চ।
মুদগাস্ত্র জগৎ সর্ব্বং বাপয়েৎ কৃষিকৃন্নরঃ॥
(কৃষি পরাশর।)

এরূপ জমিতে কর্ষণ করিবে যেন উহা স্নিগ্ধ, উৎকৃষ্ট, নিম্ন অর্থাৎ অবগাহনের উপযুক্ত জল ধরিতে পারে। জলাশয় সমীপে ধান্য বপন করিবে কারণ সেচনের প্রয়োজন হইলে জল সুপ্রাপ্য হয়। আশু ধান্য উচ্চ স্থানে রপন করিবে। সিক্ত স্থানে কার্পাস এবং যেথানে বহু জল ধরে তথায় হৈমন্তিক ধান্য বপন করিবে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীয় ধান্য সকল কর্দ্দম ক্ষেত্রে বপন করিবে। কেদার বিশিষ্ট ক্ষেত্রে শালি ধান্য এবং জলপ্রান্তে ইক্ষু রোপণ করিবে। শাক, বেগুণ, কন্দ, মূলক প্রভৃতি জল সমীপে বপন করিবে। স্বভাবতঃ সিক্তক্ষেত্রে একটু বৃষ্টি হইয়া যাইলে অর্থাৎ জমি স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিলে যব, গোধুম, মসুর, ছোলা, কলায়, তিল, অতসী (মসিনা), শণ এবং মেস্তা পাট প্রভৃতি বপন করিবে।

জল সংরক্ষণ।

আগে বেঁধে আলি। রুইগে যা শালি॥
যদি না হয় শালি। খনাকে দিস্ গালি॥ (খনা)

হৈমন্তিক জমির যদি ভালরূপে আইল বাঁধা থাকে তাহা হইলে ক্ষেত্র হইতে জল বহু দিবসাবধি নিঃসরণ হয় না। ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহাতে শালি ধান্য ভাল হয়। জল রক্ষণের জন্য আগে হইতেই যে কৃষক যত্নবান্ তিনিই সম্যক্ ফললাভ করিয়া থাকেন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর সকল জমির যত্নপূর্ব্বক আইল বাধাই উচিত। তাহা হইলে সময়ের জল জমি মধ্যে দাঁড়াইতে পারে। ঐ জল ব্যতীত আমন ধান্য বাচে না এবং বৃদ্ধিও হয় না। জল সংরক্ষণে যত্নবান্ হওয়া কৃষকদিগের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য জানিতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখিবার জন্য খনা বলিয়াছেন।

আউশ মলে থোব কোথা। আমন মলে যাব কোথা॥

আউশের মই, বিদা ও নিরাণ দ্বারা অনেক ধান নষ্ট হয় কিন্তু ঐ তিনের দ্বারা আবাদ যত বেশী হয় ততই আউস ধান্যের ফলন অধিক হয়। বিদা ও মইয়ে অনেক আউশ গাছ মারা যায় এজন্য আউশ ধান কিছু বেশী পরিমাণে বোনা উচিত। চারা অবস্থায় রৌদ্রের তাপে আউশের পাতাগুলি ঈষৎ শুষ্ক হইলেও সে ধান্য প্রায়ই ভাল হয়। কিন্তু জলাভাবে যদি আমনের জমি ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে আমন গাছের শিকড়গুলি ছিঁড়িয়া যায় একারণ আর তাহাতে নীর ঢালিলেও ধান ভাল হয় না। অতএব জলসংরক্ষণ করাই আমনের প্রধান আবাদ। প্রথমাবস্থায় গাছের পাতাগুলি জাগাইয়া কাটি পর্য্যন্ত জল রাখাই নিয়ম। গাছগুলি পুষ্ট হইলে আধ হাত তিন পোয়া, স্থল বিশেষে গাছের মূলে এক হাত পর্য্যন্ত জল রাখা যায়। জলই আমনে জীবন বটে কিন্তু সময় বিশেষে এই জলও আবার ত্যাগ করাও জানা আবশ্যক। নিরাণের পর জমিতে একবার পিঠ খাওয়ান উচিত। কিন্তু পিঠ খাওয়ানর পরই আবার জল পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা উচিত। কাধামারা রোগ (অর্থাৎ ধান্য গাছ না বাড়িলে, গাছের রোগ জন্মিলে) ঐরূপ পিঠ খাওয়াইতে হয়। এতদ্ব্যতীত ভাদ্র মাসেও পিঠ খাওয়ান নিয়ম কিন্তু সে সময়ে

মূলে অল্প অল্প জল থাকা চাই। কদাচ পূর্ব্বের মত থাওয়ান ব্যবস্থা নয়।

নৈরুজ্যার্থং হি ধান্যানাং জলং ভাদ্রে বিমোচয়েৎ।
মূলমাত্রন্তু সংস্থাপ্য কারয়েজ্জলমোক্ষণম্ ॥
ভাদ্রে চ জলসম্পূর্ণং ধান্যং বিবিধ বাধকৈঃ।
প্রপীড়িতং কৃষাণানাং ধত্তে ফল মুত্তমম্ ॥

ধান্যসকলকে সুস্থ রাখিবার (রোগ হইতে বাঁচাইবার) জন্য ভাদ্রমাসে জমি হইতে জলমোক্ষণ করিবে। ঐ সময় মূলমাত্রে জল রাখিয়া সমুদয় জল ছাড়িয়া দিবে। ভাদ্রমাসে জমি জলপূর্ণ থাকিলে ধান্য সকলের বিবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ধান্য প্রপীড়িত হইলে কৃষকগণ উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ ধান্য বৃক্ষে ফল ভালই ধারণ করে না।

ভাদ্রে প্রখর রৌদ্রের তেজে ধান্যক্ষেত্রের জল উত্তপ্ত ও মৃত্তিকা উত্তপ্ত হইয়া ধান্যমূলগ্রন্থিতে তাপ লাগিলেই প্রচুর পরিমাণে চতুঃপার্শ্ব দিয়া চারা বহির্গত হওয়ার সুবিধা হয়। আর ঐ সময় জল পূর্ণ থাকিলে কখনই ধান্যবৃক্ষ হইতে অধিক চারা নির্গত হয় না। বিশেষতঃ উত্তপ্ত জল নিয়ত ধান্যের গাছের উপরি অংশে (অর্থাৎ মূলের উপরিভাগে) লাগিয়া ধান্যবৃক্ষ বৃদ্ধি পায় না এবং পীড়াগ্রস্তও হয়। মাসিক বৃষ্টি প্রসঙ্গে খনা যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে

সিংহে চট্‌কা কন্যা কাণে কাণ।
বিনা বায়ে তুর্ষে কোথা থোব ধান ॥ (খনা)

ভাদ্র মাসে মেঘের চট্‌কা ভাঙ্গা অর্থাৎ ভাল করিয়া এক এক চমক রীতিমত রৌদ্র হওয়া ভাল। আশ্বিন মাসে যাহাতে কাণে কাণে অর্থাৎ আইলের কাণায় কাণায় (মাথায় মাথায়) জল হয় এরূপ বৃষ্টি হওয়া ভাল। আর কার্ত্তিক মাসে যদি বিনা বাতাসে বর্ষণ হয় তাহা হইলে ধান রাখিবার যায়গা অর্থাৎ ধান্য কাটিবার সময় আছড়া ফেলিবার যায়গা জমিতে হয় না।

আশ্বিনে কার্ত্তিকে চৈব ধান্যস্য জলরক্ষণম্।
নকুতং যেন মূর্খেন তস্য কা ফলবাসনা ॥
যথা কুলার্থী কুরুতে কুলস্ত্রীপরিরক্ষণম্।
তথা সংরক্ষয়ে বারি শরৎকালে সমাগতে ॥

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ধান্যক্ষেত্রে জল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে মূর্খ তাহা না করে তাহা ফল বাসনা করা কেন? অর্থাৎ তাহার ফল বাসনা করা বৃথা মাত্র। যেমন কুলার্থী ব্যক্তি কুলস্ত্রীকে বিশেষরূপে রক্ষা করেন সেইরূপ শরৎকাল সমাগমে ক্ষেত্রে বারি রক্ষার জন্য সম্যক্ যত্নবান হইবে। এস্থলে শরৎকাল সমাগমে অর্থাৎ শরৎকাল সমাগম হইলে (শরতের মধ্যে বা আশ্বিন মাসে) বুঝিতে হইবে।

ভাদ্রমাসে প্রায় ধান্যের চারা নির্গমের কাজ হইয়া যায়। তৎপরেই অর্থাৎ আশ্বিন মাসে ক্ষেত্রে জল পূর্ণ করিলে চারাগুলি সত্বরই বর্দ্ধিত হইয়া মূল বৃক্ষের সমান হইয়া থাকে এবং পুষ্ট হইয়া গর্ভধারণে সক্ষম হয়। আশ্বিনের শেষ ধান্য গর্ভস্থ থাকিলে, কার্ত্তিকের প্রথমেই ফুলাইয়া যায়। ফুলাইবার সময় ধান্যে জল থাকিলে সত্বর পুষ্পিত হয় এবং ফুলানের পর জল থাকিলে আগড়া না পড়িয়া উত্তমরূপে ধান্য বাঁধিয়া যায় ও ধান্যগুলি পুষ্ট হয়। তৎপরে আর জলের প্রয়োজন নাই, তখন ক্ষেত্র শুষ্ক থাকাই ভাল।

আউশের জমিতে আদৌ জল থাকা ভাল নয়। আউশের জমি কেবল ঘাসশূন্য রাখাই প্রধান কার্য্য। বৃষ্টিতে জল দাঁড়াইতে না পায় এজন্য জল বাহির হওনার্থে বর্ষাকালে জমির (ঘাই) জল বাহির হওয়ার পথ সর্ব্বদা খুলিয়া রাখা বিধেয়। তবে জমির ঘাস যদি নিড়াইয়া শেষ করা সহজ না হয় তাহা হইলে জল বাঁধিয়া আমন নিড়াণের ন্যায় তৃণশূন্য করা যায়। কাঁচল ব্যতীত অন্য জমিতে ঐরূপ জল বাঁধা ভাল নয়। তাহাতে ধান্য বসিয়া যায় অর্থাৎ বর্দ্ধিত হওয়া স্থগিত হইয়া যায়।—ক্রমশঃ।—শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন।

কাঁটালের ব্যাধি।

কাঁটাল গাছের গাত্র বহিয়া সময়ে সময়ে রস নির্গত হইয়া থাকে। এই রস আটা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। কাঁটাল গাছ হইতে এই রূপে যে রস প্রবাহিত হয়, তদ্দ্বারা গাছের বৃদ্ধি রোধ করে, শক্তি হরণ করে। এতদ্ব্যতীত, রস-নির্গমনহেতু গাছের স্বাস্থ্যও বিশেষ ভগ্ন হইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল এই রোগ দ্বারা বৃক্ষগণ আক্রান্ত হইয়া থাকিলে, রোগ ক্রমশঃ ত্বক্ বা ছাল হইতে কাষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করে। রোগের বাহ্য লক্ষণ,—গাছের গাত্র বহিয়া লাল বর্ণের রস প্রবাহিত হওয়া,—গাছের গাত্রে ছিদ্র থাকা ইত্যাদি। যে গাছে এইরূপ রস পড়িতেছে, দেখা যাইবে, তাহা নিশ্চয়ই কীট-গ্রস্ত বলিয়া জানিতে হইবে এবং তদনুসারে তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে। গাছের ছাল অতিশয় পাতলা; সুতরাং ব্যাধি অতি সত্বরই কাষ্ঠ মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে।

রোগাক্রান্ত কাঁটাল গাছে দুই প্রকারের পোকা দেখিতে পাওয়া যায়; ১ম,—পতঙ্গ জাতীয়,—২য়,—কৃমিবৎ। শেষোক্ত কীট,—প্রথমোক্ত কীটের অসম্পূর্ণ অবস্থা কি না, সে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু একই ক্ষত স্থান হইতে আমরা দুই প্রকারের পোকাই পাইয়াছি। ইহাতেই মনে হয় যে, কৃমিগণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, পক্ষযুক্ত কীটে পরিণত হয়। আবার অনেক গাছে কেবল কৃমি, কিম্বা কীট দেখা গিয়াছে। এতদুভয়ই এক জাতীয় হউক বা বিভিন্ন জাতীয় হউক, উভয়েই বৃক্ষের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে যতদূর আপাততঃ আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের মনে হয় যে, কৃমি জাতীয় বা কৃমি অবস্থার কীটই অধিকতর ক্ষতি করে। কৃমিকীট সূত্রবৎ সূক্ষ্ম, এবং এক যব পরিমাণ লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদিগের গতি অতি মন্থর, কিন্তু কার্য্য অতি দ্রুত। এরূপ সূক্ষ্ম ও মন্থরগতি কীটগণ যে কিরূপে কাঁটালের কঠিন কাষ্ঠকে ফোঁপরা করিয়া দেয়, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাদিগের দন্ত বিশেষ তীক্ষ্ণ বলিয়া মনে হয়; কারণ গাছে ইহারা যখন ছিদ্র করিতে থাকে, তখন তাহা হইতে রসের সহিত কাষ্ঠের গুঁড়া দেখা যায়, এবং বোধ হয়, যেন কোন সূত্রধর তুর্পুন যন্ত্র দ্বারা উহাতে ছিদ্র করিয়াছে। ছিদ্র মধ্যে দুই একটার অধিক কীট দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ ছিদ্রগুলি বিশেষ গভীর হইয়া থাকে। ছিদ্রের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, উহা নিম্নদেশ হইতে উপরিভাগে বাড়িতে থাকে। এমন কোন ছিদ্র দেখিলাম না,—যে ছিদ্র উপর হইতে নিম্ন দিকে আসিয়াছে।

দ্বারবঙ্গের অন্তর্গত রাজনগরে 'কাঁটালবাগ' নামে দ্বারবঙ্গেশ্বরের এক সুবৃহৎ বাগান আছে। ইহাতে কেবলই কাঁটাল গাছ;—সংখ্যায় দুই শতের কম নহে। দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে ইহাতে গাছ রোপিত হয়, এবং গাছগুলি বেশ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রোপিত থাকিলেও, প্রত্যেক স্থানে দুইটী করিয়া গাছ ছিল। জোড়া জোড়া এক স্থানে কিছু দিবস বেশ বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু গাছ সকল সমধিক বাড়িয়া উঠায়, অনেক স্থানের একটী, অনেক স্থানের দুইটি গাছ মরিয়া গিয়াছে। যেগুলি জীবিত, তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। অধিকাংশ গাছই জীর্ণশীর্ণ, পত্রহীন; শাখা প্রশাখা শুষ্ক ও ভগ্ন। এতদ্ভিন্ন তাবৎ গাছেই উল্লিখিত কীটের আবাস হইয়াছিল।

ফলকর গাছের যে, কোনরূপ পাট আছে, এবং উহার যে, কোন রূপ তদ্বির করিতে হয়, তাহা সাধারণতঃ এদেশের লোক জানে না; সুতরাং তাহার প্রতি কোন যত্ন করে না। এ স্থানেই বা সে নিয়ম-লঙ্ঘন হইবে কেন? প্রথমে এখানে আসিয়া বৃক্ষ

বাগানের যে শোচনীয় অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে গাছের দুরবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ ছিল না। বাগানের দুর্দ্দমনীয় উলু, কুশ, দূর্ব্বা প্রভৃতি ঘাসে পরিপূর্ণ; মধ্যে মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে গোখ্‌রের গাছও জন্মিয়াছে। গোখ্‌রের গাছ দেখিয়া মনে হইল যে উদ্যানের কর্ত্তৃপক্ষগণ বৃক্ষসমূহের মধ্যবর্ত্তী স্থানের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য ইহার আবাদ করিয়াছেন। রীতিমত ভাবে কর্ষণাদি দ্বারা ভূমি আবাদ করিলে, তাঁহাদিগের তত আপত্তির কারণ ছিল না। কারণ, এরূপ আবাদ থাকিলে এই সকল গভীর ও বিস্তৃত শিকড়সম্পন্ন তৃণগণ জন্মিতে পারে না; কিন্তু সেই জঙ্গলময় জমিতে নরুণের আঁচড়বৎ দেশী লাঙ্গল দ্বারা অযত্ন সহকারে ভূমি কর্ষণ করিলে, কতটুকু জমির মাটি বিচলিত হইতে পারে? এতদ্দ্বারা বরং সেই সকল তৃণাদির বৃদ্ধি বিস্তারের আরও সহায়তা করা হয়। যাহা হউক, আমি ইহার "পঙ্কোদ্ধারের" জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে, তাবৎ জমিকে কোদালের সাহায্যে উত্তমরূপে উল্টাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে পক্ষবিশিষ্ট (Turnwrist) লাঙ্গল দ্বারা জমিকে পুনঃ পুনঃ কর্ষিত করিয়া দিলাম, ও ঘাস পালার শিকড় সাধ্যমত বাছিয়া ফেলিয়া দিলাম। উদ্যান-সংস্করণ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম বটে; কিন্তু আমার আদৌ ভরসা ছিল না যে, এই সকল কাঁটাল গাছকে বাঁচাইতে পারিব, অথবা এই সকল গাছ আবার শ্রীসম্পন্ন হইবে বা ফল প্রদান করিবে, সুতরাং অন্যস্থানে স্বতন্ত্র 'কাঁটাল বাগ' তৈয়ার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

যাহা হউক, ক্ষেত্রের এইরূপ পাট করিয়া, গাছে যত 'বাঁজি' * ছিল তাহা কাটিয়া ছিঁড়িয়া একবারে পরিষ্কার করিয়া দেওয়াইলাম। অতঃপর কীটাক্রান্ত গাছগুলির ছিদ্র স্থান সকলকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল; ছিদ্র মধ্যে উত্তপ্ত সাবানের জল দেওয়া হইতে লাগিল। সাবানের জল দিবার জন্য পীচকারি ব্যবহার করিতে হয়। এক-মুখবিশিষ্ট মজবুত পীচকারির সাহায্যে সজোরে গর্ত্তের মধ্যে জল দেওয়ায়, ভিতর হইতে কীট ও ক্ষতস্থানের ময়লা বাহিরে আসিয়া পড়িত। তিন চারি দিবস পীচকারি দিবার পর ক্ষত স্থান হইতে রস নির্গত হওয়া বন্ধ হইল এবং তাহাতে বুঝিলাম যে, কীটবংশ লোপ পাইয়াছে।

জমি পরিষ্কৃত হইবার পর হইতে গাছে যেন নব-জীবন সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল, এবং আর কিছু দিবস পাট করিলে যে, প্রায় সব গাছই আরোগ্য লাভ করিবে, এরূপ আশা হইল। আশায় উৎসাহিত হইয়া, ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ হলকর্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিলাম। এক্ষণে তাই আনন্দসহকারে লিপিবদ্ধ করিতেছি যে, কয়েক মাস পূর্ব্বে যে বাগানের বৃক্ষগুলির বাঁচিবার কোন আশা ছিল না, তাহা আজ নব-পত্র-পল্লবে সুশোভিত,—কতক গাছ ফলাবনত। 'যেমন দান, তেমনি দক্ষিণা'। যত্ন কর, পরিশ্রম কর উদ্ভিদ তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবে না,—ধরিত্রী জননীও তোমার কাছে ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন না, ইহা নিশ্চয়। যাহার জন্ম আছে, তাহার মৃত্যু আছে; —যাহার মৃত্যু আছে তাহার সুখ অসুখ আছে। ইহাও জানা উচিত যে, যেখানে মৃত্যু আছে, সেখানে তাহার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। ব্যাধির

* আম্র, কাঠাল প্রভৃতি গাছের শাখা প্রশাখায় এক প্রকার লতানে স্বভাবের উদ্ভিদ জন্মে। প্রকৃত পক্ষে উহা লতা নহে। ইহাকে 'বাঁজি' কহে। বাঁজিগণ গাছের শাখা প্রশাখায় এমন কঠিন ভাবে জড়াইয়া থাকে যে, বিনা অস্ত্র সাহায্যে ইহাদিগকে গাছ হইতে স্বতন্ত্র করা যায় না। ইহারা মূল বৃক্ষের রস শোষণ করিয়া জীবিত থাকে; সুতরাং মূল বৃক্ষের ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয়।

উৎপত্তি কোথা হইতে হয়, এ সম্বন্ধে যদি অনুসন্ধান করিতে হয়, তবে দেখিতে পাই, বাগানের জল-নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালীর অভাব, স্থানীয় জঙ্গল এবং বৃক্ষগণের ঘনতা হেতু স্বাধীন বায়ুপ্রবাহ ও ও সূর্য্যালোকের গতিরোধ। যে কোন কলের বাগানই হউক, এই কয়টী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

নূতন কথা।

মনের সহিত দুই একটি কথা।

মঙ্গলাচরণ।

নীলনলিনী চরণ দুখানি সংসারসাগরতরী।
করে প্রাণপণ ভজিবে যেজন এ ধন হইবে তারই।
ধনের লাগিয়ে সংসার ছাড়িয়ে শ্মশানে করি না বাস।
কে আর এমন চিনিবে সে ধন বিনা সেই কীর্ত্তিবাস।
হৃদি ছাড়া কভু না করে সে ধন হৃদয় পাতিয়া নিয়ে।
ভাবেতে বিভোল হয়ে আশুতোষ পাতিয়া রেখেছে হিয়ে।
যুগ যুগান্তর সে ভার বহিয়ে কাতর পশুপতি।
অবোধ তনয় অতি দুরাশয় কহিছে করিয়া নতি।
রাখ মা! ও পদ দেবের সম্পদ অনাথ যোগীন হৃদে।
পাপী পুণ্যবান্ সকলই সমান তোমার অতুল পদে।
বড় সাধ করি করিনু সাধনা সাধনার ধন লাগি।
অলসে মিশাল সকল ভরসা হইনু দোষের ভাগী।

মন! নূতন কথা শুনিতে ভালবাস? কেবল তুমি কেন সংসারে অনেকেই নূতন কথা শুনিতে ভালবাসেন। কিন্তু সংসারে আর নূতন কথা কৈ? সামাজিক বল, রাজনৈতিক বল, ধর্ম্মবিষয়ক বল, সংসারে এখন আর নূতন কথা কৈ? আজ একটা অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া তাহাকে নূতন কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে, হয়ত আর এক দিন কেহ না কেহ, সেই কথা বলিয়াই কাহাকেও না কাহাকেও মোহিত বা বিরক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং সংসারে নূতন কথা কৈ? বিভিন্ন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মনে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, একই ভাবের উদয় হইয়া থাকে, অথচ কেহ কাহারও অনুকরণ করেন না। এই জন্যই সংসারে নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। আবার নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই বোধ হয়, যেন এক ব্যক্তি অন্যকে অনুকরণ করিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেহই কাহাকে অনুকরণ করেন নাই, সকলেরই মনের ভাব নূতন এবং স্বতঃই তাঁহাদিগের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের একজন কবি, নির্জ্জনদ্বীপস্থিত একটা ব্যক্তির হৃদয়ের ভাব বর্ণন করিতে করিতে, সমাজকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন "যদি আমার পক্ষীর ন্যায় পক্ষ থাকিত, তবে হে সমাজ কত শীঘ্র তোমায় দেখিতে পাইতাম"। এই একটী নূতন কথা নূতন ভাব। আবার ভারতবর্ষে বসিয়া মধুসূদন কান, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ বিধুরা শ্রীমতীর দুঃখ বর্ণনা করিতে করিতে বলিতেছেন "পাখা যদি দিতেন বিধি পাখী হয়ে উড়ে যেতাম, যে বনে প্রাণ-পাখী আছেরে সেই বনেতে খুঁজে নিতাম"। এখন কোন্‌টীকে নূতন কথা বলিবে? বা কোন্ ব্যক্তি কাহাকে অনুকরণ করিয়াছেন বলিবে? ইংলণ্ডীয় কবি যে মধুসূদনকে অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে; কারণ মধুসূদনের জন্মের পূর্ব্বেই, হয়ত, তিনি একথা বলিয়াছিলেন। আবার মধুসূদনও ইংরাজী জানিতেন না যে, তিনি বিজাতীয় কবিকে অনুকরণ করিবেন। অথচ ভাব একই। আবার ইহার পূর্ব্বেও, কোন না কোন ব্যক্তির হৃদয়ে যে, এ ভাব উদিত হয় নাই; তাহারও প্রমাণ নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, সংসারে এখন আর নূতন কথা কৈ? কিন্তু এক সময়ে ছিল। উপরে যে উপমাটী দিলাম, অবশ্যই

তাহা এক ব্যক্তির মনে প্রথমে উদিত হইয়াছিল, তখন উহা নূতন কথা ও নূতন ভাব। এখন আর নূতন কথা কৈ ? নাই এমন নহে, অবশ্যই আছে—তবে অতি বিরল।

তুমি অনেক চিন্তা করিয়া এক ভাব বাহির করিলে অন্যে তাহা অপর লোকের নিকট শুনিয়াছেন বা কোন গ্রন্থে সেই ভাবটী দেখিয়াছেন ; সুতরাং তিনি তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তুমি সেই ব্যক্তিকে অনুকরণ করিয়াছ ; অথচ তুমি সে ভাব কখনও শুন নাই অথবা কোন গ্রন্থে কখনও পাঠ কর নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশু, মৃত্যুকালে তদীয় হন্তাদিগের শান্তি কামনায়, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন "পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা করুণ, কারণ ইহারা যে কি অপরাধ করিতেছে, তাহার কিছুই জানে না।" ইহা একটা অভূতপূর্ব্ব নূতন কথা বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এখন শুনিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্ট জন্মিবার অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে, অন্য এক ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছিলেন। বাস্তবিক যীশু কাহাকেও অনুকরণ করেন নাই ? তাঁহার তুল্য ঈশ্বরপরায়ণ লোকের হৃদয়ে যে, স্বতঃই এই মহদ্ভাবের উদয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? অথচ ভাবটি নূতন নয়। এই রূপে তুমি যত নূতন ভাবের কথা বল না, তাহা কখনই নূতন হইবে না। যাহা তোমার নিকট নূতন, তাহা অন্যের নিকট নূতন নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের নেতা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, যখন "নববিধানের" সৃষ্টি করিলেন, তখন তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার এই মহদভিপ্রায়ে মোহিত হইলেন। চারিদিকে বাহবা বা টিট্‌কারী ধ্বনি উঠিল। এমন সময় পাদরী ডল সাহেব, কেশব বাবুর সাম্বৎসরিক "নববিধান" নামক বক্তৃতার সমালোচন স্থলে বলিয়াছিলেন, "কেশব ইহা তোমার বা তোমার দেশীয় লোকের পক্ষে নূতন হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা নূতন নহে"। আবার হয়ত, কেশব বাবুর নববিধান সৃষ্টির পূর্ব্বে, ত্রিপুরার দেওয়ান শক্তিসাধক মহাত্মা রামদুলাল রায় মহাশয়, তাঁহার ইষ্টদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "জেনেছি জেনেছি তোমায় তুমি জান ভোজের বাজী, তোমায় যে ভাবে যে ডাকে মাগো! তাতেই তুমি হও মা রাজী" ইত্যাদি। এক্ষণে তুমি কি বিশ্বাস করিবে যে কেশব বাবু এই ভাবের জন্য অন্যের নিকট ঋণী—আমি ত কখনই তাহা বলিতে পারিব না। এক দিন যাঁহার বক্তৃতায় সুসভ্য ইংলণ্ড পর্য্যন্ত মোহিত হইয়াছিল ; সেই সরস্বতীর বরপুত্র কেশবচন্দ্র যে অন্যকে অনুকরণ করিয়া, তাঁহার হৃদয়ের বলিয়া, সাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন, এ কথা কোন্ প্রাণে বিশ্বাস করিব ? তাঁহার হৃদয়ে ভাবের অভাব ছিল না। কোন একটী ভাব হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হয়। প্রকৃতি, গ্রন্থ বা উপদেশ বা কেহ না কেহ, হৃদয়ের সেই ভাবটী সতেজ বা উত্তেজিত বা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান করিয়া দেয়, এই মাত্র। হয়ত কেশব বাবুও সেই ভাবে সাহায্য পাইয়াছিলেন ; ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বোধ হয় না। যিনি সাধকহৃদয়ের সন্তাপ দূর করিয়া থাকেন, সেই দয়াময়ী মহাশক্তিই, প্রকৃতি, গ্রন্থ বা উপদেশ ছলে, কেশব বাবুর হৃদয়ে এই ভাবের আবির্ভাব করিয়া দিয়া, তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয়কে প্রশান্ত করিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত আর আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। তবে একথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, আমাদিগের হৃদয়ে যত প্রকার অভিনব ভাবের উদয় হয়, তাহার জন্য, আমরা কাহারও না কাহারও নিকট ঋণী। যাহার নিকট ঋণী, তিনিই আমাদের উপগুরু সেই গুরুর গুরুত্ব লোপ করিয়া, যদি আমরা, তাহা আমাদিগের স্বকীয়ভাব মনে করি, তাহাতে আমাদিগের পাতিত্ব আছে। সংসারে আমরা যাহা কিছু শিক্ষা করি তাহাই গুরুর নিকট। সে গুরু চেতন

হউন, অচেতন হউন বা উদ্ভিদই হউন, কিন্তু আমাদের গুরু।

একদা এক বাজীকর, একখানি তরবারি হস্তদ্বারা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া, সেই তরবারি স্বীয় দন্ত দ্বারা ধরিয়া দর্শকবৃন্দকে মোহিত করিতেছিল। তাহার ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে, দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে একজন সাধু, সেই বাজীকরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাপু! তোমার এই ক্রীড়ায় আমি যৎপরোনাস্তি পরিতোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে বল, এই অদ্ভুত বিদ্যা কোন্ গুরুর নিকট হইতে অভ্যাস করিয়াছ"? বাজীকরের মনে অহংকার হইল, সে গুরুর গুরুত্ব অপলাপ করিয়া বলিল "আজ্ঞে? আমি ইহা কাহারও নিকট শিখি নাই;—স্বয়ংই অভ্যাস করিয়াছি"। সাধু পুনর্ব্বার বলিলেন "বাপু? আর একবার বাজী করিয়া সকলকে দেখাও, ইহা যত বার দেখি তত বারই নূতন বলিয়া বোধ হয়"। সাধুর আদেশানুসারে, বাজীকর পুনর্ব্বার বাজী আরম্ভ করিল। সেবার বাজীকর যেমন তরবারী ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া, দন্তদ্বারা ধরিতে গেল, অমনি তরবারি তাহার গলায় পড়িয়া গলার প্রায় অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল। তখন বাজীকর সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয়? আমার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে;—গুরুর গুরুত্ব অপলাপাপরাধেই, আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এক দিন আমি একটী মাছরাঙা (মৎসরঙ্গ) পক্ষীকে মৎস শিকার করিতে দেখিয়াছিলাম। পক্ষীটা মৎস্য ধরিয়াই ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করতঃ পুনরায় স্বীয় চঞ্চু উহাকে ধরিল এবং অবশেষে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়াই আমি তরবারি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া দন্ত দ্বারা ধারণ করিতে শিখিয়াছিলাম। কিন্তু সকলের প্রশংসায় আমি অহংকারে উন্মত্ত হইয়া গুরুর গুরুত্ব লোপ করিয়াছি। সেই মহাপাপের এই ফল"। বাস্তবিকই যে কোন ভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহার জন্য আমরা কাহারও না কাহারও নিকট ঋণী। সুতরাং সংসারে নূতন ভাব বা নূতন কথা কৈ?

একই প্রকার মনের ভাব, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মনে উদিত হয় কেন? ইহা চিন্তা করিলেও হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়। বিশ্বময়ীর বিশ্বরাজ্যের রচনাকৌশল দেখিলে, প্রথমে বিভিন্ন প্রকার বোধ হয়; কিন্তু যত অন্তরে প্রবেশ করা যায়, ততই এক। সেইরূপ দুই বা ততোধিক বিভিন্নাকৃতির করিব চিন্তাও এক। আবার দুইজন ঈশ্বরপরায়ণ লোকেরও (বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও) চিন্তা এক। সুতরাং পরস্পরের চিন্তার ফলও এক হইয়া থাকে। তাঁহারা পরস্পর যত দূরদেশে থাকুন্ না, চিন্তা ত একই। যদি দুইজন ঈশ্বরপরায়ণ বিভিন্নাচারীও হন, তথাপি তাহাদের চিন্তা সেই এক। একজন কোট পেণ্টেলনধারী ঈশ্বরপরায়ণ খৃষ্টানের যে চিন্তা, আবার একজন ধুতি উত্তরীয়ধারী ঈশ্বরপরায়ণ হিন্দুরও সেই চিন্তা; সুতরাং দুই জনের চিন্তার ফলও এক। এই জন্যই সংসারে বড় একটা নূতন কথা বা নূতন ভাব শুনিতে পাওয়া যায় না।

যদিও আর নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু পুরাতন কথাই আবার নূতনভাব ধারণ করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়া থাকে। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুচয় ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; তথাপি ঐ সমস্ত ঋতু যখন প্রথম আবির্ভূত হয়, তখন নূতন আকারে আমাদের মন আকৃষ্ট করিয়া থাকে। হৃদয়ে যখন যে ভাব প্রবল হয়, কথাও সেই ভাবে নূতন বা পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। অদ্য যে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম এবং চর্ব্বিত চর্ব্বণ বলিয়া ঘৃণা করিলাম, হয়ত আগামী কল্য তাহাই অশ্রুতপূর্ব্ব বোধ করিয়া হৃদয়দ্রব হইল, এবং তৎসহ অশ্রুবারি বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। ভাবে গদগদ হৃদয় হইলাম। সুতরাং

সংসারে নূতন কথা না থাকিলেও অবস্থা বিশেষে, পুরাতন কথাই আবার নূতন ভাব ধারণ করিয়া, আমাদিগকে মোহিত করে। যখন তুমি, ঈশ্বর প্রেমে মোহিত হও, তখন তুমি "কবে তব দরশনে হে প্রেমময় হরি? উথলিবে হৃদি মাঝে চিদানন্দ লহরী" এই ব্রাহ্ম সঙ্গীতটী শুন, তখনও যেমন নূতন বোধ হয়, আবার যখন "এমন দিন কি হবে ওগো তারা? যবে তারা তারা তারা বলে নয়নে বহিবে ধারা" রাম প্রসাদের এ গানটীও তেমনই নূতন বোধ হইবে। অথচ দুইটী গানই এক ভাবাত্মক। কথা বা ভাব নূতন না হইলেও হৃদয়ের ভাবের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে! বিশ্বময়ীর বিশ্বরাজ্যের সকলই নূতন, আবার সকলেই পুরাতন।

যখন সারগর্ভ পুরাতন ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ কথা বা ভাব তোমার হৃদয়ে, নূতন ভাবে উদিত হইবে, তখন বুঝিবে যে, মার কৃপায় তোমার উন্নতি হইতেছে। আবার যখন সকল বিষয়কেই পুরাতন বলিয়া বোধ হইবে, তখন তোমার শান্তি কোথায়? না বিশ্ব সংসার দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে, না গ্রন্থ-পাঠ করিয়া হৃদয় শীতল করিতে পারিবে। আবার সেই ধ্যান, ধারণা, পূজা, পাঠ সকলই পুরাতন। পুনঃ পুনঃ সেই সমস্ত পুরাতন কথা বলিতে বা পুরাতন ভাবের চিন্তা করিতে তৃপ্তি হইবে কেন? যদি তৃপ্তি না হইল, তবে তোমার উন্নতি কোথায়? পূজা, পাঠ, ধ্যান ধারণা প্রভৃতিতে তোমার তৃপ্তি হইবে কেন? ঐ সমস্ত পুরাতন হইলেও তোমার হৃদয়ে যদি অভিনব ভাবে আকৃষ্ট না হইল, তবে তোমার কি ফল ফলিল? ভাব সমস্ত পুরাতন হইলেও, বিষয় সমস্ত পুরাতন হইলেও, যখন নূতন ভাবে তোমার হৃদয় আকৃষ্ট করিবে, তখনই দেখিবে, তোমার উন্নতি হইতেছে। ভাব পুরাতন হইলেও, কথা পুরাতন হইলেও, তৎসমুদায় তোমার অভিনব বোধ করিয়া, তাহাতে মন নিবেশ করিতে হইবে। কথা ভাল লাগুক, আর নাই লাগুক, তত্ত্ব কথা হইলেও তোমার তাহাতে মন যোগ করিতে হইবে।— কারণ অদ্য যাহা উপকারে না আসিল, আগামী কল্য তাহা উপকারে আসিতে পারে। প্রতিদিন নূতন কথা বা নূতন ভাব, তুমি কোথায় পাইবে? সকলই পুরাতন।—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়, সাং ইলসরা।

আহার।

(প্রথম খণ্ডের ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

বৈদিক সময়ে হিন্দুরা প্রভূত মাংস আহার করিতেন এবং আহার ও বলের দিকে তাঁহাদের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তাহা না হইলে অল্প সংখ্যক আর্য্যগণ সমুদয় ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিতেন না। এক্ষণে যে সকল মাংস নিষিদ্ধ হইয়াছে তাঁহারা তাহাও ভক্ষণ করিতেন। এমন কি মহাভারতেও নিষিদ্ধ মাংস ভোজনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের সময় হইতেই আহার ও বলের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। উদ্যোগপর্ব্বে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন "আঢ্য লোকদিগের আহার মাংসপ্রধান, মধ্যবিত্ত লোকদিগের আহার গব্যরস প্রধান, ইতর লোকদিগের আহার তৈল প্রধান।" অর্থাৎ আঢ্য লোক ভিন্ন আর সকলের আহারের অবনতি হইয়াছিল।

শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "পিতামহ, মাংসই কি মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার?" ভীষ্ম উত্তর করিলেন "হাঁ, মাংসই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার।" ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, মাংসই যে মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার, ইহা সে সময়ের লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং ইহা তাহাদিগের মনে করিয়া দিবার দরকার হইয়াছিল। মহাভারতের, বোধ হয়, বনপর্ব্বে, ধর্ম্মব্যাধ মাংসাহারের বৈধতা এবং আহারার্থে প্রাণী হিংসায় পাপ নাই—এই কথা নানা উদাহরণ দ্বারায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহা দ্বারা

বুঝা যাইতেছে যে আহারার্থে প্রাণী হিংসায় পাপ হয়, লোকের মনে এই বিশ্বাস স্থান পাইয়াছিল।

একটি মাংসাহারী জাতির মনে, আহার্য্য পশু পক্ষীর প্রতি মমতা কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় এ দেশে বিবিধ যাগ যজ্ঞে পশুহত্যার বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল এবং এখনকার মত দেবমন্দিরে প্রকাশ্য স্থানে বলিদান দেওয়া হইত। এই প্রকাশ্য বলিদান-স্থানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মনে যেরূপ কষ্ট হইত, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যজ্ঞস্থলে পশুহত্যা দেখিয়া দয়াবান লোকেরা কষ্ট অনুভব করিতেন ও অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই মত প্রচার করিতেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নিকৃষ্ট জীব নষ্ট করিয়াই উৎকৃষ্ট জীবের পোষণ হয়। ডারুইন বলেন, এক জীব অন্য জীবকে আহার করিতেছে—ইহাতে নিষ্ঠুরতা কিছু মাত্র নাই। মরিব এ কথা পূর্ব্বে জানিলে কষ্ট অনুভব হয়, কিন্তু কোন জন্তু চরিয়া কি খেলিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে আক্রান্ত হইয়া হত হইলে তাহার মৃত্যু বড় সুখের মৃত্যু হয়। ভ্রমণকারী লিভিংষ্টোন্ সাহেবকে একটা সিংহ মুখে করিয়া লইয়া যায়। তাঁহাকে সিংহের হাত হইতে উদ্ধার করা হইলে তিনি বলেন যে তাঁহাকে সিংহে ধরিবার পর তাঁহার কোনরূপ ভয় বা কষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ তিনি একরূপ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন।

বধ্য জন্তুকে কোন নির্জ্জনস্থানে লইয়া, অন্যান্য জন্তু ও মনুষ্যের অসমক্ষে, কষ্ট না দিয়া হত্যা করা উচিত। হাড়িকাঠের ভিতর পুরিয়া বলিদান করা বড় কষ্টজনক। ৺বৈদ্যনাথধামে পাঁঠা ও মহিষকে কিছু খাইতে দেওয়া হয় এবং সে যখন খাইতে থাকে, তখন তাহাকে কাটা হয়। হাড়িকাঠের ব্যবহার নাই।

হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্র সর্ব্বভূতে দয়া। আহারার্থে কষ্ট না দিয়া প্রাণিহত্যা করা সে ধর্ম্মের বিরোধী নহে। কিন্তু পুষিয়া খাওয়া হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ। একটা জানোয়ারকে হাতে করিয়া খাওয়ান হয়, কোলে করিয়া আদর করা হয়, অথচ দরকার হইলে তাহাকে কাটিয়া খাওয়া হয়, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম না হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে ইহা অতিশয় গর্হিত কার্য্য।

আমাদের দেশে বন্যকুক্কুট ও বন্যবরাহ খাইবার বিধি আছে অথচ গ্রাম্যকুক্কুট ও গ্রাম্যবরাহ খাওয়া নিষিদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, গ্রাম্যকুক্কুট ও গ্রাম্য বরাহ ময়লা ও সেই সঙ্গে রোগের বীজ ভোজন করে, সুতরাং তাহাদের মাংস বেশী সিদ্ধ না করিয়া খাইলে রোগ জন্মিতে পারে।

প্রকাশ্যস্থানে দেবোদ্দেশে বলি দেওয়া ভিন্ন পশু-ভক্ষণ নিষেধের কারণও স্বাস্থ্যমূলক। কেন না যতই কড়াকড় আইন করা হউক না কেন, মাংস ব্যবসায়ীরা ঘুষ দিয়া খারাপ মাংস বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু দেবস্থলীতে নিখুঁৎ পশুই বলিদান দিতে হয় এবং তথায় সমাগত বেশী লোকের দৃষ্টিগত হওয়ায়, পশুটিতে কোন দোষ থাকিলে তাহা বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং দেবতার নিকট বলি দিয়া আহার করার নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট। তবে বলিদান কার্য্য, পর্দার আড়ালে, অন্য পশু ও দয়ার্দ্রচিত্ত লোকদিগের অসমক্ষে, পশুটিকে কষ্ট না দিয়া সমাধা করিতে হয়।

ফলতঃ লোক সাধারণের মাংসাহার ও পুষ্টিকর আহারের প্রতি শ্রদ্ধা না হইলে, এবং পুষ্টিকর আহারই বল বুদ্ধি ও সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির মূল, একথা সর্ব্বদা মনে না রাখিলে দেশের অবস্থা আর ফিরিবে না, মন্দ হইতে মন্দতর হইতে চলিল।

আমরা এক্ষণে যেরূপ গরিব হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে আমরা ইচ্ছা করিলেও শ্রেষ্ঠ ও ধনী জাতিদিগের ন্যায় আহার করিতে পারি না। আমাদের কর্ত্তব্য আপনারা যেরূপ ছাই ভস্ম খাইতেছি, তাহাই খাইয়া এবং অন্যান্য খরচ কমাইয়া ছেলেদের অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর আহার দেওয়া। ছেলেদের

১। পুরান চাউলের ভাত না দিয়া, নূতন চাউলের মাড় না ফেলিয়া ভাত দিতে হইবে।

২। ভাতের ভাগ কমাইয়া রুটি ও ডাইল বেশী দিতে হইবে। রুটি পুরু হইলে সুস্বাদু হইবে। রুটিতে ঘি না দিলেও ক্ষতি নাই। ডাল ঘন হইবে।

৩। মাছ; কম দামের বেশী মাছ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ এক পয়সার দুই টুকরা ইলিশ মাছ দেওয়া অপেক্ষা, এক পয়সার ঘুসো চিঙ্গড়ী কি পুঁটি মাছ দেওয়া ভাল।

৪। মাংস যতদূর পারা যায় দেওয়া উচিত। মাংস ভাজিয়া কি অল্প জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া দেওয়া ভাল; বেশী ঝোলে রান্না ভাল নহে।

৫। জল খাবার মিঠাই না দিয়া তেল নুন দিয়া মুড়ী, চালভাজা কি ছোলাভাজা; ভিজান ছোলা আদা ও নুন; চিড়ে নারিকেল কোরা ও চিনি কি গুড়; পাঁউরুটি, রুটি, আলুসিদ্ধ, ডিম দিলে ভাল হয়।

৬। দুধ, মাখন খাঁটি হইলে খাইতে দিবেন। নতুবা জলো দুধ, ফেনান মাখন দেওয়া উচিত নহে। নিজের পেটের সঙ্গে, কিম্বা ছেলে মেয়ের সঙ্গে এরূপ জুয়াচুরী করা উচিত নহে। যাঁহারা পারেন তাঁহাদের গরু পুষিয়া দুধ ঘি খাওয়ান উচিত। বাজারের দুধ ঘি একরূপ অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

উপরে যেরূপ আহারের কথা বলা হইল তাহা অন্য দেশের ছেলেদের পক্ষে লঘু আহার। কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলেরা না খেয়ে না খেয়ে এত পেটমরা হইয়াছে যে তাহারা একটু বেশী ডাল রুটি খাইয়াও হজম করিতে পারে না। ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করিবার জন্য তাহাদিগকে চাড়ক্কাঙ্গা

পরিশ্রম

করিতে হইবে। যাহাদের জমী আছে তাহারা কোদাল লইয়া ফলের কি সবজীর বাগান করিতে পারে। অনেকেই কাঠ চেলা করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন সাঁতরান, ঘোড়ায় চড়া, লাফান, ডিঙ্গান, দৌড়ান, বাইসাইকেল চড়া, ডুডু (কাবাটি কাবাটি), খেলা করিতে পারে। আহার ও পরিশ্রমে নিত্যসম্বন্ধ। আহার না করিলে পরিশ্রম করা যায় না এবং পরিশ্রম না করিলে ভুক্ত অন্ন জীর্ণ ও পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় না।

শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখিতে গেলে ভাল আহার ও বেশী পরিশ্রম করা চাই এবং

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন

করাও আবশ্যক। লোকে দিন রাত্রি অবিরাম নাসিকা দ্বারা বায়ুসেবন করিতেছে। ঐ বায়ু দূষিত হইলে যে তাহাদের বিশেষ অপকার হইবে ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং ছেলেদের সর্ব্বদা খোলা বাতাসে থাকিতে ও বেড়াইতে চেষ্টা করা উচিত। অনেকে হিমের ভয়ে ঘরের সমুদয় জানালা বন্ধ করিয়া শোয়। কেহ কেহ মুখ ঢাকিয়া শোয়। ইহাদের স্বাস্থ্য কিছুতেই ভাল থাকিতে পারে না। ইহা মনে রাখা উচিত যে লোকে অন্ন আহার করিলে কি জলপান করিলে যেরূপ ভুক্ত অন্ন জলের কতকাংশ শরীরে শোষিত হইয়া বক্রী অংশ প্রস্রাব ও মলরূপে নির্গত হইয়া যায়, অবিকল তদ্রূপ ভুক্ত বায়ুর ত্যক্ত অংশ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। এই নির্গত বায়ুও মলমূত্রের ন্যায় ত্যাজ্য, পুনঃসেবনীয় নহে। এই পরিত্যক্ত মল, মূত্র, বায়ুতে শরীরের পোষণীয় বস্তু খুব কম থাকে এবং ঐ সকল পুনঃ সেবন করিতে সকলেই ঘৃণা বোধ করে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকল কালেই ঘরের অন্ততঃ দুইটি জানালা খুলিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলে একটি দিয়া গৃহের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং অপরটি দিয়া বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে ও গৃহে বিশুদ্ধ বায়ুর স্রোত প্রবহমান থাকে।

ছেলেরা যদ্যপি খোলা বাতাসে শোওয়া অভ্যাস করে এবং শীতাতপ বৃষ্টি সহ্য করিতে শিখে তাহা হইলে তাহারা অপেক্ষাকৃত নীরোগী ও দীর্ঘজীবী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে ছেলেদের বলেন— ওরে রৌদ্রে দৌড়াস্ না, ওরে বৃষ্টিতে ভিজিস্ না, ওরে হিম লাগাস্ না। তাঁহারা ভাবেন এরূপ করিলে ছেলেরা সুস্থ থাকিবে। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ করাতে তাহারা ননীর পুতুল হয় এবং একটুতেই অসুস্থ হইয়া পড়ে। একজন জমিদার একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ অভ্যাগতকে বলিলেন 'সাহেব, বৃষ্টি হইতেছে, বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য পালকী দি'। সাহেব উত্তর করিলেন আমি চিনির পুতুল নই যে বৃষ্টিতে গলিয়া

যাইব; কাপড় ভিজিলে [illegible] দিয়া কাপড় ছাড়িব।

শৌতাধিক্যবশে এদেশের যুবকদের কোথায় কি ইংরাজের ন্যায় লড়াই করিতে হয়, না এখন রৌদ্র, বৃষ্টি ও বরফের মধ্যে ফাঁকা মাঠে থাকিতে হয় না। এরূপ করিতে হইলে এ দেশের লোকে বুঝিতে পারিতেন যে তাঁহাদের ছেলেপিলে মানুষের ছেলে, পিলের মত নহে।

এক বিষয়ে বেশী লিখিলে লোকের বিরক্তি বোধ হইতে পারে, এই ভয়ে আর দুই এক কথা লিখিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ছেলেদের সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখিতে হইলে পুষ্টিকর আহার, উপযুক্ত পরিশ্রম এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন যেমন দরকার; ছেলেদের হাসি খুসী আমোদে রাখাও তেমনি দরকার। মনের স্ফূর্ত্তি না থাকিলে শরীর ভাল থাকে না। এ দেশের মুরব্বিরা; ছেলেরা হাসিলে নাচিলে গাইলে বিরক্তি বোধ করেন। আমার বিবেচনায় তাঁহাদের ছোট ছেলেদের আমোদে যোগ দেওয়া উচিত। তাহারা বাড়ীতে আমোদ পাইলে, খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশিবে না।

তাস, দাবা, পাশা খেলা ছেলেদের মধ্যে যত কম থাকে ততই ভাল। অনেক সাহেবেরা বাড়ীতে ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করেন। এ দেশের ছেলেরা তাহাদিগকে অনুকরণ করিতে পারে।

এ দেশের কাপড় চোপড় বড় ঢিলে ও ধেধেড়ে। ইহাদের আঁটা সাঁটা কাপড় হওয়া উচিত। তাহা হইলে ইহারা একটু শীঘ্র চলা ফেরা করিতে পারে।

গায়ে চাদর রেপার জড়ানও বড় দোষের। ইহাতে হাত নাড়া যায় না, জড়তা বৃদ্ধি হয়। কোন দেশের লোকেই এরূপ হাত বদ্ধ রাখা পোষাক ব্যবহার করে না।

কোন যুবা ব্যক্তি যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বাঙ্গালীর ছেলেদের বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু, অদুর্দ্দ ও মজবুত করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনিই দেশের উন্নতির সূত্রপাত করিবেন। — শ্রীশ্যামলাল দত্ত।

ভ্রমর।

আলোক আগমে আলয় ছাড়িয়া,
মসী মাখা দেহ আপন বাহিয়া,
গুণ গুণ গানে কি রস কহিয়া,
কুসুমের কাণে কি কথা কও?

তব পরশনে হইলে কম্পিত,
সমীরণ বেগে অথবা দলিত,
ঘেঁসি ঘেঁসি তুমি সহসা চলিত,
কেমনে কুসুম-চুম্বন লও?

প্রাণ ভরে রস কর আস্বাদন,
একবার, পুন তথা আগমন
কর না কুসুম-সমীপ কখন,
শঠের সমাজ কেমন রীতি?

কমলিনী দেহে যাপিয়া যামিনী,
যখন উদিত দেখ দিনমণি,
ভয়েতে পলাও তখন অমনি,
দিন দিন তব কেমন মতি?

তুমি রসরাজ গায়কপ্রবর,
যথা তথা গতি, আকাশে বিহর,
সুগঠন কায়; কিন্তু বাক্য ধর,
বাড়াবাড়ি এত কোরোনা আর।

আজি একি দশা! আমোদে মাতিয়া,
কেতকী-আবাসে সাহসে যাইয়া
ধূসরিত দেহ, পাখাটি ভাঙ্গিয়া
ফেলিয়াছ, দেখ রে কত বার।

কৃষিতত্ত্ব।

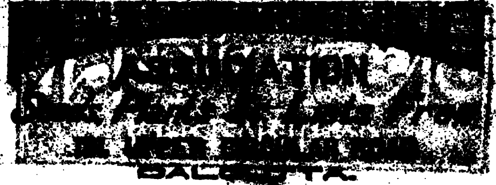
আসল মূল্য ১৷৵০র স্থলে ৷৵০ মাত্র।
ডাকমাশুল ৵০ ভ্যালুপেয়েবলে সর্ব্বশুদ্ধ ৸০।
(১০খানি চিত্র সহিত ডিমাই ৮ পেজি ২৩৮ পৃষ্ঠা।)
৺ বাবু হারাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

তিনি বহুকাল স্বয়ং বিবিধ কৃষি কার্য্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কৃষিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল। কৃষিতত্ত্বের সূচী হইতে কয়েকটী বিষয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করিতেছি, তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন এই পুস্তক কিরূপ ভূমিভেদ, মৃত্তিকাভেদ, সার, গোপালন, বৈশাখী চাষ, কার্ত্তিকে চাষ, বীজ বপনের নিয়ম, দুই দিবার পদ্ধতি, উদ্ভিজ্জভেদ, আশু ধান্য, আমন ধান্য, বোরো ধান্য, জলি ধান্য, তিল, মসিনা, বা তিসি, সরিসা, রাই, অড়হর, ছোলা বা বুট, কলাই, মুগ, মটর, মশুরী, খেশারী, গম, যব, ইত্যাদি, এবং ইহাদের চাষে আয় ব্যয় ও লাভালাভ। আশা করি, এরূপ উপকারী পুস্তক কৃষিকার্য্যশিক্ষার্থী ব্যক্তিগণ নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিতে বিলম্ব করিবেন না।

জমান এসেন্স বা গন্ধসার।

ইহা এক নূতন আবিষ্কৃত আশ্চর্য্য দ্রব্য। ইহার জমি স্পিরিট নহে, একারণে গন্ধ স্থায়ীভাবে থাকিবে। বাক্স বা সিন্দুকের ভিতর রাখিলে ক্রমে তদন্তর্গত সমুদয় দ্রব্য সুগন্ধের ফলভাগী হইবে, এবং কাপড়ে পোকা লাগিবে না। সঙ্গে রাখিলে সংক্রামক রোগীর গৃহে বা দূষিত বায়ুপূর্ণ স্থানে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না। (১) জমান নেবু ফুলের গন্ধসার—ইহার গন্ধ অতি মিষ্ট ও স্নিগ্ধকর। থিয়েটার প্রভৃতি জনতাপূর্ণ স্থানে ... ইহার সৌরভে উত্তাপজনিত কষ্টের ... কৌটা ... ৷৵০। (২) জমান লোহিত গোলাপের গন্ধসার—ইহার গন্ধ অতীব সুন্দর ও সকলের মনোহারী। সুগন্ধপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রকেই আমরা ইহা কিনিতে অনুরোধ করি। কৌটা ৸০, ডজন ৮৷০। ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ ১ কৌটা হইতে ৬ কৌটায় ।০, ১২ কৌটায় ।৵০, ভিঃ পিঃতে অতিরিক্ত ৵০ আনা লাগিবে।

কৃষিতত্ত্ব ও গন্ধসার পাইবার ঠিকানা—
বি, কে, দাস এবং কোং,
৪ নং উইলিয়ম্‌স্ লেন, কলিকাতা।



মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার এই উপযুক্ত সময়। যাঁহারা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেম্বর-শ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বীজগুলি পাইবেন।

সভারেণ মেম্বর হইলে—গ্রীষ্ম বর্ষাকালে বপনোপযোগী দেশী সবজী বীজ ৩০ রকম ৪৷০
ফুলের বীজ ২০ „ ২৷০
শীতের বিলাতী সবজী বীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স ৬৲
শীতের বিলাতী ফুলের বীজ ১ বাক্স ৬৲
শীতের দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২৷০
—২০৷০

প্রথম শ্রেণীর মেম্বর হইলে, গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী

দেশী সবজী বীজ	২৪ রকম	২৷০
ফুলের বীজ	২০ „	২৷০

শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সবজী (অথবা ইচ্ছা জানাইলে ২০ রকম ফুলের) বীজ ৬৲
মিশ্রিত ১০০ রকমের ফুলের বীজ ১৲
দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২৷০
—১৩৸০

দ্বিতীয় শ্রেণীর মেম্বর হইলে—
গ্রীষ্ম বর্ষা কালের বপনোপযোগী—

দেশী সবজী বীজ	১৮ রকম	১৵০
ফুলের বীজ	১০ রকম	১৷০

শীত কালের উপযোগী এক বাক্স
বিলাতী সবজী বীজ ১৬ রকম ৩৷০
দেশী সবজী বীজ ১৵০
—৬৸৵০

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত ইংরাজি মাসিক পত্র "গার্ডেনিং সার্কুলার" অথবা বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কাপি করিয়া পাইবেন।



কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। ভাদ্র, ১৩০৮ সাল। [৫ম সংখ্যা

সূচী।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

"কৃষকে"র উপহার।—"কৃষকে"র দ্বিতীয় খণ্ডের উপহারপ্রাপ্ত সমস্ত গ্রাহকদিগের নিকট উপহারের বীজাদি প্রেরিত হইয়াছে। যখন আমরা উপহারের বিজ্ঞাপন প্রচার করি—ডাক ঘরে তখন বেয়ারিং পার্শেল লইবার নিয়ম ছিল। এবং আমরা বেয়ারিং পার্শেলে উপহারের বীজ পাঠাইব লিখিয়াছিলাম। কিন্তু একণে সে নিয়ম না থাকাতে আমরা প্রত্যেক পার্শেলে ৵০ দুই আনার মাশুল দিয়া গ্রাহকদিগের নিকট বীজ পাঠাইয়াছি। উপহারপ্রাপ্ত গ্রাহকগণ উক্ত ৵০ দুই আনা ডাক টিকিটে পত্রযোগে পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

—o—

অনুযোগ।—আমরা মধ্যে মধ্যে গ্রাহকদিগের নিকট হইতে অমুক অমুক মাসের কৃষক পাইতেছি না বলিয়া অনুযোগ পত্র পাইয়া থাকি। ইহার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা যথারীতি যত্নপূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রাহকের "কৃষক" বিলি করিয়া থাকি। "কৃষকে"র কোন সংখ্যা পোষ্ট আফিসে খোয়া যাইলে আমরা তজ্জন্য দায়ী থাকিব না। কিন্তু

গ্রাহকগণও [illegible] না [illegible] আমাদের আর্থিক [illegible] — [illegible] কোন গ্রাহকের [illegible] আমরা বিনামূল্যে দিব। যদি দশজন [illegible] পান—তাহা [illegible] হইবে [illegible] মূল্য অর্থাৎ ৵১০ [illegible] পয়সায় (ও [illegible] পয়সায়) দিব। উভয় পক্ষ কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার না করিলে উপায় নাই।

—০—

"কৃষক"—দ্বিতীয় বৎসর।—গত ১৮ই আশ্বিন ১৩[illegible] "কৃষক" প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব আগামী আশ্বিন মাসে "কৃষক" দ্বিতীয় বৎসর বয়সে উপনীত হইবে। যাঁহারা "কৃষকে"র প্রথম বৎসরের মূল্য ২৲ টাকা দিয়া "কৃষক" প্রকাশকালে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন—আশা করি দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমেও অগ্রিম মূল্য ২৲ টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। **একখানি কৃষিবিষয়ক পত্রের স্থায়িত্ব-কামনায় বৎসরে দুই টাকা খরচ করিলে অর্থের অপব্যয় হইবে না।**

—০—

যাঁহারা [illegible] গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে বীজাদি লইতেছেন তাঁহারা "কৃষকে"র মূল্য বীজাদির মূল্যের সহিত চার্জ করিয়া ভিঃ পিঃ করিতে বলিতে পারেন। ইহাতে গ্রাহকদিগের অতিরিক্ত দুই আনা মনি অর্ডার কমিশন বাঁচিয়া যাইবে। প্রথম বৎসরের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে—এক টাকা পাঠাইয়া "কৃষকে"র দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত (১[illegible] চৈত্র পর্য্যন্ত) গ্রাহক থাকিতে পারেন। এবং এই এক টাকা পত্রযোগে ডাক টিকিট দ্বারা (রসিদ [illegible] নহে) পাঠাইতে পারেন। [illegible] টিকিট সমেত

পক্ষে আমাদিগের [illegible] না হইলে আমরা তাঁহার জন্য দায়ী [illegible]।

[illegible]

[illegible] পুরস্কার।—[illegible] ও [illegible] বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট [illegible] এসোসিয়েশন [illegible] এণ্ড কোম্পানী ৫০৲ [illegible] টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

জর্জ নিকলসন সাহেব।—বিলাতের কিউ রয়েল বোটানিক গার্ডেনের কিউরেটর উদ্ভিদ বিদ্যাবিদ ও উদ্যানবিদ বিখ্যাত নিকলসন সাহেব স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—০—

মালীর অভাব।—বিলাতে কৃষি ও উদ্যান বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইলেও ভাল মালী পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া অনুযোগ চলিতেছে। বিলাতবাসী কৃষি প্রভৃতির অধিকতর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করেন।

—০—

প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র।—গত শ্রাবণের "কৃষকে"র সহিত প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র প্রেরিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের যে গ্রাহকগণ উহা পান নাই—তাঁহারা অর্দ্ধ আনা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিলে সূচীপত্র বিনামূল্যে পাইবেন।

—০—

কীটতত্ত্ববিদ্ পুরস্কৃত।—ভারতে ও সিংহলে কীট-তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যের জন্য সিংহলের গভর্ণমেণ্ট কীট-তত্ত্ববিদ (entomologist) ই, ই, গ্রীন সাহেব বঙ্গদেশের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রদত্ত বারক্লে (Barclay) মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—০—

বিলাতী সবজী চাষ।—নূতন আমদানীর সবজী বীজ এই ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বপন করিতে হয়। যাঁহারা বিলাতী সবজী চাষ করিতে অভিলাষী আছেন, তাঁহারা সত্বর হউন। এক্ষণে আলস্যে কালহরণ করিলে, পরে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

পাট।—পাটের অবস্থা এবার মন্দ নহে। নারাণগঞ্জে পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে।

—০—

শস্যের আমদানি।—ঢিরা প্রদেশে শস্যাভাব হইয়াছে। বহুল পরিমাণে শস্য পেশাওয়ার হইতে আমদানী করা হইতেছে।

—০—

ইজিপ্সিয়ান তুলা।—ইজিপ্ট বা মিশর দেশীয় তুলা চাষে নাগপুরের গভর্ণমেণ্ট আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রে সফলতা লাভ হইয়াছে।

—০—

মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ।—মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। এক্ষণে সাহায্য কার্য্যে মাসিক পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হইতেছে।

—০—

"বিজয় গীতিকা"।—বর্দ্ধমানের নূতন মহারাজা বিজয়চাঁদ বাহাদুর "বিজয়-গীতিকা" নামক একখানি সুন্দর কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

—০—

বাঙ্গালী কমিশনর।—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় বিভাগীয় কমিশনর পদে পাকা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন দেশীয় ব্যক্তি উক্ত পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন নাই।

—০—

'নীহার'।—কাঁথি হইতে নব প্রকাশিত "নীহার" নামক একখানি পাক্ষিক পত্রের ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা নবীন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

—০—

নূতন পুস্তক।—কৃষিবিদ্যাপারদর্শী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় M.A. M. R. A. C. মহাশয় 'Handbook of Indian Agriculture" নামক বহু চিত্র সম্বলিত একখানি পুস্তক ইংরাজি ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। মূল্য ৭৷৹।

গ্রীষ্মে রেলে যাতায়াত।—অনেকেই জানেন যে, গ্রীষ্মকালে, রেল গাড়ীর ভিতর দারুণ উত্তাপে বায়ুতে রেলে যাতায়াত করা দুরূহ ব্যাপার। ফ্রান্সে এই অসুবিধা নিবারণের জন্য একটা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। রেল গাড়ীর ঠিক সম্মুখে ৩ ফিট লম্বা এবং ১৮ ইঞ্চ চওড়া একটী বাকস আঁটিয়া দেওয়া হইবে। বাক্‌সে অনেকগুলি খোপ থাকিবে এবং সেগুলি বরফ পরিপূর্ণ থাকিবে। রেল গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইলে সেই বাক্‌সের মধ্য দিয়া যেন হাওয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। বরফ সংযোগে উত্তপ্ত বায়ু শীতল হইয়া গাড়ীগুলি ঠাণ্ডা রাখিবে।

—০—

বিজ্ঞান ও শিল্প।—বিলাতের চেম্বারলেন সাহেব সে দিন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় মন্দিরে বলিয়াছিলেন —"আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে—আমাদিগের দেশের হস্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও সামান্য শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণ কার্য্যে সুউচ্চ বিজ্ঞানের নিয়মাবলী লাগাইয়া যদি আমাদের লোকদিগের পুরাতন প্রথানুসরণ প্রবৃত্তি দমন ও জয় করিতে না পারি—তাহা হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অন্যান্য জাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।" তিনি আরও বলেন—যে স্থানে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, পরীক্ষা করা, বর্দ্ধিত করা এবং কাজে লাগান হয়—সেই স্থানই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

—০—

পাট ব্যবসায়ী ও ই, বি, এস, রেলওয়ে।—বেলগেছিয়া ও নিকটবর্ত্তী খালধারস্থিত অনেক পাট ব্যবসায়ী উক্ত রেল কোম্পানীর ম্যানেজারের নামে একখানি আবেদন পত্র দাখিল করিয়াছেন। বেলগেছিয়ার যে যে স্থলে উক্ত কোম্পানির নূতন রেল লাইন পড়িতেছে—সেই স্থানে উক্ত পাট ব্যবসায়ীদিগের আড়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি ঐ স্থান দিয়া রেল লাইন যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে পাতিপুকুরে বা অন্য স্থানে উঠিয়া যাইতে হইবে এবং তাহাদের প্রদত্ত অগ্রিম টাকা আংশিক ভিন্ন আদায় হইবে না—ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইবে। এমত অবস্থায় রেল অন্য স্থানে বসাইতে আবেদন পত্রে লেখা হইয়াছে।

দুর্ঘটনা।—আগ্রার তাজ ও [illegible] সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিসেস [illegible] সাহেবের দক্ষিণ পা কুঠারের আঘাতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি আরোগ্য হইয়াছেন। তাজমহলের পার্শ্বস্থিত একটা গাছ কাটা হইতেছিল। যেইখানে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে একটা কাঠুরিয়ার কুঠার সজোরে তাঁহার পায়ে লাগায় ঐ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

—o—

চিত্র প্রদর্শিনী।—শিমলা শৈলে এ বৎসরের চিত্র প্রদর্শিনী হইয়া গিয়াছে। বৎসর বৎসর এইরূপ চিত্র প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। ভারতবাসী ইংরেজদিগের যত্নে আজ ৩৪ বৎসর ধরিয়া শিমলায় এইরূপ মেলা বসিয়া আসিতেছে। মেলায় অতি অল্প সংখ্যক চিত্র প্রদর্শিত হইলেও মেলাটী নিতান্ত মন্দ হয় নাই। এই প্রদর্শিনীর উপর বড়লাট, ছোটলাট, ভারতের সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারীর সহানুভূতি আছে এবং ইঁহারা অনেকেই ভাল চিত্রের জন্য চিত্রকরকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। এবারে আগ্রার বিখ্যাত তাজমহলের দুইখানি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। একখানি রৌদ্রের সময়ের চিত্র এবং অপরটা জ্যোৎস্নাকালীন চিত্র। দ্বিতীয় চিত্র তুষার মণ্ডিত শিখর ও তলদেশ বৃক্ষ পুষ্পাদি সুশোভিত, বসন্ত সৌন্দর্য্যে শোভমান একটী পর্ব্বত। তৃতীয় চিত্র সিকিমের মহারাজ কুমারের প্রতিকৃতি। ইহা একজন ইংরেজ মহিলা দ্বারা চিত্রিত। ৪র্থ চিত্র একটী সৈনিক পুরুষ তাঁহার নাম কর্ণেল রান্‌সন্। ভারত সেনাপতি এই চিত্র রচয়িতাকে পারিতোষিক দিয়াছেন। প্রদর্শিনী সমিতি হইতে যে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে তাহা জে, পি, গাঙ্গুলি মহাশয় পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতায় ভাগিরথী তীরে একটী স্নানের ঘাট অঙ্কিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এদেশবাসীরাও যে প্রদর্শিনীকে চিত্র প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা বড় সন্তোষজনক। গাঙ্গুলি মহাশয় পুরস্কৃত হইয়া নিজে শ্লাঘ্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইহাতে স্বদেশবাসীরও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

দার্জিলিং ফুলের মেলা।—১৯১২ সালের ৫ই মে তারিখে দার্জিলিংএ [illegible] মেলা বসিবে এখনই স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে—যাঁহারা উক্তমেলায় কৃষিদ্রব্য ও পুষ্পাদি প্রদর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন—তাঁহারা এখন হইতে প্রস্তুত হইতে পারিবেন।

—o—

নবনীত বৃক্ষ।—ধর্ম্ম গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মানবের আদি পুরুষ আদম প্যারাডাইস্ বা নন্দন-কানন হইতে তিনটী বৃক্ষ পৃথিবীতে আনয়ন করেন —খর্জ্জুর, গোধূম বা গম এবং মার্টেল—বিলাতী মেদি। মতান্তরে তাল, সিন্দুর বৃক্ষ (oak) এবং আশ্ (ash) বৃক্ষ স্বর্গ হইতে আনীত বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। সেই জন্য শেষোক্ত তিনটী বৃক্ষকেই পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া অনেকে ভক্তি করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে বট, অশ্বত্থ ও তুলসী পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া পূজিত। যাহা হউক এই সকল বৃক্ষ আমাদিগের বিশেষ উপকারী, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীতে যে কত প্রকার আরও উপকারী ও আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারে? পথিকবন্ধু, গোপাদপ প্রভৃতির আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। নবনীত বৃক্ষ বলিয়া এক জাতীয় আশ্চর্য্য বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে জন্মিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার গুল্ম, ইহার বীজ হইতে উপাদেয় নবনীত (মাখন) প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আস্বাদ ঠিক মাখনের মত এবং অনেক দিন থাকিলেও বিকৃত বা বিস্বাদ হয় না। তত্রত্য লোকেরা ইহাকে "মলন্‌কপ্ত বা অক্কালুকি" বলে। বীজ হইতে শতকরা ১৭৷৷০ ভাগ পীত বর্ণের সুন্দর মাখন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার গন্ধ ও স্বাদ উভয়ই মনোহর। ৩৫ হইতে ৫২ ডিগ্রী তাপে ইহা দ্রব হয় এবং ৩৩ ডিগ্রী তাপে চাপ বাঁধিয়া থাকে। চাপ মাখন অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত ও সুস্বাদু থাকে। পরে অম্ল ও বিস্বাদ হইয়া পচিয়া যায়। বলা বাহুল্য যে তদ্দেশীয়দিগের ইহা প্রধান উপজীব্য।—বা-বো-প।

———

স্যাটেথের কাঁটাশূন্য বেগুন।

উক্ত কাঁটাশূন্য বেগুন চাষ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকেই আমাদিগকে পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ও "কৃষকের" পাঠকদিগের অবগতির জন্য উক্ত বেগুনের প্রতিকৃতিসহ নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল ;—

এই বেগুন ও ইহার গাছে কাঁটা আদৌ থাকে না। কাঁটা না থাকাতে বেগুনগুলি তুলিবার কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না এবং শীঘ্র শীঘ্র ক্ষেত্র হইতে বেগুনতোলাকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই বেগুন গাছ সতেজে জন্মিয়া থাকে এবং অনেক ফল ধরে। কিন্তু বেগুন খুব বড় করিবার ইচ্ছা করিলে—গাছে চারি বা পাঁচটীর বেশী ফল রাখা উচিত নয়। এই জাতি বেগুন ওজনে দুই সের পর্য্যন্ত হইতে পারে। আকারে—লম্বা ও প্রস্থ প্রায় সমান হইয়া থাকে। বর্ণ ঘোর বেগুণে—প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। এই বেগুন গাছ চারিদিকে দুইহাত পর্য্যন্ত জমি জুড়িয়া জন্মে। অতএব আড়াই হাত অন্তর বীজের চারা ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। বীজ শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বপন করিতে হয়। তিনমাসে খাইবার উপযুক্ত ফলধারণ করে। ইহার চাষ প্রায় দেশী বেগুন চাষের ন্যায়।

লাহোরে কৃষি পরীক্ষা।

লাহোরের গবর্ণমেণ্ট কৃষি উদ্যানে প্রতি বৎসরই কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা হইয়া থাকে। গত বৎসরও পরীক্ষাকার্য্য হইয়াছিল। গত বৎসরের জুলাই, আগষ্ট মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় এবং তৎপরে বসন্ত কালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ও ঋতুর অনিশ্চয়তা হেতু ফসলের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয় নাই ; এবং ফসলও ভালরূপ জন্মে নাই। গত বৎসরের ইজিপ্সিয়ান তুলা চাষে গত পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অধিক ব্যর্থমনোরথ হইতে হইয়াছে। অজস্র বারিপাত হেতু তুলাক্ষেত্র জলে পরিপূর্ণ হওয়ায় শতকরা নব্বইটি গাছ মরিয়া যায়। কাজেই ফলাফল বুঝিতে পারা যায় নাই।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার গোধূম চাষ পরীক্ষাতেও সফলতা লাভ হয় নাই। রাষ্ট (Rust) নামক রোগ গোধূম ক্ষেত্র নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কোন কালে বাগানে ঐ রোগ দেখা দেয় নাই। প্যালেসটাইন গোধূমের চাষ হইয়াছিল। উহা কোন রোগাক্রান্ত হয় নাই। কিন্তু গাছগুলি অতিশয় উচ্চে দীর্ঘ হওয়ায় ফসল বেশী জন্মে নাই। সাতরকম মার্কিণ ভুট্টা এপ্রিল ও জুন মাসে বপন করা হইয়াছিল। এপ্রিল মাসে উপ্তবীজের চারা পোকা লাগিয়া নষ্ট হয়। এবং জুন মাসের বীজ হইতে

কোন কথাই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ……… দেশী তুলা বপনে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

কানপুর জেলার যই চাষে অফল পাওয়া গিয়াছিল। "ব্লাষ্ট" রোগ উহাতে দৃষ্ট হয় নাই। চারি প্রকার বার্লি চাষ পরীক্ষায় গত পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সুফল প্রাপ্তি ঘটে নাই। গত পূর্ব্ব বৎসর সুগার বীটের চাষ করিয়া অনেক পরিপুষ্ট বীজ পাওয়া গিয়াছিল। চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য উক্ত সঞ্চিত বীজ গত বৎসর বপন করা হইয়াছিল। বীটও বেশ জন্মিয়াছিল। সেই বীট সকল চাকা চাকা কাটিয়া ঘানিতে ফেলিয়া রস বাহির করিয়া গুড় প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অর্দ্ধ মণ বীটে সাত সের সিসার রংয়ের ন্যায় রস হইয়াছিল। সেই রস ফুটাইয়া তিন পোয়া মাত্র নরম ও কাল বর্ণের গুড় প্রস্তুত হইয়াছিল। পঞ্জাবের ছোটলাট সাহেব এই সুগার বীট পরীক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন —বীট হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার সঠিক প্রণালী অনুসরণ করা হয় নাই এবং অতি অল্প পরিমাণ বীট লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। সুতরাং যে পরিমাণ গুড় আশা করা যায় তাহাও হয় নাই। এই পরীক্ষা পুনরায় হওয়া প্রয়োজন।

ইজিপ্সিয়ান তূলা।

ইজিপ্সিয়ান তূলা অতি উৎকৃষ্ট। এই তূলা ভারতবর্ষে উৎপন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। আমাদিগের গভর্ণমেন্টই এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এতদুদ্দেশে ঐ তূলার নানা স্থানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বা তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা চলিতেছে। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া বোম্বাই প্রদেশের কৃষি বিভাগের বড় কর্ত্তা মলিসন সাহেব ইজিপ্সীয়ান তূলা ভারতের উপযোগী নয় বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী কৃষি-শিল্পোন্নতিপরায়ণ পার্শী-কুলতিলক জে, এন তাতা সাহেব ইজিপ্সীয়ান তূলা চাষ প্রবর্তনে প্রথম হইতেই গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ অনুসারে নাগপুর আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রে ঐ তূলা চাষের পরীক্ষা হইয়াছিল। "আবাসি" ও "মেটাফি" নামক দুই প্রকার তূলা বীজ বপন করা হইয়াছিল। চারা প্রস্তুত করিয়া আশ্বিনের প্রথমে ক্ষেত্রের এক স্থানে রোপণ করিয়া যথারীতি ১২।১৫ দিবস অন্তর জল সেচন করা হইয়াছিল। এইরূপ প্রণালী অনুসরণে গাছ সকল ঝিমাইয়া মৃতপ্রায় হইতে লাগিল। কিন্তু অন্যস্থানে রোপিত চারাগুলি জল সেচন না করায় বেশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া প্রথমোক্ত তূলা ক্ষেত্রে মাসে একবার জল সেচন করা হইয়াছিল। পরে গ্রীষ্মকালে ১৫ দিবস অন্তর জল সেচন করা হইয়াছিল। এইরূপে গাছগুলি বেশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অন্যস্থানে তূলা চারা বসান হইয়াছিল। তিন স্থলে জল সেচন করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট তিনটী স্থলে জল দেওয়া হয় নাই। যে তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে জল সেচন করা হয় নাই, বর্ষাগমে তৎক্ষেত্রস্থ চারা বেশ সতেজ হইয়া উঠিল। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়, ইজিপ্সিয়ান তূলা গাছ জমিতে "লাগিয়া" যাইলে জলে মরিয়া যায় না। এবং বর্ষা প্রারম্ভে ঐ তূলচারা ক্ষেত্রে বসাইলে মরিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ইজিপ্সিয়ান তূলার চারা প্রথম হইতে জলাভাব সহ্য করিতে পারে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় ক্ষেত্রে জল দিলে বা আকাশ হইতে বারিপাত হইলে, গাছগুলি মরিয়া যাইতে পারে।

ফলাফল।—বর্ষার প্রারম্ভে একার প্রতি ২০ সের অপরিষ্কৃত তূলা পাওয়া গিয়াছিল এবং পুনরায় শীতকালে প্রায় ৪৷০ মোণ অপরিষ্কৃত তূলা হইয়াছিল। এই তূলা দেশী তূলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার "আবাসী" নামক তূলা "মেটাফী" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ছোলার সহিত এই তূলা চাষ করিলে, উৎপন্ন ছোলা অতিরিক্ত পাওয়া যায় এবং ছোলা গাছ জমির রস টানিয়া লইয়া তূলা গাছের অনেকটা সহায়তা করে।

কাঁটাযুক্ত চিরস্থায়ী বেড়া গাছের বীজ।

বাগানে বেড়া দেওয়া বড় ব্যয়সাধ্য। বাগানে বা সবজী ক্ষেত্রের চতুর্দিকে কোনরূপ বেষ্টনাদি না দিলে—জন্তু জানোয়ার ও দস্যু তস্করের বিশেষ উপদ্রব হইয়া থাকে। এবং সবজী চাষে লাভবান হওয়া যায় না। বাঁশ প্রভৃতির কোনরূপ বেড়া দিলেও—অনেক খরচ পড়ে এবং অল্পকালস্থায়ী হইয়া থাকে। বেড়াও দুর্ভেদ্য হয় না। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দুর্ভেদ্য বেড়া প্রস্তুত করিয়া সবজী প্রভৃতির বাগান করিলে কোন লাভ নাই; এবং যাঁহারা লাভের প্রত্যাশী—তাঁহারা সেরূপ ব্যয়বাহুল্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। বেড়া দিবার নিমিত্ত নানা প্রকার বেড়া গাছের সহায়তা লওয়া হইয়া থাকে। বেড়া গাছের সাহায্যে অনেক অল্প খরচের বেড়া দেওয়া যাইতে পারে বটে—কিন্তু বেড়া তত সুবিধাজনক হয় না। আমরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বেড়া প্রস্তুত করিবার জন্য নূতন এক প্রকার বীজ আমদানী করিয়াছি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই বীজ আমরা বিক্রয় করিতেছি। এই বীজোৎপন্ন গাছ বেড়া হইবার বিশেষ উপযোগী।

এই বীজ এরূপ উপকারী বলিয়াই আমরা ইহার বিষয় লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। এই বীজোৎপন্ন গাছের দ্বারা ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শে বেড়া দিলে—অনেক কম খরচ পড়ে। আমরা আশা করি এই বীজের দ্বারা সকলের বেড়া দিবার অভাব দূরীকৃত হইবে। কিরূপ প্রণালীতে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত, বেড়া করিয়া দিতে হইবে—তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। নিম্নলিখিত বেড়া প্রস্তুত প্রণালীতে যেখানে বেড়া দিবার আবশ্যক একেবারে সেই স্থানে বীজ পুতিবার উপদেশ দেওয়া আছে। তাহাতে অসুবিধা হইলে, হাপারে চারা প্রস্তুত করিয়া যথাস্থানে রোপণ করিলে অপর কোন প্রণালী প্রয়োগ করিতে হইবে না।

বেড়া প্রস্তুত প্রণালী।

আড়াই তোলা বীজ এক লাইন করিয়া বপন করিলে ৬৬ ফুট লম্বা বেড়া হয়। দুই লাইন করিয়া বপন করিলে ৪৭ ফুট লম্বা বেড়া হয়। তিন লাইন করিয়া বপন করিলে ৩৩ ফুট লম্বা বেড়া হয়।

ঘন বেড়া দিবার আবশ্যক হইলে—তিন কিম্বা দুই লাইন বন্দী করিয়া এই বীজ বপন করিতে হয়। তিন ইঞ্চি গভীর, দেড়ফুট বা একফুট প্রস্থে নালা বা গর্ত্ত কাটিয়া—সেই গর্ত্তে তিন বা দুই লাইনে প্রত্যেক বীজটা চারি হইতে ছয় ইঞ্চি পৃথক বসাইয়া এক ইঞ্চি মাটি চাপা দিতে হয়। এক লাইনে বীজ বসাইলে—প্রত্যেক বীজটা তিন বা চারি ইঞ্চি পৃথক বসাইলে চলে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে বীজ বপন করিলে বীজ বসাইয়া—ও পরে আবশ্যক মত জলসিঞ্চন করিতে হয়। বর্ষার অনতিপূর্ব্বে বা পরে বীজ বসাইলে সামান্য পরিমাণে জল দিবার আবশ্যক হয়, অথবা মোটেই প্রয়োজন হয় না। এই সময়ই এই বেড়ার বীজ পুতিবার প্রশস্ত কাল। বর্ষাকালে যে সময় মৃত্তিকা অত্যন্ত ভিজা থাকে, এবং শীতকালে যে সময় অত্যন্ত শীত পড়ে—এই বীজ বপন করা উচিত নয়। বর্ষাকালে আকাশ পরিষ্কার ও মাটি অল্পাধিক শুষ্ক থাকিলে, এই বীজ বপন করা চলে। বৎসরের অন্য সময়ও এ বীজ বপন করিয়া বেড়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কেবল জলসিঞ্চন আবশ্যক হয়।

গাছ একবার কিছু বড় হইলে, আর জল দিবার আবশ্যক করে না, বা অন্য কোন বিষয়ে—বিশেষ মনোযোগ দিবার দরকার হয় না। কেবলমাত্র গাছের ডাল পালা ছাঁটিয়া দিতে হয়—ছাঁটিয়া দিলে বেড়া অধিকতর ঘন ও দুর্ভেদ্য হয়।

এই বীজ হইতে উৎপন্ন গাছ অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং এক বৎসরের মধ্যেই, দুর্ভেদ্য বেড়ায় পরিণত হয়। [illegible] কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ হইতে এত অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য বেড়া উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না।

বেড়া—চিরস্থায়ী, কাঁটাযুক্ত, এবং দুর্ভেদ্য অধিক ইহা জন্তু মাত্রেরই পক্ষে দুর্ভেদ্য। গাছগুলা ছাঁটিয়া দিলে খুব বড় হয়, এবং দেশীয় জলবায়ু অনায়াসেই সহ্য করিয়া থাকে।

ইংরাজি ভাষায় লিখিত প্রণালীটিও নিম্নে দেওয়া গেল।—

How to grow Hedges.

An Ounce (2½ Tolas) will fence a length of 66 feet if sown in *one* line, or about 48 feet if sown in *two* lines or about 33 feet if sown in *three* lines, taking into consideration that 25 per cent of the seeds or seedlings may fail to grow.

In order to grow impenetrable and permanent hedges, it is recommended to sow the seeds in three or two lines in a shallow trench 3 inches deep and 1½ ft. or 1 ft. wide. Each line should be 4 to 6 inches apart from one another and each seed is also to be put in the lines at the same distances (4 to 6 in.) covering an inch of soil over the seeds.

The method of sowing is illustrated below.

o = seeds, — = space.

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

If sown in one line, each seed is to be put at 3 or 4 inches [illegible]t. But hedges formed then are light. Watering would be necessary if sown during the dry months. The most suitable time for sowing these seeds is at the commencement or at the end of the Rainy Season. May also be sown during the Rainy Season, when the sky is clear and the soil is not over-saturated with moisture. At all other times of the year, they may also be sown with success but not during excessive Rainy and Wintry days.

Plants when once grown up require no watering or after-attention, except pruning or cutting-off of their smaller branches which will make the hedges more and more bushy and impenetrable.

The plants raised from these seeds are of *very rapid growth*, and the hedges *grow impenetrable in one year*. No other hedge seeds are known to produce impenetrable and thorny hedges within the short period of one year.

The hedges formed are *thorny*, *impenetrable* and *perennial* *i.e.* lasts for years. *They are impenetrable to man and beast alike.*

The plants grow high to moderate sized trees if not pruned.

The seeds are acclimatised and plants raised from them stand against the climatic influence of the country.

এই বেড়ার বীজ সম্বন্ধে আমরা অনেকগুলি প্রশংসাপত্র পাইয়াছি তন্মধ্যে একখানি প্রশংসা পত্র দেওয়া গেল। মূল্যাদি ও প্রশংসাপত্র বিজ্ঞাপন কলমে দেখিবেন।

রামচরণ কর্ম্মকার ও তাঁহার আবিষ্কৃত "ভারতীয় হস্তলাঙ্গল"।



রামচরণ কর্ম্মকার ও তাহার আবিষ্কৃত হাতলাঙ্গল বিষয়ে "কৃষকে" (১ম খণ্ড ৩২৯, ৩৪৭ ও ৩৭৮ পৃষ্ঠায়) ইতি পুর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। গত ফাল্গুন মাসে শুনিয়াছিলাম উক্ত লাঙ্গল "ভারতীয় হস্ত লাঙ্গল" নামে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে, এবং রাম চরণ নাকি এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে হস্তদ্বারা লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া সাধারণে যোগাইতে পারিবে না বলিয়া গভর্ণমেন্টের উপর ইহার কার্য্যভার প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে চৈত্র মাসে শুনিয়া ছিলাম "পুরমারাধ্য স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আবিষ্কর্ত্তার প্রধান পৃষ্টপোষক হইয়াছেন।" পাচ ছয় মাস পরে এক্ষণে শুনিতেছি এখনও ভারতীয় হস্তলাঙ্গল" নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।—এ সকল সংবাদ মেদিনী বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত পত্র রামচরণ সহ তাঁহার লাঙ্গলের প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।—আমরা উপরিস্থিত সেই চিত্র মেদিনী বান্ধবের অনুগ্রহে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।— আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি—রামচরণের আশা ফলবতী হউক। মেদিনীবান্ধব বলিতেছেন:—

মেদিনীপুর-ঘাটাল সবডিভিজনের অন্তর্গত উদয়-গঞ্জ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচরণ কর্ম্মকার এক প্রকার নূতন লাঙ্গল আবিষ্কার করিয়া তাহার "পেটেন্ট" গ্রহণ করিয়াছেন, পাঠকগণ এ সংবাদ অবগত আছেন। মেদিনীপুর প্রাদেশিক সমিতির

অধিবেশনের সময় আবিষ্কর্ত্তা রামচরণ এই লাঙ্গল ও ইহা কি প্রকারে শুদ্ধ মানুষে চালাইতে পারে এবং কি প্রকারেই বা ইহা দ্বারা লাঙ্গল সকে 'মই' দেওয়ার কার্য্য পর্য্যন্ত শেষ হয়, তাহা সমবেত সভ্যগণকে দেখাইয়া ছিলেন। রামচরণ এক্ষণে কেবল একটী নমুনা মাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, শীঘ্রই মূলধনাদি সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

বলিয়া ফেলিলাম বটে দরিদ্র রামচরণ শীঘ্রই মূলধন সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন; কিন্তু যেরূপ গুরুতর এবং দেশের লোকের উৎসাহ, উদ্যম ও সহানুভূতির যেরূপ মাত্রাধিক্য তাহা দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া আমাদিগকে অনেক সময়েই কিন্তু হতাশ হইতে হয়।

রামচরণ আমাদিগকে অতি দুঃখের সহিতই বলিয়া গিয়াছেন যে:—"মহাশয় এই নূতন লাঙ্গল খানি প্রস্তুত করিতে আমার জাতীয় ব্যবসায় বন্ধ করিয়া আমাকে প্রায় তিন বৎসর ইহারই পশ্চাতে অনবরত লাগিয়া থাকিতে হইয়াছিল, সুতরাং স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণের জন্য আমাকে ৩০০৲।৪০০৲ টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু কোন ধনবান ব্যক্তিই আমার জমি-জমা বন্ধক রাখিয়াও আমাকে টাকা ধার দিতে চান না! যন্ত্রাদি না হইলে হাতে বসিয়া কত কাল আর একটী লাঙ্গল প্রস্তুত করিব বলুন? সুতরাং কি প্রকারেই বা বলি এক একটা লাঙ্গলের মূল্য কত হইবে? এবং কত কালেই বা একটা লাঙ্গল প্রস্তুত হইবে? এই জন্যই আমাদের মেদিনীপুরের উজ্জ্বল রত্ন, স্বদেশপ্রেমিক, পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং পাবনা ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়া লাঙ্গলের মূল্যাদির বিষয় জানিবার জন্য আপনারা আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার এখনও উত্তর দিতে পারি নাই। টাকা না হইলে আমি আর কি করিব বলুন?" দেশের ধনশালী মহোদয়গণকে দরিদ্র রামচরণের একটা মাত্র মর্ম্ম কথা শুনাইলাম; আর ঐ রামচরণ ও তাহার আবিষ্কৃত নূতন লাঙ্গলের প্রতিকৃতি তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলাম।

একখানি পত্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—মাননীয় মহাশয়! দয়া করিয়া এই পত্রখানি "কৃষকে" মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন।—আমি একযোগে ৫০০শত কি একহাজার বিঘা জমী জঙ্গল কি পতিত হউক, কৃষিকার্য্যের জন্য লইয়া কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত ও ৪।৫ ঘর ভদ্রলোকের বাসোপযোগী না হওয়া তক খাজনা দিব না। আবাদ হইলে সুলভ হারে খাজনার বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। জোতস্বত্ব কিম্বা কায়েমী মৌরষী চাই। আর জমিদারী বন্দোবস্ত হইলেও লইতে পারি। কিন্তু সেলামী কিছুই দিব না। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাকুড়া, যশোহর, হাবড়া, হুগলী, নদীয়া কি মুর্শিদাবাদের জেলায় জমী লইতে ইচ্ছা করি। যদি কোন মহাশয় আমাকে দিতে পারেন, দয়া করিয়া আপনার ঠিকানা সহ লিখিলে স্বয়ং যাইয়া কথাবার্ত্তা বলিতে পারি। ইতি, দিনাজপুর, বালুবাড়ী। —শ্রীরামচন্দ্র দাস।

কলম ও বীজ।

আজ কাল বাগ-বাগিচায় কলমের চারা রোপণ করিবার প্রথা বিশেষরূপে চলিত হইয়াছে। বীজু বা বীজের চারা পুতিতে এক্ষণে আর কাহাকেও প্রায় দেখা যায় না। কলমের চারা-রোপণের সাপক্ষে যেমন কয়েকটী যুক্তি আছে, বীজুর পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান যুক্তি আছে। বীজুর পক্ষের যুক্তিগুলির অনেকে বিচার করেন না।

কলমের চারার গুণ এই যে, ইহা আসল গাছের গুণ বজায় রাখে ; জোড়-কলম, চোক- কলম প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। খোঁচা-কলম, দাবা-কলম প্রভৃতি সকল সময়ে বা সকল স্থানে নিরাপদে আসল গাছের গুণ রক্ষা করিতে পারে না। অনেক সময়ে হয় ত নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, কিম্বা আসল গাছ হইতেও উৎকৃষ্টতা লাভ করে। শেষোক্ত কয় প্রকারের কলম এবং বীজু-গাছ নিজ নিজ শিকড়ের উপরে বর্দ্ধিত হইয়া, ফল পুষ্প প্রদান করে ; সুতরাং মৃত্তিকা বিশেষের গুণে বা দোষে উহাদিগের স্বভাব ও গুণের তারতম্য হইয়া থাকে ; কিন্তু জোড়-কলম, চোক-কলম প্রভৃতি অপরের শিকড়ের উপরে থাকে, ফলতঃ মাটির দোষ-গুণ কলমে পৌঁছিতে পারে না এবং এই জন্যই এই সকল কলমের গাছ,—আসল গাছের গুণ বরাবর রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। বীজু গাছ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া কেবল যে, উহা নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইবে, তাহার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। পরিবর্ত্তন-শীলতাহেতু বীজু যেমন একদিকে নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্যদিকে আবার আসল গাছ অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট হইতে পারে। পাট-তদ্বিরের রীতিমত ব্যবস্থা থাকিলে, গাছের প্রতি যথাযথ যত্ন থাকিলে, সহজে কোন গাছই নিকৃষ্ট হইতে পারে না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। চেষ্টা ও যত্ন কখনও বিফল হয় না, ইহা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি। যত্ন অভাবে অনেক উৎকৃষ্ট গাছের অবস্থাও স্বভাবক্রমে নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয় ; আবার সেই সকল গাছকে যত্ন-তোয়াজ করিলে, আশাতীত সুফল লাভ করা যায় ; ইহাই ত লেখকের অভিজ্ঞতা। যত্ন করিবে না,—পাট করিবে না,—গাছটী পুতিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিবে, এ অবস্থায় বল দেখি, কেমন করিয়া ভাল ফলের আশা করিতে পার ? এই যে ফজলী বোম্বাই, কিষণভোগ প্রভৃতি নানা জাতীয় আম্র দেখিতেছি, তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে ? এ সকলই বীজুর গাছ। উদ্যানিকতায় লোকের যত সখ বাড়িতেছে, ততই দেখিতেছি, বীজ হইতে চারা তৈয়ারি করিবার প্রথা হ্রাস হইয়া আসিতেছে ; সেই জন্য এক্ষণে আর নূতন নূতন ফলের গাছের উৎপত্তি হইতেছে না। বীজ রোপণ করিয়া চারা তৈয়ার করিতে পারিলে, এতদ্দিনে আমরা আরও কত নূতন নূতন উৎকৃষ্টতর আম্র, কাঁঠাল লিচু প্রভৃতি লোকের বাগানে ও বাজারে দেখিতে পাইতাম। কলমের চাল চলিত হওয়া অবধি, লোকে আর ফলের আঁটির প্রতি যত্ন করে না। আর যাহারা আঁটি রাখে, তাহারা উহা হইতে চারা তৈয়ার করে,—অপর গাছের সহিত কলম বাঁধিবার জন্য ; সুতরাং সেই চারা-গাছের মধ্যে কি কি গুণ ছিল, তাহা আর আমরা জানিতে পারি না। একটী ফজলী গাছে দুই শত কি তিন শত ফল জন্মিল ; তাহার সব ফলগুলি কখনও সমান হয় না ; কোনটী ছোট, কোনটী বড় হয় ; আবার কোনটী অল্প মিষ্ট, কোনটী অতিশয় মিষ্ট হয় ; কোনটীর আঁটী পাতলা, কোনটীর আঁটী বড় হয়। একই গাছের ভিন্ন ভিন্ন ফলের মধ্যে যে গুলি উৎকৃষ্ট, তাহাদিগকে যদি যথানিয়মে চারার জন্য মাটীতে পুতিয়া দিত, তাহা হইলে হয় ত আসল ফজলী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নূতন আমের সৃষ্টি করিতে পারি। অতঃপর ইহাও দেখিতে হইবে যে, যে বাগানে নানাবিধ আমগাছ থাকে, তাহা যখন 'মোবায়' বা মুকুলিত হয়, তখন মক্ষিকা বা বায়ু দ্বারা এক গাছের রেণু অপর গাছের ফুলে গিয়া পড়ে। ইহাতে বীজের সঙ্করত্ব হয়। অপর গাছের রেণু, অন্য গাছের ফুলে গিয়া পড়িলে, উভয়ের সংমিশ্রণে যে বীজ জন্মিল, তাহার চারা উভয় জাতির গুণ রক্ষা করিবে। মুরশিদাবাদের সেই উৎকৃষ্ট আনারস-গন্ধবিশিষ্ট 'আনানাস' আমের মধুর গন্ধ যদি ফজলীতে আনয়ন করিতে

পারা যায়, কিবা কজলীর সুবৃহৎ আকার যদি সেই ক্ষুদ্র 'আমানালে' আনিতে পারা যায়, তাহা হইলে কি 'আমানালে'র মূল্য বাড়ে না? না, কজলীর মূল্য বাড়ে না? এইরূপে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ সঙ্করবীজ উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু বীজের চারার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি নাই বলিয়া, তাহা নষ্ট হইতেছে। নূতন জিনিস তৈয়ার করিবার দিকে আমাদিগের দৃষ্টি নাই; তাহা ব্যতীত আমাদিগের সে ধৈর্য্যই বা কই—যে, এতদিন অপেক্ষা করিয়া দেখি, বীজের চারা হইতে যে ফল জন্মিল, তাহা কেমন হইল? বীজের চারা ফলবতী হইতে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হয়, স্বীকার করি; কিন্তু বিলম্ব ত অধিক দিন নহে। কতকগুলি কলমের গাছের মধ্যে কয়েকটী বীজের গাছ রাখিলে ক্ষতি কি? বীজের গাছটী ফলিতে আরম্ভ হইলে, তাহা হইতে কলম করিয়া উহার সংখ্যা বাড়াইলে, কত লাভ হইল? আর যদি একটী নূতন জাতি উৎপন্ন করিতে পারিলে, তাহা হইলে ত প্রতি শাখা-প্রশাখার মূল্য পাঁচ টাকা হইতে পারে; কারণ, প্রত্যেক শাখা হইতে কলম বাঁধিয়া বিক্রয় করিলেও, নূতন জিনিস বলিয়া সৌখীন ব্যক্তিগণ মহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে।

কলমের গাছ যেমন অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ফলে, অন্য দিকে উহা পরিমাণে অল্প ফল প্রদান করে এবং তাহাও অধিক দিন নহে; কিন্তু বীজু অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ফল প্রদান করিলেও অধিকতর পরিমাণে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে; সুতরাং বীজুর গাছে লাভ ভিন্ন ক্ষতির কোন কারণ দেখি না। অবিবেচনার সহিত বীজ নির্ব্বাচন করিলে, অবশ্য ক্ষতি হইতে পারে; কিন্তু বিচক্ষণতার সহিত বীজ নির্ব্বাচন করিয়া চারা তৈয়ার করিলে, নূতন কোন জাতি উৎপন্ন না হইলেও, আসল গাছও যে হইবে, সে বিষয়ে আমাদিগের পনর আনা ভিন্ন পাই আশা আছে। আসল জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য কলম করা আবশ্যক; আর নূতন জাতির সৃষ্টি করিতে হইলে, বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইবে এবং তাহাকে গোড়া হইতে সুচারুরূপে পাট-তদ্বির করিতে হইবে। নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি করিতে পারিলে, নিজের লাভ,—সঙ্গে সঙ্গে জাতির লাভ—ফলতঃ দেশের লাভ।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কৃষ্ণজীরা (কালজীরা)।

কৃষ্ণজীরার চাষ একটি লাভজনক কৃষি। আমাদের দেশে স্থানে স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে ইহা নিত্য রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে ঔষধাদি প্রস্তুত করণের জন্য ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা আগ্নেয়, বলকারক, বায়ুনাশক, শোথ ও শিরোরোগনাশক। ইহার আর একটি প্রধান গুণ এই যে, পশম ও রেশম নির্ম্মিত বস্ত্রাদি যখন ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখা যায় সেই সময় ঐ সকল বস্ত্রাদি রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করতঃ তন্মধ্যে কৃষ্ণজীরা ছড়াইয়া দিয়া রাখিলে বস্ত্রাদিতে পোকা ধরিবার বা কোনরূপ দাগ লাগিবার আশঙ্কা থাকে না।

দোয়াঁস বা পলি মৃত্তিকাই কৃষ্ণজীরা চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। নিম্ন জলা জমিতে ইহার আবাদ ভালরূপ হয় না; কারণ সেই সময় যদি অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ইহার চাষের বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহা বপন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট জমি অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে আবাদ করিতে হয়। জমিতে পাল্টাপাল্টি সাত আট বার চাষ করিয়া ঐ পরিমাণ মৈ দিয়া মাটি ধূলার ন্যায় গুঁড়া করিয়া দিতে হয়।

পলাণ্ডু প্রভৃতি ক্ষেত্রসমূহে ইহার জমিও উত্তমরূপে পাইট পরিষ্কৃত হয়। এ জমিতে বীজ বুনানি হইলে পর ৩।৪ বার মই দিয়া ক্ষেত্র সমান করিয়া দিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে অথবা পৌষ মাসের প্রথমেই ইহা বপনের উপযুক্ত সময়। চারা বাহির হইলে নিড়ানি অথবা অন্য কোন প্রকার যত্নের আবশ্যক হয় না। কৃষ্ণজীরা অত্যন্ত তিক্ত বলিয়া পক্ষি পশুগণ ইহা স্পর্শও করে না। চৈত্র মাসে ইহা সুপক্ক হয়, সেই সময় উঠাইতে হয়। প্রতিবিঘা জমিতে /৪ চারি সের বীজের প্রয়োজন হয়।

সার।—কৃষ্ণজীরা চাষের জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য আবাদের পূর্ব্বে জমিতে খইল বা গোবরের সার দেওয়া প্রয়োজন।

প্রতি বিঘা জমিতে ৭।৮ মন পর্য্যন্ত কৃষ্ণজীরা উৎপন্ন হয়। প্রতি মন ৬৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং খরচপত্র বাদেও প্রতি বিঘা জমিতে ন্যূনপক্ষে ৩০৲।৩৫৲ টাকা লাভ হইতে পারে।—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী।

সুখার্থী কৃষকদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়।

ধান্য কর্ত্তন বা কারাণ।

আষাঢ়ে শ্রাবণে চৈব ধান্যমাকর্ত্তয়েদ্‌ বুধঃ।
অনাকৃষ্টস্তু যদ্ধান্যং যথাবীজং তথৈব হি ॥
ভাদ্রেচ কর্ত্তয়েদ্ধান্যম বৃষ্টৌ কৃষিতৎপরঃ।
ভাদ্রে চার্দ্ধ ফলপ্রাপ্তিঃ ফলাশা নৈব চাশ্বিনে ॥
ন বিলভূমৌ ধান্যানাং কুর্য্যাৎ কর্ত্তনরোপণে।
ন চ সার প্রদানন্তু তৃণ মাত্রন্তু শোধয়েৎ ॥

আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে জ্ঞানী ব্যক্তি ধান্য কারাইবেন। যে ধান্যক্ষেত্র কারাণের সময় চষা হয় না তাহার গাছ যেমন তেমনি থাকে অর্থাৎ সে ধান্য জালই হয় না। (যদি আষাঢ় শ্রাবণে কারাণ না হইয়া থাকে তবে) কৃষক ব্যক্তি তৎপর হইয়া অবৃষ্টির দিবস ধান্য কারাইয়া দিবেক। (ভাদ্র মাস কারাণের পক্ষে কোনও রূপেই প্রশস্ত নয় কারণ) ভাদ্রে অর্দ্ধেক মাত্র ফল হয়, আশ্বিনে কোন ফলেরই আশা নাই। বিল জমির ধান্য এবং রোপিত ধান্য কারাইবে না, তাহার তৃণমাত্র পরিষ্কার করিয়া দিলেই যথেষ্ট। আর বিলভূমিতে সারও দিবার আবশ্যকতা নাই।

বুনানি ধান্যক্ষেত্রের চারা একটু বড় হইলেই পাতলা পাতলা চষিয়া দিবে। তৎপরে বিপর্য্যস্ত ধান্য গুলি আপনা হইতে লাগিয়া গেলে তাহার উপর মই দিয়া জমি সমান করিবে। এইরূপ মই দেওয়ায় ঘাস প্রায় পচিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। যাহা অবশেষ থাকে তাহা পরে নিড়াইয়া দিলেই ভূমি পরিষ্কার হইয়া যায়। তৃণ শূন্য করিবার সময় ক্ষেত্রের ধান্য সকল স্থানে সমান থাকে এরূপভাবে ধান্য গাছ তুলিয়া চালনা করিয়া দিতে হয়। ইহাকে গাছান্ বলে। গাছাইয়া দেওয়ার বা কারাণের পূর্ব্বে জমিতে গোবর চোনা খইল আদি দেওয়া যায় নচেৎ গাছানের পর দেওয়া উচিত।

আষাঢ়ে খোবর। ভাদ্রের গোবর ॥ (খনা)

আষাঢ়ে রোপণ এবং ভাদ্রে ক্ষেত্রে গোবর দেওয়া হইলে অধিক ফললাভ হয়। ভাদ্রমাসে এইরূপ কারাণ ক্ষেত্রে একটী ধান্য বৃক্ষের মূলে এক নাদ গোবর দিয়া দেখিয়াছি সেই ধান গাছটীর চারিদিকে এত চারা নির্গত হইয়াছিল যে তত বড় ঝাড় ইতি-পূর্ব্বে আর দেখি নাই। উক্ত ঝাড়ে ৮০টি গাছ হইয়াছিল। আর শ্রাবণ মাসে ঠিক ঐরূপ করা হইয়াছিল তাহাতে ৩৭টি মাত্র গাছ হইয়াছিল।

ধান্য গাছের অনেকরূপ পীড়া আছে, একরূপ পীড়া রোপণের পর ধান্য লাগিয়া যাওয়ার পর হঠাৎ

গাছ শুদ্ধ গলিয়া যায়। এইরূপ হইলে ধান্যে পিঠ খাওয়াইয়ে এবং চোনা ঢালিয়া দিবে। আর একরূপ পীড়া আছে।—ধান্য বেশ নধর হইয়া উঠিতে উঠিতে স্থানে স্থানে নিস্তেজতা দৃষ্টি হয়। ইহার নাম কাদামারা। ইহারও উপর ঐরূপ আর একরূপ পীড়া আছে তাহাতে পাতা শুকাইয়া যায়। ইহার সকলগুলির প্রতিকারই পূর্ব্বোক্ত রূপ। যাঁহারা কৃষিবিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কদাচ ক্ষেত্রে লবণ লাগাইবেন না। লবণের তুল্য পরিণাম-উর্ব্বরা-নাশি দ্বিতীয় দ্রব্য আর নাই। গোবর খৈল বা চোনা অথবা জল ছাড়িয়া দিয়া রোগ সরাইয়া লওয়াই ব্যবস্থা। শাস্ত্রে ধান্যব্যাধি খণ্ডনের মন্ত্রও আছে। আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকে মন্ত্রাদি বিশ্বাস করেন না। ইহার কারণ মন্ত্রকে তাঁহারা কথা মাত্র বিবেচনা করেন। প্রকৃত পক্ষে মন্ত্র কথা হইলেও কথা হইতে বিশেষত্ব আছে। যাঁহারা ইষ্টবিধান করেন সেই দেবতারা যখন মন্ত্রের বাধ্য, তখন আমরা উহা না বুঝিলেও উহা কখনই সামান্য নয়। মন্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ। মন্ত্র যা হয় হউক না কেন—ফল হইলেই হইল। আমি আগে মন্ত্র বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু আমি মন্ত্রবিশেষের ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া এরূপ আশ্চর্য্য হইয়াছি যে বলিবার নয়। উহা দ্বারা বহু লোকে উপকৃতও হইয়াছে। কিসের মন্ত্র ও কি উপকার হয়, জানিতে ইচ্ছা করিলে সাক্ষাৎকারে বলিতে পারি। লিখিয়া বলিতে নিষেধ আছে, এজন্য বলিলাম না। সেই বিশ্বাসে ধান্যের ব্যাধিখণ্ডন মন্ত্র আমার পরীক্ষিত না হইলেও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাই সাধারণের অবগতির জন্য লিখিতেছি। সাধারণে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উহার ফল জানাইলে কৃতার্থ হইব।

ধান্য ব্যাধিখণ্ডন মন্ত্র।

ওঁ সিদ্ধি, গুরুপাদেভ্যো নমঃ। শ্রীরাম চন্দ্র চরণে ভ্যো নমঃ॥ স্বস্তি, হিমগিরি-শিখরাৎ শুভ্রকুন্দেন্দুধবলশিলাতটাৎ নন্দনবনসঙ্কাশাৎ পরমেশ্বরঃপরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীভদ্রামভদ্রপাদাঃ কুশলিনঃ সমুদ্রতটাবস্থিত নানাদেশগত নরকোটিলক্ষাগ্রগণ্যং খরতরনখরাতি-তীক্ষ্ণহস্তমূর্দ্ধলাঙ্গুলং লোলাগমনসমুদ্ভূত-বাতবেগাবধূতপর্ব্বতশতং পরচক্রপ্রমথনং পবনসুতং শ্রীমন্তং হনুমন্তমাজ্ঞাপয়ত্যদঃ অমুক গ্রামে অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য অখণ্ড ক্ষেত্রে তোস্তা ভোস্তী-পাণ্ডর-মুখী -গান্ধী-ধূলি-শৃঙ্গাদিরোগ-স্থলেন ত্রিপুটী-রাক্ষসী সপুত্রনাদায় বিবিধ বিঘ্নং সমাচরন্ত্যবতিষ্ঠতে, ইদং মদীয় শাসন লিখন মবগম্য তাং পাপরাক্ষসীং সপুত্র বান্ধবাং বজ্রদণ্ডাধিকলাঙ্গুলদণ্ডৈঃ খরতর নখরৈশ্চবিদার্য্য দক্ষিণসমুদ্রে লবণাম্বুধৌ খণ্ডশঃ প্রণিধেহি, যদ্যত্র ত্বয়া ক্ষণমপি বিলম্বতে তর্হি ত্বং কেশরিণা পিত্রা পবনেন মাত্রা চাঞ্জনয়া শপ্তব্যোঽসীত্য-ন্যথা নাহং প্রভূর্ণত্বং ভৃত্য ইতি ওঁ ভ্রাং ভ্রীং ভ্রঃ।

ইমং মন্ত্রং বিল্বকণ্টকেন কেতকীদলে লিখিত্বা মুক্ত-কেশেনাদিত্যবারে ক্ষেত্রস্যৈশান্যাং শস্য মধ্যে মঞ্জরীষু বন্ধয়েৎ। অথবা অলক্তেন লিখিত্বা শস্যেষু বন্ধয়েৎ। ন ব্যাধি কীট হিংস্রাণং ভয়ং তত্র ভবেৎ কচিৎ॥

ঐ মন্ত্র কেতকী পুষ্পের দলে বিল্ব কণ্টক দ্বারা লিখিয়া রবিবারে (শুদ্ধাচারে) মুক্তকেশে ক্ষেত্রের ঈশান দিকে শস্য মধ্যে মঞ্জরীতে (ধান্যের শিষে)

বাঁধিবে। অথবা উহা আল্‌তা দ্বারা লিখিয়া ঐরূপ শস্তেতে বাঁধিবে। এরূপ করিলে সেখানে কখনও ব্যাধি কীট হিংস্রকাদির ভয় থাকে না।

কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে নল রোপণ।

ঘট প্রবেশ সংক্রান্ত্যাং রোপয়েত্তু নলং তথা।
কেদারৈশানকোণে চ সপত্রং কৃষকং শুচি॥
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ শুক্লবস্ত্রৈর্বিশেষতঃ।
পূজয়িত্বা নলং তত্র পূজয়েদ্ধান্যবৃক্ষকান্॥
দধি ভক্তঞ্চ নৈবেদ্যং পায়সঞ্চ বিশেষতঃ।
ততো দদ্যাৎ প্রযত্নেন তালাষ্টি শস্যমেব চ॥

জল সংক্রান্তিতে কৃষক শুচি হইয়া ক্ষেত্রের ঈশান কোণে সপত্র নল (শর বৃক্ষ) রোপণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও শুক্ল বস্ত্র দ্বারা নল পূজা করিয়া, পরে ধান্য সকলের পূজা করিবে এবং দধি, অন্ন, নৈবেদ্য, পায়স ও যত্ন সহকারে তাল আঁটির শস্য নিবেদন করিবে। তৎপরে নীচের লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা,—

বালকাস্তরুণা বৃদ্ধাঃ সান্তি যে ধান্যবৃক্ষকাঃ।
জ্যেষ্ঠাশ্চাপি কনিষ্ঠা বা সগদা নির্গদাশ্চ যে॥
আজ্ঞয়া ভীমসেনস্য রামস্য চ পৃথোপরি।
তাড়িতা নলদণ্ডেন সর্ব্বেস্যু সমপুষ্পিতাঃ॥
সমপুষ্পত্ব মাসাদ্য ফলস্ত্বাশু চ নির্ভয়ম্।
সুস্থ্যা ভবন্তু কৃষকা ধনধান্যসমন্বিতাঃ॥

(অল্প দিন যে ধান্য বৃক্ষ হইয়াছে অর্থাৎ ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনে যে সকল চারা ধান্যের গা হইতে হইয়াছে এই হিসাবে এখনও যাহারা ছোট আছে সেই সকল) ছোট ছোট ধান্য বৃক্ষ, (তৎপূর্ব্বে যাহারা হইয়াছে সেই রূপ) তরুণ বৃক্ষ এবং (প্রাচীন অর্থাৎ) মূল বৃক্ষ (যাহারা আছে), (যে ধান্য আগে মৃত্তিকা হইতে জন্মিয়াছে সেই জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ) অগ্রে বাহির হওয়া, পরে বাহির হওয়া, পীড়িত এবং পীড়াশূন্য যে ধান্য আছে সেই ধান্য সকল ভীমসেন ও রামের আজ্ঞায় ধরণীর উপরি নলদণ্ড তাড়িত হইয়া সকলেই সমপুষ্পিত হউক। আর কম পুষ্পিত হইয়া শীঘ্র ফল দ্বারা পরিপূর্ণ এবং কৃষক সুস্থ হইয়া ধন ধান্য সমন্বিত হউক।

রোপয়িত্বা নলং ক্ষেত্রে মন্ত্রেণানেন চ ক্রমাৎ।
ধান্যবৃদ্ধিং পরাং প্রাপ্যানন্দতি কৃষকা জনাঃ॥
নলন্তু ঘটসংক্রান্ত্যাং ক্ষেত্রেনারোপয়ন্তি যে।
বিষমা বন্ধ্যপুষ্পাশ্চ তেষাং স্যুর্ধান্যজাতয়ঃ॥

এই মন্ত্রক্রমে ক্ষেত্র মধ্যে নল রোপণ করিলে ধান্য বৃদ্ধি, উত্তম লাভ এবং কৃষকগণ পরম আনন্দে অবস্থান করে। জল সংক্রান্তিতে যে ব্যক্তি ক্ষেত্রে নল রোপণ না করে সে ব্যক্তি ইহার বিপরীত ফল প্রাপ্ত এবং তাহার সুজাতের (ভাল) ধান্য বৃক্ষও বন্ধ্যাত্ব (উত্তমরূপ ফল ধারণ করে না এরূপ অবস্থা) প্রাপ্ত হয়।

ধান্য বৃক্ষ সকল সমপুষ্পিত হওয়ার যে সকল বিঘ্ন, তাহা জল সংক্রান্তির গুণে নল রোপণের কারণ বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ন্যায় অদ্ভুতরূপে বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করে। আর্য্য মনীষিগণ তপস্যা বলে বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, এখন কাহার সাধ্য তাহার অণুমাত্রও লাভ করিতে পারে। তাঁহারা সময়কে যেরূপ চিনিয়া ছিলেন, আর কার সাধ্য সেরূপ চিনিতে পারে। দ্রব্য বিশেষে ও ক্রিয়া বিশেষে সময়কে বাধ্য করিয়া ফল লইতে এমন আর কেহই পারিবে না। আমরা উহা বুঝিতে অক্ষম হইলেও ঐসকল ক্রিয়ানুষ্ঠানে নিশ্চিতই শ্রেয়ঃ লাভে সক্ষম হইতে পারি, অতএব তৎসাধনে কাহারও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়।

রাঢ় অঞ্চলে নল রোপণকে ডাক দেওয়া বলে। কৃষকেরা জোতের মধ্যে প্রধান ক্ষেত্রের ঈশান কোণে উহা রোপণ করে। তাহারা বিশেষরূপ পূজা করে না

এবং বিশিষ্ট মন্ত্রও পড়ে নান। আর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রও জানে না। তাহারা যে মন্ত্র বলে তাহা এই ;—

ডাক দিয়ে বলে রাবণ।

যেমন আউশ তেমনি আমন ॥ (খনা)

প্রবাদ আছে জল বা আক সংক্রান্তি হইবার রাত্রে আকাশে একটি সুমধুর দৈববাণী হয়। কোন ক্রমেই ইহার অন্যথা হয় না। অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসরই ঐ দৈববাণী হয়। উহারই নাম ডাক। জল সংক্রান্তির পূর্ব্ব রাত্রে ঐ ব্যাপার হইলেও রাত্রির কোন সময়ে হয় তাহার নিশ্চয়তা নাই। কারণ এক বার এক সময়ে হয় না। ঐ বাণীর তুল্য সুমধুর অমৃতোপম এবং স্থাবর জঙ্গম সকলের পক্ষেই হিতকর বাণী আর নাই। ঐ বাণীর পরই ধান্য সকল পুষ্পিত হইতে থাকে। ডাক বাণীর সুমধুর অমৃত সলিল যে পান করে তাহার আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। লোকে বলে—"তোর ক্ষুধা তৃষ্ণা পায় না, তুই কি ডাকের জল খেয়েছিস। সর্প ভেক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী জাগ্রত থাকিয়া ঐ জল পান করিয়া বিবর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহারা বহুদিবস অনাহার অবস্থায় থাকিতে সক্ষম হয়। হেমন্ত ও শীত ঋতুর সমুদায় ভাগেই প্রায় আর উহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ বাণী এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে সৃজিত যে, যে ঐ সময় জাগ্রত ও শুনিবার জন্য চেষ্টিত থাকে সেই উহা শুনিতে পায়। পশু পক্ষীগণ এবং বৃক্ষ লতাসমূহ প্রভৃতি কেহই উহা লাভে বঞ্চিত নয়।

যদি কেহ সপ্তস্বর এবং যাবতীয় বাদ্য যন্ত্র ও বেণু বীণাদি সুশ্রাব্য যন্ত্রের সুমধুর স্বরের মধুর অংশগুলিকে একত্র সন্নিবেশিত করিতে পারেন, যদি কেহ ললনা-কণ্ঠের সুমধুর অংশগুলি একত্র সম্মিলিত করিতে পারেন তাহা হইলেও ঐ স্বরের কণা মাত্রও সংগৃহীত করিতে পারেন কি না সন্দেহ। যেমন রাবণের প্রভাব সর্ব্বত্রই ছিল, ঐ বাণীর প্রভাবও সেইরূপ। যে বার আউশ ভাল হয় সে বার আমন ভাল না হইবারই সম্ভব। কিন্তু ঐ বাণীর পর আর সে সময় থাকে না। অতএব ঐ বাণী হওয়ার সময় পর্য্যন্ত ধান্যের জল-রক্ষণাদি সমস্ত আবাদপ্রণালী বিশুদ্ধ হওয়াই বিধেয়। যিনি এরূপ করেন তাঁহাকে ঠকিতে হয় না। উক্ত বাণীর সম্ভবতা সম্বন্ধে যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহারা জানিবেন বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্ট ব্যাপারের কোনটাই আশ্চর্য্য নয়। বায়ু কত তরল কিন্তু ঝড়ের গর্জ্জন কিরূপ ভীষণ ; মেঘ ত ধূম মাত্র, কত লঘু, কিন্তু তাহার ধ্বনি কিরূপ ভয়ঙ্কর। অতি কোমলে কঠিন লঘুতে গুরু ইত্যাদি আশ্চর্য্য ব্যাপার তিনি ব্যতীত আর কাহার সাধ্য সৃষ্টি করে। যিনি এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে ডাক বাণী সৃষ্টি করিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? ডাক বাণী চির দিনই সত্য ; চির দিনই উহা শ্রুত হইয়া আসিতেছে। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে সকলেই উহা জানিতে পারিবেন। শুনা যায় উহা নাকি লক্ষ্মীর বাণী। যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সমাবেশ বলে উহার উৎপত্তি তখন উহা হওয়াও অসঙ্গত নয়।—ক্রমশঃ—শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন।

অনশনক্লিষ্টের আর্ত্তনাদ।

("মেদিনীবান্ধব" হইতে উদ্ধৃত।)

আমরা মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর আগমন আশঙ্কা করিয়া অনেক দিন হইতেই ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছি।—অন্নকষ্টপীড়িত স্থান সমূহের শোচনীয় অবস্থার বিষয় ধীরে ধীরে আমাদের দয়াময় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতেছি। দেশের ধনী সম্প্রদায়, রাজা, জমিদার এবং গবর্ণমেণ্টকে মুক্তহস্ত হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। পাঠক, সবঙ্গ পরগণার কয়েকখানি গ্রামের অধি-

বাসিবৃন্দ শালুক মুড়া, ওল ও কচু খাইয়া অনশনে-অর্দ্ধাশনে একরূপ বাঁচিয়া আছে, এই সংবাদ ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন।—ময়না পরগণার লোক সকল পেটের জ্বালায় তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে ইহাও বিদিত হইয়াছেন।—ঘাঁটালের খেপুত প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামের অধিবাসিগণেরও অভাব অনশনে পরিণত হইয়াছে! আজ আবার আমাদের ভগবানপুরের সংবাদদাতা কি হৃদয়বিদারক সংবাদ দিতেছেন, তাহা পাঠ করুন্:—

"জলামুঠা পরগণার অনেকেই শাক-সবজী, শালুক ও কলামোচাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে! শাক-পাতা খাইয়া কেহ কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে ও অকালে করাল কাল-কবলে কবলিত হইতেছে!! কেহ কেহ অনশনক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে। ভগবানপুর থানার সিমুলিয়া নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ ৩।৪ দিন অনশনে থাকিয়া অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় কোন গৃহস্থের দুই সের আন্দাজ চাউল চুরী করে। চুরীর সংবাদ পাইয়া শমনদূতসদৃশ মাননীয় পুলীশ মহোদয় ইহাকে চালান দেয়। কাঁথির সব ডিভিজনাল অফিসার মহোদয় সমীপে ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল:—'মহাশয়, আমি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া চুরী করিয়াছি!' বিচারক মহাশয় ব্রাহ্মণের পাঁচ বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ অন্নবিনা এতই জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছিল যে তাহার দেহ-যষ্টি পাঁচ ঘা বেত্রাঘাত সহ্য করিতে অক্ষম, সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুসারে সহৃদয় বিচারক মহাশয় তাহার এক মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন! আমাদের এ অঞ্চলে যে প্রকৃতই দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে ইহা কি তাহার একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত নহে?"

কলাগেছে হইতে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—"এ অঞ্চলের অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতীব শোচনীয় হইয়াছে। তাহাদের নিজের জমি-জায়গা নাই, কেহ কেহ বা অন্যের জমি ভাগে চাষ করিয়া, কেহ কেহ বা অপরের ঘরে মজুরি খাটিয়া জীবন ধারণ করে। গত আশ্বিন মাসের প্লাবনে এ অঞ্চলে অতি অল্প শস্যই জন্মিয়াছিল। তাহারা তাহাতেই যাহা পাইয়াছিল তাহাতে গত চৈত্র পর্য্যন্ত এক আধ বেলা খাইয়া কোনরূপ সংসার নির্ব্বাহ করিয়াছে। গত বৈশাখ হইতেই তাহাদের ঘরে অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এ সময়ে অপরের মজুরী ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন উপায় নাই। জলাভাবে কৃষিকার্য্য স্থগিত রহিয়াছে, তাহাদের কে খাটাইবে? অন্নাভাবে তাহাদের যে দশা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত! কাহারও এক দিবস দুই দিবস অন্তর অন্ন জুটিতেছে, কাহারও ভাগ্যে তাহাও হইতেছে না!! পেটের জ্বালায় অনেকে অসদুপায় অবলম্বনেও কুণ্ঠিত হইতেছে না!!!"

জেলার আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় ভাবিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়! আমাদের গড়বেতার সংবাদ দাতা ও রোহিণীর শ্রীযুক্ত পৃথ্বীনাথ ষড়ঙ্গী মহাশয় লিখিয়াছেন যে আকাশের গতিক দেখিয়া মহাজনেরা ধান কর্জ্জ দাদন করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং অধিকাংশ কৃষক-পরিবার নিরন্নে কাল কাটাইতেছে!! ইহা হৃদয়বিদারক সংবাদ নহে কি?—এ সংবাদ পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক, অশ্রুসংবরণ করিতে পারিবেন কি?

মেদিনীপুরের ধনবান সম্প্রদায়, রাজা, জমিদার ও হৃদয়বান ব্যক্তিগণ, আপনাদের নিকট আমরা গললগ্নীকৃতবাসে প্রার্থনা করিতেছি:—অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র স্বদেশীয় ভ্রাতাগণের উদরে এক এক মুষ্টি অন্ন মাত্র দেওয়ার জন্য আপনারা আপনাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিউন;— উন্মুক্ত ভাণ্ডার অক্ষয় হইবে,—ভগবানের অপার করুণাবারি আপনাদের মস্তকোপরি অজস্র ধারে বর্ষিত হইবে।

আর আমাদের দয়াময় গবর্ণমেণ্ট জেলার প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত সত্বর অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া অক্ষয় রাজ-কোষ হইতে সত্বর সাহায্যের ব্যবস্থা করুন্; বিলম্বে অভাব অনশনে পরিণত হইয়াছে—আরও বিলম্ব হইলে অনশন শমনালয় গমনের পথ সরল ও পরিষ্কার করিয়া দিবে!

কৃষি প্রস্তাব।

অধুনা ভারতীয় কৃষ্যুন্নতি-কল্পে যে সকল অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, অদ্য তাহারই দুই চারিটী মোটামুটি বিষয় আলোচনা করণোদ্দেশ্যে আমরা এ ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম।

১ম—প্রতিকূল পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি এই যে—(ক) এদেশীয় জমিদারকুল প্রায়ই প্রজা-হিতৈষণার এক মহা-অন্তরায়; তাঁহারা ভাবী লাভ-বৃদ্ধির আশায় কোনমতেই প্রজাস্বত্ব কায়েমী হইতে দেন না, সুতরাং প্রজাকুলও আত্ম-বঞ্চনার ভয়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির দিকে তেমন প্রয়াস পাইতে চায় না। যদিচ গভর্ণমেণ্ট প্রজানুকূলে প্রজাস্বত্ব-আইনকে দৈনন্দিন দৃঢ় হইতে সুদৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষ করিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ ক্ষীণবল প্রজা মহাসমর-কুশল জমিদারগণের ভীম-ব্যূহ-ভেদ করিয়া গভর্ণমেণ্টের সে অনুকূল দুর্গ আশ্রয় করিতে পারিতেছে কি? অতএব, অস্মদ্দেশীয় জমিদারশ্রেণী কৃষি-উন্নতির পক্ষে যে এক ভীষণ প্রতিবন্ধক, এ কথা নিতান্ত অত্যুক্তি নহে। (খ) এদেশীয় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে কৃত্রিম জল-সংযোগের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে চাষাবাদে উন্নতি-আশা একরূপ বিড়ম্বনা মাত্র। এদিকে কৃত্রিম জলাশয় প্রস্তুত করিতে মজুর-খর্চা, জমিদারের সেলামী, * আমলা প্রভৃতির প্রণামীর জন্য এত অত্যধিক ব্যয় দাঁড়ায় যে, এই সেই সকল ব্যয় ভার বহনের শক্তি কৃষককুলের আদৌ নাই।

(গ)—এতদ্দেশীয় ক্ষেত্র-বণ্টন পদ্ধতিক্রমে কৃষির পক্ষে এমন এক প্রতিকূল ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে যে,—বহুস্থলে ৮।১০ বিঘা ভূমি একত্র করিয়া 'জলাশয় বা বেষ্টনাদি দ্বারা' কৃষি কার্য্য সুবিধাধিন করা তত সহজ-সাধ্য নহে। বস্তুতঃ, আত্মীয় কৃষক-বংশ যে-রূপ পরশ্রী-কাতর, তাহাতে পরস্পর তাহাদের অন্তরে সদ্ভাব জন্মাইয়া মিলিত-কৃষি অথবা ক্ষেত্র-বিনিময়-প্রথার প্রবর্ত্তন করা বড় লঘু ব্যাপার নহে। এতদ্ভিন্ন প্রতিকূল পক্ষে আর আর যে সকল বিষয় বলিবার আছে, বাহুল্য ভয়ে সে গুলির উল্লেখ করিতে এবার আমরা বিরত রহিলাম।

অতঃপর, অনুকূল পক্ষে দৃষ্ট করিলে সর্ব্বাগ্রে ইহাই আনন্দকর প্রতীতি হয় যে,—(ক) ভারত-ক্ষেত্র পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশীয় ফসলোৎপাদনের উপযোগী। বিশেষতঃ ইহার অধিকাংশ প্রদেশ সমতল হওয়ায় এবং স্থানে স্থানে দাম-দল ও বোদ প্রভৃতি সার বিশিষ্ট কৃত্রিম অথবা প্রকৃতিদত্ত জলাশয় থাকায় অন্যান্য দেশাপেক্ষা এদেশটী কৃষ্যুৎকর্ষ-সাধনে বিশেষ অনুকূল। ইংলণ্ড, আরব ও তিব্বত প্রভৃতি দেশে কৃষ্যুন্নতি-কল্পে সার কিম্বা জলাহরণে যেরূপ বহু ক্লেশ ও বহু ব্যয় যোজনা করিতে হয়, এখানে কোন স্থলেই তদ্রূপ বহ্বায়াস পাইতে হয় না। স্বল্প চেষ্টাতেই পূর্ব্বোক্ত দাম-দলাদি সংগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ চূর্ণ সংযোগে পচাইয়া † ক্ষেত্রে প্রদান করিলেই উত্তম সারের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। (খ)—

---

* সদাশয় গভর্ণমেণ্ট যদি জলাশয় প্রস্তুত পক্ষে জমিদারগণের নিষ্ঠুর গ্রাসেচ্ছাকে খানিক সংযত করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে এদেশের ১টী মহদুপকার সাধিত হয়। প্রাগুক্ত বা স্থলবিশেষে আমরা সামান্য ১টী পুষ্করিণীর জন্য ২০০৲, ২৫০৲ টাকা গ্রহণ করিতে দৃষ্ট করিয়াছি।

† দাম-দল প্রভৃতি উদ্ভিজ বস্তুতে চূর্ণ সংযোগ করিলে আশু পচনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, এবং সারে কীটাদি জন্মিতে পারে না॥

প্রত্যেক কৃষক-পল্লিতে না হয় ৫।৬টী পল্লির সন্নিকটে এক একটা নৈশ-পাঠশালা স্থাপন করিয়া বয়স্ক কৃষক সন্তানগণকে "সম্মিলিত কৃষি, ক্ষেত্র-বিনিময়-বিধির সুফল এবং ৪।৫ বিঘা ভূমি লইয়া এক একটা আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক" শিক্ষা দিতে পারিলে, নিতান্ত স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্পায়াসে এদেশের কৃষ্যুন্নতি সাধন করা যায়। ঐ সকল কৃষক বালকগণের দ্বারা মাসিক ১ দিন করিয়া বেগার খাটাইলে ‡ ৪।৫ বিঘা ভূমির আবাদে মায় রাজস্ব বড় অধিক ৫০।৬০ টাকা ব্যয় পড়িতে পারে। § কিন্তু এই সকল আদর্শ-ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম কেবল তরিতরকারির আবাদ করিলে ৬।৭ মাসের মধ্যে যে আয় দাঁড়াইবে তাহা হইতেই শিক্ষকের সাংসারিক খরচ, কৃষি-ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াও ২।১ বৎসরে মধ্যে মূলধনের সঞ্চয় হইতে পারে। অবশ্য মাসিক ৮।১০ টাকা বেতনের দাসবৃত্তি অপেক্ষা কেবল ২ বিঘা কলার আবাদেই যে অধিক আয়, ইহা বারান্তরে আমরা নিতান্ত সম্ভবপর ভাবেই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইব। বস্তুতঃ উপরোক্ত ৬০।৭০ এবং শিক্ষকের পারিবারিক ও নিজ-ব্যয়ের (৬।৭ মাসের) জন্য ৬০।৭০, একুনে ১২০ বা ১৪০ টাকা মূলধন লইয়া কার্য্যকরা এখনও ভারত-বাসীর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। (গ)—ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অথবা গভর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত দেশীয় বিদ্যালয়ের মধ্যে যে গুলি কৃষক-পল্লিতে সংস্থিত, অন্ততঃ পক্ষে সেগুলি দ্বারা এক একটী আদর্শ ক্ষেত্র সংগঠন করিয়া কৃষক-বালকগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে পারিলেও এতদুন্নতির এক সুন্দর পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে। বিদ্যালয়ের বালকগণের অঙ্গচালনার নিমিত্ত কথঞ্চিত সময় নির্দ্ধারিত আছে, তৎসহ আরও কিঞ্চিৎ সময় বৃদ্ধি করিয়া ঐ সকল কৃষকবালকগণকে লইয়া ক্ষেত্রের কার্য্য করিলে এক দিকে যেমন তাহাদের শিক্ষার সৌকর্য্য সাধিত হয়, পক্ষান্তরে তেমনি আবার খরচ খর্চা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সুবিধা দাঁড়াইবারই কথা। প্রত্যুত এতদুপায়ে উল্লিখিত ক্ষেত্র হইতে বৎসরান্তে যে আয় হইবে, তাহা দ্বারাই বিদ্যালয়ের অথবা চাষাবাদের সমগ্র খরচ খর্চার সঙ্কুলন হইবার বিশেষভাবে আশা করা যায়। অধিকন্তু এদেশীয় শিক্ষক শ্রেণীর প্রতি জন সাধারণের যেরূপ আস্থা-ভক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহাদের দ্বারাই ক্ষেত্র-সম্মিলন বা ক্ষেত্র-বিনিময়াদি কৃষি-সুলভপদ্ধতি-প্রচলন করা —আমরা সমধিক সুবিধাজনক বলিয়া মনে করি। এতদ্ব্যতীত এদেশীয় অনুকূলে আর অন্য যে সকল বিষয় বলিবার আছে, সময়ান্তরে ক্রমে ক্রমে সে সকল আলোচনা করিতে আমরা প্রয়াস পাইব॥ (নিঃ—মাণিক ফকির।)

‡ পারিশ্রমিক না দিয়া কাহারও দ্বারা কার্য্য করাইলে,—তাহাকে বেগার কহে।

§ এটী বিশেষ ভাবে বঙ্গপ্রদেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইল।

মৌয়া।

মৌয়া এক প্রকার গাছ, দেখিতে ঠিক বাদাম গাছের মত। মৌয়ার ফুল দেখিতে সুন্দর। ইহার ফল দেখিতে মনক্কার ন্যায়। এই ফলের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। মৌয়া বীজে তৈল আছে; উক্ত তৈলকে "কোঁচড়ার" তৈল কহে। কোঁচড়ার তৈল ঠিক নারিকেল তৈলের ন্যায়, শীতকালে বসিয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোঁচড়ার তৈলের ব্যবহার আছে। ইহা বিস্তর পরিমাণে মহিষের ঘৃতে মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন উক্ত প্রদেশস্থ গরীব লোকেরা উহাতে গৃহে রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকে। এই তৈল প্রদীপে জ্বালাইতে গেলে, সলিতা গুলি শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া যায়, তৈল প্রায় সমস্তই প্রদীপে পড়িয়া থাকে; অর্থাৎ তৈল কম পুড়ে। এই অসুবিধাসত্ত্বেও গরীব লোকেরা ঐ তৈল জ্বালায়। কারণ ইহা দামে শস্তা। এক মণ মৌয়া বীজের ভিতর হইতে বার সের পর্য্যন্ত তৈল পাওয়া যায়।

মৌয়ার শুষ্ক পুষ্প বা ফল প্রভৃতি ৪।৫ বৎসর গৃহে রাখিলেও গুণের কিছুই তারতম্য হয় না।

মৌয়া পুষ্প খাইতে মিষ্ট লাগে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেকে ইহা দ্বারা ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করেন। মৌয়ার অম্বল খাইতে বড় সুস্বাদ; এবং গরম দুগ্ধে দিয়া খাইলে বড় উত্তম লাগে। মৌয়া পুষ্প ভক্ষণে দেহের কৈশিক ধমনীগুলি উত্তেজিত হয়, কিন্তু অল্প খাইলে ইহা ভাল বুঝা যায় না, বেশী খাইলে নেশা হয়, কাজেই ধমনী উত্তেজিত হইয়াছে তখন সহজে বুঝা যায়। মৌয়া ফুলে এক প্রকার মদ হয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই মদ পূর্ব্বে প্রচুর পাওয়া যাইত। এক্ষণে তথা হইতে এই ফুল প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা ইহা দ্বারা মদ্য প্রস্তুত করেন; অনেকে বলেন, আজ কালের বিলাতী ব্রাণ্ডি নামক মদ্যই এই মৌয়া ফুলের ভেজালে প্রস্তুত হইতেছে। এই পুষ্প ওজন দরে বিক্রয় হয়।

ইহার বীজ জমীতে বপন করিলে ১০।১৫ দিনের মধ্যেই তাহা অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু বৃক্ষ ফলবান হয় চার বৎসরের মধ্যে। জলা ভূমি কিম্বা আটাল মাটীতে ইহার বীজ রোপিত হইলে বৃক্ষ ভাল সতেজ হয় না; বালুকামিশ্রিত শুষ্ক ভূমিতে বীজ পুতিলে বৃক্ষ অত্যধিক তেজস্বী হইয়া উঠে।

বাঙ্গালায় মৌয়াবৃক্ষ রোপণ করিবার চেষ্টা করিতে হয় না। মৌয়ার বৃক্ষের কাষ্ঠও বিশেষ উপকারী। সুতরাং মৌয়ার পুষ্পে বীজে এবং কাষ্ঠে বেশ ব্যবসায় চলিতে পারে।—প্র-রা।

কি উপায়ে ভারতীয় কৃষকের উন্নতি হইতে পারে।

মাদ্রাজের বাঙ্গালোর সহরে বাউরিং ইন্সটিটিউটে ডাক্তার লেম্যান সাহেব সম্প্রতি "ভারতীয় কৃষি" বিষয়ে একটি আবশ্যকীয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি বলেন কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে কৃষকদিগের যে এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। তাহাদের কৃষি বিষয়ে উপস্থিত যে জ্ঞান আছে তাহা অর্থাদি অভাবে কার্য্যে লাগাইতে পারে না বলিয়াই তাহারা ঈদৃশ দশাপন্ন। কৃষকদিগের অনেকেই অর্থাভাবে পীড়িত ও অনশনক্লিষ্ট। তাহারা পুরুষানুক্রমে চাষাবাদ এক রকম প্রণালীতেই সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। তাহারা নূতনত্বের বড়ই বিরোধী। কোন নূতন ফসল, নূতন যন্ত্রে বা নূতন প্রণালীমতে চাষ করিতে একান্ত নারাজ। কোন নূতন যন্ত্রে বা প্রণালীমতে চাষ করিতে বাধ্য না করিলে নিরক্ষর কৃষকেরা সহজে সম্মত হইবে না। তাহাদের এই নূতনত্বের বিপক্ষতাচরণ দোষের হইলেও সকল সময় দূষনীয় নয়। এমন অনেক নূতন ভারতীয় কৃষকের অপরিজ্ঞাত উন্নত চাষাবাদপ্রণালী আছে—তাহা এতদ্দেশে তাহার অবস্থায় অনুসরণ করা সুবিধাজনক বা সম্ভব নহে। স্থানবিশেষের বিশেষ বিশেষ অবস্থা সুপরিজ্ঞাত না হইলে কিরূপ উপায়ে কোন্ নূতন উন্নত প্রণালী অনুসরণে ফল লাভ হইতে পারে বলা যায় না। সেই সমস্ত কৃষি প্রণালী বা পদ্ধতি অনুসরণে ইউরোপ বা আমেরিকার সুফল হইতে পারে। কিন্তু এখানে দেশকালপাত্রবিভিন্নতায় বিপরীত ফল ফলিতে পারে।

কৃষি বিষয়ে যে সকল উন্নতি এদেশে সাধিত হইতে পারে তাহা একদিনে হইবার নহে। যে সব পদ্ধতি বহু বৎসরাবধি অভিজ্ঞতার ফলে ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশে ক্রমশঃ প্রচলিত ও অনুসৃত হইয়াছে—তাহা সহসা এদেশে একবারে প্রচলন হইতে পারে না বা হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ভারতীয় কৃষির অবস্থা উন্নতি করিতে হইলে ভারতীয় কৃষকের উপস্থিত অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। তাহার কি কি অভাব বা অভিযোগ আছে তাহা জানিতে হইবে। সেই সকল অভাব ও অভিযোগ এক্ষণে পূরণ করিতে হইবে। সুবিধাজনক জমি সংক্রান্ত আইন প্রবর্ত্তিত করা চাই। কৃষক যাহাতে দেনার দায় হইতে উদ্ধার পায় তাহার উপায় করিতে হইবে। অল্প সুদে মূলধন যোগাইতে হইবে। এইরূপ ভাবে প্রথমে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে কৃষি বিষয়ে নূতন নূতন পদ্ধতি ও নূতন নূতন যন্ত্র প্রচলন এবং কৃষির ক্রমশঃ উন্নতি আশা করা যায়।

সতীত্বের আদর্শ।

পাটনায় রামসেবক ভকত্ নামে একজন ধনী মহাজন বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র কিষণ দয়াল মহা সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদনার্থে যথোচিত আয়োজন ও আপন দেশ বিদেশস্থ আত্মীয় স্বজনগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। তাঁহারা আসিয়াই, তাঁহাদের স্বজাতি মধ্যে এক আশ্চর্য্য দলাদলি শ্রবণ করতঃ, তাহা মিটাইবার জন্য প্রায় আড়াই হাজার বিদেশীয় ও দেশীয় আত্মীয় স্বজন মিলিয়া, এক বৃহৎ সভা করিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া সভা করিয়াও তাহার নিষ্পত্তি শেষ হয় না। অবশেষে যাঁহার প্রতি দোষারোপ হওয়াতে এই দলাদলি হইয়াছিল, তাঁহাকে সভায় উপস্থিত করান হইল। দোষারোপ হইয়াছিল যমুনানাম্নী একটি সতী সাধ্বী স্ত্রীলোকের উপর। অনেকে তাঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়া, রামসেবকের শ্রাদ্ধে তদীয় স্বামী প্রভৃতির নিমন্ত্রণ রহিত করিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং অন্য দলের অনেকে সতী সাধ্বীর প্রতি অযথা দোষারোপ হইতেছে, অতএব তাহাদের নিমন্ত্রণ রহিত হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন। যমুনার দোষ এই,—এই শ্রাদ্ধের ৭।৮ মাস পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিবেশী ভৈরব সোণার নামক এক ব্যক্তি পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তিনি অতিশয় মনোদুঃখে কাঁদিয়াছিলেন, কিন্তু ২।৩ মাস হইল তাঁহার শ্বশুর বলদেব পীড়িত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে মনের উল্লাসে অত্যন্ত হাসিয়াছিলেন।

প্রথমে ভৈরব মরার পরই যমুনার কান্না দেখিয়া, স্ত্রীলোক পরম্পরায় পরস্পর কাণাকাণি করিয়া, তাঁহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিল। পরে বলদেবের মৃত্যুতে তাঁহার হাস্য দেখিয়া, প্রকাশ্যরূপেই তাঁহার অপবাদ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হয়। ইহা লইয়াই ঐ হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হয়।

গোলযোগ মিটাইবার জন্য যমুনাকে সভায় উপস্থিত করান হইল ও তাঁহাকে ভৈরবের মৃত্যুতে ক্রন্দন ও শ্বশুরের মৃত্যুতে হাস্য করিবার কারণ সভ্যগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে ;—

যমুনা করযোড়ে বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, মহারাজগণ! তাহার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু,— বলিতে পারিতেছি না, প্রকাশ করিলে এ দাসীর মৃত্যু হইবে, এ কারণ আপনারা আমায় ক্ষমা করুন।

এ কথা শুনিয়া কেহ কেহ রোষ-কষায়িত নেত্রে বলিলেন, দুষ্টা স্ত্রীদিগের গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি! আমরা তোমার কথা শুনিতে চাই না, তোমাকে এখনই তাহা বলিতেই হইবে।

ইহা শুনিয়া যমুনা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যদি নিতান্তই বলিতে হয়, এখানে বলিতে সক্ষম হইব না, অনুগ্রহ করিয়া আপনারা গঙ্গাতীরে আসুন। এই বলিয়া স্বামী ও গুরুজন প্রভৃতির চরণ বন্দন করতঃ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া সকলকে বলিলেন, এখন আপনারা সবিশেষ শুনুন, আমি আদ্যন্ত বলিতেছি।—

সভ্যগণ বলিলেন—শীঘ্র বল, বিলম্বে প্রয়োজন নাই। যমুনা, নারায়ণ ও স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন।—

"আমার পিতা একজন পণ্ডিতকে মহা সমাদরে নিজ আবাসে রাখিয়া প্রত্যহ তাঁহার দ্বারা ভাগবৎ শুনিতেন ;—আমার বয়স, তখন দশ বৎসর, তখন আমার বিবাহ হয় নাই। ভাগবৎ শুনিতে শুনিতে একদা সেই পৌরাণিক পণ্ডিতের মুখে শুনিলাম, "বিবাহ হওয়া অবধি যে পত্নী পতিকে ঈশ্বর-জ্ঞানে প্রাণপণে প্রকৃত ভয়, ভক্তি, প্রীতি ও অকৃত্রিম সেবা শুশ্রূষা করে এবং স্বামীর একটী আজ্ঞাও লঙ্ঘন করে না, সে সত্বরই নারায়ণের দর্শনলাভ করে।" ইহা শুনিয়া তখন হইতেই স্থির করিলাম, আমার বিবাহ হইলে আমি প্রাণপণে উহা পালন করিব।

কিছুদিন পরে আমার বিবাহ হইলে, শ্বশুরালয়ে নীতা হইলাম। আমার শ্বশুরেরা নিতান্ত গরীব ছিলেন; তাঁহাদের একখানি ব্যতীত ঘর ছিল না;—সুতরাং সকলেই পৃথক পৃথক শয্যায় সেই এক ঘরেই শয়ন করিতেন।

একদিন সুষুপ্তিকালীন আমার স্বামী পিপাসিত হইয়া শয়নাবস্থায় থাকিয়া বলিলেন, "কে জাগিয়া আছ, উঠিয়া আমায় একটু জল দাও, অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে।" তখন আমি ভিন্ন আর কেহ জাগিয়া ছিলেন না। আমার প্রতি স্বামীর এই প্রথম আজ্ঞা হইল বিবেচনা করতঃ তাহা পালন করিতেই হইবে স্থির করিয়া উঠিলাম। পরে ঘটী লইয়া ঘড়া হইতে জল ঢালিতে গিয়া আর সাহস হইল না, কারণ পাছে তাহা শ্বশুর শাশুড়ী জানিতে পারেন। এই লজ্জায় পড়িয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে নিকটস্থ গঙ্গা হইতে জল আনিতে গেলাম। ঘটি ডুবাইয়া জল লইয়া যেমন ফিরিতেছি, অমনি ঘাটের উপর এক ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন দেখিলাম। দেখিয়া যারপর নাই সঙ্কুচিতা হইলাম। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে?

আমি, যাঁর দুহিতা, যাঁর পুত্রবধু এবং আমার নাম ধামাদি যাহা, তাহা তাঁহাকে বলিলাম। তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন, এত রাত্রে গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছ কেন? আমি তাহা শুনিয়া সমস্ত কথা সরল চিত্তে ব্যক্ত করিলাম। ব্রাহ্মণ তাহা শুনিবামাত্র কহিলেন, তবে তোমার নারায়ণ দর্শন হইয়াছে।

আমি বলিলাম, আমি এখনও স্বামীর একটী আজ্ঞাও সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারি নাই, এত ভাগ্য হইবে যে, ইতি মধ্যেই ভগবানের চরণ দর্শন পাইব!

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমিই নারায়ণ, আমাকে দর্শন কর। আমি বলিলাম, আপনি নারায়ণ কৈ? আপনাকে ত ব্রাহ্মণই দেখিতেছি। আমাকে পরিহাস করিতেছেন কেন?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, পরিহাস করি নাই, ব্রাহ্মণই নারায়ণ। আমি বলিলাম, ব্রাহ্মণ নারায়ণই বটেন, কিন্তু পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ স্বতন্ত্র। আপনি যদি সেই নারায়ণই হন, তবে আপনার চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করুন। এই কথা শ্রবণে বাঞ্ছাকল্পতরু হরি তখনই নব-দুর্ব্বাদল শ্যামরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, গলে বনমালা ও কৌস্তভ মণি শোভিত শরীরের কান্তিতে সেই পৌর্ণমাসী রজনীও লজ্জিত এবং তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মনোহর সৌরভ আবির্ভূত হইয়া দশদিক্ আমোদিত করিতে লাগিল। আরও আশ্চর্য্য এই, কোথা হইতে অসংখ্য পুষ্প ও মধুকর-দল আসিয়া তাঁহার পদ-যুগলের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল *।

তাহা দেখিয়া আমি তদগতচিত্তা হইয়া আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত পূর্ব্বক গদগদ স্বরে ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলাম;—

নমঃ নারায়ণ, নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারন সনাতন।
করুণা আধার, বিশ্বমূলাধার, স্বগুণে সাকার জনার্দ্দন॥

সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী স্থলে
উপবিষ্ট আছ আসন কমলে
কিরীটি কৌস্তভ কেয়ুর কুণ্ডলে
হয়েছ হে অতি মনোরম!
যে পদের গুণে পাষাণী মানব
গঙ্গা ভাগিরথী যে পদে উদ্ভব
যমুনা সতত চাহে অই পদ
হৃদয় মাঝে করিতে দর্শন।

---

* যেমন বিমল জলে অবিকল প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি বিমলত্ব লাভ করিলে ঈশ্বরও দর্শনীয় হন। যমুনার বিমল স্বভাব ও ঐকান্তিক প্রীতিতে ভগবান দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

এইরূপে স্তব করিতে করিতে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে চরণতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন ;—

বৎসে! আমি তোমার সতীত্ব ও পবিত্র চরিত্র দর্শন করিয়া, সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি যে বর প্রার্থনা কর, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। তুমি মনোমত বর প্রার্থনা কর। আমি বলিলাম, ভগবান্! যে চরণ দর্শনলাভ জন্য স্বয়ং মহাদেব শ্মশানবাসী হইয়া বেড়াইতেছেন, বহুকালের কঠোর তপস্যাবলে মহর্ষিগণ যে চরণ নিয়ত ধ্যান করিতেছেন, আমি দেবের বাঞ্ছিত সেই পরম দুর্লভ চরণ যখন লাভ করিলাম, তখন আমার সকলই লাভ হইল। ইহা অপেক্ষা লভ্য আর কিছুই নাই। আপনার পদে মতি থাকিলেই আমার আশাতীত লাভ হইল, আমি আর কোন বরই চাই না ; তবে আমার দেখিতে ইচ্ছা হয় যমদূত বা বিষ্ণুদূতেরা মানবের আত্মাকে কিরূপে লইয়া যায় ও তাহারা কি কথাবার্ত্তা কহে।

ভগবন্ 'তথাস্তু' বলিয়া বরদান করিয়া বলিলেন, তুমি তাহা দেখিতে পাইবে, কিন্তু,—যে দিন কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে, সেই দিন তোমাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন, আমিও স্বামীকে জল দিয়া শয়ন করিলাম।

আমি অতি প্রত্যুষে সংসারে যাবতীয় কর্ম্ম স্বয়ং সম্পন্ন করি এবং গুরুজনদিগকে সতত ভক্তি ও আদিষ্ট না হইলেও তাঁহাদিগের প্রীতিজনক কার্য্য করি। প্রত্যহ স্বামীর সন্তোষসাধন ও তাঁহার পাদোদক পান করি এবং রন্ধনাদি সমাপনান্তে তাঁহাদিগকে আহার করাইয়া পরে ভুক্তাবশেষ আহার করি। স্বামীই নারায়ণ সতত এই বোধ করি। তিনি ভিন্ন আর কিছুই জানি না। আমি কখন স্বামীকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করি না। স্বামীর আহ্লাদে আহ্লাদ ও বিষাদে বিষাদিত হইয়া থাকি। তৈল লবণ ও ঘৃতাদির অভাব হইলেও যাঁহাতে তাঁহার উদ্বেগ অথবা আয়াস লাগে এরূপ কার্য্য কখনও করি না। স্বামী অপেক্ষা উচ্চাসনে বসি না, পরগৃহে গমন ও লজ্জাকর বাক্য কখনও বলি না। পরনিন্দা, কলহ ও গুরুর নিকট উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কহি না। স্বামীর প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করি না। স্বামী স্থানান্তর হইতে আসিলে, তৎক্ষণাৎ আসন, বসন, ব্যজন ও জল ইত্যাদি সংবাহন করিয়া থাকি। আমি জানি পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও পুত্রাদি সকলেই পরিমিত দান করেন। কেবল একমাত্র স্বামীই অপরিমিত দান করিয়া থাকেন।

আমি সধবা অবস্থাকে স্বর্গীয় এবং মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ করিয়া থাকি।

আমি শুনিয়াছি পতিব্রতার তেজের নিকট সূর্য্য-তেজ ও অগ্নিতেজাদি সকল তেজই হীনপ্রভা। সতীর পদস্পর্শে বসুমতীও পবিত্রা হয়েন, এবং অপ, শশী, সূর্য্য, সমীরণ ইঁহারাও স্বকীয় শুদ্ধি মানসে সর্ব্বদা সুখস্পর্শ-রূপে পতিব্রতার স্পর্শলাভ ইচ্ছা করেন। গঙ্গা-সলিল স্নানে যেরূপ পবিত্রতা লাভ হয়, পতিব্রতার শুভদৃষ্টিতেও সেই পবিত্রতা লাভ হয়।"

এই কথা শুনিয়া সকলে যমুনাকে ধন্যা ধন্যা বলিতে লাগিলেন এবং এরূপ সর্ব্ব-গুণ-যুক্তা সতীর প্রতি তাঁহার স্বামী কিরূপ ব্যবহার করেন, কৌতূহল হইয়া তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন।

যমুনা কহিলেন, "পতি আমাকে যারপর নাই ভাল বাসেন। তিনি আমাকে আদ্যা-শক্তির অংশ-সংভূতা বলিয়া ভক্তি করেন এবং সন্তোষজনক কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা ও সেবাবলে আমি দুইটি পুত্র এবং একটী কন্যা লাভ করিয়া

কৃতার্থ হইয়াছি। আমাকে বন্দী করিতে নিষেধ করিলে, তিনি এক একটী কাহিনী বলিয়া আমাকে নিরস্ত করেন। তন্মধ্যে একটী কাহিনী এই ;—

"শিশুকালে ভীষ্ম যখন মাতৃক্রোড়ে স্তন পান করিতেছিলেন, তখন গঙ্গাদেবী হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অঙ্গে কষাঘাতের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মাতঃ! একি হইল? গঙ্গা বলিবলিলেন, বৎস! এক নরাধম তাহার সহধর্ম্মিণীকে কষাঘাত করিল। সকল স্ত্রীজাতিই মহামায়ার অংশ সম্ভূতা, তাই আমার অঙ্গে তাহা প্রকাশ পাইল। সকল মহিলাই মহামায়ার অংশ জানিয়া ভীষ্ম আর বিবাহ করেন নাই।"

সভ্যেরা পুনরায় যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পর কি বলিবে বল। যমুনা কহিল, ভৈরব সোণা পীড়ায় যারপর নাই যন্ত্রণা পাইয়াছিল। তাহার শেষ অবস্থার কথা স্মরণ হইলে চক্ষু দিয়া জল আইসে। সেই অবস্থায় যমদূত আসিয়া বুকে হাঁটু দিয়া জিহ্বা টানিয়া ধরিলে সে ভয়ে মূত্র ত্যাগ করিল। পরে ধনুকের ন্যায় তাহাকে পশ্চাদ্দিকে মোচড়াইয়া ধরিলে, সে যে কিরূপ যাতনাবোধ করিতে লাগিল, তাহা আর কি বলিব। লোকে বলিতে লাগিল, উহার ধনুষ্টঙ্কার পীড়া হইয়াছে। অবশেষে সে বাক্‌রোধ হইয়া গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে প্রাণত্যাগ করিল। দূতেরা উত্তপ্ত লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া লৌহদণ্ডে প্রহার করিতে করিতে লইয়া গেল। ইহা দেখিয়া আমি আর থাকিতে পারি নাই, কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম।

আর আমার শ্বশুর মহাশয় পরম ধার্ম্মিক শৈব ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের সময় শিবদূতসকল আমার শ্বশুরের আত্মা-পুরুষকে লইয়া মহা সমাদরে বিদ্যুৎপ্রভিভ পুষ্পক রথে আরোহণ করাইয়া চামর ব্যজন করিতে করিতে আনন্দবেগে শিবলোক লইয়া গেল। তদ্দর্শনে পুলকিত হইয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। সেই শিব—এই বলিতে বলিতেই তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া আত্মা বিষ্ণুলোকে গমন করিল। যমুনার দেহ গঙ্গা-সলিলে ভাসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সকলে হায় কি হইল! হায় কি হইল! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাঁহার স্বামী ও পুত্র কন্যাদিরাও তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও দর্শক বৃন্দের সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাঁহার যথারীতি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি হইয়াছিল। সেখানে যত লোক ছিলেন, সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক যথোচিত সাহায্য করায় যমুনার শ্রাদ্ধে যারপর নাই সমারোহ হইয়াছিল।

শাস্ত্রে দেখিতে এবং মহাত্মাগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত ভক্তিতে ভগবান বাধ্য, এবং ঐরূপ ভক্তকেই দর্শন দেন *। কিন্তু দম্পতীর বিমল প্রণয় হইতেও ঐ ফল লাভ হয়। এই গল্পই তাহার নিদর্শন।

ইহা বড় বেশী দিনের কথা নয়, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, দিল্লীর বাদসাহকে এই গল্প বাদশাহী দপ্তরে লিখিয়া রাখিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাদসাহ এই গল্প অবগত হওয়া অবধি আপন বেগমদিগকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সস্ত্রীক ভাগবত ও পতিব্রতা উপাখ্যানাদি শ্রবণ করিতেন।

---

* দেখিতে গেলে ভক্তি, দাম্পত্য প্রণয় ও স্নেহাদি একই জিনিস। গুরুজনে প্রীতির নাম ভক্তি, স্ত্রী পুরুষে, স্ত্রী পুরুষের প্রতি প্রীতি করার নাম দাম্পত্য প্রণয় ইত্যাদি। রাজসিক প্রীতিতে ভগবান বাধ্য নহেন, সাত্ত্বিক প্রীতিতেই তিনি বাধ্য।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি পাইতেছি :—

সাপ্তাহিক।

সময়, প্রতিবাসী, সঞ্জীবনী, রংপুরদিকপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, রংপুর বার্ত্তাবহ, Indian Nation, ত্রিপুরা হিতৈষী, মিহির ও সুধাকর, চচুঁড়া বার্ত্তাবহ, Calcutta Times, মেদেনী বান্ধব, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার (হিন্দি) বিকাশ, ভারতজীবন (হিন্দি)।

পাক্ষিক।

উদ্বোধন, নীহার।

মাসিক।

প্রচার, অঞ্জলি, প্রকৃতি, মহাজন বন্ধু, বীরভূমি, প্রচারক, ত্রিস্রোতা, আরতি, প্রয়াস, বামাবোধিনী পত্রিকা।

নিম্নলিখিত পত্রগুলি নিয়মিত পাইতেছি না :—

নিবেদন, চিকিৎসক ও সমালোচক, পরিদর্শক।

REGISTERED NO. C. 192.

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড | আশ্বিন, ১৩০৮ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন ৴০, অৰ্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ২৲, এক পেজ ৩৲।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র B.A., F.R.H.S.
ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৮১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গ্রাহকগণের প্রতি।

প্রথম বৎসরের গ্রাহকগণ (যাঁহারা এখনও দ্বিতীয় বৎসরের মূল্য পাঠান নাই) শীঘ্র 'কৃষকে'র দ্বিতীয় বৎসরের মূল্য ২৲ টাকা অথবা আগামী চৈত্র পর্য্যন্ত মূল্য ১৲ টাকা পাঠাইবেন। কার্ত্তিকের ২০ তারিখ মধ্যে টাকা জমা না দিলে—আর কাগজ পাঠান হইবে না।

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র,

ম্যানেজার "কৃষক" আফিস।

কৃষি, সাহিত্য, সংব[illegible]



২য় খণ্ড   আশ্বিন, ১৩০৮ সাল।   ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

শারদীয়া মহাপূজা।—বঙ্গে এই মহাপূজার বিপুল আয়োজন। কিন্তু বঙ্গে শতকরা একটী বাটীতে প্রতিমা আসে কি না সন্দেহ। তথাপিও উৎসব ঘরে ঘরে। অতি দরিদ্র কৃষকও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকে—কেন না উৎসবের যে এ একটী প্রকৃষ্ট সময়। লোকে কথায় বলে "আশায় মরে চাষা"। আজ যে কৃষকের বুকভরা আশা। বর্ষাগমে শস্য ক্ষেত্রসমূহ শস্যপূর্ণ। আজ ধরণী সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা যে দিকে চাও সমস্ত পূর্ণ। এমন সময় উৎসব হইবে না ত কখন হইবে। কৃষককুল মনে করিতেছে যে মা দুর্গা কৃপা কটাক্ষ করিয়াছেন তাহাদের আর ভাবনা কি? ভাই কৃষকগণ তোমাদের সকল মনোরথ হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। কিন্তু ভাই আমরা যখন ভাবি যে গুরুকরভারে ও মহাজনকুলের শোষণে তোমাদের প্রাণের আশা, তোমাদের হৃদয়ের সুখের কল্পনা তোমাদের কষ্টের কারণ হইয়া উঠে তখন আমরা নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হই। তোমরা যে বৎসর বৎসর আশার কুহকে বাঁচিয়া আছ ও

আশার প্রলোভনে সময়োচিত কিছু আমোদ করিয়া লও—এই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার উপর আবার দৈব প্রতিকূল না হইলে মন্দের অনেক ভাল।

—০—

হস্ত-লাঙ্গল।—ঘাটাল-উদয়গঞ্জের শ্রীযুত রাম চরণ কর্ম্মকার লিখিয়াছেন:—"আমি এক্ষণে কার্য্যোপযোগী লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছি। আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে ক্রেতাগণকে লাঙ্গল দিতে পারিব। উক্ত লাঙ্গলের মূল্য ২১৫৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এবং ক্রেতাগণকে প্রতি লাঙ্গলের মূল্যের জন্য অগ্রিম ১০০৲ টাকা দিতে হইবে। টাকা প্রাপ্তির পর কোন্ তারিখে ক্রেতাগণ লাঙ্গল পাইবেন তাহার সংবাদ পাইবেন।"

—০—

দেশী দেশেলাই।—অমৃতলাল দাস নামে কোন হিন্দু ভদ্রলোক বিলাসপুর হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী কোটা নগরীতে একটী দেশেলাইয়ের কারখানা খুলিতেছেন। কোটার নিকটবর্ত্তী জঙ্গল সমূহে দেশেলাই কাঠির অনেক কাঠ পাওয়া যায়—তাই কোটাতে এই কারখানা খোলা হইয়াছে—বিশেষতঃ কোটাতে কুলি প্রভৃতির মজুরীও সুলভ। কারখানার কার্য্যের জন্য একটী বৃহৎ ও গভীর কূপ খনন করা হইয়াছে। শীঘ্রই দেশেলাই প্রস্তুত করা আরম্ভ হইবে।

—০—

নারিকেলের মাখম।—অনেক দিন পূর্ব্বে প্রতিবাসীতে নারিকেলের মাখমের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ লণ্ডনেই প্রথমতঃ নারিকেল মাখম আবিষ্কৃত হয়। সিলভারটাউনেই প্রথমতঃ নারিকেলের মাখমের কারখানা খোলা হয়। এখন নারিকেলের মাখমের এমন কাটতি বাড়িয়াছে যে সিলভার টাউনের এক কারখানা নারিকেলের মাখম জোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না—তাই কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ লিভারপুরে আর একটী নারিকেলের মাখমের কারখানা খুলিয়াছে। জৈব মাখম অপেক্ষা এই উদ্ভিদ জাত মাখম সকলেরই অধিক চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। নারিকেলের মাখমেই চকোলেট এবং অন্যান্য বিলাতী মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। ভারতে নারিকেলের অভাব নাই—ভারতের উপকূলেও অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ। অভাব উদ্যমের, অভাব উৎসাহের, অভাব—ব্যবসা-বুদ্ধির, অভাব—সমবেত চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহের।

—০—

গো-বসন্তের চিকিৎসা।—গো-মহিষাদি পশুর এই ভীষণ রোগে ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা, সেবা-শুশ্রূষা ও গো-মহিষাদি পশুকে সবল রাখিবার চেষ্টা করাই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। কোন একটী গরুর বসন্ত হইয়াছে এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্য স্থানে রাখা অথবা সুস্থ গরুগুলি অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া প্রত্যেক গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য।

পীড়ার আক্রমণাবস্থায় যখন গরু কিছুই খাইতে চায় না, তখন তাহাকে প্রত্যহ অন্ততঃ তিন বার ফেন বা ভাতের মাড় খাওয়ান উচিত। ফেন বা মাড়ের সহিত প্রতিবারে আধ পোয়া আন্দাজ মদ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে পারিলে ভাল হয়। ২০ ফোঁটা আন্দাজ কার্ব্বলিক এসিড মাড়ের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ছোট বাছুরকে ৮।১০ ফোঁটা এবং বলবান জোয়ান গরুকে প্রতিবারে ৩০।৪০ ফোঁটা পর্য্যন্ত কার্ব্বলিক এসিড সেবন করান যায়। গরুর যখন পাতলা বাহ্যে হইতে থাকে তখন:—

আফিং—	১ ড্রাম
চাখড়ি—	১ আঃ
খয়ের—	৪ ড্রাম
মাজুফল—	১ ড্রাম

উল্লিখিত দ্রব্য চতুষ্টয় উত্তমরূপে একত্রে গুঁড়া করিয়া আন্দাজ তিন পোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া একেবারে খাওয়াইতে হইবে। এই ঔষধ প্রত্যহ দুইবার সেবন করাইতে হয়। বাছুরের পক্ষে মাত্রা ইহার অর্দ্ধেক। এক ড্রামের ওজন ।/১০ আনা। এক আউন্সের পরিমাণ আড়াই ভরি।—প্রঃ

—০—

স্বদেশীয় দ্রব্য।—গত পূর্ব্ব শনিবার অপরাহ্ণে সিটি কলেজের প্রশস্ত গৃহে স্বদেশীয়বস্ত্রের অপূর্ব্ব প্রদর্শনী হইয়াছিল। বোম্বাইএর সেঞ্চুরি স্পিনিং ও উইভিং মিল কোম্পানির এজেন্ট ৩২ নম্বর আর্ম্মো-

নিয়ান ষ্ট্রীট নিবাসী মিঃ কাবারজী জীবনজী গজদার নানা প্রকার রেশমী কাপড় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশে এই সকল বস্ত্রের বড় আদর এই সকল স্থানে উৎকৃষ্ট জাপানী ও ফরাসী বস্ত্রের এরূপ আদর হয় না। বিদেশী রেশমী বস্ত্র অপেক্ষা ইহা দেখিতে সুন্দর ও সুলভ। বোম্বা র অন্তর্গত চোরী সিল্ক মিলে এই সকল বস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে।

পঞ্জাবের অন্তর্গত ধারোয়ালে ইগার্টন মিল নামে পশমী বস্ত্র নির্ম্মাণের এক কল আছে। এই কলের এজেণ্ট শ্রীযুক্ত টেকচাঁদ ৮০ নম্বর ক্রস ষ্ট্রীটে বাস করিতেছেন। তিনি নানা প্রকার পশমী বস্ত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কলের বনাত, ফ্লানেল, সার্জ, আলোয়ান লুই, শাল পট্টু প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য এমন মনোহর ও সুলভ যে অনেকেই তাহা দেখিয়া ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

১২১ নম্বর মনোহর দাসের ষ্ট্রীট নিবাসী বাবু কুঞ্জ বিহারী সেন আহাম্মদাবাদ ফাইন স্পিনিং ও উইভিং মিলের এজেণ্ট। তিনি নানা প্রকার মোটা ও সূক্ষ্ম ধুতি ও সাড়ী প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দেশীয় কলে যে এমন সুন্দর ও সুলভ বস্ত্র তৈয়ার হইতেছে তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক। তিনি নানা প্রকার ছিট, বিছানার চাদর, ধোওয়া নয়ানসুক ও ড্রিল প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

হেরিসন রোডের মিঃ আই, বি গুপ্ত ঢাকাই কাপড় প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৯ নম্বর হেরিসন রোডের মিঃ এইচ, এন, চাটার্জ্জি, ও মিঃ এন, এল, পাল দেশী কলের ও ফরাসডাঙ্গার বিচিত্র বস্ত্র সমুদয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।—প্রতিবাসী।

—০—

গমের চাষ।—প্লাবনের জন্য মেদিনীপুরের অধিকাংশ পরগণায় হৈমন্তিক, আউস প্রভৃতি বর্ষা-সুলভ শস্য আদৌ উৎপন্ন হয় না। এই সমুদয় স্থানে প্রজাগণের যে কত দুর্দ্দশা, তাহা চক্ষে না দেখিলে হয়ত অনেকে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না; অধিকন্তু প্লাবনের জন্য ভূমি আর্দ্র হওয়ায়, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এই সকল স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একে অন্নাভাব, তাহার উপর রোগ-পীড়ার প্রাবল্য। এই সমুদয় স্থানে যাহাতে প্রজার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তির চেষ্টা চরিত্র করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশ, কৃষি-প্রধান দেশ; এখানে শীতকালে প্রচুর শস্য জন্মাইয়া ধান্যের অভাব পূরণ না করিলে কখনই প্রজা-সাধারণের দুর্দ্দশার অবসান হইবে না। শীতকালে যে সমুদয় শস্য জন্মে, তন্মধ্যে গম বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। বক্‌সার এবং মজঃফরপুরে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গম জন্মিয়া থাকে; কিন্তু আমরা এতই অকর্ম্মণ্য যে এই গমই আমরা তদ্রূপ দেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট জন্মাইতে পারি না। বক্‌সার এবং মজঃফরপুরের গম আমাদের হস্তে পড়িয়া অপেক্ষাকৃত হীনতর "গঙ্গাজলী" ও "দুধে" গমের আকার ধারণ করিয়াছে। গমের অধঃপতন যে এই খানেই শেষ হইল পাঠকগণ ইহা কদাচ মনে ভাবিবেন না। আজকাল ইহা অপেক্ষাও হীনতর গম আমাদের ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের বাজারে এক্ষণে "গঙ্গাজলী" এবং 'দুধে' গমই বিশেষ মান্যাস্পদ। পূর্ব্বে যে দেশে দুইসের ওজনের তরমুজ হইত এক্ষণে সে দেশে পাঁচসের ওজনের তরমুজ হইতেছে। ইয়ুরোপীয়ানদিগের হস্তে রাং সোনা হইতেছে অথচ ভারত-মাতার ভার-স্বরূপ আমাদিগের হস্তে সোনা ক্রমশঃ রাং হইয়া যাইতেছে। এই সমুদয় সর্ব্বনাশের যাহাতে সময়ে প্রতিবিধান হয়, তজ্জন্য আমরা পুনঃপুনঃ চীৎকার করিতেছি, কিন্তু দেশের জমীদার কর বৃদ্ধির মোকর্দ্দমায় ব্যস্ত—মহাজনগণ সুদের হিসাবে নিরবসর, আর দেশহিতৈষিগণ রাজনীতি চর্চ্চায় আত্মহারা। গরীব কৃষাণদের কথা কি বলিব তাহাদের দেখিবার চক্ষু নাই—শুনিবার কর্ণ নাই এবং বলিবার জিহ্বা নাই; সুতরাং কৃষি-শিল্প সম্বন্ধে আমরা যতই কেন চীৎকার করি না তাহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল—নিষ্ফল।—মেদিনী-বান্ধব।

আপনাকে জানাইতেছি, তাহার প্রতিবিধান কিছু এ পর্য্যন্ত হইল না। আপনি কলিকাতা বাসী লোক। আপনার দ্বারা যদি পোকার প্রতিকার না হইবে তবে আর কাহার নিকট পোকার বংশ ধ্বংশ হইবে। আপনি জমি খুব শুকাইতে, কাঠের কয়লা, ছাই, তামাকের পাতার জল মিশ্রিত করিয়া ঐ জল প্রভৃতি ব্যবহার করিতে ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন আমরা যে সমস্ত উপদেশ মানিয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি। কিছুতেই পোকার বংশের ধ্বংশ হয় না। পোকা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা কয়েক প্রকার উড়িয়া আসিয়া শাক সবজীর পত্র খাইয়া ফেলে। অপর এক প্রকার পোকা মৃত্তিকায় জন্মে। তাহাকে গোবরিয়া পোকা বলিয়া থাকি। মহাশয় বাঁধা কপি-গুলি প্রায় বাঁধা শেষ হইবার সময় পোকা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাটিয়া একেবারে নষ্ট করে। ইহা কত বড় আক্ষেপের ও ক্ষতির বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিবেন। মারিয়া ফেলাইতেও উপদেশ দিয়াছিলেন ইহা সঙ্গত নহে। কেননা বাঁধা কপির জড়িত পত্র খোলিয়া দেখিয়া পোকা মারিলে বাঁধা কপির পত্রও ঠিক থাকিবে না? পোকা পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। পোকা যে সময় জন্মে, বাঁধা কপি, ফুল কপি ও শালগম নষ্ট করে সেই সময় পোকা পাওয়া যায়। ঐ পোকা আপনাকে পাঠাইলে, আপনি দৃষ্ট করিয়া প্রতিকার করিবেন, এবং উত্তর লিখিবেন। ইহাতে অন্ততঃ ১২।১৪ দিন সময়ের দরকার। এই সময়ের মধ্যে শাক সবজীর দফা রফা হইবে। (কি প্রকরে রক্ষা করা যাইবে)। এই পোকা মৃত্তিকায় জন্মে ২, ১॥, ১।, ১, ॥, ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। রং ধল, কাল, ও সবুজ ও মুখ তৎপ্রায়।

১ জন কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন যে "কার্ব্বনিক [illegible]" জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল শাক সবজীর [illegible] দিলে কোন প্রকারের পোকা শাক সবজীর অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ইহার বিষয় বোধ হয় অবগত নহি। এ সম্বন্ধে আপনাদের কি মত তাহা প্রকাশ করিবেন। আমাদের বাটী পল্লীগ্রাম এখানে এমন পটু লোক নাই যে বিলাতী শাক সবজী সম্বন্ধে কোন উপদেশ গ্রহণ করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইব। একারণ শাক সবজী রোপণ প্রণালী এবং পোকা প্রভৃতি উপসর্গে যাহা ঘটে তাহা আপনাকে জানাইয়া উপদেশ গ্রহণ করিব। গত সালে ল্যাণ্ডেথের বেগুণগুলি পোকায় প্রায় নষ্ট করিয়াছে এক একটা বেগুণ প্রায় ২।৩৷৩॥ সের ওজনের হইয়াছিল। ঐ বেগুণগুলি ৫।৭ দিনান্তে বেগুণ গাছ হইতে উত্তলন অর্থাৎ গাছ হইতে উঠান হইবে এমন সময় বেগুণের মধ্যে পোকা প্রবেশ করে। ২।১ দিনান্ত ঐ পোকা-ধৃত বেগুণ পচিয়া যায়। ইহাতে কত বড় ক্ষতি ও দুঃখের বিষয়। ইতি সন ১৩০৮।১০ই ভাদ্র।

পত্রের উত্তর :—

Through preparation and keeping surrounding clean, use of an insecticidal manure, and having আকাশ-প্রদীপ in Kartik at night in fields with a trough of water under lantern. These are the best preventive measures. Hurdling in of poultry in the land after preparation but before sowing or transplanting may be tried by the correspondent who is a Mahomedan and who must keep fowls at his house. Kerosine emulsion is the best remedy, but for cabbages when the heads have already formed this remedy is not appllicable. But as the cabbage caterpillars are chiefly noctivigant the night lantern with a trough of water should have good effect. Mancipium Nepalensis, a day butterfly, lays eggs on cabbages

and produces caterpillars but I cannot suggest any thing except picking for these, but when heads have properly formed this is not practicable. *Sulpa* and coriander might be planted round the cabbage field as these strong smelling herbs keep out most butterflies. Rahar may be planted round vegetable fields, as it flowers in October and November and *rahar* flowers attract ichneumon flies which are destructive of caterpillars.

ইংরাজীর সার মর্ম্ম নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

বিশেষ যত্নের সহিত ক্ষেতের পাট করিতে হইবে, ক্ষেতের চতুর্দ্দিকের আইল পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য, পোকা নষ্ট করিবার সার ব্যবহার করিতে হইবে এবং ক্ষেতে আকাশ প্রদীপ দিয়া আহার তলায় জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিতে হইবে। এইরূপ উপায়ে পোকা আক্রমণ নিবারণ করা যাইতে পারে। জমীতে চাষ দিয়া বীজ রোপণের ও গাছ তুলিয়া নাড়িয়া পোতার পূর্ব্বে তাহাতে হাঁস মোরগাদি পক্ষী ছাড়িয়া রাখিয়া দিতে হইবে। কেরোসিন নির্য্যাস ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু বাঁধা কপি যখন বাঁধিতে আরম্ভ করে তখন ঐ আরক ব্যবহার করা উচিত নহে। কপি পোকাগুলা অর্থাৎ চোরা পোকা বা কাটুরি পোকা রাত্রিচর সুতরাং আকাশ প্রদীপ দ্বারা উপকার দর্শিবে। কুমিরকে পোকা বা কুম্ভকারিকা নামক প্রজাপতি জাতীয় পোকা দিনে বিচরণ করে এবং ডিম পাড়ে। ঐ সকল পোকা খুঁটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই—কপি বাঁধিলে তাহাও অসম্ভব। সুলফা ও ধনে প্রভৃতি তীব্র গন্ধযুক্ত মসলা গাছ কপি ক্ষেত্রের চারি ধারে রোপণ করিলে তাহার গন্ধে প্রজাপতি পোকা কপির ধারে ঘেঁসেনা। সবজী ক্ষেতের চারি ধারে অরহর কলাইয়ের বেড়া দেওয়া ভাল। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অরহরের ফুল হয়। সেই ফুলের গন্ধে পতঙ্গ ও মক্ষিকাকুল আকৃষ্ট হয়। ঐ পোকাগুলি ক্ষেতে বসিলে অনেক অনিষ্ট করিত।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিরও প্রকৃত উত্তর দ্বারা বাধিত করিবেন।

১। বিগত পৌষ মাসে আপনাদের নিকট হইতে লেখ্নেথের তরমুজ আনাইয়া কোন কারণে তাহা রোপণ করা হয় নাই সে তরমুজ বীজ আগামী কার্ত্তিক মাসে রোপণ করিলে তরমুজ হইতে পারে কি না?

—হাঁ পারে।

২। বিলাতী শাক সবজীতে পোকা ধরিলে কি প্রতিকার করিতে হইবে?

—ক্ষেত্র পুনঃ পুনঃ চাষ করিয়া চতুষ্পার্শ্বের জমি পরিষ্কার রাখিয়া, বীজের সহিত গেঁধো বিষ চূর্ণ, ছাই ও শর্ষপ বা রেড়ির খোল মিশ্রিত করিয়া লাগাইবা. চারা হাপর হইতে চালিয়া দিবার সময় এবং ক্ষেত্রে নাড়িয়া পুতিবার সময়ও এই কীট নাশক সার ব্যবহার করিলে কীটের উপদ্রব কম হইবে। রাত্রে উড়িয়া যে প্রজাপতি কপির উপর ডিম পাড়ে ও যে ডিম ফুটিয়া কপির মধ্যে পোকা হয় উহার প্রতিকারের জন্য ক্ষেত্রে আলোক বা অগ্নি ও তাহার চতুষ্পার্শে জল ব্যবহার করা উচিত। আলোক দ্বারা প্রজাপতি আকৃষ্ট হইয়া জলে ডুবিয়া মরে।

৩। কার্ব্বনিক এসিডের জল মিশ্রিত করিয়া শাক সবজীর ভূমিতে ছড়াইলে, পোকার বংশ ধ্বংস হইতে পারিবে কি না?

—না, ইহা দ্বারা ধসা লাগা রোগ প্রশমিত হয়।

(ক) যদি উপকার বোধ করেন তবে ।৹ এক পোয়া কার্ব্বনিক এসিডে কত পরিমাণে জল মিশ্রিত করিতে হইবে।

—১ ভাগ কার্ব্বনিক এসিড ও ২০ ভাগ জল ব্যবহারে ধসা লাগা রোগের উপকার দর্শে।

(খ) ঐ কার্ব্বলিক মিশ্রিত জল কত পরিমাণে ভূমিতে ছড়ান যাইতে পারে?

—এক্রেয়ার মেলোগ্রাইজার নামক কলকারা বৃষ্টি জল কার্বনিক জল প্রভৃতি ব্যবহার করিলে ৭২ সের জলে একবিঘা জমি ছিটান হয়।

(গ) ঐ ৱল কপি, বেগুন প্রভৃতির পত্রে বা গাছে পড়িলে গাছের কোন অনিষ্ট হইতে পারে কি না?

—পাতা হাজিয়া যাইবে। কিন্তু এক্রেয়ার কল দ্বারা ব্যবহারে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

(ঘ) কত পরিমাণের এক শিশি কার্ব্বনিক এ্যাসিডের মূল্য ও ডাক মাশুল কত লাগিতে পারে?

—পোকা লাগার জন্ত কার্ব্বনিক এ্যাসিডের জল হইতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না। যে পরিমাণে কার্ব্বনিকে পোকা মরে সে পরিমাণ কার্ব্বনিকে গাছের পাতাও হাজিয়া যায়।

৪। উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, কৃষি পদ্ধতি কার্য্যালয়, বৃন্দ্বনগর পোষ্টাফিস কলিকাতা। এই স্থানে শাক সবজীর কীট নাশক নিম্নের কয়েকটী ঔষধ আবিষ্কার হইয়াছে যথা—(১) পেরিশ গ্রীণ পাউডার (২) রেবি কার্ব্বনিক পাউডার ইত্যাদি—এই ঔষধগুলি বাস্তবিকই কীট নাশক কি না?

—পেরিশ গ্রীণ পাউডার পোকা নিবারণের জন্ত অতি উত্তম ঔষধ। তবে ইহা বিষ। আহার্য্য পদার্থের উপর না লাগিয়া কেবল যদি গাছে লাগে তাহা হইলে ক্ষতি হয় না।

৫। গত ২।৩ বৎসর যাবতীয় সালাদ বীজের চাষ আদৌ করিতে পারি নাই বাঁধা, ফুল কপি প্রভৃতির বীজ যে স্থানে বপন করিয়া থাকি ঠিক সেই স্থানে—সালাদের বীজ বপন করা স্বত্তেও অবারিত হয় না। ইহার কারণ কি? লিখিবেন এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পরিশ্রম বিফল হইয়াছে।

—বীজ বপনের পূর্ব্বে বীজের জীবনীশক্তি কোন রূপে নষ্ট হইয়া থাকিবে।

৬। মহাশয়, বার বার লিখিতেছি, পোকা শাক সবজী ও বেগুণ প্রভৃতির বৃদ্ধিকার আসিয়া ক্ষতি করিতে না পারে তদ্বিষয় বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিয়া সদুত্তর লিখিবেন।

—পিচকারি করিয়া বেগুণ প্রভৃতি গাছের তলায় কেরোসিন মিশ্রিত জল দিলে উপকার বিশেষ পাইবেন। কেরোসিন অর্দ্ধ বোতল ও ঘোল অর্দ্ধ বোতল ১০ মিনিট ধরিয়া নাড়িয়া ৫০ বোতল জলে মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়।

লিচুর কোঁকড়া রোগ।

লিচু গাছের বড় একটা বেশী রকমের রোগ দেখা যায় না। কোঁকড়া নামে যে এক প্রকার ব্যাধি আছে, তাহাই, ইহার পরম শত্রু। উক্ত রোগের লক্ষণ এই যে, গাছের পাতা কুঞ্চিত হয় ও পত্রের নিম্ন বা পশ্চাদ্ভাগ ইষ্টক বর্ণের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুতে পরিবৃত হইয়া যায়, এবং মনে হয়, যেন কেহ উক্ত পদার্থ দ্বারা পাতায় প্রলেপ দিয়াছে। এই প্রলেপ অতিশয় স্থূল হইয়া থাকে এবং এত দৃঢ় ভাবে উহাতে সংলিপ্ত হইয়া যায় যে, ছুরি দ্বারা চাঁচিলেও উঠান যায় না। ইহা যে একটী রোগ এবং ইহার প্রতীকার করা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা লোকের মনে আদৌ স্থান পায় না। অনেকের বাগানেই লিচু গাছের এই রোগ দেখিতে পাই; কিন্তু প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা দেখিতে পাই না; এই কারণে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, গাছের পত্রসংখ্যা হ্রাস হইয়া যায় এবং ফলের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া, ফলগুলিকে অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলে।

লিচু গাছ সকল কোন্ সময়ে যে এই কোঁকড়া রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহার বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; তবে যতদুর দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, বর্ষাকালে এই রোগের বড় একটা প্রাদুর্ভাব হয় না। মাঘ মাসের শেষাংশ হইতেই গাছে এই কোঁকড়া রোগ ধরিতে আরম্ভ হয়। রোগের সূত্রপাত হইতেই যদি কোন প্রতিবিধানের উপায় না অবলম্বন করা

যায়, তাহা হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই উহা গাছের চারিদিকে ব্যাপিয়া পড়ে; গাছের তাবৎ পত্র ক্রমে কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে লালবর্ণের প্রলেপ পড়ে।

বিগত শীতকালের শেষভাগে আমাদিগের লিচু বাগানে এই রোগের আবির্ভাব হয়। পাতা ভাঙ্গিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, একটিও কীট দেখিতে পাইলাম না; তবে উহা যে কোন কীটেরই কার্য্য, তাহা আমার বিশেষ ধারণা ছিল। এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার পক্ষে এক মাত্র সহজ উপায়,—আক্রান্ত পত্রগুলিকে বৃক্ষ হইতে ভাঙ্গিয়া আনিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলা। উল্লিখিত স্থানে যে সময়ে রোগ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন ফলের সময়;—গাছে রাশি রাশি লিচু ধরিয়াছিল; কাজেই তখন আর পাতা ভাঙ্গা হইল না। তবে রোগাক্রান্ত কয়েকটী পাতা ঘরে আনিয়া, নানা উপায় অবলম্বন দ্বারা উহা হইতে কীট উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও শীতের প্রাখর্য্য থাকায় ৫।৭ দিবসেও কীট জন্মিল না দেখিয়া, আর সে বিষয়ে লক্ষ্য করি নাই। সম্প্রতি পূর্ব্ববৎ কয়েকটী রোগগ্রস্ত পত্র আনিয়া এক খণ্ড লিণ্টের মধ্যে তিন চারি দিন রাখিয়া দিই। এক্ষণে গরম দিন পড়িয়াছে এবং লিণ্টেরও নিজের একটা উত্তাপ আছে; সুতরাং তাহার মধ্যে থাকিয়া দুই তিন দিন মধ্যে বিস্তর কীট জন্মিল। পূর্ব্বে যে ইষ্টক বর্ণের প্রলেপবৎ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি, উহা কীটগণের ডিম্বাবস্থা। কীট-অতিশয় ক্ষুদ্র এবং ফিকে সবুজ বর্ণের। ইংরাজিতে এইরূপ পোকাকে মাইট বলে। কীটতত্ত্ববিদগণ ইহাকে আকারিনা জাতিভুক্ত করিয়া, আরাকনিদা শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

কোঁকড়া রোগ গাছের সকল অংশকে আক্রমণ করে না; শাখা প্রশাখার উপরিভাগের কিয়দংশকে আক্রমণ করে মাত্র। সুতরাং কোঁকড়াগ্রস্ত তাবত ভাগই ভাঙ্গিয়া বিদগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিলে মঙ্গলের বিষয়। প্রতিকার করিতে যত বিলম্ব হইবে, ততই উহা বিস্তৃত হইয়া পড়িবে; তখন আর তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ হইবে না।

Prevention of Crop-parasites.

A lecture delivered by Mr. N. G. MUKERJI, M. R. A. C., & F. H. A. S., Professor of Agriculture, Sibpur Civil Engineering College, at a meeting of the Indian Industrial Association held on the 26th August, 1899, the Hon'ble Mr. C. E. BUCKLAND, C. I. E., I.G.S., being in the chair.

Mr. President and Gentlemen—

It is a useful little saying, 'Prevention is better than cure,' and you are all aware of its importance with regard to human diseases. It will be my endavour this evening to show that it is just as important and just as true with regard to those forms of crop-diseases which are due to parasites. It is extremely difficult to deal with a parasite when it has got the upper-hand, and when it persistently appears year after year and affects miles and miles of rice, or tea, or mulberry, or sugarcane. Those of you who have noticed this year what harm the little beetle, Hispa ænescens (variously called senkopoka, sukhopoka, morchepoka, and pamripoka) is capable of doing to young rice plants, or seed

vast expanse of paddy destroyed by the grass-hopper Hieroglyphus fuscifer, or by the heteropterous insect leptocorissa acuta (gandipoka), or by ustilago fungus popularly called dhaner-gu; or those of you who have seen miles and miles of mulberry getting curled and useless for silk rearing through the attack of a minute coccidae insect (Dactylopius Bromeliæ, Bonche), or those of you who have seen milions of giant palms bending their heads and rotting through the attack of a minute fungus, must be impressed with the vast difficulty of adopting curative methods. I may by bellowing or spreading insecticides or fungicides destroy the parasites in my own fields, but what about my neighbours' fields? The parasites soon reinvade my fields unless there is a united and a simultaneous effort on the part of all the cultivators affected, to destroy or drive away the parasites. And then in most cases the practical farmer must think of the cost of applying the remedy, and perchance he finds the remedy will cost him more than the value of the crop. In such cases therefore it is not worth while adopting a curative method at all.

It sometimes happens, of course, that nature herself comes to our rescue when parasitism reaches an acute stage. A plague sometimes spends itself and is unable to make any further progress for want of suitable nourishment, for even the parasite must have a constant supply of some suitable nourishment for its proper growth. A plant or an animal cannot thrive on its excreta and it is the law of nature that while a plant or an animal ingests a certain quantity of food it also egests a certain quantity of excreta, which is more or less injurious to that particular plant or animal. Even the minute bactiridae follow this law and they also are unable to multiply indefinitely in the same soil, be it the tissues of a plant. It is in this way that parasitism sometimes begins to abate after reaching an acute stage and this I believe is the case with the betel-nut plague of Backergunge and Noakhali.

Then there is a natural remedy in the shape of parasites on parasites. "Little fleas have less" and sometimes also bigger animals devour smaller animals in large quantities, *e. g.* snakes dovouring field-mice. The most recent instance of this which came to my notice is the tiger-beetle, Cicindela sexpunctata. These are highly destructive of the two chief enemies of the rice plant, viz., Hispa ænescens which destroys young paddy seedlings and leptocorissa acuta which destroys paddy plants at a later stage of growth. So here our cultivators have a natural friend whom it does good always to recognise, to remember and to encourage.

At other times Nature adopts ruder

ways of amelioration. Continuous cropping of sugar-cane in the Mauritius, for instance, naturally resulted in the crop getting diseased through the attack of insects and fungi. The cyclonic wave that deluged the island a few years ago, washed it clean of these parasites; and now we hear of good sugar-cane harvests again in the Mauritius. Tea supplanting coffee in Ceylon is another notable example of this principle.

Spraying or bellowing of insecticides and fungicides besides being costly for our cultivators, is in some cases risky. Most of the substances that kill insects or fungi are also injurious to human and plant lives. So speaking generally, the spraying or bellowing does more or less harm to the plants sprayed or bellowed, and in some cases it does harm to human health. I may, for instance, generate hydrocyanic acid gas by putting into this receptacle of the bellows a few lumps of Pottasium cyanide, a little sulphuric acid and some water; and then I can bellow the poisonous gas on the insects and thus kill or stupefy them. But if I go on doing this long enough I will kill or stupefy myself.

If I put a quantity of napthaline in the hopper, instead of the mixture spoken of, I can bellow the vapour of napthaline on to the parasites. This will do me no appreciable harm, but this will not be so effective against insects either. Similarly if, by using this other bellows I dust on to a crop affected ashes or soot, or turmeric powder or some other mild insecticide it does me little harm but it has not that same prompt effect on insects, as a mixture of arsenic and lime powder has. Similarly if I were with the help of this spraying machine spray tobacco decoction on the crop, the spraying does not do me or the crop treated any appreciable harm but if I were to spray a strong solution of Kerosine emulsion, such as would kill all soft-bodied insects like Agrotis suffusa, the application would burn up the leaves of the crop treated and would more or less injure the crop. A mixture of sulphate of copper and lime technically called the Bourdeaux mixture, which is used as a remedy against the potato blight, a remedy which is applied by means of this spraying machine (Eclair Vaporiser), has an injurious effect on crop itself. Where there is potato blight the application, of course, is of benefit, but where it is applied as a preventive, and where no blight appears, the plants treated with the Bourdeaux mixture yield less than the plants not so treated. As a general rule, therefore, the application of the effective insecticides and fungicides, is attended with some risk and loss.

From what I have said so far I hope I have been able to estasblish that it is more desirable to adopt preventive than remedial measures, *i. e.* to avoid the pest rather than deal with them when they appear. Preventive measures are easier, less costly, not attended with risk and more effective.

The preventiue measures I would classify under the following heads :—

1st—Rotation.

2nd—Tillage.

3rd—Hurdling of cattle and poultry.

4th—Selection and Preservation of seed.

5th—Pickling of seed and seedlings.

(*To be continued.*)

পোকার প্রতিকার।

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরাজী প্রবন্ধ—" Prevention of Crop Parasites", উপরে কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারই সারমর্ম নিম্নে বাঙ্গালায় দেওয়া গেল।—

রোগ হইলে প্রতিকার অপেক্ষা রোগ যাহাতে না হয় সে চেষ্টা করা ভাল। যখন দেখা যায় যে বৎসর বৎসর বহু দূর বিস্তৃত ধান, চা, তুঁত ও ইক্ষুক্ষেত্র সমূহ পোকার উপদ্রবে নষ্ট হইতেছে এবং একবার যখন পোকা ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে তখন পোকার উপদ্রব নষ্ট করা সুকঠিন হইয়া উঠে। যাহারা জানেন, সেঁকো পোকা মুখোপোকা মরচেপোকা ও পামরিপোকা (Beetle, Hispa Ænescens) শস্যের কি হানি করে, ফড়িং, গঙ্গিপোকা (Grasshopper, Hieroglyphus, and Leptocorina Acute) কচি ধান গাছ খাইয়া চাষীর সর্ব্বনাশ করে এবং ধানের ঝুল (ustilago fungus) নামক এক প্রকার ধসা লাগিয়া কি ক্ষতি করে, যাহারা ক্রোশের পর ক্রোশ বিস্তৃত তুঁত ক্ষেত্রে এক প্রকার ঘুণপোকা লাগিয়া (Dactylopius Bromeliæ, Bonche) নষ্ট হইতে দেখিয়াছেন (উক্ত প্রকার পোকা লাগিলে তুঁতের পাতা কোঁকড়াইয়া যাইতে থাকে এবং গুটীর আবাদ আর হয় না), তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে একবার পোকার উপদ্রব আরম্ভ হইলে সে উপদ্রব নিবারণ করা কি প্রকার দুঃসাধ্য। আমি না হয় আমার ক্ষেতে কোন প্রকারে পোকার উপদ্রব নিবারণ করিলাম কিন্তু পাশের ক্ষেতের পোকা আসিয়া যখন আমার ক্ষেত ছাইয়া ফেলিবে তখন কি উপায় করিব। তা ছাড়া দেখা যায় আরক ছিটাইয়া ধুঁয়া দিয়া নানা কৌশলে পোকা তাড়াইতে যে খরচ পড়ে তাহাতে ঢাকের দামে মনসা বিক্রয় হইয়া যায়—ফসলের দাম অপেক্ষা হয়ত বেশী খরচ পড়ে।

সময়ে সময়ে দেখা যায় যে আপনা হইতে পোকার উপদ্রব প্রশমিত হইয়া যায়। ক্ষেতের অধিকাংশ শস্যই পোকা দ্বারাই ভক্ষিত হয়। যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা পোকার গুয়ে মরিয়া যায়। তখন পোকা গুলা আর কি খাইয়া থাকিবে তাহারা মরিতে আরম্ভ করে।

আর একটী স্বাভাবিক উপায়ে পোকা নষ্ট হইতে দেখা যায়—বড় পোকা ছোট পোকা ধরিয়া খাইয়া ফেলে, সাপে ইন্দুর খাইতে সকলেই দেখিয়াছেন, আবার চিংড়ি পোকা ফড়িং ধরিয়া খাইতে দেখা গিয়াছে।

অপর আর একটী স্বাভাবিক উপায়ে পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। এ উপায়টী মানুষের অভিপ্রেত না হইলেও ইহা বড় শুভপ্রদ।—জলপ্লাবনে ক্ষেত্র সকল একেবারে ডুবিয়া গেলে পোকার বংশ ধ্বংশ হইয়া ক্ষেত্র সকল পরিষ্কার হইয়া যায় ও ক্ষেত্রের অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হয়। মরীসস্ দ্বীপে বারম্বার ইক্ষু চাষ হইতে হইতে আকে পোকা ও ধসা (Insects and fungi) দেখা দিল। কিন্তু একবার ঝড় ও জলপ্লাবন হইয়া উক্ত দ্বীপটী বিধৌত হওয়ায় আবার ভাল ইক্ষুর আবাদ হইতেছে। এই কারণে অধিক দিন এক প্রকার ফসল আবাদ না করিয়া চাকরেরা চা ক্ষেতে কিছুদিন ধরিয়া নীলচাষও করিয়া লন আবার চার আবাদ করিতে থাকেন।

ফসলের রোগ নিবারণ সময়ে সময়ে বিপদজনক ব্যাপার হইয়া উঠে। যে সব আরকাদির পিচকারি বা যে সকল গ্যাসের হাওয়া পোকাক্রান্ত গাছে দেওয়া হয়, তাহা অনেক সময়ে মানুষের ও উদ্ভিদ জীবনের

... পটাসিয়ম সায়ানাইড (Potassium Cyanide), সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid) ... একটা পাত্রে ... পুরিয়া হাইড্রোসিয়ানিক গ্যাস তৈয়ারি করিয়া গাছে সেই হাওয়া দিতে গেলে পোকা নিকাশ হইবে কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার জীবনও শেষ হইতে পারে।

যদি উক্ত প্রকারের বিষাক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহার না করিয়া ছাই, ন্যাপথলিন, চুণ, হলুদগুঁড়া প্রভৃতি সস্তা পদার্থ গাছে ছিটান যায় তাহা হইলে মানুষের কোন ক্ষতি হইবে না সত্য, কিন্তু পোকারও বড় একটা অনিষ্ট হইবে না, যেমন চুণের গুঁড়ার ও আর্সেনিক আরম্ভ হইবে। কড়া কেরোসিন মিশ্রণ (Kerosine emulsion) যদি গাছ গুলিতে ছিটান যায় তাহা হইলে কোমলদেহ পোকা পতঙ্গ মরিয়া যাইবে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে গাছের পাতা ঝলসিয়া শস্যের ক্ষতি হইবে।

সালফেট অফ কপার ও চুণ সংমিশ্রণে তৈয়ারি বোর্দো আরক আলুর রোগ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা ফসলের হানি হইতে দেখা যায়। সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে উক্ত প্রকার উপায় সমূহ অবলম্বন করা যাইতে পারে না।

অতএব বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝাযায় যে রোগ হইলে চিকিৎসার অপেক্ষা রোগ হইতে না দেওয়া সহস্রগুণে ভাল। এবং কি প্রাণীজগতে, কি উদ্ভিদ জগতে সকলের পক্ষে এই নিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক যে কি প্রকারে রোগ আক্রমণের প্রতিবন্ধকতা করা যাইতে পারে।

১। এক জমীতে ক্রমান্বয়ে ২।৩ প্রকার ফসল উৎপন্ন করা।

২। বারম্বার চাষ দেওয়া।

৩। শস্য ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশু পক্ষী বাঁধা।

৪। ভাল বীজ বাছাই করিয়া সময়ে বপনের জন্য রক্ষা করা।

৫। ... চাষের ... করা।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের

কৃষি ভিন্ন আর উপায় নাই।

পি, সি, সরকার একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ২০।২৫ বৎসর যাবৎ ১৫ টাকা হইতে ২৫ টাকা বেতনে ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য করিতেন। ২০।২৫ বৎসর কার্য্য করিয়া এ পর্য্যন্ত একটা পয়সা জমাইতে পারিতেন না। সময়ে সময়ে ঋণ করিতেন, এবং অতি হীন অবস্থায় থাকিতেন। তাঁর ছেলে মেয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আর ২০।২৫ টাকায় চলে না তখন সরকার মহাশয় বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া দরিদ্রতা নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে ক্যানিং টাউন নামক সুন্দরবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অল্প মূল্যে কিছু জমি খরিদ করিয়া একখানা ঘর তৈয়ার করিয়া চাষ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার চাকুরি ইস্তফা দিয়াছিলেন। এখন তিনি ৪৫/০ বিঘা জমী চাষ করেন। তাহাতেই তাঁর ৪টী ছেলে মেয়ে নিজেরা স্ত্রী পুরুষ ও বৃদ্ধা মা এই ৮টী পরিবার সুখ স্বচ্ছন্দে ভদ্রভাবে চলিয়া যাইতেছে। তিনি যে হিসাব আমাকে দিয়াছেন নিম্নে আমি সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জন্য অবিকল সেই হিসাব দিলাম।

৪৫/০ বিঘা জমীর খাজনা প্রতি বিঘা ২।০ টাকা হিসাবে	১১২॥০
চাষের খরচ ৩৲ হিসাবে	১৩৫
	২৪৭॥০

এই গেল খরচ। আর প্রতি বিঘায় ১২/ মোণ হইতে ১৫/ মোণ পর্য্যন্ত ধান্য ফলিয়া থাকে। এখন গড়ে ১২ মোণের হিসাব ধরিলেও ৪৫ বিঘায় ৫৪০

গোণ হয়। ইহার মূল্য খুব কম পক্ষে প্রতি গোণ ২৸০ হিসাবে ধরিলেও ৮১০৲
আর বিচালি প্রায় ১০০৲

——

৯১০৲

টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে।
এখন ধরুণ এই টাকা হইতে খরচ ২৩৬।০
বাদ দিলে

——

৬৭৩৸০

লাভ থাকে। ইহাতে যে তাঁর বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায় তার আর কোন সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া সেখানে মাছ তরকারি খরিদ করিতে হয় না। এখন দেখুন চাকুরি অপেক্ষা চাষ করা কত লাভ।

আর একজন চাকুরে ভদ্রলোকের বিষয় লিখিতেছি। ইনি বেশ শিক্ষিত ভদ্র হিন্দু। ইহার নাম * * বসু ইনি ৩০ টাকা বেতন হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০ টাকা বেতনে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তার এক পয়সাও তিনি বাঁচাইতে পারিতেন না। বাটী ভাড়া, খাওয়ার খরচ, কন্যার বিবাহ ইত্যাদিতে তাঁর সব টাকা ফুরাইয়া যাইত। কোন কারণে তার চাকুরি জবাব হইয়া গেল। তখন যে তার কি দুরবস্থা পাঠক একবার চিন্তা করুণ। ৬মাস বসিয়া থাকিয়া ঘরের পরিবারের জিনিসপত্র সব বিক্রয় করিয়া শেষে দালালি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ছিলেন আপিসের বড় বাবু, তাঁকে বেশী খাটিতে হইত না। এখন দালালিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অল্পদিনের মধ্যে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন তাঁর স্ত্রী রাঁধুনির কার্য্য করিতেছেন। একটী বিধবা কন্যা রাঁধুনির কার্য্য করিতেছেন। দুইটী পুত্রকে লেখা পড়া শিক্ষা করাইতেছেন। পাঠক একবার দেখুন। ১০০৲ টাকা বেতনের কেরাণী গিরি অপেক্ষা ৪০।৫০ বিঘা জমী চাষ করিয়া কত সুখ। এখন দেখুন এবং এই দুইটী চিত্র তুলনা করুণ। বিশেষতঃ এখন আর চাকুরির বাজার সেরূপ নহে। এখন কত বি,এ, এমে পাশ করিয়া ২০।২৫ টাকার চাকুরির জন্য লালায়িত। আর এনট্রান্স এফ,এ ত কুলাই নাই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অল্প পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় সহকারে যদি যুবকগণ ধৈর্য্য সহকারে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আমার বিশ্বাস চাকুরি অপেক্ষা বিশেষ লাভবান হইবেন। অধ্যবসায় থাকিলে জমিদার পর্য্যন্ত হইতে পারেন।

আমি যে কেবল সুন্দরবনে যাইয়া ধান চাষ করিবার উপদেশ দিতেছি, তাহা নহে। মধ্য প্রদেশে মানভূম ইত্যাদি অনেক স্থানে অনেক পতিত উর্ব্বরা জমী আছে। যুবকগণ যদি এগ্রেণ্ট্‌ীস না খাটিয়া অল্প অল্প করিয়া জমী চাষ করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে "শত কষ্ট হইলেও সংকল্পচ্যুত হইব না," তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে। অনেকে কোম্পানী গঠন করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে উপদেশ দেন। আমি কিন্তু এমতের পক্ষপাতী নহি। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে নহে। তবে দুই চার জন বন্ধু মিলিয়া একসঙ্গে চাষবাদ আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যতে বিভাগ করিয়া লইতে পারা যায়। এরূপ করিলে মন্দ হয় না। আমরা বাঙ্গালী জাতি যৌথ কারবার করিবার শক্তি এখনও আমাদের হয় নাই।

এখন কি কি চাষ করিলে এবং কোথায় কি প্রকার চাষ করিলে সুবিধা হইবে, চাষ করিবার আগেই তাহা বিবেচনা ও পরীক্ষা করা আবশ্যক। স্থানের জল বাতাসের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব না। অনেকে অস্বাভাবিক উপায়ে আজ কাল অনেক গাছ ফুল ও ফল প্রস্তুত করাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে খরচ পত্র এত অধিক যে লাভ হওয়া দূরের কথা অধিকাংশ স্থানে লোকসান হইয়া পড়ে। অতএব সর্ব্বপ্রথমে আমাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হইবে। পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে কিছু কিছু জমী লইয়া পরীক্ষা কার্য্য কর্ত্তব্য। বেশী জমী পরীক্ষা করিলে যদি

নচেৎ যা হয় তাহা হইবে, বেশী লোকসান হইবে। অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া এবং নিজে থাকিয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।—ক্রমশঃ।—রসিকলাল রায়।

কৃষি-শিক্ষা।

(শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত)

ইংরাজজাতি স্বাধীন বৃত্তির পক্ষপাতী। ইহারা কি কৃষি, কি বাণিজ্য, কি আর কোন বৃত্তি, রাজকীয় ধনকোষের সাহয্যে যে পরিপোষিত হয়, ইহা ইচ্ছা করেন না। ইংলণ্ডের প্রথম কৃষিবিদ্যালয় ১৮৪৫ সালে সাইরেণসেষ্টর নগরে স্থাপিত হয়,—কিন্তু ইহা এক কৃষক-সমিতির (Fairford Farmer's Club) উদ্যোগের ফল। সাইরেণসেষ্টর কলেজ গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয় নহে; সাধারণ জমিদার ও কৃষকদত্ত অর্থ হইতেই এই বিদ্যালয়ের ব্যয় সম্পাদিত হইয়া থাকে। সাধারণ ধনকোষ হইতে সাইরেণসেষ্টর কলেজ স্থাপনের উদ্দেশে কোনই সাহায্য করা হয় নাই। এতদ্দেশের জমিদারগণের উদ্যোগে ও সাহায্যে বঙ্গদেশের মধ্যে যে সাইরেণসেষ্টরের ন্যায় একটী কলেজ স্থাপিত হইতে পারে না, এরূপ আমি মনে করি না। বি-এ, এম-এ পাশ করিবার জন্য কয়েকটী কলেজ এক্ষণে জমিদারগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এই সকল কলেজের দ্বারা দেশের যতদূর উপকার হইতেছে, একটী রীতিমত কৃষি-কলেজ দ্বারা তদপেক্ষা দেশের চতুর্গুণ মঙ্গল সাধিত হইবে। সকল দেশে কৃষি-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ভূমির উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে, আর ভারতবর্ষের কৃষি-বৃত্তিরই এরূপ চরম অবস্থা যে, ইহার উন্নতি প্রয়াস ও উদ্যোগ বিড়ম্বনা মাত্র, এ কথা বাতুলের কথা। কৃষি-বৃত্তি সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা ভিন্ন আর যাহা কিছু উপায় দুর্ভিক্ষ-নিবারণার্থ উদ্ভাবিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই ইহার তুলনায় অপদার্থ।

সে দিন ময়মনসিংহ জেলায় গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং শিবপুর কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শন করিয়া, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বীজ, কলম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লইয়া, শিবপুর কলেজ হইতে কৃষি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনৈক ছাত্রকে নিযুক্ত করিয়া দেশে যাহাতে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট উন্নতির ভিত্তিস্থাপন করিতে পারেন, এই সঙ্কল্প করিয়া গৌরীপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বৎসরে বৎসরে যদি দশজন জমিদার এইরূপ উৎসাহ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে শিবপুর কলেজের কৃষিবিভাগের উন্নতি হইবে এবং দেশেরও উন্নতি হইবে।

উদ্যোগ ও সাহায্য অন্যদিকেও আবশ্যক। কে না জানে, গবর্ণমেণ্ট শস্তায় কাজ সারিবার জন্য শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সহিত একটী কৃষি-বিভাগ খুলিয়া দিয়াছেন?—পৃথক অধ্যাপক, পৃথক ল্যাবরেটারি প্রভৃতির না আবশ্যক হয়। বৎসরে ১২,০০০ হাজার টাকা মাত্র ব্যয়ে যাহাতে কৃষি-শিক্ষা বঙ্গদেশে চলিয়া যায়, এই উদ্দেশ্যই শিবপুরে "কৃষি-শ্রেণীর" স্থাপন। গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, শিবপুর কৃষি-পরীক্ষার, কৃষি-কার্য্যের উন্নতির, কৃষি শিক্ষার, কেন্দ্র হইতে পারে না। কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র, কৃষককুলের মধ্যবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। শিবপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্রে নানা উন্নতির সোপান দেখাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কয়জন কৃষক এই সকল দেখিতে পায়? যে কয়জন ক্ষেত্রে নিযুক্ত, তদ্ভিন্ন এক জনও নহে। শিবপুর পরীক্ষা ক্ষেত্র ৫০ বিঘা জমী লইয়া। এক একটী পরীক্ষা ৩০ বিঘা জমী লইয়া করিতে পারিলে, তবে লোকের বিশ্বাস জন্মিতে পারে।—শ্রী

এক [illegible] কার্য্যে [illegible] পারে? [illegible] হাতা [illegible] একপ্রকার ফসল উৎপন্ন জন্মিল, ইহাতে কৃষকদের সহজেই মনে হইতে পারে,- কোম্পানীর ঢের টাকা, অনেক টাকা খরচ করিয়া সার-এর্চ করিয়া, নূতনতর দেখাইয়া দিল, আমাদের জমিতে সাদা কাজ,- এ সকল আমাদের জমীতে চলিবে না। বস্তুতঃ ভিন্ন [illegible] ভিন্ন প্রকৃতি জাতিমত কৃষি-পরীক্ষা বা শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে পারে না। ডাইরেক্টর কলেজ সংশ্রবে যে কৃষি-ক্ষেত্র পরিচালিত হইয়া থাকে, উহা হাজার বিঘা পরিমাণ ক্ষেত্র। আর এক কথা, শিবপুরে মজুরী খরচ প্রায় দ্বিগুণ পড়িয়া যায়। চারিদিকে কল-কারখানা, তাহার উপর আবার বেঙ্গল-নাগপুর রেলের বিরাট আয়োজন। এই সকল কারণে শিবপুরে কুলি-মজুর নিতান্ত মহার্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। একে ত শিবপুরের মজুরেরা ম্যালেরিয়ার ভুগিয়া ভুগিয়া অর্দ্ধেক কাৰ্য্য মাত্র করিতে সক্ষম, তাহার উপর প্রায় দ্বিগুণ মজুরী। এমন স্থলে কোন ফসল জন্মাইয়া লাভবান্ হওয়া বড়ই দুরূহ। একার প্রতি গড়ে হয় ত ১০০৲ টাকা উৎপন্ন হইল; পল্লী-গ্রামে কার্য্য করিলে এই ১০০৲ টাকার মধ্যে হয় ত ৫০৲ টাকা নিট্ লাভ থাকিত; কিন্তু শিবপুরে লাভের পরিবর্ত্তে হয় ত কিছু লোকসানই দাঁড়াইয়া গেল;— ছাত্রদের ধারণা হইয়া গেল যে, কৃষি-কার্য্যের উন্নতির দ্বারা উদরপূর্ত্তি হয় না।

কৃষি-বিদ্যালয়ের পৃথক্ আয়োজন আবশ্যক। পৃথক্ আয়োজন করিতে গেলে প্রায় তিন লক্ষ টাকা মূলধনের ও ৪৫,০০০ হাজার টাকা বাৎসরিক ব্যয়ের আয়োজন করা আবশ্যক। অবশ্য এরূপ আয়োজনে বিলাতী অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে পারা যাইবে না,— কিন্তু বিলাতী অধ্যাপকের নিয়োগ আমি আবশ্যক মনে করি না। দেশের মধ্যে [illegible] পাঁচজন ইংরাজ [illegible] জমিদারী [illegible] এখন বন্দোবস্ত [illegible] প্রায় [illegible] অধীন। এখানে ফসল অল্পই হউক বা অধিকই হউক, তদ্দ্বারা রাজস্বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। এখানে গবর্ণমেণ্টের উদাসীন হওয়াই সম্ভব; কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন না হইয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যাঁহারা জমির উন্নতি বা অধোগতির দ্বারা লাভবান্ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, সেই জমিদারকুলের এ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতার্থে সমীচীন শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন।

কৃষি শিক্ষার সাহায্যার্থে ইংলণ্ডের ধনকোষ হইতে ১৮৮৮ সাল হইতে বৎসরে ৮,০০০ পাউণ্ড মাত্র ব্যয়িত হইয়া থাকে; ইহার পূর্ব্বে এ উদ্দেশে কিছুই ব্যয়িত হইত না। এই ব্যয়ের অন্যান্য দেশের ব্যয়ের সহিত ইংলণ্ডের ব্যয়ের তুলনা করিলে, ইংরাজ-জাতির প্রবৃত্তি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ফ্রান্সে কৃষি-শিক্ষার জন্য বৎসরে ১[illegible]৩,০০০ ও ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে ৬,২৬,২৫৭, পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। কানেডা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলেও কৃষি-শিক্ষার্থ ঐ দেশে বৎসরে ১,৫৬,২৫০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। হলাণ্ডদেশে ওয়াগেনইঙ্গেন্ কৃষি-বিদ্যালয়ে বৎসরে সাধারণ ধন-কোষ হইতে ১৫,৮১০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। হলাণ্ড দেশের কৃষি-বৃত্তি যেরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, বোধ হয় আর কোন দেশে সেরূপ হয় নাই। ফলতঃ ওয়াগেনইঙ্গেন্ কৃষি-বিদ্যালয়ের কার্য্যের ফলেই এইরূপ হইয়াছে। ঐ দেশের কৃষি-শিক্ষার জন্য বৎসরে ৪০,৯১০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয় অর্থাৎ মোটে যত টাকা ব্যয়িত হয়, তাহারা প্রায় অর্দ্ধ টাকা উক্ত কলেজ সংরক্ষণার্থ ব্যয়িত হয়। ডেন্মার্কের কৃষি-কার্য্যের অবস্থাও বেশ সমুন্নত। এদেশের কৃষি-বিদ্যা [illegible]

বৎসরে ৩,৫৮,০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। সভ্যজগতে কৃষি-শিক্ষার আয়োজন দ্বারা যে উপকার হয়, এ বিশ্বাস অনেক পরীক্ষার পরে, বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের চক্ষু কয়েক বৎসর মাত্র হইল উন্মীলিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে এখন বোর্ড-অব-এগ্রিকাল্‌চার (Board of Agriculture) বোর্ড-অব-এডুকেশন (Board of Education) হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, এবং কৃষি বৈঠক বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে বৎসরে বৎসরে কৃষি কৃষি-শিক্ষার জন্য সাধারণ ধনকোষ এবং "লোকাল্‌" ফণ্ড সকল হইতে অধিক অর্থ ব্যয় করা হইবে, এরূপ সঙ্কল্প সকল হইয়াছে। ইংলণ্ডের এই নূতন প্রবৃত্তি ও উৎসাহ কৃষিবিষয়ে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার এবং ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার ফল। কৃষি-শিক্ষা দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয় না এমন কথা সভ্যজগতে আর কোথাও গ্রাহ্য হয় না।

কৃষি-কলেজ হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সাধারণ বিদ্যালয়ে, সাধারণ বিদ্যালয় হইতে কৃষকদিগের ঘরে ঘরে কৃষিশিক্ষা বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। পল্লীগ্রামস্থিত বিদ্যালয় সমূহের জন্য পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন অপেক্ষা কৃষিবিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত বিষয় বলিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি গ্রাহ্য করিয়াছেন। মফঃস্বলে কলেজ ও হাই-স্কুলগুলির জন্যও এই রীতির অনুসরণ আবশ্যক। এ বিষয়টী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে বিচার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কৃষি শিক্ষার পৃথক আয়োজনও আবশ্যক। অধিকন্তু সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য হওয়াও আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যেরূপ উদাসীন বোম্বাই পঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয় তাদৃশ উদাসীন নহে। মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় কৃষি-বিজ্ঞান এখনও স্বীকার বাহির হয় নাই।

আলুর পালো।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে "আলুর কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আলুর প'লো সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু সে প্রবন্ধের সহিত পালোর বিশেষ সম্বন্ধ না থাকায়, তদ্বিষয়ে অধিক কথা বলা আবশ্যক মনে করি নাই। কিন্তু বহু পাঠক এই পালো সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন;— কাজেই তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইল।

আলুর পালো প্রস্তুত করা অতি সহজ কার্য্য। যে প্রণালীতে আরোরুটের শেকড় পেষণ করিয়া পালো বাহির করিতে হয়, আলুর পালো প্রস্তুত করিবার পক্ষে সেই নিয়মই প্রশস্ত। যে আলু হইতে পালো প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাকে বারম্বার উত্তমরূপে পরিষ্কার জলে বিধৌত করা আবশ্যক। সাবানের জলে ফেলিয়া আলুগুলিকে উত্তমরূপে রগড়াইতে পারিলে আরও ভাল হয়। ধুইয়া আলুকে যত পরিষ্কার করিতে পারা যায়, পালো সেই পরিমাণে পরিষ্কার হয়। তদনন্তর কোন পেষণ-যন্ত্র সাহায্যে আলুগুলিকে উত্তমরূপে বাটিতে হইবে। ঘরোয়া প্রণালীতে যে আমি পালো প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহার জন্য কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য লই নাই। বাটনা বাটিবার শীল নোড়াতেই আলু বাটা করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে শীল নোড়াও অত্যন্ত পরিষ্কার অথবা নূতন হওয়া আবশ্যক, নতুবা পালো অপরিষ্কার ময়লা হইবে। আলু বাটা হইলে মোলায়েম নেকড়ার একটী পরিষ্কার বিস্তৃত পাত্রে রাখিয়া, বালোপরি ঘসিতে হইবে এবং নোম ছিদ্রবিশিষ্ট নেকড়ার মধ্যে থেকো অল্পজল

ছাঁকনি দ্বারা ভালরূপ ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এইরূপ তৎপর ছাঁকিয়া ফেলিলে, ছিবড়া ছাঁকনি বা কাপড়ে থাকিয়া যায়, আর শ্বেতাংশ জলের সহিত মিশিয়া নিম্নস্থিত পাত্রে গিয়া পড়ে। এইবার ছাঁকা জলকে কোন পাত্রে ২।৩ মিনিট কাল স্থির হইতে দিলে, শ্বেতাংশ গিয়া তলায় জমিবে; তখন উপরকার ঘোলা জলকে ধীরে ধীরে ঢালিয়া ফেলিতে হইবে। শ্বেতাংশকে যতবার ধৌত করা যাইবে ও ধীরে ধীরে উপরিভাগের জল ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, ততই পরিষ্কার হইতে থাকিবে। স্বতন্ত্রীকৃত ছিবড়াগুলিকে বারবার জল দিয়া কচলাইলে, উহা হইতে পালোর অংশ বাহির হইয়া আসিবে এবং সেই পালোকে পূর্বোল্লিখিত মতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হইবে। পালো-সমন্বিত ঘোলা জলকে অধিকক্ষণ স্থির হইতে দিলে, ছিবড়া ও পালো পূর্ববৎ বিমিশ্রিত ভাবে থাকিয়া যাইবে; এজন্য এ বিষয়ে ২।১ মিনিটের অধিক বিলম্ব করা উচিত নহে। পালো অতি গুরুভার সামগ্রী। ফলতঃ এই অল্পক্ষণ মধ্যেই থিতাইয়া পাত্রের তলায় গিয়া পড়ে। পালো যেমন তলায় জমিবে, অমনি তাহাকে কাচ বা এনামেলের রেকাব বা থালিতে বিস্তৃত করিয়া রৌদ্রে দিতে হইবে। রৌদ্রে দিবার কালে প্রবল বাতাস বহিলে পালোতে ধূলাবালি পতিত হয়; তাহাতে পালোর বর্ণ ময়লা হয়। এরূপ ঝটিকা বা প্রবল বাতাসের বেগ থাকিলে আর্দ্র পালোকে গৃহ মধ্যে বিস্তৃত পাত্রে রাখিয়া, বাতাস দিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। রৌদ্রের অভাব থাকিলে উল্লিখিত প্রণালীতে গৃহমধ্যে পালো শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। বিস্তৃতভাবে বা ব্যবসার হিসাবে বহু পরিমাণে পালো তৈয়ার করিতে হইলে, বিস্তৃত গৃহের আবশ্যক এবং তাহাতে অনেকগুলি পাখার চাকা (fly wheel) থাকা অতীব আবশ্যক। শুষ্ক করিবার জন্য বাহিরের রৌদ্রে বা বাতাসের উপর নির্ভর করিলে, অনিয়ত বর্ষা বা শীতে রৌদ্রের প্রাচুর্য্য পাওয়া যায় না;—অনেক দিন সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না; ফলে ঐ সময় গৃহমধ্যে অগ্নি-উত্তাপের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পালো অধিকক্ষণ ভিজা থাকিলে, ভৌতিক পরিবর্তনবশতঃ উহা বিবর্ণ হইয়া যায়; তা ছাড়া, উহাতে উত্তাপ জন্মিয়া পচন আরম্ভ হয়। পালো উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে, এক দিকে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, অন্য দিকে উহার গুণেরও বিশেষ হ্রাস হইয়া থাকে।

ঢাকার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে জনৈক ভদ্রলোক যে প্রণালীতে পালো প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার ভাষাতেই তাহা বিবৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—"কতকগুলি গোল আলু ছাড়াইয়া সলফিউরিক এসিড (Sulphuric acid dil.) বিমিশ্রিত জলে দিয়া, অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করি। তাহাতে একরূপ মণ্ডের মত হয়; কিন্তু তত আটাযুক্ত হয় নাই। কিছুতে নাড়াইলে উঠিয়া যায়। বর্ণও উজ্জ্বল হয় নাই ইত্যাদি।" আমরা উক্ত দ্রাবক অথবা অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করি নাই; কেবল কাঁচা আলুকে উপরি লিখিত প্রণালীতে অর্থাৎ পেষণ করিয়া যথারীতিতে পালো বাহির করিয়াছিলাম। আলুকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, জলে গুলিয়াও পালো বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সিদ্ধ আলুকে জলে গুলিলে উহার শ্বেতাংশ এত হালকা হইয়া যায় যে, জলে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিতে চায়, ফলতঃ থিতায় না। রাসায়নিক পদার্থ সংযোগে উহাকে থিতাইয়া লওয়া যাইতে পারে কি না, তাহা আদৌ পরীক্ষা করি নাই; সিদ্ধ আলুকে ১৫।১৬ ঘণ্টার অধিককাল স্থির থাকিতে দিয়াছি; কিন্তু তথাপি উহা ভালরূপ থিতায় নাই। রসায়নের সাহায্যে হয়ত সিদ্ধ আলুর পালো স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু বিলাতী ও কাঁচা আলুর পালোর মধ্যে গুণের যে ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, তাহা নিশ্চিত। কাঁচা আলুর পালোর গুণাগুণ সম্বন্ধে আমি এখনও কোন কথা নির্ভয়ে বলিতে পারি না। কিন্তু এই কাঁচা আলুর পালোকে গরম জলে সুসিদ্ধ করিয়া নিজে পান করিয়া দেখিয়াছি, উহার আস্বাদন আরোরুটের ন্যায়। পালোর গুরুত্ব হেতু অল্প পালোতেই দ্বিগুণ ত্রিগুণ আরোরুটের কার্য্য হয়। অর্দ্ধসের গরম জলে এক ভরি আলুর পালো যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। আলুর পালোর আস্বাদন যে কিরূপ, তাহা কিরূপে বলিব? সহজ মানুষের মুখে রোগীর পথ্য আর কোন কালে ভাল লাগে?

আলুর পালো যদি রোগীর পথ্যোপযোগী হয় এবং শিশুর আহার্য্য হয়, তাহা হইলে বিশেষ লাভের কথা। আরোরুটের মূল্য অপেক্ষা আলুর মূল্য কম। আরোরুট অপেক্ষা আলুতে চিবড়ার অংশ কম, ফলতঃ শ্বেতসার বা পালোর ভাগ অধিক। অতঃপর ইহাতে দেখিতে পাই, আরোরুট অপেক্ষা আলু সমধিক পুষ্টিকর,—রোগী ভোগী সকলের আহার্য্য। আলুর পালোতে উত্তম পায়স ও মোহনভোগ বা হালুয়া প্রস্তুত হইতে পারে। আহারৌষধি পক্ষে এই পর্য্যন্ত। আলুর পালোর ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতা দেখিয়া মনে হয় যে, ইহার দ্বারা কৃত্রিম আইভরি হইতে পারে। কাষ্ঠ বা লৌহাদি নির্ম্মিত নিত্য ব্যবহার্য্য নানাবিধ জিনিষে অভ্র বা রঙের কার্য্য হইতে পারে। আমার আরও মনে হয় যে, শিরীষ চাউখালা ও আলুর পালো একত্র মিশ্রিত করিয়া কাষ্ঠাদি বিনির্ম্মিত গৃহসজ্জাতে লাগাইয়া পালিশ করিলে আইভরি সদৃশ সুবর্ণ ও উজ্জ্বল আভা উৎপন্ন হইতে পারে। শিরিষের পরিবর্ত্তে গালা গলিয়া, তৈল দ্রব্যে লাগাইয়া আন্দিয়া পালিশ করিলেও সকল আইভরী উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

আলুর পালো প্রস্তুত করিবার পক্ষে ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত প্রশস্ত কাল। কারণ, এই সময়ে আলুর মূল্য অতি অল্প থাকে; তাহা ছাড়া, শ্রমিক লোক অনেকেরও মজুরী কম থাকে। এই দুইটীর মধ্যে কোনটীই উপেক্ষণীয় নহে। অতঃপর, এ সময়ে রৌদ্রের প্রাখর্য্য অধিক, বায়ুমণ্ডলও সমধিক শুষ্ক, সুতরাং পালো শুকাইবার পক্ষে বড় সুবিধা হইয়া থাকে।

এতৎসম্বন্ধে সবিশেষ পরীক্ষা হওয়া উচিত; অনুসন্ধিৎসু গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগ করিলে কার্য্য-সিদ্ধ অতি সহজেই হইতে পারিবে।—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

শিল্প-শিক্ষা।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

লম নামক এক ব্যক্তির চেষ্টায় বিলাতে কিরূপ রেশম-বয়নের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, সে কথা আমি গত বারে বলিয়াছি। লিক ইতালি প্রভৃতি দেশেও রেশম উৎপাদনের কার্য্য এইরূপ এক ব্যক্তির চেষ্টায় হইয়াছিল। ইউরোপের কোন দেশে পূর্ব্বে রেশম-কীটের চাষ হইত না। একজন পাদরি অতি কষ্টে ও অতি গোপনে চীন হইতে রেশম কীটের বীজ ইতালিতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই ইতালি ও ফরাসি দেশে এই নূতন অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন সেই দেশের অনেক লোক সেই পথ অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশে রেশম-কীটের এক প্রকার রোগ-হওয়ায় এ ব্যবসায় প্রায়

হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এ ঘোর বিপদ হইতেও লোকে এক জনের চেষ্টায় নিষ্কৃতি পাইয়াছে। সে ব্যক্তির নাম পাস্তিয়র। রেশম-কীটের রোগ দূর করিবার নিমিত্ত, বিজ্ঞানবলে তিনি এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঠিক যেন দেবতার কাজ। কোনও একটা বিপদ পড়িলে, এ সকল দেশের লোক চুপ করিয়া থাকে না। কিরূপে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকে। মানুষের মনে ও বাহিরে এই বিশ্বসংসারে অদ্ভুত শক্তিসমূহ নিহিত আছে, সে স্থানের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস বলেই তাহারা রেল, তার প্রভৃতি নানারূপ অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের এই বঙ্গদেশেই অল্প দিন পূর্ব্বে রেশম ব্যবসায়ের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। সে ব্যবসায় এক্ষণে মাটি হইয়াছে। দেশে শিক্ষিত লোক আছেন। কেহ কি এক দিনের জন্য এক বার মনে ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, এ ব্যবসায় কেন মাটি হইল, আর ইহাকে পুনরুদ্ধার করিবার কোন উপায় আছে কি না।

নির্লোভ হইয়া, বল্কল পরিয়া বনে বসিয়া, এ দেশের লোক যদি তপস্যা করিত, তাহা হইলে কাহাকেও আমি এরূপ চিন্তা করিতে বলিতাম না। কিন্তু লোক পনর টাকা বেতনে কেরাণিগিরির জন্য লালায়িত। অনেক শিক্ষিত দুঃখী লোক আমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন। লোকের খেদোক্তি পাঠ করিয়া, অনেক সময়ে আমাকে অশ্রুপাত করিতে হয়। সেই জন্য আমি বলি যে, স-অন্ন ব্যক্তিগণ যেন দেশের নিরন্ন ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত একটু চিন্তা করেন। বিশেষতঃ ভদ্র সন্তানদিগের জন্যই অধিক ভাবনা। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ—সন্তানগণ কখন নীচ কাজ করেন নাই। আমি সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যদিচ সকল জাতির দুঃখ দেখিয়া কাতর হইতে হয়, তথাপি ব্রাহ্মণদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া কিছু বেশী কাতর হইতে হয়। পেটের দায়ে ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে যদি কুলিবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে দেশের কলঙ্ক! শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের মনে যদি এইরূপ চিন্তার উদয় হয়, তাহা হইলে অনেক কাজ করিতে পারা যায়।

কিন্তু এক্ষণে উপায় কি? চাকরীর পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তবে মানুষ করে কি? যে শিল্পকার্য্যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, ভদ্রসন্তানগণ এইরূপ শিল্প অবলম্বন করিলে দোষ হয় না। ভদ্র লোককে নিজে হাতে কুলির কাজ করিতে হইবে না। শিক্ষিত ভদ্র সন্তানগণ দিবেন বিদ্যা ও বুদ্ধি, দ্রব্য প্রস্তুত করিবে মজুরগণ। এইরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করিতে হইবে। যে সমুদয় দ্রব্য বিদেশ হইতে এখন এ দেশে আনীত হয়, সেই সমুদয় দ্রব্যের গোড়ায় এইরূপ বিদ্যার প্রয়োজন হয়। মজুর রাখিয়া, সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ও সেই সমুদয় দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া, অনেক শিক্ষিত লোক প্রতিপালিত হইতে পারেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শিল্প-শিক্ষা সম্বন্ধে দেশে একটা হুজুগ পড়িয়াছিল; এখনও সে হুজুগ চলিতেছে। ভরা হুজুগের সময়, —একখানি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক এই সম্বন্ধে বার বার প্রবন্ধ লিখিতেছেন। জেলায় জেলায় শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাই তাঁহার বাসনা। আমি তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভদ্র সন্তানগণ লেখা পড়া শিখিয়া এখন হাকিম হয়, উকিল হয়, ডাক্তার হয়, ইঞ্জিনিয়ার হয়, নিদান পক্ষে, পনর টাকা বেতনের কেরাণি হয়। এই পনর টাকা বেতনের কেরাণিগিরিতে তাহাদের ভবিষ্যতে উন্নতির একটা আশা থাকে। শিল্প বিদ্যালয়ে আপনি এমন কি বিদ্যা তাহাদিগকে শিখাইবেন যে, বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা

করিয়া নিজ হস্তে কাজ করিয়া, তাহারা অন্ততঃ একজন কেরাণির মত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে? সম্পাদক উত্তর করিলেন,—"ওঃ! অনেক শিল্প আছে,—যাহা অবলম্বন করিয়া ভদ্র সন্তানগণ কেরাণি অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে।" আমি বলিলাম,—"অনেক শিল্প আছে বলিলে চলিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী শিল্পের নাম আপনাকে করিতে হইবে।" তিনি বলিলেন,—"যেমন সাবাং ও বাতি প্রস্তুতের কাজ।" আমি বলিলাম,—"আপনার দৃষ্টান্তে আমার সংশয় দূর হইল না। প্রথম তো সাবাং ও বাতি প্রস্তুতের প্রণালী স্কুলে ভালরূপে শিক্ষা হইতে পারে না। এরূপ কাজ শিখিতে হইলে, কোন্ কারখানায় গিয়া কিছুদিনের নিমিত্ত কাজ করা আবশ্যক। আর যদি মানিয়া লই যে স্কুলে ছেলে-খেলা ভাবে ছাত্রদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিলাম, আর ছাত্রগণ এই শিল্প-কার্য্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইল; কিন্তু তাহার পর সে ছাত্রগণ কি করিবে? সাবাং ও বাতির কারখানা খুলিতে দুই তিন লক্ষ টাকা মূলধনের আবশ্যক। দরিদ্র ছাত্রগণ সে টাকা কোথায় পাইবে?" এ প্রশ্নের আমি ভালরূপ কোন উত্তর পাইলাম না। ফল কথা ভদ্রকুলোদ্ভব যুবকদিগকে এমন কি শিল্প শিখাইতে পারা যায়,—যাহাতে বংশমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া তাহারা সুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে? এ সমস্যার মীমাংসা করা বড় সহজ কথা নহে। সেই জন্য এক্ষণে যে যে স্থানে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সে সমুদয় বিদ্যালয়ে সূত্রধারের কার্য্যে শিক্ষা-প্রদান,—প্রধান কার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

স্কুলে কি শিল্পবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করি, এ সমস্যার মীমাংসা করা বড় কঠিন কথা বটে; কিন্তু তা বলিয়া চুপ করিয়া থাকাও উচিত নহে। কিছু না কিছু শিখাইতেই হইবে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রজাবর্গের হিতের নিমিত্ত এ সম্বন্ধে টাকা খরচ করিতেও প্রস্তুত আছেন ও এই সমস্যার মীমাংসা করিবার নিমিত্ত একজন উচ্চপদস্থ ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী ইংরেজকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি একটী কমিটি করিয়াছিলেন। সেই কমিটিতে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। রুগ্ন শরীর বলিয়া আমি কোন স্থানে গমন করি না। কিন্তু আমার প্রতি এই সাহেবের অসীম অনুগ্রহ। তাঁহার কৃপা এ জীবনে আমি ভুলিতে পারিব না। বিশেষতঃ ভারতের যুবকদিগের যাহাতে হিত হয়, সে চেষ্টায় সামান্য সহায়তাও সকলের করা কর্ত্তব্য। আমি সেই কমিটিতে গিয়াছিলাম।

অন্যান্য প্রসঙ্গের পর আমি সাহেব মহোদয়কে বলিলাম,—"মহাশয়! সূত্রধর অথবা কর্ম্মকার করিবার নিমিত্ত কেহ আপনার পুত্রকে স্কুলে প্রেরণ করে না। ভবিষ্যতে পুত্র দশের নিকট মান্যগণ্য হইবে, এই আশাতে লোক আপনার পুত্রকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে। যুবকদিগকে যদি ভাল সূত্রধর অথবা কর্ম্মকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্কুল অপেক্ষা কোন কারখানা, সেরূপ শিক্ষা লাভ করিবার উপযুক্ত স্থান। অতএব এরূপ বিদ্যালয় এ দেশে চলিবে না। তবে উপস্থিত বিদ্যালয়সমূহে লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে কোন একটী শিল্প শিখাইতে পারিলে ভাল হয়। বালকগণ অন্য অন্য দিন ইংরেজী সংস্কৃত বাঙ্গালা, অঙ্ক, ভূগোল, প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হউক। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একদিন কি দুইদিন দুই তিন ঘণ্টা করিয়া কোনরূপ শিল্পও শিক্ষা করুক,—তা সে সূত্রধরের কার্য্য হউক, অথবা টিনের কাজ হউক। বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকিল, ডাক্তার, হাকিম, কেরাণি প্রভৃতি যদি কোনরূপ কাজে কৃতকার্য্য হয়, তো ভালই। যদি অন্য কোনরূপ কার্য্যে সে কৃতকার্য্য না হইতে পারে,

তাহা হইলে স্কুলে সাংখ্য ভাবে সে, যে শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল, অন্ততঃ সেই কাজের লোক আপনার অধীনে রাখিয়া কোনরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। স্কুলের সেই সামান্য শিল্প শিক্ষার গুণে আর কিছু না হউক, সে অধীনস্থ লোকদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিবে। স্কুলসমূহে এই প্রণালী প্রচলিত করিবার নিমিত্ত আজ কয় বৎসর ধরিয়া আমি চেষ্টা করিতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভবানীপুরে একটী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সোদপুরের নিকট তেঘরীয়া নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে এইরূপ একটী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে সকল স্কুলে এইরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত হয়, তাহাই আমার প্রার্থনা।”

আমি আরও বলিলাম,—যুবকদিগের শিক্ষা ব্যতীত, শিল্প সম্বন্ধে সাধারণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তও কোনও রূপ উপায় করা কর্ত্তব্য। বিদেশ হইতে আমাদের দেশে অনেক দ্রব্য আমদানি হয়। যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে অনেক মূলধন ও বহুমূল্য কল-কবজার প্রয়োজন হয়, তাহাদিগের কথা এখন থাকুক। আপাততঃ ছোট খাট দ্রব্য যাহা প্রস্তুত করিতে অধিক মূলধনের আবশ্যক হয় না, সেরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আপনারা আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করুণ। এইরূপ দ্রব্য সম্বন্ধে অনেকে আমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন। কিন্তু সকল লোকের পত্রের উত্তর দিতে আমি পারি না। তাহা ব্যতীত যে যেরূপ কার্য্যে ভালরূপ অভিজ্ঞ, তাহার নিকট হইতে সেই সেই কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞানসংগ্রহ করিয়া, সাধারণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিলাত হইতে যে সমুদয় দ্রব্য আমদানি হয়, তাহা প্রস্তুত করিতে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের আবশ্যক। শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ এরূপ কার্য্য অনায়াসে অবলম্বন করিতে পারেন।” সাহেব মহোদয় আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। বিদেশ হইতে যে যে দ্রব্য এখন আমদানি হয়, অথচ অল্প আয়াসে অল্প মূলধনে যে সমুদয় দ্রব্য এ দেশে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার ফর্দ্দ করিবার নিমিত্ত ভারতীয় শিল্প-সমিতির উপর ভার পড়িয়াছে। শিল্পসমিতি কত দূর কি করিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।

তৃতীয় প্রস্তাবে আরও অন্যান্য বিষয় আমি লিখিব।

সিয়ারা।

সিয়ারা (Ceara) নামক ব্রেজিল দেশীয় রবার-বৃক্ষের পাট আবাদ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ তথ্য জানিবার জন্য অনেকে মধ্যে-মধ্যে পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অবগতির জন্য আমরা আজ এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

সিয়ারা বীজ বপন করিবার পক্ষে আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত বেশ সময়। সচরাচর যে নিয়মে বীজ বুনিতে হয়, ইহার পক্ষে সেই নিয়মই অবলম্বনীয়। ইহার বীজ সাতিশয় কঠিন, সহজে ভাঙ্গা যায় না। তাহা বলিয়া যে বীজ অঙ্কুরিত হইতে অধিক বিলম্ব হয়, তাহা নহে। গত বৎসর আমি যে বীজ বপন করি, তাহার তারিখ ১৭ই শ্রাবণ। বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয় ২৭শে শ্রাবণ হইতে এবং প্রায় এক মাসের মধ্যে শতকরা ৮০টী বীজ অঙ্কুরিত হয়। বহু দিনের কথা হইল, মিঃ ক্রস সাহেব আলিপুর কৃষি-ও-উদ্যান-সমিতির পত্রিকায় লেখেন যে, বীজ ভাঙ্গিয়া উহার উপরের আবরণ ফেলিয়া দিয়া, তবে আসল বীজ বপন করিতে হয়; নতুবা বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় না এবং অঙ্কুরিত হইতে ৪।৫ মাস সময় লাগে; কিন্তু আমি সে মতের পোষণ

করি না। কারণ আমি যে বীজ বুনি, তাহার খোসা বা আবরণ স্বতন্ত্র করি নাই; তথাপি আমার বীজ এই অল্প দিন মধ্যে সুন্দররূপে জন্মিয়াছে এবং তদুৎপন্ন গাছ এখন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। মিঃ ক্রস সাহেবের উল্লেখমত আরও শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত হয় কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য বীজ ভাঙ্গিয়া বুনিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হই নাই; তাহার কারণ এই যে, বীজ এত কঠিন যে, ভিতরের আসল বীজকে বজায় রাখিয়া খোসা স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া দুরূহ কার্য্য। আস্তে আস্তে হাতুড়ির দ্বারা আঘাত করিলে ভাঙ্গে না, হাতে আঘাত লাগে, হাত হইতে বীজ পিছলাইয়া যায় ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাঘাত ঘটে; আবার জোরে আঘাত করিলে, ভিতরের শস্য পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। বীজের অঙ্কুরিত হইবার কারণ নির্দ্দেশপক্ষে অনেকের অনেক মত আছে। কোন কোন সাহেব বলেন যে, নূতন বীজ অপেক্ষা পুরাতন বীজে শীঘ্র গাছ জন্মে। এতৎ সম্বন্ধেও আমার অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র; কারণ আমি যে বীজ যখনই রোপণ করিয়াছি, তাহা নূতন ও সদ্য আনীত। এতদ্দ্বারা আমি এরূপ মত প্রকাশ করিতেছি না যে, উল্লিখিত উক্তি বা মত মিথ্যা বা অসঙ্গত। কার্য্যক্ষেত্রে নানা লোকে নানারূপ ফল প্রাপ্ত হন এবং তাহার উপরেই ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহারা স্বমত প্রচার করেন, এজন্য তাঁহাদেরও দোষ নাই, আর আমি যে ভিন্নমত হইয়াছি, তাহাতে আমারও কোন অপরাধ নাই। বাঙ্গালা ও বিহার উভয় দেশেরই বীজ হইতে আমি চারা উৎপন্ন করিয়াছি—একই প্রণালীতে এবং একই প্রকার অর্থাৎ নূতন বীজে। তাহাতেই আমি সাহস করিয়া নিঃসঙ্কোচে নিজ মত ও অভিজ্ঞতা প্রচার করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে কলিকাতার সন্নিকটস্থিত কোন বাগানে যে বীজ বপন করা যায়, তাহা কার্ত্তিক মাসে এবং সে বীজও দশ বার দিনের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে জন্মে।

যথানিয়মে ভাটি বা হাপর তৈয়ার করিয়া তন্মধ্যে চারি অঙ্গুলি ব্যবধানে ও দুই অঙ্গুলি মৃত্তিকার ভিতরে এক একটী বীজ পুতিয়া দিয়া, উপরে মাটি চাপা দিতে হয়। অতঃপর তাহার উপরে ঘন করিয়া বিচালি বা খড় চাপা দিতে হইবে। খড় চাপা দিলে মাটি সরস থাকে,—মাটিতে উত্তাপ জন্মে এবং ভিতরে আলোকের সমতা সংরক্ষিত হয়। বীজ বপন করিবার দুই তিন দিবস পরে খড়ের উপরে উত্তমরূপে জলসেচন করিতে হইবে। এইরূপ করিলে ১০।১২ দিনের মধ্যেই বীজ হইতে চারা দেখা দিবে; তখন উহার উপর হইতে অধিকাংশ খড় উঠাইয়া লইতে হইবে। পরে এক মাস কাল অতীত হইলে দেখা যাইবে যে, যে সকল বীজ জন্মিবার, তাহা জন্মিয়াছে; তখন তাবৎ খড় সেই পাতোর স্থান হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে; মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিতে এবং বীজ-স্থানের মাটী সরু কাটীর দ্বারা উস্কাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ পাট করিলে, গাছগুলি শীঘ্র বাড়িয়া উঠিবে।

গাছগুলি পাঁচ ছয়টী পত্রযুক্ত হইলে ইহাদিগকে ভাঁটি হইতে উঠাইয়া, হয় মাটির গামলায়, না হয় স্থায়ী ভাবে জমির নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে। আমি কিন্তু ভাঁটি হইতে চারা উঠাইয়া, আরও দুই তিন মাস কাল টবে পালন করিয়া, কিছু বড় হইলে তবে জমিতে রোপণ করি। ইহাতে সুবিধা এই যে, চারা গাছগুলিকে একত্র রাখিয়া পাট করিতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না; অল্পস্থান মধ্যে, অল্প আয়াসেই গাছগুলি দিন দিন বাড়িয়া উঠে; আর এরূপ করিলে গাছের অনেক বিপদ আপদও কাটিয়া যায় ছোট ছোট চারাকে মাঠে দূরে দূরে রোপণ করিলে, তাহার সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণে বড় বেগ পাইতে হয়; হয় ত গোরু-বাছুরে খাইয়া ফেলিল, না হয়, পোকায়

কাটিয়া দিল, কিম্বা জন-মজুরেই মাড়াইয়া ফেলিল ইত্যাদি নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

কিরূপ জায়গায় উহার কিরূপ বৃদ্ধি হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য উঁচু, নীচু, ও সমতল সকল প্রকার জমিতেই দুই দশটা গাছ আশ্বিন মাসে রোপণ করি; ইহাতে দেখিয়াছি যে, ঈষৎ নাবাল বা ভিজা জমিতেই ইহার সমধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে; ভিজা জমির গাছ খুব শীঘ্র বাড়িয়া থাকে। বলিতে কি, বিগত বারো মাসের মধ্যে কোন কোন গাছ নয় ফুট উচ্চ ও শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আমার বিশেষ বিশ্বাস হইয়াছে যে, বিহার প্রদেশেও ইহার আবাদ করা চলিবে; বাঙ্গালা ও আসামের ন্যায় ভিজে ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ও জমিতে ত হইবেই।

* বর্দ্ধমোন্মুখ গাছের পূর্ব্ব বৎসরের শাখাপ্রশাখা কাটিয়া, খোঁচা কলম দ্বারাও ইহার চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। খোঁচা কলম করিবার পক্ষে বর্ষাকালই প্রশস্ত। কিন্তু কলম অপেক্ষা বীজের চারাই স্পৃহণীয়।

বীজের চারাগুলি অর্দ্ধ হস্ত বা তিন পোয়া পরিমাণ বড় হইলে, এবং খোঁচা কলম বেশ শিকড়বিশিষ্ট হইয়া পুনর্মুকুলিত হইলে, স্থায়ীভাবে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। বারো হাত অন্তর এক একটী গাছ রোপণ করিতে হয়। এই প্রণালীতে রোপণ করিলে, প্রতি বিঘা জমিতে পঞ্চাশটী গাছ বসিতে পারিবে। গাছগুলি যদি বৃদ্ধিশীল হয় তাহা হইলে রোপণের সময় হইতে অষ্ট বৎসর কাল পরে উহা হইতে আটা বাহির করিতে পারা যায়; কিন্তু এই দীর্ঘকাল ক্রমাগত অর্থ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া গাছগুলিকে লালন পালন করা সহজ নহে; এজন্য প্রথম তিন চারি বৎসর সেই রোপিত ক্ষেত্রে প্রত্যেক দুইটী গাছের মধ্যে একটী করিয়া কলা বা পেঁপে গাছ রোপণ করিলে, কেবল সিয়ারার জন্যই স্বতন্ত্র ব্যয় বা পরিশ্রম হয় না; কারণ, এই কয় বৎসর মধ্যে কদলী বা পেঁপের গাছ হইতে যে আয় হইবে, তদ্দ্বারা সকল খরচ পোষাইয়া যাইবে এবং যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাতে অবশিষ্ট চারি পাঁচ বৎসর কেবল সিয়ারারই খরচ সঙ্কুলান হইয়া যাইবে। তবে ইহা দেখিতে হইবে যে, কলা বা পেঁপে গাছের আওতা বা ঘনতা হেতু আসল গাছের বৃদ্ধির কোন প্রতিবন্ধক না হয় অন্য দিকে এই উপ-আবাদী গাছেরও যেন যথাবিধি পাট হয়।

সিয়ারা গাছ পঞ্চাশ বৎসর কাল প্রায় জীবিত থাকিয়া, নির্য্যাস প্রদান করে এবং গাছগুলি প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। প্রত্যেক গাছ হইতে ন্যূনকল্পে ও গড়ে এক পোয়া আঠা পাওয়া যায়। বিলাতের বাজারে ইহার বেশ আদর আছে; ফলতঃ দামও আছে। তথায় ভাল রবারের বা আটার মূল্য ছয় টাকা সের। তবে ইহা বলা বাহুল্য যে, জিনিষের গুণাগুণের উপর মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গাছের কাণ্ডে ছিদ্র করিয়া বা ছুরিকা দ্বারা চিরিয়া, আটা বাহির করিতে হয়।

গাছ যত বড় হইতে থাকে, তত নির্য্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; তাহা বলিয়া একেবারে নিষ্ঠুর ভাবে অপরিমিত রস বাহির করিবার চেষ্টা করা ভাল নহে। ইহাতে আপাততঃ অধিক রস পাওয়া যাইবে বটে; কিন্তু ইহাতে গাছের শক্তি হ্রাস হয়, পরমায়ুও কমিয়া যায়। অধিক রস বাহির করিতে হইলে, উদ্ভিদের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন; এজন্য প্রতি বৎসর নির্য্যাস বাহির করিয়া লইবার পরে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু সার প্রদান করা উচিত।

উল্লিখিত হিসাবে প্রতি বিঘায় পঞ্চাশটী গাছ থাকিলে এবং প্রতি গাছ হইতে ন্যূনকল্পে এক পোয়া

রবার পাওয়া গেলে, প্রতি বৎসর সাড়ে বারো সের রবার পাওয়া যায়। বিক্রয় করিয়া সের প্রতি ছয় টাকার হিসাবে ৭৫৲ টাকা আমদানী হয়। এই মোট টাকা হইতে সম্বৎসরের খরচার জন্য ২৫৲ টাকা বাদ দিলে, বিঘা প্রতি পঞ্চাশ টাকা মুনাফা থাকে। স্থায়ীভাবে বিঘা প্রতি পঞ্চাশ টাকা মুনাফা থাকা বিশেষ লাভের কথা। আমরা খরচের জন্য বার্ষিক পঁচিশ টাকা ধরিয়াছি, কিন্তু বড় বড় বৃক্ষের আবাদে এত টাকাও খরচ পড়ে না। ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করা, বন জঙ্গল পরিষ্কার করা, এবং পাঁচ সাত গাড়ী গো-শালার আবর্জ্জনাদির জন্য এত টাকা খরচ পড়িতে পারে না। তবে বিক্রয়ের দাম যখন আমরা পুরা ধরিয়াছি, তখন খরচও কিছু অধিক করিয়া ধরা ভাল। অত খরচ করিতে না হয়, সে ত ভাল কথাই।

---শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

বিমাতা।

(৪৬ পৃষ্টার পর।)

বিচিত্র বর্ণের মেঘমালায় বিভূষিত হইয়া সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে সান্ধ্যগগণে বিলীন হইয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার হরিদ্রাভ রক্তিমচ্ছটা ভাগীরথীর লহরীমালা সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া পরপারে তীরস্থ নিবিড় বৃক্ষা-বলীর মধ্য দিয়া এক সুরম্য হর্ম্মের সুসজ্জিত কক্ষের বিস্তৃত বাতায়নপথে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্পষ্ট কোমল আলোকে কক্ষ পরিপুর্ণ করিতেছে। বাতায়ন পার্শ্বে একখানি কৌচের উপর একটী যুবতী বসিয়া আছেন এবং পদপ্রান্তে একটী যুবক কার্পেটের উপর বসিয়া উৎসুক নেত্রে যুবতীর মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। যুবক যেন কোন কথার উত্তর প্রত্যাশা করিতেছিলেন। কিন্তু যুবতী ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন। অবশেষে যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন—"মানদা! তবে কি আমার এ পিপাসা চিরদিনই অতৃপ্ত রহিয়া যাইবে? যদি তোমার তাহাই ইচ্ছা ছিল, তবে কেন প্রথম হইতে আমাকে নিরস্ত কর নাই? কেন আমাকে এখানে আসিতে দিয়াছিলে? এ হৃদয় কখন প্রেম ও ভালবাসা জানিত না—এ হৃদয়ে কোমলতা ছিল না। কেন তুমি আমাকে প্রেম শিক্ষা দিয়াছ? কেন আমাকে ভালবাসা শিখাইয়াছ? আমি তোমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত সুতরাং তোমার তাহাতে অমত কি?"

"আর আমাকে লোভ দেখাইওনা, নরেন্দ্র বাবু! এই আমাদের শেষ দেখা—আর নহে।"

"শেষ দেখা? কেন? কেন মানদা? তবে কি তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে!"

"নরেন্দ্র বাবু! আমাদের বিবাহ হইতে পারে না। বিধাতা এ হতভাগিনীর কপালে সে সুখ লিখেন নাই। কেন এ পাপ পঙ্কিল জীবন সংস্পর্শে আপনার নির্ম্মল জীবন কলঙ্কিত করিবে? নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক কালি লেপন করিবে? ঐ দেখ পরপারে তোমার গৃহ দেখা যাইতেছে। তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকলেই বর্ত্তমান। তাঁহাদিগকে সন্তাপিত করা তোমার উচিত নহে। হৃদয়ের ক্ষণিক দুর্ব্বলতা উপলক্ষ করিয়া এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার উচিত নহে।"

"হৃদয়ের ক্ষণিক দুর্ব্বলতা? আমার ভালবাসা কি এতই অকিঞ্চিৎকর?—আমার হৃদয় কি সত্যই গভীরতা শূন্য?—নিশ্চয় জানিও, মানদা, আমার এ ভালবাসা হৃদয়ের ক্ষণিক দুর্ব্বলতা নহে। এ ভালবাসা সম্পূর্ণ দৃঢ় এবং হৃদয়ে অন্তর্নিহিত।"

"স্বীকার করিলাম—তাহাই। কিন্তু স্মরণ রাখিও, নরেন্দ্র বাবু, আমি এক ব্যক্তির নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। প্রায় ১ বৎসর যাবৎ আমি কামিনী বাবুর প্রতিপালিতা। বহুবিধ পাপের ফল স্বরূপ এরূপ

কুৎসিৎ জীবন অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আর আমি অধিকতর পাপে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না। আর আমাকে লোভ দেখাইওনা।"

"এ ক্ষেত্রে লোভ কোথায়, মানদা? এখানে যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে আছ, আমি তোমাকে তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিব না তুমি কি এরূপ বোধ কর?"

"এখানে যাহা কিছু সুখের বলিতেছ সে সকল আর আমাকে সুখী করিতে পারে না—কখন করিয়া ছিল কি না সন্দেহ। যে রমণী কুলত্যাগ করিয়াছে —অপরের ভোগ্যা হইয়া ঐ কুৎসিত জীবনের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহার পক্ষে তোমার প্রস্তাব কি লোভজনক নহে? যাহা হউক নরেন্দ্র বাবু এ সমস্ত ভুলিয়া যাও। আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য বলিতেছি—এ সমস্ত ভুলিয়া যাও। ২।৪ দিনের মধ্যে কামিনী বাবু দ্বারভাঙ্গা হইতে ফিরিয়া আসিবেন— এখানে পুনরায় আসিয়া আমাকে তাঁহার নিকট অপরাধিনী করিওনা।"

"তবে কি সমস্তই আমার ভ্রম? তুমি আমাকে ভালবাস না? এ মাসাবধি কি কেবল আমার সহিত কৌতুক করিতেছ?"

"আমি আশ্চর্য্য হইতেছি যে তুমি এরূপ ভাবে আমার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হইতেছ। ভালবাসা! আমার ন্যায় অবস্থাপন্না স্ত্রীলোকের প্রতি যেরূপ ভালবাসা তোমরা প্রকাশ করিয়া থাক তদপেক্ষা তোমার এই ভালবাসা যে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ তাহাও আমার বোধ হয় না। পুনরায় বলিতেছি, নরেন্দ্র বাবু, আর আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়াই উভয়ের পক্ষে মঙ্গল। এসব কথা ভুলিয়া যাও। আমাকে ক্ষমা কর। আর, বলিতে সাহস হয় না, যদি কখন এ হতভাগিনীর কথা মনে হয় তবে তাহাকে চিরদুঃখিনী বলিয়া মনে করিও।"

ধীরে ধীরে মানদা সে গৃহ পরিত্যাগ করিল। নরেন্দ্র বাবু কতক্ষণ নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিয়া পরে নিঃশব্দে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গা সৈকতে তাঁহার নৌকা আরোহণ করিলেন। পালভরে গঙ্গা বক্ষে শত ঊর্ম্মিমালা ভেদ করিয়া, শত জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত করিয়া তর তর বেগে নৌকা পরপারে রিষড়াভিমুখে ধাবিত হইল এবং দূরে—পশ্চাতে উচ্চ বামাকণ্ঠ নিসৃত বিষাদ গীতি শ্রবণ করিতে করিতে নরেন্দ্রের গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া গেল।

"ভুলিতে বসেছি বঁধু প্রেম লালসায়
ফিরায়ে দিতেছি তব সোহাগ তোমায়
আর মায়া বাড়াওনা আর লোভ দেখাওনা
আর ও মোহন রূপে ছ'লোনা আমায়
মৃদুহেসে কাছে বসে, কাজনাই ভালবেসে
থাক দূরে—হৃদাকাশে হেরিব তোমায়॥"

মানব অনন্ত জলধির তরঙ্গায়িত বক্ষে ফেণপুঞ্জের ন্যায় নিমেষে তরঙ্গবক্ষে উত্থিত হইয়া আন্দোলনঘাত-প্রতিঘাতে নিমেষেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। শারীরিক যন্ত্রণা, হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বেদনা, আত্মীয় স্বজনের দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতি একত্রীভূত হইয়া সংসার সমুদ্রে এক একটী উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে, আর মানব তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ে সেই সমস্ত গুরুভার বহন করিতে করিতে নির্দ্দয়ভাবে তরঙ্গোপরি ইতঃস্তত প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। ক্ষীণ প্রাণে সে এ ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারে না—অসীমের লীলা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহে সুতরাং অনন্তের আন্দোলনে সেই ক্ষীণ প্রাণ নিমেষেই অনন্তে বিলীন হইয়া যায়।

সেই সংসার সমুদ্রের একটী সামান্য অনুমাত্র— অমর বাবু এখনও জীবলীলা শেষ করিতে সমর্থ হন নাই, সত্য, কিন্তু সংসার তরঙ্গের প্রচণ্ড তাড়নে সম্পূর্ণ নির্জীব। ভগ্ন হৃদয় ও দগ্ধ প্রাণ লইয়া ব্রাহ্মণ যেন স্বহস্তে জীবলীলা শেষ করিতে পারেন না; সেই

জন্য জীবিত আছেন। শারীরিক অবস্থা অতীব শোচনীয়, সেই জন্য পেনসন গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। ইদানীং হরেন্দ্র বাবুর সহিত সময় অতিবাহিত করিয়া অমর বাবু যৎসামান্য শান্তি উপভোগ করিতে পারিতেন। বিজয় সদা সর্ব্বদা হরেন্দ্র বাবুকে পত্রাদি লিখিত এবং তাহার এক একখানি পত্র দুই বৃদ্ধকে ২।৩ দিন যাবৎ ব্যস্ত রাখিত। এ সুখও বিধাতা অমর বাবুর অদৃষ্টে অধিক দিন লিখেন নাই, কারণ অতি অল্পদিন হইল হরেন্দ্রবাবু মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। সুখে দুঃখে এরূপ সরল ও উচ্চপ্রাণ বন্ধু অমর বাবুর আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। যে কিছু উপকার হরেন্দ্র বাবু হইতে পাইয়াছিলেন, অমর বাবু সহোদর ভ্রাতার নিকট হইতে তাঁহার অর্দ্ধেকও প্রত্যাশা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। বিজয় কতবার অমর বাবুকে কটকে তাহার নিকট যাইতে লিখিল কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র অমূল্য এতই দুর্ব্বিনীত ও অসৎ হইয়া উঠিয়াছে যে অমর বাবুর স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা থাকিলেও সাহস করিতে পারিলেন না। তিনি বিজয়কে লিখিলেন—"এখন আমার একমাত্র শান্তিস্থল তুমি কিন্তু এ দুঃখময় জীবনের শেষভাগ যে তোমার নিকট থাকিয়া সুখে অতিবাহিত করিব তাহা বিধাতা আমার অদৃষ্টে লিখেন নাই।

বিজয় এখন কটকে। তাহার কার্য্যকুশলতায় উপরস্থ কর্ম্মচারীগণ সকলেই প্রীত। সচ্চরিত্রতা, বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা, দয়া ও দাক্ষিণ্যে বিজয়, আপামর সকলেরই প্রশংসার পাত্র। এবং বাস্তবিক যদি উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তি মাৎসর্য্য পরবশ না হইয়া অত্যাচার ও অপকারের শত উন্মুক্ত পথ উপেক্ষা পূর্ব্বক কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ও উপকার সংসাধনে সযত্ন না হন তাহা হইলে তিনি তদ্রূপ উচ্চপদের যোগ্য নহেন। অধিকন্তু মনুষ্য নামের যোগ্য কিনা সন্দেহ। বিজয় অদ্যাপিও অবিবাহিত। হরেন্দ্র বাবু বিজয়ের বিবাহ দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিজয় কোন মতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল না এবং হরেন্দ্র বাবু যখন বুঝিলেন যে বিজয়ের উচ্চ হৃদয় ও নির্ম্মল চরিত্র সহজে কলঙ্কিত হইবার নহে তখন আপনিই সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

বিদেশে এরূপ স্বভাবের যুবকের পক্ষে বন্ধুলাভ বড় সহজে ঘটিয়া উঠে না। কারণ বিদেশস্থ বাঙ্গালীর প্রকৃতি সরল, উদার ও পরোপকার প্রণোদিত হইলেও সচরাচর স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ চরিত্রবান যুবকের শুভাকাঙ্ক্ষী হইলেও তাঁহারা তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিজয়ের এই অভাব কটক হস্‌পিটালের নরেন্দ্র বাবু পূর্ণ করিয়াছিলেন। এবং ইনিই আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নরেন্দ্র বাবু।

মানব জীবনে অকস্মাৎ অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনার আবির্ভাব হইয়া জীবনের সুখ শান্তি, অতুল সম্পদরাশি এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করিয়া থাকে। যেন অকস্মাৎ বজ্র পাতে হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে—আশা নিরাশা ভস্মস্তূপে পরিণত করে। কৌতুকের বিষয় এই যে এরূপ ঘটনা মরুভূমিসম্ভূত বাত্যার ন্যায় যখন আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছি সেই সময়েই উত্থিত হয়। পাশ্চত্য ষ্টোয়িকগণ বোধ হয় এই জন্যই কোন বিষয়ে শোক বা আনন্দ প্রকাশ করা পাপ বিবেচনা করিতেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় সুখ ও দুঃখ এই দুইটী বি-সমভাবের মধ্যভাব অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে সর্ব্বদা সযত্ন হইতেন—দুঃখে কাতর বা সুখে উন্মত্ত হইতেন না।

বিজয় এতদিন একপ্রকার সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। হৃদয়ের গভীর বিষাদ কালের কোমল শুশ্রূষায় কথঞ্চিৎ দূর হইতেছিল। কিন্তু যাহারা

আজন্ম হতভাগা তাহাদের ভাগ্যাকাশে ক্ষণপ্রভার চপল জ্যোতির ন্যায় সুখজ্যোতি নিমেষে আবির্ভাব হইয়া নিমেষেই ঘনান্ধকারে বিলীন হইয়া যায়। বিজয়ের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। একদিন এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনায় তাহার পার্থিব সুখ শান্তি, আশা ভরসা বিষাদজলধিবক্ষে ভাসিয়া গেল।

নরেন্দ্র বাবু পত্র লিখিয়াছেন :—

বিজয়,

গতরাত্রে একটী স্ত্রীলোক অর্দ্ধমৃতাবস্থায় কটক রোড পার্শ্বে পতিত থাকায় পুলিশ কর্ত্তৃক হস্‌পিটালে প্রেরিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী অধিক দিন বাঁচিবে না—এমন কি ২।১ দিন বাঁচে কিনা সন্দেহ। সে প্রকাশ করিয়াছে যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে কলিকাতা হইতে পদব্রজে কটক আসিয়াছে। আমি তোমার জন্য ৬টা পর্য্যন্ত হস্‌পিটালে অপেক্ষা করিব।

তোমার নরেন্দ্র

১৯।৮

পত্রখানি পাঠ করিয়া বিজয় বিশেষ চিন্তিত হইল এবং কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্‌পিটালে গমন করিল।

"বিজয় এসেছ? আমি ভাবিয়াছিলাম কোর্টের কাজ শেষ করিতে তোমার বিলম্ব হইতে পারে।"

"আজ বিশেষ কিছু কাজ ছিল না—আর তোমার পত্র পড়িয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। স্ত্রীলোকটী কে—তুমি নাম জানিয়াছ?"

"নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম জানিতে পারি নাই। তবে, বোধ হয় আমি তাঁহাকে চিনি।"

"কে?"

"চল না—দেখিবেই চল না। স্ত্রীলোকটী যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছেন এবং রোগ যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর আশঙ্কা আছে।"

নরেন্দ্র বাবু একটী স্বতন্ত্র গৃহে স্ত্রীলোকটীকে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। দুই জনেই সেই ঘরে চলিলেন। স্ত্রীলোকটী নিদ্রা যাইতেছিলেন পদশব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন—"বিজয়-দাদা!"

"কে? দিদি!" গভীর যন্ত্রণাব্যঞ্জক স্বরে কয়টী কথা বলিয়াই বিজয় সেইখানে বসিয়া পড়িল।

বিজয়কে দেখা অবধি মানদা অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। নরেন্দ্র বাবুর যত্নে ক্রমশঃ জ্ঞান সঞ্চার হইল। কিন্তু শারীরিক অবস্থা এতই অবসন্ন হইয়া পড়িল যে নরেন্দ্র বাবু প্রতি মুহূর্ত্তেই রোগীর মৃত্যু আশঙ্কা করিতে দেখিলেন।

অতি ক্ষীণকণ্ঠে মানদা ডাকিল "বিজয়! ভাই! তুমি দেবতা, তোমাকে দেখিতে এতদূর আসিয়াছি। আমাকে ক্ষমা—উঃ জগদীশ এতক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি কত পাপ করিয়াছি—ক্ষমা—মা!—মা!—"

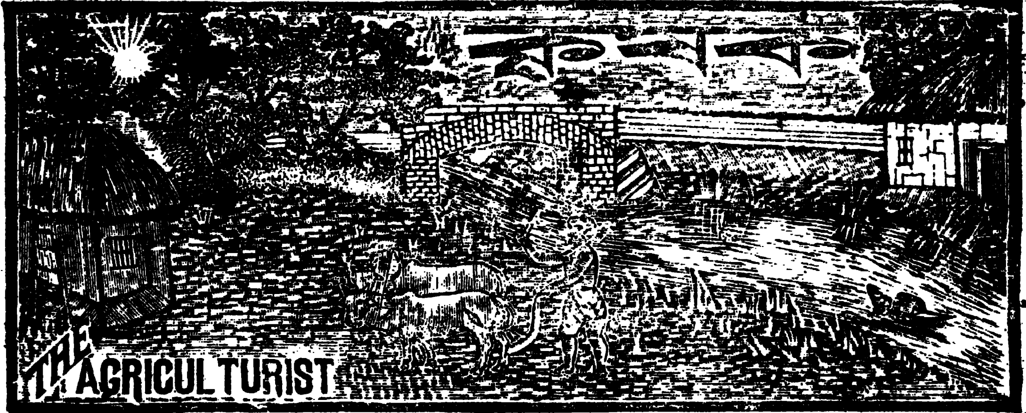
একটী দীপ নির্ব্বাণ হইল।

পরদিন হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনের সাহেবদ্বয়ের অনুগ্রহে বিজয় ছয় মাসের অবকাশ গ্রহণ পূর্ব্বক কটক পরিত্যাগের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিলেন বিজয়ের উদ্দেশ্য সমুদ্র যাত্রা।

অমর বাবু বিজয়ের সমুদ্র যাত্রা বিষয়ক সংক্ষেপ পত্র পাইয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং অনিল বাবুর নিকট বিশেষ সংবাদ পাইবার প্রত্যাশায় কলিকাতায় আসিলেন। বিজয় অনিল বাবুকে লিখিয়াছে—"আমার প্রধান উদ্দেশ্য সমুদ্র যাত্রা। দেখি আমার এ মর্ম্ম বেদনা অনন্তের লীলা দেখিয়া কতকটা উপশম হয় কি না। আপাততঃ মান্দ্রাজ চলিলাম। সেখানে গিয়া আপনাকে সংবাদ দিব।"—(প্রথম খণ্ড)—সমাপ্ত।

REGISTERED NO. C. 192.

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি-বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড । কার্ত্তিক ১৩০৮ সাল। ৭ম সংখ্যা।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন ৵০, অর্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ২৲, এক পেজ ৩৲।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, B.A., F.R.H.S.
ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৮১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। কার্ত্তিক ১৩০৮ সাল। ৭ম সংখ্যা।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

ইক্ষু।—বঙ্গে প্রায় ২,৪৮১,০০০ বিঘা জমীতে, পঞ্জাবে ১,০৫৫,০০০ বিঘা জমিতে, মান্দ্রাজে ১৪০,০০০ বিঘা জমিতে আকের আবাদ হইয়াছে। আক মন্দ জন্মায় নাই। পঞ্জাবে, খালের জলের অল্পতা হেতু এবৎসর কিছু কম জমিতে আক চাষ হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

পঞ্জাবে রবি শস্য।—পঞ্জাবে বৃষ্টির অভাবে মাঠে শস্য সকল শুকাইয়া যাইতেছে। জলের অভাবে রবি-শস্য বপন করা হয় নাই।

—০—

সদস্য।—ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হইতে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

—০—

তুলার আবাদ।—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় এবৎসর চাষ ভাল হইয়াছে। প্রায় ৮৵০ আনা ফসল আশা করা যায়। এখনও কিন্তু স্থানে স্থানে বৃষ্টির আবশ্যক।

—০—

অহিফেনে লাভ।—অহিফেন হইতে সরকারী যে রাজস্ব আদায় হইবে আন্দাজ করা হইয়াছিল—তদপেক্ষা ইতিমধ্যেই এষ্টিমেট অপেক্ষা ৩৮ লক্ষ টাকার অধিক আদায় হইয়াছে।

—০—

ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-সমিতি।—১৯০০ সালের ভারতীয়-দুর্ভিক্ষ-প্রশমন-সমিতিতে ১৯০১ সালের ৩১ শে

মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১ কোটী ৪৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬ শত ৮৪ টাকা ৬ আনা ৪ পাই সংগৃহীত হইয়াছে।

—০—

পাট।—সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে এবারে প্রায় ৬,৭৪৭,০০০ বিঘা পরিমিত স্থানে পাটের আবাদ হইয়াছে। পাট প্রায় ষোল আনা জন্মিয়াছে। মোটের উপর প্রায় ৬৫ লক্ষ গাঁইট পাট আমদানী হইবে আশা করা যায়।

—০—

শস্য সংবাদ।—প্রচুর বৃষ্টির অভাবে, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, হায়দ্রাবাদ, রাজপুতনা, মধ্যভারতের হিসার জেলাতে এবং মধ্যপ্রদেশে শস্যের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। তদুপরি কোন কোন স্থানে পোকাতে শস্য নষ্ট করিতেছে। ভারতে দুর্ভিক্ষ বুঝি চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

—০—

• সপ্তশীর্ষ তাল বৃক্ষ।—কাঁথি-মীরগোদা গ্রামের লঙ্কেশ্বরীর মন্দিরের উত্তর 'বাজুআড়ির' উপর একটী সপ্ত-মস্তক-বিশিষ্ট তালগাছ রহিয়াছে। ইহার সমস্ত মস্তক গুলিই বর্দ্ধনশীল কিন্তু তন্মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান। উক্ত গ্রামেই আর একটী নারিকেল বৃক্ষও দ্বিমুণ্ড বিশিষ্ট।—মেঃ বাঃ।

—০—

কৃষিবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল।—এদেশে কৃষি সম্বন্ধে, আজকাল গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও প্রজাক্ষয়, এ ব্যাপারে কৃষির উন্নতি সম্পূর্ণ স্পৃহনীয়। তাই এবার কৃষিবিভাগের একজন স্থায়ী তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ মলিসন সমগ্র ভারতের কৃষি বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হইতেছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে এ দেশে কৃষিকার্য্য সম্পূর্ণ উন্নতিলাভ করিলে সুখী হওয়া যায়।

—০—

মেদিনীপুর।—জলের অভাবে ধান্য নষ্ট হইতে বসিল। অনেক স্থানের মাছে আদৌ জল নাই। যদি এখনও জল হয় তবে কিছু ফসল হইতে পারে। চাষ অতি সুন্দর হইয়াছিল। কেবল জলের অভাবে সব নষ্ট হইল। ফসলের দুর্গতি দেখিয়া মহাজনেরা আর ধান্য ছাড়িতে চাহিতেছে না। কাজেই চাল ও ধান্যের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। ধান্যের মণ ২।০ আনা এবং চাউল টাকায় ১১ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। দীন দুঃখীর আবার কষ্ট বৃদ্ধি হইল!—নীহার।

—০—

রাস্তায় তৈল সিঞ্চন।—আমাদের কলিকাতা সহরের রাস্তায়, জল ছড়াইয়া ধূলিরাশি নিবারণ করা হয়। কিন্তু আমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশের প্রধান সহরগুলির রাজপথে জলের পরিবর্ত্তে তৈল সিঞ্চিত হয়। এখানে আমাদের দেশের গরীব লোকে ইচ্ছা হইলেও, দুই পলা তৈল ভাল করিয়া মাখিতে পায় না। কালিফার্ণিয়া সহরে রাস্তার ধূলা মারিবার জন্য জলের পরিবর্ত্তে তৈল সিঞ্চন! সর্ষপ বা নারিকেল তৈলে এই কাজ সারা হয় না। কালিফর্ণিয়ায় এক প্রকার খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

—০—

বায়ুর চিনি।—পণ্ডিতগণ মনে করিতেছেনে বিজ্ঞানের প্রভাবে তাঁহারা পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে মনুষ্যের প্রয়োজনীয় আহার্য্য বস্তু সকল বাহির করিতে সক্ষম হইবেন। কারণ তাঁহারা মনে করেন এই পৃথিবীস্থ বায়ু রাশির ভিতর মনুষ্য শরীরের উপযোগী সমস্ত উপকরণই বর্ত্তমান আছে। একজন ফরাসী দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ বায়ু হইতে আহার্য্য দ্রব্য বাহির করিবার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছেন। এবং সম্প্রতি তিনি বায়ু হইতে চিনি বাহির করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিতেছেন। আমরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি বায়ুর মধ্যে নাকি তাহার সমস্ত উপকরণই বিদ্যামান আছে।

—০—

ভারতীয় বস্ত্র।—ইংলণ্ডেশ্বরী ও ভারতীয় শিল্প। লেডি কার্জ্জন যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তখন আগ্রা ও দিল্লীর সুনিপুণ শিল্পীদিগের রচিত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সমন্বিত কয়েকখানা বস্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী আলেকজান্দ্রা সেই বস্ত্র দেখিয়া এমন বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিলেন যে, তিনি লেডি

কর্জ্জনকে সেইরূপ কয়েকখানি বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার জন্য পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেকের সময় রাণী সেই বস্ত্র পরিধান করিবেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতের কারিকরদের সূক্ষ্ম সূচিকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, আর আমরা নিজের দেশের বস্ত্র পদতলে দলন করিয়া কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচের আদর করিতেছি।

—০—

মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান বিদ্যালয়।—ভারত-মাতার সুসন্তান শ্রীযুক্ত জে, এন; তাতা যে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান বিদ্যালয় স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন, বেঙ্গালোরে তাহার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। মেলবোরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ অধ্যাপক ওরম মেসন আর রুড়কি কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল চিলবোণ তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে অচিরে বেঙ্গালোরে গমন করিবেন। তাঁহারা প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার স্থান এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের শিল্পাদির অবস্থা পরিদর্শন করিয়া প্রেভিসনেল কমিটির সহিত এবিষয়ের আলোচনার্থ বোম্বাই আগমন করিবেন। দেশের লোকের ঐকান্তিক কামনা এই যে, লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর এই বিদ্যালয় স্থাপনে বিশেষ আনুকূল্য করেন। তিনি মনোযোগী হইলে, সহজেই এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারে।

—০—

বেহারে দুর্ভিক্ষাশঙ্কা।—বৃষ্টি অভাবে বেহার ও ত্রিহুতে ভাদই শস্য ভাল জন্মে নাই। বৃষ্টি না হওয়াতে রবিশস্যের চাষ হইতেছে না। লোকের ভাবীকষ্টের সূচনা দেখিয়া পাটনার কমিশনার হেয়ার সাহেব চিন্তিত হইয়াছেন। তিনি দেশের অবস্থা পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছেন। শুনা যায়, তিনি সময়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ ছোটলাট বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়াছেন। কেবল বেহার ত্রিহুত কেন, সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর এবং পশ্চিম বাঙ্গালার কোন জেলাতেও বৃষ্টির অভাবে সুফসল জন্মে নাই। তত্তৎ স্থানেরও লোকের কষ্ট নিবারণের উপায় বিধান করা প্রয়োজন; বিভাগীয় কমিশনারদের হেয়ার সাহেবের ন্যায় কার্য্যতৎপর হওয়া উচিত।

জলকষ্ট।—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কামিপুর, প্রথারচড়, দিঘীর পাড়, বাজীকাড়া সত্যবতী, চণ্ডীপটী, নাডরা, বাসুদেবপুর, হোসেনপুর এবং অন্যান্য গ্রামের লোকেরা ফরিদপুরের জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে তাহারা ঐ কয়েকটী গ্রামের জলকষ্টের কথা নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সয়িস্তাবাদের নিকট কুমার নদ হইতে যদি হরিঠাকুরের হাট পর্য্যন্ত একটা খাল কাটিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এতগুলি গ্রামের লোকের জলকষ্ট দূর হয় এবং তাহারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতেও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। খালটী দীর্ঘে তিন মাইলের অধিক হইবে না। আমরা ভরসা করি ফরিদপুরের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড গ্রামবাসীগণের এই আবেদনে কর্ণপাত করিবেন।

—০—

দুর্ভিক্ষচিত্র।—১৯০০ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে উদয়পুর রাজ্যে এক ভীল যুবতী একটা শিশুসন্তানকে রাখিয়া একটা গর্ত্ত খুড়িতেছিল। শিশুটীর নিকটে একটা প্রকাণ্ড ছুরি দেখিয়া দুর্ভিক্ষ-কর্ম্মচারীদের সন্দেহ হয়। তাঁহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। ভীলনারী তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করে, অনাহারে তাহার স্বামী মারা পড়িয়াছে, নিজেও মরিতে বসিয়াছে, কোলের সন্তানকে দুধ দিতে পারিতেছে না। সন্তানের অসহ্য যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষা জীবন্ত সমাধি দিয়া আত্মহত্যার সংকল্প করিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-কর্ম্মচারীগণ মাতা ও শিশুকে আহার ও কাজ দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়া অবশেষে বর্ষাসমাগমে শস্যের বীজ ও শস্য উৎপন্নের সময় পর্য্যন্ত আহারোপযোগী অর্থ দিয়া বিদায় করেন। দুর্ভিক্ষের সময় এরূপ কত হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

—০—

প্রাণী-ব্যবসায়।—আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য এবং বাণিজ্য এই দুইটাই জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। পশু পক্ষীর ব্যবসায়ে যে প্রচুর অর্থাগম হয়, এই চিন্তা,

এই ভাব আমাদের দেশের অনেকের মনেই জাগ্রত হয় না। ইয়ুরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, কানেডাতে কত লোক এই ব্যবসায় (cattle breeding) অবলম্বন করিয়া ধনী হইতেছেন। গো, মহিষ, ঘোটক, ছাগ, মেষ, শূকর, মুরগী, হাঁস প্রভৃতি পালন করিলে প্রচুর আয় হয়। এ সকল পশু পক্ষী বংশবৃদ্ধিগুণে অল্পকাল মধ্যেই অধিকারীকে ধনীর আসনে বরণ করে। এদেশে যথেষ্ট পতিত জমি আছে, অধিক পরিমাণে পতিত জমি অল্প খাজনাতে গ্রহণ করিয়া পশু পক্ষী পালন করিতে আরম্ভ করিলে একটী নূতন ব্যবসায়ের দ্বার খুলিয়া যায়। এ সকল পশু পক্ষী বিদেশেও রপ্তানী হইতে পারে।—ত্রিঃ হিঃ।

—০—

ভদ্রলোক ও কৃষক।—আমরা ভদ্রলোক হইবার জন্য ব্যস্ত! এদেশের এমনই দুর্গতি যে, কৃষিকার্য্য "ছোটলোকের কাজ" বলিয়া ঘৃণিত। একটু লেখা পড়া শিখিলেই যুবক ভদ্রলোক সাজিবার জন্য আয়োজন করে; কৃষিকাজ করিতে অভিলাষী নহে। যে বোয়ারদিগের শৌর্য্য বীর্য্যের প্রশংসা পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহারা কিন্তু সকলেই কৃষক। আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ভূমিতে বাস করিয়া, স্বর্ণখণির কাজে মনোনিবেশ না করিয়া বোয়ারগণ কৃষিকাজ করিতেছে, আর আমরা উর্ব্বর ভারতক্ষেত্রে বাস করিয়া কৃষিকাজ পরিত্যাগ করিতেছি। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ ২০।২৫৲ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য রাজপুরুষদিগের পদে তৈল মর্দ্দন না করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইত। স্বাধীন ব্যবসাতেই স্বাধীনতা লাভ হয়। যাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বনের ভাব নাই, স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের পথ নাই,—তাহাদের মুখে "স্বাধীনতা" শব্দটী উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।—ত্রিঃ হিঃ।

—০—

কাজের কথা।—ঝড়-জলের সময় যখন বজ্রপড়া সম্ভব তখন সিসার দ্রব্য বৈদ্যুতিক দণ্ড লোহার ফটক কিম্বা লোহার কারখানার কাছে থাকিও না—গাছের নিকটও থাকিও না, কিম্বা কোন উচ্চ স্থানে থাকিও না। ঘরের দোর জানালা বন্ধ করিয়া রাখিও। গৃহের ঠিক কেন্দ্রস্থানই বজ্র বিদ্যুতের পক্ষে নিরাপদ স্থান।

* * * * *

কাপড় কাচিবার সময় নীলের কলপ দিলে কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়। কিন্তু অনেক বিদ্বান ধোপা আছে, যাহাদের নীল দিবার গুণে কাপড় কোথায় পরিষ্কার দেখাইবে না নীল দেখায়। উৎকৃষ্ট অথচ সুলভ নীল প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া নিম্নে লিখিত হইল। ২ আউন্স্ ধোপার গুড়া নীল হামাল-দিস্তায় রাখ। ইহাতে কয়েক ফোঁটা গঁদের জল দাও, গঁদ ও নীল মিশ্রিত করিতে থাক—আরও গঁদের জল দিতে থাক। নীল ও গঁদ জল ক্রমে নীলবর্ণ তরল পদার্থে পরিণত হইলে বোতল কি অন্য কোন পাত্রে রাখিয়া দাও। ব্যবহার করিবার সময় ঝাঁকাইয়া ব্যবহার করিও।—প্রতিবাসী।

—০—

বিধাতার এই রীতি?—যে ইংলণ্ড আমাদের তাঁতি ও মুচীদের অন্ন মারিয়াছেন, আমেরিকা সেই ইংলণ্ডের মুচিদের অন্ন মারিবার যোগাড় করিয়াছেন। আমেরিকার গম না হইলে ইংলণ্ড অভুক্ত থাকে, আমেরিকার কার্পাস না হইলে, ইংলণ্ডের তাঁতিকুলের হাহাকার ধ্বনি উঠে। সম্প্রতি আমেরিকা ইংলণ্ডের মুচিদের সর্ব্বনাশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। ভারতের লোক মূর্খ, তাই ভারতের চামড়া দ্বারা ভারতের জুতা প্রস্তুত হয় না। ভারতের চামড়া ইংলণ্ডে যায়, ইংলণ্ড হইতে আমাদের বিলাসীদের জুতা তৈয়ার হইয়া আইসে। এতকালেও ভারতবাসীর এমন বুদ্ধি হইল না যে, কিছু টাকা খরচ করিলেই আমাদের মুচিদিগের চামড়া পরিষ্কার বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ভারতের ধন ভারতেই থাকিতে পারে, সে যাহা হউক, আমেরিকাত আর ভারতবর্ষ নহে, সে দেশের সুশিক্ষিত মুচি আছে, সেখানে অপর্য্যাপ্ত চামড়া পাওয়া যায়, সুতরাং উৎকৃষ্ট জুতা সস্তায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৯০০ সালে আমেরিকা হইতে ৩০ লক্ষ টাকার জুতা ইংলণ্ডে

আমদানি হইয়াছিল, ১৯০১ সালে ৪৫ লক্ষ টাকার জুতা আমদানী হইয়ছে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিষ্টার ও নরদামটনে বিপুল জুতার কারখানার অতি মন্দ অবস্থা হইয়াছে—মুচিদের আর লাভ হইতেছে না। ইংরেজ মুচিদের কেন এমন দুর্দ্দশা হইল? যে ইংলণ্ড পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানের কারিকরদিগকে নির্বীর্য্য করিয়াছিলন, সে ইংলণ্ডের কারিকরদের আজ এমন হাহাকার হইতেছে কেন? বিধাতা কি এইরূপেই আপনার শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন?—সঞ্জীবনী।

HAND-BOOK OF INDIAN AGRICULTURE.

By Nitya Gopal Mukerji M. A. of the Bengal Provincial Civil Service. Price Rs. 7-8. (cloth Edition Rs. 8.)

ভারতবর্ষের উপযোগী কৃষি-বিষয়ক পুস্তক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে দুই-একখানি বিদ্যমান আছে—তাহা বিদেশীয়ের লেখা এবং অতি সংক্ষিপ্ত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় অতি-সংপ্রতি কৃষিকার্য্যের প্রতি—কৃষিকার্য্যের উন্নতির প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। নিত্যগোপাল বাবু কৃষিকার্য্যের প্রতি এই প্রথমনয়ের অভ্যুদয়-কালে উক্ত পুস্তক প্রণয়ন করিয়া কৃষি-জগতের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষির প্রতি যে যত্ন, যে চেষ্টা এবং যে উদ্যম প্রণোদিত হইয়া দিনদিন কৃষিকার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন, নিত্যগোপাল বাবুর উক্ত পুস্তক সেই আকর্ষণ শক্তির বিশেষ সহায়তা করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানি কাজের কথায় পরিপূর্ণ। ইহাতে অনেক নূতন কথা ও নূতন তত্ত্ব আছে। পুস্তকখানি Authority বলিয়া যে গ্রাহ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? নিত্যগোপাল বাবু Sibpur Civil Engineering Collegeএর Professor of Agriculture and Agricultural Chemistry. তিনি কৃষিবিদ্যাবিশারদ।—তিনি বিলাতে Cerencester Collegeএর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তিনি কৃষিবিষয়ক কার্য্যে অনেককাল লিপ্ত আছেন।—তাঁহার প্রণীত পুস্তক কৃষিকার্য্যানুরাগী ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের বিশেষ আদরণীয় বস্তু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুস্তকখানি সুন্দর কাগজে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত। উহাতে ব্যয়বাহুল্য পড়িয়াছে। কাজেই মূল্য কিছু বেশী করিতে হইয়াছে। আর Technical পুস্তকের মূল্য এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশ চির-দরিদ্র। ৭৷৷০ টাকা মূল্য দিয়া পুস্তক কিনিতে অনেককেই ইতিমধ্যে আপত্তি করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা এক কথা বলি,—আমরা ত বি-এ, এম-এ, পাশ করিতে উহা অপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়া পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া থাকি—এবং সময়ে সময়ে সখ মিটাইতে অনেক অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি। আর এরূপ একখানি উপকারী পুস্তক ক্রয় করিতে কৃপণতা প্রদর্শন করা অনুচিত নহে কি?

কোন Technical পুস্তক পাঠ করিলেই বিদ্যা-বিশেষে অভিজ্ঞতা জন্মে না। Hand-book of Indian Agriculture পাঠ করিলেই কৃষিবিদ্যা-পরায়ণ হইতে পারিবেন না। এমন কি কোন কৃষি-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইলেও কার্য্যকরী কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে না। তাই গ্রন্থকার পুস্তকের Preface প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"It is not possible to learn agriculture from a text book, apart from a farm, and to learn the subject in a systematic manner, a museum

and a laboratory are also necessary. Even one passing out of an agricultural College which is equipped with a farm, laboratory and museum, and possessing a thorough knowledge of a text book, must be prepared to buy his experience, either by apprenticeship in another person's farm or by losing money on his own for a year or two, before he can expect to acquire confidence in himself, his crops and his methods."

কিন্তু কৃষি পুস্তক পাঠে কার্য্যকারীর বিশেষ উপকার দর্শে। পুস্তক শিক্ষার্থীর সহায়স্বরূপ। "A book, however, is a valuable aid to the student and also to the man engaged in planting or farming."

এই পুস্তকখানি আট অংশে (Part) বিভক্ত। প্রতি অংশে এক এক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। (১) Soil বা মৃত্তিকা, (২) Implements বা কৃষি যন্ত্রাদি, (৩) Crops বা চাষাবাদের প্রথা ইত্যাদি, (৪) Manures বা সার, (৫) Cattles বা গবাদি পশু, (৬) Insect and Fungus pests বা পোকাদির উপদ্রব ও তৎপ্রতিকার, (৭) Methods of Analysis বা মৃত্তিকা ও সারাদি পরীক্ষা, এবং (৮) Famines বা দুর্ভিক্ষ। এই আটটি বিষয় আট ভাগে আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক অধ্যায়ে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে—তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচরার্থে নিম্নে দেওয়া গেল।—

PART I.—SOILS.

1. Geological Strata. 2. Surface-geology of the Bengal districts. 3. Formation of soils. 4. Physical classification of soils. 5. Chemical clssification of soils. 6. Chemical classification of Indian soils. 7. Physical properties of soils. 8. Meteorological condition affecting farming. 9. Fertility and barrenness. 10. Theories underlying cultivation of soils.

PART II.—IMPLEMENTS.

11. Motive power or prime movers. 12. Ploughs and ploughiug. 13. Other cultivation appliances. 14. Theories underlying question of irrigation. 15. Water-lifts. 16. Other agricultural implements. 17. Equipments of Farms.

PART III.—CROPS.

18. Botanical classification of crops. 19. Economic classification of crops. 20. Chemical composition of crops. 21. Relative importance of crops. 22. Rice. 23. Paddy-husking. 24. Wheat. 25. Barley. 26. Oats. 27. Indian corn. 28. Juar or great Millet. 29. Marua and other millets. 30. Buck-wheat. 31. Pulses. 32. Oil-seeds. 33. Indian Mustards. 34. Linseed. 35. Til. 36. Sorguja. 37. Castor. 38. Ground-nut. 39. Poppy. 40. Cocoanut. 41. Cotton. 42. Mahua. 43. Safflower. 44. Minor oil-seeds. 45. Drying and Nondrying oils. 46. Jute. 47. Bombay hemp. 48. Sunn-hemp. 49. Rhea. 50. Cotton as

fibre crop. 51. Aloe-fibre. 52. Other fibre crops. 53. Pineapple. 54. Plantains. 55. Potato. 56. Brinjal. 57. Palval. 58. Chillies. 59. English vegetables. 60. Carrot and Radish. 61. Turmeric and Ginger. 62. Systems of Farming. 63. Propagation of trees. 64. The Date-Palm. 65. Sugar. 66. Sugarcane. 67. Indigo. 68. Tobacco. 69. Pan or Betel Vine. 70. Betel-nut Palm. 71. Camphor, Cassia leaf and Cinnamon. 72. Other spices. 73. Opium. 74. Tea. 75. Coffee. 76. Vanilla. 77. Papaya. 78. Cassava. 79. Arrowroot. 80. Propagation of trees by grafting &c. 81. India-rubber and Guttapercha. 82. The Bamboo. 83. Oranges. 84. Lac. 85. Agricultural calendar for Lower Bengal.

PART IV.—MANURES.

86. General summery. 87. Exhausion, Recuperation and absorption. 88. Nitrogenous Manures. 89. Phosphatic manures. 90. Potash manures. 91. Calcarious manures. 92. Gypsum and salt. 93. Jadoo-fibre.

PART V.—CATTLE.

94. Buffaloes. 95. Oxen. 96. Goat-keeping. 97. Calculation of weight of live stock. 98. Poultry-keeping. 99. Diseases of cattle. 100. The theory of health in relation to foods and fodders. 101. Utility of growing fodder crops. 102. Fodder crops. 103. Silos. 104. Albuminoid Ratio. 105. Manurial value of food-stuff. 106. Milk. 107. Cream and Butter. 108. Cheese-making. 109. Bacon and Ham curing. 110. Curing of sheep and other skins.

PART VI.—INSECT AND FUNGUS PESTS.

111. General remidies against Pests and parasites. 112. Agricultural zoology. 113. Insects. 114. Locusts. 115. Grass-hoppers and crickets. 116. Granary pests 117. Paddy pests. 118. Cut-worms. 119. The sugar-cane Borer. 120. White-ant and other ants. 121. The Mango-weevil. 122. Aulacophora abdominalis. 123. Plant-lice and scale-insects. 124. Insects injurious to Indian crops. 125. Zymotic diseases and remedies for them. 126. Agricultural Bacteriology. 127. Dairy Bacteriology. 128. Soil Bacteriology. 129. Anthrax and other vaccines. 130. The Higher Fungi. 131. Mushrooms.

PART VII.—METHODS OF ANALYSIS.

132. General Remarks. 133. The standard Acid and Alkali. 134. Analysis of soil. 135. Analysis of bone-meal. 136. Analysis of Super. 137. Analysis of Nitrate of soda and Salt-petre. 138. Analysis of Oil-cake. 139. Analysis of Silage, Grass, &c. 140. Water analysis.

PART VIII.—FAMINES.

141. General remarks on Indian Famines. 142. The system of Land-Revenue as affecting the question. 143. Measures of protection and relief. 144. Agricultural education.

গাছের ফল ঝরা।

১ম প্রস্তাব।

গাছ হইতে অনেক সময় রাশি রাশি ফল ঝরিয়া পড়ে। তাহা কেন হয়, তদ্দ্বারা আমাদিগের ক্ষতি কি লাভ হয়, ইহা জানিয়া রাখিলে, সময়-বিশেষে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। গাছ হইতে ফল ঝরিয়া পড়িবার যে কতকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে গাছের রুগ্নাবস্থা, বৃক্ষের তুলনায় ফলের আধিক্য, মৃত্তিকার দৌর্ব্বল্য এবং সাময়িক ঝটিকা, এই কয়টি প্রধান।

রুগ্নাবস্থাতেও অনেক সময় গাছে ফল ধরে। কিন্তু সেই সকল ফলকে আবশ্যকমত রস যোগাইবার শক্তি অভাবে, ফলের বোঁটা আলগা হইয়া যায়—ফল পরিপুষ্ট হইতে পারে না—অবশেষে আপনা হইতেই গাছ হইতে খসিয়া পড়ে। ঈদৃশ রুগ্ন গাছ হইতে যে ফল খসিয়া যায়, তাহাতে গাছের উপকারই হইয়া থাকে। ফল খসিয়া যাওয়াতে, ফলের জন্য বৃক্ষের যে রস খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যায় এবং সেই রস উদ্ভিদের অঙ্গপোষণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত, উদ্ভিদের তিনটী অবস্থা আ[illegible] প্রথম, শাখা প্রশাখা ও পত্রাদির বৃদ্ধি; দ্বি[illegible] [illegible]লন-ফুলন;—এবং তৃতীয়, বিরাম। এই তি[illegible] ঋতুবিশেষে প্রত্যেক গাছেই চলিতেছে,—কোন [illegible] শাখা-প্রশাখা ও পত্রাদির দ্বারা উহা সুশোভিত হইতেছে,—আবার এক ঋতুতে উহা ফল বা ফুল ধারণ করিতেছে,—অতঃপর কিছুদিনের জন্য বিরাম লাভ করিতেছে। বৃদ্ধির অবস্থায় উহাকে দেখিলে তেজাল বলিয়া মনে হয়,—ফল বা ফুলের সময়ে প্রফুল্ল মনে হয়,—আবার বিরামের সময়ে সাতিশয় নির্জ্জীব বলিয়া ধারণা হয়। এই শেষ সময়টা যেন উদ্ভিদের ধ্যান-মগ্নাবস্থা। উদ্ভিদের বাল্যাবস্থায় উল্লিখিত তিনটী কার্য্য দেখা যায় না—তখন কেবল বৃদ্ধি ও বিরাম,—এই দুই কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে অপর অবস্থাটীর অর্থাৎ ফলনশীলতার অবস্থাটীর আবির্ভাব হয়। বৃদ্ধির অবস্থায় উদ্ভিদ আপন শরীরকে পরিপুষ্ট করে,—কোথায় কোন শাখাটী নষ্ট হইয়াছে, তাহা হয়ত মেরামত করিবার জন্য সেখানে একটী শাখা বা উপশাখা বাহির করে,—কোন খানে হয়ত সাতিশয় রৌদ্র লাগে, সে স্থানটী ঢাকিবার জন্য সেখানে কতকগুলি পত্রবিন্যাস করিয়া দেয় ইত্যাদি,—অনেক কাজ করিতে হয়। তাহা ব্যতীত, শাখা প্রশাখা মূলাগ্রভাগ সকলকেও স্বীয় শক্তিমত পরিবর্দ্ধিত করিয়া লয় এ অবস্থায় ইহার যাহা কিছু শক্তি, তাহা স্বীয়-অঙ্গবর্দ্ধনে নিয়োজিত হয়। উদ্ভিদের বর্দ্ধনোন্মুখ অবস্থায় ভূগর্ভস্থিত মূল ও শাখা শিকড়গণের কার্য্য অতি দ্রুতভাবে চলিয়া থাকে,—এই সময়ে শিকড়েও অনেক শাখা প্রশাখাও বিনির্গত হইয়া থাকে। শিকড়ের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য যেমন বাড়িতে থাকে, বৃক্ষের উপরিভাগও তদনুসারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শিকড়ই উদ্ভিদের রস সংগ্রহের একমাত্র অবলম্বন; সুতরাং শিকড়ের বৃদ্ধি অনুসারে গাছেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উদ্ভিদের শাখা-শিকড় হইতে পার্শ্বদেশে বহুপরিমাণে সূত্রবৎ সূক্ষ্ম শিকড় জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগকে "Lateral roots" কহে। এই সূত্র শিকড়ের সাহায্যেই উদ্ভিদ ফুল ফল ধারণ করিতে

সক্ষম হয়। এইবার বুঝিতে হইবে যে, উদ্ভিদকে বৃদ্ধিশীল, সরল স্বাস্থ্যসপন্ন করিতে হইলে, উহার শিকড়ের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, সে বিষয়ে যত্নশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রুগ্ন উদ্ভিদে শিকড়ের বৃদ্ধি ও কার্য্যস্থগিতাবস্থায় থাকে, তন্নিবন্ধন বৃক্ষাবয়ব শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়; পত্রাদির বর্ণোজ্জ্বল্য হ্রাস পাইয়া হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে পত্রের সংখ্যাও অনেক সময় স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হয়,—অনেক পাতা কুঞ্চিত হইয়া যায়। স্বাস্থ্যহীন ও রুগ্ন গাছের এইগুলি বিশেষ লক্ষণ। ঈদৃশ গাছে আদৌ ফল ধরিতে দেওয়া উচিত নহে। ফল ধরিবার কিছু পূর্ব্বে ইহার পাটতদ্বির হইলে, গাছে ফল ফলিতে পারে; কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নহে। কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হওয়ায় গাছে ফল বা মুকুল দেখা দিবে,—তাহা অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা গাছ আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সকল সময়ে গাছে ফল আনয়ন করিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না,—গাছকে যথাসময়ে নিয়মিত পাট করিলে—যাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তৎপ্রতি যত্ন করিলে, সকল গাছই স্বভাবতঃ ফল প্রদানে চেষ্টা করে, তবে যে অনেক সময়ে সরল ও নীরোগ গাছ ফল ধারণ করে না, তাহার স্বতন্ত্র কারণ আছে এবং তাহার প্রতিকারেরও স্বতন্ত্র নিয়ম বা উপায় আছে।

বৃক্ষের যেরূপ পরিমাণ বয়ঃক্রম ও বৃদ্ধি, উহাতে তদনুরূপ ফল হওয়া উচিত। অতিরিক্ত ফল হইলে সকল ফল সমভাবে পরিপুষ্ট হইবার উপযুক্ত পরিমাণ রস আহরণ করিতে পারে না; বৃক্ষও যথাপরিমাণে ফলগুলিকে রস যোগাইয়া উঠিতে পারে না। যে ছাগলের একটী শাবক হয়, সে তাহায় একমাত্র বৎসকে তাবৎ দুগ্ধই প্রদান করে, তাবৎ যত্নই তাহাতে প্রয়োগ করে; ফলতঃ তাহা হৃষ্টপুষ্ট হয়। কিন্তু যে ছাগলের একাধিক বৎস জন্মে, সে সকল বৎসকে কোনক্রমেই সমভাবে লালন পালন করিতে পারে না; বৎসের সংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়া তাহার আহারের পরিমাণ বাড়িতে পারে না। আহারের পরিমাণ না বাড়িলে দুগ্ধের পরিমাণ বাড়িবে কিরূপে? দুগ্ধের পরিমাণ না বাড়িলে,—কাজেই বৎসদিগকে স্তন্যদুগ্ধটুকু কয় জনে ভাগ করিয়া পান করিতে হয়, কিম্বা মাতা তাহাদিগকে ভাগ করিয়া পান করায়। আবার ইহাদিগের মধ্যে যে বৎসটী অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ, সে জোর-জবরদস্তি করিয়া, অধিক দুগ্ধ পান করিয়া লয় এবং অপর সকলের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়া থাকে। একটী আম্রবৃক্ষে যদি পাঁচ শত ফল ধরিয়া থাকে এবং তাহার অর্দ্ধেকগুলিকে যদি শৈশবাবস্থায় ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অবশিষ্টগুলি সমধিক পরিমাণে পুষ্টিলাভ করিবে, বড় হইবে,—সবল হইবে,—আর আস্বাদাদি গুণেরও বৃদ্ধি হইবে। এই কারণে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে হইলে—গাছের ফল ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভাল। গাছে ফল ফলিতেছে না কেন,—ঈদৃশ নালিশ আমরা প্রায়ই শ্রুত হইয়া থাকি। নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত না হইলে, গাছ কেন ফল প্রদান করিবে? বল প্রয়োগ করিলে কাজ হয় না। গাছ রোপণ করিয়াই ফলের জন্য ধামা পাতিয়া থাকিলে চলিবে কেন? গাছকে বাড়িতে দাও,—হৃষ্টপুষ্ট হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিতে দাও। কৌতুকপ্রিয় কোন কোন ব্যক্তি অভিনবত্ব দেখিবার বা দেখাইবার নিমিত্ত, অপরিণত বয়স্ক উদ্ভিদকে ফল ধারণ করিতে দেন,—আমরা কিন্তু ইহার পক্ষপাতী হইতে পারি না। আম্র, লিচু প্রভৃতি অনেক কলমের গাছেই দুই এক বৎসরের মধ্যে দুই দশটা ফল ধরিতে দেখা যায়। আমরা আগ্রহ সহকারে তাহা ভাঙ্গিয়া দিই, পাছে গাছের বলক্ষয় হয়! কাঁচা

বাঁশে ঘুণ ধরিলে, যেমন সে বাঁশ অকর্ম্মণ্য বা অনতি-দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সেইরূপ অল্প বয়সের গাছে ফল ধরিতে দিলে, তাহা বড় তেজাল ও ফলন্ত হইতে পারে না। ছোট গাছের শিকড় সকল সাতিশয় ক্রিয়াশীল,—ফলতঃ যথেষ্ট রস আহরণ করিয়া ফলকে আপাততঃ পোষণ করিতে পারে; এ জন্য চারা গাছ হইতে বড় একটা ফল আপনা হইতে ঝরিয়া পড়ে না। বড় বড় গাছে রাশি রাশি ফল হয়; কিন্তু তাহার অর্দ্ধেক কি ততোধিক ঝরিয়া যায়। বৃক্ষটি যতগুলিকে পোষণ করিতে পারিবে, কেবল ততগুলি গাছে থাকে। তাহার মধ্য হইতেও আবার কত শত ফল বাতাসে পড়িয়া যায়, রৌদ্রের তেজে বোঁটা শুকাইয়া যাওয়ায় খসিয়া যায়। ঈদৃশ নানা কারণে বড় গাছে অধিক ফল থাকিতে পারে না,—যেগুলি ঝড়তি-পড়তি-বাদ গাছে থাকিয়া যায়, তাহারা দিন দিন বাড়িতে থাকে। যে বৎসর এইরূপে গাছের ফল সমধিক পরিমাণে পড়িতে না পায়, সে ফল প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। অগণ্য রাশি রাশি ফলের অপেক্ষা বড়, সুমিষ্ট,—সুস্বাদু ফল,—অল্প হইলেও, কি স্পৃহনীয় নহে? তবে আমরা ইহাও বলিয়া রাখি যে, গাছের যথারীতি তোয়াজ হইলে, মাটিতে রস বা সার না থাকিলে, যদি ফল ঝরিয়া যায়, তাহা হইলে, যাহাতে এরূপ না হইতে পারে, তাহার সাধ্যমত ব্যবস্থা করা উচিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাগানের যত্নরক্ষিত গাছ হইতে যদি ফল ঝরিতে থাকে, তাহার জন্য হা-হুতাশ করিবার আবশ্যক নাই। এরূপ অবস্থায় যে ফল পড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে বুঝিবে যে, উদ্ভিদ আপনার শক্তিকে গুছাইয়া লইতেছে; যাহাকে পোষণ করিতে পারিবে না, তাহাকেই বর্জ্জন করিতেছে; সুতরাং তাহা উহার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া জানিতে হইবে।—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

Prevention of Crop-parasites.

(১২৯ পৃষ্ঠার পর।)

1st—Rotation.—If you go into a paddy field and look minutely for the principal parasites which affect it specially and prove at times very destructive, you will find nearly every one of them present. You will find a few heads here and there affected with ustilago fungus, you will be able to spot a few Gandi-pokas (leptocorissas), a few grasshoppers (hieroglyphus furcifer) and a few hispas. The cultivator does not notice them, nor does he know that they are doing a little damage to his crop, but the damage is not perceptible so long as the parasites are few in number. There is tendency for all organisms, vegetable or animal, parasitic or non-parasitic, to grow and multiply. Parasites however are unable to grow and multiply without proper hosts. The hispa will feed on paddy leaves but not on jute or maize leaves. The paddy ustilago will grow on paddy but not on Kalai or sugar-cane. Therefore if you grow paddy year afer year on the same field there is always the tendency for the parasites of the paddy crop gradually to grow and multiply until they begin to do appreciable harm and finally prove most destructive to the paddy crop of a whole locality, or a whole district or a whole country. When once a parasite gets the upper-hand it multiplies most enormously and it is then generally that the cultivator notices it and he thinks it is a providential visit, a miraculous and spontaneous vistation. I do not say the parasites are bound steadily to

multiply if the same crop is grown on the sam: graound year after year. There are certain natural enemies of the parasites. Ants and birds and rats, for instance, destroy a good many grubs, floods do a lot of good, and the strong rays of the tropical sun are destructive of fungoid germs. But in the struggle for existence the parasites do sometimes get the upper-hand and then multiply by leaps and bounds in spite of their enemies. If a Kalai crop however, succee s a rice corp and sugarcane succeeds the Kalai, and Arahar the sugar-cane, and rice the Arahar, and potatoes the rice, and so on, each field would have the same crop on it only once four or five years. Under such a system of cropping the parasites do not get hosts ready for them, and for want of suitable hosts then die. Of course where an insect flies a good distance and lays eggs on the leaves or stems of plants and the larvæ from the eggs hatch out and begin their work of destruction, growing one crop on one plot one year and the same crop on another plot not far removed the next year, does little good. Even in the case of fungoid diseases this remark applies. Chillies were affected fot several years running with a fungoid disease in the Berhampur Jail garden. Trying to grow Chillies in different parts of the garden did not succeed. The cultivation was stopped altogether for two yers, and afterwards the crop did all right. So some years it may be necessary to give up growing a particular crop altogether when a particular parasite gets the upper-hand. The chief difficulty about adopting a proper course of rotatian in this country is that the ordinary raiyat grows so few crops. But even with the crops he does grow, such as rice, Arahar, jute, sugar-cane, Kalai, mustard and maize, if he invariably and systematically recognises the principle of rotation, he can always half win his battle with parasites.

2nd—Tillage.—Of preventive measures this is of first importance. The object would be to expose the soil to the action of the sun, and to the attack of birds and ants, and also to keep the nests of the parasites constantly stirred. If you were to dig a bit of fallow land you will find it full of tunnels made by all sorts of animals and among them you will find cockchafers perhaps the most destructive of all insects. Cockchafers doing its work of destruction at night in the plains Bengal we are not so familar with them, but fallow land is full of tunnels made by the grubs of cockchafers which remain in the grub state for 3 or 4 years hidden under ground, drawing their nourishment at the expense of roots of plants. Arable land is not so full of these tunnels, still there are a good many of them always in land which lies undisturbed for any length of time. After a crop is harvested

land should be at once ploughed up if it is possible to do so whether any thing is to be sown at that time or not. If the soil is too hard and unworkable at the time then wait till the first shower of rain and then plough. It rarely happens that there is no good shower of rain to help this preparatory cultivation between December and April. This preparatory culivation not only disturbs the nests of the parasites and expose them to the attack of bird &c., but aerification of the soil for a long time actually makes it more productive. This latter principle is understood by some good cultivators who plough their fields for the rice corp in the cold weather *i.e.*, good many months before actual sowing. But the majority of cultivators till the soil immediately before sowing. Hoeing or stirring the land after seedlings have come up is also of great importance in disturbing the nests of insects and exposing them to the attack of birds. To the ordinary cultivator, it seems foolish to plough the land 4 or 5 months before-hand and to continue the ploughing say once a month until the sowing time, and as to hoeing (as distinct from weeding) *i.e.*, simply sitrring the soil in between the rows of plants, it is practically unknown in Bengal. For preventing insect pests these tillage operations are of immense importance.

3rd.—Hurdling.—The use of hurdles is unknown in Bengal. Cattle should not be kept tied up always in the same place. This is a fruitfull cause of epidemics among cattle. If they are hurdled now in one part of the field now in another, one year in one portion of the farmer's field which is left fallow and cattle hurdled in here now in one spot and now in another, another year, another portion left fallow and cattle hurdled there now in one spot and now in another ; this is a principle of European farming that can be imitated with great advantage in this country. It not only gives rest and fertility to different portions of the farm successively, it is not only healthier for the cattle, but the system is a great safeguard against the muliplication of crop parasites. Insects can not harbour securely or lay eggs undisturbed in a spot of land every inch of which is liable to be constantly trodden under the feet of cattle. In fact where a farm is carefully tilled and fallowed, the insects congregate only at the borders and hedges and it is of great inportance therefore to keep these borders and hedges occasionally disturbed by clearing and clipping and to have the fields as large as possible and not have to many borders. Where cattle are hurdled in they should get oil-cake and chaff there to eat and not in the regular cow-house except when necessary in inclement weather. Even in the rainy season Bengal cattle may be kept out all day with impunity.

Hurdling in of poultry in fields tilled for cropping and again when the plants are over a foot high after hoeing is a very effective method of avoiding insect-pests. Farmers in Europe and America are recommended to keep poultry as a means of avoiding insect pests and of getting rid of them at an advanced stage in the growth of crops. Fowls go on scratching the ground and picking of groub in a manner impossible with human labourers if any body could ever dream of employing labourers for picking groubs of parasites. It does not do, of course, to hurdle in poultry on a field when the plants are still very short as poultry are most destructive to seedlings. But immediately before sowing and after the plants are a foot high hurdling in of poulrty does much more good than harm. It is healthier for the poultry also, to be hurdled in at different portions of the farm instead of being cooped up in the same poultry house and yard, year in and year out. It saves the master a good deal of corn also if his poultry are allowed to pick food at their choise from his fields.—*To be Continued.*

মর্ম্মার্থ নিম্নে দেওয়া গেল।—

১। রোটেশন (ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শস্যের আবাদ):—কোন একটী ধান্যক্ষেত্রে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিবে বিভিন্ন জাতীয় পোকা ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে অধিকার করিয়া আছে। কোন খানে ফড়িং ও গণ্ডিপোকা, কোথাও বা কয়েকটা হিস্পা দেখিতে পাইবে। কিন্তু সকল প্রকার পোকার জীবন এক প্রকার শস্যের উপর নির্ভর করে না, সকল পোকা এক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় না। হিস্পা ধানের পাতা খাইয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে কিন্তু পাটের ও ভুট্টার পাতা খায় না। 'ধানের গু' ধানক্ষেত্রেই জন্মায় কিন্তু কলাই বা ইক্ষু ক্ষেত্রে তাহা বাড়ে না। বার বার একপ্রকার শস্যের আবাদ করিলে যে, পোকায় ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিবে এ কথা নিশ্চিত বলা যায় না তবে যদি কোন এক প্রকার পোকা ধরে, যদি তাহারা একবার বাসা জমকাইয়া লইতে পারে তখন তাহাদের এরূপভাবে বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে যে তখন থামান দায় হয়। পোকাদের অনেক শত্রু অছে যথা পক্ষী, ইন্দুর এবং পিপীলিকা। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া একবার বাড়িতে পায় তখন তাহাদের তাড়ান সহজ নহে। ঐ সকল নানা কারণে বুঝা যায় যদি এক জমিতে বিভিন্ন প্রকার শস্য আবাদ হয় তাহা হইলে পোকার উপদ্রবের আশঙ্কা অনেকটা কম থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ক্ষেত্রে ধানের পর কলাই, কলাইয়ের পর ইক্ষু এরূপ ক্রমান্বয়ে চাষ করা যায় এবং ইক্ষুক্ষেত্রে অড়হরের, অড়হরক্ষেত্রে ধান এবং ধান তুলিয়া আলুর চাষ করা যায়, আর চারি বা পাঁচ বৎসর অন্তর একটা ফসল আবাদ হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের বিশেষ মঙ্গল হয়। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন জাতীয় পোকা সকল প্রকৃষ্ট খাদ্যাভাবে নিশ্চিত মরিয়া যাইবে। কিন্তু এরূপ করিয়াও উড়ন্ত পতঙ্গদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায় না। তাহারা এ ক্ষেত্রে এবারে ডিম পাড়িল এবং পর বৎসর উড়িয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী কোন ক্ষেত্রে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিল। অন্য পোকা কিন্তু এপ্রকারে ভিন্ন ক্ষেত্র আক্রমণ করিতে পারে না। বহরমপুর জেল-বাগানে লঙ্কাক্ষেত্রে একবার ধসাপোকা লাগিয়াছিল, বাগানের

ভিন্নভিন্ন স্থানে লঙ্কাচাষ করিয়া কোন লাভজনক ফল হইত না। সেই জন্য দুই বৎসর কাল লঙ্কা চাষ বন্ধ করা হইল। তারপর আবার লঙ্কা চাষ বেশ হইতে লাগিল। কোন ফসলের আবাদ দুই একবার করিয়া দুই এক বৎসর বন্ধ দিলে সুফল হয়। এ দেশের চাষীরা একটী দুইটী ফসল উৎপন্ন করে মাত্র সেই জন্য তাহাদের পক্ষে ফসলের এরূপ ক্রমিক চাষ ঘটিয়া উঠে না। যাহা হউক যদি অরহর, পাট, ইক্ষু, কলাই, সরিষা, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের উক্ত প্রকারে ক্রমিক আবাদ করিতে থাকে তাহা হইলেও অনেকটা কাজ হয়।

২। কর্ষণ (Tillage) :—পোকা আক্রমণ নিবারণের ইহা একটী প্রধান উপায়। কর্ষণ করিলে মৃত্তিকার নিম্নস্তরে সূর্য্যের উত্তাপ পায়, পোকার বাসা ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে পক্ষী ও পিপীলিকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। কোন একটী পতিত জমির এক অংশ খনন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ককচেফারস্ (Cockchafers) নামক শস্যহানিকর পোকা মৃত্তিকা মধ্যে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। তাহারা মাটির ভিতরেই থাকে, বড় একটা বাহিরে আসে না এবং গাছের মূল খাইয়া পুষ্ট হয়। ক্ষেত্র হইতে যে কোন ফসল উঠাইয়া লইবার পরই ক্ষেত্র কর্ষণ করা উচিত। যদি তখন মাটি বড় কঠিন থাকে তাহা হইলে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া মাটি নরম হইলে কর্ষণ করা উচিত। ফসল আবাদ করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে কর্ষণ করিলে যে শুধু মাটিতে উত্তাপ পায় ও পক্ষী ও পিপীলিকা দ্বারা পোকা নষ্ট করিবার সুবিধা হয় এমন নহে। বায়ু সংযোগ হওয়ায় জমির উর্ব্বরতা শক্তি বাড়ে। অনেক বিচক্ষণ চাষী এই জন্য শীতকালে ধান জমিতে ২।১ বার চাষ দিয়া রাখে। সাধারণতঃ চাষীরা কিন্তু এ তথ্য জানে না। শস্য আবাদ করিয়াও শস্য-সারের মাঝের ভূমি নিড়ানি দ্বারা মাঝে মাঝে খুসিয়া দেওয়া যে কত উপকারী তাহা বাঙ্গালার চাষীরা বুঝে না। বারম্বার ভূমি কর্ষণ করা পোকার আক্রমণ নিবারণের একটী প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা কিন্তু মনে রাখা উচিত।

৩। ভূমীগতে পশু বন্ধন Hurdling :—বাঙ্গালা দেশে এ প্রকারে পশু-পক্ষী বন্ধনের উপকারিতা কেহ জ্ঞাত নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এক স্থানেঅধিক দিন ধরিয়া গবাদি পশু বাঁধিয়া রাখিলে তাহাদের মধ্যে সংক্রামক রোগ দেখা যায়। প্রত্যেকবৎসর এক একটা জমিতে কোন ফসল আবাদ না করিয়া ফেলিয়া রাখা উচিত এবং কতকদিন তাহার এক অংশে, কতকদিন তাহার অন্য অংশে গবাদি পশু ও হাঁস মোরগাদি পক্ষীর আবাস স্থান নির্দ্দেশ করা উচিত। জমি ২।১ বৎসর এইরূপে ফেলিয়া রাখিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয় ও পশু-পক্ষিগণেরও মধ্যে রোগ কম হয়। তা-ছাড়া ইহাতে পোকার উপদ্রব নিবারিত হয়। যেখানে পশু-পক্ষী বাঁধা থাকে সেখানে পোকা সকল নিরুপদ্রবে বাসা বাঁধিতে বা ডিম পাড়িতে পায় না এবং জমির তিল পরিমিত স্থানও খুর দ্বারা দলিত হওয়ায় কত পোকা পতঙ্গ পিষ্ট হইয়া মরিয়া যায়। যে সব জমি এইরূপে ফেলিয়া রাখা হয় ও যাহাতে পশু বন্ধন করা হয় তাহার মাঝে পোকা একেবারেই দেখা যায় না। পোকাসকল জমির আইল বা বেড়ায় যাইয়া আশ্রয় লয়। এখন যদি আইলগুলি পরিষ্কার রাখা যায় বা বেড়া ছাটিয়া কাটিয়া রাখা যায় তাহা হইলে পোকার উপদ্রব প্রশমিত হইতে পারে। যেখানে গবাদি পশু বাঁধা হইল সেইখানেই তাহাদিগকে খোল ভুষি খাইতে দিলে ভাল হয় কারণ তাহাদের মুখভ্রষ্ট খোল ভুষিতে জমির উর্ব্বরতা শক্তির বহুগুণ বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালা দেশে বর্ষার কয়েক

দিন বাদে গবাদি পশু গোয়ালে বা খোঁয়াড়ে না রাখিয়া বাহিরের জমিতে রাখা যাইতে পারে। আমাদের দেশের চাষীরা কিন্তু প্রত্যেকে সামান্য পরিমাণ ভূমি চাষ করে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে য়ুরোপীয় চাষীগণের অনুকরণে এক বৎসর এক একটী জমি ফেলিয়া রাখা ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং ফসল আবাদ করিবার পূর্ব্বে জমিতে চাষ দিয়া এবং যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শস্য ১ ফুট উচ্চ হইয়া উঠে তখন তাহাতে হাঁস মোরোগাদি রাখিয়া দেওয়া উচিত। অঙ্কুর যখন ছোট ছোট থাকে তখন ঐ সকল পক্ষী গাছ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। আমেরিকা ও য়ুরোপের চাষিরা এইরূপে অনেকে পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়। পক্ষিতে এমনভাবে জমি পা দ্বারা আঁচড়ায় ও ঠোঁট দিয়া খুসিতে থাকে যে মানুষে সে রকম পারে না। ইহাতে পোকার বাসা ভাঙ্গিয়া যাওয়া সম্ভব। গাছ বড় না হইলে যদি ক্ষেত্রে পোকার উপদ্রব দেখা যায় তাহা হইলে ঐ সকল পক্ষী দ্বারা পোকা ভক্ষিত হইতে পারে।—ক্রমশঃ।

শ্বেত-সার।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্বেত সার কি ?

শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র দে আমাকে পালোর বিষয় লিখিতে বলিয়াছিলেন। তাহার পর, আমার বিলম্ব দেখিয়া, তিনি নিজেই এই সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কৃষি-কার্য্য সম্বন্ধে প্রবোধ বাবু অতি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, সকলে অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কৃষি বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, তাহাতে আমা অপেক্ষা তিনি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন। তাঁহার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইতে পারিবে। পালো বিষয়ে প্রবোধ বাবু নিজেই লিখিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে বলিবার আর কিছু বাকী নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কেবল কয়েকটী অল্প কথা আমি বলিব।

রাসায়নিক ভাষায় পালোকে শ্বেত-সার বলে। উদ্ভিদ-শরীরে ইহা সঞ্চিত হয়। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের বীজে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। মূলের ন্যায় বস্তু,—যেমন গোল আলু, রাঙ্গা আলু, ওল, আরোরুট,—এ সকল বস্তুতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাল জাতীয় বৃক্ষেও ইহা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছের মাথি শ্বেত-সার ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাবু-দানাও শ্বেত-সার ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক প্রকার তাল গাছ হইতে সাবু-দানা সংগৃহীত হয়।

চাউলের বারো আনা ভাগ শ্বেত-সার। একখণ্ড কাপড়ে চাউলের গুঁড়া বাঁধিয়া পুটুলিটী ক্রমাগত জলে ধুইলে, তাহার ভিতর হইতে এক প্রকার শ্বেতবর্ণের পদার্থ নির্গত হয় এবং জলটী দুধের ন্যায় সাদা হইয়া যায়। অশ্বত্থামার মা ইহাই ছেলেকে দুধ বলিয়া খাইতে দিয়াছিলেন। চাউল হইতে এই যে শ্বেতবর্ণের পদার্থ নির্গত হয়, উহাই শ্বেত-সার। সুতরাং শ্বেত-সার প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার নহে। চাউল, মকাই, আলু, আরোরুট প্রভৃতি বস্তুকে প্রথম চূর্ণ করিয়া, তাহার পর বার বার জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া, অবশেষে শুষ্ক করিলেই শ্বেত-সার হয়। অধিক পরিমাণে শ্বেত-সার প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কল আছে। চাউল-চূর্ণ-পূর্ণ পুটুলি জলে ক্রমাগত ধুইলে, তাহার ভিতর অবশিষ্ট আর কিছু রহিয়া যায় না। সে জন্য বুঝিতে হইবে যে, শ্বেত-সার ব্যতীত চাউলে অন্য কোন পদার্থ বড় আর কিছু নাই। গমের ময়দাও পুটুলি বাঁধিয়া এইরূপে জলে ধুইলে, তাহা হইতে

শ্বেত-সার নির্গত হয়। ময়দা ধুইলে কিন্তু শেষকালে পুঁটুলিতে আর একটী পদার্থ লাগিয়া থাকে। আটার মত ইহা কিছু চটচটে। এই পদার্থকে গুলুটেন বলে। চাউলের গুলুটেন অতি সামান্যভাবে থাকে। যব, মকাই, জোয়ার, বাজরা এই সমস্ত ঘাসের বীজও শ্বেত-সার দিয়া গঠিত। এ সমুদায় বস্তুতেও গুলুটেন অতি সামান্যভাবে থাকে। গোল আলু, রাঙা আলু প্রভৃতি পদার্থও শ্বেত-সার দিয়া গঠিত। ইহাতে গুলুটেন নাই, বলিলেই হয়। আলুতে জলের ভাগ অধিক। আলুর প্রায় বারো আনা জল।

খরিদদার কোথায়?

আট বৎসর পূর্ব্বে আমি শিল্প-সমিতিকে রাঙা আলু ও আরোরুট হইতে শ্বেত-সার বাহির করিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিয়াছিলাম। কানাডা নামক এক প্রকার বিদেশীয় শ্বেত-সার-পূর্ণ মূলেরও চাষ করিতে বলিয়াছিলাম গোল আলু হইতে আমি শ্বেত-সার বাহির করিবার পরামর্শ দিই নাই। গোল আলু হইতে পালো বাহির করিতে, আমার বোধ হয়, খরচ অধিক পড়িবে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কথা এই যে, পালো করিয়া হবে কি? কে তাহা খরিদ করিবে, কোথায় তাহা বিক্রয় করিব? শ্বেত-সার হইতে বিলাতে মদ হয়, কাপড়ের কলপ হয়, আটা হয়, কৃত্রিম হস্তী-দন্ত হয়। সেখানে এ বস্তুর খরিদদার আছে। আমাদের দেশে ইহার খরিদার নাই। কোন একটী নূতন বস্তু চালাইতে হইলে, নিজে বিক্রয় স্থানে গিয়া অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। সেই জন্য বিলাত ও আমেরিকার লোক আপন আপন দ্রব্যাদি লইয়া, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। সেই জন্য এক ঘড়িওয়ালা আড়াই টাকায় এক একটী ঘড়ি বেচিয়া কলিকাতায় লালদিঘীর ধারে রাজভবন-সদৃশ বৃহৎ একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ অট্টালিকা তাঁহাদের বোধ হয়, পৃথিবীর সকল নগরেই আছে। কিন্তু আমাদের কোন একটা নূতন কাজে হাত দিবার যো নাই। কি বিদ্যা, কি জ্ঞান, কি ধন-উপার্জ্জন করিতে আমরা বিদেশে যাইতে পারি না। বিদেশে গমন করিলে আমাদের জাতি যায়। কেরাণিগিরি দুর্লভ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং কুলিবৃত্তি ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় নাই। অমৃত বাজার পত্রিকা সম্প্রতি হিসাব দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের ভদ্রলোকগণ ক্রমে নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক আমার উপদেশ এই যে কোন একটা নূতন বস্তু প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, সে দ্রব্যের খরিদদার আছে কি না, অথবা তাহার খরিদদার করিতে পারিব কি না। আরোরুটের খরিদদার এ দেশে আছে। সে জন্য বঙ্গবাসীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইহার চাষ করিতেছেন। যদি কাহারও বীজের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আগামী বৎসর তিনি তাহা দিতে পারিবেন। বীজ অবশ্য দাম দিয়া কিনিতে হইবে।

আমাদের আহার।

চাউল, গম প্রভৃতি বস্তু প্রধানতঃ শ্বেত সার দিয়া গঠিত। সুতরাং শ্বেত-সার মানুষের প্রধান খাদ্য। ধান, গম প্রভৃতি বীজ হইতে উদ্ভিদদিগের সন্তান উৎপন্ন হইয়া, অর্থাৎ বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া, তরুণ অবস্থায় ইহা দ্বারা প্রতিপালিত হইবে, সে জন্য উদ্ভিদগণ এই শ্বেত-সার সঞ্চিত করিয়া রাখে। গো-বৎসকে বঞ্চিত করিয়া মানুষ যেরূপ গরুর দুগ্ধ অপহরণ করে, সেইরূপ উদ্ভিদ শিশুদিগকে ভ্রূণ অবস্থায় বধ করিয়া, তাহার খাদ্য দ্বারা, আমরা আপনাদিগের শরীর পোষণ করি। মানুষ-শরীর পোষণের নিমিত্ত এই কয় প্রকার বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন; (১) যাহাতে মাংস গঠিত হয়; (২) যাহাতে অস্থি হয়; (৩) যাহাতে

শরীরে উত্তাপ ও শক্তি হয়। এই কয় বস্তু ব্যতীত জলও অনেক পান করিতে হয়। গমে যে আটার ন্যায় পদার্থ থাকে, যাহাকে গ্লুটেন বলে, তাহা দ্বারা মাংস গঠিত হয়। চাউলে সে পদার্থ অতি অল্প-পরিমাণে থাকে; সে জন্য চাউলে গুড় দিয়া আমরা রুটি করিতে পারি না। চাউলে এই পদার্থ অধিক নাই সে জন্য মাংস-গঠনের উপযোগী পদার্থ চাউলে ভালরূপ পাই না। দালে এ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে, এজন্য ভাতের সহিত আমরা দাল ভক্ষণ করি। তরকারীতে হাড় গঠনের উপযোগী পদার্থ থাকে। চাউলের শ্বেত-সার উত্তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়; তৈল ও ঘৃত হইতেও উত্তাপের উৎপত্তি হয়। আমাদের শরীরে মাংস, অস্থি, শক্তি প্রভৃতি সর্ব্বদাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। আহার দ্বারা সেই ক্ষয় দিন দিন পূরণ হইতেছে। ভাত হইতে শক্তি, তৈল ও ঘৃত হইতে উত্তাপ, দাল হইতে মাংস, তরকারী হইতে অস্থি অহরহ মনুষ্য শরীরে উৎপাদিত হইতেছে।

মুখের লালা।

কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আহার,—শরীরের ভিতর পরিপাক না হইলে, এ সব কাজ কিছুই হয় না। শরীরের ভিতর পাকযন্ত্রে আহার পিষ্ট না হইয়া প্রথম তরল অবস্থায় পরিণত হয়। সেই বস্তু তার পর রক্তে পরিণত হইয়া, শরীরের নানাস্থান পোষণ করে। আহার তরল না হইলে তাহার দ্বারা শরীর পরিপোষিত হয় না। কিন্তু আমাদের প্রধান আহার—শ্বেত-সার। ইনি সামান্য জলে দ্রবীভূত হইয়া তরল অবস্থায় পরিণত হন না। আহার করিবার সময় মুখের ভিতর ভাত যখন চর্ব্বিত হয়, তখন ইহার সহিত মুখের লালা মিশ্রিত হইয়া যায়। লালার গুণে শ্বেত-সার চিনিতে পরিণত হয়। চিনি জলে গলিয়া যায়। সুতরাং আমরা যে ভাত খাই, প্রথম চিনিতে তাহা পরিণত না হইলে, শরীরের কোন কাজেই লাগে না। সে জন্য ভাত মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভাতে জল দিয়া ফেলিয়া রাখিলেও, ইহার শ্বেত-সার, বায়ুস্থিত এক প্রকার বীজাণুর সহায়তায়, প্রথম চিনিতে পরিণত হয়, তাহার পর সেই চিনি সুরায় পরিণত হয়। ভাত হইতে পচই অথবা মদ প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথম ইহাকে চিনিতে পরিণত করা চাই। গন্ধকের দ্রাবক যোগেও শ্বেত-সারকে চিনিতে পরিণত করিতে পারা যায়। সেই জন্য গন্ধকের দ্রাবকের সহায়তায় পরিত্যক্ত নেকড়া প্রভৃতি উদ্ভিদজাত পদার্থ হইতে চিনি ও মদ প্রস্তুত হয়।

চিবাইবার চাকর।

আপন আপন সন্তান প্রতিপালনের নিমিত্ত উদ্ভিদ গণ বীজে, পক্ষীগণ ডিম্বে, গো মহিষ প্রভৃতি পশুগণ স্তনে যে খাদ্য সঞ্চয় করে, মানুষ তাহা অপহরণ করিয়া স্বদেহ পরিপোষণ করে। খাদ্য পরিপাকের নিমিত্ত পশুগণ উদরের ভিতর যে বস্তু সঞ্চয় করে, তাহাও মানুষ ছাড়িয়া দেয় না। কোন কোন পশুর পিত্ত দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয়। আহার পরিপাকের নিমিত্ত পেপসিন নামক আর একটী পদার্থ জীবের উদরে সঞ্চিত হয়। শূকরের পেপসিন অজীর্ণরোগের একটী প্রধান ঔষধ। খাদ্য পরিপাকের নিমিত্ত মুখের লালাও নিতান্ত আবশ্যক। যদি ষাঁড়ের পিত্ত লইলাম, যদি শূকরের পেপসিন লইলাম, তাহা হইলে মুখের লালা লইতে দোষ কি?

নাম করিলেই আমাদের গা শিহরিয়া উঠে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে,—যাহারা অন্য লোকের মুখের লালা সাদরে ভক্ষণ করে। লালার গুণে শ্বেত-সার শীঘ্র চিনিতে পরিণত হয়; তাহার পর সেই চিনি তরল হইয়া, শরীর-পোষণের উপযোগী হয়। খাদ্যের সহিত শ্বেত-সার মিশ্রিত করিতে হইলে ভালরূপে চর্ব্বণ করা আবশ্যক। চর্ব্বণ করিতে

পরিশ্রম হয়। বড় মানুষ লোক কি এত পরিশ্রম করিতে পারেন? সে জন্য কোন কোন স্থানে বড় মানুষ লোক তাঁহাদের খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া দিবার নিমিত্ত চাকর নিযুক্ত করেন। সেই ভৃত্যেরা খাবার চিবাইয়া দেয়, তবে তাঁহারা ভক্ষণ করেন। শ্বেত সার চিনিতে পরিণত হইলে, তাহার পর ইহা হইতে সুরা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কোন কোন স্থানে শস্য প্রথমে ভালরূপ চর্ব্বণ করিয়া, তাহার পর তাহা হইতে লোকে সুরা প্রস্তুত করে। এ সম্বন্ধে আমার আরও কিছু বলিবার রহিল। বারান্তরে তাহা বলিব।

পেঁপে বৃক্ষ।

(PAPAYA or PAPAW FRUIT.)

দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (West Indies) পেঁপের আদিম জন্মস্থান—কিন্তু আমাদের দেশীয় জমি ও জল বায়ু বিশেষ অনুকূল হওয়ায়, উহা এখন এ দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আজকাল উহা আমাদের দেশীয় ফল মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

পেঁপে বিশেষ পরিপুষ্ট ও পাচক। ইউরোপীয় ডাক্তারেরা অধুনা ইহার আটা হইতে এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা অজীর্ণতা (Dyspepsia) রোগে বিশেষ উপকারী। পেঁপে গাছ হইতে দুগ্ধের ন্যায় যে আটা বাহির হয়, তাহাতে কাঁচা মাংস রাঁধিবার পূর্ব্বে ১০।১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিলে শীঘ্র গলিয়া যায়। নিতান্ত শক্ত মাংস সিদ্ধ করিবার জন্য অনেকে মাংসের সহিত কাঁচা পেঁপের আটা দিয়া থাকেন। ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিলে, পেঁপে গাছ হইতে বিশেষ লাভ হইতে পারে। জমিতে রোপণের ৮।৯ মাস কাল মধ্যেই উহা ফল উৎপাদন করে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পেঁপে অধিক জন্মে। প্রথম বৎসরের বৃক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট ফল জন্মে—গাছ পুরাতন হইলে ভাল ফল হয় না। কেহ কেহ বলেন—লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিলে প্রতিবৎসর ফল হইয়া গেলে, সেই গাছগুলি তুলিয়া তৎস্থানে নূতন গাছ রোপণ করিতে পারিলে ভাল হয়।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মাটি কোপাইয়া যথাবিধি পাট করিতে হয়। দোআঁশ মাটি ইহার বিশেষ উপযোগী। সুপক্ব, সুদ্গন্ধযুক্ত ও বড় আকারের ফলের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা উচিত। বীজের মধ্যে যে গুলি বড় বড় এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সেইগুলি বাছিয়া লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া করিয়া রাখিতে হয় পাতাসার মিশ্রিত হাল্কা মাটিতে গামলায় বা হাপোরে পাতো দিয়া বীজ রোপণ করা বিধেয়। ৭।৮ হাত অন্তর এক হাত গভীর এবং এক হাত চৌকা এক একটী মাদা প্রস্তুত করিয়া, পুরাতন গোবর সার, পুকুরের পাঁক, বা পোড়া মাটী দ্বারা ঐ মাদাগুলি ভরাট করিতে হয়। পরে চারাগুলি ৮।১০ অঙ্গুলি বড় হইলে আষাঢ় মাসের মধ্যে ঐ মাদায় এক একটী স্থায়ীভবে বসাইতে হয়।

পেঁপে দুই জাতীয়—এক প্রকার ফলন্ত অর্থাৎ স্ত্রী-জাতীয়, অপর প্রকার অফলন্ত অর্থাৎ পুংজাতি। স্ত্রী-জাতীয়গুলির বোঁট লম্বা হয় না এবং গাছের কাণ্ডেই ঈষৎ লম্বা ডাঁটায় ফল হয়। পুংজাতিগুলির লম্বা লম্বা ঝুরি হয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থোলো থোলো ফুল লম্বা ভারে ঝুলিতে থাকে। পুংজাতীয় বৃক্ষ রাখিয়া কোন ফল নাই। ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে স্ত্রী-জাতীয় বৃক্ষগুলির উপরে একবার তরল গোবর সার ঢালিয়া দিলে ভাল হয়। গাছের গোড়ায় কোনমতে জল না দাঁড়ায়, এজন্য গোড়ার মাটি উচ্চ করিয়া দেওয়া উচিত। গাছগুলি ৪।৫ হাত উচ্চ হইলে,

যদি উহাদের মস্তক ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে অনেক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হয় এবং ফলও অধিক পরিমাণে হয়। পেঁপে গাছে একেবারে অনেক ফল ধরে, একারণ উহাদের মধ্যে যেগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও খুব গায়ে গায়ে হয়, সেইগুলি প্রথমাবস্থায় ছিঁড়িয়া পাতলা করিয়া দিলে, অবশিষ্টগুলি সুপষ্ট ও আকারে বড় হয়। বর্ষা অতীত হইয়া গেলে, মধ্যে জল সেচন বিশেষ আবশ্যক, কারণ তাহাতে ফল বড় ও সুমিষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে পেঁপে গাছের আদৌ কেহ যত্ন করে না—তজ্জন্য আশানুযায়ী ফলও লাভ হয় না। পরিপুষ্ট ফল তুলিয়া অন্ততঃ একদিন ঘরে রাঁখিয়া ব্যবহার করা উচিত। কাঁচা অবস্থাতে ইহা হইতে নানা উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়।

কলিকাতার বাজারে ৴০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত কখনও কখনও এক একটী পেঁপে বিক্রয় হয়। প্রত্যেক গাছে যদি ৫০।৬০টী ভাল ফল জন্মে এবং গড়ে যদি ৵০ আনার হিসাবে বিক্রয় হয় তাহা হইলে প্রত্যেক গাছ হইতে প্রায় ৬।৭৲ টাকা হয়। অতএব এক শত গাছ থাকিলে খরচা বাদে অন্ততঃ ৩০০। ৩৫০৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে। এমন লাভজনক চাষ যত্নপূর্ব্বক করা উচিত নহে কি ?

শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস।

কৃষি-বিষয়ে পত্র।

"আপনার ১৭ই আগষ্ট তারিখের পত্রখানি পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলাম। কৃষি-বিষয়ে আপনার উৎসাহ ও চেষ্টা দেখিয়া বাস্তবিক প্রীতিলাভ করিয়াছি। অবিচ্ছিন্ন যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে, আপনি যে সঙ্কল্পিত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিবেন, সে বিষয়ে আমার বিশেষ ভরসা আছে।

আগতপ্রায় শীতঋতুতে আপনি যে দশ বিঘা জমিতে আলুর আবাদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার জন্য যে সম্ভাবিত ব্যয় হইবে, এবং তাহা হইতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, তাহার তালিকা অতি পরিপাটির সহিত প্রস্তুত হইয়াছে। ব্যয় সম্বন্ধে যে হার ধরিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিব না, কারণ উহা স্থানীয় বাজার দরের উপর নির্ভর করে। সুতরাং আপনার দেশের কুলি-মজুরের রোজ কত, জিনিষপত্রের বা মূল্য কিরূপ, তাহার বিষয় আমা অপেক্ষা আপনি নিজেই অধিক জানেন।

প্রথম কথা,—বীজ বপনের সময় সম্বন্ধে। আপনার তালিকায় দেখিতেছি যে, আপনি আশ্বিন মাসের ২৪।২৫ এ নাগাদ ক্ষেত্রে প্রথম চাষ দিবেন এবং ১লা অগ্রহায়ণ বীজ পুতিবেন। এ সম্বন্ধে আপনি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছেন। যদি ফলের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি না হইত, তাহা হইলে পশ্চাতে পড়িয়া গেলেও আমার কোন কথা ছিল না। আপনি যে সময় প্রথম চাষ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, আমি প্রায় সেই সময় বীজ রোপণ করিয়া থাকি। এ সময়ে বরষা প্রায় শেষ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাই বীজ বপনের প্রশস্ত সময়। ঠিক সময়ে বীজ পুতিলে ফসল অনেক দিন ক্ষেত্রে থাকিতে পায়। সুতরাং পাট-তদ্বির যথারীতি হইয়া থাকে। তাহার ফলে গাছের বৃদ্ধি অধিক হয়, ফসলও সমধিক হয়।

বীজ পুতিবার প্রায় এক পক্ষ পরে সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে। তবেই আপনার হিসাবমত অগ্রহায়ণের ১৫ই তারিখ হইতে টেনে-টুনে মাঘের শেষ পর্য্যন্ত ফসলকে ক্ষেতে থাকিতে দিতে পারিতেছে না। ফাল্গুন মাসের আরম্ভের সঙ্গে গরম বাতাস বহিতে আরম্ভ হয়,

সূর্য্যোত্তাপও প্রখর হইতে থাকে, সুতরাং আলুগাছও সেই সময় হইতে বিবর্ণ হইতে আরম্ভ করে। গাছ বিবর্ণ হইতে আরম্ভ হইলে তাহার বৃদ্ধি বন্ধ হয়। এই আড়াই মাস মধ্যে উদ্ভিদ আর কত বাড়িতে পারে? ধাতব পদার্থ হইলে পিটিয়া বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইতে পারিত। সার বা পাটের বাহুল্য হইলেই যে উহা অপরিমিত বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ আশা করা যায় না। আলু ফসল পূর্ণ চারি মাস কাল যাহাতে ক্ষেত্রে থাকিতে পায়, তাহার জন্য অগ্রে আবাদ আরম্ভ করা উচিত। আমার আলুর ক্ষেতে ইতিমধ্যে 'দোয়ার'-চাষ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আর যদি সুবিধা পাই তবে, ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে জমির যাবৎ কাজ সারিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছি।

আকাশের অবস্থা দেখিয়া যদি বুঝিতে পারি যে ১৫ই আশ্বিনের পর আর বৃষ্টি হইবে না, কিম্বা হইলেও সামান্য দুই এক পসলা হইবে, তাহা হইলে অনর্থক কালবিলম্ব না করিয়া ১৫ই তারিখের পর যত শীঘ্র পারি, বীজ বুনিব। এই সময়ে বীজ বুনিলে, বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। অধিক সময় পাইলে গাছও স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত হইবার অবসর পাইবেই, তা-ছাড়া যে সার প্রয়োগ করা যায়, তাহা কালবিলম্ব-হেতু দিন দিন বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইতে থাকে। সময় অল্প পাইলে, উহার সকল অংশ সাররূপে উদ্ভিদ-শরীরে ক্রিয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই, ফসলের অন্তিম দশা উপস্থিত হয়। ফলতঃ সে সময়ে গোড়ায় সার থাকিলেও কোন ফল না। মাটিতে সার দিবা মাত্র যে, উদ্ভিদগণ তাহা গ্রহণ করে, তাহা নহে। সার বা মৃত্তিকাস্থিত সারাংশ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মাংশে পরিণত হয়, যতক্ষণ না উহার রসমধ্যে মিশ্রিত হয়, ততক্ষণ উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। মানুষ বা অপর জীবজন্তুর ন্যায় যদি উহাদিগের মুখব্যাদন করিয়া পানাহারের করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে যথানিয়মে বীজগুলিকে পংক্তিতে রোপণ করিয়া গোড়ায় গোড়ায় সার দিয়া গেলেই চলিত। যখন তাহা নহে, তখন তাহাদিগকে যথেষ্ট সময় দিতে হইবে।

সারকে যতদূর বিগলিত করিতে পারা যায়, তাহা করিয়া, মাটিতে সংলগ্ন করিতে পারিলে ভালই হয়। সময় ও অবকাশাভাবে এতটা ঠিক পারা যায় না বলিয়াই টাট্‌কা সার প্রয়োগ করিবার অব্যবহিত পরেই বীজ বপনে করা যায় কিম্বা বপনের সঙ্গেই সার প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে উদ্ভিদ-শরীরে সারের কার্য্য হইতে কিছু সময় অধিক লাগে। বিগলিত সার হইলে উদ্ভিদে অদ্য সদ্যই উহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদদশাও আরম্ভ হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত উহার উপকারিতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

দশ বিঘা জমিতে প্রত্যেক গাছে স্বতন্ত্রভাবে তরল সার দেওয়া বড় সহজ কথা নহে। তরল সার ব্যবহার করিতে দুইটী অনর্থক খরচ পড়িয়া যায়। প্রথমতঃ সার দিবার মজুরী; দ্বিতীয়তঃ গাছের গোড়া ঈষৎ শুষ্ক হইলে, গোড়া খুঁড়িয়া উপরিভাগস্থিত সর বা ঘন পদার্থটাকে মাটির ভিতরে প্রবেশ করাইবার জন্য নিড়াইয়া দেওয়া। তৎপরতা স্থলে সার প্রয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক বটে, কিন্তু যখন সময় রহিয়াছে, এরূপ করিবার কোন আবশ্যতা দেখা যায় না।

ঘুঁটে ও গোবরের গুণ স্বতন্ত্র। গোবর অবস্থায় গোবরে যে যে পদার্থ থাকে, উহা ঘুঁটেয় পরিণত হইলে সে সকল গুণের অনেক হ্রাস হইয়া থাকে। সে জন্য গোবর হইতে সার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে। মৎকৃত "কৃষি-ক্ষেত্র" নামক পুস্তকে এ বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

খইল চূর্ণ করিয়া কোন পাত্রে ৫।৬ দিন ভিজাইয়া রাখিলে, উহা ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে। একটু যত্ন করিলে উক্ত কয় দিন মধ্যেই উহার উত্তাপ



কমিয়া যাইবে, তখন আর উহার ব্যবহারে কোন ক্ষতি না হইবার সম্ভাবনা।

বীজের উপরে গমের বিচালী চাপা দিলে, মাটি আল্‌গা থাকে, সুতরাং বীজ আলু সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে। খড় চাপা দিলে আর একটা উপকার এই যে, উহার উত্তাপে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। হালকা বা দোয়াঁস মাটীতে গরমে বিচালী দিবার তত প্রয়োজন দেখা যায় না। মাটি অতিশয় ভারি ও কঠিন হইলে, উহা দিতে পারিলেই ভাল হয়।

আশ্বিনের শেষভাগে যদি বীজ রোপণ করা যায়, আর সেই সঙ্গে অস্থিচূর্ণ (Grahams' No. 6) ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে আর উহাকে স্বতন্ত্রভাবে পচাইবার আবশ্যকতা নাই। উল্লিখিত অস্থিচূর্ণ ধূলিবৎ থাকে, তাহা ব্যতীত সে সময়ে মাটিতে যথেষ্ট রস থাকে, সুতরাং উহা বিগলিত হইতে বিলম্ব হয় না। তবে উক্ত চূর্ণ যাহাতে মাটির সহিত উত্তমরূপে বিমিশ্রিত হইয়া যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে যে ক্ষেত্রে অস্থিসার দিবার কথা বলিয়াছি, তাহা সকল স্থলে নহে। স্থূল অস্থিচূর্ণ হইলেই বিগলিত হইতে অধিক সময় লাগে। কিন্তু গ্রেহাম ৬ নম্বর সদ্য দিতে পারা যায়। তবে দিন পনর আগে খইল ও অস্থিচূর্ণ একত্র মিশাইয়া ভিজাইয়া রাখিলেই উহা বীজ বপনের সময় ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। বীজের গোড়ায় গোড়ায় দিতে হইলে বিঘা প্রতি দুইমণ অস্থিচূর্ণ ও চারিমণ খইল যথেষ্ট।

মাটিতে ছাই মিশাইলে মাটি আল্‌গা থাকে। তা-ছাড়া উহার অবস্থান হেতু নাইট্রোজানিক পদার্থটা উড়িয়া যাইতে পারে না। ছাই অর্থে পাথুরিয়া কয়লার ছাই নহে—কেবল কাষ্ঠের ছাই বুঝিতে হইবে।

বীজ-আলু মাঝারি গোছের হওয়া উচিত। বড়-জাতীয় আলুর বীজ ছোট হইলে ক্ষতি নাই। ছোট আলুর বীজ ভাল পাট ও তদ্বির পাইলে সম্ভবমত বড় হইবে। আদত আলু রোপণ করায় সুবিধা আছে। আলু কাটিয়া রোপণ করিলে গাছ প্রথম অবস্থায় বড় শীর্ণ থাকে, বিশেষ যত্ন করিলে তবে সে ভাব পরিবর্ত্তন হয়। বড় বীজ-আলু কাটিয়া রোপণ করিতে হইলে, আলুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাতো দিয়া অঙ্কুরিত করিয়া লইতে হয়, পরে ক্ষেত্রে যথানিয়মে রোপণ করা যুক্তিসিদ্ধ।

সিমলা পাহাড় হইতে বীজ-আলু আনিতে অনেক খরচা পড়িয়া যাইবে। অত খরচা করিয়া আনিয়া যে আলু উৎপন্ন করিবেন, তাহা পল্লীগ্রামের বাজারে কত দরে বিক্রয় হইবে? স্থানীয় বাজারের জন্য স্থানীয় ভাল আলুর আবাদ করা ভাল বলিয়া মনে হয়। আপনি যে উৎপন্ন আলুর দর ১৷৷০ টাকা ধরিয়াছেন, তাহা অধিক বলিয়া মনে হয়। যে সময়ে বাজারে আলু উঠে, সে সময় আঠার আনা হইতে চৌদ্দ আনাতেও বিক্রয় হয়। আমি কখনও আঠার আনা মূল্যের অধিক বিক্রয় করিতে পারি না, তবে যদি সহরে পাঠান যায়, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট ব্যয় আছে। আর যদি আপাততঃ আলুকে গুদামজাত করিয়া রাখিয়া দুই চারি মাস পরে বিক্রয় করা যায়, তাহালে উহার ওজন কমিয়া যাইবে, দাগী পচা বাদ যাইবে। মুষিক প্রভুগণও অনেক অনিষ্ট করিবেন। অধিকন্তু সেই রাশীকৃত আলুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যয় হইবে! সুতরাং হরে-দরে হাঁটু-জল দাঁড়াইল। তাহা অপেক্ষা সদ্য সদ্য বিক্রয় করিয়া ফেলা ভাল। আর নগদ টাকারও একটা বাজার দর আছে।

পত্রখানা বড় বেশী বড় হইয়া গেল, যাহা হউক, তাহাতে বোধ করি, আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

তুঁত চাষ।

তুঁত এক প্রকার বৃক্ষবিশেষ। ইহার গাছ আম কাঁঠালের গাছের ন্যায় শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তুঁতচাষে বেশ লাভ আছে। মেদিনীপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা ইহার দ্বারা এক প্রকার প্রতিপালিত হইতেছে।

তুঁত পোকা (যাহা হইতে ভাল রেশম হয়) এই বৃক্ষের পাতা খাইয়া গুটী বা কোয়া করে বলিয়া ইহার এত আদর। সকল রেশম ব্যবসায়ী তুঁত গাছের চাষ করিয়া উঠিতে পারে না; অথচ তুঁত পত্র ভিন্ন, তুঁত কীট ক্ষণকালও জীবিত থাকে না। এই কারণে যাহারা এই বৃক্ষের চাষ করে, তাহাদের নিকট অধিক মূল্য দিয়া ব্যবসায়ীরা তুঁত পত্র সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারা প্রায় চাষিদের নিকট হইতে গাছগুলি জমা করিয়া লয়। জমার নিয়ম—বৎসরে প্রতি গাছ ৬৲ হইতে ১০৲ পর্য্যন্ত কচি কচি পাতা (ফল ব্যতীত) সমস্ত জমাকারীর প্রাপ্য। কিন্তু যদি গাছের কোন অনিষ্ট হয় তাহা হইলে জমাকারী তাহার জন্য দায়ী।

চাষের নিয়ম। চাষের জমিতে বিঘা প্রতি দুইমণ রেড়ীর খইলের সার দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। পরে আঙ্গুলের ন্যায় মোটা মোটা তুঁতডালগুলিকে এক হাত পরিমাণে কলম কাটিবার ন্যায় দুইটীবার কাটিয়া 'হাপোরে' সারি সারি বসাইয়া নিত্য প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিতে হয়। তাহা হইলে ১৫।২০ দিনের মধ্যে কলা বাহির হইতে সুরু হয়। পরে বর্ষাকালে গাছগুলি এক হাত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলে, ১০।১৫ হাত অন্তর ক্ষেত্রে সারি দিয়া বসাইতে হয়। গাছগুলি এক বৎসরের হইলে জমা দেওয়া যাইতে পারে। তুঁত পাতা ছাড়া ইহার ফলেও বেশ ব্যবসা চলিয়া থাকে। ফলগুলি বড় সুন্দর দেখিতে পিঁপুলের ন্যায়। রং সিন্দুরের ন্যায়। খাইতেও বেশ অল্প মধুর স্বাদযুক্ত। ফলনও মন্দ হয় না। গাছ প্রতি ৩।৪ মণ পাওয়া যায়। ফল সের প্রতি ৵০,।০ আনায় বিক্রয় হইয়া থাকে। এই ফলের সুন্দর আচার প্রস্তুত হয়; এই আচার বড় উপাদেয় ও হজমিগুণবিশিষ্ট। অগ্নিমান্দ্য রোগে বিশেষ উপকারী। গাছের অন্যান্য অংশও অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিব না। এক কথায় ইহার চাষ বর্দ্ধিত হইলে দেশের যে বিশেষ উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।—প্রতিবাসী।

আঁশওয়ালা গাছ।

যে সকল আঁশওয়ালা গাছ ব্যবসার উপযোগী হইতে পারে, নিম্নে তাহার কয়েকটীর নাম উল্লিখিত হইল।

উল্টকম্বল (Abroma Augusta) ইহার আঁশ যেরূপ, তাহাতে ইহা সহজে বাজারে চলন হইতে পারে। এই গাছ বৎসর বৎসর পুঁতিতে হয় না, একবার পুঁতিলে অনেক দিন চলে। বাঙ্গালায় সচরাচর যদিও এ গাছ জন্মে না, কিন্তু সামান্য চেষ্টা করিলেই সর্ব্বত্র জন্মিতে পারে। সুন্দর ও শক্ত আঁশের জন্য ডাক্তার রক্সবারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। পাট বা শণ অপেক্ষা সহজে ইহার চাষ হইতে পারে। ফুল ফুটিতে না ফুটিতে ডাল করিয়া তাহা হইতে আঁশ বাহির করিতে হয়! এক গাছ হইতে বৎসরে দুই তিন বার ডাল কাটা যাইতে পারে। আঁশ এমন নরম ও চক্‌চকে যে রেশমের পরিবর্ত্তে তাহা ব্যবহার হইতে পারে। ইহার মূল বাধক বেদনার মহৌষধ;

নোনা গাছ (Anona Reticulata)। ইহা অন্য

দেশ হইতে আনীত; কিন্তু এখন সর্ব্বত্রই ইহা আপনা-আপনি জন্মে। গাছ ১৯।২০ হাতের অধিক বাড়ে না। ইহার ডাল হইতে এক প্রকার আঁশ বাহির হয়, এই আঁশে কাগজ ও দড়াদড়ি প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার ডালে বড় ঘন ঘন গাঁট বলিয়া আঁশ পরিষ্কার হয় না। সেই জন্য গাছ যাহাতে পাটের ন্যায় ছোট সোজা ও সরু হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। খুব ঘন ঘন বীজ রোপণ করিলে ও বৎসর বৎসর ২।৩ বার ডাল কাটিলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। এই উপায় অবলম্বন করাতে তুঁত গাছের আকার হ্রাস হইয়াছে। পাটের ন্যায় জলে পচাইয়া ইহার আঁশ বাহির করিতে হয়।

রীয়া—রীয়াগাছের নাম (Bœhmeria nivea) আজকাল অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। পাহাড়ে-জমি ছাড়িয়া ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জন্মিতে পারে। পূর্ব্ব-বাঙ্গালাপ্রদেশ ইহার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। ইহার আঁশ বেশ শক্ত অথচ নরম এবং জলুষ প্রায় রেশমের মত। ইহাতে কাপড় চোপড় প্রভৃতি বোনা কাজ বেশ চলিতে পারে। কিন্তু রীয়াগাছের ছাল ও আটা যেরূপ তাহাতে আঁশ বাহির করা বড় কঠিন।

বনরীয়া। বনরীয়া নামক এক প্রকার গাছ আসাম অঞ্চলের বনে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার আঁশ রীয়া অপেক্ষা সহজে বাহির হইবার সম্ভাবনা। এই গাছের আঁশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

আকন্দ (হিন্দি-মাদার)। আকন্দ গাছের ফলে যে তূলা হয় তাহার আদর ও কাটতি ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। তূলাছাড়া আকন্দের ডাল হইতে এক প্রকার সাদা আঁশ বাহির হয়, কিন্তু তাহা ছাড়ান অত্যন্ত কঠিন। যদি কেহ আকন্দ গাছের আঁশ ছাড়াইবার সস্তা ও সহজ কল আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই ধনকুবের হইবেন।

সিদ্ধি বা ভাঙ্গ গাছ। ইহা বাঙ্গালা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও হিমালয় গিরিশ্রেণীর স্থানে স্থানে আপনা-আপনি জন্মে। কুমায়ুন অঞ্চলে ইহার আঁশে গনি-ক্লথ প্রস্তুত হয়। ইহাতে কেমন কাগজ প্রস্তুত হয় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কারণ আবশ্যক হইলে অপর্য্যাপ্ত সিদ্ধিগাছ পাওয়া যাইতে পারে।

লতা কস্তুরি। ইহা ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে জন্মিতে পারে। ইহার বীজে কস্তুরির ন্যায় গন্ধ। কলিকাতায় তিন টাকা করিয়া ইহার সের বিক্রয় হয়। মার্কিন দেশের নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে বিলাতে ইহার আমদানি হয়। ইহাতে গন্ধ-দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহার ডাঁটায় একপ্রকার সাদা জলুষওয়ালা আঁশও বাহির। আঁশ ও বীজ উভয় মালের জন্যই লতাকস্তুরীর চাষ করা যাইতে পারে।—কৃষিগেজেট।

সহজ ব্যবসায়।

অনেকেই শিল্প বা ব্যবসায়ের কথার প্রত্যুত্তরে মূলধনহীনতার দোহাই দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, এমন কোনও ব্যবসায় আছে, যাহা বিনা মূলধনে বা অল্প মূলধনে আরম্ভ করা যায়। তার পর ক্রমে ক্রমে কাজ বিস্তৃত করিতে পারা যায়।

"কষ্টিক পটাস" সাবান প্রস্তুত করিবার একটী প্রধান উপাদান। এই দ্রব্যটী পাড়াগাঁয়ে অতি সহজে অল্প মূলধনে প্রস্তুত হইতে পারে। পাড়াগাঁয়ে গুল্ম, শুকনা পাতা, কলার বাসনা, লতা ও তদ্বিধ অন্যান্য দ্রব্যাদি বিনা ব্যবহারে নষ্ট হইয়া যায়। কেহ তাহার খোঁজ রাখে না। "কষ্টিক পটাস" প্রস্তুত করিতে হইলে এই প্রকার শুষ্ক ও হালকা জিনিষগুলি এক

স্থানে গাদা করিয়া, পোড়াইতে হয়। পোড়াইলে ইহা হইতে এক প্রকার সাদা ছাই বাহির হয়। কাল ছাইগুলি [illegible] প্রয়োগ সহিত পোড়াইবার জন্য রাখিয়া দিবে। সাদা রংএর ছাইগুলি একত্র করিয়া কোন চীনামাটীর পাত্রে অথবা দেশীয় মাটীর পাত্রে জল দিয়া গুলিয়া লও। ছাইগুলি জলে মিশাইবার পর ঐ মিশ্রের মধ্যে প্রতি ✓৫ সের জলে ৵০ ছটাক হিসাবে কলি চুণ মিশাইয়া দাও। তার পর বেশ করিয়া জল চূণ একত্র করিয়া নাড়িয়া ঘোলাইয়া দাও। এক ঘণ্টার পরে দেখিতে পাইবে, উপরে পরিষ্কার জল, কিন্তু নীচে সাদা ও কতকগুলি দ্রব্য স্থির হইয়া রহিয়াছে।

এখন যাহা নীচে রহিয়াছে, তাহা চক বা চাথড়ি চূর্ণ, এবং উপরের দ্রব্য "কষ্টিক পটাস" দ্রব্য বই আর কিছুই নহে। তারপর অন্য আর একটা মৃৎপাত্রে "কষ্টিক পটাস" দ্রব্য ঢালিয়া পৃথক করিয়া লও। না-হয় খুব ঘন কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেও চলিতে পারে। তাহাতে চকচূর্ণগুলি ঐ কাপড়ের মধ্যে আঁটিয়া যাইবে ও ঐ কষ্টিক পটাস দ্রব্য কাপড়ের মধ্য দিয়া পাত্রান্তরে পড়িতে থাকিবে। কাপড়খানি খুব পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। আর একটী কথা এই যে, কাপড়খানি ব্যবহারের অনতিবিলম্বেই উত্তম করিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। না হইলে কাপড়খানি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে।

"কষ্টিক পটাস" দ্রব্য সমুদায় সংগৃহীত হইলে উহা মৃৎপাত্রে করিয়া সূর্য্যের উত্তাপে রাখিয়া দাও। [illegible] রং বিকৃত করিবার পদার্থ উহার মধ্যে থাকে ত শোধরাইয়া যাইবে। অবশেষে ঐ জল একটী এনামেল পাত্রে করিয়া অগ্নির উপর রাখিয়া জাল দিতে হইবে। আজকাল এনামেল পাত্র সংগ্রহের জন্য আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কলিকাতায় বাজারে এনামেল করা জলের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া এনামেলের কড়াই পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। জাল দিতে দিতে ক্রমে জল মরিয়া যাইবে। তখন ঘন আঠার মত এক প্রকার পদার্থ কড়াইয়ের নীচে থাকিবে। আগুনের আঁচে যখন ঐ পদার্থ গাঢ়তর হইয়া লালবর্ণ হইবে, তখন ইহা উপযুক্ত পাত্রে ঢালিয়া ফেল। কিছুকাল পরে জমিয়া কঠিন হইবে। তারপর ছাঁচ হইতে খুলিয়া লইয়া সাবধনে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও।

ইহারই নাম "কষ্টিক পটাস"। এই দ্রব্য কলিকাতার ঔষধ-বিক্রেতাদিগের দোকানে বিক্রিত হইতে পারে।

মনে কর সঠী গাছ। উহার মূলে পালো পাওয়া যায়। পাতাগুলি শুকাইয়া লইতে হয়। মনে কর, হলুদের গাছ কিম্বা আদার গাছ। ডাইলের গাছ, ধানের খড়, আলুর পরিত্যক্ত লতা, কুমড়া, ফুটী, তরমুজ প্রভৃতির শুষ্ক লতা প্রভৃতি সমস্ত হইতেই প্রভূত কষ্টিক পটাস পাওয়া যায়। সমস্ত প্রকার লতা পাতা কিম্বা গুল্ম বা ঔষধজাতীয় শুকাইয়া পোড়াইতে হয়।

প্রথম একবার গাদা করিয়া পোড়াইতে হয়। তার পর ঐ জলে জাল দিবার জন্য বাকী মজুদ লতা পাতা ইত্যাদি পোড়াইতে পারা যায়। এই ভাবে করিলে জ্বালানি কাষ্ঠের খরচ লাগিবে না।

অল্প হউক, বেশী হউক, এই প্রকার লতাপাতা জ্বালাইয়া তাহার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে চূণ মিশাইয়া কোন ব্যবসায় করা অপেক্ষা আর অল্প মূলধনে কি ব্যবসায় হইতে পারে? আমরা এমন দুরাশা করি না যে, এই বৃত্তান্ত পড়িয়া কেহ এ কাজ করিবেন। করিলে আমাদের বহুদিন অভ্যস্ত লুপ্ত বিদ্যা হইতে মুষ্টিমেয়ের হয় ত অন্নও সংগৃহীত হইতে পারে।—প্রতিবাসী।

REGISTERED NO. C. 192.

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩০৮ সাল। ৮ম সংখ্যা।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন ৵৹ অর্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ২৲, এক পেজ ৩৲।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, B.A., F.R.H.S.
ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৮১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩০৮ সাল। ৮ম সংখ্যা।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

আফ্রিকায় বিলাতী কৃষক।—স্কটলাণ্ড হইতে কতিপয় কৃষক দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ রিভার কলোনির গভর্ণমেণ্টের জমিতে বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছে। শুনিতেছি আরও কয়েক দল শীঘ্রই যাইবে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

ঝড়-জল।—সম্প্রতি যে ঝড়-জল হইয়াছে—তাহাতে ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

—০—

অভিষেক।—ভাবতেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক আগামী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

—০—

কৃষিব্যাঙ্ক।—বাঙ্গালার কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালার কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর পি, সি, লায়ান সাহেব, কৃষিব্যাঙ্ক সংস্থাপন সম্ভব কি না ইত্যাদি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তিন মাসের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিমে স্থানে স্থানে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করিবার জন্য লায়ন সাহেব শীঘ্রই উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইবেন।

—০—

পুষ্প প্রদর্শনী।—আগামী ১৯০২ সালের ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের কৃষি সমিতির (Agri-

Horticultury Society of India) পুষ্প মেলা বসিবে।—সমিতির তহবিলে টাকা কম থাকায় এবার পারিতোষিকের সংখ্যা কম করা হইবে। কিন্তু পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। কারণ সংখ্যা কম হইলেও পারিতোষিকের গুরুত্ব হেতু অনেক কৃষি পুষ্প-ফল-ফুল প্রদর্শক আকৃষ্ট হইবে। যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য সকলেই যত্নবান হইবেন।

—০—

বরিশাল।—বিগত সপ্তাহে ৫।৬ দিবস কাল আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ মেঘ বৃষ্টিতে এ অঞ্চলের ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এবৎসরে এই জেলায় উৎকৃষ্ট ফসল হইয়াছিল। শুনা যায় ২০ বৎসরের ভিতরে এমন ফসল হয় নাই। কিন্তু মেঘ বৃষ্টিতে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। চাউলের বাজার এখনও পূর্ব্বের ন্যায়। ৬০এর ওজনের চাউল টাকায় দশ সের। দুর্ভিক্ষ এদেশের চির সহচর হইতে লাগিল।

—০—

শস্য সংবাদ।—ধান্য চাউলের দর এখনও কমে নাই। বরং দিন দিন উঠিতেছে। মাঠের ধান সব পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে। কৃষক যে আশা করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ফসল ভাল হয় নাই। যৎসামান্য যাহা হইয়াছিল তাহাও অসময় বৃষ্টিতে নষ্ট হইতে বসিল। পূর্ব্বে একবার বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে অল্পমাত্র ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েকদিন হইল, আবার বৃষ্টি নামিয়াছে। এখনও থামিতেছে না। দেশে হাহাকার পড়িয়াছে। মাঠের ধান মাঠেই নষ্ট হইল।—নীহার।

—০—

কৃষি কার্য্যে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট।—আগামী বর্ষে চাষাবাদের পরীক্ষার জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ১৪০০০ হাজার টাকা খরচ করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার একতৃতীয়াংশ টাকা গোদাভরি প্রদেশে ইক্ষুর আবাদে ব্যয় হইবে।—২০০০ টাকা সাধারণ কৃষি প্রদর্শনী আদি কার্য্যে খরচ হইবে। আমরা আশা করি যে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিষয়ক নানা তথ্য আবিষ্কার ও পরীক্ষার জন্য এক বিজ্ঞলোক নিয়োগ করিবেন অর্থাৎ একজন Entomotogist to the Government of Madras নিযুক্ত করিবেন।

—০—

জাপানে শিল্প শিক্ষা।—যাহারা শিল্প বা অন্যবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য জাপানে গমন করিতে চাহিবে, অতঃপর তাহাদিগকে জেলার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আপনাদিগর সচ্চরিত্রতা-সম্বন্ধে সার্টিফিকেট লইয়া যাইতে হইবে—এই মর্ম্মে ভারতগবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন—দেখিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। এদেশে শিল্পশিক্ষার কোনও ভাল ব্যবস্থা নাই, ভারতবাসীও দেশ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহে না, তাহার উপর আবার যদি জাপান-গমনে কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ প্রতিবন্ধকতা করেন, তাহা হইলে শিল্পশিক্ষার পথ বহুল পরিমাণে রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

—০—

রবার।—ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে রবার ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। সেখানে নানাকার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রবার বিশুদ্ধ করা হয়। এবার বিলাতে রবার অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এজন্য যাহারা এদেশ হইতে বিলাতে রবার প্রেরণ করিতেন, তাঁহাদের ব্যবসায়ে বড়ই ক্ষতি হইবে। আসামে "আসাম ভেলি ট্রেডিং কোম্পানী" নামক বাঙ্গালীদিগের একটী কোম্পানী আছে। এই কোম্পানী বিগত বর্ষে রবার ব্যবসায়ে বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন। রবারের দাম কমিয়া যাওয়াতে কোম্পানী সম্ভবতঃ ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন। ভারতের অন্যান্য স্থানের অবস্থাও সেইরূপ।

—০—

মার্টিণ হোপ সটন্।—ইনি ইংলণ্ডস্থ একজন বিখ্যাত বীজ-ব্যবসায়ী। বিলাত হইতে সর্ব্বত্র ইহার বীজ চালান হয়। সটনের বীজের সুখ্যাতিও খুব। সম্প্রতি—১৯০১ ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। "গার্ডনার্স ক্রনিকল্" নামক পত্রিকায়

ইহাঁর জীবনী বাহির হইয়াছে। বিলাতের এত বড় একটা বীজ ব্যবসায় ইহাঁরই অধ্যবসায়ের ফল। ফার্ম্মের নাম সটন্ এবং সনস্ (Firm of Sutton and sons)। এ দেশ হইলে হয়ত তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ফার্ম্মটী উঠিয়া যাইত। কিন্তু বিলাতে ব্যবসার সুবন্দোবস্ত আছে। উক্ত ব্যবসায় সমানভাবে ও সুচারুরূপেই চলিবে সন্দেহ নাই।

—o—

গাছ ছাঁটি কেন।—প্রথমতঃ গাছের তেজ কিছু কমাইবার জন্য—তেজ বেশী হইলে ফল বেশী হয় না; দ্বিতীয়তঃ ফল বড় ও ভাল করিবার জন্য; তৃতীয়তঃ গাছটাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার জন্য—যেন বেশী লম্বা চওড়া হইয়া ফলাহরণের অসুবিধা না জন্মায়; চতুর্থতঃ গাছের স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য—গাছের ফল হইতেছে না অথচ গাছ বাড়িতেছে, গাছের ফল হইতেছে অথচ গাছ বাড়িতেছে না—গাছ ছাঁটিলে এই স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে; পঞ্চমতঃ গাছের মরা ডালপালা বাদ দিবার জন্য; ষষ্ঠতঃ ফলাহরণের ও গাছে পিচকারী দিবার সুবিধার জন্য; সপ্তমতঃ কর্ষণের সুবিধার জন্য; অষ্টমতঃ গাছটি মতমত আকারের করিবার জন্য।

—o—

কলিকাতা গোলাপ ফুলের মেলা।—আমরা অতি সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে এবার ভারতীয় কৃষি-সভা (Agri-Horticultural Society of India) একটী গোলাপ ফুলের মেলা বসাইবেন। ১৯০২ সাল ৩১শে জানুয়ারি ও ১লা ফেব্রুয়ারী ২ দিন গড়ের মাঠে মেলা বসিবে। এরূপ একটী মেলা হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়—কলিকাতায় ও কলিকাতার আশ-পাশে অনেকেরই গোলাপ বাগ আছে। তাঁহারা এই মেলায় গোলাপ পুষ্প প্রদর্শন করিয়া পারিতোষিকাদি পাইবার সুযোগ পাইলেন! উক্ত সমিতির ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে যে বাৎসরিক প্রদর্শনী হয় তাহাতে গোলাপ প্রদর্শনের বড় অসুবিধা ঘটে—কারণ তখন গোলাপ প্রদর্শনের সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। পারিতোষিক তালিকা শীঘ্রই বাহির হইবে।

ভারতের গরু জর্ম্মণীতে।—চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ে এক জাতীয় দীর্ঘকায় গরু পাওয়া যায়। তেমন ভীমকায় গরু পৃথিবীর আর কোথাও মিলে না। জর্ম্মণীর স্বদেশহিতৈষী সম্রাট জন্মভূমির গো-জাতির উন্নতির আশায় ভারতবর্ষ হইতে দুইটা চাটগেঁয়ে ষাঁড় লইয়া যাইবার জন্য একজন জর্ম্মণকে প্রেরণ করিয়াছেন। সম্রাট দুইটা ষাঁড়ের জন্য ৪০ হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। জর্ম্মণ-সম্রাট গোজাতির উন্নতির জন্য যেমন চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের গবর্ণমেণ্ট কি তেমন করিতে পারেন না? চাটগাঁ ত আমাদেরই দেশ, সেখান হইতে নানাস্থানে ষাঁড় চালান দিয়া ক্ষীণকায় গো বংশের কি উন্নতি করিতে পারেন না? আমাদের গবর্ণমেণ্ট আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য যত দিন সচেষ্ট না হইবেন, ততদিন আমাদের দুর্গতি ঘুচিবে না।

—o—

কংগ্রেস ও শিল্প মেলা।—৬৫ নং বীডন ষ্ট্রীটে কংগ্রেসের কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কংগ্রেসের আয়োজন উদ্যোগ প্রায় শেষ হইয়াছে; কিন্তু বঙ্গ-দেশ যে আজও জাগিল না, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়। বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে উৎসাহ উদ্যম জ্বলিয়া উঠিবে, জন্মভূমির সেবার জন্য অনুরাগ জাগিবে, এমন মনোহর দৃশ্য ত দেখিতে পাইতেছি না। বঙ্গের সুসন্তান কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হউন, আলস্য জড়তা পরিহার করিয়া খাটিতে আরম্ভ করুন। এবার কংগ্রেসের সংস্রবে শিল্পমেলা হইবে। ব্যারেষ্টার মিঃ জে, চৌধুরী তাহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। যাহারা শিল্পদ্রব্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মিঃ জে চৌধুরীর নিকট ৬৫ বীডন ষ্ট্রীটের ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। প্রদর্শনকারীগণ ৫ × ৫ ফুট স্থান বিনা ভাড়ায় পাইবেন। বেশী স্থানের প্রয়োজন হইলে ভাড়া দিতে হইবে। ভারতের নানাস্থান হইতে বস্ত্র, ধাতব দ্রব্য, মৃন্ময় দ্রব্য কাষ্ঠ দ্রব্য, বনজ দ্রব্য, প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্যের প্রদর্শনী হইবে। আগামী ২৪এ ডিসেম্বর হইতে ৩১ পর্য্যন্ত মেলা খোলা থাকিবে। বিডন স্কোয়্যারের পূর্ব্বার্দ্ধে কংগ্রেস ও পশ্চিমার্দ্ধে মেলা বসিবে।—সঞ্জীবনী।

জেলে কৃষি বিভাগের শিক্ষা।—শিক্ষাবিভাগের ডিরক্টর, বাঙ্গালার রিফরমেটারী জেলসমূহে (Reformatories in Bengal বালকদিগের শিক্ষা দিবার একটী সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছেন। কয়েদী বালকদিগের মধ্যে যাহারা চাষীর ছেলে তাহাদের লইয়া জেলখানার ভিতর একটী কৃষি-শিক্ষাবিভাগ খুলিতে বলেন এবং জেলখানায় সংলগ্ন আন্দাজ ১০০ বিঘা জমি লইয়া কৃষিক্ষেত্র তৈয়ারী করিতে উপদেশ দেন। ১০০ শত বালক লইয়া কৃষিবিভাগ খুলিয়া সেই ১০০ শত বালককে কয়েকদলে বিভাগ করিতে হইবে। এক একটী দলের এক একজন গার্ড (Gaurd) থাকিবে। গার্ডদিগের কৃষিকর্ষণ জানা থাকা দরকার। তাঁহারাই ছাত্রদের ক্রমান্বয়ে হাল-চষা, বীজবোনা, জমীতে সার দেওয়া, জলসেঁচা, ফসল-তোলা, হালের গরু আদির তত্ত্বাবধান করা শিখাইবেন। একটী ছাত্রদল, এক একজন গার্ডের অধীনে কিছু কাল থাকিয়া ক্রমান্বয়ে আখ, আলু, গম, ছোলা, জৈও গবাদির খাদ্যোপযুক্ত ফসলাদি তৈয়ারী করিতে শিখিবে। ঐ সকল ছাত্র-দলের কৃষিকার্য্য পরিদর্শন জন্য এক একজন ওভার-সিয়ার বা হেড মালী নিযুক্ত থাকিবেন। ছাত্রেরা ক্ষেত্রের কার্য্য ছাড়া কৃষি-পুস্তকাদিও পড়িবে। পুস্তক পাঠ করিবার স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগও থাকিবে। পুস্তক হইতে কৃষি-যন্ত্রের বিষয়, সারের ব্যবহার, পোকার উপদ্রব নিবারণের উপায় প্রভৃতি পুস্তক হইতে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

—০—

গোলাপ ছাঁটা।—গোলাপ গাছ বসাইবার এই উপযুক্ত সময়।—ইংরাজী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হইতে মার্চ্চের ১৫ই নাগাইত অর্থাৎ বাঙ্গালা পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে গোলাপ গাছ বসা-ইতে হয়। অনেকে না বুঝিয়া বর্ষা শেষ না হইতে হই-তেই গোলাপ গাছ বসান কিন্তু তখনও জমি অত্যন্ত আর্দ্র থাকায় গাছ মরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। যদি বা হয় তাহা হইলে হয়ত গাছ বড় হইয়া পড়ে অথচ ফুল ভাল হয় না। উচু জমীতে—যেখানে বর্ষায় জল না জমে সেইখানে—গোলাপ বসাইতে হইবে। জমি সরস থাকিবে কিন্তু ভিজে সেঁতসেঁতে জমীতে গোলাপ হইবে না। এই জন্য মাটী বেশ টানিয়া গেলে ও প্রচুর শিশির পড়িতে আরম্ভ হইলে গোলাপ বসাইতে হইবে। গোলাপ বসাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবেনা। প্রতি বৎসর গাছ ছাঁটিয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে ফুল কম হইবে ও ফুল ছোট হইবে। অক্টোবর মাসের শেষ হইতে নভেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত এদেশে গোলাপ গাছ ছাঁটা চলে। সকল গোলাপ গাছ এক সঙ্গে ছাঁটিবে না। যে সকল জাতীয় গোলাপ জলদী ফুল দিবে সে গুলি আগে ছাঁটিবে। নাবী গোলাপ ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ পৌষমাসের প্রথম পর্য্যন্ত ছাঁটা চলে।—এবং এই ছাঁটার গুণেই জলদী ও নাবী জাতীয় গোলাপ পৃথক করা যায়।—গোলাপ গাছ ছাঁটিয়া তাহার গোড়া খুড়িয়া তাহাতে পচান গোবর সার ও মানুষের বিষ্ঠা সার প্রয়োগ করিতে হইবে। এরূপ করিলে পুনরায় যে নূতন ডাল বাহির হইবে তাহাতে সুন্দর ফুল ধরিবে।—টী গোলাপ (Tea Roses) ছাঁটিবার আবশ্যক নাই, তাহাদের কেবল শুক্‌না মরা ডাল কাটিয়া দিবে, প্রত্যেক দিন শুক্‌না ফুল তুলিয়া ফেলিবে ও সাবানের জলের পিচকারি দিবে। তাহা হইলে সতেজ থাকিবে ও সাবানের জল দেওয়ায় পোকায় ধরিবেনা।

—০—

পাকা ধানে মই।—মেদিনীপুরে বিগত ১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে তিন দিন ক্রমাগত অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হইতেছিল। ইহাতেই ক্ষেত্রস্থিত বর্ত্ত-মান ধান্য ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে,—কৃষকগণ পূরা ফসল ভোগ করিতে পাইল না, ইত্যাদি কথা চতুর্দ্দিকেই শোনা যাইতেছিল। কিন্তু হায়! কি বিধি-বিড়ম্বনা, গত রবিবার আকাশে কাল মেঘ দেখা দিল,—মাঝে মাঝে বিন্দু বিন্দু বারিপাতও হইতে লাগিল,—এইরূপে দিন কাটিল, রাত্রি আসিল। রাত্রি প্রায় ১টার পর হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া সোমবার দিবা-রাত্র সমভাবে বৃষ্টি হইতে লাগিল। গত মঙ্গলবার প্রাতঃকাল হইতে ঝড় বহিতে লাগিল,—অবিরাম প্রবলবেগে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল,—কত বৃক্ষ,

লতা ভূমিসাৎ হই,—কত গরীব দুঃখীর কুটীরের চাল উড়িল, দেওয়াল পড়িল! আর মাঠে কৃষকের কত আশার ধন,—কত যতনের রতন,—ধান্য ফসল,—সুপক্ক ধান্য ফসল ঝঞ্ঝা-বাতে বিপর্য্যস্ত নষ্ট-ভ্রষ্ট হইল!! ভগবান "পাকা ধানে মই" দিয়াছেন, কৃষকের দগ্ধ অদৃষ্টে কি শুভ ফল ফলিবে, তাঁহারই গোচর!—মেদিনী-বান্ধব।

—০—

কয়লা-তত্ত্ব।—এখন ভারতে পাথুরিয়া কয়লার অবাধ প্রচলন। পাথুরিয়া কয়লার উৎপত্তি প্রসারের জন্য চারিদিকেই অবিরাম চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু চেষ্টা যত হইতেছে, ফল তত হইতেছে না। এই ভারত-ভূমে কয়লার খণি ও কারখানা অনেক আছে; কিন্তু কয়লার উৎপত্তি তদনুযায়ী বা তদনুসারে হইতেছে না। কয়লা চারিদিকে সরবরাহ করিবার জন্য যত রেলের গাড়ীর প্রয়োজন, তত গাড়ী নাই। তাই চারিদিকে যথোপযুক্তরূপে কয়লা সরবরাহ হয় না; কয়লার সরবরাহের ত্রুটি ঘটিলে তাহার উৎপত্তি বাড়াইবার প্রবৃত্তি থাকিবে কেন? ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইন সাড়ে নয় শত ক্রোশ বিস্তৃত; বিলাতের লণ্ডন এবং নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ঐরূপ বিস্তৃত; কিন্তু ভারতের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সবে দশহাজার পাঁচশত আঠারখানি গাড়ি আছে; লণ্ডন ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের তেষট্টী হাজার নয় শত আটখানা গাড়ী। যাহাতে ভারতের রেলের গাড়ী বাড়ে, কয়লার উৎপত্তি বাড়ে, তাহারও চেষ্টা হইতেছে বটে; কিন্তু ধীরে ধীরে। ১৮৯৯ সালে সমগ্র ভারতভূমে পনরকোটি মন কয়লা উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তিন কোটি মন মাত্র ভারত ছাড়িয়া স্থানান্তরে গিয়াছিল। ভারতে ত্রিশকোটী লোকের বাস; কিন্তু এক বৎসরে এই ভারতভূমে আঠার কোটি মণ কয়লা খরচ হয়। এখন দেখা যাইতেছে, ভারতে পনর কোটি মন বৈ কয়লার উৎপত্তি হয় নাই। তাহা হইতে তিন কোটি মন বাহিরে যায়; তাহা হইলে রহিল বার কোটি মণ; কিন্তু খরচ হয়, আঠার কোটি মণ। তাহা হইলে বাকী ছয় কোটি মণ বিদেশ হইতে আনিতে হয়। ইংলণ্ড, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে কয়লা আসে। ভারতে যদি কয়লা সরবরাহ করিবার সুযোগ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে এত কয়লা আনাইতে হয় না। ভাল কথা, শুনিতে পাইবেছি, ক্রমে কয়লার ব্যবহার উঠিয়া যাইবে। ইউরোপে অনেক স্থানে তেলে ইঞ্জিন চলে; মার্কিণ মুলুকে জলের বৈদ্যুতিক প্রভাবে ইঞ্জিন চলে; আর এখন ইংলণ্ডে কয়লার গ্যাসে কলাদি চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। ভারতে তেলে ইঞ্জিন চলে, তাহা দেখিয়াছি। কেহ কেহ বলিতেছেন, জলের স্রোতে কলাদি যে চলিবে না, এরূপ নহে। এক পুরুষ পরে বর্ত্তমান ভারতবাসীর বংশধরগণই দেখিবেন, কলাদি চলিতেছে। রান্না-বাড়া তাহাতেই হয় ত চলিবে।—বঙ্গবাসী।

ভারতীয় কৃষি।

দুর্ভিক্ষ এ দেশে chronic হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতি বৎসর ভারতের এক স্থানে না স্থানে দুর্ভিক্ষ লাগিয়া রহিয়াছে। এমন বৎসর গেল না যে বৎসর হতভাগ্য ভারতীয় প্রজা অনাহারে মরিল না। "সুজলা সুফলা" ভারতভূমি—এখন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

"চির-কল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন"

এ কথা আর ভারতের পক্ষে খাটে না।

ভারতের এখন আর সেদিন নাই। ভারত এখন ভিখারিণীবেশে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত। যে ভারত এক সময়ে আপন সন্তান-দিগের অপর্য্যাপ্ত আহার যোগাইয়া দেশবিদেশে শস্য প্রেরণ করিত। আজ কিনা সেই চিরউর্ব্বরা শস্য-শ্যামলা অন্নদায়িনী ভারতভূমির সন্তানেরা "হা অন্ন হা অন্ন"

করিয়া জঠরানলে উন্মত্তবৎ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। কবে ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে সাহায্য আসিবে তাহার জন্য অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। অতিথিবৎসল বলিয়া ভারতবাসীগণ চিরকাল পূজিত ও বিখ্যাত। অতিথিসেবা ভারতবাসীদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অতিথির অপ্রসন্নমুখ গৃহস্থের সকল প্রকার অমঙ্গলের হেতু। সেই অতিথি আজ ক্ষুৎপিপাসায় অস্থির হইয়া রুক্ষহস্তে গৃহস্তের বাটী হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। ভারতবাসীগণ শৃগাল কুকুরের ন্যায় পথেঘাটে মরিতেছে। কিয়ৎদিন পূর্ব্বে আমি এক স্থানে কোন উৎসব উপলক্ষে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট-কদলীপত্র লইয়া শৃগাল, কুকুর ও মনুষ্যকে বিবাদ করিতে দেখিয়াছি। হায়! ভারতের এই শোচনীয় অবস্থাসত্ত্বেও ভারতসচিব কাগজে কলমে কেবল ভারতের উন্নতিই দেখিতেছেন। পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভায় এ কথা প্রচার করিয়া ইংরাজ সাধারণের নিকট ভারতের প্রকৃত অবস্থার বিষয় গোপন করিতেছেন। কিন্তু স্বদেশবৎসল ভারতসন্তানগণ কি চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছেন? ভাই ভগ্নির জীর্ণ শীর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া ভারতকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই হৃদয়বিদারক সংবাদ ইংরাজজাতির নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের করুণকটাক্ষপাতের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। উদারচেতা পরোপকারী ভারতবন্ধু ইংরাজগণ ভারতবাসীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাদের প্রকৃত—কাগজ কলমে নয়—উন্নতি সাধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। ভারতসন্তানগণ চিরদিনই তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় সম্মান ও পূজা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় মহাসমিতি প্রতিবৎসর ইংরাজরাজকে ভারতের প্রকৃত অবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করাইতেছেন। বরং কি করিলে ভারতের এই শোচনীয় অবস্থার উন্নতি হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া ইংরাজশাসনকর্তাদিগের প্রকৃত মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছেন।

ইংরাজরাজপুরুষগণ জাতীয় মহাসমিতিকে যতই বিদ্বেষ চক্ষুতে দেখুন না কেন, জাতীয় মহাসমিতি তাঁহাদিগের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজশাসনকর্ত্তাগণ যাহা জানিতে পারিতেছেন না বা যাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না জাতীয় মাহাসমিতি তাহাই তাঁহাদিগকে জানাইতেছেন এবং উহাদের দুরূহ সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিয়া তাহাদের নিকট প্রকাশ করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির এক মহান উদ্দেশ্য যে, ভারত ইংরাজরাজপুরুষ ও শ্বেতাঙ্গদিগের ক্রীড়ার স্বেচ্ছাচারের রঙ্গভূমি না হইয়া প্রকৃতপক্ষে একটী ব্রীটিস সাম্রাজ্য পরিণত হউক। মঙ্গলময় বিধাতা ভারতের ভার ইংরাজহস্তে প্রদান করিয়াছেন, ভারতের সম্পদ ও বিপদের জন্য তাহারা সেই ন্যায়বান বিচারপতির নিকট দায়ী। জাতীয় সমাসমিতি তাঁহাদের এই দায়িত্বজ্ঞান উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং চিরদিনই আপন উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর রহিয়াছেন। জাতীয় মহাসমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, উড়িষ্যাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর, ভারতের সুসন্তান—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রজার উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ইংরাজরাজকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ভারতের সর্ব্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকাই ভারতবাসীর এই দুর্গতির মূল কারণ। আমরা বলিতেছি না যে ইংরাজগণ আমাদের দুঃখে উদাসীন বা তাঁহারা আমাদের কোন সাহায্য করিতেছেন না। তবে তাঁহাদের এই সাহায্য ভস্মে ঘৃত দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৃক্ষের মূল কর্ত্তন করিয়া তাহাকে সজীব রাখিবার জন্য আগায় জলসেচন মাত্র। তাঁহাদের এইরূপ সাহায্যে আমাদের ক্ষণস্থায়ী উপকার হইতেছে তাহাতে

সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যে চিরস্থায়ী উপকার সাধনে অসমর্থ তাহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলিলেও চলে। দুর্ভিক্ষের বাহ্যিক দমনের চেষ্টা অপেক্ষা মূল অন্বেষণ করিয়া তাহার প্রতিকার করিলে তবে ভারতের প্রকৃত উন্নতি সাধন হইবে। ভারতবাসীদিগকে রাজকার্য্য হইতে কার্য্যতঃ বঞ্চিত রাখিয়া শ্বেতাঙ্গদিগের পক্ষে সকল প্রকার সুবিধা ও সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া ভারতের অর্থ শোষণ করান ভারতবাসীদিগের এই শোচনীয় অবস্থার একটী অন্যতম কারণ হইলেও ভারতীয় কৃষককুলের শোচনীয় অবস্থাই পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষের একটী প্রধান কারণ। ভারতীয় প্রজাকুলের কথা মনে হইলে প্রধানতঃ এই কয়েটী প্রশ্ন আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়ঃ—

(১) ভারতীয় জমির অবস্থা।
(২) প্রজার বর্ত্তমান অবস্থা।
(৩) দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মনোভাব।
(৪) গবর্ণমেণ্টের ভাবগতিক।
(৫) আবাদের সুবন্দোবস্তের অভাব।

আমরা বারান্তরে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী প্রশ্নের উত্তর দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজাকুলের উন্নতি সাধনে যত্নপর না হন তাহা হইলে কিছুতেই ভারতের দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

খাণ্ডোয়ায় খেজুর গুড়।

হরিদাস বাবুর যৌথ-কারবার।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের অধিবাসিগণ অত্যন্ত দরিদ্র। যে বৎসর বর্ষা একটু কম হয়, সেই বৎসরই দারুণ দুর্ভিক্ষে সেখানকার অনেক লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে প্রায় প্রতি দুর্ভিক্ষের সময় রিলিফ কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সেখানে তুলা ও কয়লা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়; ইহা ভিন্ন সেদেশে যথেষ্ট খেজুর গাছ জন্মে; এমন কি অনেক স্থলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খেজুর বন দেখিতে পাওয়া যায়। নিমার, ওয়ার্ণ, হোসেঙ্গাবাদ, নরসিংহপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সকল স্বভাবজাত খর্জ্জুর জঙ্গলে আবৃত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকার লোকেরা ইহার ব্যবহার কিছুমাত্র জানে না। তাহারা সাধারণতঃ ইহার পাতা মহিষদিগকে খাইতে দেয়, আর শীতকালে ইহা হইতে রস বাহির করিয়া তাড়ি প্রস্তুত করে। এই গাছ সেখানে সহজে জন্মে বলিয়া কেহ ইহার যত্ন করে না; পরন্তু নির্দ্দয়ভাবে ইহার পাতা কাটা ও রস বাহির করা হয় বলিয়া, বৃক্ষ সকল প্রায় নিস্তেজ ও ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ যশোহর খুলনা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদিগের পক্ষে এ দৃশ্য বড়ই কষ্টকর।

বঙ্গের কৃতি সুসন্তান শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, নিমার অঞ্চলের প্রধান সহর খাণ্ডোয়ার একজন বিখ্যাত উকিল ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। তথাকার সাধারণ লোকের দারিদ্র্য ও খেজুর বৃক্ষের ঈদৃশ অপব্যবহার দেখিয়া ইহাঁর হৃদয় বিচলিত হয়। ১৮৮৯ সালের প্রারম্ভে তাঁহার মনে উদয় হইল যে, যদি এই প্রদেশের অযত্নসম্ভূত খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে বঙ্গীয় প্রথানুসারে রস বাহির করিয়া গুড় ও চিনি প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে তথাকার অধিবাসিদিগের ধনাগমের পথ অনেক সুগম হয় ও অনেক দরিদ্র পরিবার "শিউলি"র কার্য্য করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে। এই বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি ঐ বৎসরই বঙ্গের যশোহর জেলা হইতে পাঁচজন দক্ষ "শিউলি" লইয়া যান এবং

খাণ্ডোয়ার সন্নিকট এক বৃহৎ খর্জ্জুর জঙ্গলে তাহার অভিপ্রেত বিষয়ের সবিশেষ পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষজনক হইয়াছিল। এই সকল বন্য খেজুর গাছের রস হইতে যে গুড় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশীয় খেজুর গুড় হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হরিদাস বাবু কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ইনডাষ্ট্রিয়াল একজিবিসনে (Indian Industrial Exhibition for the year 1898) ঐ গুড় পরীক্ষার্থ প্রেরণ করেন। পরীক্ষকগণ বিশেষরূপ পরীক্ষা করতঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খাণ্ডোয়ার বন্যবৃক্ষসম্ভূত খর্জ্জুর গুড় বঙ্গদেশের খর্জ্জুর গুড় হইতে নিকৃষ্ট নহে।

হরিদাস বাবু দেখিলেন যে এই প্রদেশে একটী ভালরকম খেজুর গুড় ও চিনির কারবার খুলিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায় এবং তথাকার ঢের, মাহার প্রভৃতি জাতিকে "শিউলি"র কার্য্য শিখাইলে সামান্য ব্যয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। বিশেষ বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা এখানে তিনটী বিষয়ে বিশেষ সুবিধা আছে; ১ম এখানে মজুরী সস্তা, ২য় কাঠ কয়লাও সস্তা, ৩য় এখানকার পল্লীগ্রামে ও জঙ্গলে খেজুর গাছ অনায়াসলভ্য। এই সকল কারণে এখানে অতি অল্প ব্যয়ে গুড় প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অপিচ বঙ্গদেশের বায়ু অপেক্ষা এদেশের বায়ু অধিক শুষ্ক, সেই জন্য এখানকার খেজুর রসে অধিক পরিমাণে গুড় ও চিনি জন্মে। এত সুবিধা সত্বেও এখানে এত দিন কেহ গুড়ের কারবার খুলে নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে এখানে একটা বড় অসুবিধা আছে। এখানকার অধিবাসীদের কেহ "শিউলির" কাজ না। খেজুর গাছ হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইতে পারে, একথা শুনিয়া এখানকার লোকেরা প্রথমে হাসিয়াছিল। অন্যে পরের কা কথা, এখানকার জনৈক কৃষিবিদ্যাবিৎ কমিসনার সাহেব হরিদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "তাড়ি হইতে যে যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা বাহির করা যাইতে পারে, একথা তিনি কখনও শ্রবণ করেন নাই।" স্থানীয় "ঢের" "মাহার" ও "মঙ্গ" প্রভৃতি জাতি তাড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য যে উপায়ে রস বাহির করে, তাহাতে রস নষ্ট হইয়া যায়, গুড় প্রস্তুত হয় না। বিশেষ এই তাড়িওয়ালা জাতির মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত দরিদ্র, নীচ-প্রকৃতিবিশিষ্ট, অপরিষ্কার ও যথেচ্ছাচারী। উপস্থিত ইহাদের দ্বারা কাজ চালান অসম্ভব। বাঙ্গালার যশোহর বা খুলনা জেলা হইতে লোক লইয়া গিয়া, ইহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশ হইতে "শিউলি" লইয়া যাওয়া বহুব্যয় সাধ্য, বিশেষ ঘর ছাড়িয়া বাঙ্গালী "শিউলিরা" সহজে এতদূর যাইতে স্বীকার পায় না। সেই জন্য হরিদাস বাবু গত বর্ষে সুরাট হইতে শিউলী আনাইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ইহাতে খরচ কম পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ইহারা বাঙ্গালী শিউলীর ন্যায় এ কার্য্যে দক্ষ নহে। ইহারা তাড়ি তৈয়ারী করিতে তৎপর, গুড় করিবার জন্য রস বাহির করিতে ইহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তবে তাহারা স্থানীয় তাড়িওয়ালাদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল। হরিদাস বাবুর যত্নে আজকাল তথাকার দুই এক জন স্থানীয় শিউলী গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য খেজুর গাছ হইতে রস বাহির করিতে শিখিয়াছে। আর একটী অসুবিধা এই যে, ঐ অঞ্চলের লোকেরা মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশ্বাদির আহারের জন্য খেজুর গাছ সকল একেবারে মুড়াইয়া ফেলে, তাহাতে গাছ সকল নিস্তেজ ও বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যদি এদেশীয় তাড়িওয়ালাদিগকে শিউলীর কার্য্য-শিক্ষা দিতে যত্ন করেন ও ঐ অঞ্চলে খেজুর গুড় প্রস্তুত করিতে উৎসাহ দেন, তাহা হইলে ঐ প্রদেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে।

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল হরিদাস বাবুর উদ্যোগে খাণ্ডোয়ায় একটী বৃহৎ খেজুর-চিনির যৌথ-কারবার খোলা হইয়াছে। কোম্পানীর মূলধন পঞ্চাশ হাজার টাকা, ইহা দুই হাজার অংশে বিভক্ত; প্রতি অংশের মূল্য পঁচিশ টাকা; পাঁচ কিস্তিতে সমস্ত টাকা দিতে হয়; এ পর্য্যন্ত তিন কিস্তি টাকা তলব হইয়াছে মাত্র, অর্থাৎ প্রতি অংশে এ পর্য্যন্ত ১৫ টাকা মাত্র লওয়া হইয়াছে।

কোম্পানি এখন পঞ্চাশ হাজার গাছ অতি সুবিধায় লইয়াছেন। ইহাঁদের এখন যত গাছ আছে, গুড় প্রস্তুত করিলে প্রতি বর্ষে অন্যূন ১৮০০০ আঠার হাজার মণ গুড় প্রস্তুত হয়। ইহার মূল্য খুব কম করিয়া ধরিলেও পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা।

ঐ অঞ্চলে অনেকের কুসংস্কার, আলস্য ও প্রতিকূলাচরণের জন্য অদ্যাপি কোম্পানীর সমস্ত অংশ বিক্রীত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত মাত্র ৪৪৫টী অংশ বিক্রীত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও নানা অবান্তরকারণে কোম্পানিকে এ পর্য্যন্ত অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু সত্বর এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকৃত হইলে এবং সমস্ত অংশ বিক্রীত হইলে কোম্পানি নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

এ পর্য্যন্ত রাজপুরুষগণ হরিদাস বাবুর এই উৎযোগের প্রতি কোন সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি তত্রত্য চীফ কমিশনারের প্রধান সেক্রেটারী মিঃ ক্র্যাডক সাহেব কোম্পানীকে বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। শ্রেয় কার্য্যে অনেক বিঘ্ন। হরিদাস বাবু যেরূপ উদ্‌যোগী পুরুষ, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অভীপ্সিত কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিবেন।—বঙ্গবাসী।

Prevention of Crop-Parasites

(১৫৮ পৃষ্ঠার পর—সমাপ্ত।)

4th.—Selection and preservation of seed.—Some crop-diseases specially those of the fungoid kinds have their origin in the seed, and some weevils and other insects are so destructive to seeds, that it is essential to keep the seeds protected from these insects. Seed free from all taints of disease, and which has not been spoilt by insect and which retains its full germinating power to the time of sowing, is an essential condition of success of crop against blights and mildews. Grain chosen for seed should be separately picked or harvested so that a ear of corn with a smutted spikelet may not infect the whole lot of grains with spores of the disease, being harvested and thrashed and winnowed together. Selection of sound seed and harvesting and storing it apart from the rest of the grains is one means of avoiding disease in the future crop.

But sound seed needs to be protected from granery pests. There are various means of doing this. In the Government Experimental Firm at Nagpur seed is protected from weevils and other pests by being stored in between thick layers of dry *neem* leaves. In the Government Experimental Firm at Cawnpore seed is stored in tarred reservoirs within a lining or casing

of chopped straw. In the Sibpur Experimental Farm this highly volatile substance, carbon bisulphide, is used. Seed stored in fairly air-tight vessels after proper drying needs very little carbon bisulphide or napthaline to keep it perfectly sound and free from pests. One lb of carbon bisulphide (which can be had from Messrs Waldie & Co., for Re. 1.) is sufficient for killing grubs and eggs in 20 maunds of grain, and one tea-spoonfull of powdered napthaline is also sufficient for keeping out granery pests from each 20 cubic feet of space. When actual killing of the insects is desired it is best to use the carbon bisulphide, as in air-tight vessels it actually asphyxiates all insects and even their eggs. But it is a highly explosive substance and a light or fire should never be brought near a bottle of carbon bisulphide and it should be stored with caution. Carbon-bisuphide is however a much safer sutstance to use than crude carbonate of lead (safeda) which is used mixed up with lime in the shops of Calcutta for keeping rice.

5th.—Pickling of seed and seedlings.—We are not sure of a crop even when we have sound seed. How often is seed spoilt and what a large proportion of seed is spoilt between sowing and germination; and how often is a crop spoilt even when it is almost ripe for the sickle. For two years running everybody to whom I sent some Himalayan Mulberry (Morus Serrata) seed, complained that he could not get even one seed to germinate, while on both occasions the portion of the same seed which I sowed germinated completely. This Mulberry seed must have had some of the sweet pulp of the fruit adhering to it which attracted ants and other insects. The seed which I sowed I made distasteful by 'pickling,' and that is how I account for my seed succeeding. For pickling ordinary agricultural seeds, tubers and cutting, I use sulphate of copper solution 1 to 200, the seed being tied loosely in a piece of cloth or put in a basket and then given a dip only for a second in a vessel containing freshly made solution of copper sulphate and immediately afterwards the seed is rubbed up with a dust which is a mixture of powdered lime, ashes, soot, rape-dust or castor-cake dust and white arsenic, one part of white arsenic (Sankhia of the bazar) being used with 800 parts of the other substances combined. For more delicate seeds I use camphor water, the seeds being kept for an hour stoppered up in camphor water and then mixed up with the insecticidal dust or powder already described. Thus treated, each grain of seed, or each tuber or cutting gets a coating of manurial substances which have power of inhibiting insects. In the Berhampur Jail garden the potato crop used to spoilt by a cut-worm until the

system of sowing pickled seed was adopted.

In pickling seedlings such as paddy seedlings before transplanting, I use asafaetida water or a decoction of aloes or both mixed together. There is a standing order in the Sibpur Experimantal Farm that all seeds and seedlings must be pickled before sowing. This order is sometimes neglected. This was the case with the first lot of paddy seedlings transplanted this year. These were visited by the hispa aenesceus or senko-poka which has done so much harm to paddy seedling in several districts of Bengal this year. I had some trouble in getting rid of them until the appearance of this tiger-beetle relieved me of all anxiety. But the last lot of seedlings which were dipped in a solution of asafaetida (1 ounce of safaetida being used in 10 gallons of water) at transplantation was never visited by the hispa though this pest was to be seen in all plots, the seedlings of which had not been so treated. The stink must have kept them out from the plots, the seedlings of which had the asafaetida bath. The cost and trouble involved in pickling seeds and seedling in the manner described are insignificant but the protection pickling affords against the attacks of pests and parasites is most decided. Of course the effect of pickling may pass away at a subsequent stage in the growth of the crop, when spraying or bellowing of insecticides or fungicides may have to be restored to. But if all the precautionary measures described in this lecture have been adopted, *i.e.*, if a proper system of rotation has been followed, if the land has been kept stirred and exposed to the attack of birds, if seeds have been pickled with insec-ticidal and fungicidal substances, if the seedlings have had a healthy and good start, there is very little fear afterwards of the crop being attacked by a parasite. The choice of insecticidal and fungicidal substances that have a manurial value is specially important for pickling seed. That is why ashes, lime, soot, rape-dust and castor-cake dust should be chosen. Each seed getting a coating of manurial substances that have also the power of repelling insects and killings spores of fungi, a good start is given to the plant produced by that seed and those of you who have observed the growth of the plants, must be aware of the fact that the first start is of vital consequence to the subsequent health of the plants. In health a plant, it has been further observed, is better able to resist the attack of certain insects and fungi. All these considerations lead me to lay special stress on the pickling of seed.

There are certain pests, such as the locusts, for which special remedial measures have been found highly satisfactory, but to discribe special remedial

measures against special pests and parasites, is beyond the scope of the present lecture and my object was this evening merely to point out that by adopting certain preventive measures the cultivator can well nigh avoid pests and parasites or the application of insecticides and fungicides which in most cases is not practicable.

In conclusion, I would invite your attention to the graphical representation in the verandah of some of the methods of prevention of insects I have alluded to. You will find some fragments of sugar attacked by ants but others surrounded by insect—preventive substance, *i.e.*, substances with bitter taste or repulsive smell or repulsive appearance, only slightly attacked or not attacked at all. This illustrates very well the principle of pickling seed and seedlings. You will find the sugar within the boundary made by charcoal marks with some ants, then you will find the sugar with the surrounding boundary line made with saw-dust flavoured with asafaetida with fewer ants;next you will find the sugar within a boundary line made with ashes with still fewer ants; next you will find the sugar within a boundary with soot with hardly any ants; and last of all you will find some sugar with boundary lines made with *Neem* leaves and with the insecticidal dust I have already described, not at all attacked.

ইংরাজীর মর্ম্মার্থঃ—

৪। বীজ নির্ব্বাচন ও বীজ রক্ষা। কোন কোন প্রকার শস্যরোগ—যেমন ধসারোগ—রোগ-দুষ্ট-বীজ হইতেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সেই জন্য দোষ-দাগ-শূন্য বীজ সযত্নে রক্ষা করা উচিত। এবং বীজের জীবনীশক্তি যাহাতে বপন সময় পর্য্যন্ত সমানভাবে থাকে তদ্বিষয়েও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সমস্ত শস্য কাটিয়া আনিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বীজ বলিয়া রাখিলে চলিবে না। বীজ সুপক, নিখুঁত শস্যগুচ্ছ হইতে সংগ্রহ করা উচিত। বীজের উপর শস্য ভাল মন্দ হওয়া নির্ভর করিতেছে।

বীজ রক্ষা করিবার নানা প্রকার নিয়ম আছে। গভর্ণমেণ্টের নাগপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে উপরে নীচে পুরু করিয়া নিমপাতা দিয়া বীজ রাখা হয়। কানপুরে আল্‌কাতরা মাখান (Tarred) পাত্রের ভিতর বিচালী কুচী করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে বীজ রাখা হয়। শিবপুর ফার্ম্মে কার্ব্বণ বাই সলফাইড (Carbon Bisulphide) দিয়া বীজ সংরক্ষিত হয়। বীজ বায়ুবদ্ধ পাত্রে একটু কার্ব্বণ বাইসলফাইড (Carbon Bisulphide) বা ন্যাপথলিন (Napthaline) দিয়া বীজ রাখিলে বীজ ভাল থাকিবে সন্দেহ নাই। উক্ত দুইটী পদার্থের দামও অধিক নহে কার্ব্বণ বাইসলফাইডের দাম এক পাউণ্ড ১৲ টাকা। ন্যাপথলিন এক পাউণ্ড ৷৹ আনা মাত্র। এক টাকার বাইসালফাইডে ২০।২৫/০ মন বীজ রক্ষিত হইতে পারে। যদি বীজে পোকা হইয়াছে দেখা যায় তাহা হইলে কার্ব্বণ বাইসালফাইডে বিশেষ উপকার দর্শাইবে। কিন্তু পদার্থটি সহজে অগ্নিসংযোগে জলিয়া উঠিতে পারে। সেইজন্য সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। চাউল ব্যবসায়ীরা সফেদা ও চূণ মিশ্রিত করিয়া পোকা নিবারণের চাউলে দেয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কার্ব্বণ বাইসালফাইড ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

৫। বীজ শোধন (Pickling)। ভাল বীজ হইলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। বীজে মিষ্টতা থাকিলে বীজ জমিতে ফেলিবার পরই অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই মিষ্ট গন্ধে পিপীলিকাদি আসিয়া খাইয়া ফেলে। শিবপুর ফারম হইতে তুতবীজ বপন জন্য স্থানে স্থানে পাঠান হয়, কিন্তু কেহই সেই বীজ হইতে চারা করিতে পারেন নাই। কিন্তু শিবপুরে সেই বীজগুলি আরকে ডুবাইয়া শোধন করিয়া ফেলা হইয়াছিল বলিয়া তাহা হইতে গাছ হইয়াছিল। বীজ বা মূল বা কটিংগুলি যদি সালফেট অব কপার আরকে (১ ভাগ আরক—২০০ ভাগ জল) বা অন্য কোন আরকে ডুবাইয়া তাহাদের মিষ্ট আস্বাদন দূর করিয়া কটুতিক্ত আস্বাদন করিয়া লইয়া বপন করা যায় তাহা হইলে আর বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্ব্বেই নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। বীজাদি একখণ্ড বস্ত্রে আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া উপরি উক্ত প্রকারে তৈয়ারি আরকে মুহূর্ত্তের জন্য ডুবাইয়া তুলিয়া লইতে হইবে। তৎপরে চূণ, ছাই, ঝুল, সরিষা গুড়া, রেড়িখোল গুড়া ও ঈষৎ মাত্রায় সেঁকো (৪০০ ভাগতে ১ ভাগ) সংমিশ্রিত গুড়াতে উক্ত বীজাদি ফেলিয়া রগড়াইয়া লইতে হইবে। যে বীজ কোমল তাহা কর্পূরজলে শোধন করিয়া উক্ত প্রকার মিশ্রিত চূর্ণে বা অন্য পোকানিবারক গুড়া মাখাইয়া লইতে হইবে। বহরমপুরে বীজআলু এই প্রকারে শোধিত করিয়া লইবার পর তবে পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে দেখা গিয়াছে।

চারা হাপর হইতে স্থানান্তরে রোপণ করিবার পূর্ব্বেও শোধন করা আবশ্যক। শিবপুরে ধানের বীজ আসা ফেটিডা (হিং) (Solution of asafaetida—1 ounce of asafaetida to 10 gallons of water) জলে বা এলোর (মোসব্বর) নির্য্যাসে (Decoction of aloes) শোধন করিবার নিয়ম আছে। এক বৎসর অনবধানতা বশতঃ তাহা হয় নাই বলিয়া সেঁকোপোকায় ধানের ক্ষেত নষ্ট করিয়াছিল। উক্ত প্রকারে বীজ বা মূল বা কটিং বা চারা শোধন করিবার খরচও যৎসামান্য মাত্র। যত প্রকার পোকা আক্রমণ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বীজ শোধন বিধিটি অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে। এই শোধন কার্য্যের জন্য যে আরকে, বা চূর্ণে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়, সেই সকল চূর্ণাদিই ব্যবহার করা বিধেয়, কারণ বীজের সঙ্গে সেগুলি ভূমিতে পড়িলে জমিতে সার দেওয়ার কার্য্য করে। আমাদের এ দেশের বীজ ব্যবসায়ীরা বীজ তাজা চক্‌চকে দেখাইবে বলিয়া হলুদ মাখাইয়া বীজ রং করে। হলুদ-গন্ধে পোকা আসে না। অতএব দেখা যায় যে অলক্ষিত ভাবে বীজ ব্যবসায়ীরা বীজশোধন কার্য্য করিয়া থাকে।

কতকগুলি পোকা পতঙ্গের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতিলাভ দুরূহ। পঙ্গপালের উপদ্রবের কোন প্রতিকার বড় সহজ সাধ্য নহে।

কৃষিব্যাঙ্ক বা সংভূয় ঋণদান সমিতি।

ভারতগবর্ণমেণ্টের আদেশে শিমলাশৈলে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনোদ্দেশ্যে যে বৈঠক বসিয়াছিল—তাহার রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। বৈঠকের সভ্যগণ কৃষিব্যাঙ্কের নাম Co-operative Credit Societies দিয়াছেন। কৃষিকার্য্য ব্যতীত অন্যান্য শিল্পাদি কার্য্যেও টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইবে বলিয়া ঐরূপ নাম করণ হইয়াছে। বাঙ্গালায় "সংভূয় ঋণদান সমিতি" বলা যাইতে পারে। উক্ত রিপোর্টের সঞ্জীবনীকৃত অনুবাদ

দিয়ে দেওয়া গেল। অনুবাদের দুই এক স্থলে ভুল ছিল তাহা সংশোধিত হইল।—

দরিদ্র কৃষক ঋণ ভিন্ন কৃষিকার্য্য করিতে পারে না। ঋণ না পাইলে তাহার দিন চলে না। কিন্তু মহাজনেরা তাহাদের নিকট যে হারে সুদ লয়, সুদের সুদ লইয়া তাহাকে যেরূপ সর্ব্বস্বান্ত করে, তাহাতে কৃষকেরা আর মাথা তুলিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট অল্প সুদে কৃষকদিগকে টাকা ধার দিবার উপায়-চিন্তনে বহুকাল ব্যস্ত ছিলেন। কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া রাজস্ব-সচিব স্যার এডওয়ার্ড ল, মান্দ্রাজ রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য মিঃ নিকলসন, ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ফুলার, পঞ্জাবের রাজস্ব-বন্দোবস্তবিভাগের কমিশনার মিঃ উইলসন, কলিকাতার কমার্শাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ মরে ও কাণপুরের জজ মিঃ ডুপার্ণে সাহেবকে কৃষিব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহারা সিমলা পাহাড়ে একত্র হইয়া বিগত ১লা জুন হইতে কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতে প্রবৃত্ত হন। ১০ই জুলাই ইহাদের কার্য্য শেষ হয়। সম্প্রতি ইহাঁদের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

ইউরোপের নানাদেশে পরস্পরকে ঋণদানের জন্য সংভূয় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল সমিতির দ্বারা ইউরোপের দরিদ্র লোকের অবস্থার সমূহ উন্নতি হইয়াছে। কমিটি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষেও সেইরূপ সমিতি স্থাপন করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক জেলার প্রধান নগরে একটী ও জেলার নানা গ্রামে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রধান নগরের সমিতিতে অল্প আয় বিশিষ্ট কেরাণী, শিক্ষক ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের আয়ের টাকা জমা রাখিলে সুদ পাইবেন। এই সুদের হার সেবিংস্ ব্যাঙ্কের সুদ অপেক্ষা বেশী হইবে। সুতরাং অনেকে সেবিংস্ ব্যাঙ্কের পরিবর্ত্তে এই সমিতিতে টাকা জমা রাখিতে ইচ্ছুক হইবেন। সমিতির মূলধন দুই রকমে খাটান যাইতে পারিবে। ১ম—সমিতির সভ্যগণ প্রয়োজন হইলে এই টাকা ঋণ করিতে পারিবেন। ২য়—জেলার মধ্যে গ্রামে গ্রামে যে সকল সমিতি হইবে, সেই সকল সমিতির উপর টাকা খাটানের ভার দেওয়া যাইতে পারিবে।

সমিতির গঠন প্রণালী।

সহরের কি গ্রামের কতিপয় লোক একত্র হইয়া সমিতি স্থাপন করিবেন। তাঁহারা প্রত্যেক সমিতির হস্তে একদা মাসে মাসে টাকা দিবেন। তাঁহারা সমিতির অংশীদার বলিয়া গণ্য হইবেন। অংশীদারের মধ্যে যদি কাহারও প্রয়োজন হয়, তবে সমিতির নিকট টাকা ঋণ করিতে পারিবেন। অংশীদারের গচ্ছিত টাকা এই সমিতির মূলধন হইবে। প্রয়োজন হইলে অংশীদারগণ ঋণ করিয়া মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। সমিতির মূলধন দুই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে। ১ম—সমিতির সভ্যগণ অংশ বিক্রয় করিয়া, ২য়—ঋণ গ্রহণ করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারেন।

যে সে লোক সমিতির সভ্য হইতে পারিবে না। যে গ্রামে বা সহরে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে স্থানের লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও অংশীদার করা হইবে না। অংশীদারগণ নির্ব্বাচন প্রথানুসারে নির্ব্বাচিত হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট এই সকল সমিতিকে ঋণ দিতে পারিবেন। অংশ বিক্রয় করিয়া যে সকল সমিতি স্থাপিত হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন সমিতিকে ২ হাজার টাকার বেশী ঋণ দিবেন না। সমিতির অংশের টাকা ও গচ্ছিত টাকা যত, গবর্ণমেণ্ট তাহার অর্দ্ধাংশের বেশী দিবেন না।

অংশ বিক্রয়ের দ্বারা যে সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে সকল সমিতিতে তকাবি আইনের বিধান অনুসারে গবর্ণমেন্ট যত ইচ্ছা তত টাকা দিতে পারিবেন।

গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহ।

ইংলণ্ডের সংস্থৃষ্ট সমিতি সমূহ ইন্‌কম ট্যাক্স আইনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এদেশের সমিতি ইন্‌কম ট্যাক্স দিবে, কিন্তু ঋণদান বা সমিতি গঠনকালে কোন ষ্ট্যাম্পের দরকার হইবে না। সমিতি ষ্ট্যাম্প খরচার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

যাহারা এই সমিতির অংশ ক্রয় করিবে, তাহাদের ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অংশ দেওয়ানী আদালতের কোন প্রকার ডিক্রী বা কালেক্টরীর রাজস্বের জন্য বিক্রয় হইতে পারিবে না।

ঋণ আদায়ের সহজ উপায়।

সমিতির যে খাতায় ঋণদানের কথা লিখিত হইয়াছে, খাতার সেই অংশের সার্টিফিকেটযুক্ত নকল আদালতে দাখিল করিলেই আদালত দাবীর টাকা ডিক্রী দিবেন। জমিদারের খাজানা বা গবর্ণমেন্টের রাজস্বের দাবীর পরেই এই টাকা আদায় হইবে। অন্য মহাজনের টাকা, এই সমিতির টাকা শোধ হইলে পর, আদায় হইতে পারিবে। অধমর্ণের জমি হাল, গরু প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সমিতি আপনার টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধান।

এই সকল সমিতি রেজেষ্টারী করা হইবে। গবর্ণমেন্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারী বৎসরে অন্যূন একবার সমিতির কাগজ পত্র, সংস্থান ও ঋণ পরীক্ষা করিবেন। গ্রাম্য সমিতির কাগজ পত্র পরীক্ষা করার জন্য গবর্ণমেন্ট কোন ফিঃ চাহিতে পারিবেন না। সহরে যে সকল সমিতি হইবে, তাহার ইন্‌কম ট্যাক্সের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে ফিঃ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

রেজিষ্ট্রার নিজে, অথবা সমিতির কমিটির অধিকাংশ সভ্যের বা অংশীদারের এক দশমাংশের লোকের প্রার্থনানুসারে সমিতির কার্য্যপ্রণালীর অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। তিনি কোন সমিতি উঠাইয়া দিতে পারিবেন। জেলার জজ, কালেক্টার বা ডেপুটী কমিশনার রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিবেন।

কতকগুলি নিয়ম।

সমুদয় খরচপত্র বাদে যে লাভ হইবে, তাহার শতকরা ২৫৲ রিজার্ভ ফণ্ডে যাইবে। এই টাকা কোন অংশীদার পাইবেন না। রিজার্ভ ফণ্ডে বহু টাকা জমিলে সুদের হার কমাইয়া দিতে হইবে বা তদ্দ্বারা কোন হিতকর কার্য্য করা যাইতে পারিবে।

সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এক কমিটি গঠিত হইবে। কমিটির সভ্য-সংখ্যা ৩ জনের কম হইবে না। তাঁহারা অংশীদারের কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। কমিটি কর্ত্তৃক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন। যদি সম্ভব হয়, তবে অংশীদারের মধ্য হইতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইতে হইবে। কমিটির সভ্যগণ বিনা বেতনে কার্য্য করিবেন। কমিটির সভ্য নহেন, এমন ৩ জন অংশীদার নিয়মিতরূপে সমিতির হিসাব পত্র পরিদর্শন করিবেন, বিশৃঙ্খলা দূর করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে, সাধারণ সভ্যদের সভা আহ্বান করিবেন। কমিটি সমিতির টাকা রক্ষা করিবেন এবং ঋণদান করিবেন। গ্রাম্য সমিতি সমূহ প্রকাশ্য সভায় নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে ঋণদান করিবেন।

অংশ বিক্রয় করিয়া যে সকল সমিতি হইবে, তাহার কোন সভ্য যত দিন তাহার অংশের অন্যূন ৫৲ টাকা প্রদান না করিবে এবং ৫ বৎসরের অনুর্দ্ধ কালের মধ্যে অংশের সমস্ত টাকা শোধ করিবার

অঙ্গীকার না করিবে, ততদিন সমিতির নিকট ঋণ পাইবে না।

এক ব্যক্তি অনেকগুলি অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। অংশ সহজে বিক্রয়ও করিতে পারিবে না। গ্রাম্য সমিতি সমূহ গহণা ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়া ঋণ দিতে পারিবেন না। নগর সমিতি বন্ধক রাখিতে পারিবেন।

সুদের হার।

এই সকল সমিতির চক্রবৃদ্ধি সুদ পাইবেন না। টাকা প্রতি মাসিক ২ পাই (৩ পাই = ১ পয়সা) বেশী সুদ লইতে পারিবেন না। যাহারা টাকা গচ্ছিত রাখিবে, তাহাদিগকে বার্ষিক শতকরা ৬।০ আনা হারে সুদ দেওয়া যাইতে পারে।

মহাজনদিগের প্রতি।

যাহারা ঋণদানের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে, তাহারা যদি আপনাদের কারবার রেজেষ্ট্রারী করে, এবং বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা হারের বেশী সুদ গ্রহণ না করে এবং গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে খাতা পত্র রাখে, তাহা হইলে তাহারা এই সকল সমিতির নিয়মানুসারে অধমর্ণকে কৃষির উন্নতির জন্য যে ধার দিয়াছে, তাহা সহজে আদায় করিতে পারিবে। অন্য মহাজনেরা সেরূপ সুবিধা পাইবে না।

মিশরী কার্পাস।

অনেকের ধারণা,—আর মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রাদিতেও দেখিতে পাই যে, ভারতে মিশরী কার্পাস জন্মে না; অথবা জন্মিলেও আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায় না। ভারতভূমির ন্যায় সুবিশাল দেশখণ্ডে নানাবিধ জল-বায়ু, নানাবিধ মৃত্তিকা আছে। এ দেশে মকাই হইতে আপেল, নাসপাতি, পেস্তা কিস্‌মিস, আঙ্গুর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট ফলপাকুড় জন্মে,—নীল জন্মে, চা জন্মে, কাফি জন্মে; তবে জন্মে না কি? পৃথিবীর অনেক দেশ আছে, তথায় কোন ফসল ভাল জন্মে, আবার কোনটী আদৌ জন্মে না; কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। এদেশে সমতলক্ষেত্র আছে; তুষারময় শিলাচল আছে; অতিবৃষ্টিশালী প্রদেশও আছে; আবার তপনতপ্ত বৃষ্টিশূন্য ভূমি আছে; এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর তাবৎ শস্য, ফলপাকুড়, তরিতরকারী,—এবং অপরাপর বাণিজ্যোপযোগী ফসলও এদেশে প্রভূত পরিমাণে জন্মে, কেবল মিশরী কার্পাসই যে জন্মিবে না, ইহা বড় অসঙ্গত কথা।

মিশরী ও দেশী কার্পাস তূলার মধ্যে বিশেষ তারতম্য আছে। প্রথমোক্ত কার্পাসজাত তূলার বর্ণ তুষারবৎ শুভ্র,—অতি সুকোমল ও চিক্কণ; আঁশ অপেক্ষাকৃত লম্বা, ফলতঃ অধিক কার্য্যোপযোগী। ফলও দেশী কার্পাস অপেক্ষা বড়। দেশী কার্পাসের বর্ণ ঈষৎ ময়লা, আঁশ ছোট, ফল ছোট এবং তাহাতে কোমলতার বিশেষ অভাব। এতদ্ব্যতীত মিশরী কার্পাসের বিশেষ গুণ এই যে, উহার ফলের মধ্যে ৪।৫টী কোষ বা কোয়া থাকে; কিন্তু দেশী কার্পাসের অঙ্গে সচরাচর তিনটী কখনও বা চারিটী কোয়া জন্মে। আরও দেখিতে পাই, মিশরী কাপাসের বীজ হইতে তূলাকে অতি সহজেই স্বতন্ত্র করিতে পারা যায়, অন্যদিকে দেশী কাপাসের বীজ হইতে তূলাকে সহজে আলাহিদা করিতে পারা যায় না। চরকা দ্বারা বীজকে স্বতন্ত্র করিলেও, দেশী বীজে তূলা সংলগ্ন থাকিয়া যায়; ফলতঃ অনেক তূলা বীজে নষ্ট হয়। দেশী ও মিশরী তূলার মধ্যে এতাধিক তারতম্যতা হেতু এবং মিশরী তূলার উৎকৃষ্টতা হেতু, শেষোক্ত তূলার বিস্তৃত আবাদ হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও মিশরী তূলার আবাদ করি নাই; সম্প্রতি যে তূলার আবাদ করিয়াছি, তাহাতে মিশরী তূলার ক্ষেত্রে অন্যান্য তূলার গাছও জন্মিয়াছে; সেজন্য ক্ষেত্রটী সম্পূর্ণ মিশরী তূলার বলা যায় না। বিমিশ্রিত জাতীয় তূলার গাছ জন্মিয়াছে; তাহাতে অনুমান যে, যেস্থান হইতে বীজ আনয়ন করা হইয়াছিল, সেখানে কাপাস সংগ্রহকালে কুলি-মজুরের বিভিন্ন জাতি কার্পাস একত্র সংগ্রহ করিয়াছিল, ফলতঃ বীজও মিশাল হইয়াছিল। কুলি-মজুরের উপর এই সকল গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, এইরূপই ঘটিয়া থাকে। বীজ-সংগ্রহ কার্য্যকে গুরুতর বলিবার কারণ এই যে, বীজ-সংগ্রহ কার্য্যের প্রতি শিথিল বা অমনোযোগী হইলে, সেই বীজোৎপন্ন ফসলের বিশিষ্টরূপ ক্ষতি হইয়া থাকে। আমি মিশরী বীজ আনাইয়া আবাদ করিলাম; কিন্তু পরে তাহা অন্যরূপ দাঁড়াল, ইহা কি কম আপশোষের কথা! ভাল বা মন্দ হউক, যে কোন জাতির বীজ লইয়া আবাদ করা যাউক, তাহার অন্য খরচ-খরচা একই পড়ে। বরং লোকে ভাল জিনিষের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার যদি অন্যরূপ হয়, অর্থাৎ নিকৃষ্ট জাতীয় ফসল জন্মে, তাহা হইলে কি নিতান্ত হতাশ হইতে হয় না? যাহা হউক মন্দ হইতেও অনেক সময়ে শুভ ফল লাভ হয়। আমার উপস্থিত আবাদে যে দেশী ও মিশরী কার্পাস বিমিশ্রিত ভাবে জন্মিয়াছে, তাহাতে একটী বিশেষ উপকার এই হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কার্পাসের বৃদ্ধি, গতিবিধি প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিবার সুবিধা হইয়াছে; একই প্রকার পাট-তদ্বিরে কোন্ জাতীয় কার্পাসের বৃদ্ধি হয়, কি পরিমাণে ফলন হয়, তূলার বর্ণ, ঔজ্জ্বল্য, দৃঢ়তা প্রভৃতিরই বা কিরূপ তারতম্য হয়, তাহা দেখিবারও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে; তবে কার্পাস-সংগ্রহকালে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক; নতুবা বিভিন্ন জাতীয় ফল মিশাইয়া গেলে পূর্ব্ববৎ ফল হইবে। সরলপ্রাণ চাষা-ভূষা মানুষ অত-শত বুঝে না, হৈহৈ করিয়া ক্ষেত হইতে ফল পাড়িয়া আনিল, খোসা ছাড়াইয়া চরকায় ফেলিল, কাজ চালাইয়া লইল। অধিক পরিমাণে আবাদ করিয়া যাহারা মহাজনকে ফসল বিক্রয় করে, তাহারাও বাছাই করিয়া ফল উঠায় না। তাহার কারণ এই যে, মহাজন জিনিষের গুণাগুণ বিচার করিয়া যথোচিত মূল্য ধার্য্য করে না, সকল মালেরই এক দর দেয়;—এরূপ অবস্থায় অধিক পরিশ্রম করিয়া কৃষকগণ কেন স্বতন্ত্র করিয়া ফল সংগ্রহ করিবে? আরও এক কথা,—কৃষকগণই বা খাঁটি বীজ কোথায় পাইবে? গৃহস্থ, মধ্যবিত্ত ও বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অধিক ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট বীজ আনাইতে পারেন। কিন্তু কৃষকের জন্য অতটা কে করে? আর অধিক ব্যয় করিয়া, বিশেষ চেষ্টা-চরিত্র করিয়া যাঁহারা বীজ আনাইয়া আবাদ করেন, তাঁহাদিগের ক্ষেত্রজাত অল্প পরিমাণ তূলার খরিদারই বা কোথায়? বিস্তৃত ভাবে অধিক পরিমাণে আবাদ করিলে, সওদাগরগণ তাহার ক্রেতা হইতে পারেন। সওদাগর-ক্রেতার জন্য আবাদ করিতে হইলে, উৎপন্ন দ্রব্য সমধিক হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় কৃষকদিগের সেই সামগ্রী উৎপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, উৎকৃষ্ট জাতীয় তূলার মূল্য অধিক,—তাহাদিগের ক্ষেত্রোৎপন্ন উৎকৃষ্ট জাতীয় তূলার জন্য অধিক মূল্য দেওয়া উচিত; তবেই তাহাদিগের প্রবৃত্তি ও যত্ন তৎপ্রতি প্রধাবিত হইবে।

এদেশে যথানিয়মে বীজ সংগৃহীত হয় না বলিয়া বিলাতি বাজারে মার্কিণ তূলা ভারতীয় তূলাকে অনেক পরিমাণে পরাস্ত করিয়াছে। মার্কিণবাসীগণ উৎকৃষ্ট তূলা উৎপন্ন করে এবং সুপক্ক ফলের বীজ

সংগ্রহ করে বলিয়া উত্তরোত্তর তাহার উন্নতি হইতেছে; ফলতঃ বিলাতে তাহার আদরও বাড়িতেছে। আর আমাদিগের অমনযোগিতাবশতঃ উন্নতি হওয়া দূরের কথা, যাহা আছে, তাহাও নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইতেছে। যখন দেখিতেছি যে, ভাল জিনিষের আদর অধিক, মূল্য অধিক, তখন ভাল জিনিষ উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করি না কেন? আজ আট দশ বৎসরের কথা হইল, মুর্শিদাবাদে আমি দুই বৎসর মার্কিণ তূলার আবাদ করিয়াছিলাম; তুলা অতি উত্তম জন্মিয়াছিল। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে যে মিশরী তুলার আবাদ করিয়াছি, তাহাতে দেখিতেছি, উহা এখানে অতি উত্তমরূপে জন্মিতে পারে। ভারতের সর্ব্বত্রই যে আশাজনক ফল প্রদান করিবে, তাহা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না; কারণ, মৃত্তিকা ও জল বায়ুর বিশেষত্বে ফসলের তারতম্য হইতে পারে। এই কারণে সকল স্থানেই ইহার পরীক্ষা হওয়া স্পৃহনীয়। এত দিন আমারও ধারণা ছিল যে, এদেশে বুঝি মিশরী তূলা ভাল জন্মে না। কিন্তু দৃষ্টান্ত অপেক্ষা ত আর সিদ্ধান্ত নাই। কার্য্যতঃ আবাদ করিয়া দেখিতেছি যে, মিশরী কার্পাসের গাছ এখানে বেশ সুবর্দ্ধিত হইয়া যথাশক্তি ফল প্রদান করিতেছে এবং তুলাও অতি চিক্কণ ও মোলায়েম হইয়াছে। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে বর্ষাতি ফসলরূপে আমি ইহার আবাদ করিয়াছি; অধিকন্তু রবি-ফসলরূপে আবাদ করিবারও আয়োজন করিতেছি। ক্ষেতে ছেঁচ দিবার সুবিধা বা ব্যবস্থা না থাকিলে, রবিফসলরূপে ইহার আবাদ করা উত্তর-বঙ্গ বিহার বা উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে সুবিধাজনক নহে। নিম্ন বা উত্তরবঙ্গে কিন্তু বর্ষাতি অপেক্ষা শীতের ফসলে লাভ আছে বলিয়া মনে হয়; কারণ, ঐসকল জেলা বা প্রদেশ বর্ষাকালে অতিশয় রসা থাকে এবং তাহার ফলে গাছের অত্যধিক বৃদ্ধি হয়—গাছে ফল কম জন্মে, আর যে ফল হয়, তাহাও বড় পরিপুষ্ট হয় না।

দেশী তূলার অনেক জাতি আছে; তাহার ভিতর হইতে বাছাই করিয়া উৎকৃষ্ট জাতির আবাদ করিলেও সুবিধা হইতে পারে। দেশীয় জিনিষমাত্রই পরিহার করিয়া যে, কেবল বিদেশী ফসলের আবাদ করিতে হইবে, এমন কথা আমি বলি না; তবে দেশী জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের ভিতর হইতে ভাল মন্দ বাছাই করিয়া দেয় কে? এই জন্যই জানা-শুনা বিদেশী জিনিষের উপর লোকের দৃষ্টি সহজেই পতিত হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণই উৎকৃষ্ট জিনিষের আবাদ করিতে পারেন এবং তাঁহারা চেষ্টা করিয়া কৃষকদিগের মধ্যে উহা প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে বাস্তবিক কাজ হয়। নতুবা অপরিমিত জমিতে ব্যক্তিবিশেষের আবাদ হইলে স্থায়ী কোন উপকার হওয়া সম্ভব নহে। বীজ ও জমি দিয়া কৃষকের সহিত ভাগে আবাদ করিতে পারিলে, আরও শীঘ্র উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। আর এক কথা এই যে, আবাদের পর, ভাগের সময় কৃষককে ঘোলটুকু দিয়া আপনি মাখনটুকু লইলে, ভবিষ্যতে কৃষক কিন্তু আর সে পথে চলিবে না—সে আপন পিতৃপুরুষেরই পদানুসরণ করিবে। কৃষিকার্য্য হউক, আর শিল্পকার্য্য হউক, সাধারণ ভাবে ইহাকে দেশমধ্যে প্রচলন করিতে না পারিলে, জাতীয়ভাবে উহাকে লইতে পারা যায় না,—আর জাতীয় ভাবে না হইলেও জাতীয় অর্থ বাড়িতে পারে না। আমাদের দেশের জমির হার খুব সুলভ,—মজুরীও তদনুরূপ। মার্কিণ বা বিলাতি মজুর অপেক্ষা আমাদের মজুরেরা অধিকক্ষণ ও অধিক পরিমাণে কার্য্য করিতে সক্ষম; তবে আমরা তূলার বাজারে মার্কিণের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়া সাফল্য লাভ করিতে না পারিব কেন? সমবেত ভাবে বদ্ধ পরিকর হইলে, অন্ততঃ কৃষিবিষয়ে ভারতবাসীর নিকট তাবৎ দুনিয়াকে পরাজিত করিতে পারা যায়,—ইহা অসঙ্গত বাধা নহে।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কৃষকের উন্নতি।

অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস। অতি পূর্ব্বকালে এদেশে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই নূতন বৎসর আরম্ভ হইত। অগ্রহায়ণ শব্দের অর্থেও বৎসরের প্রথম মাস বুঝায়। অগ্রহায়ণ যে সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বপ্রথম মাস পুরাণাদিতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কালক্রমে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া অগ্রহায়ণ স্থলে বৈশাখ এখন বৎসরের প্রথম মাস হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও অগ্রহায়ণের গৌরব নষ্ট হইতে পারে নাই। এই মাসেই বাঙ্গালার ভাণ্ডার ধনধান্যে পূর্ণ থাকে, বাঙ্গালার শস্যক্ষেত্রে পকধান্যের শীষগুলি অল্প অল্প বাতাসে যে সময় নাচিতে থাকে, তখন সত্য সত্যই বোধ হয় যেন এই দরিদ্র বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বের ন্যায় বুঝি আবার সোণা বর্ষণ হইতেছে। বাস্তবিক বাঙ্গালার শস্যক্ষেত্রে এখনও অল্পবিস্তর সোণা বর্ষণ হয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে আমরা পাই কেবল তুঁষ। আমরা সোণা কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। এইটীই বড় দুঃখ।

বাঙ্গালার কৃষকের প্রধান সহায়সম্বল ক্ষেত্র ও লাঙ্গল। ইহাতেই তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যদি দুর্ব্বৎসরে শস্য নষ্ট হইল তবে ত সকল আশা-ভরসাই ফুরাইল, অবস্থার উন্নতি হইবে কি, জীবন রক্ষা করাই কঠিন। কিন্তু প্রতি বৎসর মন্দ বৎসর হয় না। যেবার ভাল অবস্থা হয় সেবার এদেশের কৃষকদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। শস্য হইলেও ঘরে দুই-দশ কাঠা শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না। অগ্রহায়ণ মাসে গৃহস্থ শস্য কাটিয়া বাড়ী পূর্ণ করিয়া ফেলিবে, কিন্তু দেখিতে এত শস্য কোথায় চলিয়া যাইবে। শস্য বাড়ীতে তুলিতে না তুলিতে জমিদারের পেয়াদা, মহাজনের লোক, চৌকীদারী-টেক্সের লোক, পঞ্চায়েত, পুলিশ প্রভৃতি কতদিক দিয়া কত লোক আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইবে, একমুষ্টি করিয়া দিতে দিতেই গৃহস্থ ফকির, তাহার সকল জ্বালা যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া গেল, কেবল আশা করিয়া সার হইল। যাহাকিছু থাকে তাহাও অনেক সময় নিজে উড়াইয়া দেয়।

গৃহস্থলোকের গৃহস্থালীর উন্নতি এবং সুখস্বচ্ছন্দ অধিকাংশই টাকার উপর নির্ভর করে। যে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে সেই অবস্থার উন্নতি করিতে ও সুখেস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। কৃষকগণের যে দশ টাকা লাভালাভ তাহা কেবল এক ক্ষেত্র দিয়াই হয়। শস্য ভাল জন্মিলে এক ক্ষেত্র দ্বারা কৃষকের যে আয় হয় তাহা মন্দ নহে। কিন্তু আয়ের তুলনায় কৃষকগণের ব্যয়ই অধিক, ইহাই সর্ব্বনাশের মূল! কৃষকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, যাহাতে তাহাদের আয় অধিক হয় এবং অন্যায় অপব্যয় যেগুলি আছে তাহা যত কমে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কৃষকশ্রেণীর অন্ন-বস্ত্রের ব্যয় বাদেই মহাজনের টাকা ও জমিদারের খাজানা। ঋণ না করিয়া সংসার চালাইতে পারেন, এমন গৃহস্থ আমাদের দেশে অতি অল্প। সুতরাং কখনও কাজ করিও না এ কথা হাজার বার বলিলেও তাহা পালন করিতে পারিবে না। কর্জ্জ না করিয়া যত চলে তাহাই কর্ত্তব্য। বিপদে পড়িয়া কর্জ্জ করিলেও কি প্রকারে শোধ হইতে পারে সত্বর চেষ্টা দেখা উচিত। ক্রমে ধীরে ধীরে শোধ করিব, এরূপ আশায় থাকিলে কখনই শোধ হয় না, সুদে ও আসলে ডুবিয়া যায়। মহাজনের আসল করজা টাকা অপেক্ষা সুদকেই

অধিক ভয় করিতে হয়। আসল টাকা ঠিক থাকে কিন্তু লাউডগার মত সুদ দিন দিন বাড়িয়া যায়।

শাস্ত্রে বলে—"ঋণের শেষ, পীড়ার শেষ, অগ্নি শেষ, ও শত্রু শেষ কখনও রাখিও না"। উপদেশটী মন্দ নহে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। কৃষকের প্রধানতঃ চারি কারণে কর্জ্জ হয়। (১) জমিদারের খাজনা, (২) বিবাহাদি কার্য্য (৩) আবাদ বুনানী কার্য্য (৪) অন্ন-বস্ত্র ভরণপোষণ জন্য। ইহার মধ্যে জমিদারের খাজনা ও বিবাহাদি কার্য্যেই অধিক লোককে মহাজনের নিকট যাইতে হয়। অন্ন বস্ত্রের জন্য যাহার কর্জ্জ করা আবশ্যক তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। কারণ অন্য উপায় না থাকিলে প্রাণ রক্ষার জন্য কর্জ্জ না করিয়া উপায় নাই। আবাদ বুনানীর সুবিধার জন্য অল্প স্বল্প কর্জ্জ করিলে তাহা কোন ক্রমে বরং শোধ হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ টাকার জোতদার যদি পুত্রের বিবাহের জন্য পাঁচশত টাকা কর্জ্জ করে, তাহার আর কিছুতেই রক্ষা নাই। এজন্য নিতান্ত বিপদে পড়িলে বরং ভরণপোষণের নিমিত্ত বা আবাদ বুনানীর সুবিধার্থে কিছু কর্জ্জ করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু হাজার ইচ্ছা হইলেও বিবাহ দিতে এক পয়সাও কর্জ্জ করা উচিত নহে। এজন্য কৃষক নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে ইচ্ছা করিলে প্রাণদণ্ডেও কর্জ্জের মধ্যে যাইবে না। কর্জ্জ না করিয়া যতদূর চালাইতে পারা যায় তত মঙ্গল।

যে কৃষক-গৃহস্থ জমিদারের খাজনা বাকী রাখে না ও মহাজনের ধার ধারে না এবং দুষ্টলোকের সঙ্গে মিশিয়া মামলামোকদ্দমাদিতে যায় না, সেই কৃষকই সুকৃষক ও সুখী। সে নির্ভাবনায় নিজের কুঁড়ে ঘরে বসিয়া মনের সুখে গানগাহিতে ও নির্ব্বিবাদে আপনার মনে আপনার ঘর গৃহস্থালীর উন্নতি করিতে পারে। অদ্য এই পর্য্যন্ত।—শ্রীগুরুচরণ সরকার।

সুখার্থী কৃষকদিগের
জ্ঞাতব্য বিষয়।

মুষ্টি-গ্রহণ-বিধি।

ততো মার্গেতু সম্প্রাপ্তে কেদারে শুভ বাসরে।
ধান্যস্য লবনং কুর্য্যাৎ সার্দ্ধ মুষ্টি দ্বয়ং শুচিঃ॥
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈ ধান্যবৃক্ষকান্।
পূজয়িত্বা যথাশ্যানমীশানে লবনং চরেৎ॥
ততস্তন্মস্তকে কৃত্বা সম্মুখং শীর্ষকান্বিতম্।
ন স্পৃষ্ট্বা কমপি ক্বাপি ব্রজেন্মৌনেন মন্দিরম্॥
সপ্তপদ্যাং ততঃ পাত্রে দত্বা মুখ্য নিকেতনে।
প্রবিশ্য স্থাপয়েত্তত্তু ধূপাগন্ধাদিপূজিতম্॥
ন মুষ্টিগ্রহণং কুর্য্যাৎ কদাচিদ্ধট পৌষয়োঃ।
শ্রেষ্ঠোমুষ্টি গ্রহো ধর্ম্ম ধন্যফলপ্রদঃ॥
সার্দ্ধং মুষ্টিদ্বয়ং মার্গে যোহস্থিত্বা লবনঞ্চরেৎ।
পদে পদে বিফলতা তস্য ধান্যং কুতো গৃহে॥
রৌদ্রে মঘে তথা সৌম্যে পুষ্যে হস্তানিলোত্তরে।
ধান্যচ্ছেদং প্রশংসন্তি মূল শ্রবণয়োরপি॥
ব্যতীপাতে চ ভদ্রায়াং রিক্তায়াং বৈধৃতৌ তথা।
ভৌমার্কি বুধবারেষু মুষ্টি সংগ্রহণং ত্যজেৎ॥

অনন্তর অগ্রহায়ণ মাসে শুভদিনে বিশুদ্ধভাবে ক্ষেত্রে গমনকরতঃ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজোপকরণের দ্বারা ধান্য বৃক্ষের যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া প্রথমে ঈশান কোণহইতে আড়াই মুষ্টি পরিমাণ ধান্যচ্ছেদন করিবে। পরে ধান্যের শীষগুলি যাহাতে সম্মুখভাগে থাকে, এইভাবে মাথায় লইয়া, ভূস্বামী নির্ব্বাক অবস্থায় কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিবেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সপ্তপদীতে (অর্থাৎ যেখানে ধান্য মলা হয় সেই স্থানে) রাখিয়া ঐ ধান্যগুলি যথাবিধি পূজা করিবেন। অগ্রহায়ণ মাসই মুষ্টি গ্রহণে প্রশস্ত, ইহাতে প্রচুর

পরিমাণে ধনধান্য বৃদ্ধি হয়। কার্ত্তিক কিম্বা পৌষ মাসে কদাচ মুষ্টি গ্রহণ করিবে না, করিলে নানারূপ অমঙ্গল সঙ্ঘটিত হয়। আদ্রা, মঘা, মৃগশিরা, পুষ্যা, হস্তা, স্বাতী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, মূলা ও শ্রবণানক্ষত্রে ধান্যচ্ছেদন শুভফলপ্রদ; আর ব্যতীপাত ভদ্রা, রিক্তা ও বৈধৃতি যোগ এবং মঙ্গল, শনি ও বুধবারে মুষ্টিগ্রহণ নানাপ্রকারে অশুভদায়ক জানিবে।

ধান্যচ্ছেদনের যাহা প্রাচীন নিয়ম তাহাই কথিত হইল। আমাদের উহার মর্ম্ম বুঝিয়া কার্য্য করিতে হানি কিছুই নাই, কেবল প্রবৃত্তির অভাব মাত্র। ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ একটী কথাও নিষ্ফল লিখেন নাই। তাঁহারা তপস্যাবলে যে বিষয়ে যা উপদেশ জানিয়াছেন সরল মনে আমাদের জন্য তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক ক্রিয়ার, প্রভাব গ্রহ নক্ষত্রের প্রতাপ, তাঁহারা যেরূপ জানিতেন সেরূপ আর কি সম্ভবে? তাই বলি তাঁহারা যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে অনাস্থা না করিয়া তাহার ক্রিয়া করতঃ সূক্ষ্মানুধাবনে অভিনিবিষ্ট হইলে তৎফলে ঋষিগণের এক একটি বাক্য চারি যুগেরই উপযোগী এব সত্যের আকর বলিয়া সাধারণের বোধ হইবে। উহার ফল যে প্রত্যক্ষ!

মেধি রোপণ বিধি।

কৃত্বা তু খলকং মার্গে সমং গোময়লেপিতম্।
রোপণীয়া প্রযত্নেন তত্র মেধিঃ শুভেঽহনি॥
স্ত্রীনাম্না কৃষকৈঃ কার্য্যা মেধির্বৃশ্চিকভাস্করে।
মেধেগুণেন কৃষকঃ শস্যবৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
ন্যগ্রোধঃ সপ্তপর্ণো বা গাম্ভারী শাল্মলীস্তথা।
উড়ুম্বরো বিশেষেণ অন্যোবা ক্ষীরবাংস্তরুঃ।
বট নদীনামভাবে তু কার্য্যা স্ত্রী নামধারিকা।
বৈজয়ন্তীযুতামেধির্নিম্বসর্ষপরক্ষিতা॥
ধান্যকেশরসংযুক্তা তৃণমর্কটকান্বিতা।
অর্চ্চিতা গন্ধপুষ্পাভ্যাং মেধিঃ শস্যসুখপ্রদা॥
পৌষে মেধির্ণচারোপ্য ক্রূরাহে শ্রবণে তথা।
শস্যবৃদ্ধিকরোমার্গে পৌষে শস্যক্ষয়করী॥
কপিথ্য বিল্ববংশানাং তৃণরাজ্ঞাং তথৈবতং।
মেধিঃ কার্য্যানরৈর্নৈব যদীচ্ছেদাত্মনঃ শুভম্॥

অগ্রহায়ণ মাসে, শুভদিনে, খামার (শস্যাদি ঝাড়ন মাড়নের স্থান) ভালরূপে গোময় লেপিত করিয়া তথায় যত্নপূর্ব্বক মেধি (ধান্য ঝাড়িবার পাটার নীচে যে তেঠেঙ্গা থাকে তাহারই নাম) পুঁতিবে। যখন ভাস্কর বৃশ্চিক রাশিতে থাকেন অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে স্ত্রী নামিত কৃষক উহা করিবেক। মেধির গুণে কৃষকের শস্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অশ্বথ, ছাতিম, গামার, শিমূল, যজ্ঞডুমুর বা ক্ষীরযুক্ত তরু অথবা, বটাদি বৃক্ষ তাহারও অভাবে স্ত্রীনামধারিকা যে কোন বৃক্ষে উহা প্রস্তুত করিবে। পতাকাযুক্ত এবং তৃণ মর্কট সংযুক্ত মেধি নিম্ব এবং সর্ষপ বিকীর্ণ দ্বারা রক্ষিতা করিয়া এবং ধান্যকেশর তন্নিম্নে সংস্থাপন করতঃ শস্যসুখপ্রদ জন্য গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পৌষ মাসে ক্রূর বারে ও ক্রূর নক্ষত্রে মেধি রোপণ করিবে না; করিলে শস্যক্ষয়করী হয়। অগ্রহায়ণে মেধিস্থাপনে শস্যবৃদ্ধি হয়। যদি হিত ইচ্ছা থাকে তবে,—কৎবেল, বেল বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষে মেধি করিবে না।

পৌষে পুষ্য যাত্রা প্রকরণ।

অখণ্ডিতে ততোধান্যে পৌষে মাসি শুভদিনে।
পুষ্য যাত্রাং জনাঃ কুর্য্যুরন্যোন্যং ক্ষেত্রসন্নিধৌ॥
পরমান্নঞ্চ তত্রৈব ব্যঞ্জনৈর্মৎস্য মাংসকৈঃ।
নিরামিষৈস্তথা দিব্যৈর্হিঙ্গুমারীচ সংযুতৈঃ॥
দধিভিশ্চ তথান্যৈশ্চ রাজ্যপায়সমিশ্রিতৈঃ।
নানা ফলৈশ্চ মূলৈশ্চ মিষ্টপিষ্টক বিস্তরৈঃ॥
এভিঃ সুঢৌকিতং কৃত্বা তদন্নং কদলীদলে।
ভোজয়েয়ুর্জনাঃ সর্ব্বে যথাবৃদ্ধপুরঃসরাঃ॥
আচম্যচতর্তস্তত্র চন্দনৈশ্চ চতুঃসমৈঃ।

অন্যোন্যং লেপনং কুর্য্যুস্তৈলৈ পকৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥
কর্পূরবাসিতং দিব্যং তাম্বুলং গন্ধধূপিতম্।
ভক্ষয়েয়ুঃ প্রপূর্য্যান্তং পরিধায় তথাম্বরাম্॥
পুষ্পৈরাভরণং কৃত্যা নমস্কৃত্য শচী-পতিম্।
গীতৈর্ব্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ কুর্যুস্তত্র মহোৎসবম্॥
ততস্তু হর্ষিতাঃ সর্ব্বে মন্ত্রং শ্লোকচতুষ্টয়ম্।
হস্তসংপুটকে কৃত্বা পঠেয়ুর্বীক্ষ্য ভাস্করম্॥

ধান্য কাটিবার পূর্ব্বে কৃষক ব্যক্তিগণ পরস্পর, ক্ষেত্র সান্নিধ্যে পুষ্যযাত্রা করিবে। সেখানে উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন মৎস্য মাংস ও উত্তম নিরামিষ্য হিঙ্গু এবং গোল মরীচাদি (ছোট এলাচ দারুচিনি লবঙ্গ আদা ইত্যাদি) মসলাযুক্ত খাদ্য দ্রব্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও পায়স এবং নানাবিধ পিষ্টক এই সকল দেবতাদিগকে নিবেদনপূর্ব্বক উত্তমরূপে কদলীপত্রে বাড়িয়া সকলে বৃদ্ধাদির সহিত মিশিয়া ভোজন করতঃ আচমন করিবে ও ঐ দিবস— তথায় চন্দন কুঙ্কুম সুগন্ধি তৈল পরস্পরকে লেপন করিয়া দিবে। তৎপরে কর্পূরবাসিত উত্তম সুগন্ধী তাম্বুল ভক্ষণ করতঃ মুখ-শুদ্ধি করিয়া বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া শচী-পতিকে সকলে নমস্কার করিবে। এবং নৃত্য গীত ও বাদ্যাদি মহোৎসব পূর্ব্বক এই শ্লোক পাঠ করিবেন। শ্লোক যথা :—

ক্ষেত্রে চাখণ্ডিতে ধান্যে ভবদেব! প্রসাদতঃ।
পুষ্যন্তু মিলিতাঃ সর্ব্বে শস্যানি শুভকারকাঃ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যে চাস্মাকং বিরোধিনঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তু পুষ্যযাত্রাপ্রভাবতঃ॥
ধান্যবৃদ্ধির্যশোবৃদ্ধিঃ প্রবৃদ্ধি পুত্রদারয়োঃ।
রাজসম্মানবৃদ্ধিশ্চ গবাং বৃদ্ধিস্তথৈবচ॥
মন্ত্রশাসনবৃদ্ধিশ্চ লক্ষ্মীবৃদ্ধিরহর্নিশম্।
অস্মাকমস্তু সততং যাবৎপূর্ণো ন বৎসরঃ॥

ততঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে ব্রজেষুঃ স্বনিকেতনম্।
ন ভোজনং পুনঃ কুর্য্যুস্তস্মিনন্নহানি মানবাঃ॥
হিতায় সর্ব্বলোকানাং পুষ্যযাত্রা মনোহরা।
পুরাপরাশরেণেয়ং প্রোক্তং সর্ব্বার্থসাধিনী॥
তস্মাদিয়ং প্রযত্নেন পুষ্যযাত্রা বিধানতঃ।
সর্ব্ববিঘ্নপ্রশান্ত্যর্থং কার্য্যাশস্যস্যবৃদ্ধয়ে॥
পুষ্য যাত্রাং ন কুর্ব্বন্তি যে জনা ধনগর্ব্বিতাঃ।
ন বিঘ্নোপশমস্তেষাং কুতস্তদ্বৎসরে সুখম্॥
পৌষেমাসি ততঃ কুর্য্যাদ্ধান্যচ্ছেদং বিচক্ষণঃ।
মর্দ্দয়িত্বা যথাযোগ মাড়ুকেন প্রদাপয়েৎ॥
সুপ্রমাপ্য চ তদ্ধান্যং তথালাভং প্রবন্ধয়েৎ।
প্রমাদেনাপি পৌষে তু ব্যয়ং তস্য ন কারয়েৎ।
মাপনং সর্ব্বশস্যানাং বামাবর্ত্তেন কীর্ত্তিতম্॥
ধান্যানাং দক্ষিণাবর্ত্তে মাপনং ক্ষয়কারকম্।
বামাবর্ত্তেন সুখদং ধান্যবৃদ্ধিকরং পরম্॥

হে দেব! আমরা সর্ব্বশস্যের শুভকারক পুষ্য-যাত্রায় ধান্য কর্ত্তনের পূর্ব্বে মিলিত হইয়াছি। আমাদিগের মন কর্ম্ম ও বাক্যের যে সকল বিঘ্ন আছে পুষ্যযাত্রা প্রভাবে সে সমুদায় প্রশমিত হউক ও যতদিন সংবৎসর পূর্ণ না হয় ততদিন আমা-দিগের ধান্যবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি, পুত্রদার সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, রাজ-সম্মান বৃদ্ধি, গো সকল বৃদ্ধি, মন্ত্র ও শাসন বৃদ্ধি এবং দিবা-রাত্র লক্ষ্মীবৃদ্ধি হউক।

এইরূপে প্রমুদিত হইয়া সকলে আপন বাড়ীতে গমন করিবে এবং সেই দিন আর পুনর্ব্বার ভোজন করিবে না, করিলে অন্নহানি হয়। সর্ব্বলোকের হিতার্থে সর্ব্বার্থ-সাধিনী মনোহর পুষ্যযাত্রা বৃদ্ধ পরাশর কহিয়াছেন। সেইকারণে অতিশয় যত্নের সহিত বিধান মত শস্যবৃদ্ধি ও সর্ব্ববিঘ্ন প্রশান্তির জন্য পুষ্যযাত্রা করিবে। যে ব্যক্তি ধন-গর্ব্বিত হইয়া পুষ্যযাত্রা করে না, তাহার বিঘ্নোপশম হয় না এবং সংবৎসরাবধি সুখও থাকে না। পৌষ মাসে এইরূপ করিয়া, তৎপরে

বিচক্ষণ ব্যক্তি ধান্য ছেদন মর্দ্দন এবং কাঠা দ্বারা মাপনকার্য্য করিবেক। উত্তমরূপে মাপিয়া যে ধান্য পাইবে, তাহাকে যত্নপূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিবে অর্থাৎ (মরাই বা গোলায় রাখিবে।) প্রমাদে পড়িলেও কদাচ পৌষ মাসে তাহা ব্যয় করিবে না। সকল শস্যই বামদিকে মাপা রীতি। দক্ষিণে মাপিলে ধান্যাদি ক্ষয় হয়। বামবর্ত্তে সুখদায়ক এবং ধান্যবৃদ্ধিকর হয়। —শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন।

গালিচা।

গালিচার আর একটী নাম কালিন। পারস্য ও তুরুস্কদেশ গালিচার আদিম স্থান। সার জর্জ বার্ডউড বলেন যে, সারাসিনেরা (Saracens) ভারতবর্ষে এই দ্রব্যের প্রথম আমদানী করেন এবং এই শিল্পেরও প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের জল বায়ু উৎকৃষ্ট পশমী দ্রব্য প্রস্তুতকরণ ও রক্ষণের তত উপযোগী নয়। সেই জন্য খোরাসান, কুর্দ্দিস্থান প্রভৃতি স্থানে যেরূপ উৎকৃষ্ট গালিচা প্রস্তুত হয়, ভারতবর্ষে সেরূপ হইতে পারে না। তথাপি মুসলমান রাজাদিগের অনুগ্রহে ও উৎসাহে ভারতবর্ষে এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমান বাদসাহেরা বাগদাদ সিরাজ প্রভৃতি স্থান হইতে কারুকর আনাইয়া এখানে তাহাদিগের বসতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

বিলাতের সাউথ কেন্‌সিংটন চিত্রশালায় ভারতবর্ষের একখানি গালিচা আছে। তাহার কারুকার্য্যের বিবরণ পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই গালিচাখানিতে ৩৫ লক্ষ গ্রন্থি আছে; এক এক বর্গ-ইঞ্চিতে ৪০০ গ্রন্থি! ইহার প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য একবার করিয়া ছুঁচে সুতা পরাইতে হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায়, ঐ গালিচাখানি প্রস্তুত করিতে কত সময় ও অর্থ ব্যয় হইয়াছে। এই গালিচাখানি হায়দাবাদের ওয়ারাঙ্গেল প্রদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রস্তুত হইয়াছিল।

এখনও প্রায় মুসলমান কারুকরদিগের মধ্যে এই শিল্প সীমাবদ্ধ। গালিচা প্রস্তুত করিতে একটা প্রকাণ্ড তাঁতের প্রয়োজন। সাত আট হাত অন্তর দুইটা মোটা খুঁটি উর্দ্ধভাবে মাটিতে পোতা থাকে। সেই দুইটীর উপর এড়োভাবে দুইখানি বরগার ন্যায় কাষ্ঠ দেওয়া হয়। খুঁটীর নীচের দিকের কাঠখানি খুঁটী দুইটীর সঙ্গে আঁটা থাকে, আর দ্বিতীয়টী উপরে নীচে নামান উঠান যায়। এই দুইখানি এড়োকাঠের উপর দিয়া (শণ অথবা তূলা হইতে প্রস্তুত) দড়ি পরাইয়া গালিচার জমী প্রস্তুত করা হয়। জমী প্রস্তুত হইলে উহাদের একপাশে ৫।৬ জন কারুকর নানাবর্ণের পশম ও সুতা লইয়া বসে ও অপর পার্শ্বে তাহাদের সর্দ্দার একটী নমুনা হাতে লইয়া প্রতি লাইনে কোন্ বর্ণের পশমে কয়টা ফাঁস লাগাইতে হইবে, তাহা চেঁচাইয়া বলিতে থাকে। কারুকরেরা তদনুসারে ক্ষিপ্রহস্তে দড়ির মধ্যে পশম দিয়া ফাঁস দিতে থাকে। একটী লাইন গাঁথা হইলে তাহার উপর একটী পশমের সূতা দিয়া টানা দেওয়া হয়। এই সূতাটীকে টানিয়া রাখিবার জন্যও আবার একটী আঁচড়া মত যন্ত্র আছে। এইরূপ পরে পরে এক একটী লাইন করিয়া যখন সমস্ত জমিটার উপর পশম গাঁথা হইল, তখন সেটীকে নামাইয়া মেঝের উপর ফেলিয়া ছাঁটা হয়, তাহা হইলেই গালিচা প্রস্তুত হইয়া গেল।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে কারাগারে এখন গালিচা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে ভাগলপুর, কাশী, প্রয়াগ, আগরা, লক্ষ্ণৌ, বেরেলী, ফতেগড়, দিল্লী, লাহোর, মুলতান, দেরাইস্মাইলখাঁ, রাউলপিণ্ডি, থানা,

ইয়েদা, করাচি, রামগড়, জয়পুর, আলোয়ার, কোটা, নাভা, পাতিয়ালা প্রভৃতি স্থানের জেলই গালিচার জন্য বিখ্যাত। পারস্যদেশের পুরাতন গালিচার নমুনা-তেই সাধারণতঃ গালিচা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে আজকাল দুই একটা নূতন ধরণের গালিচাও প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। আগরা জেলের "পক্ষী" ও "তাজ" প্যাটার্ণের গালিচা নূতন হইয়াছে।

বাহিরে মৃজাপুর, বেরেলী, মোরাদাবাদ, বুলন্দ সহর, বড়বাকী, ঝান্সী, মুলতান, অমৃতসর, হায়দারা-বাদের ওয়ারেঙ্গেল, হামার্মকুণ্ডা, মান্দ্রাজের আদোনী, বদভেদী, ইলোরা, রাজমহেন্দ্রী ও মলসীপত্তন প্রভৃতি স্থানেও গালিচা প্রস্তুত হইয়া থাকে। মৃজাপুরে বাবু বেণীপ্রসাদ ও অমৃতসরের দেবীসহায় ও চম্বামল্লের গালিচার কারখানা প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, জেলে গালিচা প্রস্তুত হওয়াতে অন্যত্র এই শিল্পের অবনতি হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকের মতে জেলখানায় আশ্রয় পাওয়ায় ভারতবর্ষে এ শিল্পটী এখনও সজীব আছে, নচেৎ এতদিনে ইহাও বিলুপ্ত হইত। কথাটা অনেকটা সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্বে যেখানে কখনও গালিচা প্রস্তুত হইত না, এখন নিকটবর্ত্তী জেলখানার অনু-করণে সেখানে এই শিল্পের চর্চ্চা হইতেছে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, জেলে উৎপন্ন দ্রব্য বাজার-দর অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে না। এই নিয়মানুসারে কার্য্য হইলে শিল্প-জীবীদিগের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অল্প।

জিনিষের তারতম্যানুসারে গালিচার মূল্য প্রতি বর্গহস্ত ১৲ হইতে ৫৲ টাকা। যে যে স্থানে গালিচা প্রস্তুত হয়, সেই সেই স্থানেই আসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আসন যথেষ্ট পরিমাণে ভারতবর্ষের মধ্যেই বিক্রীত হয়। মুসলমানেরা যে আসনে বসিয়া নমাজ পাঠ করেন, তাহার নামই জই নমাজ। এই-গুলি খুব চিত্রবিচিত্র; এবং অনেক মূল্যেও ইহা বিক্রীত হইয়া থাকে।

কিপ্‌লিঙ্গ সাহেব (T. Kipling Esq, C,I.E) গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন তিনি বলেন, উপরের নক্সাটী ভাল হইলে ভারত-বর্ষে গালিচার যে একটা খুব বড় কারবার চলিতে পারে, আর অনুমাত্র সংশয় নাই। তাহার মতে ভারতবর্ষের গালিচা বিলাতী কার্পেট অপেক্ষা শতগুণে ভাল। বিলাতের কার্পেট শক্ত, তাহাতে পশমের ভাগ খুব কম থাকে এবং তাহা অল্পদিনেই নষ্ট হইয়া যায়; এদেশী গালিচা নরম, ইহাতে অনেক পশম থাকে এবং ইহা অনেকদিন স্থায়ী হয়। আরও এক কথা, বিলাতী কলে কম-বেশ ১ গজের উর্দ্ধ কার্পেট প্রস্তুত হয় না। ইহা অপেক্ষা বড় কার্পেট করিতে হইতে হইলে মাঝখানে জোড়া দিতে হয়। কিন্তু এখানকার কার্পেট যত বড় ইচ্ছা, তত বড় প্রস্তুত হইতে পারে। এই সমস্ত কারণে বিলাতে গালিচার এত আদর। বিলাতে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে মরিস নামে একজন সাহেব হাতে-বুনা-কার্পেট প্রস্তুত করিবার একটী কারখানা খুলিয়াছেন। তাহার কার্পেটের মূল্য অত্যন্ত অধিক তথাপি সেখানকার লোক আগ্রহ করিয়া সেই কার্পেটই কিনিতেছে।

কিপ্‌লিঙ্গ সাহেবের এই কথাগুলি আমাদের সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য। তিনি একজন বিদেশী হইয়াও আমাদের দেশের জিনিষ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়া-ছেন আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝি না। এদেশের ব্যবসায়ীদিগকেও আমরা কিপ্‌লিং সাহেবের কথা-গুলির বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে কতদূর পরিণত করিতে পারা যায় তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করা আবশ্যক।—হিঃ।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। পৌষ ১৩০৮ সাল। ৯ম সংখ্যা।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

গাছে গাছ খায়।—গ্রীষ্মপ্রধানদেশে প্রায়ই গাছ দ্বারা গাছ উদরসাৎ হয়। অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষের নিকট কোন ছোট বৃক্ষ থাকিলে সেটী ক্রমে তাহাদের উদরে লয়প্রাপ্ত হয়। সে দিন একটী মেহগ্নি কাঠ চেরাই করিতে করিতে তাহার মধ্যে অন্য একটী গাছ ছাল সুদ্ধ আছে দেখা গিয়াছে। ঐ ভুক্ত গাছটীর ব্যাস আঠার ইঞ্চ।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

কুচবিহারের মহারাজা ভারত শিল্পপ্রদর্শনীতে ৩টী সুবর্ণপদক পুরস্কার দিবেন।

—০—

কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস, সী মহলানবিশ এফ আর এস ই মহোদয় এডিনবারা উদ্ভিজ্জ সমিতির স্থায়ী সেক্রেটরি নিযুক্ত হইয়াছেন।

—০—

রুশিয়ার দুর্ভিক্ষ।—ফসল না হওয়ায় রুশিয়ার ১৭ টী প্রদেশে দুর্ভিক্ষের বৃদ্ধি হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষে সাহায্যের নিমিত্ত রুষ গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার মুদ্রা দান করিয়াছেন।

—০—

নূতন মেলা।—রঙ্গপুরের মহিপুরের খান্ বাহাদুর সাহেবের যত্ন ও চেষ্টায় তাঁহার জমিদারি গঙ্গাচড়া নামক স্থানে গত লক্ষ্মীপূর্ণিমা হইতে প্রায় একমাস ব্যাপিয়া একটী মেলা বসিয়াছিল। রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

—০—

ভাদুই চাউল।—সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ যে এ বৎসর ৪৫,৭৬৯,৪০০ হন্দর চাউল পাওয়া যাইবে।

গত বৎসর হইয়াছিল ৪৪,৬৩০,৪০০ হন্দর। ১-হন্দর প্রায় ১[illegible] পনর সের। প্রায় চৌদ্দ আনা [illegible] হইয়াছে আশা করা যায়।

—০—

মিউনিসিপ্যালিটির অভিনন্দন।—ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক হইবে। কলিকাতার মিউনিসিপালিটি অভিনন্দন পত্র দিবেন। যে বাক্সটীতে অভিনন্দন পত্র মোড়া থাকিবে, তাহা তৈয়ারি করিতে পনর হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

—০—

উন্নত-তাঁত ও কলের মাকু নির্ম্মাণ শিক্ষা।—স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য পাইয়া চন্দ্রকোনার দেবেন্দ্র নাথ দত্ত ও আনন্দপুরের কেশব চন্দ্র মণ্ডল উন্নত তাঁতের কার্য্য এবং সহর পাটনা বাজারের শশিভূষণ দাস কলের মাকু প্রভৃতি নির্ম্মাণ শিক্ষা জন্য গত ডিসেম্বর শ্রীরামপুর যাত্রা করিয়াছে।

—০—

মাদ্রাজে মহাঝড়। বিগত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে মাদ্রাজে মহা ঝড় হইয়া গিয়াছে। অত্যধিক বর্ষণে মাদ্রাজ সহর জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। গাছ পালা গরিবের কুড়ে ঘর অনেক পড়িয়াছে। মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই কলিকাতা ও বাঙ্গালার মেল ট্রেণ যাইতে পারে নাই। অশ্বথুর নামক স্থানে রেলের রাস্তা ভাঙ্গিয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

—০—

মেদিনীপুর-কাঁথি।—এখনও সাধারণ ধানের মণ ২।০ আনা এবং সাধারণ চাউল টাকায় ১০ দশ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। নূতন মোটা চাউল টাকায় বোল সের বিক্রয় হইতেছে। তরিতরকারী ভাল পাওয়া যায় না। মসুরি ডাইল /১ সের তিন আনা এবং গোলআলুর সের তিন আনা এবং ঘৃত টাকায় ৫০ তিন পোয়া বিক্রয় হইতেছে।

—০—

অন্ধকারে ফুল।—কোন একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, (১) ফুল অন্ধকারে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ফোটে; (২) অন্ধকারে যে ফুল ফুটে তাহার রং ফিঁকে হয়, কোন কোন ফুল একেবারে বদরং হইয়া যায়; (৩) অন্ধকারে ফুল ছোট হয় কিন্তু ফুলের বোঁটা বড় হয়। (৪) ফাঁকা জায়গায় সূর্য্যের আলোকে যে ফুল ফুটে, সে ফুল অন্ধকারের ফুল অপেক্ষা ওজনে অধিক; কিন্তু সময়ে সময়ে বোঁটাগুলি এত বড় হয় যে, বোঁটার ভারে অন্ধকারের ফুলের ওজন বাড়িয়া যায়।

—০—

কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্র।—দুইটী কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্র গবর্ণমেণ্টের খরচে চলিতেছে। ইহার একটী শিবপুরে, অন্যটী চট্টগ্রামে। শিবপুরের ক্ষেত্রে এখন কেবল কৃষি শ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। হাতোয়া, বৰ্দ্ধমান, গয়া এবং ডুমরাওন এই চারিটী ক্ষেত্র তত্রত্য ভূম্যধিকারীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে দেখা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট অতি সামান্য টাকাই কৃষির উন্নতির জন্য খরচ করিতেছেন। কৃষির উন্নতি জন্য গবর্ণমেণ্টের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত।

—০—

সমুদ্রগর্ভে ফুলের বাগান।—ভূপৃষ্ঠে যেমন ফুলের বাগান আছে, তেমনি সমুদ্রের তলায়ও ফুলের বাগান আছে। সমুদ্রজাত প্রাণিসমূহ এই ফুলবাগান রচনা করে। সমুদ্রজাত প্রাণিগণ দ্বারা যে প্রবাল (corals) সৃষ্টি হয়, সেইগুলিই পত্র-পুষ্প শোভিত ফুল গাছের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। এই কোরালের সহিত ফুলের এত সৌসাদৃশ্য দেখা যায় যে, সে গুলিকে প্রাণিজাত বলিয়া মনে হয় না, বাস্তবিক ফুল বলিয়া ভ্রম হয়। ঐ সকল কোরালের মধ্যে বিচিত্রাকৃতি ও উজ্জ্বল রঙ্গের মাছগুলিকে খেলা করিতে দেখা যায়। সেই মাছগুলিকে ফুলের বাগানে বিচিত্রবর্ণের পক্ষী ও প্রজাপতি বলিয়া ভ্রম হয়।

—০—

নীল-চাষ।—সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে উত্তর বিহারে ৮৪৭৫৬/০ ফ্যাক্টরি মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছে। মোরাণ কোম্পানী আন্দাজ করেন যে, ৫৬,৬০০ মণ নীল হইবে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, বেহার প্রভৃতি সমস্ত স্থান লইয়া

৭০,৬০০ মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতি ক্যাক্‌টরি মণ প্রায় ৮৭৷৷০ সাড়ে সাঁইত্রিশ সের হইবে।

—০—

তুলার চাষ।—এবৎসর বঙ্গদেশে ২লক্ষ ৫৪ হাজার ১শত বিঘা পরিমিত ভূখণ্ডে তুলার চাষ হইয়াছে। গত মে এবং জুন মাসে ভালরূপ বৃষ্টিপাত না হওয়ায় আশানুরূপ তুলা জন্মে নাই। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জেলায় তুলার চাষ হইয়াছিল; তন্মধ্যে একমাত্র বর্দ্ধমান ব্যতীত অপরাপর স্থানে তুলার অবস্থা তত ভাল নয়। সর্ব্বশুদ্ধ এবৎসর ৫৩ লক্ষ ৫৬হাজার ৫শত পাউণ্ড তুলা জন্মিয়াছে।

—০—

মিঃ ডি, নিসিভিলি।—ইণ্ডিয়ান মিউসিয়মের কীটতত্ত্ববিদ্ লাইওনেল নিসিভিলি সাহেব বিগত ৩রা ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা হাস্‌পাতালে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি টেরাই প্রদেশ পরিদর্শন করিতে যাইয়া বিষম ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। সেই জ্বরই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। কীটতত্ত্ববিদপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইনি কৃষিব্যবসায়ীগণের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

—০—

ঘাস ফার্ম।—অশ্বাদির ঘাসের জন্য সৈন্য-রসদ বিভাগ হইতে রেঙ্গুনে একটী ঘাস ডিপো করা হইয়াছে। উক্ত স্থানে ময়দানে ঘাস ভাল তৈয়ারী করিবার জন্য সরকার হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা হইবে। ভারতে গোচারণ অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। টাটকা ঘাসের অভাবে গোকুল নির্ম্মূল হইতেছে। এদিকে সাধারণের ও সরকারবাহাদুরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আমরা সুখী হইব।

—০—

২৪পরগণা—নারায়ণতলা। বিগত ১০ অগ্রহায়ণ বেলা ৮টা হইতে ২৷৷০ পর্য্যন্ত প্রবল ঝড় হইয়া অনেকগুলি চালের খড় ইত্যাদি সমস্ত উড়িয়া গিয়াছে। কদলীগাছ আর আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষেত্রের ধান্য প্রায় অর্দ্ধেক এবং যে সকল কাটা ধান্য ছিল, তাহার সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। বিগত তিন বৎসরের পর এবৎসর প্রচুর ফসল জন্মিয়াছিল। কিন্তু দৈব্য বিমুখ হইলেন। কৃষকের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

—০—

আসামে ইক্ষুরোপণ।—উত্তর আসামে আবার ইক্ষুতে রোগ দেখা গিয়াছে শুনা যাইতেছে। ডাক্তার ওয়াট সাহেবকে প্রতিকারের উপায়ের জন্য লেখা হইয়াছিল; তিনি পোকাধরা আক ক্ষেত পুড়াইয়া দিবার জন্য ও সেই ক্ষেতে অন্য ফসল চাষ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এমন ফসল আবাদ করিতে বলিয়াছেন, যাহাতে প্রায় পোকালাগেনা। কিন্তু আসামের কৃষকের অবস্থা এরূপ শোচনীয় তাহাতে তাহারা সহজে যে কিছু প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিবে এমন আশা করা যায় না।

—০—

ঝড়ে রয়েল বোটানিক গার্ডেনের ক্ষতি।—গত অগ্রহায়ণ মাসে যে ঝড় হইয়াছিল, তাহাতে বোটানিক গার্ডেনের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। অনেক গাছ ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে, কতকগুলি একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। কিউরেটারের ঘরের সম্মুখে যে বাউগান-ভিলা লতার কেয়ারি ছিল তাহা একেবারে ধরাশায়ী হইয়াছে। সিশু, মেহাগ্নি, কৃষ্ণচূড়া ও অরোকেরিয়া প্রভৃতির ডগা ও ডাল ভাঙ্গিয়া বাগান পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাগানের চতুর্দ্দিক এরূপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে যে বাগানটী পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার করিতে এখনও অনেক দিন লাগিবে।

—০—

শণ রপ্তানি।—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে ইতিপূর্ব্বে ইউরোপে শণ আমদানি হইত। ইদানীং তথায় নানা প্রকার গোলমাল চলিতেছে। কাজেই সেখান হইতে ইউরোপে আর শণ যাইতেছেনা। অগত্যা ইউরোপকে ভারতবর্ষ হইতে শণ আমদানি করিতে হইতেছে। এবার উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশ হইতে দুইলক্ষ মণেরও অধিক শণ রপ্তানি হইয়াছে। গতবার ইহার অর্দ্ধেকেরও কম শণ রপ্তানি হইয়াছিল। তবে এখানকার শণ তত ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতেছেনা। এবং ইহাতে নানারূপ ভেঁজাল আছে, এইরূপ কথা উঠিয়াছে। পাছে এখান হইতে

শণের আমদানি বন্ধ হইয়া যায়, এই জন্য উত্তর পশ্চিমের গবর্ণমেণ্ট দালালদিগকে খারাপ শণ খরিদ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন; এবং কি প্রকারে ভাল শণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি উপদেশও দিয়াছেন।

—০—

কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারি নিয়োগ।—কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেব তাঁহার রিপোর্টে দুইতিন স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন যে. তাঁহার উপযুক্ত অর্থ এবং এবং তাঁহার অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক কর্ম্মচারি না থাকাতে, তিনি সুচারুরূপে এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না। তিনি বড় বড় খাস মহাল এবং নাবালক মহালে শিবপুর কৃষি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে কৃষির ওভারসিয়ারের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য জেলার কালেক্টরদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আপত্তিতে এই প্রস্তাব আপাততঃ গৃহীত হয় নাই। বরিশালের খাসমহালে যে ওভারসিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কার্য্যের ফলাফল না দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছেন। এখন কৃষি বিভাগে কেবল মাত্র একজন বিলাত প্রত্যাগত কৃষিবিদ এবং দুইজন শিবপুর কৃষি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র কার্য্য করিতেছেন। এই তিন ব্যক্তি দ্বারা কখনও সমস্ত বাঙ্গালা দেশের কৃষির উন্নতি সম্ভবপর নহে। মফঃস্বল পরিদর্শন ব্যতীত তাঁহাদিকে বীজ নির্ব্বাচন এবং নানাস্থান বীজ প্রেরণ, বিলাতী যাদুঘর ও কলিকাতার যাদুঘরের জন্য নানা দ্রব্যের সংগ্রহ প্রভৃতি নানা কার্য্য করিতে হয়। উপযুক্ত কর্ম্মচারির সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে এই বিভাগের দ্বারা বঙ্গদেশের কৃষির উন্নতি করা সম্ভব হইবে না।

—০—

ডুমরাওঁ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র।—ইহা আয়তনে বর্দ্ধমানের কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। রিপোর্টে দেখা গেল, ডুমরাওঁয়ে বহু চেষ্টা করিয়াও ধানের চাষে লাভ হয় নাই। পক্ষান্তরে ইক্ষুর চাষে বর্দ্ধমানের অপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে ডুমরাওঁয়ে বেশী লাভ হইয়াছে। গোময়-ভস্মে সোরা মিশ্রিত করিয়া সার দেওয়ায় গোধূম প্রচুর জন্মিয়াছিল। বর্দ্ধমানে হাড়ের গুড়ার সার ধানের পক্ষে বহু বৎসরাবধি যেমন লাভজনক হইতেছে, এখানে তার উল্টা হইতেছে। এখানে রেড়ির খইল এবং গোবর ধানের পক্ষে লাভবান সার বলিয়া প্রবর্ত্তিত হইতেছে; ১৫ মণ গোবরের ছাই এবং ১ মণ ২১ সের সোরা একত্রে প্রতি বিঘায় গোধূম শস্য বেশী লাভজনক হইয়াছে। হর্দ্দিয়া রোগে (rust) মজফরনগর এবং বক্সারের শাদা গম অন্যান্য গম অপেক্ষা (কাণপুরী, বোম্বাই, পঞ্জাব,) এবং ঐ দুই স্থানের লাল গম কম অনিষ্ট হইয়াছিল।

অনেক প্রকার আখের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে খড়ি আখের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভজনক হইয়াছে। গোবর এবং সুপার ফস্ফেট সার মিশাইলে বেশী গুড় উৎপন্ন হয়। আলুর ক্ষেতে প্রতি বিঘায় ৬০ মণ গোবর সার দিলে বেশী লাভ হইয়া থাকে। ইহার অর্দ্ধেক কিংবা দ্বিগুণ গোবর ব্যবহার করাতে ইহার অপেক্ষা খারাপ ফল হইয়াছিল। এই কৃষি ক্ষেত্র হইতে নানারূপ বীজ নানাস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, নব নব পরীক্ষার জন্য বর্দ্ধমান ও ডুমরাওঁ উভয় স্থানের কৃষিক্ষেত্রেই আয়েব অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানে বার্ষিক ২১০০ টাকা ব্যয় ও ১৬৪৪ টাকা আয় এবং ডুমরাওঁয়ে ২৩৭৭ টাকা ব্যয় ও ৮১১ টাকা মাত্র আয় হইয়াছে। উক্ত দুইটি কৃষিক্ষেত্র ভিন্ন শিবপুরেও একটা আদর্শ ক্ষেত্র আছে। উহার কার্য্য গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে। গত বৎসরের রিপোর্টে দেখা গেল, তত্রত্য ক্ষেত্রের ফল এবার নানা কারণে নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে। কতকটা মাটির দোষে, কতকটা বন্যার জন্য, আর কতকটা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। শিবপুরের কৃষিক্ষেত্রে নব নব যন্ত্রাদির ব্যবহার-কৌশল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। যন্ত্রাদির সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা পরীক্ষা হইয়া থাকে।

শিল্পশিক্ষা।—শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কলিকাতায় শীঘ্রই একটী কমিটি বসিবে। কৃষিকলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল কর্ণেল ক্লিবরণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

—০—

ভারতীয় কৃষিবিভাগ।—কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষে কৃষিবিভাগের উন্নতি কল্পে রাজার দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। কৃষির উন্নতির জন্য একজন কৃষিকার্য্যাভিজ্ঞ কৃষিসচিব নিযুক্ত হওয়া উচিত। এবিষয়ে আমেরিকাযুক্ত রাজ্যের বেশ সুবন্দোবস্ত। ভারতগবর্ণমেণ্ট যদি উক্ত বিষয়ে আমেরিকাযুক্ত রাজ্যের অনুকরণ করেন, তাহা হইলে মন্দ হয় না। আমেরিকার কৃষিবিভাগের অধীন ৫৬টী সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র আছে এবং প্রত্যেক স্থানে এক একজন সুদক্ষ কৃষিতত্ত্ববিদ আছেন। তাঁহারাই স্থানীয় মৃত্তিকা ও ফসলাদি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল আদর্শ ক্ষেত্রের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ২১,৬০,০০০ টাকা ও এষ্টেট গবর্ণমেণ্টের ১৩,৪০,০০০ টাকা অর্থাৎ একুনে ৩৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইহাতে যে যে বেশ সুফল হয় তাহা তত্রত্য কৃষিরিপোর্টাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়।

—০—

তাঁতের কল।—এ কল বিলাতী বা একবারে নূতন দেশী কল নয়। দেশের তাঁতিগণ সর্ব্বদা যেরূপ তাঁত ব্যবহার করে তাহার অল্পাধিক উন্নতি করিয়া এক প্রকার দেশী তাঁত প্রস্তুত করা হইয়াছে। এক জন তাঁতিতে একাকী কার্য্য করিতে পারে। এই কল দেশে প্রচলিত হইলে দেশীয় তাঁতিগণের অন্ন সংস্থান হয় এবং দেশেরও অনেক টাকা দেশে থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের জমিদার এবং ধনী ব্যবসায়ীগণ অল্প চেষ্টা করিলেই দেশের নানা স্থানে এই কার্য্য হইতে পারে। দাম অতি সামান্য। ৫০ টাকা হইতে ৭০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। চুঁচুড়ার বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ এই তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন। এক জন লোক এক মাস তাঁহার নিকট কাজ শিক্ষা করিলে এই তাঁতে কাজ করিতে পারে। এক মাস কাজ শিখিবার জন্য ৮০ টাকা দিতে হয়। আমাদের মেদিনীপুর জেলায় বহুসংখ্যক তাঁতির বাস। যদি দেশের ধনী জমিদারগণ দেশের উন্নতির জন্য সামান্য টাকা ব্যয় করিয়া দেশের কোন কোন তাঁতিকে এই নূতন প্রণালিতে তাঁতের কার্য্য শিখাইয়া আনিতে পারেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হয়।—মেদিনী-বান্ধব।

—০—

দুর্ভিক্ষে অত্যাচার।—গত বৎসর ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারীরা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদিগের নিকট হইতে যেরূপ অত্যাচার সহকারে খাজনা আদায় করিয়াছিলেন, তাহার কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। মাননীয় পারেখ মহোদয় উদাহরণ ও প্রমাণাদি সহ যে অত্যাচার-কাহিনী বোম্বাইয়ের লাটসভার গোচর করিলে, কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত করেন। মিঃ কোনকী নামক এক সবডেপুটী কলেক্টরকে ঐ কমিশনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সেই কমিশনে মিঃ পারেখ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রজাপক্ষের সমস্ত অভিযোগ প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক সমূলক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। বোম্বাইয়ের অর্দ্ধ সহকারী পত্র "টাইমস"ও সে সময়ে দরিদ্র প্রজাকুলের পক্ষ সমর্থন করিয়া অনেক পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই সকল আড়ম্বর দেখিয়া অনেকেই ভাবিয়া ছিলেন যে, অত্যাচারকারী রাজস্বকর্ম্মচারীরা কর্ত্তৃপক্ষের তিরস্কার ভাজন হইবে। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই। পর্ব্বতের মূষিক প্রসব হইয়াছে।

—০—

ভারতের গরু জর্ম্মণীতে।—কলিকাতায় সহযোগিনী "সঞ্জিবনী" কোথায় শুনিয়াছেন "চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ে এক জাতীয় দীর্ঘকায় গরু পাওয়া যায়।" জর্ম্মণীর পণ্ডিত ডাক্তার ইউগো বোলজ্ প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে গত ২৭শে জুনের জ্যোতিতে যাহা লিখা হইয়াছিল, তাহার কতক উদ্ধৃত করিলাম।—"ইনি ১১টি

বন্যগরু (গয়াল) ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। এতদ্দেশের শিল্পদ্রব্যও সংগ্রহ করিতেছেন। এ সমস্ত তাঁহার স্বদেশ জর্ম্মণীতে লইয়া যাইবেন। স্বয়ং জার্ম্মেণ সম্রাট ইহাঁর যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। গয়াল গরু ও মহিষের মধ্যবর্ত্তি এবজতীয় বন্য জন্তু। বন্য জন্তু হইলেও এগুলি বেশ পোষ মানে। পার্ব্বতীয় কুকি ও জুমিয়ারা গয়াল পোষণ করে। গয়ালের দুগ্ধ মহিষের দুগ্ধ হইতেও গার্ঢ়, কুকিরা তাহা খায়। শরীর হৃষ্ট পুষ্ট সুন্দর মস্তক ও সিং মহিষের অপেক্ষাও বড়। এ জাতীয় জন্তুদ্বারা গোজাতির উন্নতি সম্ভাবনা আছে কি না প্রাণিতত্ত্ববিদেরাই অনুসন্ধান করিবেন। কিন্তু উক্ত জর্ম্মণ পণ্ডিত আমাদিগকে বলিয়াছেন এইরূপ জীব তাহাদের দেশে নাই বলিয়া জার্ম্মাণীতে তাহার সৃষ্টির জন্য লইয়া যাইতেছেন।—চট্টগ্রামের জ্যোতিঃ।

—০—

বুড়ুল—২৪ পরগণা। গত চারি বৎসর এদেশে শস্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। যাঁহাদিগের চাষের ধান্যে দেশের লোক প্রতিপালিত হইতে পারে, তাঁহাদিগেরও অক্ষয় ভাণ্ডার এবৎসর শূন্য। এবৎসর পেটের দায়ে অনেকেই লজ্জা মান ত্যাগ করিয়া পরভাগ্যোপজীবী হইতে হইয়াছে। ভিক্ষুকের দল ভিন্ন চারিদিকে আর কিছু দৃষ্ট হয় না। এতদঞ্চলে হৈমন্তিক ধান্য এবার আশানুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু গত ৯ই ও ১০ই অগ্রহায়ণ অকালে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত ধান্য কর্দ্দমে পুতিয়া গিয়াছে। যাহারা পূর্ব্বেই কাটিয়াছিল; তাহাদের ধান্য ভাসিয়া গিয়াছে। এখন যৎকিঞ্চিত ধান্য গৃহে আসিবে। ঝড়ে অসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটিত, নদীতীরস্থ ভেড়ি বন্যার প্রতিঘাতে স্থানে স্থানে ভগ্ন ও অনেকগুলি নৌকা নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। গ্রামের ভদ্রলোকদিগের বিশেষ যত্নে ও অর্থসাহায্যে একটী নূতন ইষ্টকময় বিদ্যামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মাইনর স্কুলটি পূর্ব্বে ভিন্ন গ্রামে ছিল। মধ্যে স্কুলটি উঠিয়া যায়। এখন সুচারুরূপে উহার সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। এই গ্রামে পত্রাদি বিলির অত্যন্ত অসুবিধা বলিয়া স্কুলের সঙ্গে একটী পোষ্ট অফিস স্থাপন করিতে সকলেই উদ্যোগী হইয়াছেন।

কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী।—মহারাজা সূর্য্যকান্ত প্রদর্শনীর সভাপতি ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাহার সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বাই মান্দ্রাজ, স্বাধীন ত্রিপুরা, লাহোর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে নানা প্রকার এতদ্দেশজাত দ্রব্য সমূহ প্রদর্শনার্থ আনা হইতেছে। বোম্বাই, নাগপুর, অহম্মদাবাদের মিল হইতে কার্পাসজাত বস্ত্র, ধারোয়াল মিল হইতে পসমী বস্ত্র এই মেলাতে আসিতেছে।

দিনাজপুরের মহারাজা দিনাজপুর জেলায় যত প্রকার দ্রব্যাদি জন্মে, তাহা প্রেরণ করিতেছেন। হুগলীর বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ নব নির্ম্মিত তাঁত প্রদর্শন করিবেন। শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ যে প্রকারে সূক্ষ্মবস্ত্র বয়ন করেন, তাহা দেখাইবেন। সুপ্রসিদ্ধ এস, পি, কেলকার তাঁহার মাকু লইয়া আসিতেছে। আসাম ভেলি ট্রেডিং কোম্পানী আসামজাত সর্ব্বপ্রকার রেসমী ও কার্পাস বস্ত্র প্রদর্শন করিবেন। কুমিল্লা, ঢাকা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ঘাটাল, পাবনা, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ বস্ত্র প্রদর্শিত হইবে। মালদহের উদ্যোগী পুরুষ বাবু রাজেশচন্দ্র শেঠ তথাকার নানাপ্রকার রেসমী বস্ত্র পাঠাইতেছেন। দিল্লির সম্রাটগণ যে বস্ত্র পরিধান করিতেন, তাহার নাম মাধবী। সেই সেই মাধবী বস্ত্র মেলাতে প্রদর্শিত হইবে। ভাগলপুর হইতে তসর, বাপত্তা, চট্টগ্রাম হইতে পার্ব্বতীয় জাতির নানা প্রকার বস্ত্র, কাশার পরম রমণীয় রেসমী কাপড় আসিতেছে। ভারতের যে স্থানে যত প্রকার তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়, এক স্থানে তাহার সমাবেশ হইবে।

২৪এ ডিসেম্বর হইতে ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৮ দিন মেলা থাকিবে। যাঁহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি, তাঁহারা ১৲ টাকা দিলেই এই ৮ দিন মেলা দেখিতে পারিবেন। দর্শকদের পক্ষে এই নিয়ম হইয়াছে যে, যে কয়েক দিন কংগ্রেস বসিবে, সেই কয়েক দিন প্রতিদিন ১৲ টাকা ও কংগ্রেস শেষ হইলে প্রতিদিন ॥০ আনা হিসাবে দর্শনী দিতে হইবে।

স্ত্রীলোকদের জন্য এক দিন বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সেদিন কোনও পুরুষ মেলা স্থানে যাইতে পারিবেন না।

বঙ্গে কৃষি।—সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, গত ২রা ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে চাম্পরণ ব্যতীত বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।তবে বিহার ও ছোটনাগপুরে বারিপাতের পরিমাণ বড়ই অল্প হইয়াছিল। এখনও ঐ সকল স্থানে অধিক বর্ষণের প্রয়োজন। এই বৃষ্টিতে বিহার, বীরভূম, নদীয়া অঞ্চলে শস্যের উপকার এবং বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, বালেশ্বর, পুরী অঞ্চলের ফসল সমূহের ক্ষতি হইয়াছে। গত ২৫ এ নবেম্বর ঝড়ে মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা এবং বাখরগঞ্জের শস্য বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরে দুই আনা ও বাখরগঞ্জের পটুয়াখাপি বিভাগে চারি আনা ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহাও প্রকাশ। মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের বহু সংখ্যক গবাদি পশু ঝড়ে সমুদ্রজলে ডুবিয়া মরিয়াছে। ৭টি জেলায় পশুদিগের পীড়া হইতেছে। [illegible] এবং জল সুপ্রাপ্য।

পুরাতন চাউলের মূল্য ২৩টি জেলায় হ্রাস, ও ১০ জেলায় বৃদ্ধি হইয়াছে। রাজসাহী, পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, বর্দ্ধমান, দ্বারবঙ্গ, মুঙ্গের, সরিণ, মজঃফরপুরে ১০ হইতে ১২ সের; মেদিনীপুরে ৯ হইতে ১২ সের; ২৪ পরগণা, খুলনা, রংপুর, দিনাজপুর, হাওড়া, হুগলী জলপাইগুড়ি, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিং ফরিদপুর বাকরগঞ্জ অঞ্চলে ৯ হইতে ১১॥ সের; বাঁকুড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হাজারিবাগ, যশোহর, নোয়াখালি, চাম্পারণ, রাঁচি, ভাগলপুর, ও মানভুম অঞ্চলে ১১ হইতে ১৪ সের; দারজিলিং, পূর্ণিয়া, অঞ্চলে ৮ হইতে ১৪ সের। নূতন চাউল টাকায় ২৪ পরগণায় ১০ সের; গয়া জেলায় ১১ সের; ভাগলপুরে ১৬ সের এবং পুরি অঞ্চলে ১৩ হইতে ১৮৷০ সের, দরে বিক্রীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভুট্টার দর মজঃফরপুরে ২১ সের, পালামৌ অঞ্চলে ১৮ সের, দারজিলিং ও চাম্পারণে ২৪ সের, সারণে ২১ সের। মজঃফরপুরে গমের দর একটাকায় ১২ সের, যব ১৮৷৷০ সের, ছোলা ১৬৷৷০ সের এবং অড়হর কলাই ১৯ সের।

—০—

বর্দ্ধমানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র।—এই কৃষিক্ষেত্রে প্রায় ৯০ বিঘা জমি আছে; তন্মধ্যে ২৪ বিঘা জমীতে গত বৎসর ধানের চাষ হইয়াছিল। এই কৃষিক্ষেত্রের বিগত কয়েক বৎসরের পরীক্ষার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিম্নবঙ্গে ধানের জমীর পক্ষে অস্থিচূর্ণ ও সোরার অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট সার আর হইতে পারে না। এই উভয় সারের জন্য প্রতি বিঘায় তের টাকা করিয়া ব্যয়িত হয় এবং বিঘা প্রতি ১৫ মণ হইতে ২০ মণ পর্য্যন্ত ধান পাওয়া যায়। তাহাতে কৃষকের ২৭ টাকা হইতে ৩৩ টাকা পর্য্যন্ত লাভ থাকিতে পারে। সাধারণতঃ এক বিঘায় ৬ মণ হইতে ৮ মণের বেশী ধান জন্মে না।

সোরা না দিয়া কেবল অস্থিচূর্ণেও যে সুফল পাওয়া যায়, তাহা পাইতে হইলে বিঘাপ্রতি অন্ততঃ ৪০ মণ গোবর-সার প্রদান করিতে হয়।এরূপ অবস্থায় সারের জন্য অস্থিচূর্ণের ব্যবহারই যে বিশেষ লাভ জনক, তাহা বলাই বাহুল্য। আলুর চাষের পক্ষে রেঁড়ির খইলই উৎকৃষ্ট সার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিঘাপ্রতি ১২ মণ খইল যথেষ্ট। প্রতি বিঘায় ৪ মণ হাড়ের গুড়া এবং ৪০০ মণ গোবর একত্রে মিশাইয়া সার দেওয়াতে আলুর চাষ লাভজনক হইয়াছিল। পাটনাই আলু বর্দ্ধমানের লাল মাটীতে বেশ হইয়াছে। গোময় ও অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া ইক্ষু সম্বন্ধে বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া তেমন ভালজনক নহে।

পাটের ক্ষেতে ১ মণ হাড়ের গুড়া ও ৫০ মণ গোবর একত্র করিয়া এবং ১০ সের ও বিশ সের সুপার ফস্ফেট একত্র করিয়া সার দেওয়ায় প্রায় তুল্যরূপ ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সার দেওয়াতে প্রতি বিঘায় ২০ টাকা লাভ হইয়াছিল। প্রতি বিঘায় ৫ সের ধানের বীজের পরিবর্ত্তে ১০ সের ধানের বীজ বপন করাতে লাভ হইয়াছিল। বাছা ধানের বীজ আবাছা বীজ ধান অপেক্ষা বেশী ফসল উৎপন্ন করিয়াছে। নইনিতাল আলু কাটিয়া বপন করাতে আকাটা আলু বপন অপেক্ষা বেশী লাভ হইয়াছে। এই ক্ষেত্র হইতে উত্তম আখ এবং ধানের বীজ বহুল পরিমাণে অনেক স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

ঝড়।

রবিবার ২৪শে নভেম্বর অপরাহ্ন হইতে বিন্দু বিন্দু বারিপাত আরম্ভ হয়। সারারাত্রি ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি হইয়াছিল। সোমবার প্রাতঃকালে কলিকাতার বন্দরে ১ নম্বর নিশান উড্ডীয়মান হইল। সে নিশান দেখিয়া কেহ বিশেষ ভীত হইল না। সকলেই বুঝিল বঙ্গোপসাগরে সামান্য ঝড় হইবে। সোমবার প্রায় সারাদিন সারারাত্রি বৃষ্টির কামাই ছিল না। কিন্তু কখনও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় নাই। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ৩ নম্বর নিশান উড্ডীয়মান হইল। তখন বহুস্থান বিস্তৃত ঝড়ের আশঙ্কা হইল। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টির বিরাম নাই, লোকের মনে আতঙ্ক জন্মিল। অগ্রহায়ণের প্রথমে এমন করিয়া কখনও বৃষ্টি হয় না, প্রকৃতির বিষম ভাব দেখিয়া বহুলোক ভীত হইলেন। প্রায় ১০টার সময় ৪ নম্বর নিশান উড়াইয়া দেওয়া হইল। ৪ নম্বর নিশানের অর্থ "ভীষণ বিপদ।" ৪ নম্বর নিশানের অর্থ এই যে ভীষণ ঝড় কলিকাতার দিকে আসিতেছে। নিশান উড়াইয়া দিবার একটু পরেই প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টাকাল বৃষ্টির পর প্রবল বাতাস বহিতে লাগিল। বেলা ১২টার সময় প্রবল ঝড় আরম্ভ হইল। সৌভাগ্যের বিষয় যে একঘণ্টাকাল পরেই ঝড়ের বেগ হ্রাস হইল। কিন্তু সমস্ত দিন বৃষ্টির বিরাম ছিল না। বুধবার বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু আকাশের ভীষণতা তিরোহিত হয় নাই। এই ঝড়ের প্রবলবেগ কলিকাতার উপর পতিত হয় নাই, তবু কলিকাতার অনেক ক্ষতি হইয়াছে। বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে, খোলার ঘরের বহু ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু কোন পাকা ঘর পতনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু টিনের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে, বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বারান্দা পড়িয়াছে, এমন সংবাদ পাইয়াছি। মঙ্গলবার দিন কলিকাতার কাজ কর্ম্ম প্রায় বন্ধ ছিল, দোকান-পাট অধিকাংশ বন্ধ ছিল, পথঘাট প্রায় লোকশূন্য হইয়াছিল।

ঝড়ের বেগ হইতে কলিকাতা উদ্ধার পাইয়াছে বটে কিন্তু ঝড়ে বঙ্গের কোথায় যে কি বিপদ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়াই আমরা আতঙ্কিত হইয়াছি। ১৮৯৭ সনের ঝড়ে চট্টগ্রামের কি দুর্দশাই না করিয়াছিল! সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে, শস্যক্ষেত্র উজাড় হইয়া গিয়াছিল। ১৮৬৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর ২০এ আশ্বিনের ঝড় ও ১৮৬৭ সনের ১লা নভেম্বরের ঝড়ে বঙ্গদেশ লণ্ড ভণ্ড করিয়াছিল। কত জনপদ জীব শূন্য হইয়াছিল। ১৮৬৪ সনের ঝড়ে সাগর দ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল। সে দ্বীপে একটী প্রাণীও জীবিত ছিল না। ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমার শতকরা ৮০জন লোক এই ঝড়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তারপর দক্ষিণ সাবাজপুরের ভীষণ ঝড়ে যে প্রলয় কাণ্ড করিয়াছিল তাহা স্মরণ হইলে এখনও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

কলিকাতা হইতে সাগরদ্বীপ পর্য্যন্ত যে তার আছে, তাহা ছিন্ন হইয়াছে সুতরাং সাগরদ্বীপ ও সুন্দরবনের কোন সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না।

সপ্তাহাধিক কাল হইল, বঙ্গোপসাগরে বায়ু-মণ্ডলের অবস্থা কেমন অস্বাভাবিক হইয়াছিল। রবিবার সংবাদ পাওয়া যায় যে, বঙ্গোপসাগরে ঝড় আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ঝড় কোন্‌দিকে প্রবাহিত হইবে, কোন্ কোন্ স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে, তাহা তখনও নির্ণয় হয় নাই। সোমবার প্রাতে খবর আইসে যে, ঝড় উড়িষ্যার উপকূলে উপস্থিত হইয়াছে। বেলা ৪টার সময় ঝড় বালেশ্বরে

পঁহুছে। রাত্রি ৮টার সময় ঝড়ের বেগ সেণ্ডহেডস্ আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর তার ছিঁড়িয়া যায়, সুতরাং সেদিককার আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

এই ঝড় দুই শত মাইল প্রশস্ত স্থানের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। একদিকে কলিকাতা ও অপরদিকে মেদিনীপুর, এই স্থানের মধ্য দিয়া ঝড় উত্তর পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং কলিকাতা ও মেদিনী-পুরের মধ্যে যে স্থান ঝড় বেগ সেইখানেই অতি প্রবল হইয়াছিল। ঝড়ের গতি দেখিয়া অনুমান হয়, পূর্ব্ব-বঙ্গের উপর দিয়া এই ঝড় আসামের পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

গত সোমবার উত্তরদিক হইতে বাতাস প্রবাহিত হইয়াছিল এবং তাহার বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৩ মাইল ছিল। মঙ্গলবার বেলা ১১টার পর বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ৪৪ মাইল, ১২টার সময় ৫৫ মাইল হইয়াছিল।

মঙ্গলবার প্রাতে ৬টার সময় বায়ু উত্তর পূর্ব্ব দিক হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। তারপর পূর্ব্বদিক হইতে বহিতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয়। আবার কখনও উত্তর হইতে আসিতেছিল। বেলা ২টার সময় পশ্চিমে বাতাস আরম্ভ হয়, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই বাতাস ছিল।

ঝড়ে কোথায় কি অনিষ্ট হইয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যে সে সংবাদ পাওয়া যাইবে। আমরা কেবল এই সংবাদ পাইয়াছি যে, ডায়মণ্ড হারবারের বান্ধের উপর দিয়া গঙ্গার জল উঠিয়াছিল। শস্যক্ষেত্র সমূহ নষ্ট হইয়াছে। আমরা এ সংবাদও পাইয়াছি যে, উলুবেড়িয়া অঞ্চলের অনেক স্থান জলে ডুবিয়াছিল খালের বান্ধের উপরে জল উঠিয়া শস্যক্ষেত্র ডুবাইয়া দিয়াছিল। এবার পাকা ধানে মই পড়িল।—সঞ্জীবনী।

কদলীপেটী বা কলার পেটো।

কলাগাছের আবাদ এদেশে একটী বিশেষ লাভের কৃষি। পল্লীগ্রামে এমন গৃহস্থ কমই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার বাগান-বাগিচার বা অঙ্গিনার কোণে দুই এক ঝাড় কলাগাছ না আছে। থোড়, মোচা হইতে সুপক্ক কলা সমুদায়ই আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য। কদলীর পত্রও সাংসারিক কত কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহার পত্র ও পেটো হইতে আঁশ বাহির করিতে পারা যায়, তাহাও অনেকে জানেন; কিন্তু বাজারে ইহার বিক্রয় না থাকায় লোকে আঁশ বা সূত্র বাহির করিবার কোন আবশ্যক দেখে না। কলাগাছে মোচা বা ফল হইয়া গেলে, লোকে গাছ কাটিয়া ফেলে; কেহ বা তাহা হইতে থোড় বাহির করিয়া লয়; অবশিষ্টাংশ আর কোন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। ত্রিহুত অঞ্চলে লোকে থোড় বা মোচা খায় না, ফল পাকিলে কাঁদি কাটিয়া গাছটী ফেলিয়া দেয়।

কলাগাছকে যে আমরা এইরূপে ফেলিয়া দিই, তাহার দ্বারা আর কোন কাজ হইতে পারে কিনা, এজন্য আমার একটা বড় চিন্তা ছিল। সম্প্রতি কলাবাগান পরিষ্কার করিবার সময়ে প্রত্যেক ঝাড় হইতে সমুদায় গাছ ও তেউড় বাহির করিয়া লওয়া যায়। দেড় বিঘা জমিতে যতগুলি কলাঝাড় থাকা সম্ভব, উহাতে তাহা প্রথম রোপিত হইয়াছিল; কিন্তু কয়েক বৎসর ঝাড় পাত্‌লা করিয়া না দেওয়ায় প্রত্যেক ঝাড় এত ঘন ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাগানের মধ্যে সূর্য্যালোক বা বায়ুপ্রবাহের গতি বা পথ ছিল না; কাজেই গাছগুলি শীর্ণ ও সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল; মধ্যে মধ্যে গাছে ফল হইত; কিন্তু কাঁদিতে ২।৪ ছড়া মাত্র কলা হইত এবং তাহাও অতি শীর্ণ ও অপরিপুষ্ট। যাহা হউক, এই ক্ষুদ্র কলাবাগান

হইতে দুই সহস্রের অধিক কলাগাছ বাহির করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে রোপণ করা যায়, তথাপি সকল কলাগাছের স্থান না হওয়ায় অনেক গাছ রহিয়া গেল। এই অতিরিক্ত গাছগুলিকে ফেলিয়া দিতে মায়া হইল। তাহার কারণ এই যে, উহাদিগকে ফেলিয়া দিলে ভূমির সেই পরিমাণ সার পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ চিন্তা করিবার পরে উৎপাটিত অনাবশ্যকীয় গাছগুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাংশে টুকরা করিয়া কলা বাগানেই বিছাইয়া দিই। আর কয়েকটা গাছকে উল্লিখিতরূপে টুক্‌রা করিয়া কয়েকটী লিচু ও আম গাছের গোড়ায় বিস্তৃত করিয়া দিয়া, কোদাল সাহায্যে মাটি উল্টাইয়া উহা ঢাকিয়া দেওয়া যায়। বাগানের যে অংশে রুগ্ন গাছ ছিল. সেই স্থানেরই লিচু ও আম গাছে ঐরূপ কলাগাছের টুক্‌রা দেওয়া হইয়াছিল। এই গাছগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল; গাছে পাতার সংখ্যা অতি অল্প এবং পাতার বর্ণও হল্‌দে মড়াঞ্চে মত হইয়াছিল। অনেকেই সে সকল গাছের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। এক সঙ্গে রোপিত অপর লিচু ও আমগাছ সকল অতি সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইয়া ফল প্রদান করিতেছে। কিন্তু এ গাছগুলি নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া বাঁচিয়াছিল মাত্র। যাহা হউক, বর্ষাকালের শেষভাগেই এইরূপে গাছের গোড়ায় কলার পেটির ব্যবস্থা করা যায় এবং সেই ব্যবস্থার ফল কি হয়, তাহা দেখিবার জন্য সেই সকল রুগ্ন গাছের প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্ট ছিল। বলিতে কি, একমাস কাল অতীত হইতে না হইতেই, সেই বিশেষ বৃক্ষ কয়টী যেরূপ সহজে পল্লবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা স্বপ্নেও আমি কল্পনা করিতে পারি নাই। যত দিন যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই কদলী টুক্‌রা যতই বিগলিত হইতেছে, ততই সেই পূর্ব্ব রুগ্নশ্রী বিদূরিত হইয়া পত্র সকল গাঢ় সবুজবর্ণ ধারণ করিতেছে, নূতন পত্র পল্লবিত হইয়া গাছের শাখা-প্রশাখা যেন অবগুণ্ঠনবতী হইতেছে, আর শাখা-প্রশাখার শিরোদেশেও নূতন কচি কচি পাতা উঠিয়া দর্শকের মনকে যেন হরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। গাছ কচাইয়া যাইতেছে বলিয়া, হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তবে এ বৎসর উহাতে ফল ধরিবে না; আমি কিন্তু অন্যরূপ মনে করি। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা এ সব দেশ (বিহার অঞ্চলে) অধিকাংশ জাতীয় আম্র ও লিচুই কিছু কিছু বিলম্বে মুঞ্জরিত হয়; সুতরাং এখন যদিও গাছ কচাইতেছে, অগ্রহায়ণ মাস মধ্যে সেই সকল মস্তোকপরিস্থ "কচান" ডাল ফলধারণোপযোগী পক্বতা প্রাপ্ত হইবে এবং মৃত্তিকা-স্থিত সারের বলে গাছে মুঞ্জর আসিবে, গাছ ফল ধারণ করিবে।

কলাগাছে রসের আতিশয্যবশতঃ মৃত্তিকাস্থিত সারপদার্থ বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে; ফলতঃ গাছ শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। অতঃপর কলার পেটী যত বিগলিত হইতে থাকে, ততই তাহার সারাংশ রসের সহিত উদ্ভিদশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, শাখা প্রশাখা ও পত্রাদিকে পরিপুষ্ট করে। আরও এক কথা,—কলাগাছে পোটাসিয়াম প্রভৃতি ফলোৎপাদক পদার্থ নিহিত থাকায়, গাছে শীঘ্রই ফল আসিবার সম্ভাবনা। ফলন সম্বন্ধে কলার পেটী কতদূর কার্য্যকারী, তাহা আমি এখনও সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই; তবে এ কথা ঠিক যে, উদ্ভিদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে, গাছ বৃদ্ধিশীল অবস্থায় থাকিলে, উহার ফলন সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। গাছের গোড়ায় কলার পেটো হউক বা অপর কোন সার হউক, গাছ মুঞ্জরিত হইবার কিছুদিন অন্ততঃ তিন চারি মাস পূর্ব্বে তাহা দেওয়া উচিত। মুঞ্জরিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সার দিলে গাছ পল্লবিত হয়; সুতরাং মুঞ্জরিত হইবার সময় অতীত হইয়া যায়। শাখা-প্রশাখা কিঞ্চিৎ পরিপক্ক

না হইলে তাহাতে মুঞ্জুর আসিতে প্রায় দেখা যায় না। ঈষৎ বিবেচনার সহিত কার্য্য পরিচালিত করিতে পারিলে সকল দিকেই সুবিধা।

কলার পেটী দিতে হইলে ফলনকাল উত্তীর্ণ হইলেই দেওয়া উচিত, কারণ এই সময়ে গাছ সকল কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম করিয়া আবার পল্লবিত হইতে থাকে। বিরামকাল উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, সার বিগলিত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে না হউক, কিয়ৎ-পরিমাণে বিগলিত হইয়া, উহাদিগের ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে। তখন উদ্ভিদগণও আগ্রহ-সহকারে উহার সার পদার্থ ধারণ করিয়া সতেজে মুকুলিত হইতে থাকে—অঙ্গসৌষ্ঠব পরিপুষ্ট করিতে থাকে। অবয়ব পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে এবং পূর্ব্ব ক্লান্তি বিদূরিত হইলে, উহারা যে আবার ফল প্রদান করিবে, সে বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি?

এক দিকে ভিজে মাটিতে যেমন কলার পেটী দেওয়া আবশ্যক, অপর দিকে ভিজে কলার পেটীও মাটিতে দেওয়া আবশ্যক। আবার ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, রসা মাটিতে ভিজে পেটী দেওয়া কোন মতে উচিত নহে, কারণ তাহাতে মাটি আরও রসিয়া যায়,—মাটির উষ্ণতা হ্রাস হয়; ফলত গাছ রুগ্ন হইবার সম্ভাবনা। কলার পেটীর দ্বারা শুষ্ক, নীরস মাটির বড় উপকার হয়, কারণ উহার সংযোগহেতু মাটিতে রস সঞ্চিত হয়; কিন্তু এবম্প্রকারের জমীতে কলার পেটীকে যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া দিতে পারা যায়, ততই ভাল। বড় বড় টুকরা হইলে মাটির ভিতর আলগা থাকে, তন্নিবন্ধন মাটি আরও নীরস ও শুষ্ক হইয়া যায়। এঁটেল ও চিকণ মাটিতে আবার অপেক্ষাকৃত বড় বড় টুকরা থাকিলে মাটির ভিতর বায়ু ও সূর্য্যতাপ অধিক পরিমাণে প্রবেশাধিকার পায় এবং তাহার ফলে মাটির আর্দ্রতার হ্রাস হয়, সঙ্গে সঙ্গে শৈত্যের লাঘব হয়। এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মাটিতে কলার পেটী সংযুক্ত করিতে পারিলে, কেবল যে গাছে সার দেওয়া হইল, তাহা নহে,—ইহার সংযোগ হেতু মৃত্তিকারও অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা মৃত্তিকার ধারণ-শক্তি ও শোষণ-শক্তি বৃদ্ধি পায়, আবার মৃত্তিকার শৈত্য নিবারিত হয়, মৃত্তিকার গঠন আলগা হইয়া যায়।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কাজ-করা কাপড়।

(বালক-বালিকাদের জন্য।*)

মানুষের দুইটী বস্তু নিতান্ত আবশ্যক—আহার ও পরিচ্ছদ, অর্থাৎ ভাত ও কাপড়। কৃষকেরা পরিশ্রম করিয়া ভূমি হইতে চাউল, ডাউল, তরকারী প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য ও তুলা, সরিষা, পাট প্রভৃতি অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু উৎপন্ন করে।

আমাদের পরিধেয় বস্ত্র এদেশের তন্তুবায়গণ পূর্ব্বে বয়ন করিত। কাপড় বুনিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পূর্ব্বে প্রতিপালন হইত। কিন্তু এখন প্রায় সকলেই বিলাতী বস্ত্র পরিধান করে। এদেশের লোক চাউল, গম প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশের লোককে বিক্রয় করে। সেই চাউল, গম প্রভৃতি দ্রব্যের পরিবর্ত্তে বিদেশের লোক এদেশে কাপড় পাঠাইয়া দেন। যে চাউল, গম প্রভৃতি দ্রব্য পাইয়া এদেশের তাঁতিগণ পূর্ব্বে জীবন-ধারণ করিত, সেই চাউল, গম এখন বিদেশে চলিয়া যায়। আমাদের রাজা ইংরাজজাতি প্রজাদিগকে

* বালক-বালিকাগণ যাহাতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, সে জন্য অতি সরল ভাষায় নানা বিষয়ে আমি প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করিব। ইহার উদ্দেশ্য কি, তাহা বোধ হয়, আর বুঝাইতে হইবেনা। সকলে বালকদিগকে এই সমুদয় প্রবন্ধ নিয়মিতরূপে পাঠ করিতে দেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

নানাবিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন ও তাহাদিগকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু কারুকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আমরা এখনও ভালরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই। সে জন্য কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে এদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল, গম প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশে চলিয়া যায়। আর সেই জন্য অন্ন বিনা এ দেশের অনেক লোকের কষ্ট হইয়াছে ও মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ হইয়া অনেক লোক মারা পড়িতেছে।

দেশী কাপড় না ব্যবহার করিয়া, বিদেশী কাপড় কেন লোকে পরিধান করে? দেশী কাপড় অপেক্ষা বিদেশী কাপড় সস্তা সেইজন্য লোকে বিদেশী কাপড় ক্রয় করে। বিদেশী কাপড়ের মত যদি দেশী কাপড় দেখিতে ভাল ও মূল্য সুলভ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকে দেশী কাপড় ব্যবহার করে।

দেশী কাপড়ের অধিক মূল্য কেন আর বিলাতি কাপড় সস্তা কেন? বিলাতের লোক কলে কাপড় প্রস্তুত করে, সেই জন্য বিলাতি কাপড় এত সস্তা। এদিকে একটা চাকা ঘুরিতে থাকে, এদিকে একটা বাড়ী উঠিতে থাকে, ওদিকে একটা নামিতে থাকে, তাহাতেই ঠিক চরকার ন্যায় কাজ করিতে থাকে, অর্থাৎ তাহাতেই তুলা হইতে সূক্ষ্ম সূত্র বাহির হইতে থাকে। কলের তাঁতেও সেইরূপে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন কোন কলের সাহায্যে একজন লোক হাজারজন লোকের কাজ করিতে পারে অল্প পাথুরে কয়লা পুড়াইলে কল চলিতে থাকে। কলকে খাইতে দিতে হয় না, মাহিনা দিতেও হয় না। সেই জন্য কলে কোন জিনিষ প্রস্তুত করিলে সে জিনিষ সস্তা হয়। দেশী কাপড় অপেক্ষা বিলাতি কাপড় সেই জন্য এত সস্তা। এক পয়সার কুড়িটা সূচ বিক্রীত হয়। বিলাতের লোক কলে সূচ প্রস্তুত করে, সেই জন্য এত সস্তা। সূচ যদি লোকে হাতে প্রস্তুত করিত, তাহা হইলে এক পয়সায় হয়ত একটা সূচ হইত। কলের দ্রব্য সেই জন্য সুলভ মূল্যে বিক্রিত হয়।

দ্রব্যাদি কলে প্রস্তুত করিলে যদি এত লাভ হয়, তবে আমাদের দেশের লোক তাহা করে না কেন? তাহার কারণ আছে। তাহার মধ্যে একটা কারণ এই যে, এ-সকল বিষয় আমাদিগের দেশের লোক এখনও শিক্ষা করে নাই।

অন্যান্য দেশের লোক নিয়তই নূতন নূতন কল প্রস্তুত করিতেছে। এক একটী কলের কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, আর যে ব্যক্তি সেই কল প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার বুদ্ধিকেও শতবার প্রশংসা করিতে হয়। কাপড় সেলাই করিবার কলটি কেমন সুন্দর!

আমাদের দেশের লোক এখনও কোনরূপ ভাল কল প্রস্তুত করিতে পারে নাই। তাহাতে বোধ হয় যেন এদেশের লোকের বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই। সে জন্য অনেক সময়ে লজ্জায় আমাদের ঘাড় হেঁট করিতে হয়।

কিন্তু সত্য কি এদেশের লোকের বুদ্ধি নাই? কখনই নয়। বাঙ্গালীজাতির বুদ্ধি বিলক্ষণ প্রখর। অন্য জাতি যাহা করিতে পারে, মনে করিলে বাঙ্গালী-জাতিও তাহা করিতে পারে। শিক্ষার অভাবে বাঙ্গালীজাতি আজ পর্য্যন্ত এ সকল দিকে মনোযোগ করে নাই। সে জন্য, এখনও বাঙ্গালীজাতি কোন রূপ ভাল কল-কব্জা প্রস্তুত করিতে পারে নাই।

কালাকালে আমরা এরূপ কথা কাহারও মুখ হইতে শ্রবণ করি নাই। এ সকল বিষয় সম্বন্ধে কেহ আমাদিগকে বিন্দুমাত্র কোনরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই। উপদেশ পাইলে, আমি না পারি, বোধ হয় অন্য অন্য লোক কিছু না কিছু কাজ করিতে সমর্থ হইত।

সেই জন্য আমি তোমাদিগকে নানাবিষয়ে মোটা-মুটি উপদেশ প্রদান করিতে মানস করিতেছি। যত দূর সাধ্য তোমরা কল কব্জা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিবে। ঘড়ি কিরূপে চলে, সেলাইয়ের কল কিরূপে চলে, সুবিধা পাইলে সে সকল প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার কৌশল বুঝিতে চেষ্টা করিবে। কেবল কল-কব্জা কেন? সকল বিষয় মনোযোগ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিবে।

পৃথিবীর অনেক সুন্দর কল দরিদ্র অজ্ঞ লোক-দিগের দ্বারা রচিত হইয়াছে। তোমরা বাঙ্গালি-বালক, তোমাদের বুদ্ধি বোধ হয় তাহাদের বুদ্ধি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ। তোমরা যদি চেষ্টা কর, তাহা হইলে বড় হইয়া তোমরাও অনেক ভাল কাজ করিতে পারিবে। নানাবিষয় আবিষ্কার ও নানাবিষয় রচনা করিতে তোমরাও সমর্থ হইবে। তোমাদের অদ্ভুত কাজ দেখিয়া পৃথিবীর লোক চমকিত হইয়া শত মুখে তোমাদের প্রশংসা করিবে। সম্মান ব্যতীত, বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দশজনকে তোমরা প্রতিপালন করিতে পারিবে। তোমাদের ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া পৃথিবীর লোক বলিবে যে, বাঙ্গালি জাতি সত্যবাদী, পরোপকারী, দেশ-হিতৈষী ও বুদ্ধিমান। বড় হইয়া যাহাতে তোমরা বাঙ্গালীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিতে করিতে পার, এখন হইতে তোমরা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবে।

এক একটী লোকের কার্য্যে সমস্ত দেশের লোকের কিরূপে মুখ উজ্জ্বল হয়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আজ তোমাদের নিকট আমি জাকার্ড সাহেবের গল্প আরম্ভ করিব। সুচে কাজ করিয়া অতি কষ্টে লোকে সাল দোসালা প্রস্তত করে। এক প্রকার তাঁতের সাহায্যে লোকে চেলির কাপড়ে অথবা অন্য প্রকার রেশমী ও সূতী কাপড়ে ফুল তুলিয়া থাকে। কাপড়ে ফুল তুলিবার নিমিত্ত জাকার্ড সাহেব এক প্রকার তাঁত রচনা করিয়াছেন। সে তাঁতে অতি সুন্দর ও অতি শীঘ্র কাজ হয়, আর সে তাঁতের কৌশল দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেই জন্য জাকার্ড সাহেবের জগৎ জুড়িয়া সুখ্যাতি।

এক শত বৎসরের অধিক হইল, জাকার্ড সাহেব ফরাসি দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সামান্য একজন তাঁতি ছিলেন। তাঁহার মাতাকেও মজুরি করিতে হইত। পিতা মাতা দরিদ্র, সে জন্য বালক জাকার্ডের লেখা পড়া শিখা হয় নাই। বালক যেই একটু বড় হইল, আর পিতা মাতা তাহাকে এক জন দফতুরির অধীনে পুস্তক বাঁধাই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পুস্তক বাঁধা কাজ শিক্ষা করিতে করিতে বালক জাকার্ড ছোট ছোট কল নির্ম্মাণ করিয়া খেলা করিত। বালকের খেলা দেখিয়া, একজন বন্ধুর পরামর্শে, তাহার পিতা তাহাকে এক কর্ম্মকারের অধীনে কাজ শিখিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু এ কর্ম্মকার দুষ্ট লোক ছিল। জাকার্ডকে সে কথায় কথায় প্রহার করিত। সে নিমিত্ত কিছু দিন পরে জাকার্ড তাহার অধীনে কর্ম্ম করিতে অসম্মত হইলেন। যাহারা ছাপার অক্ষর ঢালাই করে, এখন হইতে জাকার্ড সেইরূপ একজন লোকের অধীনে কাজ করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে জাকার্ডের পিতা মাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার পিতা মাতার দুইখানি তাঁত ছিল। জাকার্ড এখন সেই দুই খানি তাঁতে কাপড় বুনিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। এই দুই খানি খাড়া তাঁত ছিল। নানারূপ ফুল, লতা-পাতা ও জীব-জন্তুর মূর্ত্তির দ্বারা অলঙ্কৃত কাপড় এই দুই খানি তাঁতে প্রস্তত হইত। আমাদের দেশের তাঁত তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। লাঙ্গল ও সেইরূপ, গাড়িও সেইরূপ, আমাদের দেশের সকল যন্ত্র সেইরূপ। কোন বিষয়ে উন্নতি

হইতে পারে কি না, আমাদের দেশের লোকেরা সে চিন্তা কখনও করে নাই। এখন যে চরকা কি তাঁত প্রচলিত আছে, সুতাকাটিবার নিমিত্ত অথবা বস্ত্র বয়ন করিবার নিমিত্ত তাহা অপেক্ষা যে ভাল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, আমাদের দেশের লোক সে রূপ চিন্তা কখন করে নাই। সে জন্য হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে যেরূপ যন্ত্র প্রচলিত ছিল, এখনও সেই রূপ আছে। বিলাতের লোকেরা কিন্তু সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছে—"এই যন্ত্র দ্বারা আমি কাজ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা কি ভাল যন্ত্র করিতে পারা যায় না?" ক্রমাগত এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা নূতন নূতন যন্ত্র রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই সকল যন্ত্রের সহায়তায় তাহারা নানা দ্রব্য শীঘ্র প্রস্তুত করিতে পারে, আর সে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে খরচ কম পড়ে।—শ্রীত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়।

রবার-ষ্ট্যাম্প।

এ শিল্প এদেশে নূতন প্রচলিত হইয়াছে। অতি অল্পদিন মধ্যেই ইহার প্রসার-বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা কিরূপে প্রস্তুত হয়, তাহা অনেকে জানিতে ইচ্ছা করেন, অতএব এ প্রবন্ধে রবার ষ্ট্যাপ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা হইতেছে। ইহার দ্বারা উহার সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিষয় অবগত হওয়া যাইবে।

যাঁহারা ইহার ব্যবসা করেন, তাঁহাদের নিকট এ সম্বন্ধের অনেক যন্ত্রাদি থাকে। প্রথমতঃ কতকগুলি ব্লক আছে। ঐ সকলের আকৃতি কোনটী বালার মত, কোনটী অনন্তের মত, কোনটী বা লতা পাতা কাটা ফুলের মত, এইরূপ নানাভাবের ছবি যুক্ত ব্লক আছে। এই ব্লকগুলি অধিকাংশ স্থলেই পিত্তল নির্ম্মিত এবং মধ্যস্থলে গভীর গর্ত্তযুক্ত। এই গর্ত্তের ভিতর ষ্ট্যাম্পের লিখিতব্য নাম ধামের অক্ষরগুলি সজ্জিত হয়।

ব্লকের ভিতর নামের অক্ষরগুলি কম্পোজ অর্থাৎ সাজাইয়া পরে প্যারিসপ্ল্যাষ্টার-চূর্ণ জলে গুলিয়া তৎক্ষণাৎ উহার ছাপ লইতে হয়।

প্যারিস-প্ল্যাষ্টার এক প্রকার শ্বেতবর্ণ প্রস্তর-চূর্ণ। ইহা জলে দ্রব হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জল শুকাইয়া জমিয়া শক্ত হইয়া যায়। ছাঁচের কার্য্যে ইহার অত্যন্ত ব্যবহার হয়। যাহা হউক, এই প্যারিস-প্ল্যাষ্টারের ছাপ লওয়া হইয়া গেলে, তাহার পর অক্ষর কিম্বা ব্লকের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নাই, অক্ষর খুলিয়া প্রেসে ফেরৎ দিয়া আসিতে পার।

এইবার ছাপাযুক্ত প্ল্যাষ্টারকে রৌদ্রে শুকাইয়া যে দিকে ছাপা আছে, সেইদিকে একটু রবার বসাইয়া দাও। এ রবার দেখিতে শ্বেতবর্ণ কাগজের মত। কলিকাতায় সাহেবদিগের মনিহারীর দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। কাঁচি দিয়া ইহাকে কাগজের মত কাটা যায়। প্রয়োজন মত কাটিয়া তোমার প্ল্যাষ্টারের ছাপের উপর বসাইয়া দিয়া, এই রবারযুক্ত প্ল্যাষ্টারের দুইদিকে দুইখানি কাষ্ঠ দিয়া মজবুত করিয়া বাঁধিয়া (ব্যবসায়ীরা এস্থানে এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই যন্ত্র পাইলেই তাহার মধ্যে উহাকে পুরিয়া যন্ত্রের চারিধারে স্ক্রু আঁটিয়া দিয়া ঐ যন্ত্র সহিত) প্ল্যাষ্টারের ছাপের উপর রবারটীকে উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিতে হয়।

সিদ্ধ করিবার জন্য একপ্রকার কাচের হাঁড়ি আছে, তাহাই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই হাঁড়িতে জল দিয়া এবং সিদ্ধ করিবার বস্তুটী দিয়া জ্বাল দিতে হয়। পরন্তু উক্ত হাঁড়ির গাত্রে তাপেরমাপ লিখিত আছে। জল যত গরম হইবে, তাপের মাপের উপর ততই বাষ্প উঠিবে এবং তাহাতেই বস্তুটী সিদ্ধ হইয়াছে কি না, জানা যাইবে। সিদ্ধ হইয়াছে স্থির

হইলে, উহাকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া শীতল স্থানে রাখিতে হয়। এই কাচের হাঁড়ির নিম্নে স্পিরিট্ ল্যাম্পের তাপ দিতে হয়।

আজকাল, লেটার-প্রেসেও ইহাকে সিদ্ধ করা হয়। লেটার-প্রেসের ভিতর প্ল্যাটার এবং উহার উপর রবার দিয়া লেটার-প্রেসের স্ক্রু ঘুরাইয়া প্রেস করিয়া রাখিয়া, তাহার পর উক্ত প্রেসের নিম্নে স্পিরিট্ল্যাম্প জ্বালিয়া প্রেসের তলদেশ উত্তপ্ত করিতে হয়। অবশ্য এরূপ করিতে হইলে, লেটার-প্রেসের চারিকোণে চারিখানি ইষ্টক দিয়া কিছু উচু করিতে হয়, নচেৎ ল্যাম্প জ্বলিবে কোথায়?

রবার খণ্ড ছাপের উপর চাপে ও তাপে কাঁপিয়া ছাপের অগভীর ছিদ্র স্থানে আশ্রয় লইয়া এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে, নামের ছিদ্র মধ্যে উহা প্রবেশ করে। যতদিন ঐ রবার জীবিত থাকে, ততদিন ঐ নামের অক্ষর বহিয়া থাকে। ইহাকেই রবার ষ্ট্যাম্প বলে। তাহার পর শীতল হইলে, ঐ রবারের অক্ষরকে শিরিস বালসমপেক্ষ দিয়া হ্যাণ্ডেল আটকাইয়া দেওয়া হয়।

এই ত গেল মোটামুটী কথা। এখন এ সম্বন্ধে বলিবার এই আছে, প্রেসের টাইপ ছাড়া হাতের অক্ষরের রবার ষ্ট্যাম্প অর্থাৎ স্বহস্তের সহিও অবিকল রবার ষ্ট্যাম্পে উঠিবে। পরন্তু উহা করিবার মোটামুটী কথা এই, প্রথম সিসার প্লেটের উপর মোমের পোঁচ দিয়া হস্ত লিখিত কাগজের উপর উড্পেন্সিল দিয়া বুলাইয়া উহার ছাপ মোমের উপর তুলিয়া তৎপরে সিসার প্লেটের উপর উক্ত ছাপ কুঁদাইয়া দিতে হয়। এ সকল বিষয় গুরুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। অবিকল নাম কুঁদান হইলে, তাহার পর, প্যারিস-প্ল্যাষ্টারের উপর ছাপ তুলিয়া, জাল দিয়া কিম্বা প্রেসের চাপে এবং তাপে রবারে উক্ত ছাপ তুলিয়া, "সিগ্নেচার" ষ্ট্যাম্প করা হয়। প্যারিসপ্ল্যাষ্টার ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য, উহা জলে এবং তাপে সহজে গলে না।—মহাজন-বন্ধু।

"শেফালিকা"।

বাঙ্গালা দেশের অনেক গৃহস্থের বাটীতেই শেফালিকা (শিউলী) গাঁছ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগের ফুলবাগান নাই বা সে বিষয়ে তত সখ নাই, এমন লোকেও অনেকে ইহার বৃক্ষ রোপণ করেন। ইহার বীজ হইতেই চারা জন্মিয়া থাকে, বর্ষাকালে সচরাচর গাছের তলেই চারা পাওয়া যায়। শেফালিকা গাছ বেশ বড় হয় ও যত্ন করিলে দুই বৎসরেই ফুল হইতে আরম্ভ হয়। যখন গাছটী ৪।৫ হাত উচ্চ হয়, তখন উহার মস্তকটী কর্ত্তন করিয়া দিলে, সেখান হইতে চারিদিকে ডাল বাহির হইয়া গাছটী ছত্রাকার হয় ও দেখিতে যে কেবল সুন্দর হয় এমন নহে, ডালের সংখ্যা বেশী হওয়াতে ফুলও বেশী হয়। যখন ফুল হয় তখন প্রচুর পরিমাণেই হয় এবং ফুলগুলির বোঁটা অত্যন্ত শিথিল বলিয়া প্রস্ফুটিত হইলেই মাটিতে পড়িয়া প্রাতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ফুলগুলি মিষ্ট নরম গন্ধযুক্ত, প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইলে নিকটবর্ত্তী স্থান গন্ধে আমোদিত করিয়া তুলে। দু'চারটি ফুল সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্তই বেশী পরিমাণে ফুল দেখা যায়। আমাদের দেশের অনেকে বিশ্বাস করেন, এই গাছ বাটীতে থাকিলে ম্যালেরিয়া বিষ নাশ করে। ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না, তবে কেবল গন্ধ ও দৃশ্যশোভা ব্যতীত ইহার জরঘ্নতা প্রভৃতি অনেক গুণ আছে, এজন্য অনেক সময় ইহার পাতা ও ছাল ব্যবহার হইয়া থাকে।

শেফালিকার রস সামান্য জ্বরে ও পুরাতন জ্বরে নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহার করিতে হয়। নিতান্ত কচিও

নহে ও পাকাও নহে, এরূপ কন্টকগুলি পাতা সমপরিমাণ বেলের পাতা ও কাল তুলসীর পাতা একত্র ছেঁচিয়া তাহার পর একখানি লোহার বঁটি বেশ গরম করিয়া বঁটির মুখ একটা পিতলের বাটীর উপর রাখিতে হইবে, তখন একখানি নেকড়ার মধ্যে ঐ ছেঁচা পাতাগুলি রাখিয়া চাপ দিয়া রস উত্তপ্ত বঁটীর উপর ফেলিতে হইবে, যেন সমস্ত রস উত্তপ্ত বঁটীর উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ে। এইরূপে প্রস্তুত অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ রসে একটু লবণের ছিটা দিয়া গরম গরম সেবন করিলে সামান্য ও সর্দ্দিযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

শেফালিকা ফুলের আরও একটী ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট মেয়েছেলেরা প্রাতে ইহার ফুল কুড়াইয়া ফুলের সাদা পাপ্‌ড়িগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রক্তাভ হরিদ্রা বর্ণ অংশটুকু অর্থাৎ বোঁটাটী রাখে ও উহা রৌদ্রে শুকায়। উহাকে সচরাচর "বুটী" কহে। ক্রমে ঐ বুটী অনেক হইলে জল বেশ গরম করিয়া তাহাতে ঐ বুটী ফেলিয়া দিয়া রগড়াইতে ক্রমে জল একটু লালবর্ণের আভাযুক্ত হলদে উঠে, তখন উহাতে ধৌত কাপড়, জামা, রুমাল ইত্যাদি ভিজাইয়া আবৃত স্থানে শুকাইলে সুন্দর রং হয়। ঐ রং কাঁচা হইলেও হঠাৎ উঠিয়া যায় না, ফট্‌কারী মিশাইলে রং কিছু পাকা হয়।—শ্রীগুরুচরণ সরকার।

কাঁচির মুখে ফুল।

আমাদিগের প্রয়োজনমত অনেক সময়ে ফুল পাওয়া যায় না, কিম্বা যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে কুলান হয় না। আবার এমন অনেক ফুলও আছে, যাহা আদৌ পাওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ফুলের টানাটানিটা আমরা সচরাচর প্রায় অনুভব করিতে পারি না। যখন কোনরূপ অনাটন পড়ে, তখন অন্যান্য পুষ্প দ্বারা সে অভাব পূরণ করিয়া লই।

বৎসরের মধ্যে দুইটা সময় আমরা ফুলের বিশেষ অভাব অনুভব করি, প্রথম দুর্গোৎসবে, দ্বিতীয় বড় দিনের পর্ব্বে। শেষোক্ত পর্ব্বকালে ফুলের অনাটন হইলে, হিন্দুর তাহাতে বিশেষ আসে যায় না; তবে দুর্গোৎসবকালে ফুলের অভাবটা বড়ই অভাব বলিয়া মনে হয়। কথায় বলে দুর্গোৎসবের ব্যাপার! দুর্গোৎসবে উনকুটি চৌষট্টির যত আয়োজন করিতে হয়, এমন বুঝি আর কোন উৎসবে করিতে হয় না। আয়োজন সব ঠিক; ধুমধামও চূড়ান্ত, বাড়ীও সরগরম; কিন্তু দেবীর পূজার জন্য সে কুসুমস্তূপ কৈ? পুষ্পের বিবিধ রকম কোথায়? আর ফুলের সে মনোহারিণী ঔজ্জ্বল্য ও আরামদায়িনী আঘ্রাণই বা কৈ? এই বিশিষ্ট সময়ে ফুলের যে অভাব হয়, ফুলের যে রকমের ও মনোহারিত্বের অভাব হয়, তাহার বিশিষ্ট কারণও আছে। বর্ষা-সমাগমের সঙ্গে প্রায় সকল উদ্ভিদেই নবশক্তির সঞ্চার হয়। ফলতঃ সে সময়ে উহারা অমিতুতেজে বাড়িতে বাড়িতে পুষ্পপ্রদানোন্মুখী হইয়া পড়ে এবং সেইখান হইতেই উহাদিগের বৃদ্ধি স্থিরভাব ধারণ করে। পুষ্পধারণশক্তিও আপাততঃ স্থগিত হইয়া যায়। সংসারে সকল কার্য্যেরই একটা শৃঙ্খলা আছে, নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মের বশীভূত হইয়াই এই জগৎসংসার চলিতেছে। উদ্ভিদ এক সময়ে বাড়ে, আবার এক সময়ে বিরাম-লাভ করে। গাছপালার যে বিরাম, তাহার কতটা ঔদ্ভিদিক নিয়মবশে, আর কতকটা ঋতু-পরিক্রমণের ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু যে কারণেই হউক, মনুষ্য চেষ্টা সে কারণকে বিধ্বস্ত করিতে যে অসমর্থ তাহা নহে। হিন্দুর দেবসেবার

উপযোগী যত প্রকার পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে গোলাপ, টগর, গন্ধরাজ, কবরী, স্থলপদ্ম, জবা, রজনীগন্ধা, কাঞ্চন, কলিকা, বৈজয়ন্তী বা সর্ব্বজয়া, অপরাজিতা, বেল, জুঁই, মল্লিকা, চামেলী, নেওয়ার, সেফালিকা ইত্যাদি প্রধানতঃ; কিন্তু এতৎ সমুদায় ফুলই গ্রীষ্ম হইতে বর্ষকাল মধ্যে আপনাপন আবয়বিক ও পুষ্পধারণ কার্য্য সমাধা করিয়া, শরতের শেষ হইতে বিশ্রামলাভে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়। আর দুর্গোৎসবও প্রায় শরতের শেষে বা হেমন্তের প্রথমেই হইয়া থাকে। এই আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে একেই উদ্ভিদগণ ক্লান্তির পরেই শান্তিলাভ করিতে থাকে, তাহাতে আবার সেই সময়ের শৈত্য ও শিশিরপাত হেতু আরও নির্জীবভাব ধারণ করে। কাজেই দুর্গোৎসবকালে ফুলের অনাটন হয়; ফুলের বাজারও মহার্ঘ হয়।

দুর্গোৎসবকালে ফুলের প্রাচুর্য্য রাখিতে হইলে ঔদ্যানিকের প্রধান কার্য্য, গাছে পুষ্পপ্রদায়িনী শক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে রোধ করা! কার্য্যটী অতি সহজ হইলেও, অভিজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য; অনভিজ্ঞের হস্তে ফলান্তর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আষাঢ় মাসের শেষভাগ হইতেই পঞ্জিকা দেখিয়া দুর্গোৎসবের দিন স্মরণ করিয়া রাখিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, হিন্দুমাত্রেই তাহা বিশেষ স্মরণ রাখেন, কারণ এমন উৎসব ত আর নাই। দুর্গোৎসবের দিন হইতে ঠিক ষাট দিবস পূর্ব্বে গাছের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। এই সময়ে স্বভাবতঃ গাছে প্রচুর ফুল হইয়া থাকে। এইক্ষণ হইতে উহাদিগের পুষ্পসম্ভাবী শাখা-প্রশাখার শিরোভাগ অল্প পরিমাণে ছাঁটিয়া দিতে হইবে। এইরূপ ডগা কাটিয়া দেওয়াকে ইংরাজী ঔদ্যানিক ভাষায় (ট্যাপিং) কহে। ট্যাপিং করিলে, ছেদিত শাখা-প্রশাখার নিম্নস্থিত চোক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বহির্গত হইতে থাকিবে এবং তাহারই শিরোভাগে ফুল দেখা দিবে। গাছে যদি পর্ব্বদিনের আট-দশ দিন পূর্ব্বে কুঁড়ি দেখা দেয় এবং যদি তাহা দুই-চারি দিবসের মধ্যে ফুটিয়া যাইবার সম্ভবনা দেখা যায়, তাহা হইলে এই সকল কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। সে সময়ে মায়া মমতা করিলে চলিবে না। অনেক ঘন-বিন্যাস কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হইতে আট-দশ দিন সময় লাগে; সুতরাং এরূপ ফুলের কুঁড়ি না ভাঙ্গিয়া দেওয়াই উচিত। যদি দুই মাসেরও কম সময় থাকে, তাহা হইলে ডগা না কাটিয়া, কেবল কুঁড়িগুলিকে বোঁটাসমেত কাটিয়া দিতে হইবে, বিলম্বে ডগা কাটিয়া দিলে, তাহাতে ফুল আসিতে আসিতে দুর্গোৎসব অতীত হইয়া যাইবে। বিগত বৎসর দুর্গোৎসবের ঠিক দেড়মাস অর্থাৎ পঁয়তাল্লিস দিবস পূর্ব্বে আমি কার্য্য আরম্ভ করি। আমার কার্য্যপ্রণালী কিছু স্বতন্ত্র ছিল। আমি যে কেবল গাছের ডগা কাটিয়া দিয়াছিলাম, তাহা নহে, অনেক পুরাতন শাখাকে একেবারে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া দিই, অনেক অনেক শাখা-প্রশাখার কচি অংশও কাটিয়া ছোট করিয়া দিই। এইরূপে কার্য্যের সূত্রপাত করিবার পর হইতে গাছ সকলে ক্রমাগত মুকুল আসিল এবং সেই কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই দুই-তিন জন মালীর কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই অধিকতর ফুল আসিতে লাগিল এবং এমন হইয়া পড়িল যে, বুঝি বা পুষ্পোদ্গমের গতিরোধ হয় না। তখন মাটিতে 'যো' পাইলেই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া উলট পালট করিবার ব্যবস্থা করিলাম। উদ্দেশ্য— মাটির রসটাকে কতক পরিমাণে শুষ্ক করিয়া ফেলা। অবশেষে পর্ব্বদিনের পাঁচ-ছয় দিবস পূর্ব্ব হইতে আর ফুল বা কুঁড়ি কাটা স্থগিত করিলাম। ফলতঃ পূজার কয়দিন প্রভূত পরিমাণে ফুল পাওয়া গেল।

বড়দিনের সময়ে যে ফুল বিশেষতঃ গোলাপ ফুল পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে তাহার কারণ কার্ত্তিক মাসে

সচরাচর গোলাপ গাছ ছাঁটা গিয়া থাকে। গোলাপ গাছ ছাঁটিবার সময় কেবল যে উহাদিগের শাখা-প্রশাখা ছাঁটিয়া দিয়া লোকে নিশ্চিন্ত হয়, তাহা নহে। উহাদিগের গোড়া হইতে সমূহ পরিমাণে মাটি তুলিয়া দিয়া স্থূল শিকড়দিগকে হিম ও রৌদ্র খাওয়াইতে হয়। একদিকে শাখা-প্রশাখা ছেদিত হয়, অন্যদিকে আবার বহু শিকড় কাটা যায়, শিকড় সকল অনাবৃত থাকে; সুতরাং গাছগুলি একেবারে জখম হইয়া পড়ে ও পুষ্প-ধারণোপযোগী হইতেও সে জন্য বিলম্ব হয়। বড়দিনের সময়ে ফুলের বাজার কলিকাতা সহরে খুব চড়া থাকে; এমন কি খৃষ্টমাস-ইভের দিন সন্ধ্যার সময়ে বাজারে ফুল একেবারে পাওয়া যায় না। যেসকল দোকানদার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ফুল রাখিতে পারে, তাহারা একটি ফুল আট আনা হইতে এক টাকাতেও বিক্রয় করিয়া থাকে। পুষ্পব্যবসায়ীদিগের পক্ষে ইহা একটী বিশেষ লাভের দিন। এমন দিনে সমধিক পরিমাণে ফুলের যোগান দিতে না পারিলে ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি বলিতে হইবে। এই সময়ে ফুলের যোগান যথেষ্ট পরিমাণে রাখিতে হইলে, গাছগুলিকে কার্ত্তিক মাসে ওরূপ তীব্রভাবে না ছাঁটিয়া, শাখা-প্রশাখার উপর উপর ছাঁটিয়া দিলে ভাল হয়, এবং সেই সঙ্গে যাহাতে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে গাছে না আদৌ ফুল ধরিতে পারে, তাহার জন্য কুঁড়ি কাটিয়া দেওয়ায় লাভ আছে। ইহাতে ফুলের পরিমাণ অধিক হইবে। আর সেই সকল ফুলকে বড় ও উজ্জ্বলবর্ণের করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় তরল সার দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। গাছের গোড়ার শিকড় আদৌ যাহাতে বিচলিত না হইতে পায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, শিকড় ছাঁটিয়া দেওয়া ত দূরের কথা। যে প্রণালীতে আজকাল গোলাপ গাছ ছাঁটা গিয়া থাকে, তাহাতে বড়দিনের সময়ে ফল পাইবার কোন আশা করা যাইতে পারে না।

বেল, জুঁই, চামেলী ও নেওয়ার প্রভৃতি কয়েকটী গাছ বসন্তকালের প্রারম্ভ হইতে পুষ্প প্রদান করিয়া বর্ষাগমের অতি অল্পদিন পরেই বিশ্রাম করে কিম্বা গজাইতে থাকে, সুতরাং ইহাদিগকে দ্বিতীয়বার পুষ্প প্রদান করিবার জন্য বিরক্ত করা ভাল নহে। আর এই অল্পকাল মধ্যে একই গাছকে দুইবার ফুল প্রদান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, উহারা পুষ্প প্রদান করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে উহাদিগের সমূহ ক্ষতি হয় এবং পরবৎসর যথাসময়ে ফুল প্রদান করিতেও বিমুখ হয়। অতঃপর ইহাও দেখা যায় যে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প দুর্গোৎসবকালে বড় ব্যবহার হয় না, আর পুরোহিতগণও এই সকল ক্ষুদ্র পুষ্প ব্যবহারে বড় রাজী নহে। সেফালিকার জন্য বড় বিশেষ চেষ্টা করিতে করিতে হয় না, কারণ ইহা সেই সময়ে স্বভাবতঃই পুষ্পিত হইয়া থাকে।

বৈজয়ন্তী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি মূলজ উদ্ভিদকে একমাস পূর্ব্বে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া দিয়া গোড়ার মাটি নিড়েন কিম্বা খুরপি দ্বারা আলগা করণান্তর, মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিলে যথাসময়ে উহাতে নূতন শক্তি আসিবে; ফলতঃ গাছও পুষ্পিত হইবে। সে সময়ে মাটিতে যদি সমধিক রস থাকে তাহা হইলে জলসেচন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

প্রত্যেক গাছের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অতিশয় দীর্ঘ হইবার ভয়ে আর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহি; তবে হিসাব করিয়া কাঁচি চালাইতে পারিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস; কিন্তু কাঁচি পরিচালনা করিবার ভার নিরক্ষর মালীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহাতে কিছু বিচক্ষণতার আবশ্যক। উদ্যানস্বামী স্বয়ং, অথবা কোন কর্ম্মিষ্ঠ লোক দ্বারা ইহা সম্পাদিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

খর্জ্জুর বা খেজুর।

খর্জ্জুর অত্যাবশ্যক ও লাভজনক বৃক্ষ। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বাড়ীতেই খেজুরগাছ দেখিতে পাওয়া যায়; তবে ব্যবসায়ের জন্য যত্ন করিয়া খেজুর গাছ উৎপন্ন করতঃ বাগান প্রস্তুত করিতে বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের মধ্যে জেলা যশোহর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদয়ই খেজুর গাছের আবাদের জন্য বিখ্যাত। অনেক ইংরাজ বণিক ও তদ্দেশবাসী কৃষকেরা খেজুরে গুড়ের চিনি প্রস্তুত করতঃ বিদেশে রপ্তানি করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেছে। সাহেবগণের অনুকরণে দুই চারিজন স্বদেশবাসীও আজকাল এই লাভ জনক কারবারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

খেজুর বৃক্ষের কোমল পত্রের রস ছেলেদের ক্রিমি-রোগে বিশেষ হিতকর। খেজুরের মাথি অত্যন্ত উপকারী ও খাইতে সুস্বাদ; ইহা কোমল, বলকারক, রক্ত-পরিষ্কারক ও শুক্রবর্দ্ধক। খেজুরের রসও অপকারী নহে,—ইহা খাইতে অতি মধুর এবং অরুচি-নাশক বাত-শ্লেষ্মা নিবারক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই খেজুর গাছ ত আপনিই জন্মিতে দেখা যায়; কিন্তু দোয়াঁশ, পলি অথবা নূতন তোলা মৃত্তিকাই ইহার পক্ষে সমধিক প্রশস্ত। কারণ উপরোক্ত মৃত্তিকায় উৎপন্ন গাছের সতেজতা ও রসোৎপাদিকা শক্তি বেশী, অন্য মৃত্তিকায় উৎপন্ন গাছের সেরূপ দেখা যায় না। খেজুর পাকিলে গাছ-তলায় যে পরিপক্ক খেজুর পড়িয়া থাকে তাহাই কুড়াইয়া লইয়া কোনও ছায়াবিশিষ্ট শীতল সারযুক্ত জমিতে চারা উৎপাদনের জন্য বপন করিতে হয়। চারা বাহির হইলে যাহাতে ঐ ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিতে না পারে তজ্জন্য সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে হয়। তিন চারি বৎসর পর ঐ সকল চারা তুলিয়া নির্দ্দিষ্ট জমিতে দশ হাত অন্তর প্রত্যেক শ্রেণী করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে পাঁচ হাত অন্তর এক একটী চারা রোপণ করিবে। ইহাতে আলোক ও বায়ু গমনাগমনের কোনও অসুবিধা হইবে না। প্রতি বিঘা জমিতে একশত পঁচিশটী গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। রোপণের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত চারার মূলে জলসেচন করিলে ভাল হয়। প্রতি বৎসর আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে বাগান কোদলাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলে গাছের সমধিক উপকার হয়। ক্ষেত্রে বন্যা বা বৃষ্টির জল রাখিলে গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হয়, তজ্জন্য উচ্চ সটান ও সমতল ভূমি দেখিয়া বাগান করিতে হয়।

আট বৎসরেই খেজুর গাছ কাটিবার উপযুক্ত হয়। আশ্বিন মাসের শেষ বা কার্ত্তিক মাস হইতে গাছ কাটিতে আরম্ভ করে। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত চারি মাস কাল রীতিমত রস পাওয়া যায়। তবে শীতের আধিক্যের সহিত গাছের রস বৃদ্ধিই পাইতে দেখা যায়। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত চারি মাস কাল রীতিমত রস পাওয়া যায়। প্রতি গাছের রসে এই সময়ে গড়ে অর্দ্ধমণ পরিমাণ গুড় হইতে পারে; উহার মূল্য ন্যূনকল্পে এক টাকা চারি আনার কম নহে। সমুদয় ব্যয় বাদেও প্রতি গাছে বার আনার ন্যূন আয় হয় না। সুতরাং এই হিসাবে এক বিঘা জমিতে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহা সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে।—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী।

বৃষ্টি-জ্ঞান।

বৃষ্টি-বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে কৃষি-বিষয়ে সুফল লাভ হওয়া সুদুষ্কর। আমাদিগের এই বিষম অভাব দূরীকরণ জন্য আর্য্য মণীষিগণ দুষ্কর তপস্যা ও গভীর গবেষণা বলে বৃষ্টি অনাবৃষ্টির বিষয় সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া

সে অভাবের সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়া গিয়াছেন। মহামান্তা খনা স্ত্রীজাতি হইয়াও এবিষয়ে অভ্রান্ত সত্য সকল উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল বিষয় যত অবগত হইয়া অনুধান করিবেন ততই কৃষি-বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবেন, এজন্য এ স্থলে তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সার্দ্ধ দিন দ্বয়ং কৃত্বা পৌষে পৌষাদিনা বুধঃ।
গণয়েৎ কালিকীং বৃষ্টিমবৃষ্টিং বানিল ক্রমাৎ॥
সৌম্যবারণয়োর্বৃষ্টিরবৃষ্টিঃ পূর্ব্ব বাম্যয়োঃ।
নির্ব্বাতেবৃষ্টিহানিস্তাৎ সঙ্কুল সঙ্কুলজলম্॥
একৈকং পঞ্চদণ্ডেন দিবসো মাসস্ত মতঃ।
পূর্ব্বার্দ্ধে বাসরী বৃষ্টিরুত্তরার্দ্ধে চ নৈশিকী॥
দণ্ডাদণ্ডে পতাকাস্তু বাতস্তামুক্রমেন চ।
বিজ্ঞেয়া মাসিকী বৃষ্টি দৃষ্ট্বা বাতং দিবানিশিম্॥

(বৃহৎ পরাশরে)

পৌষ মাসকে ১২ ভাগ করিলে ২॥ দিনে এক ভাগ হয়। জ্ঞানীব্যক্তি উহা লইয়া বায়ুর গতিক্রমে সাময়িক বৃষ্টি এবং অবৃষ্টি গণনা করিবেন। বায়ু-শূন্যতায় অবৃষ্টি এবং বায়ু প্রবলে জলাকীর্ণ ফল জানিবেন। প্রত্যেক ভাগে এক এক মাসের গণনা পাইবেন। এইরূপ প্রত্যেক পাঁচ দণ্ডে এক এক মাসের মত এক এক দিনের সংবাদ অগ্রেই জানিতে সক্ষম হইবেন। এই পাঁচ দণ্ডকে দুই ভাগ করিয়া পূর্ব্ব ২॥ দণ্ডে দিবসের এবং পর ২॥ দণ্ডে রাত্রির বৃষ্টি অবৃষ্টি জানিবেন। এই পর্য্যায়ে যে দণ্ডে যে পলে বায়ুর গতি হইবে আগামী বৎসরে বৃষ্টি অবৃষ্টিও তদ্রূপ হইবে।

ধূলীভিরেব ধবলীকৃত মন্তরীক্ষং
বিদ্যুৎচ্ছটাস্ফুরিত বারুণ দিগ্বিভাগম্।
পৌষে যদা ভবতী মাসি সিতে চ পক্ষে—
তোয়েন তত্র সকলা প্লবতে ধরিত্রী॥

(হারীত সংহিতায়াং)

পৌষ মাসের শুক্লপক্ষে যে তিথিতে অন্তরীক্ষ ধূলিপরিপূরিত শ্বেতবর্ণ এবং বিদ্যুৎচ্ছটা সকল বহু বিস্তৃত রেখাবৎ ও মেঘদ্বারা দিগ্বিভাগিত দৃষ্ট হয় আগামী বৎসর সেই তিথিতে ধরণী নিশ্চয়ই বৃষ্টির জলে ধরণী প্লাবিতা হইবেন।

পৌষে মাসি যদা বৃষ্টিঃ কুজ্ঝটির্যদাভবেৎ।
তদাদৌ সপ্তমে মাসী তাং তিথিং প্লাব্যতে মহীম্॥

(কৃষি পরাশরে)

পৌষের দিন (যে তিথিতে) কুজ্ঝটিকা বৃষ্টি হয় তাহার সপ্তম (আষাঢ়) মাসের সেই তিথিতে ধরণী নিশ্চয়ই ভারী বৃষ্টি দ্বারা প্লাবিতা হয়েন।

রাঢ় অঞ্চলস্থ কৃষকগণের অনেকেই ইহা অবগত আছেন। তাঁহারা তিথি না ধরিয়া উক্ত তারিখ ধরিয়া রাখেন। উক্ত তারিখে উক্ত তিথি ঘটে কি না তাহা আমি দেখি নাই। যাই হোক তিথিই হোক আর তারিখ হোক যে দিনে কুজ্ঝটিকা হয়, আষাঢ়ের সেই দিনে সুবৃষ্টি হওয়া অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? সকলেরই আমাদিগের প্রকাশিত বিষয়গুলির সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই মুনি-বাক্যের অভ্রান্ততা সুস্পষ্ট জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত উহা বুঝিবার উপায় নাই।

মাঘে মাসি চ সপ্তম্যাং পঞ্চম্যাং ফাল্গুনস্থ চ।
চৈত্রস্য তৃতীয়ায়াঞ্চ বৈশাখ প্রথমেহহনি।
মেঘস্য গর্জ্জিতংশ্রুত্বা জলদস্য চ দর্শনে।
আরভ্য চতুরো মাসান্ সম্যগ্বর্ষতি বাসব॥

(শ্রীপতি ব্যবহার নির্ণয়ে)

মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমী ফাল্গুন মাসের পঞ্চমী চৈত্র মাসের তৃতীয়া ও বৈশাখের প্রথম দিনে মেঘ দর্শন বা মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইলে চতুর্থ মাসে বাসব সম্যক্ বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন।

সপ্তম্যাং স্বাতিযোগে যদি উদয়তি নভস্যদৃষ্টচন্দ্রার্কতারং
বিজ্ঞেয়া প্রাবৃড়েষা বহুজলবিপুলা সর্ব্বশস্যানুকূলা।

(ঐ ঐ)

যে কোন মাসেই হোক যদি শুক্লাসপ্তমীতে স্বাতি-যোগ হয় এবং সেই দিবস যদি চন্দ্র সূর্য্য ও তারা এককালে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বৎসর বর্ষাকালে সর্ব্বশস্যানুকূলা ও বিপুল শস্যসম্ভূতা মহতী বৃষ্টি হইয়া থাকে। এস্থলে বৎসর বুঝিতে আগামী বর্ষাকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে।

প্রতিপদি মধুমাসে ভানুবার সিতয়াং—
যদিভবতি তদাস্যান্নির্জনা বৃষ্টিরব্দে।
অবিরত জলধারা সান্দ্রাবিন্দু প্রবাহৈ—
ধরণীতলমশেষং ব্যাপ্যতে সোমবারে॥
অবনিতনয় বারে বারিবৃষ্টির্ণসম্যক্—
বুধগুরু সিতবারে শস্যসম্পৎ প্রমোদঃ।
জলনিধিরপি সৌরে শুষ্যতে কাম্বুবৃষ্টিঃ
সকলমিদমুদ্যারেণাবুবোদ্ধ্যং পৃথিব্যাম্॥

(বরাহ পুরাণে)

মধুমাসে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শুক্লাপ্রতিপদিতে রবিবার হইলে সেই বৎসর অবৃষ্টি হয়। সোমবারে হইলে ধরণীতল অবিরত জলধারা প্রবাহে ব্যাপ্ত হয়। মঙ্গলবার হইলে ভাল বৃষ্টি হয় না। বুধবারে শস্য, গুরুবারে সম্পৎ ও শুক্রবারে প্রমোদ এবং শনিবারে হইলে বৃষ্টিই হয় না।

আষাঢ্যা পৌর্ণমাস্যাং সুরপতি ককুভোবাতিবাতঃ সুবৃষ্টিম্
শস্যধ্বংসং প্রকুর্য্যাদিহ দহনদিশোমন্দবৃষ্টির্যমেন।
নৈঋত্যাং নিষ্ফলাখ্যং বরুণবহুজলো বায়ুনা বায়ুকোপঃ।
কৌবেয্যাং শস্যপূর্ণা ভবতি সমুদিতা মেদিনী শম্ভুনাপি।

আষাঢ় পূর্ণিমার পূর্ব্বে বাতাস হইলে সুবৃষ্টি হয়, অগ্নিকোণে শস্যধ্বংস, দক্ষিণে মন্দবৃষ্টি, নৈঋতে নিষ্ফল, পশ্চিমে বহুজল, বায়ুকোণে বায়ুকোপ (ঝড়াদি), উত্তরে শস্যপূর্ণ এবং ঈশানে বায়ু বহিলে পৃথিবী ফলশস্যে সুশোভিতা হয়েন

চেন্নিশাংশে প্রথমেঽভিবৃষ্টিঃ, শস্যানি
সর্ব্বাস্যুপযান্তি সিদ্ধিম্।
আদ্যে দ্বিতীয়ে তিলমুদ্গমাষা, ভাগেতৃতীয়ে
খলু শারদানি॥

(বরাহে)

আষাঢ় মাসের প্রথম রাত্রির প্রথমাংশে বৃষ্টি হইলে সে বৎসর সুবৃষ্টি হয়। আদ্য ও দ্বিতীয়ভাগে জল হইলে তিল মুগ ও মাষাদি ভালরূপ হইয়া থাকে। আর তৃতীয়ভাগে জল হইবে শারদীয় শস্যাদি নিশ্চিতই উত্তমরূপে ফলিয়া থাকে।

অশ্লেষায়াং গতোভানুর্যদি বৃষ্টিংনযচ্ছতি।
মঘা পঞ্চমাসান্ত করোত্যেকার্ণবাং মহীম্॥

(ঐ)

আষাঢ় মাসের অশ্লেষা পর্য্যন্ত যদি বারিবর্ষণ না হয়, তাহা পাঁচমাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ কার্ত্তিক অবধি মঘা মহী প্লাবিত করেন।

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে নবম্যাং যদি বর্ষতি।
বর্ষত্যেব সদা দেব তত্রা বৃষ্টৌ কুতো জলম্॥

(পরাশর সংহিতায়াং)

আষাঢ় মাসের শুক্লনবমীতে জল হইলে সে বৎসর সুবৃষ্টি হয়।

আষাঢ় নবমী শুকল পাখা।
কি কর শ্বশুর লেখা যোখা॥
সকালে শুকা বিকালে বান।
মধ্যে বর্ষে সকলি ধান॥

যদি বর্ষে কণা, পর্ব্বতে ফলে কেলেসোণাঃ—
যদি বর্ষে মুষলধারে, সমুদ্রেতে বগা চরে ;—
যদি বর্ষে রুণিঝুণি, শস্যের ভার না সয় মেদিনী;—
যদি বর্ষে প্যাটে, চাষীর গরু বিকায় হাটে॥

(খনা)

বাৎসরিক বৃষ্টী গণনা লইয়া হে শ্বশুর মিছে আর কেন লেখা যোখা করিতেছ। আষাঢ় নবমীর শুক্লপক্ষেই জলের হিসাব এইরূপে পাইবে। সকালে

জল হইলে সে বৎসর শুকা হয়, বিকালে হইলে বান হয়, মধ্যে হইলে ধান হয় (কিন্তু তাহারও একটু বিশেষ আছে।) কণা কণা জল হইলে কেলে মোণা প্রভৃতি ধান্যও উচ্চ পর্ব্বতেও ফলিবে অর্থাৎ সুবৃষ্টি হইবে। মুষলধারে হইলে সাগরও শুকাইয়া যায় অর্থাৎ শুকা হয়, জল শুকাইলে সমুদ্রের মাঝখানে চড়া হইয়া বগ চরিতে পারে। আর ফুণিঝুণি জল হইলে সে বৎসর মেদিনী শস্যপূর্ণা হয় এবং শেষে (সন্ধ্যার সময়) জল হইলে চাষীর গোরু হাটে বিকায় অর্থাৎ শুকা হয়।

চতুর্থ্যাং কর্কটস্থার্কে বৃষ্টির্জানপদে যদি।
বিফলাঃ সর্ব্বসংক্লেশাঃ কর্ষকাণাং ভবন্তি চ॥
দৃষ্টেহ্ন্যভাগে প্রথমে সুবিষ্টির্ভবেৎ দ্বিতীয়ে
তিলকীটসর্পাঃ।
বৃষ্টিস্তু মধ্যাপর ভাগ্‌দৃষ্টে নিশ্ছিদ্র বৃষ্টিস্তু
নিশা প্রবৃত্তে॥

(বরাহে)

শ্রাবণমাসের চতুর্থীতে জল হইলে কৃষক সকল সর্ব্বক্লেশে আক্লিষ্ট এবং বিফলমনোরথ হয়। ঐ দিবস দিনের প্রথমে বৃষ্টি হইলে সুবৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ভাগে হইলে তিল হয় এবং কীট ও সর্প ভয় হয়, মধ্যভাগে জল হইলে জল হয়। নিশা প্রবৃত্ত হইলে অবিরল জল হয়।

শয়ে শুকো আশীতে বান।
নই ছিয়ানই ধানেই ধান॥
যদি হয় শ্রাবণে বৃষ্টী।
তবে হয় ধানের সৃষ্টী॥

(খনা)

বৎসরের একশ দিনের দিন জল হইলে শুকো, আশীতে বান, নব্বই ও ছিয়ানব্বইয়ে ধান এবং শ্রাবণের প্রথমে জল হইলে সে বৎসর নিশ্চিতই ধান্য জন্মিবে জানা যায়।

সুবৎসরাদির নির্ণয়।

সাগরে গুটি শস্যে ভরা। মুখ বছরা বসুন্ধরা॥

(খনা)

পঞ্জিকায় যেবার সাগরে গোটিকাপাত লেখে, সেবার সুবৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণা ও বৎসর সুখ পূর্ণ হয়।

কাণার ছাতা বুধের মাথায়।
ক্ষেতের ফসল রাখব কোথায়॥

(খনা)

শুক্র মন্ত্রী ও বুধ রাজা হইলে সেবার ক্ষেত্রে ফসল রাখিবার যায়গা হয় না। অর্থাৎ সুবৎসর হয়—সুবৃষ্টি হয়।

শনি রাজা মঙ্গল পাত্র। চষ খোঁড় ঐমাত্র॥

(খনা)

শনি রাজা ও মঙ্গল মন্ত্রী হইলে চষা খোঁড়া মাত্রই সার হয় অর্থাৎ সময়ে বৃষ্টি এবং শস্যাদি ভাল হয় না।

চৈত্রে তের শনির ঘরে।
কাঠার ফসল কুড়োয় ধরে॥

(খনা)

১৩ই চৈত্র শনিবার হইলে এককাঠা জমিতে যাহা হওয়া উচিত একবিঘাতেও তাহা হয় না। অর্থাৎ সেবার শস্যাদি ভালই হয় না, সময়ে বৃষ্টিও হয় না।

পাঁচ রবি মাসে পায়। বন্যায় কিম্বা খরায় খায়॥

(খনা)

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাঁচ রবিবার হইলে হয় অতিবৃষ্টি নয় অনাবৃষ্টি হইয়া শস্য হানি করে।

ফাগুনে রোহিণী যত্নে চাই।
আগামী বছর গণিয়া পাই॥
সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান।
নবমীতে হয় বান॥

দশমীতে পাতার খায়।
খনা বলে এ অসংশয়॥
(খনা)

ফাল্গুন মাসের রোহিণীতে সপ্তমী ও অষ্টমী হইলে ধান হয় এবং নবমী হইলে বান হয়। দশমী হইলে ধান্ত পাতা মাত্র সার হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হয়।

মধুমাসে প্রথম দিবসে হয় যে সে বার।
রবি চোষে মঙ্গল বর্ষে দুর্ভিক্ষ হয় বুধবার।
সোম শুক্র গুরুবার পৃথিবী না সয় শস্তের ভার॥
(খনা)

চৈত্র মাসের প্রথম দিবসে রবিবার হইলে, শুকো, মঙ্গল হইলে হাজা, বুধ হইলে দুর্ভিক্ষ এবং সোম শুক্র ও গুরুবার হইলে পৃথিবী শস্তপূর্ণা হয়েন।

চৈতে কুয়া বৈশাখে শীত। বর্ষা হয় কদাচিৎ॥
(খনা)

চৈত্র মাসে কুয়া এবং বৈশাখ মাসে শীত হওয়া ভাল নয়। ঐরূপ হইলে সেবার ভাল বর্ষাই হয় না।

আষাঢ় শাওনে পূবে বাও।
হাল ছেড়ে দিয়ে বাণিজ্যে যাও॥
(খনা)

আষাঢ় শ্রাবণে পূবে বাতাস হইলে সে বৎসর ভাল শস্তাদি হয় না।

যদি বর্ষে আগনে। রাজা যায় মাগনে॥
যদি বর্ষে পৌষে। কড়ি হয় তুঁষে॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্ত রাজার পুণ্যদেশ॥
যদি বর্ষে ফাগুনে। চিনা কাউনে দ্বিগুণে॥
(খনা)

অগ্রহায়ণ মাসে জল হইলে দুর্ভিক্ষ হয়। পৌষ মাসে হইলে অকিঞ্চিৎকর তুঁষেও কড়ি হয়। মাঘের শেষে জল হইলে শস্তাদি ভাল হয়। ফাল্গুনে হইলে চিনা ও কাউনাদি ধান্ত দ্বিগুণ হয়।

এ বচনটী অনেকের মতে সেই বৎসরের ফল। আবার অনেকের মতে আগামী বৎসরের ফল প্রকাশক বলিয়া খ্যাত আছে।

কোজাগরী চাঁদটি যেমন। সেইবার ফসল তেমন॥
(ডাক)

কোজাগর পূর্ণিমায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে সেবার ভাল শস্তাদি হয় না।

আশুবৃষ্টি ও অবৃষ্টি নিরাকরণ।

মেঘের মুখে দখিণ মেঘ
তাহাই জেনো জলের রেখ॥
(খনা)

বৈশাখের প্রথমেই দক্ষিণে মেঘ হইলে সে বৎসর নিশ্চয়ই সুবৃষ্টী হয়।

ছুটে মেঘ অবিরল। বাদলের ভারি ফল॥
নীচেতে উজান বয়। হপ্তাধিক ক্ষান্ত নয়॥
দখিণ মেঘে সুনিশ্চয়। পূবে পশ্চিমে তত নয়॥
(খনা)

দূর আকাশে ৭।৮ দিন ধরিয়া দ্রুতবেগে মেঘ (ধূমের ন্যায়) অবিরত চলিতে এবং নীচের মেঘ উজান বহিতে দেখিলে নিশ্চিতই বাদল হইবে বুঝিবে। দক্ষিণ মেঘ ছুটিতে দেখিলে বর্ষাতে আর সংশয় নাই। পূর্ব্বের ও পশ্চিমের মেঘে ততদূর ফল হয় না।

নিকট আকাশ নিকট ফল।
এতেই আসে বৃষ্টীর জল॥

আকাশ নিকট হইলেই শীঘ্র জল হইবে জানা যায়।

সাঁঝের মেঘ সিন্দুর রঞ্জিত।
পরদিন জল না হয় কচিৎ॥

সন্ধ্যা বেলা সিঁদূরে মেঘ দর্শন হইলে পরদিন নিশ্চয়ই জল হইবে না জানিবে।

চন্দ্র শোভার মধ্যে তারা। পাণিবর্ষে মুষলধারা॥
(খনা)

চন্দ্রগোভার মধ্যে তারা দৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই মুষলধারায় জল হয়।

দূর গোভা নিকট জল। নিকট হলে দূরে জল॥

চন্দ্রগোভা দূরে হইলে শীঘ্র জল এবং নিকট গোভা হইলে দূরে জল বুঝিবে।

অমোঘা দক্ষিণে বিদ্যুৎ অমোঘা উত্তরে ধ্বনি।

অমোঘা পশ্চিমে মেঘা অমোঘা পূর্ব্বে বায়সা॥

([illegible] পুরাণ)

যদি মেঘ দর্শনের অগ্রেই দক্ষিণে বিদ্যুৎ ও উত্তরে মেঘ গর্জ্জন শ্রুত হওয়া যায় এবং পশ্চিম হইতে মেঘ আগমন হইতে ও পূর্ব্বে কাকের রংএর মেঘ দেখিলে নিশ্চয়ই জল হওয়া বুঝিবে।

মেঘের লক্ষণ।

পচুই মেঘে মুষলধারে পুবে মেঘে বয় বাত।
কোদালে মেঘে পুকুর ভরে, ঘুচে যায় তাতেই তাত।

(খনা)

পশ্চিম মেঘে মুষলধারে বারিবর্ষণ পূবে মেঘে বাত ও কোদালে মেঘে পুকুর ভরে এবং গরম ছাড়িয়া যায়।

হঠাৎ বৃষ্টির বিবরণ।

ভাদ্র আশ্বিন পূবে বাও।
আল কেটে দিয়ে ঘরে যাও॥

(খনা)

ভাদ্র আশ্বিনে পূবে বাতাস দেখিলে অতিবৃষ্টি হইবে জানা যায়।

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়।
এলো মেলো দিচ্ছে বায়।
কৃষককে বল বাঁধতে আল।
আজ না হয়তো হবে কাল॥

(খনা)

[ক্রমশঃ

শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন।

REGISTERDE NO. C. 192.
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। মাঘ ১৩০৮ সাল। ১০ম সংখ্যা।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন ৵০, অৰ্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ২৲, এক পেজ ৩৲।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, B.A., F.R.H.S.
ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৮২ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। মাঘ ১৩০৮ সাল। ১০ম সংখ্যা।

সূচী।

—অর্দ্ধতোলা পরিমাণ পলাশবীজের রস কিঞ্চিত মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার কৃমি বিনষ্ট হয়।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

উদ্ভিদবিদ্যায় এম্, এ। বঙ্গবাসী কলেজ বসু, জগদ্বন্ধু তৃতীয় বিভাগে উদ্ভিদ-শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—০—

দুর্ভিক্ষ ব্যয়। আগামী বৎসর বোম্বে প্রদেশে দুর্ভিক্ষের জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা।

—০—

খাল খনন।—গভর্ণমেণ্ট তমলুকের প্রতাপখালি খাল পুনর্নিখাতের জন্য ২৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

—০—

—একতোলা পরিমাণ তালবৃক্ষের অপরিপক্ক শাখার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে উন্মাদরোগ নিবারিত হয়।

—০—

—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই তিনটির কাথ দুই তোলা আদার রসের সহিত সেবন করিলে দাস্ত পরিস্কার ও বাত জ্বর প্রশমিত হয়।

—এক আনা পরিমাণ কাঁচা হরিদ্রা কিঞ্চিত মধুর সহিত [illegible] প্রশমিত হয়।

অভিষেক।—ভারতেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক আগামী ১৯০২ খৃঃ অব্দের ২৫ শে জুন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

—০—

পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ।—পঞ্জাবে বৃষ্টি না হওয়ায় মাঠে শস্য শুকাইয়া যাইতেছে। বড়দিনের সময় আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছিল কিন্তু বারিবর্ষণ হয় নাই।

—০—

দুর্ভিক্ষ।—গত দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যাভাবে মধ্য-ভারতের দেশী রাজাদের রাজ্যে ২০ লক্ষ এবং বোম্বাই প্রদেশে ২০ লক্ষ গৃহপালিত পশুর মৃত্যু হইয়াছে। সু-বৎসরে স্থানে স্থানে খড়, ঘাস মজুত করিয়া রাখিলে কৃষকের গো মহিষাদি দুর্ভিক্ষের সময় রক্ষা করা যাইতে পারে।

—০—

প্রজার উন্নতিতে রাজার উন্নতি। বঙ্গের জমিদার-গণ যদি নিজের উন্নতি কামনা করেন, কৃষির উন্নতির উপায় বিধান করুন। পাটের আদর যদি বিলাতের বাজারে কমিয়া যায়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের অনেক জেলার প্রজাদের দৈন্যদশা বৃদ্ধি হইবে। অতএব কৃষক এবং জমিদার উভয়েই সময়ে সতর্ক হউন। —সঞ্জীবনী।

—০—

পদক পুরস্কার।—"ভারতে দুর্ভিক্ষ এবং তন্নিবারণের" উপায় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য "চৈতন্য-লাইব্রেরী" হইতে দুইটি রৌপ্য-পদক পুরস্কার দিবার কথা ছিল। গত ৭ই মাঘ সোমবার "চৈতন্য-লাইব্রেরী"র বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ সিংহ প্রথম পারিতোষিক পাইয়াছেন। শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ দত্ত দ্বিতীয় হইয়াছেন।

—০—

কারিগর শ্রেণী।—শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কারিগর শ্রেণী খোলা হইয়াছে। লেখাপড়া জানা বা না জানা কারিগরের পুত্রেরা বা অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। ছাত্রদিগকে মাসিক [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হইবে। ইহারা কারখানায় [illegible] কাজ শিখিবে। গভর্ণমেণ্ট [illegible] করিয়াছেন।

—০—

কৃষিবিদ্যালয়।—ভূম্যধিকারীগণকে কৃষিবিদ্যা-শিক্ষাদান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবনা করিতেছেন। সিমলা শিক্ষা সমিতিতে বিগত সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রস্তাবের প্রথম অনুষ্ঠান হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে ভূম্যধিকারি-সমিতি-সমূহের মতামত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, জমীদারেরা স্বয়ংও নাকি এবিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান হইয়াছেন। জমীদারগণের মধ্যে কৃষি-শিক্ষার প্রচার হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে।

—০—

দর।—১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এক টাকায় ৩০ সের গম, ২সের ৬ছটাক ঘি, ১৪ সের দুধ, ১মণ চাউল, ৫ সের সরিষার তৈল, ৭মণ সুন্দরী কাঠ পাওয়া যাইত। তখন সোডাওয়াটার ১০ টাকার কমে পাওয়া যাইত না। মাছের দর তখন যেমন ছিল, এখনও তাহা অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। ভেটকি মাছের সের পাঁচ আনা ছিল। রুই কাতালা চারি আনা সেরে বিক্রয় হইত। তপসী মাছ টাকায় ১৬টা হইতে ২০টা পাওয়া যাইত।

—০—

—পঞ্জাব প্রদেশে শস্যের অবস্থা ভাল নয়। খালমাতৃক স্থানে শারদীয় শস্য মন্দ হয় নাই, বাসন্তিক শস্য বপন হইতেছে; কিন্তু যেখানে খাল নাই, বৃষ্টি না হওয়াতে সেই সকল স্থানে শারদীয় শস্যও জন্মে নাই, বাসন্তিক শস্যও বপন হইতেছে না। হিসার জেলার খালহীন স্থানের শস্য একেবারে মরিয়া গিয়াছে, বৃষ্টির অভাবে সিয়ালকোট জেলাতে ইক্ষু এবং কার্পাস গাছ শুকাইয়া যাইতেছে। অ[illegible] ফেরোজপুর জেলাতে শস্যক্ষেত্রে ইন্দুরের উপদ্রব [illegible] হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ চিত্র।—পেটের জ্বালায় মানুষ কতই না অপকর্ম্ম করিতেছে। স্নেহ, দয়া, মমতা সকলই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। অল্প দিন হইল মহীসুরের একটী ১১ বৎসরের বালিকা ক্ষুধার জ্বালায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া একদিন দুইটী শিশুকে কোন কূপের নিকট লইয়া তাহাদের গাত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক শিশু দুইটীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করে। ধরা পড়িয়া হতভাগিনী মাজিষ্ট্রেটের নিকট সকল কথা স্বীকার করে। তাহার দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

—০—

রপ্তানি।—১৯০০-১৯০১ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৯২, ৭৪, ৪ ৯৩৩৲ টাকার জিনিশ আমদানি আর ১১৪,৮৮,৮৩,৩৪৯৲ টাকার দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে বিদেয়ে রপ্তানি হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে ২২ কোটি টাকা বিদেশে গিয়াছে। প্রতি বৎসর বাণিজ্য ব্যপদেশে ২২।২৩ কোটি চলিয়া গেলে, সে দেশের আর থাকে কি? ১৮৯০ ১৯০০ সালে ৯২,৬৭৯৬,৭৬৬৲ টাকার জিনিস আমদানি এব ১১৬, ০২,৬২,২৭৮৲ টাকার জিনিস রপ্তানি হইয়াছিল। আমদানি, রপ্তানি উভয়ই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে,—ভারতবাসী নিঃস্ব হইতেছে, বিদেশী ব্যবসায়িগণ লাভবান হইতেছে।

—০—

কৃষি অভিযোগ।—বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী নাসিগ্রাম নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "দামোদর নদীর বন্যায় বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশ আনগুণা, সাদীপুর, বেড়ুগ্রাম, গোস্তান প্রভৃতি শত শত পল্লী একবারে ধ্বংশ হইয়া যাইতেছে। প্রতিবৎসর বহুকষ্টে উৎপাদিত শস্যও নষ্ট হইয়াই যায়; অধিকন্তু মনুষ্য, গো, মহিষাদি ঐ বন্যার জলে ভাসিয়া প্রাণ হারায়। যদি ঐ দামোদর হইতে স্থানে স্থানে জলনিকাশের পথ করিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে আর এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।"

বেগুণের প্রশংসাপত্র।—ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে বেগুণের বীজ লইয়া মিষ্ট স্বাক্ষরকারী লিখিতেছেন।—মহাশয়, আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাদের ফারম হইতে অনেক রকম বীজ ও কলম ইত্যাদি আনিয়াছি, এবং সকল গুলিতেই উত্তম ফল পাইয়াছি, আপনাদের ফারম হইতে যে ল্যাণ্ডে্থের থরনলেস রাউণ্ড পারপেল নামক বেগুণের বীজ আনাইয়া ছিলাম উহাতে বড় সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি। উহাতে যে সকল বেগুণ হইতেছে তাহাও প্রত্যেকটিই প্রায় ওজনে ⁄৪ চার সের ও সাড়ে চারি সের করিয়া হইতেছে।—শ্রীরজনী কান্ত বিশ্বাস দশঘরা পোঃ দশঘরা।

—০—

চা।—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর এনড্রু ইউল কোম্পানী ভারতের সর্ব্বত্র চা প্রচলন করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবস্থায়, কলিকাতার রাস্তা ঘাটে এখন এক পয়সায় এক পেয়ালা গরম চা মিলে। অনেক চা-খোরের আপাততঃ সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু এ বন্দোবস্ত কত দিন চলিবে? কোম্পানী একবার চা-খোর করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিলে, গাটের অনেক পয়সা খরচ করিয়া লোককে তখন চায়ের নেশা জমাইতে হইবে। উক্ত কোম্পানীর এই কার্য্যে সাহায্যের জন্য ডুমডুমা চা কোম্পানী আপাততঃ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

—০—

কৃষকের প্রতি অত্যাচার।—দেশের জলাভাব দূরীকরণ ও কৃষকদিগের অভাব অভিযোগাদির বিষয় অনুসন্ধানের জন্য কিছুদিন হইল "ইরিগেশন কমিশন" স্থাপিত হইয়াছে। সংপ্রতি বোম্বাইপ্রদেশে কমিশন সম্বন্ধে সাক্ষীমুখে প্রকাশ যে গভর্ণমেণ্ট 'তাগাবির' টাকা, ২০ বৎসরের মধ্যে আদায় করিবার কথা থাকিলেও, ১০ বৎসরের মধ্যে আদায় হইয়া আসিতেছে। ইহাতে কৃষকদিগের ক্লেশের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে। সাক্ষীমুখে আরও প্রকাশ হইয়াছে যে,

তাহারা আবশ্যকমত যথা সময়ে 'তাগাবির' টাকা প্রাপ্ত হয় না। এবং জলকর হিসাবে উক্ত প্রদেশের প্রজার নিকট হইতে অধিক হারে টাকা লওয়া হয়। এই সব অত্যাচারের প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—o—

সূক্ষ্ম শিল্প ও কাজের জিনিস।—হস্তি-দন্ত নির্ম্মিত পাটী, মসলিন্ কাপড়, স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যাদি সূক্ষ্ম শিল্প মধ্যে পরিগণিত। এদেশে এরূপ শিল্পকার্য্য অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই শিল্পে দেশের কোন উন্নতি হয় না। বলা বাহুল্য, ধন ও শক্তি বৃদ্ধিতেই দেশের উন্নতি সাধন হয়। সূক্ষ্ম শিল্পে তাহা হয় না। যে সকল দ্রব্য গরীবের পর্ণকুটীর হইতে রাজার প্রাসাদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সর্ব্বসাধারণে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া থাকে, সে সকল দ্রব্যের বহুল কাটতি এবং আমদানীতেই দেশের উপকার সংসাধিত হয়। সাধারণ বস্ত্র, নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস যদি দেশের লোকে প্রস্তুত করিতে থাকে এবং দেশীয়গণ বিদেশীয় দ্রব্যাদি ক্রয় না করিয়া সেই সকল জিনিসই ক্রয় করে তবে আমাদের দুর্গতি অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইবে।—ত্রিঃ হিঃ।

—o—

স্বাধীন ত্রিপুরায় কৃষিবেঙ্ক।—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, স্বাধীন ত্রিপুরার কোন কোন স্থানে কৃষি বেঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে। পার্ব্বত্য জাতি সমূহ "জুম" করিয়া থাকে। হাল চাষ করার রীতি ইহাদের মধ্য প্রচলিত নাই। ইহারা ফাল্গুন, চৈত্র মাসে পাহাড়ে আগুণ লাগাইয়া দেয় এবং তদ্দ্বারা জঙ্গলাবৃত ভূমি পরিষ্কৃত হইলে ইহারা দা দ্বারা মৃত্তিকাতে গর্ত্ত করে এবং সেই গর্ত্তে কার্পাস, ধান ও তরকারী প্রভৃতি রোপণ করিয়া থাকে। ইহাতে যে ফসল হয়, তাহাই তাহাদের জীবিকার উপায়। সুতরাং ইহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। মহারাজা বাহাদুরের সরকার হইতে কৃষি-বেঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া যাহাতে তাহারা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ভূমি চাষ করিয়া কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারে, তাহাদিগকে উৎসাহিত করা। ত্রিঃ হিঃ

—o—

শিল্পের উন্নতিকল্পে দান।—মেদিনীবান্ধবে প্রকাশ চন্দ্রকোণার মোহান্ত শ্রীযুক্ত ভরতরামানুজ দাস মেদিনীপুরের শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতি হিতার্থে ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিরূপে, কোন শিল্পের উন্নতিকল্পে এই টাকা খরচ করা হইবে তাহা এখন ঠিক হয় নাই। উক্ত সহযোগী বলেন... চন্দ্রকোণায় অনেক তাঁতির বাস। চন্দ্রকোণায় অনেক লোক বস্ত্রবয়ন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মেদিনীপুরের বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে যাহাতে তাঁতিগণের প্রচলিত তাঁতে উন্নত মাকু প্রবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, মোহান্ত মহোদয় যাহাতে চন্দ্রকোণায় উন্নত তাঁতের সাহায্যে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হইবেন।" সুন্দর প্রস্তাব। কার্য্যে পরিণত হইলে আশার কথা বটে।

—o—

কৃষি-ব্যাঙ্ক।—বঙ্গবাসী বলেন,—আজ আট বৎসর হইল ঢাকা-তেওতার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী দিনাজপুরের জয়াগঞ্জ গ্রামে একটী ফসল-ব্যাঙ্ক খুলিয়াছিলেন। এখন প্রকাশ, ইহার ফল উত্তম হইয়াছে। এ ব্যাঙ্কের কার্য্য-প্রণালী প্রথা সহজ। সুজন্মার বৎসরে গ্রামবাসীরা ব্যাঙ্কে ধান জমা দেয়। অজন্মার বৎসরে ইহা বিতরিত হইয়া থাকে। যাহারা ধান কর্জ্জ লয়, তাহারা সুদে আসলে ঐ ধানই আবার জমা দেয়। যাহার যেরূপ অবস্থা, সে সেইরূপ পাইয়া থাকে। প্রথম বৎসর ব্যাঙ্কে আশী মন ধান জমিয়াছিল। এখন সাত শত সত্তর মন ধান আছে। গ্রামের লোকেরাই ব্যাঙ্ক চালাইতেছে। কেহ যদি ধান জমা না দেয়, তাহা হইলে তাহার জন্য আদালতে যাইতে হয় না। পঞ্চায়তগণই তাহার শাসন করেন। কিছু দিনের জন্য তাহাকে একঘরে হইতে হয়। অন্যান্য অনেক গ্রামে এইরূপ প্রথার ব্যাঙ্ক চলিতেছে।

—রসুন উত্তমরূপে ছেঁচিয়া তাহার রসের নস্ত গ্রহণ করিলে মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়।

—০—

কৃষি-মেলা।—জেলা বীরভূম (শিউরি) সদরে প্রতিবৎসর এক কৃষি ও পশু প্রদর্শিনী মেলা হইয়া থাকে। তাহার শাখা মেলার স্বরূপ এবার গত ৫ই হইতে ৮ই মাঘ পর্য্যন্ত রামপুর হাটে একটী অপূর্ব্ব মেলার স্থাপন হইয়াছিল। দেশীয় লোকের কৃষি ও পশুর উন্নতি-সাধন এই মেলার উদ্দেশ্য। এই মেলা অত্রস্থ সবডিভিজনল অফিসার শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ, বোথাম সাহেবের ইচ্ছানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। মেলার সমস্ত কার্য্যের ভার একটী কমিটীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় সবডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অসীম পরিশ্রম আন্তরিক যত্ন ও অতীব উৎসাহের ফলে এই মেলা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। মেলার স্থান ক্ষুদ্র নদীর তটে, আম্রকাননের মধ্যে হওয়ায়, মেলার শোভা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। মেলার মধ্যভাগে বিচিত্র চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত এক মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মণ্ডপ নানারূপ কারুকার্য্যে সুশোভিত হইয়াছিল। মেলায় গবাদি পশু, শাক শব্জী নানা স্থান হইতেআনীত হইয়াছিল। —শ্রীঃ—

—০—

ধোপার দৌরাত্ম্য।—বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সহর শীতকালে ভয়ানক ধূলী পূর্ণ হয়। লক্ষাধিক কয়লার চুল্লী এবং অন্যান্য কলের চিম্‌নি হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। দিনের বেলা সেই সকল ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং রাত্রিকালে তাহা নিম্নে অবতরণ করে। এই ধূমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাপড় মলিন হইয়া যায়। এক দিকে যেমন শীঘ্র শীঘ্র বস্ত্রাদি মলিন হয়, অপরদিকে ধোপার তেমনি অভাব। ধোপাকুল একবার মলিন্ বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিলে আর শীঘ্র দর্শন দান করে না। কলিকাতাতে যেমনি ধুপীদিগের দৌরাত্ম্য সকলকেই ভোগ করিতে হয়, ঢাকা নগরে তেমনি ধোপার সুবিধা। আজকাল যাঁহারা ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা কাপড় ধৌত করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন। কলে কাপড় ধুইবার আয়োজন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং লাভও হয়। আশা করি, আমাদের নবীন উৎসাহী যুবকগণ এবিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করিবেন।—ত্রিঃ হিঃ

—০—

স্বদেশীয়-শিল্প-ভাণ্ডার।—আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এবার কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতা নগরে শিল্প-মেলা বসিবে। এই শিল্প-মেলা যাহাতে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতের কোন্ স্থানে ,কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং কোন স্থানের কারিকরগণ কোন্ কোন্ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহার এক খানি তালিকা প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। এই তালিকা কংগ্রেস হইতে এবার মুদ্রিত হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। আর একটী বিষয়ে কংগ্রেসের মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে এক একটী স্বদেশীয় শিল্প ভাণ্ডার স্থাপিত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। এরূপ ভাণ্ডার স্থাপিত হইলে লোকে সহজে স্বদেশজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে যে সকল দোকানে স্বদেশীয় দ্রব্য বিক্রীত হয়, তাহা অতি ক্ষুদ্র আকারে প্রতিষ্ঠিত এবং সকল দেশের সর্ব্বপ্রকার জিনিসও সে সকল দোকানে পাওয়া যায় না। অর্ডার দিলে নিয়মিত সময়ে অন্যান্য দেশের জিনিস পাওয়া যায় না। এ সকল অভাব বিদূরীত করিতে হইলে বিস্তৃত স্বদেশী শিল্প-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।—ঐ।

—০—

পাটের চাষের অবনতি।—ভারতের পাট বিলাতের বাজারে বিক্রয় হয়। পাটে কাপড় প্রস্তুত হয়, চট হয়, থলে হয়; তাই পাটের এত দর। কিন্তু বিলাতে সুর উঠিয়াছে, ভারতে পাটের চাষের দিন দিন অবনতি হইতেছে; পূর্ব্বের ন্যায় পাট আর

রুক্ষ এবং সাদা হয় না। জমির উর্ব্বরা শক্তির হ্রাস এবং নিকৃষ্ট বীজ, পাটের অপকৃষ্টতার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যদি পাটের চাষের উন্নতি না হয়, তাহা হইলে বিলাতের বাজারে ভারতীয় পাটের কাটতি কমিয়া যাইবে।

* * *

বঙ্গদেশে প্রচুর পাটের চাষ হয়,—কৃষকগণ অধিক লাভের আশায় ধান জমিতে পাটের চাষ করিয়া থাকে। যদি পাটের কাটতি হ্রাস হয় কিম্বা পাটের দাম কমিয়া যায়, তাহা হইলে কৃষকদের সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। ডাক্তার ওয়াট ভারতবর্ষের কৃষির ও গাছগাছড়ার পরীক্ষক। বিলাতী কাগজে পাটের অবনতির কথা পাঠ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা যে দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। ভারতের কৃষকগণ অজ্ঞ, তাহারা সার দিয়া জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করিতে জানে না। অপরিষ্কৃত জলে পাট পচান এবং ধৌত করার জন্যই পাটের রঙ্গ লালাভাযুক্ত হয়। জলে লোহার ভাগ থাকিলেও লাল হয়। অজ্ঞ কৃষকদিগের জলের দোষগুণ বিচারের ক্ষমতা নাই। কৃষকগণ বীজের উৎকৃষ্টতার বিচার বড় করে না। যে বীজে অধিক পাট জন্মে, তাহারই চাষ করিয়া থাকে।

* * *

পাটক্রেতাগণ যদি তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বীজ প্রদান করেন, তাহারা চাষ করিতে পারে। যে সকল জেলায় পাটের চাষ অধিক হয়, সেই সকল জেলার স্থানে স্থানে যদি আদর্শ ক্ষেত্র থাকে, আর সেই সকল আদর্শক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজদ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাটের চাষ হয়, তাহা হইলে কৃষকগণ সেই আদর্শক্ষেত্রের বীজ দ্বারা এবং তৎপ্রবর্ত্তিত প্রণালীতে পাটের চাষ আবাদ করিয়া পাটের উন্নতি-সাধন করিতে পারে। গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগ দ্বারা অনায়াসে এ কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেন্টের তদ্রূপ চেষ্টা যত্ন কোথায়? অর্থাভাবে গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে চাষের উন্নতিমূলক প্রায় কোনও কার্য্যই হইতেছে না। দুই একজন ব্যতীত দেশের জমিদারদিগেরও প্রজার চাষ, আবাদের উন্নতিকল্পে কোনও চেষ্টা যত্ন নাই। ভারতের অজ্ঞ কৃষক আর তবে কিরূপে ক্ষেত্র কিংবা বীজের উন্নতিসাধন করিবে? প্রজার শিক্ষার্থে প্রত্যেক জমিদারের আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য, এই সকল কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শস্যাদির চাষ করা আবশ্যক। জমিদারগণ শিবপুর কৃষিকলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলে জমিদারীর কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যও পরিচালিত হইতে পারে। গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারিগণ জমিদারদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র পরিচালনের সাহায্য করিতে পারেন।—সঞ্জীবনী।

—০—

বঙ্গে কৃষি।—বিগত ২২এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহের সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, ঐ সপ্তাহে বঙ্গদেশের কুত্রাপি বৃষ্টিপাত হয় নাই। রবিখন্দের নিমিত্ত পাটনা বিভাগের প্রায় সমস্ত জেলা এবং মুর্শিদাবাদ ও সিংহভূমের কয়েকটী জেলায় প্রচুর বারিপাতের প্রয়োজন। ধান আছড়ান শেষ হয় নাই। মোটের উপর কৃষির অবস্থা মন্দ নয়। রাঁচি, পূর্ণিয়া, দ্বারবঙ্গ, চাম্পারন, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং রাজসাহী জেলায় পশুদিগের পীড়া হইতেছে। তৃণ ও জল সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য।

* * *

মোটা চাউলের মূল্য ১০টি জেলায় বৃদ্ধি ও ১৭টি জেলায় হ্রাস হইয়াছে। ২৪ পরগণা, হুগলী, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, রংপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা পাটনা, সাহাবাদ, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ, পূর্ণিয়া, মালদহ ও সাঁওতাল পরগণায় চাউলের দর ১ টাকায় ১০ সের হইতে ১২ সের। বর্দ্ধমান সদরে ১১৷৷০ সের, কাল্‌নায় ১০৷৵০ সের, কাটোয়ায় ১২৸৴১০ সের, এবং রাণীগঞ্জে ১৩ সের, বীরভূম সদরে ১১।০ সের, রামপুরহাটে ১২৸০ সের, বাঁকুড়ায় ১৩৷৵০—১৩৸০সের মেদিনীপুর সদরে ও ঘাটালে ১২ সের, তমলুকে ১২।০ সের এবং কাঁথিতে ১৬ সের, হাওড়া সদরে ৯ সের, এবং উলুবেড়িয়ায় ১১ সের, মুর্শিদাবাদ সদর ও লাল-

বাগে ১১ সের, জঙ্গীপুরে ১২ সের এবং কাঁথিতে ১৩॥ সের, যশোহর সদরে ১১ সের, ঝিনিয়াদহে ১৩।০ সের, মাগুরায় ১২ সের, নড়াইলে ১২।/০ সের এবং বনগ্রামে ১২ সের, খুলনায় ১২॥০—১৩।০ সের, দার্জিলিং পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে ৮ সের এবং তেরাইয়ে ১২ সের, বগুড়ায় ১২৸০ সের, ময়মনসিংহে ১১ সের হইতে ১২✓০ সের, ফরিদপুরে ১০॥০ সের, চট্টগ্রামে ১৪ সের, গয়ার ১২॥০ সের, সারণে ১২।/০ সের, চম্পারণে ১২॥০ সের, মুঙ্গেরে ১২—১২॥৵০ সের, ভাগলপুর সদরে ১২॥৵০ সের, বাঁকায় ১৩৶০ সের, মাধিপুরায় ১৪ সের এবং সুপলে ১৩ সের, কটকে দর ১৫৸০ সের, যাজপুরে ১৪॥০ সের, সেকন্দ্রপাড়ায় ১১৸০ সের এবং বাঁকীতে ২০৶০ সের, বালেশ্বরে ১৪—১৭ সের, আঙ্গল সদরে ১৪ সের, এবং খন্দমান ও অন্যান্য স্থানে ১৮ সের, পুরী সদরে ১৪।৶০ সের, খুর্দ্দার ১৬॥০ সের এবং অন্যান্য স্থানে ১৬।/০ সের, হাজারিবাগে ১২—১২॥০ সের, রাঁচিতে ১৫ সের, পালামৌ জেলায় ১১৸/০ সের, মানভুম সদরে ১৪সের এবং গোবিন্দপুরে ১২।৭ সের, সিংভূমে ১৪—১৪৸৵০ চাউলের মূল্য ১ টাকা।

* * *

ভুট্টার দর পালামৌ জেলায় ও সাঁওতাল পরগণায় একটাকায় ১৬ সের, চাম্পারণে ২২ সের, সারণে ২২।/০ সের, মজঃফরপুরে ২১ সের, দারজিলিং সদরে ১৮ সের, ও কলিং পং অঞ্চলে ২৮ সের। এতদ্ব্যতীত মজঃফরপুরে যব ১৮॥০ সের, ছোলা মটর ১৬॥০ সের, অরহর কড়াই ১৯॥০ সেরের মূল্য ১ টাকা।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

মিষ্টভাষী।—১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা —নূতন সাপ্তাহিক পত্র। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। ২৭ নং রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। অসমর্থপক্ষে এক টাকা পাঠাইলেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়, তৎপরে বাকী এক টাকা চারি মাস পরে চার্জ্জ করা হয়। উন্নতি ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়।

ওয়াল আলম্যানাক।—প্রসিদ্ধ চশমা-বিক্রেতা মেসার্স দে, মল্লিক কোম্পানীর, উক্ত পঞ্জিকা আমরা উপহার পাইয়াছি। প্রতিমাসের তারিখ বড় বড় অক্ষরে পৃথক কাগজে লেখা আছে। এই পঞ্জিকার নূতনত্ব এই যে প্রতিমাসের উৎসবাদি এক পার্শ্বে লেখা আছে। পঞ্জিকাখানি বেশ হইয়াছে।

—o—

সুধা।—সচিত্র সুন্দর মাসিক পত্রিকা। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্, এ, ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ তর্কতীর্থ। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। সুধা উচ্চশ্রেণীর কাগজ। হৃদয়গ্রাহী সুখপাঠ্য প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। সাহিত্যামোদীর আদরের বস্তু। দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়।

—o—

নবপ্রভা।—১ম খণ্ড, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩০৮। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। সুন্দর কাগজে উৎকৃষ্ট মলাটে মুদ্রিত। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র লাল রায় বি, এল। ১৬ নং চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, ভবানীপুর কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। নবপ্রভার প্রবন্ধ সকল চিন্তাশীলতার পরিচায়িকা ও গভীর গবেষণায় পরিপূর্ণ।

—o—

ব্লটিং প্যাড।—শ্রীযুক্ত এস্, পি, চাটুর্জ্জি, এডভারটাইজিং এজেন্টের নিকট হইতে আমরা একখানি সুন্দর ব্লটিংপ্যাড উপহার পাইয়াছি। তাঁহার প্যাডে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা সোনার জলে লিখিত আছে।—"Allow me to advertise for you. A Prosperous New Year 1902. S. P. Chatterjee, a well-wishing friend and an adviser. Office, 11, Fakeer Chandra Dey's Lane, Calcutta".—ক্রমশঃ।

গোলাপ ফুলের মেলা।

গত ৩১ জানুয়ারি এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রবর্ত্তিত গোলাপ ফুলের মেলা উক্ত সোসাইটির আলিপুর উদ্যানে বসিয়াছিল। সোসাইটির অধ্যক্ষগণ মেলার কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মেলার নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে হঠাৎ গরম পড়িয়াছিল বলিয়া নাকি অনেকেই গোলাপফুল প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। গরমে ইতি পূর্ব্বেই মেলার প্রদর্শনের জন্য অবধারিত গোলাপ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া গিয়াছিল। আমরা উক্ত মেলা দেখিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আমাদিগের বিশ্বাস কেবল যে গরম পড়িয়াছিল বলিয়া প্রদর্শক জুটে নাই এমত নহে। কারণ দর্শকেরও অপ্রতুল ঘটিয়াছিল। এক্ষণে যে সকল মেলা স্থানে স্থানে বসিতে দেখা যায় সকল গুলিতে অধিকাংশ প্রদর্শকই পুরস্কারের লোভে আসিয়া থাকে। বিশেষতঃ ফুলাদির মেলায় মালী বা চাষী ফুল বা কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদি কেবল অর্থলোভে প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রদর্শনীয় স্থান বহুদূরবর্ত্তী হইলে, প্রদর্শণীয় দ্রব্যাদির বহনাদি ব্যয়ে প্রাপ্য পুরস্কারের ব্যয়ে সংকুলান না হইলে, উক্ত মালী বা প্রদর্শক মেলায় পদার্পণ করে না। উহারা নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে মেলায় আগমন করে না। শিল্পদ্রব্যাদি প্রদর্শকগণও অনেকেই ঐরূপ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মেলা স্থলে উপস্থিত হয়। ইহার কারণ কি? উহারা মেলায় কৃতিত্ব দেখাইতে না আসিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আসে কেন? মেলায় কৃতিত্ব দেখাইতে যদি সকল প্রদর্শকই তৎপর হইত তাহা হইলে ভারতবর্ষে অচিরকালমধ্যে 'কৃষি-শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন হইত। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন একটা প্রদর্শনী করিতে হইলে বিশেষতঃ যদি কৃষি প্রদর্শনী করিতে হয়, উক্ত মালী, চাষী ও অন্যান্য "আমেচার" প্রদর্শকগণের মনস্তুষ্টিবিধায় অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক হইয়া উঠে। আমাদের দেশ মেলার মূল্য বুঝিতে চাহে না। মেলা হইলেই তাহাতে রং তামাসা থাকা চাই। যে দুই পাঁচ জন বুঝিয়াছেন তাঁহারা অর্থাভাবে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। আমরা যেরূপই কৃষি বা শিল্পকার্য্য করি না আমরা সেই কার্য্যের দ্বারা কিরূপে প্রভূত অর্থবান হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারি তদ্বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নাই। যদি কেহবা বৎসামান্য উন্নতি করিলেন তাহা যথেষ্ট ভাবিয়া ক্রমোন্নতিলিপ্সা হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। আবার কেহবা উন্নতি করিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইলেন, কেহবা উন্নতি লাভে পরাঙ্মুখ হইয়া দিশেহারা হইলেন। উন্নতির সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অর্থাভাবে অনেকেই নিষ্পিষ্ট। যাঁহারা মধ্যস্থলে আছেন তাঁহারা আবার হয় ত বিলাসিতায় কালহরণ করিয়া অবনতির নিম্ন সোপানে পদক্ষেপণের চেষ্টায় আছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রদর্শকগণ মেলায় আশু লোভের বশবর্ত্তী না হইয়া আসিতে পারে না। তাহাদের অনেকেরই মূলধনের অভাব। তাহাদের ব্যবসায় হয় ত কেবল কোন রূপে চলিয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় তাহাদের নিকট আর বেশী কি আশা করিতে পারেন? আমরা গোলাপ ফুলের মেলা উপলক্ষ করিয়া এত কথা বলিলাম বটে কিন্তু আমাদের বক্তব্য অন্যান্য মেলা বিশেষতঃ কৃষি শিল্পাদি প্রদর্শনীর প্রতিই প্রয়োজ্য। গোলাপ ফুলের মেলা সখের মেলা। উহাতে আমাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন উপকার নাই। উক্ত মেলা কেবল নির্ম্মল আমোদ উপভোগের জন্য। সে যাহা হউক

উক্ত মেলা যদি আলিপুরে না হইয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার এস, পি, চাটার্জি ও মিষ্টার জ্যাকসন সাহেব প্রবর্ত্তিত গোলাপ ফুলের মেলা যেখানে হইয়াছিল অর্থাৎ যদি 'তিন কোনিয়া তালাও'এ বসিত, এবং যদি উক্ত মহোদয়দ্বয় কার্য্যকারকের ভার লইতেন, তাহা হইলে, আমাদিগের বিশ্বাস যে, মেলায় অন্ততঃ অকৃতকার্য্য হইতে হইত না, এবং দর্শকও জুটিত।

কংগ্রেসের কৃষি শিল্প মেলার পুরস্কার তালিকা।

সুবর্ণ পদক।

নাম।	বিষয়।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা।	চিত্রকার্য্যের আদর্শ।
আবদুল সত্তর, বেনারস।	সোণারূপার কাজকরা রেশমী বস্ত্র।
আবদুল্লা হাজী, বেনারস।	ঐ
এস্, এস্, বাগচী, বহরমপুর।	রেশমী সুতা ও বস্ত্র।
এম্, সি, বর্ম্মণ, ত্রিপুরা।	প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফটো।
বরণ এণ্ড কোং, কলিকাতা।	মাটির বাসন।
সেঞ্চুরী স্পিনিং এণ্ডম্যানু-ফ্যাকচারিং কোং, বোম্বাই	কলের নির্ম্মিত বস্ত্র।
দয়াভাই জগজীবন দাস, সুরাট।	জড়াও কর্ম্ম।
এম্প্রেস মিল্স্, লিমিটেড, নাগপুর।	কলের নির্ম্মিত বস্ত্র।
গিরীশচন্দ্র ভাস্কর, বহরমপুর।	গজদন্তের কার্য্য।
হরিদাস খাঁ, শান্তিপুর।	হস্তপরিচালিত তাঁত।
হাজিসেথ নকিবুদ্দিন (দেবকুণ্ডা)	গুটিপোকা প্রতিপালন, রেসমী সুতা
সিল্ক কন্সার্ন্, মুর্শিদাবাদ,	তৈয়ার রেশম সাদা প্রভৃতি
হিন্দু বিস্কুট কোং লিমিটেড, দিল্লী।	বিস্কুট।
ইণ্ডিয়ান টি সপ্লাই কোং কলিকাতা।	চা।
ইণ্ডিয়ান চাটনী ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, বোম্বাই।	চাটনী।
জয়পুর স্কুল অব আর্ট।	ধাতব দ্রব্য।
কলাভবন টেম্পল অব আর্ট (বরোদা)	রাসায়নিকদ্রব্য
আর, এব, কৌশিক, আহম্মদনগর।	চামড়া।
লালবিহারী বসাক, টাঙ্গাইল।	রেশমী মসলিন।
মণিরাম, জীবনরাম, বেনারস।	বেনারসের জড়াও কর্ম্ম।
মৌলবী খোদাবক্স খাঁ, বাঁকিপুর।	প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ।
নিউ এগারটন মিল, ধারওয়ার, পঞ্জাব।	পশমী বস্ত্র।
এন, পাওয়েল এণ্ড কোং, বোম্বাই।	চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অস্ত্র।
ইউ, রায়, কলিকাতা।	প্রসেস ব্লক প্রস্তুতের ফটোগ্রাফিক্ নেগেটিভ।
সতীশচন্দ্র ঘোষ, এণ্ড কোং চুচুড়া	দড়িটানা মাকুর দ্বারা চালিত তাঁত।
রেসম বিদ্যালয়, রামপুর-বোয়ালিয়া।	রেশমী বস্ত্র।
শ্রদ্ধারাম গঙ্গাবিষণ, অমৃতসর।	শাল।
স্যানীটারী হেল্থ ফুড কোং, কলিকাতা।	আহার দ্রব্য
শ্রীকৃষ্ণ যোশী, আলমোরা।	সূর্য্যের উত্তাপ ব্যবহারের যন্ত্র।
শিক্দার এণ্ড কোং, কলিকাতা।	বৃষ্টির জল নির্গমের নল এবং অন্যান্য ঢালাই লৌহদ্রব্য।
সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বরিশাল।	পৃথিবী ও চন্দ্রের গতিজ্ঞাপক যন্ত্র।

রৌপ্য পদক।

নাম	বিষয়
আবদুল করিম, মির্জ্জাপুর।	কার্পেট বুনার তাঁত।
আহম্মদাবাদের ফাইন মিলস্ কোং,	কলে তৈয়ারী কার্পাস্ বস্ত্র।

আশুতোষ আঢ্য, কলিকাতা ছাপাখানার সরঞ্জাম।
আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপুর। কার্পাস বস্ত্র।
আসামভ্যালি ট্রেডিং কোং
তেজপুর আসাম, এড়ি রেসম ও ঝোকা চাউল।
ভাইড জি, ডি, মহাবালেশ্বর। এরারুট।
বৈকুণ্ঠনাথ কর্ম্মকার বিষ্ণুপুর, তালা ও নারিকেল কুরাণী।
ব্যানার্জ্জী মল্লিক এণ্ড কোং, কাশী লেখার কালী।
চন্দ্রভূষণ প্রামাণিক, শান্তিপুর। হাতে বুনিবার তাঁত।
চিত্তরঞ্জন বাগ্‌চী শান্তিপুর, কার্পাস বস্ত্র।
ডি, বসু কোং, কলিকাতা সোলার টুপী।
ধিরাজলাল নটবরলাল, সুরাট কিংখাপ।
দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, বহরমপুর রেশমী কাপড়।
ধর্ম্মদাস দালাল, বদনগঞ্জ তসর, রেসমী ও অন্যান্য কাপড়।
এম্, এল্, দে, ঢাকা, কার্পাস বস্ত্র।
ইলোর কার্পেট ফ্যাক্টারী গোদাবরী, কার্পেট।
ডায়মণ্ড সোপ কোং বোম্বাই, সাবান।
গোকুলপ্রসাদ ছেদীলাল কাশী, পিতলের বাসন।
গৌরীপুর অয়েল কোং, তিসির তৈল।
হাসি সেখ নাকবুদ্দিন, মুর্শিদাবাদ রেসম বস্ত্র।
হরকিষণলাল লাহোর, কারুকার্য্যবিশিষ্ট জুতা।
হরিকৃষ্ণ ভাস্কর বহরমপুর, হস্তিদন্তের দ্রব্য।
হাবড়া ওয়েল মিল কোং, তৈল ও সার।
ঈশ্বরীপ্রসাদ, আহম্মদাবাদ কার্পেট।
যোগেন্দ্রনাথ দোবে, বদনগঞ্জ, পোষ্টকার্ডবিক্রয়ের কল।
ঝণ্ডাসিং উবিরয়, শিয়ালকোট নানাবিধ খেলনা।
এ, কে, রাম আয়ার, মান্দ্রাজ মাদুর।
কৈশর সোপ কোং, কানপুর সাবান।
এস্, পি, কেলকার, ইন্দোর দড়ির কল।
মায়াদাস বেলিরাম, হুঁশিয়ারপুর, হস্তিদন্তযুক্ত কাষ্ঠের দ্রব্য।
মিরধবক্স হোসেনবক্স বণক্কর, মাদারপুর সুলেমান।
কাষ্ঠদ্রব্য।
নিমাইচরণ ভাস্কর, বহরমপুর হস্তিদন্তের দ্রব্য।
ননীগোপাল ঘোষাল ও নিশীথনাথ রায়
শিবপুর, এরারুট, মোরব্বা ও ফলের রস।
উড়িষ্যা আর্ট ওয়ার্ক, কটক রৌপ্যতারের অলঙ্কার।
প্রেমচাঁদ শুর, ঢাকা শঙ্খের নানাবিধ দ্রব্য।
এ, এল, রায়, ছাপার কালী।
রাধেশচন্দ্র সেঠ, মালদহ রেসমী বস্ত্র।
রাসসুন্দর চক্রবর্ত্তী বিষ্ণুপুর, নানাবিধ নূতন কাষ্ঠদ্রব্য
এইচ, এল, সেন গুপ্ত, চট্টগ্রাম কার্পাস দ্রব্য।
আর, কে, সরস্বতী, গৌহাটী আসামজাত এঁড়ী।
স্বদেশী মিল, নাগপুর সূতার কার্পাস বস্ত্র।
শরৎচন্দ্র নাথ, কুমিল্লা কার্পাসের চেক্ ছিটবস্ত্রাদি।

টাকা পুরস্কার।

লালবিহারী বসাক ও তাঁহার অন্ধদিগের স্কুল ৬০৲
তেঘরা শ্রমজীবীদিগের স্কুল ৩০৲।

রমণীদিগের তৈয়ারী দ্রব্য সমূহ।

রৌপ্যপদক।

শ্রীমতী নৃপেন্দ্রবালা দাসী, জরির কার্য্য।
সুদক্ষিণা দেবী, চিত্র শিল্প।

প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র।

শ্রীমতী জয়মণি দেবী, শৈবাল ও পুঁতির আসন।
" লবঙ্গবালা চৌধুরী, কারুকার্য্যবিশিষ্ট কার্পেট
" নৃত্যকালী দাসী, নারিকেলের মিষ্টান্ন।
" প্রসন্নময়ী বসু, কারুকার্য্যবিশিষ্ট কার্পেট।
" রাজবালা মিত্র জিতার কার্য্য।
" বিভা ঘোষ কারুকার্য্য।
" স্নেহলতা দেবী, কার্পেটের চিত্রাবলী।
মিসেস্ এম্, জি সরকার, কারুকার্য্য।

দ্বিতীয়শ্রেণীর প্রশংসাপত্র।

শ্রীমতী রাণী ইন্দুবালা, কারুকার্য্য।

হেমাঙ্গিনী দেবী, ওপ্তও কার্পেট।

কিরণবালা দেবী, উলের কার্য্য।

মিসেস্ আর, এম, মুখার্জ্জী, পুঁতির দাবাখেলার ঘর

শ্রীমতী এস, দাস গুপ্ত, কাগজের চিত্র।

" এম কে বোস, কারুকার্য্য।

বেগুন গাছে আকুশী।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কল্যাণে এই প্রবাদ সত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। আমেরিকার কৃষকগণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বলে নাকি মনুষ্য-প্রমাণ আলু উৎপাদন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা উপকথার মধ্যেই পরিগণিত। জৌনপুরের ও হুগলীর অন্তর্গত হাসমানের বেগুন এদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া আমাদিগের জানা আছে। কিন্তু সে সকল বেগুনের কোনটাই বোধ হয় দুই সের আড়াই সেরের অধিক হয় না। এবার মোহন মেলাতেও কয়েকটা খুব বড় বড় বেগুন প্রদর্শিত হইয়াছিল। এক্ষণে কৃষিতত্ত্ববিৎ বাবু প্রবোধচন্দ্র দে ও মুর্শিদাবাদ নবগ্রাম পোষ্টঅফিসের অন্তর্গত কানকলা গ্রামের বাবু ভোলানাথ চট্টরাজ মহাশয়ের চেষ্টায় বেগুণের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

প্রবোধ বাবু বৈশাখ মাসে বেগুনের বীজ বপন করিয়া আষাঢ় মাসের শেষে উহার চারা ক্ষেত্রে রোপণ করেন। চারাগুলি এক ফুট উচ্চ হইলে, তিনি তাহার শাখা প্রশাখাগুলি কাটিয়া ফেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নূতন শাখার উদ্গম হয়, তিনি উহার ৫।৬টী রাখিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী উপশাখাগুলি কাটিয়া দেন। এইরূপে শাখা ছেদন করায় বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে রৌদ্র ও বায়ু অবাধ সঞ্চার হওয়ায় বৃক্ষটীর অসাধারণ উন্নতি হয়। অতঃপর তিনি নবোদগত উপশাখা গুলিকে যথাসময়ে ছেদন করিয়া বৃক্ষের শক্তিকে রক্ষিত শাখাগুলির পুষ্টিসাধনে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। ফলে বেগুণ গাছ উর্দ্ধদিকে অসাধারণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃক্ষটি যাহাতে পড়িয়া না যায়, সে জন্য উহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যষ্টির সাহায্যে সোজা করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রবোধ বাবু এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা গত বৎসর মুক্তকেশী নামক বেগুণের বৃক্ষগুলিকে ৬॥০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাতে ১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১০ ইঞ্চি বেধবিশিষ্ট বেগুণ জন্মিয়াছিল। তিনি বলেন, এই বেগুণের বীজ লইয়া বপন ও যত্নপূর্ব্বক উহার পালন করিলে আগামী বর্ষে বেগুণের গাছ ১০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে পারে। বলা বাহুল্য, আঁকুশীর সাহায্য বিনা এরূপ গাছ হইতে বেগুণ পাড়িতে পারা যায় না।

চট্টরাজ মহাশয় লিখিতেছেন, "আমার বাটীতে কয়েকটী বেগুণ বৃক্ষ লাগাইয়াছি। বৃক্ষ অধিক বড় হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে যে কয়টী বেগুণ ধরিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী ৵৪॥০ সওয়া চারি সেরের কম ওজন হয় নাই। যে বেগুণের বীজ লইয়াছিলাম, তাহার ওজন ৵৫॥০ সাড়ে পাঁচ সের পর্য্যন্ত হইয়াছিল। গত বর্ষায় আমার বাগানের মধ্যে দুই প্রকার ঝিঙ্গার বীজ বপন করাইয়াছিলাম। এক প্রকারের ঝিঙ্গা প্রত্যেকটা পটল অপেক্ষাও ছোট ও সুমিষ্ট, ৮৭ সাতাশীটা পর্য্যন্ত এক গাছে ধরিয়াছিল। অন্য প্রকার ঝিঙ্গা সওয়া তিন হাত পর্য্যন্ত লম্বা ও তাহার বেড় ১০ অঙ্গুলি হইয়াছিল। সময়ে এবারে কি প্রকার হয়, তাহা পাঠকবর্গকে জানাইবার ইচ্ছা থাকিল।"—হিতবাদী।

ভোট কম্বল।

ভুটিয়া ভাষায় কম্বলের নাম "ঠোঙ্গা"। আসামে ঠোঙ্গা বলিয়া থাকে। এই ঠোঙ্গা প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে ভোটকম্বল নামে পরিচিত ছিল ও ব্যবহৃত হইত। এখন উহার ব্যবহার নাই—এমন কি নাম পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছে। (১) মহামুনির মহান্ ধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়া ভুটান প্রবেশ করিয়াছিল—যখন ভুটিয়াগণ পর্ব্বত ছাড়িয়া সমভূমির মনস্বীদিগের মানসিক চিন্তার বিনিময়ে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছিলেন, সেই সময় হইতে তদ্দেশীয় পণ্যের বিনিময় সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। তৎপর তন্ত্রাধিকার কালেও ভোটে তান্ত্রিকতার প্রবেশ লাভ করে। সেই সময়েও বঙ্গের সহিত ভোটের মানসিক চিন্তার ও পণ্যের বিনিময় হয়। অতএব পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কালের ভোটকম্বল ব্যবহার দৃষ্টে পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ ও তান্ত্রিককালে উহার ব্যবহার ছিল বলা যাইতে পারে। চৈতন্ত প্রভু সনাতনের গাত্রে ভোটকম্বল দেখিয়া (২) ("ভোটকম্বলের পানে প্রভু বারে বারে চায়") বিলাসীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। সনাতন সেই সময়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁহার ভোটকম্বল ব্যবহারে ইহা বেশ বলা যাইতে পারে যে উহা বিশেষ আদরের সহিত তখনকার শ্রেষ্ঠসমাজে ব্যবহৃত হইত।

দুঃখের বিষয় এই প্রাচীনকালে যাহা আদরের সহিত ব্যবহৃত হইত এখন তাহা উপেক্ষিত। এখন আমরা ভারতীয় বা তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশীয় দ্রব্যাদি অসভ্যের যোগ্য নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা ও বৈদেশিক দ্রব্যাদি গ্রহণে জীবন সার্থক মনে করি। ইহাই দুরদৃষ্ট।

ভোটকম্বল নানা বর্ণের প্রস্তুত হয় ও দেখিতে কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহা (প্রস্থে ৯" ও দীর্ঘে ৯' ফুট) খণ্ডাকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই খণ্ডগুলি একত্রিত করিয়া ইচ্ছামত দীর্ঘ ও প্রস্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহা খাটি জিনিস—ভেঁজাল ইহাতে নাই। মূল্য ২॥০ হইতে ৩৷৭ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে।

আসাম প্রদেশের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত মঙ্গলদই সবডিভিসনের এলাকাভুক্ত ওদলগুরি নামক স্থান ভোটের সীমান্তদেশে প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের শেষাংশ হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভুটিয়াদিগের একটী মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় দূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় অঞ্চল হইতে পর্ব্বতবাসীগণ পণ্য-দ্রব্যাদি লইয়া আইসে। এখনও ভুটিয়াদিগের সহিত আসামী ও বাঙ্গালীদিগের দ্রব্যাদির বিনিময় হইয়া থাকে। তাহারা অন্যান্য পার্ব্বতীয় দ্রব্যাদির মধ্যে—ঘোড়া, খচ্চর, রেশম (৩) বিভিন্ন বর্ণের কম্বল, স্বর্ণরেণু, "গঁদ কলাই"—মৃগনাভি, ভেড়া, কুকুর ও নানাবিধ চর্ম্ম আনিয়া থাকে।

ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনী।

বিগত ডিসেম্বর মাসে মেলা বসিয়াছিল। সপ্তাহাধিক কাল মেলা ছিল। কংগ্রেসমণ্ডপে এতদুপলক্ষে দেশের রাজা মহারাজ ধনী জমিদার প্রভৃতি ধনশালী অনেকগুলি লোকের সমক্ষে দেশীয় শিল্পরক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে মহারাজ যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

দেশের সমৃদ্ধি দেশীয় শিল্পোন্নতির উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে। বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকটা

(১) ভুটিয়াগণ শাক্যকে মহামুনি বলে।
(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২৫৯ পৃষ্ঠা।

(৩) উৎকৃষ্ট কম্বলকে "রজা ঠোঙ্গা" রাজার কম্বল বলে।

উন্নতি আমরা করিতে পারিয়াছি, উদারনীতির অধিকতর পোষক হইয়াছি, স্বগ্রামের বাহিরেও সহানুভূতি দেখাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু জাতীয় শিল্পের রক্ষা এবং উন্নতি সাধনের দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। পূর্ব্বে গ্রীক ও ফিনিসীয়গণ তারপর, ওলন্দাজ, পোর্ত্তুগীজ, ইটালীয়, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী—ভারতোৎপন্ন শিল্পে রীতিমত বাণিজ্য চালাইয়াছেন। এখন সে দিন আর নাই। এখন দেশীয় অধিকাংশ শিল্পই কতকটা বৈদেশিক প্রতিযোগিতায়ও বটে, কতক বা দেশীয় লোকের উপযুক্তরূপ উৎসাহদান এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে একেবারেই নষ্ট, বা নষ্টপ্রায় হইয়াছে। এদেশীয়গণ জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে।

অতএব দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই এইরূপ শিল্পপ্রদর্শনীর পৃষ্ঠপোষণ করা কর্ত্তব্য। ভারতের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে যাহাতে আমাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়ে আর উদাসীন থাকা উচিত নহে। এই প্রদর্শনীতে ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই শিল্পজাত সমস্ত দ্রব্য আসিয়াছিল। হস্তিদন্ত ও প্রস্তরের কারুকার্য্য চারিটি প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল, ভারতের সকল স্থান হইতেই সোণা রূপা ও তাম্রের কারুকার্য্য সমূহ আসিয়াছিল। মুরসিদাবাদ, বোম্বাই ও কাশ্মীর হইতে রেশমী বস্ত্রাদি আসিয়াছিল, কানপুর হইতে চামড়ার দ্রব্য, মীর্জ্জাপুর ও আগ্রা হইতে কার্পেট, কাশ্মীর হইতে শাল, ঢাকা হইতে মসলিন, খাগড়া হইতে পিত্তল কাঁসার বাসন এবং অপরাপর স্থান হইতে অপরাপর শিল্প দ্রব্যাদি আসিয়াছিল।

উন্নতিকল্পে আমাদের সুযোগ্য সহযোগী "ইণ্ডিয়ান নেশন" চিরদিনই দেশহিত-ব্রতে ব্রতী। সহযোগী বলেন, "কংগ্রেস সভা যদি কৃষি শিল্পের উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগী না হন তাহা হইলে কেবল বক্তৃতায় দেশের স্থায়ী উপকার করিয়া উঠিতে পারিবেন না।"

এই মেলাতে যাহারা পারিতোষিক পাইয়াছেন আমরা ক্রমশঃ তাঁহাদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করিব।

বার্ত্তাকু।

বেগুন গাছে কখনও কাহাকে আঁকুসি দিতে হইয়াছে কি না, তাহা কখন শুনি নাই—বেগুনের ইতিহাস বা পৌরাণিকতত্ত্বেও সে বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই—এত কাল উহা প্রবাদভাবেই চলিয়া আসিতেছে,—বিদ্রূপাত্মক ভাষারূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ ইহার যথার্থতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন নাই; সেই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বার্ত্তাকু মধ্যে অনেক গুলি জাতি আছে। তন্মধ্যে মুক্তাকেশী, কীরিটেশ্বরী, মাকড়া, দোকো, কুলি ইত্যাদি প্রধান। শৃঙ্খলামত ঔত্থানিক নিয়মে জাতিবিভাগ করিলে ইহাদিগের ভিতর হইতেও অনেক জাতিকে নূতন ভাবে নরলোকের গোচরে আনিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত বলিয়া, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলিতেছি না।

যে কয় জাতীয় লম্বা বেগুন শীতকালে ফলিয়া থাকে, এবং যে সকল বেগুনের গাছ ঊর্দ্ধদেশ অপেক্ষা পার্শ্বদেশে অধিক বিস্তৃত হয়, তাহাদিগের আবাদ করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। সাধারণ নিয়মে একভাবে আবাদ করিলে, তাহাদিগের সকল অভাব পূরণ হয় না; সুতরাং ফল সম্বন্ধে তাহাদিগের মধ্যে সকলগুণ দেখিতে পাওয়া যায় না। লম্বা জাতীয় গাছগুলিতে যখন ফল ধরে, তখন নিম্নদেশের স্থানাভাববশতঃ ফলগুলি বক্রতা প্রাপ্ত হয়। যে সকল ফল ভূমি স্পর্শ করিবার অগ্রেই থাকিয়া যায়, তাহাদিগের কোমলতা বা আস্বাদন তত বিকৃত

হয় না; কিন্তু যে গুলি বর্দ্ধিতোন্মুখ অবস্থায় মৃত্তিকা স্পর্শ করতঃ রুদ্ধগতি হয় তাহারা কুঞ্চিত হইয়া যায়, এবং দরকোচা প্রাপ্ত হয়। দরকোচা-মারা বেগুন মাত্রই খাইতে অতি জঘন্য; সুতরাং এরূপ ফল হওয়া অপেক্ষা গাছ বাঁড়া থাকে—সে অনেকাংশে ভাল।

মুক্তাকেশীর অন্তর্গত লম্বা ধরণের যে বেগুন হয়, তাহা অতি সুদীর্ঘ আকার ধারণ করে। উল্লিখিত জাতির স্বভাববিশিষ্ট ফিকে সবুজ বর্ণের "গোলাপী" নামক বেগুনও ঐ প্রকার দীর্ঘ হইয়া থাকে। ফলের দীর্ঘতানিবন্ধন ভূ-পৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উহাকে মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করে, ওদিকে উদ্ভিদের স্বাভাবিক নিয়মবশতঃ ফল সকল পুনরায় ঊর্দ্ধাভিমুখে উঠিবার প্রয়াস পায়। নিম্নভাগের মাধ্যাকর্ষণ ও উপরিভাগের আলোক ও উত্তাপাকর্ষণে ফল সকল উপর বা নিম্ন কোন দিকে স্বাধীন ভাবে বর্দ্ধিত হইতে না পারায়, বক্রাকার ধারণ করে এবং এই বক্রতা হেতু ফলগুলি প্রায় কুঞ্চিত হইয়া যায়। কুঞ্চিতভাব ধারণ না করিলেও, বক্রতা প্রাপ্ত ফল সরল ফলের ন্যায় স্বাধীনতার সহিত স্বাভাবিক আকার বা ঠাম ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এই সকল কারণ বশতঃ লম্বা জাতীয় ফলের জন্য আবাদ সম্বন্ধে—স্বতন্ত্র নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। ঈদৃশ লম্বা জাতীয় ফলের বেগুন গাছের আবাদ করিতে হইলে দুইটী বিশেষ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়; প্রথম,—অপরাপর জাতীয় বেগুন অপেক্ষা ইহা-দিগের বীজ কিছুদিন—অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে বুনিতে হয়; দ্বিতীয়, চারা গাছ স্থানান্তরিত হইবার পর হইতে উহাদিগকে ঊর্দ্ধাভিমুখে বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

শীতকালোপযোগী বেগুনের বীজের পাতো দেওয়া হইয়া থাকে,—বর্ষাকালে। চৈত্র বৈশাখ মাসেও যাহারা বীজ বপন করে, তাহারাও ইহাদিগকে সুবর্দ্ধিত হইবার জন্য দীর্ঘ সময় দিতে পারে না; কিম্বা দেয় না, এজন্য অল্প দিন মধ্যেই উহাতে ফল আসিয়া পড়ে—এবং ফলও বক্রাকার ধারণ করে। শীতকালোপযোগী লম্বা জাতীয় বেগুন বীজ বৈশাখ মাসে বপন করিয়া যথাসময়ে কিছু দিনের জন্য হাপোরে রাখিয়া লালন পালন করিলে, আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগেই ক্ষেতে রোপণ করা যাইতে পারে। স্থায়ীভাবে ক্ষেতে রোপিত হইয়া গাছ যখন একফুট উচ্চ হইয়া উঠিবে, তখন উহার ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ডগা ভাঙ্গিয়া দিবার পাঁচ সাত দিন মধ্যেই নিম্নস্থিত কাঁকের প্রত্যেক পত্রগ্রন্থি হইতে নব নব শাখা বহির্গত হইতে থাকে। তখন সেই বর্দ্ধনোন্মুখ শাখার মধ্যে তিন চারি বা পাঁচটী মাত্র শাখা রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে একবারে গোড়া ঘেঁসিয়া ভাঙ্গিয়া বা কাটিয়া দিতে হইবে। যে কয়টী শাখা রাখিতে হইবে, তাহার কোনটী যেন একের উপরে আর একটী না থাকিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন দিকে এক একটী শাখা থাকিলে গাছটী সুগোল আকার ধারণ করিবে এবং বৃক্ষের মধ্যে চারি দিক্ হইতে সমভাবে আলোক, উত্তাপ ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারিবে। অনেক শাখা-প্রশাখা থাকিলে পত্রের ঘনতাবশতঃ গাছের ভিতর রৌদ্রাদি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, গাছ সমধিক লম্বা হইয়া যায়, শাখা প্রশাখার তেজ নষ্ট হয় এবং পোকা মাকড় বাসা করিয়া উহার স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া ফেলে। এক্ষণে কাণ্ডগাত্র হইতে যে কয়টী শাখা নির্ব্বাচিত করিয়া রাখা হইল, তাহাদিগের প্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং সেই প্রত্যেক শাখা হইতে আর শাখা বাহির হইতে না পারে, তৎপ্রতি নজর রাখিতে হইবে। যখনই উহাদিগের পত্রগ্রন্থি হইতে, অথবা মূল হইতে কাণ্ড বাহির হইবার উপক্রম হইবে, তখনই তাহা সমূলে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। শাখাগুলি

এক হাত পরিমাণ দীর্ঘ হইলে, যে যে দিকে শাখা আছে, সেই সেই দিকে মূল কাণ্ড হইতে তিন-পোয়া হস্ত অন্তরে একটী সরল সরু বাঁশ বা বাকারী অথবা তদনুরূপ যষ্টি পুতিয়া দিয়া প্রত্যেক শাখাকে নিজ নিজ সন্নিকটস্থিত দণ্ডে বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে ডগাগুলিকে দণ্ডে বাঁধিয়া দিলে, বন্ধন স্থান হইতে নিম্ন ভাগের পত্রগ্রন্থি হইতে দুই চারি দিন মধ্যে নূতন শাখা বাহির হইবার উপক্রম হইবে তৎসমুদায় পূর্ব্বোল্লিখিত মতে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং যখনই কোন শাখা বহির্গত হইবার লক্ষণ দেখা যাইবে, তখনই এই প্রণালী মত কার্য্য করিতে হইবে। অপর শাখা বাহির হইতে দিলে আসল শাখা সমুদয়ের বৃদ্ধি একবারে না হইলেও অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। যে কয়টী খুঁটি পুতিয়া দেওয়া গেল, তাহা যাহাতে বিচলিত না হয় বা হেলিয়া না পড়ে, এজন্য উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া উপরে মধ্যে ও নিম্নভাগে এক একটী বাতা বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। এক্ষণে গাছকে ঊর্দ্ধভাগে বর্দ্ধিত করিবার জন্য কেবল আসল শাখাগুলি যত বাড়িতে থাকিবে, তত তাহাদিগকে সরল ভাবে খুঁটির গাত্র ঘেঁসিয়া বাঁধিয়া দেওয়া এবং শাখা ও মুকুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভিন্ন অপর কোন কাজ নাই। প্রত্যেক বন্ধনের পর পাঁচ ছয় অঙ্গুলি বাড়িয়া উঠিলেই আবার বন্ধন দিতে হইবে। বন্ধন দিতে বিলম্ব করিলে ডগা হেলিয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং হেলিলেই উহা হইতে প্রশাখা বাহির হইবে। শাখা মুকুল বেশী বাহির হইতে না পারে, এ জন্য ঘন ঘন অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র বন্ধন দেওয়া উচিত। শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট (exegenous) গাছের স্বভাবই এই বৃদ্ধির মুখে কোনরূপ প্রতিবন্ধক পাইলেই গ্রন্থি হইতে পত্রমুকুল বাহির হইবে। বক্রতা ও ডগা ছেদনকে বিশেষ প্রতিবন্ধক বলিয়া জানা উচিত। এত বাঁধাবাঁধি, এত কাটাকাটি, কেবল গাছকে ঊর্দ্ধদিকে লম্বিত করিবার জন্য। ক্ষেতে আবাদ করিতে গেলে এত সূক্ষ্মরূপে উদ্ভিদের পরিচর্য্যা করা ঘটিয়া উঠে না, কৃষি হিসাবে আবাদ করিতে হইলে গাছ সকলকে এত অধিক পাট করিবার আবশ্যক করে না। মূল কাণ্ড কাটিয়া দিবার পরে উহাতে যে কয়টী শাখা রাখিতে হইবে, তাহাদিগের আশেপাশে কয়টী দণ্ড দিয়া তাহার সহিত শাখাগুলিকে ঈষৎ উচ্চ করিয়া বাঁধিয়া দিলেই চলিবে, তখন উহাতে ফল ধরিলে আর তাহা মাটীর সহিত সংলগ্ন হইতে পারিবে না; সুতরাং ফলগুলি সরল ও লম্বাকৃতি হইবে।

গত বৎসর কতকগুলি মিশ্রিত বেগুনের বীজ পাওয়া যায়, অবশ্য বিক্রেতা আমাকে খাঁটী মুক্তাকেশীর বীজ বলিয়াই দিয়াছিলেন; কিন্তু যখন ফলিতে আরম্ভ হইল, তখন নানা রকম ফল ফলিতে লাগিল। কোনটা সাদা, কোনটা বেগুণে, কোনটা লম্বা, কোনটা গোল ইত্যাদি; আবার কোনটা মাকড়া, কোনটা কুলিজাতীয়। আমাদিগের অধিকাংশ বীজব্যবসায়ীগণ এমনই দারিদ্রপূর্ণ;—এমনই সদ্যোৎসুক যে ক্রেতাকে কি জিনিস দিলেন, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না। এই কারণেই এদেশী ব্যবসায়ীদিগের কাজকর্ম্ম অধঃপাতে যায়। অর্থব্যয় করিয়া বীজ খরিদ করিলাম, মুক্তাকেশী জানিয়া,—কিন্তু দাঁড়াইল নানা জাতি। ভবিষ্যতে বীজের ব্যবসায় সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল সে কথা থাক্। যখন সেই ক্ষেতে ফল ধরিতে লাগিল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, কোন্টী কোন্ জাতীয়। তখন তাড়াতাড়ি লম্বা জাতীয় বেগুনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতে হইল, বিলম্ব হইয়া গেলেও যতদূর পারা যায়, তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইল। এই জাতীয় বেগুন গাছে দুই চারিটা খুঁটি পুতিয়া দিয়া শাখাগুলিকে বাঁধিয়া দেওয়া গেল ও

নিয়তাগের কতক কতক শাখা প্রশাখা একেবারে কাটিয়া দেওয়া গেল। অবশেষে প্রত্যেক ফলের নিম্নে একটী করিয়া গর্ত্ত খোদিত করিয়া দেওয়া হইল। ফলগুলি ক্রমে বাড়িয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং এই সকল ফল দৈর্ঘ্যে চৌদ্দ ইঞ্চ হইয়াছিল ও স্থূলতায় মধ্যস্থলের বেড় বা বেষ্টন দশ ইঞ্চ হইয়াছিল। এই বেগুনের জাতির বিষয় পূর্ব্বে জানা থাকিলে, তাহার যথাবিধ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিতে পারিতাম এবং অল্প হইলে ফলগুলি আরও কিছু লম্বা ও স্থূল হইত, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বীজের জাতিত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ জানা না থাকিলে, ভবিষ্যতে তদুৎপন্ন গাছের যথাবিধ পাট হয় না। প্রথমেই অসুবিধা হয় যে, গাছটীর বৃদ্ধি কিরূপ, গাছ কোন্ দিকে—উর্দ্ধভাগে কি পার্শ্বদেশে অধিক বাড়ে। এই দুইটীর বিষয় জানিবার আবশ্যক এই যে, প্রত্যেক জাতীয় গাছের জন্য আবশ্যকমত স্থান দিতে পারা যায়। যে সকল বেগুন গাছ লম্বা হইয়া উঠে, তাহাদিগকে পার্শ্বদেশে অধিক স্থান দিবার আবশ্যক হয় না; কিন্তু যে সকল গাছ পার্শ্বদেশে অধিক বর্দ্ধিত হয়, তাহাদিগের সুবর্দ্ধনের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান দেওয়া বিশেষ আবশ্যক, নতুবা তাহারা পরস্পরের শাখাপ্রশাখায় বিজড়িত হইয়া যায়,—তাহাতে কেবল যে উহাদিগের বৃদ্ধি কমিয়া যায়, তাহা নহে, উহাদিগের স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া যায়, জমিতে আলোক ও উত্তাপের অভাব হয়,—ফলতঃ ফলন কম হয়।

গত বৎসর যে বীজ রক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা উৎকৃষ্ট ফলের এবং প্রত্যেক জাতির বীজই স্বতন্ত্রভাবে উঠাইয়া স্বতন্ত্ররূপে রাখিয়াছিলাম, সে জন্য এবার আর পূর্ব্বের ন্যায় গোলযোগে পড়িতে হয় নাই। লম্বা জাতীয় বেগুনের কতকগুলি গাছকে ইতিমধ্যেই ঔদ্যানিক প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিতেছি। কোন উদ্ভিদকে নিজ ইচ্ছামত আকারে পরিণত করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বিত হয়, তাহাকে ঔদ্যানিক ভাষায় ইংরাজীতে ট্রেনিং কহে। এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ইতিমধ্যে কয়েকটী গাছ প্রায় সাত ফিট অবধি উচ্চ হইয়াছে এবং ভরসা আছে যে, আগামী কার্ত্তিক মাস মধ্যে আরও দেড় ফিট বাড়াইতে পারিব। তাহা হইলে বেগুন গাছ ছয় হাত উচ্চ হইল। মাসাধিক কাল হইতে গাছে ফুলের কুঁড়ি ফলিতেছে। কিন্তু কুঁড়ি দেখিবামাত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। কার্ত্তিক মাস অবধি এই নিয়ম রক্ষা করিয়া উহাদিগকে ফলন-ফুলনে অধিকার দিব, ইহাই সঙ্কল্প। ছয় সাত হাত উচ্চ গাছে যখন ফল ধরিবে, তখন কাজেই ইহা আকুসি দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, লেখক খর্ব্বকার,—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

নারিকেলের মাখন

নারিকেলের সর্ব্বই উপকারী। ইহার ছোবড়া হইতে দড়ী ও মাদুর, মালা হইতে হুকা ও জল পাত্র, শস্য হইতে তৈল ও খাদ্যদ্রব্য এবং জল হইতে স্বাস্থ্যকর পানীয় হয়। এমন জিনিষ পৃথিবীতে আর নাই। ভারতবর্ষ নারিকেলের জন্য সুবিখ্যাত। ইউরোপ বিজ্ঞান বলে নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা মূর্খ, সুতরাং আমরা নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিতে পারিতেছি না।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মাখন ও ঘৃত দুর্ল্লভ হইয়াছে। পৃথিবীর সভ্যদেশ সমূহ বিজ্ঞানবলে আপনাদের অভাব মোচন করিতেছেন, আর আমরা ঘৃত নামে বিদিত চীনাবাদামের তৈল খাইয়া অজীর্ণ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইতেছি। নারিকেলের তৈল বেশ

পুষ্টিকর পদার্থ। বোম্বাই অঞ্চলে সরিষার তৈল ব্যঞ্জন তরকারীতে ব্যবহৃত হয় না। সেখানে সরিষার তৈলের পরিবর্ত্তে নারিকেলের তৈল রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের তৈলের একটা দুর্গন্ধ আছে। এই দুর্গন্ধের জন্য ইহা রন্ধনকার্য্যে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু অভ্যাস সব বাধা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। বোম্বাইর অধিবাসীরা নারিকেল তৈলে যে দুর্গন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে পারেন না।

ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণ নারিকেলের শুক্‌না শস্য জর্ম্মণী ও ফ্রান্সে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই শুকনা শস্যকে "কোপরা" বলে। ইউরোপীয়েরা "কোপরা" দ্বারা কি করে, তাহা জানিতাম না।

ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেলিস ও জর্ম্মণীর অন্তর্গত মানহিম নগরে দুইজন ইংরেজ বাণিজ্যদূত লিখিয়াছেন, "ফ্রান্সে ভেজিটেলাইন" নামক এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে। এই পদার্থ ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে বব্যহৃত হয়। ইহা ভারতবর্ষের নারিকেল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে ঠিক মাখনের মত। রুটী, বিস্কুট, ও নানাপ্রকার পিষ্টক প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা মাখন অপেক্ষা সস্তা। মাখনের দ্বারা পিঠা প্রস্তুত করিলে তাহা সুখাদ্য হয় বটে, কিন্তু "ভেজিটেলাইনের" দ্বারা প্রস্তুত করিলে আরও সুস্বাদ হইয়া থাকে। ইহা অতি পুষ্টিকর ও রসাল দ্রব্য।

জর্ম্মণীর অন্তর্গত মানহিমের ইংরেজ বাণিজ্যদূত মিঃ হেরিস লিখিয়াছেন, মানহিমের কারখানায় প্রতিদিন ২৮০ মণ মাখন প্রস্তুত হয়। এই মাখনকে "পামিন" বা "ককুস্‌নন" অর্থাৎ নারিকেলের মাখন বলে। নারিকেলের শস্য হইতে এই মাখন প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা মাখন ও চর্ব্বির কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে। ইহার বর্ণ শুভ্র, প্রায় স্বাদবিহীন, ৮০ ডিগ্রি উত্তাপে গলিয়া যায়। এই পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে তৈলের অংশ ৯০ ভাগ ও অতি সামান্য জল আছে। বিশুদ্ধ মাখনের মধ্যে তৈলের অংশ ৮৫ ও জলের অংশ ১৫ ভাগ। সুতরাং "পামিন" আসল মাখন অপেক্ষা অধিক উপকারী। এই পামিন ঠাণ্ডা জায়গায় ৩।৪ মাস অবিকৃত থাকিতে পারে। সাধারণ তৈলাক্ত পদার্থ হইতে ইহা অধিক পুষ্টিকর ও সহজে জীর্ণ হয়। ইহার এক সেরের মূল্য এক টাকা। জর্ম্মণীতে এক সের আসল মাখনের দাম দুই টাকার কম নয়। নারিকেলের শস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকনা অবস্থায় এদেশে আমদানী করা হয়। এই নারিকেল খণ্ড নানা উপায়ে পরিস্কৃত ও বিশুদ্ধ করা হয়। ইহা দ্বারা নারিকেলের সর্ব্বপ্রকার এসিড ও অন্যান্য বাজে পদার্থ পৃথক হইয়া যায়। কেবল উদ্ভিজ্জ তৈলাক্ত পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। মাখন প্রস্তুতের কল অনেকে দেখিয়াছেন। মাখন প্রস্তুতের জন্য "সেপারেটার" নামক এক কল ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের উদ্ভিজ্জ তৈলাক্ত পদার্থও এই "সেপারেটারে" ঢালিয়া দিয়া তাহা হইতে জল ও অন্যান্য পদার্থ পৃথক্ করা হইয়া থাকে।"

ফ্রান্সের "ভেজিটেলাইন" ও জর্ম্মণীর "পামিন" বা "ককুস্‌নস" আমাদের দেশের নারিকেল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতের নারিকেল ফ্রান্স ও জর্ম্মণী যায়, সেখানে তাহা হইতে মাখন প্রস্তুত হয়। এই মাখন ইউরোপের নানা দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। নারিকেল হইতে কত মাখন প্রস্তুত হয়, আমরা সে সংবাদ পাই নাই; কিন্তু জর্ম্মণীর একটা কারখানাতেই প্রতি দিন ২৮০ মণ মাখন প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাপারটা কম নয়! এই মাখন পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য। সুতরাং ইহার কাট্‌তি আরও বাড়িবে।

ভারতবর্ষে কি এই মাখন প্রস্তুত হইতে পারে না?

এই প্রশ্ন মনে উদিত হইবা মাত্র প্রাণ বিষাদে পরিপূর্ণ হয়। আমাদের জন্মভূমি রত্নহীনা নহেন। কিন্তু আমাদের অযত্নে সব রত্ন ধূলি সমান হইয়া রহিয়াছে।

একটা কথা মনে হইতেছে। জাপানে পূর্ব্বে দেশলাইয়ের কারখানা ছিল না, এজন্য কেহই দেশলাই তৈয়ার করিতে জানিত না। আত্ম বলিদান না করিলে জগতে কোন মহৎ কার্য্য হইতে পারে না। জাপান সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র আত্ম বলিদান করিয়া স্বদেশে দেশলায়ের কারখানা স্থাপন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সেখানে রাজভূষা পরিত্যাগ করিলেন, রাজবেশ ত্যাগ করিয়া মুটে মজুরের পরিচ্ছদ পরিলেন। সুইডেনে গমন করিয়া কোন দেশলাইর কারখানায় ঝাড়ুদারের কার্য্যে বহাল হইলেন। কারখানার মালিক জানিতেন না যে, ইনি জাপান সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র। কেহ ইহাও বুঝিতে পারে নাই যে, ইনি লেখা পড়া জানেন, রসায়নশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সুতরাং ইনি কারখানার সর্ব্বত্র অবাধে যাইতে পারিতেন। মূর্খ ঝাড়ুদার কি আবার দেশলাই নির্ম্মাণের গোপনীয় কৌশল শিখিতে পারে? সুতরাং আর কেহ সেখানে যাইতে পারিত না, এই ঝাড়ুদার সম্মার্জ্জনী হস্তে সেখানে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিল। ইনি কয়েক বৎসর এই কার্য্য করিয়া দেশলাই নির্ম্মাণের সমস্ত প্রণালী শিক্ষা করিলেন এবং স্বদেশে আগমন করিয়া সকলকে দেশ নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা দিলেন। সেই দিন হইতে জাপানে এত দেশলাই নির্ম্মিত হয় যে, চীন ও শিঙ্গাপুরে বিদেশী দেশলাইর আমদানী বন্ধ হইয়াছে। জাপানী দেশলাই ভারতবর্ষও আক্রমণ করিয়াছে, জাপানী দেশলাই ইউরোপে পর্য্যন্ত প্রেরিত হইতেছে।

জাপানীদের এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবার কি কোন আয়োজন হইবে না? বোম্বাইর ওয়াগ্লে কুলির কার্য্য করিয়া বিলাতে কাচ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়াছেন। বোম্বাইর কেলকার কুলির কার্য্য করিয়া ইংরেজ তন্তুবায়ের নিকট বস্ত্রবয়ন প্রণালী শিক্ষা করিয়াছেন। ভারতে যে সকল ব্যবসায় চালাইবার সুবিধা আছে, সেই সকল ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষিত যুবকদিগকে বিদেশে পাঠাইবার কি কোন আয়োজন হইবে না?

আজ নারিকেলের মাখনের কথারই আলোচনা করিতেছি। এই মাখন অতি সহজে প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানে উপাধি প্রাপ্ত কোন যুবককে ফ্রান্স ও জর্ম্মণীতে পাঠাইয়া এই ব্যবসায়ের কৌশল শিখাইয়া আনা যাইতে পারে। নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখিলে আমাদের ঘৃতের অভাব দূর হইবে, বিদেশেও নারিকেলের মাখন রপ্তানি করিয়া আমাদের ধন বৃদ্ধি করিতে পারিব। কিন্তু প্রশ্ন এই কে এই ব্যয়ভার বহন করিবেন?—সঞ্জীবনী।

—কি প্রকারে শুকনা নারিকেলের শাঁস হইতে মাখন প্রস্তুত হয় এদেশের লোক জ্ঞাত নহে। কিন্তু এদেশে কাঁচা নারিকেল হইতে গ্রাম্য প্রণালীতে মাখন প্রস্তুত হইয়া থাকে। টাটকা ঝুনা নারিকেল "কুরিয়া" বা পিষিয়া লইয়া তাহা হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া লইতে হয়। এই দুগ্ধ মন্থন করিলেই মাখন উত্থিত হয় এবং দুধের উপর ভাসিতে থাকে। এইরূপে প্রস্তুত মাখন হইতে স্বচ্ছন্দে ঘৃত প্রস্তুত হইতে পারে। এই ঘৃতে নারিকেল তৈলের দুর্গন্ধ থাকে না; খাইতে অতি সুস্বাদু। এইরূপে নারিকেলের মাখন প্রস্তুত করিয়া আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। নারিকেল মাখনের আস্বাদন প্রকৃত মাখনের আস্বাদন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বরং তাঁহার মিষ্টগন্ধ আরও মন মুগ্ধকর। তবে শুকনা নারিকেল শাঁস হইতে যে কি প্রকারে মাখন করা যাইতে পারে তাহা অবশ্য শিক্ষা

করা উচিত। কারণ ব্যবসায়ের জন্য এ পর্য্যন্ত কেহ এ দেশে নারিকেল মাখন তৈয়ারী করেন নাই। ব্যবসায় চালাইতে গেলে সর্ব্বদা টাটকা ঝুনা নারিকেল পাওয়া সুকঠিন হইবে। আর কি কলকব্জা ব্যবহার করিলে সহজে ও সস্তায় মাখন প্রস্তুত হইতে পারে তাহাও আমাদের শিক্ষা করা উচিত। এজন্য আমরা সর্ব্বতোভাবে সহযোগীর মতের পোষকতা করি। সদ্যজাত নারিকেল মাখন ও ঘৃত যে সুস্বাদু তাহা সম্প্রতি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। নারিকেল মাখন বা ঘৃত কতদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে তাহার পরীক্ষা করা যাইতেছে। যথা সময়ে ফলাফল পাঠকগণকে জানান যাইবে।—কৃঃ সঃ।

ফরাসি-জাকার্ড।

[বালক-বালিকাদিগের জন্য]

পিতার তাঁতে কাপড় বুনিতে বুনিতে জাকার্ড সাহেব চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এ তাঁতের অনেক উন্নতি করিতে পারা যায়। ইহা অপেক্ষা ভাল তাঁতে কাপড় বুনিলে সে কাপড় সুন্দর হইবে, সে কাপড় শীঘ্র প্রস্তুত হইবে, আর তাহার মূল্য অল্প হইবে। এইরূপ মনে করিয়া তিনি ভাল তাঁত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাট ও দড়ি দিয়া তিনি নূতন নূতন তাঁত নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। প্রথম একটী তাঁত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কাপড় বুনিয়া দেখিলেন। কিন্তু সে তাঁতে অনেকগুলি দোষ বাহির হইল। সে জন্য সে তাঁতটী ভাঙ্গিয়া আর একটী নূতন তাঁত রচনা করিলেন। তাহাতেও দোষ বাহির হইল। তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া পুনরায় আর একটী নির্ম্মাণ করিলেন। কুড়িটীর অধিক তাঁত রচনা করিয়া এইরূপে একে একে তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কোনটীতে সুচারুরূপে কাজ হইল না। জাকার্ড সাহেব গরিব মানুষ ছিলেন। তাঁত প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করিতে তাঁহার সমুদয় টাকা খরচ হইয়া গেল। তাঁহার সংসার চলা ভার হইল। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বকিতে লাগিল। পাড়াপ্রতিবাসী লোক তাঁহাকে পাগল মনে করিল। নূতন তাঁত প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছিল। পিতার সেই পুরাতন তাঁত দুই খানি ও ঘরের সমুদয় জিনিষপত্র বেচিয়া তাঁহাকে সেই ধার পরিশোধ করিতে হইল। সুতরাং টাকা উপার্জ্জন করিবার পথ তাঁহার বন্ধ হইয়া গেল। জাকার্ড সাহেব ঘোর দুঃখে পতিত হইলেন।

দেনার জ্বালায় জাকার্ডের সর্ব্বস্ব গেল। পেটের ভাতের জন্য তাঁহাকে বড়ই কষ্টে পড়িতে হইল। ঘোর দুঃখে তিনি দেশত্যাগী হইলেন। অনাথিনী স্ত্রীকে একেলা ঘরে রাখিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী খড়ের টুপি প্রস্তুত করিয়া বেচিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ফরাসি দেশে লাইয়ন নামক এক নগর আছে। এই নগরে অনেক রেশমের কাপড় প্রস্তুত হয়। জাকার্ড এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাপড় বুনিবার পূর্ব্বে খোটা পুতিয়া তন্তুবায়গণ যে সুতার টানা দিয়া থাকে, সেই টানা দিবার নিমিত্ত জাকার্ড একটী কল প্রস্তুত করিলেন। সেই কলে অল্প পরিশ্রমে ভালরূপ টানা হইতে লাগিল। লাইয়ন নগরের তন্তুবায়গণ এই টানার কল ব্যবহার করিতে লাগিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ফরাসি দেশে এক বিষম বিপ্লব ঘটিল। অনেক কাল হইতে এ দেশের ভদ্রলোকগণ সাধারণ লোকের প্রতি অত্যাচার করিতেন। সাধারণ লোকগণ এখন ক্ষেপিয়া দেশের

রাজা ও রাণীকে মারিয়া ফেলিল। অনেক ভদ্রলোকের গলাও কাটিয়া ফেলিল। মারাট নামক এক নিষ্ঠুর নীচ-প্রকৃতির লোক চারি লক্ষ ভদ্র লোককে বধ করিবার প্রস্তাব করিল। লাইয়ন নগরের লোক এরূপ নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত জাকার্ডও অস্ত্রধারণ করিলেন। রাজাকে বধ করিয়া ফরাসি দেশে এখন যে সব লোকেরা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহারা সসৈন্য লাইয়ন নগর আক্রমণ করিল। লাইয়ন নগরবাসীরা যুদ্ধে পরাজিত হইল। পরাজিত লোকদিগের গলা শত্রুগণ কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। প্রাণভয়ে জাকার্ড সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

কিছুদিন পরে ফরাশি সৈন্য জর্ম্মাণি দেশ আক্রমণ করিল। জাকার্ড আপনার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া জর্ম্মাণি দেশে গমন করিলেন। পিতাপুত্র ফরাসি সৈন্যে সিপাহিগিরির কাজে নিযুক্ত হইয়া জর্ম্মানি দেশের লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। একদিন পিতাপুত্রে এক সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা একটা গুলি আসিয়া পুত্রের বক্ষঃস্থলে লাগিল। তাহাতেই পুত্র তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পুত্র শোকে কাতর হইয়া জাকার্ড সিপাহির কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সৈন্য হইতে পলায়ন করা ঘোর অপরাধ। বাটী আসিয়া সে জন্য জাকার্ডকে লুকায়িত থাকিতে হইল। এই লুকায়িত অবস্থায় তিনি তাঁতের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে এরূপ একটী তাঁত ভাবিলেন যাহাতে কাপড়ে অতি সুন্দর ফুল তুলিতে পারা যায়। কিন্তু অর্থাভাবে সেরূপ তাঁত তিনি প্রস্তুত করিতে পারিলেন না। এ দিকে অন্নাভাবেও তিনি উৎপীড়িত হইলেন। কাজেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইল। এক জন তাঁতির অধীনে তিনি কুলির কাজ করিতে লাগিলেন। একদিন কথায় কথায় তিনি তাঁতিকে বলিলেন যে,—মহাশয়! আপনি যদি আমাকে কিছু অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি এক প্রকার নূতন তাঁত রচনা করিতে পারি। সে তাঁত ব্যবহার করিলে আপনার অনেক লাভ হইবে।" তন্তুবায় সে প্রস্তাবের সম্মত হইলেন। জাকার্ড একটী সুন্দর তাঁত প্রস্তুত করিলেন।

সে তাঁতের কার্য্য দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। মানুষে হাতে অতি কষ্টে যেরূপ কাজ করে, তাঁতে সেইরূপ কাজ হইতে লাগিল। জাকার্ড সাহেবের সুখ্যাতি চারিদিকে বিস্তারিত হইল। ইহার অল্পদিন পরে, তিনি মাছ-ধরা জাল প্রস্তুত করিবার এক কল রচনা করিলেন। তাহাও অতি আশ্চর্য্য কল। জাকার্ডের যশ আরও চারিদিকে বিস্তৃত হইল। এই সময় মহাবীর নেপোলিয়ন ফরাসি দেশের সম্রাট হইয়াছিলেন। জাকার্ডের যশ তাঁহার কাণে উঠিল। সম্রাট তাঁহাকে ডাকিয়া অনেক সম্মান করিলেন।

সম্রাটকে জাকার্ড বলিলেন,—"মহাশয়! আমি যে ফুল তুলিবার তাঁত রচনা করিয়াছি, তাহাতে এখনও অনেক দোষ আছে, আপনি যদি সাহায্য করেন, তাহা হইলে, ইহা অপেক্ষা আরও ভাল তাঁত আমি প্রস্তুত করিতে পারি।" সম্রাট নেপোলিয়ন সে প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। জাকার্ডের প্রতিপালনের নিমিত্ত তিনি টাকা দিলেন, আর বাস করিবার নিমিত্ত রাজধানী পারিস নগরের যাদু-ঘরে তাঁহাকে স্থান দিলেন।

এই যাদু-ঘরে অনেক প্রকার কলের ছোট ছোট নমুনা ছিল। এই সমুদয় কলের মধ্যে ভকানসন্ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা রচিত একটী তাঁতের নমুনা ছিল। এই ভকানসন্ অতি দুঃখী লোকের পুত্র ছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই কল-কবজার দিকে তাঁহার

মন ছিল। বাল্য-কালে দূর হইতে একটী ঘড়ি দেখিয়া তিনি সুন্দর একটী কাঠের ঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভকান্‌সন্ রচিত সেই তাঁত দেখিয়া জাকার্ড অনেক শিক্ষা লাভ করিলেন। তাহার পর তিনি নিজে একটী তাঁত রচনা করিলেন। সেই তাঁতে অতি সুন্দর ফুলদার রেশমি কাপড় প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঠিক যেন মানুষের বুদ্ধিতে কাপড়ে ফুল উঠিতেছে, সেই তাঁতের ফুলদার বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া জাকার্ড তাহা নেপোলিয়নের স্ত্রী মহারাণী জোসেফিনকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলেন। জাকার্ডের কাজ দেখিয়া সম্রাট যাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সরকারী খরচে অনেকগুলি এই নূতন ধরণের তাঁত প্রস্তুত করাইয়া সম্রাট পারিতোষিক স্বরূপ তাহা জাকার্ডকে প্রদান করিলেন।

সেই তাঁতিগুলি লইয়া জাকার্ড লাইয়ন নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এই তাঁতিগুলি লাইয়ন নগরে বসাইয়া জাকার্ড ফুলদার রেশমী কাপড় প্রস্তুত করিতে লাকিলেন। এই তাঁতে অতি সুন্দর সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল ও কুড়িজনের কাজ এক জনের দ্বারা সম্পাদিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া লাইয়ন নগরের অধিবাসিগণ রাগিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল যে, এই তাঁত সকলে ব্যবহার করিলে অনেক লোকের অন্ন যাইবে। সে জন্য তাহারা দাঙ্গা-ফেসাদ করিতে লাগিল। শত শত লোক একত্র হইয়া জাকার্ড সাহেবের তাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হইল। জাকার্ড সাহেবকে ধরিয়া তাহারা নদীতে ডুবাইল। আর একটু হইলেই জাকার্ডের প্রাণবিয়োগ হইত। কেবল জনকতক ভদ্রলোকের সাহায্যে অতি কষ্টে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল।

স্বদেশবাসীদিগের হাতে জাকার্ড যখন এইরূপ উৎপীড়িত হইলেন, তখন ইংলণ্ডের লোক তাঁহাকে বলিলেন,—“মহাশয়! আর ও হতভাগা দেশে আপনি থাকিবেন না। যাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনি এত চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা যখন আপনার উপর এত অত্যাচার করিতেছে, তখন ও দেশে আর থাকিবেন না।” জাকার্ড কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতিকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিলেন না। স্বদেশের হিতের নিমিত্ত সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলেন।

পাছে লোকের অন্ন মারা যায়, এই ভয়ে প্রথম প্রথম লাইয়ন নগরের তাঁতিগণ তাহার তাঁত ব্যবহার করিল না। কিন্তু ইংলণ্ডে সে তাঁত বিলক্ষণ প্রচলিত হইল। সেই তাঁতের সহায়তায় ইংলণ্ডের লোক অতি সুন্দর ও সস্তা রেশমী কাপড় প্রস্তুত করিতে লাগিল। সেই কাপড় সকলে ক্রয় করিতে লাগিল। পুরাতন তাঁতে প্রস্তুত লাইয়ন নগরের কাপড় কেহ ক্রয় করিল না। তাহাতে ঐ নগরের তাঁত সব বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। অন্ন অভাবে তন্তুবায়-দিগের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। অগত্যা জাকার্ড নির্ম্মিত তাঁত ব্যবহার করিতে হইল। তাঁতের কল্যাণে লাইয়ন নগর অনেকগুণে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। এই তাঁতের ব্যবহারে লোকের অন্ন গেল না, বরং ইহার গুণে অনেক লোকের অন্নের সংস্থান হইল। পূর্ব্বে রেশমের কাপড় বুনিয়া এই নগরে কেবল ছয় হাজার লোক প্রতিপালিত হইত। এক্ষণে জাকার্ড-নির্ম্মিত তাঁতের কল্যাণে এক লক্ষ লোক এই কাজ করিয়া প্রতিপালিত হইতেছে।

বালকগণ! গরীব জাকার্ড এইরূপে স্বদেশের উপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। মনে করিলে বড় হইয়া তোমরাও কোন না কোন বিষয়ে দেশের উপকার করিতে পারিবে। আমাদের দেশের একজন লোক ফরাসিদেশে গিয়া এই জাকার্ড তাঁতের কাজ শিক্ষা করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া

কলিকাতার নিকট তিনি এক রেশমের কারখানা স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই কারখানা হইতে তিনি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে ক্রোরপতি হইয়া পরম সুখে দিনযাপন করিতেছেন।— শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী মেলা।

হবিগঞ্জ।

একটা মেলা হওয়া চাই, তাই হবিগঞ্জেও প্রথামত কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী নাম দিয়া এক যুগ হইতেও বেশী সময় হইল, এক মেলা বৎসর বৎসর হইয়া থাকে। এবারও চিরন্তন প্রথার অন্যথা হইবে কি না জানি না, তবে মেলার যাত্রাগান নাটক ইত্যাদির জন্য ঘর অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এখনও প্রস্তুত হইতেছে না দেখিতেছি। কোন বাইজী বা যাত্রাদলেরও আজ পর্য্যন্ত বায়না হইয়াছে কি না শুনি নাই, অথবা হইয়া থাকিলে আমরা জানি না। মেলার নামটা কিন্তু বড়ই আশাপ্রদ, তাহাতে স্বদেশহিতৈষণার ফোয়ারা ছুটিয়াছে, কিন্তু ভারতে আমেরিকাতে যতদূর তফাত, বাঙ্গালীতে বুয়ার জাতিতে যতদূর তফাৎ নামে কাজে তারচেয়ে আরও বেশী তফাৎ। মেলার নামে বুঝা যায়, দেশের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী হইয়া সেই সেই বিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি যাত্রা—গান, ঘোড়দৌড়, কোন কোন বৎসর বাই-নাচ। এই সব বিষয়ে বৎসর বৎসর সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইতেছে। মেলার প্রদর্শনীতে কি হয় তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রদর্শনীর পুরস্কারের জন্য ১০০৲ কি ১২৫৲ টাকার বেশী প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট হয় না! নাচ গান ইত্যাদিতে তাহার পাণ্ডা মহাশয়দিগের যত মনোযোগ যত তীক্ষ্ণদৃষ্টি, প্রদর্শনী সম্বন্ধে কাহারও তাহার শতাংশের একাংশ মনোযোগ বা আগ্রহ দেখা যায় না। টাকার হারেও তাই দেখা যায়।

প্রদর্শনীর ধূয়া ধরিয়া দেশের কত টাকাই না নৃত্য-গীতাদিতে ব্যয় হইতেছে। যদি প্রকৃতপক্ষে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকল্পে সে টাকাটা ব্যয় হইত, তবে এই এক যুগে হবিগঞ্জের কৃষি ও শিল্পের বহুতর উন্নতি সাধিত হইত। এ পর্য্যন্ত যাহা হইতেছে ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, যাত্রা গান ইত্যাদিতে কতকগুলি টাকা ব্যয় করিবার জন্য কৃষি-প্রদর্শনী নাম দিয়া মেলার সৃষ্টি হইয়াছে। এবম্প্রকার মেলার নাম কৃষিপ্রদর্শনীর পরিবর্ত্তে "নাচ-গান-ঘোড়দৌড়-প্রদর্শনী" করিলে ভাল হয়। কৃষি-প্রদর্শনী নামের বিড়ম্বনা দেখিয়া লজ্জায় মুখ লুকাইতে হয়।

প্রদর্শনীতে করিবার অনেক জিনিষ আছে। সে বৎসর কৃষি-বিষয়ক রচনা কয়েকখানিই প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্টখানি মেলা-ফণ্ড হইতে ছাপাইয়া গ্রামে গ্রামে কৃষকদিগের মধ্যে বিতরণ করিলে কি অনেক উপকার হইত না? ২।৪ টাকা পুরস্কারের লোভে এই রচনালেখক তাহা লেখেন নাই, আমরা বিশেষরূপ জানি।

এইরূপ দেশী শিল্পেও অনেক জিনিষ আসিয়াছিল, তাহা উল্লেখ যোগ্য। লস্করপুরের তাঁতে বুনা কাপড় হবিগঞ্জের গৌরবের বিষয়, কে কথা কে স্বীকার না করিবেন? উৎসাহের অভাবে, মূলধনের অভাবে তাঁতিরা এখন তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিতেছে না, এ বিষয়ে মনোযোগ করিলে মেলার উদ্দেশ্য বহুল প্রকার সাধিত হইত, সন্দেহ নাই। ছাতিয়ানের বাবু প্রকাশচন্দ্র রায়ের স্বীয় উদ্ভাবিত কতকগুলি শিল্প দ্রব্য ঐ প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রদর্শনী সভা প্রকাশ বাবুকে পুরস্কার

দিয়াই কেবল এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কাজ সম্পাদন করিয়াছিলেন।*

যাক্‌ গত কালে যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমরা আশা করিতে পারি কি, যে দেশীয় কৃষি-প্রদর্শনী মেলাগুলি বাস্তবিকই নামের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিবেন? নাচগানে টাকা ব্যয় না করিয়া দেশের উন্নতির জন্য সেই টাকাটা ব্যয় হইবে। দুর্ভিক্ষে দেশ ত গেল। এই দুর্ভিক্ষের পর যদি নাচ-গানের জন্য অজস্রধারে অর্থ ব্যয় হয়, তবে আমাদের চেয়ে নিলর্জ্জ আর পৃথিবীতে কে? এই না সেদিন দুইটী অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে লোক ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা কি আজই ভুলিবার বিষয় হইয়াছে! নাচ-গান দেখিয়া দেশের অন্নক্লিষ্টদের অন্নকষ্ট দূর হইবে না; এখন কৃষির জন্য ও দেশীয় শিল্পের জন্য ভাবিবার দিন আসিয়াছে, চা-বাগানে ১৫৷২০ টাকার চাকুরী পাইয়া অথবা ওকালতী মোক্তারী করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের আশা কমিয়া আসিতেছে; তাই বলি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি আবশ্যক। প্রদর্শনী মেলাগুলিরও যাত্রা গান, ঘোড়-দৌড়, বাইনাচ প্রভৃতি মুখ্য উদ্দেশ্য না হইয়া কৃষি ও শিল্পের উন্নতির প্রতি মনোযোগ হয়, তাহাই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।—সঞ্জীবনী।

* পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রকাশ বাবুর উদ্ভাবিত শিল্পদ্রব্যের পরিচয় এখানে কিছু দিব। শুনিয়াছি ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদির সাহায্যেই তাঁহার জিনিষগুলি তৈয়ারি হয়। কুকুর, হরিণের সিং; ছোট ছোট খেলানা-বেগুণ, ঝিঙ্গা, শশা প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন; আমরা সেগুলি কৃত্রিম বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। জিনিষগুলি হালকা, পড়িলে ভাঙ্গে না, অন্য জিনিষের উপর পড়িলেও সেটাও ভাঙ্গে না। খেলানাগুলি দেখিতে ঠিক পোসিলেনের খেলানার মত। শ্রীহট্ট প্রদেশে এইরূপ হইতে পারে, এরূপ উদ্ভাবনী শক্তি আছে, এমন ধারণা আমাদের ছিল না; কিন্তু প্রকাশ বাবুর বুদ্ধিচাতুর্য্যে, তাঁহার চিন্তাশীলতায় আমাদের সেই ভ্রম দূর হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত উৎসাহ অভাবে তাঁহার চিন্তা তাঁহার শিল্পচাতুর্য্য শ্রীহট্ট জিলার একটী নিভৃত নীরবে লুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পাঠকগণের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে পোঃ আঃ ছাতিয়াইন (শ্রীহট্ট) এই ঠিকানায় প্রকাশ বাবুর নিকট ঐ বিষয় পত্রাদি লিখিতে পারে।

ড্রেণ সার।

মীরাট সহরের রাস্তায় আবর্জ্জনারাশি এবং অপরিস্কৃত জল পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ড্রেণের মধ্য দিয়া সহরের প্রধান প্রধান ড্রেণে পতিত হইত। এই বড় ড্রেনগুলি সহরের নিকটবর্ত্তী কর্ষিত ভূমির নিম্নদেশ দিয়া অদূরবর্ত্তী নদীতে মিলিত হইয়াছে। এই ড্রেণের জলমিশ্রিত আবর্জ্জনার সহিত সহরের বিষ্ঠা মিশ্রিত হয় না। এই ড্রেণবাহী আবর্জ্জনারাশি যে আমাদের কোন উপকারে আসিতে পারে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত ইহা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ঐ বৎসর মীরাটের কালেক্টর, ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিষয়ক রাসায়নিক পণ্ডিতের পরামর্শে জল মিশ্রিত ড্রেণের আবর্জ্জনার ভূমির সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ফারমে প্রেরণ করেন। পরীক্ষার ফল অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ফারমের নিকটবর্ত্তী কৃষকগণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই সারের উপকারিতা উপলব্ধি করিল। সম্প্রতি এই ড্রেণবাহী আবর্জ্জনাদি মৃত্তিকায় সাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ক্যানেল হইতে ভূমিতে জল প্রদানের যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, সেই উপায়ে এই ড্রেণসারও ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮৯৭ সালে কৃষকগণ প্রতি 'লিফ্‌ট' ড্রেণ-সারের জন্য মীরাট মিউনিসিপালিটীকে ২৲ হিসাবে প্রদান করিয়াছিল। আজকাল প্রতি লিফ্‌টের দাম ৬৲ হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত। এই ড্রেণসার বিক্রয়

করিয়া মীরাট মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক ২৭০১৲ টাকা আয় হইতেছে।

এই ড্রেণসারে ভূমির উর্ব্বরতা এত বর্দ্ধিত হয় যে প্রতি বৎসর তিনটী শস্য জন্মিলেও ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয় না। ড্রেণসারপুষ্ট জমিতে আপাততঃ ভুট্টা, আলু এবং তামাক পর্য্যায়ক্রমে এই তিনটী ফসল উৎপন্ন হইতেছে। ভূমিতে অদ্যবধি সার প্রয়োগের প্রয়োজন হইতেছে না। কানপুর ফারমের সুপারিটেণ্ডেণ্ড মহোদয় এই সমস্ত জমির আলু ও তামাক দেখিয়া বড়ই সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আজকাল কৃষকেরা প্রতি বৎসর এক একর জমি চাষ করিয়া ড্রেণসার সাহায্যে ৪০০।৫০০ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে আজকাল যে জমিতে সার প্রদান করিতে ১২৲ ব্যয় হইবে, সেই জমি উপযুক্ত রূপে সারপুষ্ট করিতে ৫০ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয়িত হইত।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ডবুউ এইচ মোরল্যাণ্ড সি এস মহোদয় সাধারণের অবগতির জন্য ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য মিউনিসিপালীটীও মিরাটের দৃষ্টান্তানুকরণ করিলে অনেক উপকার হইবে।

কি প্রণালীতে এই ড্রেণসার সাধারণ কৃষকগণের ব্যবহার্য্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে মিঃ মোরল্যাণ্ড বলিয়াছেন—এই ড্রেণসার কোন পতিত জমিতে ফেলিয়া তথায় প্রথমতঃ ঘাসের চাষ করা উচিত। সেই ঘাস মিউনিসিপালিটীর বলদাদির ব্যবহার্য্য হইবে। সাধারণ কৃষক এইরূপে এই সারের উপকারিতা বুঝিতে পারিবে। যখন তাহারা এই সার গ্রহণের জন্য আসিবে, তখন কিছু দিনের জন্য তাহাদিগকে এই সার বিনামূল্যে প্রদান করিলেই চলিবে। শেষে কৃষককুলের আগ্রহবৃদ্ধির সঙ্গে ড্রেণসারের মূল্য নির্দ্ধারিত করিলেই হইবে।

REGISTERDE NO. C. 152.

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। ফাল্গুন, ১৩০৮ সাল। ১১শ সংখ্যা।

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন /০, অর্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ২৲, এক পেজ ৩৲।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, B.A., F.R.H.S.
ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৮১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষিতত্ত্ব।

আসল মূল্য ১৷৵০র স্থলে ॥৵০ মাত্র।
ডাকমাশুল /০ ভ্যালুপেবেলে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০।
(১০ খানি চিত্র সহিত ডিমাই ৮ পেজি ২৩৮ পৃষ্ঠা।)
৺ বাবু হারাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

তিনি বহুকাল স্বয়ং বিবিধ কৃষি কার্য্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কৃষিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল। কৃষিতত্বের সূচী হইতে কয়েকটী বিষয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করিতেছি, তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন এই পুস্তক কিরূপ ভূমিভেদ, ক্ষেত্রভেদ, মৃত্তিকাভেদ, সার, গোপালন, বৈশাখী চাষ, কার্ত্তিকে চাষ, বীজ বপনের নিয়ম, মই দিবার পদ্ধতি, উদ্ভিজ্জভেদ, আশু ধান্য, আমন ধান্য, বোরো ধান্য, জলি ধান্য, তিল, মসিনা, বা তিঁসি, সরিসা, রাই, অড়হর, ছোলা, ঝাবুট, কলাই, মুগ, মটর, মশুরী, খেশারী, গম, যব, ইত্যাদি, এবং ইহাদের চাষে আয় ব্যয় ও লাভালাভ।

আশা করি, এরূপ উপকারী পুস্তক কৃষিকার্য্যশিক্ষার্থী ব্যক্তিগণ নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিতে বিলম্ব করিবেন না।

জর্ম্মান এসেন্স বা গন্ধসার।

ইহা এক নূতন আবিষ্কৃত আশ্চর্য্য দ্রব্য। ইহার জমি স্পিরিট নহে, একারণে গন্ধ স্থায়ীভাবে থাকিবে। বাক্স বা সিন্দুকের ভিতর রাখিলে ক্রমে তদন্তর্গত সমুদয় দ্রব্য সুগন্ধের ফলভাগী হইবে, এবং কাপড়ে পোকা লাগিবে না। সঙ্গে রাখিলে সংক্রামক রোগীর গৃহে বা দূষিত বায়ুপূর্ণ স্থানে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না। (১) জর্ম্মান নেবু ফুলের গন্ধসার—ইহার গন্ধ অতি মিষ্ট ও স্নিগ্ধকর। থিয়েটার প্রভৃতি জনতাপূর্ণ স্থানে সঙ্গে রাখিলে ইহার সৌরভে উত্তাপ জনিত কষ্টের লাঘব হইবে। কৌটা ॥০, ডজন ৫৷৵০। (২) জর্ম্মান লোহিত গোলাপের গন্ধসার—ইহার গন্ধ অতীব সুন্দর ও সকলের মনোহারী। সুগন্ধপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রকেই আমরা ইহা কিনিতে অনুরোধ করি। কৌটা ৮০, ডজন ৮৷০। ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ ১ কৌটা হইতে ৬ কৌটায় ।০, ১২ কৌটায় ৷৵০, ভিঃ পিঃতে অতিরিক্ত ৵০ আনা লাগিবে।

কৃষিতত্ব ও গন্ধসার পাইবার ঠিকানা—
বি, কে, দাস এবং কোং,
৪ নং উইলিয়ম্‌স্‌ লেন, কলিকাতা।

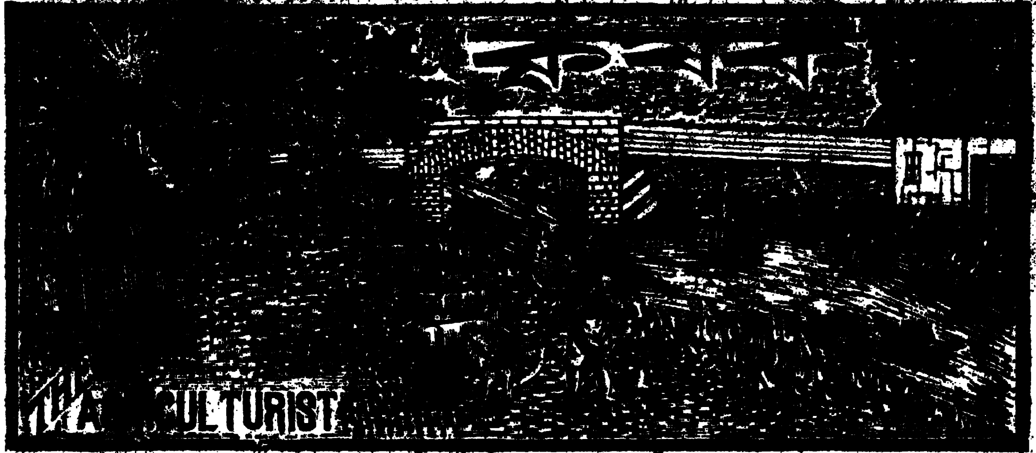
বিজয়া বটিকা
জ্বর-প্লীহা-যকৃতের
মহৌষধ
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
বিজয়া বটিকা
বি, বসু এণ্ড কোং
৭৭ হারিসন রোড কলিকাতা

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা ১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং কৌটা ৩৬	১৷৵০	।০	৵০
৩নং কৌটা ৫৪	১॥৵০	।০	১০
৪নং কৌটা ১৪৪	৪।০	।০	১০

ভ্যালুপেবেলে লইলে আর ৵০ দুই আনা অধিক লাগে। বিজয়া বটিকা নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি পুস্তক বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। জলে যেমন আগুণ নিবে, বিজয়া বটিকায় জ্বররোগ জ্বালা সেইরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ডাক্তার কবিরাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এমন বহুরোগী বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। বিজয়া বটিকার শক্তি অলৌকিক অনেক বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন,—বিজয়া বটিকার ন্যায় জ্বরঘ্ন ঔষধ আর নাই।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। ফাল্গুন, ১৩০৮ সাল। ১১শ সংখ্যা।

সূচী।

জল-সেচন-ব্যবস্থা।—বঙ্গদেশের জলসেচন-বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, বেঙ্গল-নাগপুর রেল খুলিবার নিমিত্ত মেদিনীপুর খাল, হিজলী টাইডাল খাল, এবং উড়িষ্যা খালের বড়ই ক্ষতি হইয়াছে। রেল লাইন খোলা হওয়ায় নদীয়ার নদীসমূহেও বিশেষ ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। গত বৎসর জলসেচন-বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের ৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার উপর লাভ হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

কমলা লেবু।—অষ্ট্রেলিয়ায় শ্রীহট্টের কমলা লেবু চাষের চেষ্টা হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়াবাসীগণ উদ্যোগী পুরুষ।

—০—

শিল্পপ্রদর্শনী।—আগামী বৎসর দিল্লিতে দরবার হইবে, তাহার অধিবেশন সময়ে যাহাতে তথায় একটী শিল্পপ্রদর্শনী মেলা খোলা হয়, বড় লাট বাহাদুর তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

—০—

অনাবৃষ্টি।—অনাবৃষ্টির জন্য জব্বলপুর, সাগর, নরসিংহপুর, বেতুল এবং নিমার জেলাতে বহু সেগুণ, ধাওরা, মহুয়া ও শালবৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। সেগুণ বৃক্ষই অধিক নষ্ট হইয়াছে। বনবিভাগের কর্ম্মচারীগণ শুষ্ক গাছ কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সাগর জেলাতে শতকরা ৬০টা এবং নরসিংহপুর ও বেতুল জেলাতে শতকরা ৩০ হইতে ৪০টা সেগুণগাছ নষ্ট হইয়াছে। মরণোন্মুখ বৃক্ষাদিও কাটিয়া ফেলা হইতেছে। অনাবৃষ্টিতে যে কেবল প্রজারাই সর্ব্বনাশ তা নয়; রাজারও রাজস্বের লোকসান হইয়াছে।

কৃষক—অগ্রহায়ণ ১৩০৮। মিসরী কার্পাস, কৃষিবা... ...প্রবন্ধ। ... কৃষকদিগের ... বিষয় বারান্তরে উদ্ধৃত করা যাইবে। ...

—০—

কৃষক।—আর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি; শ্রীযুক্ত মন্মথ-নাথ ... B. A. F. R. H. S. সম্পাদিত এই কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র আজ দুই বৎসরাবধি প্রকাশিত হইতেছে। The Indian Gardening Asossiasion ...হার সহিত সংশ্লিষ্ট। "কৃষকে"র ন্যায় পত্রের এদেশে যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল। মন্মথ বাবুর ন্যায় ... আর দুই একজন শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের দেশের সেবায় ব্রতী হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা আর কি সুদূর পরাহত থাকিবে?—সুধা।

—০—

নূতন তাঁত।—ঢাকা নবাবপুর নিবাসী যদুনাথ বসাক কেলকারের নূতন তাঁত আনিয়া আনিয়া ঢাকাস্থ তন্তুবায়গণ দ্বারা বস্ত্রবয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

—০—

দেশীয় কৃষি ও শিল্প।—রংপুর দিক প্রকাশে উক্ত শিরোনাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা সাধারণের পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। স্থানান্তরে উদ্ধৃত করা গেল।

—০—

কদম্ব।—কদম্ব বৃক্ষ আয়কর গাছের মধ্যে পরিগণিত। কদম্ব কাষ্ঠ আম্র কাষ্ঠ অপেক্ষা সুলভ, অথচ বিনা যত্নে বনে জঙ্গলে কদম্ব গাছ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং শীঘ্র গাছ বর্দ্ধিত হয়। ইহার কাঠে খুব সস্তায় প্যাক করিবার বাক্স তৈয়ারী হইতে পারে।

—০—

কৃষিক্ষেত্র ও জলাধার।—বোম্বাই প্রদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ লক্ষ কৃষিক্ষেত্র আছে। কিন্তু যে সরকারী কূপের সংখ্যা ২ লক্ষের অধিক নহে। অতএব একটি কূপের জলের উপর সাতটী ক্ষেত্রের জল সেচন কার্য্য নির্ভর করিতেছে। এরূপ অবস্থায় কৃষির উন্নতি হইবে কিরূপে?

—০—

এলাহাবাদে ফুলের মেলা।—গত ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে এলাহাবাদে ফুলের মেলা হইয়া গিয়াছে। মেলার অধ্যক্ষগণের উদ্যম সফল হইয়াছে। মেলার কার্য্যে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়া আগামী নবেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে চন্দ্রমল্লিকা ফুলের প্রদর্শনী খুলিবেন স্থির করিয়াছেন।

—০—

কৃষক—পৌষ ১৩০৮। এবারে কৃষকের লেখা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। প্রত্যেক প্রবন্ধেই লেখকগণের যত্ন ও বিবরণ সংগ্রহে তৃপ্তি বোধ হয়। অনেক স্থান স্থলান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই পত্রিকা খানি সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকদিগের নিকট আদৃত হইতে দেখিলে সুখী হইব।—এডুকেশন গেজেট।

—০—

অকর্ষিত ভূমি।—বোম্বাই প্রদেশস্থ কৃষিবিভাগের ইনস্পেক্টার জেনেরাল মলিসন সাহেব বলেন—জলসেচনের জন্য জলাভাবে বিগত ৪।৫ বৎসরে মহারাষ্ট্র দেশে ২ লক্ষ ৭০ হাজার বিঘা ভূমি অকর্ষিত অবস্থায় পতিত আছে। পার্ব্বত্য-ভূমির জলস্রোত সমূহ বাঁধের সহায়তায় ক্ষেত্র সিঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিলে, বোম্বাই প্রদেশের প্রায় ২১ লক্ষ বিঘা পতিত ভূমি কর্ষণোপযোগী করা যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট কি এ বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না?

—০—

শিবপুর শ্রমশিল্প বিভাগ।—শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের নূতন শ্রমশিল্প বিভাগ সম্বন্ধীয় যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত আর দুইটি নূতন নিয়ম হইয়াছে।

(১) শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া স্কুল পরিত্যাগের সময় ছাত্রদিগকে একখানি করিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। যে ছাত্র যে কোন একটি বা ততোধিক কারখানার কাজে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, সার্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

(২) যাহাদিগকে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে অথবা যাহারা শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া চলিয়া যাইবে তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে না।

—০—

অদ্ভুত মাছ।—আসামে ডিসাং মুখে এক প্রকার সিঙ্গারা মৎস্য পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে কেহ কখন উহার উদরে কোন প্রকার জীব দৃষ্টি করে নাই। সম্প্রতি উহাহর উদরে এক প্রকার জীব দৃষ্ট হয় তাহাদের আকৃতি ঠিক কূর্ম্মের ন্যায়। দুই দিকে সাতটী করিয়া চৌদ্দটী পা। ছোট ছোট সর্ষপ আকৃতি দুইটী চক্ষু। দীর্ঘে প্রস্থে এক এক ইঞ্চি লম্বা। উক্ত জীবের উদর ভেদ করিয়া দেখিলে আবার মৎস্যের ডিম্ব পাওয়া যায়।

—০—

মসিনা ও গমের চাষ।—এ বৎসর পঞ্জাব অঞ্চলে ২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ১ শত বিঘা পরিমিত ভূখণ্ডে মসিনা চাষ হইয়াছে। পূর্ব্বে ৪৬ লক্ষ ৫ হাজার ৯ শত বিঘার মসিনা চাষ হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় তাহা হয় নাই। গত ১৯০১—১৯০২ সালে পঞ্জাবে গমের চাষ ভাল হয় নাই। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ঐ অঞ্চলে ২ কোটী ৩১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৮০ বিঘা ভূমিতে গমের চাষ হয়, কিন্তু এ বৎসর ১ কোটী ৮৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫ শত বিঘা পরিমিত ভূখণ্ডে ইহার চাষ হইয়াছে। এখনও ঐ অঞ্চলে বারিপাতের নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা গমের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইবে।

—০—

বাকরগঞ্জের শস্য সংবাদ।—অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে হা অন্ন! হা অন্ন! রব উঠিয়াছে। বালাম চাউলের ভাণ্ডার বাকরগঞ্জে আজকাল যে দরে চাউল বিক্রয় হয় তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। পুরাতন চাউল প্রতি টাকায় ৬০ তোলার ওজনে ৯ সের হইতে ১০৷৷০ সের এবং নূতন চাউল ১২ হইতে ১৪ সের। মটর মসুর প্রভৃতি ডাইল এখন টাকায় ৫।৭ সের পাওয়া যায়। বৃষ্টির অভাবে এবৎসর আর খুলখকৃষি—ডাইল প্রভৃতি জন্মিবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এবার যেরূপ চলিতেছে তাহাতে অচিরে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা আকুল হইতেছি! বিধাতার মনে কি আছে কে জানে?—বিকাশ।

—০—

নারিকেলের মাখন।—আমাদের দেশ হইতে প্রতিবৎসর শুষ্ক নারিকেল ফ্রান্স ও জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। ফরাসী ও জার্ম্মানেরা ঐ নারিকেল হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাখন বাহির করিয়া থাকেন। এই মাখন গব্য দুগ্ধের মাখনের অপেক্ষা কোনও অংশে অল্প উপকারী নহে। ইহা শীতল স্থানে ৩।৪ মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ইহা খাইতে যেমন সুস্বাদু শরীরের পক্ষে তেমনই পুষ্টিকর ও লঘুপাক। জার্ম্মানীর এক একটা কলে প্রত্যহ প্রায় তিন শত মণ মাখন প্রস্তুত ও ১৲ টাকা সের দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। ফরাসীরা এই মাখনকে "ভেজিটেলাইন" ও জর্ম্মানেরা "পামির" বলে। এ দেশের কেহ কি নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিয়া দেশের ধনাগমের পথ পরিষ্কৃত করিতে পারেন না?—

—০—

মহীশুরের কৃষিবিভাগ।—মহীশুরের কৃষিবিভাগ সহজ ইংরাজী কিংবা দেশীয় ভাষায় কতকগুলি কৃষি-বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। প্রথমে রাজ্যের কৃষিরসায়নাভিজ্ঞ কর্ম্মচারী ডাক্তার এ লেম্যান শস্যকীট নাশের উপায় সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখিয়াছেন। কীটে ভারতীয় শস্যের কি পরিমাণ অনিষ্ট সাধন করে, এবং ইহার কোন প্রতিষেধক উপায় না থাকায় দেশ কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে তাহা তিনি বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

***

এই বিষয়ে মার্কিণের গভর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য লোক কিরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন তাহাও

তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের কৃষকগণের মূলধন নাই তাই তিনি সুলভ দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলেন বাজারোরে পাঁচ শিকা খরচ করিলেই আধসের পরিমাণ একরূপ সেকোবিষ পাওয়া যায়। একটী বড় চামচের এক চামচা এই বিষ এক বালতি জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল ছিটাইয়া দিলেই কীটের হস্ত হইতে শস্য রক্ষা করা যায়। তবে এই বিষ নাড়া চাড়া করা লোকের পক্ষে বিপদজনক হইতে পারে বলিয়া তিনি, সাবান মিশ্রিত গরম জল, তামাক ভিজানো জল, ও চুণের গুড়া ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

***

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে গবর্ণমেন্ট যদি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র গুলির ফলাফল, সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তক প্রকাশ করেন, এবং কৃষক গণের মধ্যে তাহা বিনামূল্যে বা অর্দ্ধমূল্যে বিতরণ করেন তাহা হইলে কৃষকের প্রকৃত উপকার করা হয়। একবার ভারতীয় কৃষিশিল্পসমিতি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষিবিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় শস্যকীট বিনাশের উপায় সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

***

সভার কোন গণ্যমান্য সভ্য আমাদিগের দেশের কৃষকগণ কৃষিবিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাশালী, সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষনীয় কিছুই নাই, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলে, আমরা তাহার প্রতিবাদ করি, ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই সারগর্ভ বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রদান করিয়া কৃষক গণের মধ্যে বিতরণের নিমিত্ত সমিতির কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি। সভাপতি বাকল্যাণ্ড মহোদয়ও আমাদের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া সমিতিকে ঐরূপ করিতে অনুরোধ করেন। আমাদিগের সংবাদপত্রে ঐ প্রবন্ধের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা উহা স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধও হইয়াছিলাম, কিন্তু উক্ত সমিতি এ বিষয়ে আর কোন উচ্চ বাচ্য করিলেন না। তাই বলি আমাদিগের কৃষির উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেন্টও প্রজা উভয়েই সমান আগ্রহশীল। এ বিষয়ে মহীশূরের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।—প্রতিবাসী।

প্রাপ্তি স্বীকার।

মহাজন-বন্ধু।—মাসিক পত্র ও সমালোচনী ১নং চিনিপটী, বড়বাজার, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ পাল দ্বারা সম্পাদিত। ডিমাই আট পেজী ৩ ফর্ম্মা ২৪ পাতা। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা। মহাজন-বন্ধু বা Merchant's Friend শিল্প বিষয়ক পত্র, তাহা নামেই প্রকাশ। ভারতবর্ষে শিল্পের উন্নতি একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। আজকাল কৃষি শিল্পের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, মন আকৃষ্ট হয় নাই। এই সময় শিল্প পত্রাদি প্রকাশ করিয়া, ধৈর্য্য সহকারে লোকের মন ফিরাইতে হইবে। এই জন্য মহাজন-বন্ধু আমাদিগের বিশেষ আদরের বস্তু। ইহার উন্নতিও বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

***

CIRCULARS OF CEYLON BOTANICAL GARDENS.—Series No. 21 Helopethis. No. 22 School, Bungalow, and Rest House Plants, and some hints on how to plant them. No. 23. Cocao canker in Ceylon. No. 24. Camphor. No. 25. Mosquites and Malarias.

***

চিকিৎসক।—সর্ব্ববিধ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। সম্পাদক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ রায়। মাঘ মাসে অষ্টম বর্ষে পতিত হইয়াছে। ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা ৪৮ পাতা। বার্ষিক মূল্য মাশুল

"কৃষকে"র সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

"কৃষক" প্রথমে ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। তখন প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইত। ছয় সাত মাস কাল অর্থাৎ ১৩০৭ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত ছয় মাসে ২৪ সংখ্যা (৩৮৪ পৃষ্ঠা) প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে মাসিক আকারে পরিণত হয়—অবশ্য গ্রাহকাভাবে। পূর্ব্বোক্ত ২৪ সংখ্যা ৩৮৪ পৃষ্ঠাই হইল—প্রথম খণ্ড "কৃষক"—মূল্য ১॥০, বাঁধাই ১৷৵০। ১৩০৮ সালে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত প্রকাশিত বার মাসে বার খানা কৃষক হইল—দ্বিতীয় খণ্ড "কৃষক"। দ্বিতীয় খণ্ড "কৃষক" উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপান—প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—মূল্য ২৲। তৎপরে বৈশাখ ১৩০৯ হইতে ৩য় খণ্ড আরম্ভ। "কৃষক" প্রথম খণ্ডে কৃষি-কথা ব্যতীত সাধারণ সংবাদ ও প্রবন্ধাদি আছে। ২য় খণ্ডের ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রণালীতে চলিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম সংখ্যা হইতে কেবল কৃষি ও শিল্পাদি বিষয়ক কথা ভিন্ন সাধারণ সংবাদাদি কিছুই নাই। এক্ষণে বরাবরই এই নিয়মে চলিবে।

"কৃষকে" কোন্ কোন্ মহোদয় ব্যক্তিগণের লেখা প্রকাশিত হয়—তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় F. L. S.
শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় M. A., M. R. A. C. &c.
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে F. R. H. S.
পণ্ডিত অক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন।
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র B. A., F. R. H. S.
প্রভৃতি।

পূর্ব্বোক্ত লেখকগণের লেখা ব্যতীত "কৃষকে" গবর্ণমেণ্টের কৃষি পরীক্ষার বিবরণ প্রায়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং অন্যান্য কৃষিকার্য্যানুরত ব্যক্তিবর্গের প্রবন্ধাদি "কৃষকে" প্রকাশিত হয়। কৃষিবিষয়ে পরস্পরের অভিজ্ঞতা "কৃষক" সাহায্যে সাধারণে বিদিত করিয়া কৃষিবিষয়ে জ্ঞানোন্নতিকরণই—"কৃষক" প্রচারের উদ্দেশ্য।—অতএব কৃষি-অনুরাগী ব্যক্তি-মাত্রেই ইহার গ্রাহক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩য় খণ্ড

কৃষকে'র উপহার

বিশেষ সুবিধা! বিশেষ সুবিধা!

কেবলমাত্র একমাস কাল।

"কৃষকে"র প্রচারে বাহুল্য আশায় আমরা "কৃষকে"র সহিত এবারও কৃষিকার্য্যানুরত ব্যক্তিবর্গের উপযোগী সবজী বীজ উপহার প্রদান করিতে উদ্যত হইলাম। আশা করি, অনেকেই স্বয়ং এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে "কৃষকে"র গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

উপহারের বিবরণ।

আগামী চৈত্র (১৩০৮) মাসের সংক্রান্তির মধ্যে যাঁহারা "কৃষকে"র ৩য় খণ্ডের মূল্য ২৲ (যে সকল পুরাতন গ্রাহক ১৩০৯ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত মূল্য দিয়াছেন—তাঁহাদিগের পক্ষে ১৲) ও উপহারের বীজের দরুণ ১৲ এবং বীজ পাঠাইবার মাশুল ও প্যাকিং ।০—সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৩।০ (অথবা ২।০) মণি-অর্ডারযোগে পাঠাইবেন অথবা আমাদিগের আফিসে জমা দিয়া যাইবেন, তাঁহারা তৃতীয় খণ্ড "কৃষক" অর্থাৎ ১৩০৯ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বার মাসের বারখানি "কৃষক" মাসে মাসে পাইবেন; এবং নিম্নলিখিত ৩৲ টাকা মূল্যের বীজ বিনামূল্যে পাইবেন।

যে সকল নূতন গ্রাহক "কৃষকে"র প্রথম খণ্ড (যাহা ২৪ সংখ্যায় ৩৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে) হইতে গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক—তাঁহাদিগকে উক্ত প্রথম খণ্ডের জন্য ১॥০, (বাঁধাই লইলে ১৷৵০) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য ২৲ অতিরিক্ত পাঠাইতে হইবে—অর্থাৎ সর্ব্বমোট ৬॥০ অথবা প্রথম খণ্ড বাঁধাই লইলে ৬৸০—মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইবে।

ভিঃ পিঃ "কৃষক"।

এবার আমরা "কৃষক" ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যা—(১৩০৯ সালের বৈশাখ মাসের) ভিঃ পিঃ পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। ইহাতে আমাদিগের অসুবিধা হইলেও গ্রাহকগণের বিশেষ সুবিধা হইল।

পুরাতন গ্রাহকগণের প্রতি।

যে সকল পুরাতন গ্রাহকগণ উপহার লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ত্বরায় পত্র লিখুন। আর ৩য় খণ্ড হইতে "কৃষকে"র গ্রাহক না থাকিতে ইচ্ছা করেন—এরূপ গ্রাহকগণও ত্বরায় পত্র লিখুন। কারণ, বৈশাখের সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া সমস্ত গ্রাহকগণের নিকট হইতে কেবল তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ মূল্য অথবা উপহারের টাকা সমেত মূল্য আদায় করিব।

উপহারের বীজ।—

১ দফা—ছয় সের বেগুন।—গত শীতকালে এই বেগুনের বীজ হইতে গাছ প্রস্তুত করিয়া জনৈক ব্যক্তি ৪॥॰ সের অবধি বেগুন উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্রখানি পাঠ করুন:—এই বেগুন খাইতে সুস্বাদবিশিষ্ট।

* * * *

মহাশয়,

আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাদের ফারম হইতে অনেক রকম বীজ ও কলম ইত্যাদি আনিয়াছি এবং সকলগুলিতেই উত্তম ফল পাইয়াছি। উহাতে যে সকল বেগুন হইতেছে, তাহাও প্রত্যেকটাই প্রায় ওজনে ৴৪ সের ও ৴৪॥ সের করিয়া হইতেছে। শ্রীরজনীকান্ত বিশ্বাস। দশঘরা, হুগলী।

এই বেগুনের বীজ ১ প্যাকেট ।॰

২ দফা—চীনের মূলা—বৃহৎ টকটকে লাল গোল।—মূলার উজ্জ্বল লাল রং দেখিলে নয়নমন পরিতৃপ্ত ও মোহিত হয়। খাইতেও সুস্বাদু।

১ প্যাকেট ।॰

আমাদিগের বীজ হইতে চীনের মূলা উৎপন্ন করিয়া অনেক ব্যক্তি প্রশংসাসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

৩ দফা—চিরস্থায়ী কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ

৭॥॰ তোলা ৸॰

(বীজ হইতে বেড়া প্রস্তুত প্রণালী বীজের সহিত দেওয়া যাইবে। ৭॥ তোলা বীজ দুই লাইন করিয়া পুতিলে প্রায় ১৫০ ফুট লম্বা বেড়া হইবে।

এই বীজ হইতে উৎপন্ন গাছ অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং এক বৎসরের মধ্যে ঘন, দুর্ভেদ্য বেড়ায় পরিণত হয়। অন্য কোন চিরস্থায়ী কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ হইতে এত অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য বেড়া উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না।

বেড়া চিরস্থায়ী, কাঁটাযুক্ত এবং জন্তু মাত্রেরই পক্ষে দুর্ভেদ্য। গাছ না ছাঁটিয়া দিলে খুব বড় হয় এবং দেশের জল বায়ু অনায়াসেই সহ্য করিতে পারে।)

একখানি প্রশংসা পত্র পাঠ করুন:—

SIR,

Last year I purchased from you One Rupee w rth of your hedge seeds. I am glad to let you know that the seeds were excellent. They all grew and this year the plants have grown to 6 ft in height.

Yours faithfully,
C. S. Gupta.
Panchthupi, Via Sainthia, E.I.R.

মর্ম্মানুবাদ—

মহাশয়,

গত বৎসর আপনাদের নিকট হইতে আপনাদের বেড়ার বীজ ১৲ টাকার ক্রয় করিয়াছিলাম। আমি আপনাকে সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে বীজগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ছিল। উৎপন্ন গাছ এই বৎসরে (এক বৎসরের মধ্যে) ছয় ফুট উচ্চ হইয়াছে। আপনার বিশ্বাসভাজন—সি, এস, গুপ্ত। পাঁচথুপী ভায়া সৈন্থিয়া, ই, আই, আর।

৪ দফা—খুব বড় জাতীয় বাঁধাকপি ১ প্যাকেট ।০

(অনেক আসামবাসী এই জাতীয় বীজ হইতে অৰ্দ্ধমণ কপি উৎপন্ন করিয়াছিলেন।)

৫ দফা—বড় জাতীয় ফুলকপি ১ প্যাকেট ।০

৬ দফা—ওলকপি বড় ১ প্যাকেট ।০

৭ দফা—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তরমুজ—ইহা কখন কখন প্রায় দুই মণ পর্য্যন্ত ভারি হয় ।০

৮ দফা—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিলাতী কদু। ইহা ওজনে ২॥০ মণ পর্য্যন্ত হইতে পারে ।০

৯ দফা—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টমাটো বা বিলাতী বেগুন ।০

১০ দফা—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বীট ।০

মোট ৩৲
প্যাকিং মাশুল ।০

৩।০

এমন সুবিধা আর হইবে না।

তিন টাকায় (ও মাশুলাদি ।০) এই বার দফা বীজ পাইবেন এবং এক বৎসর "কৃষক" পত্র পাইবেন, এমন সুবিধা আর হইবে না!

বীজের বিতরণ আরম্ভ।

বীজ সকল শ্রাবণের শেষে অথবা ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহ হইতে বিলি আরম্ভ হইবে। যাহার টাকা অগ্রে জমা হইবে, তিনি অগ্রে বীজ পাইবেন। কারণ রেজেষ্টারীর ক্রমিক নম্বর অনুসারে বীজ বিতরিত হইবে।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।—

ম্যানেজার, "কৃষক" অফিস।
১৮১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মেওরেস

আমাদের বিশ্ববিখ্যাত মেওরেস স্নায়ু ও মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্য, মেহ, ধাতুতারল্য, স্বপ্নদোষ, পুরুষত্বহানি, শুক্রতারল্য, রতিশক্তিহানি, অতিরিক্ত প্রস্রাব বা প্রস্রাবকালে জ্বালা ও তৎসহ বিকৃত বীর্য্যপতন, স্মৃতি ও মেধা হানি, শিরোরোগ, মানসিক অবসাদ ও স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি যৌবন সুলভ যাবতীয় শুক্ররোগ ও তদানুসঙ্গিক সহস্রাধিক উৎকট উপসর্গের সর্ব্বজন পরিচিত এবং প্রশংসিত একমাত্র অমোঘ মহৌষধ। মেওরেস সহজসেব্য ও মুখপ্রিয়, সুন্দর ও শক্তিশালী এবং দূষিত দ্রব্যের লেশ মাত্র বর্জ্জিত। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা মাত্র। ভিঃপিঃ ডাকে লইলে, তিন শিশি পর্য্যন্ত আট আনা মাশুলে যাইতে পারে।

চিকিৎসকের অভিমত।

কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের সেক্রেটারী, বিবিধ চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণেতা ডাঃ আর, চি, কর, এল, আর, সি, পি, (লণ্ডন) মহোদয় বলেনঃ—"মেওরেস স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যে ও প্রমেহ রোগে বিশেষ উপকারক হইবে।"

কলিকাতার বিখ্যাত ডাঃ ইউ, ব্যানার্জ্জী, এল, আর, সি, পি, (লণ্ডন) এম, আর, সি, এস, (এডিন) মহোদয় বলেনঃ—"বিখ্যাত মেওরেস ঔষধ দ্বারা মূত্রযন্ত্রের বিবিধ কঠিন রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাঃ এস, এ, হোসেন, এম, ডি, সি, এস, এল, সি, (লণ্ডন) মহোদয় বলেনঃ—"মেহ প্রভৃতি রোগে মেওরেস আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে।"

কলিকাতা মির্জ্জাপুরের ডাঃ জে, স্যাণ্ডাল, এম,ডি, মহোদয় বলেনঃ—"মেওরেস শুক্রদৌর্ব্বল্য রোগের চমৎকার ঔষধ। ইহাতে কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই।"

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ এম, এন, ব্যানার্জ্জী,এম, ডি, মহোদয় বলেনঃ—"মেওরেসের তুল্য ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। অল্প কাল ব্যবহারেই মেহ রোগ দূর হয়।"

সতর্কী করণ।



মেওরেস ঔষধ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। তথাপি কোন কোন দুষ্ট লোকে অন্য নামের প্রভেদ রাখিয়া ইহার নকল করিতেছে।

মহৌষধ পাইবার একমাত্র ঠিকানা—

পি, জি, মুখার্জ্জি,

ম্যানেজার,

ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস। রাণাঘাট। বেঙ্গল।

জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সুলভ পারিবারিক ঔষধ

"নেচার্স হেল্‌থ রেষ্টোরার"

নর্থ অ্যামেরিকার

ওয়াশিংটন নগরে প্রস্তুত। ইহা অপেক্ষা আশু এবং স্থায়ী ঔষধ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। দূষিত রক্ত, যকৃতের বিকৃত ক্রিয়া এবং তজ্জন্য কিড্‌নীর ক্রিয়া বিকারই সমস্ত পীড়ার মূল। ইহা দ্বারা রক্ত, যকৃত এবং মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনীত হইয়া অচিরাৎ শরীর বলবান সুস্থ এবং হৃষ্টপুষ্ট হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, পারাদোষ, শিরঃপীড়া, ডিস্‌পেপসীয়া বা বদহজম, বক্ষঃস্পন্দন, সিক্‌হেডেক বা পিত্তপ্রধানতা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গে ইহা অতিশয় উপকারী। কেবল গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত কোন খনিজ পদার্থ ইহাতে নাই, সম্পূর্ণ নিরাপদ, ঔষধের প্রিস্‌ক্রিপ্‌সন প্রকাশ করা আছে। চিকিৎসক মাত্রকেই বলিতে হইবে যে ইহা বাস্তবকিই উপকারী মহৌষধ, ইহা অপেক্ষা সুলভ ঔষধ আর নাই। ২০০ মাত্রা ঔষধ মূল্য ৪॥০ ছোট বাক্স ২ মাসের জন্য ২৲ এক মাসের উপযোগী ঔষধ ৮০, ৫ দিনের নমুনা বিনামূল্যে। ভিঃপিঃ খরচা লাগিবে না। সমস্ত ঔষধই অ্যামেরিকা হইতে প্যাক হইয়া আইসে।

এস, পি চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স,—বাঙ্গালা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যার একমাত্র এজেন্টস্। হেড্‌ডিপো—গলসী জেলা বর্দ্ধমান, গলসী পোঃ, ই-আই-আর।

প্রথম **কৃষক।** খণ্ড

২৪ সংখ্যায়—৩৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

কৃষি বিষয়ক অনেক আবশ্যকীয় প্রবন্ধ, সংবাদ ও চাষাবাদের কথা আছে।

মূল্য মায় মাশুল ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

উৎকৃষ্ট বাঁধাই ১৸০ সাত সিকা।

সমেত ২, অসমর্থ পক্ষে ১০। মনুষ্য জীবনে স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টাই প্রথম উদ্দেশ্য। অতএব স্বাস্থ্যতত্ত্ব-কথা সম্বলিত 'চিকিৎসক' সকলের নিকট আদৃত হইবার বস্তু। পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার কবিরাজের শিক্ষার বিষয় ইহাতে আছে। তাঁহারা সকলে গ্রাহক হইয়া এই পত্রের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিবেন—এরূপ আশা আমরা করিতে পারি। এই পত্র ১৯।১ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানা হইতে প্রকাশিত হয়।—ক্রমশঃ।

কলিকাতা ফুলের মেলা।

গত ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শুক্রবারে ও শনিবারে এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া প্রবর্ত্তিত ফুল ও সবজী প্রদর্শনী গড়ের মাঠে মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গত চারি বৎসর এই মেলা ময়দানে বসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত সোসাইটির আলিপুর উদ্যানে এই মেলা দেখান হইত। উক্ত সোসাইটি এই মেলার কার্য্যে পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছেন। এক্ষণে পুষ্প ও কৃষি প্রদর্শনীর মধ্যে ইহা একমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে সাত-পুকুরের বাগানে বাবু হেমচন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে ও ব্যয়ে আর একটি ফুলের মেলা হইত, তাহা আমাদিগের পাঠকগণ বোধ হয়, জানেন। উক্ত মেলা এক্ষণে হেম বাবুর মধুপুরের বাগানে হইয়া থাকে।

অত্র মেলায় প্রদর্শিত ফুল, সবজী ও গাছ সকল বেশ সুদৃশ্য, মনোহর ও উৎকৃষ্ট ছিল। ফলের এ সময় নহে, সুতরাং প্রদর্শিত ফল উৎকৃষ্ট ছিল না। কেবল কয়েকটি খুব বড় পেঁপে দেখা গিয়াছিল। এই মেলার কার্য্য অতিশয় সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরস্কারের প্রদানের বিচারকগণ ন্যায়বিচার পূর্ব্বক প্রদর্শকদিগকে প্রাইজ দিয়া থাকেন।

মেলার মধ্যে একটি পাতাবাহার গাছের গ্রুপ অতিশয় সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শকই first prize বা Viceroy দত্ত মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গ্রুপের মধ্যে কতকগুলি নূতন ও দুষ্প্রাপ্য গাছ ছিল। যে সকল special prize এর নিমিত্ত গাছপালাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল—তাহার বিশেষ বিবরণ নিম্নে দেখুন। পুরস্কৃত প্রদর্শকদিগের নামও ঐ সঙ্গে দেখিতে পাইবেন।

শুনিতে পাই, উক্ত সোসাইটির যাঁহারা সভ্য শ্রেণীভুক্ত আছেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রতি বৎসর গাছপালা প্রদর্শন করিয়া মেলায় যোগদান করেন না। মেলার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া উৎসাহিত করেন না। সাহেব মহোদয়গণও অতি অল্প সংখ্যায় এই মেলার দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯ জন প্রদর্শকের উপস্থিত হইবার কথা ছিল। এই ৪৯ জনের মধ্যে ৩৮ জন দেশীয় লোক। এ দেশের সাহেবগণের এরূপ বীতরাগের কারণ কি? সোসাইটির কলিকাতায় ১০০ জন সভ্যের মধ্যে চারিজন মাত্র প্রদর্শক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তিনজন নাম তুলিয়া লইয়াছিলেন। সোসাইটির সভ্যের মধ্যে একতা নাই।

আরোও দেখা যায়—কোন নর্সরী উক্ত মেলায় গাছ পালা পাঠান না। নর্সরী ব্যবসায়ীগণ যেন পরস্পর পরস্পরের উপর হিংসাপরায়ণ। মেলায় দ্রব্যাদি প্রদর্শিত করিয়া পুরস্কারের লাভে অপর নর্সরী ব্যবসায়ীর নিকট পরাজিত হইলে, যেন অন্যের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িবে—এই ভয়েই যেন মেলায় দ্রব্যাদি পাঠান না। Victoria Nursery, Empress Nursery, Cossipore Nursery, এই তিনটি সর্ব্বপ্রধান নর্সরীর কর্ত্তাগণ উক্ত মেলায় কয়েক বৎসর হইল গাছপালাদি পাঠান না। তাঁহারা স্বাস্থ্য

পালার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও কেন যে গাছপালার প্রদর্শনীতে গাছ পালা পাঠান না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা পরস্পরের প্রতি রেষারেষী ভাব ভিন্ন অন্য কোন কারণ অনুভব করিতে পারি না। যদি নর্শরী ব্যবসায়ী, সোসাইটির মেম্বার, সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণ, এই মেলায় দ্রব্যাদি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে মেলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে—তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা বলিতে পারি না—এই মেলাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার নিমিত্ত মেলার অধ্যক্ষগণ কোন কিছু চেষ্টা চরিত্র করিয়া থাকেন কি না? আমাদিগের মতে এতদুদ্দেশ্যে প্রতিবৎসরই বিশেষরূপ চেষ্টা ও যত্ন করা উচিত। যখন সাহেবগণ এই মেলার অধ্যক্ষ, তাঁহারা মনে করিলেই অনায়াসে তাঁহাদের আহ্বানে অনেককেই মেলায় গাছপালা পাঠাইতে সম্মত করিতে পারেন। এরূপ করা কি উচিত নহে? এইরূপ চেষ্টাতেও Special Prize এর সংখ্যাও তাঁহারা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারেন।

কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী। অত্র স্থাপিত কৃষি ও পুষ্প প্রদর্শনী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুরস্কারের তালিকা।

Special Prizes.

A tastefully arranged group of well grown plants, either annuals, or perennials, or both, first prize, a silver medal presented by His Excellency the Viceroy: Babu Duli Chand; second prize, a silver medal presented by the Council of the Society, Mr. A. Apcar.

The best collection of specimen plants, foliage, or flowering, or both, of any number of kinds, first prize, the Grant silver medal: Kristo Maiti; second prize, a silver medal presented by Mr. A. A. Apcar, Sreemantha Mohapatra.

The best collection of well-grown palms, not less than 11 dissimilar kinds, first prize, Rs. 25 presented by the Society: Babu Duli Chand; second prize, a silver medal presented by Raja Ashutosh Nath Roy, Mrs. J. H. Lewis.

The best collection of Dracænas, not less than 19 choice dissimilar kinds, first prize, a silver medal presented by Mr. Lalit Mohun Sinha Raya: Mr. A. Apcar; second prize, a silver medal presented by Mr. D. M. Cussoobhoy, Sreemantha Mohapatra.

The best collection of well-grown Crotons, not less than 18 dissimilar kinds, first prize, a silver medal presented by Rai Hariram Geonka Bahadur: Sadarnandun. Second prize not awarded.

The best collection of Orchids in in flower, not less than 18 dissimilar kinds, first prize, Rs. 25 presented by the Society: Babu Duli Chand; second prize, a silver medal presented by Mr. A. K. Basu, F. R. H. S., Babu Joy Gobind Law.

The best collection of well grown Ferns, first prize, Rs. 25 presented by the Society; Sreemantha Mohapatra; second prize, a silver medal presented by Mr. Bhajanlal Lohia, Kristo Dass Seal.

The best collection of six Ferns, six varieties, true to name, first prize, a copy of INDIAN GARDENING AND PLANTING for one year, or Rs. 10, presented by the Proprietor: Indian Gardening Association; second prize, a silver medal presented by Mr. Ganeshamdass Goenka, Ram Chunder Pal.

The best collection of Adiantums, true to name (amateurs only), first prize, a silver medal presented by Mr. A. A. Apcar: Babu Duli Chand; second prize, a silver medal presented by Mr. Anandram Shroff, Sreemantha Mohapatra.

The best decorated table for six persons, first prize, Rs. 25 presented by Raja Peary Mohun Mukerjee, C. S. I.: Mrs. J. H. Lewis; second prize, a silver medal presented by Mr. Hardatrai Chamria, Mrs. Boyd.

The best collection of cut-roses and flowers (amateurs only), first prize, Rs. 32 presented by Maharaja Bahadur Sir Jotendro Mohun Tagore K. C. S. I.: Kristo Dass Seal; second prize, a silver medal presented by Mr. Anandram Goenka, Chooni Lall Bannerjee.

The best collection of cut-roses grown in Lower Bengal (amateurs only), first prize, Rs. 20 presented by Rai Prosonno Coomar Banerjee, Bahadur: Chooni Lall Banerjee; second prize, a silver medal presented by Mr. Kedarnath Goenka, Sreemantha Mohapatra.

The best collection of 12 cut-roses, 12 varieties, true to name, first prize, a vase presented by the Proprietor, INDIAN GARDENING AND PLANTING, Kristo Mali; second prize, Rs. 16 presented by Babu Joy Gobind Law, C. I. E., Chooni Lall Banerjee.

The best collection of cut-tea roses, a silver medal presented by Khan Bahadur Mirza Shujat Ali Beg: Chooni Lall Banerjee.

The best collection of cut-hybird perpetual roses, a silver medal presented by the Society: Chooni Lall Banerjee.

The best piece of carpet-bedding with cut-roses, first prize, Rs. 50 presented by H. H. the Nawab Begum of Murshidabad, C. I.: Kristo Mali; second prize, Rs. 25 presented by the Manager, Burdwan Raj, Bissonath Dass.

The best collection of cut-annuals, first prize, a copy of INDIAN GARDENING AND PLANTING for one year, presented by the Proprietor: Gobind Mali: second prize, a silver medal presented by Mr. A. A. Apcar, Kristo Maiti.

The best collection of bulbous or tuberous plants in flower, first prize, a silver medal presented by Raja Ashutosh Nath Roy: Preo Kristo Biswas; second prize, a silver medal presented by Mr. P. Lancaster, Sreemantha Mohapatra.

The best collection of well-grown Cacti (amateurs only), Rs. 16 presented by Mr. Aukshoy Coomar Ghose: Sreemantha Mohapatra.

(IN THE QUADRANGLE.)

The best collection of Roses in flower, growing plants in pots, first prize, a silver vase presented by H. H. the Lieutenant-Governor of Bengal: Kristo Maiti; second prize, a silver medal pre-

sented by Dr. Kailash Chunder Basu, Rai Bahadur, C. I. E., Haridass Hadla.

The best collection of tea-roses in flower growing plants in pots, first prize, a silver medal presented by the Society: no award; second prize, a silver medal presented by Mr. Mooralidhar Goenka, Essun Mali.

The best collection of hybrid prepetual roses in flower, growing plants in pots, first prize, a silver medal presented by the Society: Gobind Mali: second prize, a silver medal presented by Sewcorndass Goenka, Kristo Maiti.

The best collection of Asters, raised from Sutton's seeds by the exhibitors, presented by Messrs. Sutton and Sons, Reading, Seedsmen by Royal Warrant to His Majesty the King-Emperor and by Special Warrant to H. R. H. the Prince of Wales: first prize, Rs. 10, Panchu; second prize, Rs. 8, Sreemantha Mohapatra; third prize, Rs. 6. Miss Cruickshank; fourth prize, Rs. 4. Gobind Mali.

The best collection of Asters, raised from Carter's seeds by the exhibitors, presented by Messrs, J. Carter and Co., London, Seedsmen by Royal Warrant to His Majesty the King-Emperor and by Special Warrant to H. R. H. the Prince of Wales, Seedsmen to the Government of India: first prize, Rs. 12, Sreemantha Mohapatra: second prize, Rs. 10, Kristo Maiti; third prize, Rs. 8, Wahid Bux.

The best collection of annuals, bulbous or herbaceous plants in flower, all specimens to have been grown by the exhibitor, first prize, a vase psesented by H. H. the Maharaja Bahadur of Cooch Behar, G. C. I. E., C. B.: Kristo Maiti; second prize, Rs. 25 presented by the Society, Sreemantha Mohapatra.

The best collection of annuals, not less than 50 pots, all specimens to have been raised by the exhibitor from Carter's seeds, presented by Messrs. J. Carter and Co., London: first prize, Rs. 32, Gobind Mali; second prize, Rs 15, Wahid Bux.

Consolation Prize.—For the best collection of well-grown plants, annuals or perennials, a silver medal presented by Babu Hemchunder Mitter: H. H. the Maharaja of Cooch Behar.

দেশীয় কৃষি ও শিল্প।

এ দেশের মৃত্তিকা যেরূপ উর্ব্বর এবং এদেশবাসী লোক যেরূপ শ্রমশীল, তাহাতে একটু যত্ন ও চেষ্টা করিলে, ভারত হইতে কি উৎপন্ন হইতে না পারে? দুঃখের বিষয়, আমাদের উপর জগদীশ্বরের অপার কৃপা সত্ত্বেও আমরা নিজ আলস্য ও জড়তা-দোষে দিন দিন অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি। আমাদের একতা নাই, অধ্যবসায় নাই, আত্মোন্নতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, কোন বিষয় শিখিব বা শিখিয়া দেশের অভাব মোচন করিব, সে চেষ্টা নাই; কষ্ট স্বীকার এবং ত্যাগস্বীকার নাই; সুতরাং আমাদের আপন দোষে সব মাটী হইতে চলিল। দেশে এত উৎপন্ন হইতেছে, তথাপি অভাব আর কিছুতেই যাইতেছে না, বরং দারিদ্র্য সকল শ্রেণীর

উপরেই ঘোরতরভাবে ক্রমে একাধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই ভয় হইতেছে, শিক্ষা-স্রোত দেশে যতই প্রবল বেগে চলুক, উপাধি-ধারী উচ্চ-শিক্ষিতের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হউক, পাছে এক মুষ্টি অন্নের জন্যও বা এদেশের সাধারণকে লালায়িত হইতে হয়। কোন্ বুদ্ধিমান্ দূরদর্শী ব্যক্তি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে বুঝিতে না পারিবেন যে, আধুনিক অবস্থা ভারতের পক্ষে বড় সুঅবস্থা নয়? যে অবস্থায় ইদানীং আমাদের দেশবাসী আপামর সাধারণ জড়িত হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ ও কালক্ষেপণ করিতেছে, সে অবস্থা যে অতীব শোচনীয় ও সঙ্কটপূর্ণ, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশের লোকের শিক্ষা শিক্ষা বলিয়া,—চাকুরী চাকুরী বলিয়া আজকাল কি একটা অনুরাগ ও আগ্রহ বাড়িয়াছে, যে, কেহই আর দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতিকর বিষয়ের উপর দৃষ্টি করিবার অবসর পাইতেছে না। শিক্ষা শিক্ষা চাকুরী চাকুরী এই দুই তান আমাদের সার বস্তু;—উন্নতির সোপান সমূহ বিনাশ করিতে চলিল! আমরা বাল্যকাল হইতে যত্ন, অধ্যবসায়, শ্রমস্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়া শিক্ষ-প্রভাবে নানা বিষয়ে এত যে অভিজ্ঞতালাভ করিলাম; কৈ, তাহার পরিণাম উন্নতিফল কি হইল? কেবল দেখিতেছি, এক চাকুরী অর্থাৎ প্রভুর পদ-সেবা; কিন্তু তাহাতেও যে উদরান্ন যোটে না, তাহার কি?

বৎসরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিতালিকায় সহস্র সহস্র বি, এ; এম, এ; র নাম দেখা যাইতেছে। যদি এত দ্রুতগতিতে প্রতি বৎসর দেশের আচণ্ডাল সমস্ত জাতি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষিত, নামে গণ্য হয়, তবে কেই বা কোথায় এত লোকের জীবিকার সংস্থান করিয়া দিবে? দেখিতেছি, যে গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিয়া দেশের লোককে জ্ঞানী ও মানী করিয়া তুলিতেছেন, সেই উদার গবর্ণমেণ্ট পরিশেষে স্বয়ং চেষ্টা করিয়াও ইহাদের অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে পারিবেন কিনা, ইহাদের মান-মর্য্যাদা ও শিক্ষা-গৌরব বজায় রাখিতে সক্ষম হইবেন কিনা, তৎপক্ষেও আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ জন্মিয়াছে। অন্যপথ অবলম্বন ভিন্ন এক চাকুরীতে কোনও দেশের কোনও উন্নতি হয় নাই, সুতরাং আমাদেরও যে তদুপরি নির্ভর করিয়া কিছুই হইবে না, ইহা আমরা সকলেই সুন্দর বুঝিতে পারিতেছি। তথাপি আমাদের কি একটা স্বভাবদোষে ঘটিয়াছে যে, সেই অন্তঃসারশূন্য চাকুরীকেই আমরা অতি প্রাণের বস্তু জানিয়া অনুদিন তজ্জন্য লালায়িত হইতেছি। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—যাহা অতি স্বাধীন কার্য্য এবং ব্যবসায়, যাহাতে লিপ্ত থাকিলে, সহজে সুন্দর ধনাগম হইতে পারে, দেশবাসী তৎপক্ষে সম্যক্ উদাসীন। সত্য বটে, যত্ন করিলে, ভারতের উর্ব্বর মৃত্তিকা হইতে রত্ন ফলিতে পারে; কিন্তু সে যত্ন—সে চেষ্টা করে কে? ধনাঢ্যদিগের উৎসাহদান নাই, শিক্ষিত দলের মনোযোগ নাই, চাষার সাহায্যকারী কেহ নাই। অধিক কি, যাঁহারা ভদ্রাখ্যাধারী, তাঁহারা স্বহস্তে হলচালন তো অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া করিবেনই না, প্রত্যুত চাষ-কার্য্যের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিতে এবং চাষার পাছে পাছে ঘুরিতেও এই সম্প্রদায় নিতান্ত ক্লিষ্ট ও বিরক্ত হন। এ অবস্থায়, ভারতে কৃষির ক্রমিক উন্নতির আশা কোথায়? মান্ধাতার আমল হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে, একমাত্র শ্রমজীবি কৃষকের যত্ন—চেষ্টায় অদ্যাপি তাহাই চলিতেছে এবং তাহাতেই কৃষির যাহা কিছু উন্নতি। ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে সমাজের প্রয়োজনীয় এবং হিতকর বিষয়ে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সমান অনুরাগ ও যত্ন রহিয়াছে, এক এক কার্য্যে কত স্থানে কত মূলধন খাটিতেছে, কত প্রকার উৎসাহ ও সাহায্য-দান নিত্য কত বিষয়ে চলিতেছে। তাই

আজ ইউরোপ এতদূর সমৃদ্ধিসম্পন্ন। আমাদের দেশে বলিতে কি, তাহার কি আছে? আমরা খাই, পরি, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় পড়িয়া থাকি; ইহা ভিন্ন আমাদের কোন কাজ দেখি না।

স্বদেশজাত শিল্পে আমরা অধুনা সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের দেশের কোন শিল্পজাত দ্রব্যই আর আমাদের তৃপ্তিকর বোধ হয় না; বিলাতী জিনিস—এমন কি, সামান্য একটি দেশলাই পর্য্যন্ত আমরা বিদেশী বণিকের নিকট হইতে টাকা দিয়া কিনিব, তথাপি স্বদেশের জিনিস ক্রয়, কি তাহা স্বদেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিব না, এই আমাদের দৃঢ় পণ হইয়াছে। ইহাতে দেশের অর্থ দেশে থাকিবে কিরূপে? এবং দেশীয় শিল্পে আগ্রহ ও অনুরাগই বা জন্মিবে কাহার? এদেশের কার্পাস-নির্ম্মিত পরিপাটী সূক্ষ্ম সূত্র বস্ত্র, এদেশের রেশমনির্ম্মিত কারুকার্য্য-সমন্বিত ধুতি চাদর, রুমাল ও সাটী, ভারতের নানাবিধ কাশ্মিরী শাল, যাহা বিদেশে বড় বড় লোকের নিকট সম্যক্ আদৃত ও মহাগৌরবের সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত ছিল—কাল-মাহাত্ম্যে ভারতে সে গুলি উপেক্ষিত। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি কিছু আছে? প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, কেবলমাত্র বিদেশজাত শিল্প-দ্রব্যের অনুরাগেই দেশবাসীশিল্পী ও শিল্পজাত বস্তুর অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় হইতে চলিল, আমরাও ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িলাম। আমরা এটি বুঝিয়াও বুঝিতেছি না, যে, অদ্য আমরা যে ভাবে আছি, কল্য বিদেশীয় বাণিজ্য হঠাৎ বন্ধ হইলে, আমাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে হয়। তো একদিন একটি সামান্য সূচের জন্যও আমাদিগকে লালায়িত হইতে হইবে।

যাহা হউক, দেশের ইদানীন্তন ভাব বড়ই বিপজ্জনক; এ ভাবে দিন যাপন করিলে, আমরা অচিরাৎ বিনষ্ট হইব; আমাদের আশু সুখ অতি দুঃখের কারণ হইবে সন্দেহ নাই; অতএব অবিলম্বে আমাদের মতি, গতি ও রুচির পরিবর্ত্তন করা উচিত। এই স্বেচ্ছাচারিতার ও অপরিণামদর্শিতার সময়ে একটু সুলক্ষণ দেখিয়া আমরা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়াছি। আনন্দের কারণ, সম্প্রতি দেশের দুর্দশা ও অভাব দর্শনে কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীস্থ শিক্ষিত ধনাঢ্য লোকের বিদেশজাত শিল্পদ্রব্যের ও বস্ত্রাদির উপর বিরাগ ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; তাঁহারা বলি-তেছেন, বিদেশী দ্রব্যজাত আগ্রহাতিশয় সহকারে ক্রয় করিলে, স্বদেশীয় শিল্পী ও শিল্পজাত পদার্থ নিচয়ের মস্তকে কুঠারাঘাত করা হইবে; ইহা ভারতের সর্ব্বনাশের হেতু; সুতরাং তাঁহারা অর্থব্যয় করিয়া দেশী কৃষিজাত ও শিল্পজাত বস্তুতে উৎসাহ দান করিতেছেন। স্থানে স্থানে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী মেলাও হইতেছে। এবার কংগ্রেসের অধীনে কৃষিজাত, শিল্পজাত ও অন্যান্য বস্তু লইয়া যে মহামেলা হইয়া গেল তাহাতে অনেকের আশা জন্মিয়াছে, এরূপ অধিষ্ঠানে দেশের প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা। কোন কোন স্থানে লোকে বিদেশীদ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে; আমরা বিদেশীদ্রব্য ক্রয় কি ব্যবহার করিব না বলিয়া সমাজের ছোট বড় সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোক যদি এই অনুকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তবে বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রব্য আমাদিগকে বিপন্ন ও বিড়ম্বিত করিতে পারিবে না। এবং আপনা হইতেই এদেশীয় কৃষি-শিল্পের সমধিক উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।—রং দিক।

সরিষা।

সরিষা এ প্রদেশের লোকের একটী লাভজনক খন্দ। রবি খন্দের মধ্যে সরিষা সর্ব্বপ্রধান। ইহা

ভারতের চিরদিনের শস্য। অন্য কোন বিদেশ হইতে আনীত নহে। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক সর্ষপ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বাখরগঞ্জ, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে অধিক সরিষা উৎপন্ন হয়।

সরিষার চাষ করিতে হইলে, প্রথমে চৈত্র, বৈশাখ মাসে জমীতে পুকুরের পাঁক বিছাইয়া দিয়া মাটী কোপাইতে হয়। তাহাতে শণ, পাট, বিরি কলাই প্রভৃতির চাষ করিতে পারা যায়। আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারি মাসের মধ্যেই এই সমস্ত খন্দ জাত হইয়া গেলে, পরে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে সেই জমীতে চাষ দিতে হয়। তৎপর গোময়ের সার (এক বিঘা জমিতে ২০।২৫ ঝোড়া) দিতে হয়। ১০।১২ দিনের পর পুনরায় কর্ষণ করিতে হয়। ইহাকে দোকর চাষ বলে। দোকর চাষ দিলে জমীতে তৃণ থাকিতে পারে না। তদনন্তর ৫।৬ দিন পরে জমি যদি রস শূন্য হয়, তবে একবার জল সিঞ্চন করিতে হয়। এই জল ক্রমশঃ শুষ্ক হইলে, যখন দেখা যাইবে যে জমিতে বেশ রস আছে, সেই সময় পুনরায় কর্ষণ করিয়া মই দিয়া মাটী ধূলির মত হইলে সরিষা বুনিতে হয়।

এক বিঘা জমির জন্য /২ সের বীজ হইলে যথেষ্ট হয়। বীজগুলি বুনিবার পূর্ব্বে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। বপনের ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে সরিষাগুলি জল হইতে উঠাইয়া একটী নেকড়ায় বাঁধিয়া কিছুক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। সরিষা জল শূন্য হইলে তাহার সহিত ঘুটে ছাই মিশাইয়া জমিতে বুনিতে হয়। সরিষা বুনিবার ১০।১২ দিনের পর সরিষা গাছের ৪।৫ পাতা হইলে একবার জল সিঞ্চন করিতে হয়। আবার ১৫ দিনের পর যখন গাছ মুকুলিত হইবে, সেই সময় পুনঃরায় জল সিঞ্চন করিতে হয়। তৎপর আর জল সিঞ্চন করিবার প্রয়োজন নাই।

পৌষ মাসের ৭।৮ দিন হইলে সরিষা সমস্ত পাকিয়া যায়। তখন সরিষার গাছসহ উপাড়াইয়া ৩।৪ দিন গাদা মারিয়া গুমাইয়া লইতে হয়। সরিষা গাদা মারিয়া গুমাইবার প্রয়োজন, এই যে, এইরূপ করিলে সরিষার তৈল ভাল হয়। তারপর গাদা হইতে লইয়া রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিতে হয়। তৎপর তাহাকে পদ দ্বারা দলন করিয়া বীচি বাহির করিতে হয়। মাড়ান সরিষাকে ৩।৪ দিন রোদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়।

যে সরিষার বীজ করিতে হইবে, সেই সরিষা গাছ ক্ষেত্রে উত্তমরূপ পাকিয়া উঠিলে গাছসহ উঠাইয়া রোদে শুকাইতে হয়। গাছ শুষ্ক হইলে ইহাকে পদদলন করিয়া ৫।৭ দিন রোদে দিয়া উত্তমরূপ শুকাইয়া লইতে হয়। এই শুষ্ক বীচি বীজের পক্ষে প্রশস্ত। ইহাকে গাদা মারিয়া গুমাইলে বীজ হয় না।

যথা নিয়মে চাষ করিলে প্রতি বিঘায় শুকনা ৫/ মণ সরিষা হইতে পারে। সরিষার দাম গড় প্রতিমণ ৫৲ টাকা হিসাবে ধরিলে এক বিঘা জমিতে ২৫৲ টাকার সর্ষপ জন্মিল। এক বিঘা জমি চাষ করিতে গেলে খরচ এই—

তিনবার লাঙ্গল করিবার খরচ—	১৲ টাকা,
গোময় সার—	।০ আনা,
বীজ সরিষা /২ সেরের দাম—	।০ আনা,
জল সিঞ্চন, সরিষা উপড়ান ও মলান ইত্যাদির মজুরী—	১॥০ টাকা,
মোট খরচ =	৩৲ টাকা।

সুতরাং ২৫৲ টাকা আয় হইতে ৩৲ টাকা খরচ হইলে প্রতি বিঘায় লাভ ২২৲ টাকা। কোন গৃহস্থ ৫/ বিঘা জমি সরিষা চাষ করিয়া অনায়াসে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ দুই মাসে ১১০৲ টাকা আয় করিতে পারেন। ৫/ বিঘা জমি যদি কেহ চাষ করিতে না পারে, তবে এক বিঘা জমি চাষ করিলে এক জন

গৃহস্থ মাথা খাওয়া ও খোল খরিদ করিবার খরচা হইতে অব্যাহতি পাইবে।

সরিষা সাধারণতঃ তিন প্রকার—শ্বেত, লাল ও কাজলী। শ্বেত ও লাল সরিষার তৈল হয়। আর কাজলী সরিষাকে এ প্রদেশে রাই বলে। তরকারীর জন্য এই রাই সরিষা সর্ব্বদা ব্যবহার হয়। রাইর কেহ তৈল করে না; কারণ ইহার তৈল সামান্য হয়। আমাদের এখানে শ্বেত সরিষার চাষ হইতে প্রায় দেখা যায় না। এ দেশে লাল সরিষার চাষ অধিক হয়।

শ্বেত সরিষার চাষ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অধিক হয়। শ্বেত ও লাল সরিষার উভয়ের গুণ সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই। কাজলী বা রাইর যদিও তৈল হয় না, তবুও মানুষের অনেক উপকারে লাগে। ইহার ত তরকারির সহিত ব্যবহার হয়; অধিকন্তু ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, এই রাই গরম জলের সহিত বাটীয়া খাওয়াইলে বমি হইয়া যায়, এবং বিষক্রিয়া সহজে নষ্ট হয়। আরও ইহা গো চিকিৎসায় নানা ঔষধ রূপে ব্যবহার হয়।

সরিষার যেমন উৎকৃষ্ট সদগন্ধ এবং সদগুণ বিশিষ্ট তৈল হয় এমন উৎকৃষ্ট তৈল অন্য কোন জিনিবের হয় না। সরিষা খোলেরও অনেক গুণ আছে। এই সরিষা খোল তরল সার রূপে বৃক্ষ লতাদিতে ব্যবহৃত হয়। আর সরিষার খোল দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়াইলে, অধিক দুগ্ধ দেয়, এবং হেলে গরুকে খাওয়াইলে খুব বলবান হয়; লাঙ্গল করিতে, গাড়ী ও ঘানি টানিতে বিশেষ মজবুদ হয়।

এক মণ সরিষার ওজনী ।৫ সের তৈল হয়। সর্ষপ তৈলের সের আজ কাল বাজারে ॥০ আনা হইতে ॥৵০ আনা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল স্থানে সরিষা তৈলের সের ৶০ আনা হইতে ।০ আনার অধিক ছিল না। ১৵ মণ সরিষার ।৫ সের তৈল ও ॥৫ সের খোল হয়।

১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই সকল স্থানে কেরোসিন তৈলের ব্যবহার হইত না, তখন এই সরিষা তৈল মাখা, খাওয়া ও জ্বালা হইত। এত অধিক খরচ সত্বেও সরিষা তৈলের দাম অতি অল্প ছিল। এখন কেরোসিন, রেড়ী, তিল, পোস্ত ও নারিকেল তৈল প্রভৃতি অনেক তৈল ব্যবহৃত হইতেছে; তবুও সরিষা তৈলের দাম আগুন হইতেছে। পূর্ব্বে খোল খরিদ করিতে পয়সার প্রয়োজন হইত না বা অতি সামান্য মূল্যে অধিক খোল তেলিরা দিত। এখন সেই সরিষা খোলের মণ ৩৲ টাকা ৪৲ টাকা। সরিষা এত মহার্ঘ হইবার কারণ আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বে কৃষকগণ প্রায় সকলেই সরিষার চাষ করিত। তাহাতেই দেশে প্রচুর সরিষা পাওয়া যাইত। তজ্জন্য ইহার দামও এত অল্প ছিল। এখন এই সব জায়গায় অতি অল্প (শতকরা ১৫।২০ জন) সরিষা চাষ করে; তাহাও আবার রীতিমত করে না। সুতরাং সরিষা উৎপন্ন কম হইতেছে। কিন্তু লোকের সরিষা তৈলের ব্যবহার ত না করিলে চলে না। কাজেই অধিক দাম দিয়া কলের যত বিষাক্ত তৈল খরিদ করিতেছে। তাহার ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট, গায়ের কাপড় চোপড় অপরিষ্কার, দেহের উজ্জ্বল বর্ণ মলিন হইতেছে।

মেদিনীপুর জেলায় সর্ব্বত্র সরিষা উৎপন্নের প্রচুর ক্ষেত্র আছে। রীতিমত চাষ করিলে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রিত তৈল ব্যবহারে মানুষের যে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে তাহাও প্রতিকার হইবে। এমন হিতকর এবং লাভজনক ব্যবসায়ে কাহারও অবহেলা করা উচিত নয়।—শ্রীগিরীশ চন্দ্র দাস।

প্রথম কৃষক খণ্ড।

(৩৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।)

মূল্য—১।০, সুন্দর বাঁধাই ১৸০ ; ভিঃ পিঃ খরচা সমেত ১।৵০ ও ১৸৵০।

প্রথম খণ্ড "কৃষকে" কি কি বিষয় আছে সমস্ত বলা অসম্ভব। নিম্নে কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধাদির উল্লেখ করা গেল।—দেখুন কিরূপ বিষয় "কৃষকে" লেখা হইয়াছে।—

আলু, আম্র, রিয়া ঘাঁস, আলুর পচন নিবারণ, ফলের চাষ, আলু চাষের নূতন প্রণালী, আখের বীজ, আনারস, আম গাছে পোকা নিবারণের উপায়, ইক্ষুরোগ, মরিসসের ইক্ষু, ইক্ষুর চাষ, উট, এড়ি, ওল চাষ, নূতন কোদালী, কৃষি য়ন্ত্র, কৃষি সম্বন্ধে সৎপ্রস্তাব, রামচরণ কর্ম্মকারের নূতন হাত লাঙ্গল, আর্য্য কৃষি রীতি (ক্রমশঃ), বিলাতী কচু, কৃষি বিদ্যালয়, কৃষি যন্ত্র, কার্পাস তুলা, কুলি বেগুণ, কৃষি ও কৃষক, কাটুরী পোকা, কদলী, কৃষি প্রস্তাব, কলিকাতা ফুলের মেলা, গাছে জল দিবার ব্যবস্থা, গোজাতি (ক্রমশঃ), গোলাপ চাষ, গোধুম চাষ, গুটি পোকার চাষ, গো রোগ, শসা, চূণ-সার, (ক্রমশঃ), চীনের বাদাম, ছায়ায় ফসলের হানি, ছাই ও কাঠের কয়লা, জাব পোকা, টমাটো, তরল সার ও তাহার কার্য্য, তামাকের চাষ, নারিকেল চাষ, নীলের চাষ, বেগুণ গাছে পোকা, বেগুণের পোকা, পেয়ারা, পঙ্গপাল, সিমে পোকা, পেঁয়াজ, ধানে পোকা, পেঁপে, পাতাসার প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ফজলী আমে পোকা, বিলাতী মরসুমী ফুল, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসের কারণ কি, ভুঁয়েশুমা, মৃত্তিকা তত্ত্ব (ক্রমশঃ), মধ্য-প্রদেশে সরকারী বাগান, মৌচনী মেলা, মসলার চাষ, রবারের চাষ, সূতন লাঙ্গল, লাঁচার চাষ, বাবলা গাছ, বাগানের মাসিক কার্য্য, বীজ অঙ্কুরিত করিবার সহজ প্রণালী, বীজ বিধি, শিল্প নাশে সর্ব্বনাশ, দেশী সরজী, সবজীর বাগান, সুপারীর চাষ, হলকর্ষণ (ক্রমশঃ) ইত্যাদি।

আমরা আশা করি, এরূপ উপকারী পুস্তক, কৃষিকার্য্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্র গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তৎপর হওয়া আবশ্যক—কারণ বেশী সংখ্যক পুস্তক নাই।

পাইবার ঠিকানা—ম্যানেজার, "কৃষক" অফিস, ১৮১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত

মহাজন-বন্ধু।

। মাসিক পত্র।

সর্ব্বত্রই ডাকমাশুল সহিত বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল।

শত শত সংবাদ পত্রের এবং স্বদেশীয় মহোদয়-গণের উচ্চ মত একত্রিত করিয়া বলিতেছি যে, "এই পত্রে বাণিজ্য, বাণিজ্য, শিল্প এবং মহাজনদিগের জীবনী ইত্যাদি প্রতিমাসে লিখিত হয়, বাজে প্রবন্ধ কিম্বা ছড়া (পদ্য) কাটাইবার জন্য অথবা বাজে গল্প ইহাতে প্রকাশিত হয় না—বস্তুতঃ বাজে গল্প এবং ছড়া কাটাইবার সময় এখন এদেশের পক্ষে মঙ্গলকর নহে ; এখন পয়সা চাই, উদর জ্বলিয়াছে ছড়া ভাল লাগে না! কাজের কথা বলিতে হইবে। অতএব এ শ্রেণীর পত্র বাঙ্গালা ভাষায় নূতন। আপনি না স্বদেশ-হিতৈষী? এদেশে অর্থাগমের জন্য কত কথা বন্ধুবান্ধব এবং সংবাদ পত্রে বলিয়াছেন? এখন আসুন একখানি করিয়া "মহাজনবন্ধু" লউন এবং কি কার্য্য করিবেন "মহাজনবন্ধু" দেখাইয়া দিবে। আপনি না এদেশীয় ধনী মহাজন? লউন, লউন, মহাশয়, একখানি "মহাজনবন্ধু" আপনার পিতৃ-পুরুষের জীবনী ইহাতে থাকিবে। সমুদয় সংবাদ পত্র লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল এইরূপ কাগজ যত দেখিবেন, সবই লইবেন। তাহা হইলে পরিণামে এদেশীয় দুর্গন্ধযুক্ত ছড়া ও গল্পের ও সাহিত্যের স্রোত একদিন উজান বহিয়া এদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি এবং তৎসঙ্গে প্রচুর ধনের আগমন হইবে। যে দেশে শিল্প পত্রিকা ভাল নাই, সে দেশে ধন ও আরে নাই। এখন আমাদের জেলায় জেলায়, পাড়ায় পাড়ায়, পটিতে পটিতে শিল্প বাণিজ্য পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত। মহাজনবন্ধু সেই পথ দেখা-ইবে, এ দেশে শিল্প পত্রিকা যদিও ইতিপূর্ব্বে ২।১ খানা জন্মিয়াছিল কিন্তু তাহা অব্যবসায়ী পরিচালিত হইয়াছিল, ইহাকে ব্যবসায়ীগণের সাহায্যে এবং তাঁহাদের দ্বারা লেখাইয়া লইয়া পরিচালিত করা হইতেছে। লইয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন।"

শ্রীসম্পাদক।

। ৭৭ চিনিপটি, পোষ্ট বড়বাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদীয় চা।

আয়ুর্ব্বেদে 'চা' নামে কোন পদার্থের উল্লেখ নাই, এবং প্রাচীনকালে চা বলিয়া যে কোন জিনিসের ব্যবহার ছিল, তাহারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আজ কাল যে চা-পানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সে চা এদেশে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। পরে আবাদ আরম্ভ হয়। চা জিনিষটা আসাম দেশের নিজস্ব, কারণ উক্ত প্রদেশেই উহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়; কিন্তু উহার ব্যবহারটা চীন দেশেই প্রথম চলন হয়। আসামী বন্য চা-গাছ এক্ষণে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে আয়ুর্ব্বেদীয় চা'র বিষয় উল্লিখিত হইতেছে, তাহাও দেশী গাছ এবং আয়ুর্ব্বেদেও ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় নানাবিধ মহৌষধিতে ইহার বিশেষ ব্যবহার আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় নানাবিধ ঘৃত, রসায়ন প্রভৃতিতে ইহার গাছ বা গাছের শাখা প্রশাখা ও শিকড় প্রধান উপকরণ মধ্যে গণ্য। বর্ত্তমান অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদীয় চা যে গাছ হইতে উৎপন্ন করা যায়, তাহার নাম—অশ্বগন্ধা। ভৈষজ্য-পরিচয় নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, ইহা বল্য, রসায়ন ও শুক্রবৃদ্ধিকর। ইংরেজি উদ্ভিদশাস্ত্রবিষয়ক পুস্তক মধ্যে ইহার সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ইহাতে মাদকতা আছে।

এতকাল অশ্বগন্ধা গাছের শিকড়, এবং অভাবে শাখা-প্রশাখা ব্যবহৃত হইত; কিন্তু পাতার কোন ব্যবহার ছিল না। আমার এক দিন মনে হইল যে, গাছের শিকড় ও শাখা-প্রশাখায় এত গুণ বর্ত্তমান, তখন পাতায় কিছু না কিছু কেন না থাকিবে? এইরূপে কয়েক দিন ভাবিতে ভাবিতে কাটিয়া গেল। কাহাকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাই নাই, ইচ্ছাও করি নাই, কেবল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে স্থির করিলাম যে, নানারূপে ইহার পাতার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, এই বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম। গাছ হইতে এক দিন কতকগুলি পত্র ভাঙ্গিয়া আনিলাম এবং আপন অভিরুচি মত কাটিয়াকুটিয়া শুষ্ক করিলাম। শুষ্ক হইলে দেখিলাম যে, সদ্য আনীত টাট্‌কা পাতার চেয়ে শুষ্ক পাতায় একটু বিশেষ রকম গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। প্রাণে একটু উৎসাহ আসিল। পরে ইচ্ছা হইল যে, এই যে পাতা তৈয়ার হইল, ইহাকে চা-রূপে পান করিলে, অশ্বগন্ধার গুণ শরীর মধ্যে কেন না যাইবে? এখন চিন্তা হইল—পরীক্ষা করি কিরূপে। অপরিচিত জিনিষ অপরকে দিয়া পরীক্ষা করিতে পারি না; কারণ পানাহারের জিনিষের সহিত জীবনমরণের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যদি কোন বিপদ ঘটে, হয়ত একটা লোকের জীবননাশ হইতে পারে এবং সে কারণে আপনাকেও বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। এই সকল বিষয় মনে মনে বিবেচনা করিয়া এক দিন স্থির করিলাম,—নিজেই পান করিয়া দেখি, কারণ নিজের জীবনের উপর এক ভগবান ব্যতীত অপর কাহারও কোন অধিকার নাই; আপন প্রাণ আপনি নাশ করিলে সংসারের কেহই তাহার জন্য দায়ী নহে। আর যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলেও ভগবানের নিকট আত্মহত্যা অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে না, কারণ প্রকৃত পক্ষে ইহাকে আত্মহত্যা বলা যায় না। ইচ্ছা করিয়া, শরীর পাত করাকেই আত্মহত্যা বলে, কিন্তু এস্থলে তাহা নহে। তারপর, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দ্বারা একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে সমাজের মঙ্গল,—জগতের কল্যাণ।

এই বিচার সিদ্ধান্ত করিয়া অল্প পরিমাণে এই আয়ুর্ব্বেদীয় চা লইয়া চা তৈয়ার করিয়া, বিনা দুগ্ধ বা অন্য উপকরণ সাহায্যে পান করিলাম। পান করিবার অল্পকাল পরে শরীর ঈষৎ উষ্ণ হইল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল, বলিতে কি প্রাণে একটু ভয়ও হইল, কারণ ডাক্তার-কবিরাজবিবর্জ্জিত, বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজন-বিহীন দেশে বুঝি প্রাণটা হারাইলাম। বুকে সাহস বাঁধিলাম; কিন্তু তখনও মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছিল। অল্পকাল পদচারণা করিতে করিতে, শরীরে সুস্থতা আসিল,—মস্তিষ্কের বিকৃতি কমিল। তখন বুঝিলাম যে ইহা মারাত্মক নহে। পুনরায় বৈকালে উল্লিখিত প্রণালীতে আবার সেই চা পান করিলাম,—এবার আর ঘর্ম্ম হইল না; কিন্তু শরীরটা গরম, মস্তিষ্কও ঈষৎ আলোড়িত হইল। অতঃপর ভাবিলাম যে, ইহার মাদকতা গুণ আছে, তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে, এই স্থির করিয়া অন্য প্রণালীতে চা প্রস্তুত করিলাম। তাহাতে চা'র আঘ্রাণ বাড়িল,—আঘ্রাণটা তীব্র-মিষ্ট,—দোক্তা তামাকের মত হইল। অনন্তর এই গন্ধটা বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলাম। তৃতীয় চেষ্টায় দেখিলাম সে তীব্রতা বিনষ্ট হইয়াছে, চা'র বর্ণ কৃষ্ণাভ হইয়াছে, গরম জলে চা দিয়া, চা তৈয়ার করলাম, খাটি চা পান করিলাম। এবার আর সে সব বিভীষিকা কিছুই হইল না, আপাততঃ চা পানের যে যে গুণ, তাহা প্রকাশ পাইল, অর্থাৎ শরীর গরম হইল,—শরীরের জড়তা কাটিয়া গেল। কাজে চলিয়া গেলাম। এই দিন আসল চা পরিত্যাগ করিয়া আমার নবাবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চা প্রতিদিন পূর্ব্বের ন্যায় যথা নিয়মে দুগ্ধাদি দিয়া পান করিতে আরম্ভ করিলাম এবং এখনও করিতেছি। আসল চায়ের যে নিদ্রাহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি দোষ আছে, ইহাতে তাহা নাই, বরং যে দিন হইতে আমি এই আয়ুর্ব্বেদীয় চা পান করিতেছি, সে দিন হইতে সুখে নিদ্রা যাইতেছি। পাঁচ সাত বৎসর ভাল করিয়া ঘুমাই নাই। অহিফেনসেবীর ন্যায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইবার পরে ভোরে ঘুম আসিত, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না, ক্ষুধা হইত না, খাইতে রুচি হইত না; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চা পানের গুণে আমার সে সমুদয় রোগ ও উপসর্গ কাটিয়া গিয়াছে,—এক্ষণে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে,—পাচকতা বাড়িয়াছে এবং পেটেরও কোনরূপ গোলমাল নাই। রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারি, ফলতঃ অতি প্রত্যূষেই শয্যাত্যাগ করিতে পারি। তাহা ব্যতীত মনে হয়, দুর্ব্বলতা গিয়া শরীর সুস্থতা লাভ করিয়াছে।

এস্থলে আমার পূর্ব্বকার চা-পানের কথটা বলা আবশ্যক। আমি প্রায় বার বৎসর চা পান করিয়াছি। প্রথম প্রথম ভদ্রলোকের মত প্রাতে একবার, ক্রমে স্বায়ংকাল ও প্রাতঃকাল দুইবার আরম্ভ করিলাম। মানুষ চিরদিনই ক্রমোন্নতিশীল, কাজেই, আমিও চায়ের মাত্রা আর একবার বাড়াইলাম। এই তিন বার যথানিয়মে ৪।৫ বৎসর খাইলাম, ক্রমে একটা চীনেম্যান হইয়া পড়িলাম। তিনবার চা খাইয়াও পরিতৃপ্তি হইত না। কোন চা পায়ী ভদ্রলোকের বাড়ী গেলে, অনুরোধবশে এক পেয়ালা চা খাইতাম, বাড়ীতে কোন বন্ধু থাকিলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য চা তৈয়ার হইলে, তাঁহার সঙ্গেও এক পেয়ালা না খেলে কি ভাল দেখায়? কাজেই চীনেম্যান হইয়াছিলাম বই আর কি?

চা'র অনেকগুলি দোষ আছে, একথা বলিলে অনেক চা পায়ী হয়ত আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হইবেন; কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহাও আমি উপেক্ষা করিতে রাজি আছি। প্রথমে দেখা যাউক চা পান করিয়া কি কি উপকার পাওয়া গিয়া থাকে। চা পান করিলে শরীরের রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার দ্রুততা

হয়, তন্নিবন্ধন আলস্য কাটিয়া যায়, ক্লান্তি বিদূরিত হয়, ফলতঃ শারীরিক কার্য্যে অধ্যবসায় পরিদৃষ্ট হয়। ক্রমে রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার আতিশয্য বশতঃ মস্তিষ্ক চঞ্চল হয়, উষ্ণ হয়। মস্তিষ্ক চঞ্চল হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এবং নিদ্রার গাঢ়তার অভাবে নানাবিধ স্বপ্নে সেই নিদ্রার আবেশটুকুকেও বিনাশ করে। অনিদ্রা হেতু শরীরে যে আলস্যভাব আইসে, পুনরায় না চা পান করিলে তাহা দূর হয় না। কোন নেশা কাটিয়া গেলে, শরীরে যেরূপ আলস্য হয়, মানসিক বৃত্তি নিচয় যেরূপ হীনতেজ হইয়া পড়ে চা'র গরম কাটিয়া গেলেও প্রায় সেইরূপ হয়। শরীরের ও মনের এই অবস্থাকে নেশার ভাষায় খোঁয়ারি বলে। চা' পায়িগণ প্রথম দিন চা পান করেন, পরে চিরদিন খোয়ারিগ্রস্ত—কেবল খোয়ারি কাটাইতেই ব্যগ্র—অন্ততঃ আমার ত এই ধারণা। চা পান করিলে চিন্তাশীলতার বিষম ব্যাঘাত হয়। একটা চিন্তা সুশৃঙ্খলে মস্তকে ধারণা করা যায় না। রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার দ্রুততা ও মস্তিষ্কের সঞ্চালনভাববশতঃ চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া আসল চিন্তনীয় বিষয়টিকে হারাইয়া দেয়; কাজেই ধীরভাবে চিন্তা করিবার জন্য আবার একটা নূতন চিন্তার সূত্রপাত হয়। অতঃপর দেখিতে পাই, চা পান করিলে ক্ষুধা মন্দা হয়,—আহারে ইচ্ছা বা রুচি থাকে না। পরিপাক শক্তির অভাব হেতু খাদ্য সামগ্রী উদরস্থ হইয়া শীঘ্র হজম হয় না, এবং তাহারই ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। মস্তিষ্কের শীতলতা এবং কোষ্ঠের অনবরুদ্ধতাই মানব-স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়। এই দুইটির বিকার উপস্থিত হইলেই মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে। আবার এতদুভয়ের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের বিকারে অপরের বিকার জন্মে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চা পান করিলে এ সকল দোষ ঘটে না; বরং এতদ্দ্বারা শরীর ও মনের দুর্ব্বলতা বিনাশ হইয়া গিয়া শরীরকে বলিষ্ঠ ও নীরোগ করে। শরীর নীরোগ ও বলিষ্ঠ থাকিলে, পরমায়ুও যে দীর্ঘ হয়, সে কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অনন্তর আয়ুর্ব্বেদীয় চা পান করায়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মস্তিষ্ক স্থির থাকে, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি হয়, চিন্তার প্রকরণ আপনা হইতে মস্তিষ্ক মধ্যে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সাহেবী চা পান করিলে শরীর মধ্যে যে একটা উত্তাপ জন্মে ও তন্নিবন্ধন কার্য্যে উৎসাহ জন্মে, আয়ুর্ব্বেদীয় চা পানে সে গুণও পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে আমি এক বিষম চা-পায়ী ছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু আজ ছয় মাস কালের অধিক হইল, উহা ত্যাগ করিয়া, এই নবাবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চা ব্যবহার করিতেছি। শেষোক্ত চা পান করিয়া যে প্রভূত উপকার পাইয়াছি, তদ্বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় চা পান করিবার দিন হইতেই আমার ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি বহু পরিমাণে বাড়িয়াছে, তবে এক্ষণে আমার চিন্তার বিষয় হইয়াছে যে, ঐ ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি দিন দিন যদি এই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে ইহাদিগের যথোচিত সেবা করিতে পারিব কি না।

অশ্বগন্ধা গাছের অনেকগুলি গুণ আছে,—সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অশ্বগন্ধা ঘৃত বা রসায়ন ব্যবহার শুক্রস্থিতি ও শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে; সুতরাং অশ্বগন্ধা চা পানে শরীর মধ্যে সে সকল গুণ কেন না আসিবে? এই চা জনসাধারণে নানাবিধ ব্যাধিতে অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার্থে, কিম্বা স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে অনায়াসে ও নামমাত্র ব্যয়ে ব্যবহার করিতে পারিবে। অশ্বগন্ধাঘৃতাদি বহুমূল্য ঔষধ, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার অনুকূল নহে। এক পোয়া ঘৃতের মূল্য বোধ হয় আড়াই কি তিন টাকার কম নহে,—আর সেই ঘৃতে কায়ক্লেশে এক মাস কাল চলিতে পারে; কাজেই ইহা এক ধনী ব্যক্তিরাই ব্যবহার করিতে পারেন,—আর পারেন, যাঁহাদিগের

রোল পূর্ণমাত্রায় উঠিয়াছে ; কিন্তু তাহাও অন্যদিনের জন্য। ৺আয়ুর্ব্বেদীয় চা চারি আনা খরচে বিনা ওজরে এক সের জন্মিতে পারিবে—আর এই এক সের চা একজন ব্যক্তি ৪।৫ মাস কাল দুই বেলা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন। চারি পাঁচ মাস কাল সাহেবী চা ব্যবহার করিতে গেলে, অন্ততঃ দুই পাউণ্ডের (একসের প্রায়) কমে হয় না,—দুই পাউণ্ড চায়ের মূল্য ন্যূনকল্পে সাতসিকা। যে দিক দিয়াই দেখি, আয়ুর্ব্বেদীয় চা সুলভ অথচ পরমোপকারী—স্বাস্থ্যকারী,—বলকারী। ইহা দ্বারা বীর্য্য ও মেধা বৃদ্ধি হইবে—মানুষ দীর্ঘায়ু হইবে।—ক্রমশঃ—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

শিবপুর কলেজে শ্রমশিল্প।

শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে শ্রমশিল্প বিভাগ বলিয়া একটি নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগে প্রবেশ করিতে লেখাপড়া জানার আবশ্যকতা নাই। বার বৎসর বয়স হইলেই ভর্ত্তি হইতে পারা যাইবে। প্রধানতঃ ছুতার রাজমিস্ত্রী ঘরামী প্রভৃতি মজুরদারদিগের ছেলে দেখিয়াই ভর্ত্তি করা হইবে। কলেজের অধ্যক্ষ মনে করিলে বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়েই কাহাকেও ভর্ত্তি করিয়া লইতে পারিবেন। কলেজ বাড়ীতে ছেলেদের থাকার কোন বন্দোবস্ত হইতে পারিবে না। ছুটীরদিন ব্যতীত প্রত্যহ ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এবং সাড়ে ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কারখানায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। সুবিধামত কেহ বা ৮টার সময় বাড়ী হইতে একেবারে খাইয়া আসিবে, কেহবা মাঝে দেড় ঘণ্টার জন্য যে ছুটী হইবে ঐ সময়ে খাইয়া আসিবে। এ দুইয়ে যাহাদের সুবিধা না হইবে তাহাদের জন্য এখানেই একবেলা খোরাকী দিয়া খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

ছেলেদের মধ্যে যাহার যেরূপ কার্য্যপারদর্শিতা তদনুসারে তাহাকে মাসিক ১ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্য্যন্ত বৃত্তি দেওয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের মধ্যে যাহার কার্য্যে যে টাকা উপার্জ্জন হইবে তাহারও অর্দ্ধেক তাহার নামে জমা থাকিবে। যে ছেলে যে বিষয় শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সেই বিষয় শিক্ষার কাল সন্তোষজনক ভাবে সমাপ্ত হইলে ঐ টাকা সে পাইতে পারিবে। শিক্ষা কাল সমাপ্ত হইতেই যদি কেহ ছাড়িয়া যায় তবে তাহার ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

একটা কারখানার কাজ ভালরূপ শিখিয়া যদি কেহ আর একটা কারখানার কাজ শিখিতে যায়, তবে পূর্ব্ব কারখানার কাজ করিবার কালে তাহার উপার্জ্জন হইতে তাহার হিসাবে যত টাকা জমা হইয়াছিল, সেই টাকা পাইবে।

হাতে হেতেরে কাজ করিবার মত যোগ্যতা যাহার নাই বলিয়া বোধ হইবে, কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় যে কোন সময়ে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন।

মাসের মধ্যে যে কয়েকদিন কেহ অনুপস্থিত হইবে, প্রত্যহ দুই আনা হিসাবে ধরিয়া সেই কয় দিনের জরিমানা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইবে। সে মাসিক যে পরিমাণ বৃত্তি পাইয়া থাকে, জরিমানার পরিমাণ তদপেক্ষা বেশী হইবে না। ক্রমাগত অনুপস্থিত হইতে থাকিলে অথবা নিয়মমত স্কুলে আসা যাওয়া না করিলে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার উপার্জ্জনের প্রাপ্য অংশ অনুসারে যত টাকা তাহার হিসাবে জমা হইয়াছে, সে টাকাও বাজেয়াপ্ত হইবে। ব্যারাম জন্য

হউক, আর যে কারণেই হউক, পুনঃ পুনঃ অনুপস্থিত হইতে থাকিলে নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে। ব্যারামের জন্য ছুটী লইয়া থাকিলেও সে কয়েক দিনের বৃত্তি কাটা যাইবে।

কে কোন বিষয় শিখিতে ইচ্ছা করে ভর্ত্তি হইবার সময় তাহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে, এবং তদনুসারে তাহাকে সেইরূপ কারখানায় নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু যে কার্য্যে প্রথম প্রবেশ করিবে, সেই কার্য্য পরিপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতেই লাগিয়া থাকিতে হইবে। তবে বিশেষ বুদ্ধি বিশিষ্ট দেখিলে এক বা ততোধিক কারখানায় কাজ শিখান যাইতে পারিবে।

সংবৎসরের মধ্যে একবার কেবল দুর্গাপূজার সময় একমাস ছুটী থাকিবে। —এডুকেশন গেজেট।

মানের চাষ।

পৃথিবীতে কত প্রকার চাষ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দিন দিন আমাদিগের দেশের চাষের উন্নতি ব্যতীত কখন অবনতি হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ জড় বিজ্ঞানের আলোচনায় আজ কাল অনেকানেক উন্নতমনা ও কৃষিবিদ্যা বিষয়ে সুবিজ্ঞ লেখকগণ কর্ত্তৃক নিয়তই সময় ব্যয়িত হইতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্গসুহৃৎ মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার পশ্চাদনুসরণকারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় কর্ত্তৃক প্রায়ই বঙ্গবাসী সংবাদ পত্রে আলোচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অদ্যাপি মানের চাষ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য আমি অদ্য উক্ত বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের দেশে সচরাচর আলু, বেগুণ, কলা, মূলা, শশা, কাঁকুড়, পটল, উচ্ছে, শাঁকআলু, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি শাক সবজীর চাষ হইয়া থাকে। এমন কি ওলেরও চাষ হয়। চাষী ওলের মধ্যে আবার বোম্বাই ও সাঁত্রাগাছীর ওল প্রসিদ্ধ। কিন্তু কলিকাতার পরপারে অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম কূলে মানের চাষ আদৌ নাই। এখানকার চাষীরাও এবিষয়ে সেরূপ অভিজ্ঞ নহে বলিয়া, তাহারা পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ দেশীয় চাষীদিগের নিকট চারা বেলায় ‘দ’ দরে বিক্রয় করিয়া থাকে। আর তাহারা সেই চারা মান গাছগুলি লইয়া গিয়া, তাহাদিগের দেশে উহার চাষ করে। পরে যথা সময়ে, ঐ সকল মান আবার বিলাতী কাপড়ের মত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-স্থান কলিকাতা নগরীর পোস্তায় ফিরিয়া আসিয়া, নূতন শ্রীসৌন্দর্য্যে দোকানদারদিগের বিপণি আলো করিয়া, ক্রেতার মন হরণ করিতে থাকে। তখন এক একটী মান ॥৴০ আনা ৸০ আনা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু অদ্যাপি হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ইহার চাষের উপযুক্ত চাষী নাই অথবা এই সকল জেলার চাষীরা চাষ করিবার উপায় সম্যক অবগত নহে বলিয়াই, তাহারা পূর্ব্বোক্ত চাষাদিগকে বিক্রয় করে, না হয় দুই তিন বৎসর ধরিয়া, ফেলিয়া রাখিয়া, শেষে তুলিয়া খায়। কিন্তু সে মানে চাষ করা মান অপেক্ষা সুস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে এই মানের চাষ করিবার নিয়ম কি, ইহার আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে আমাদিগকে জমীর বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন দেশের কোন প্রকার মাটিতে কিরূপ ভাবে ইহার চাষ করিতে হয়, তাহাই দেখিতে হইবে।

মানের চাষ সর্ব্ব দেশেই হইয়া থাকে, কেবল মাটীর বিভিন্নতা মাত্র। অর্থাৎ বেলে মাটীতে মানের

চাষ হয় না বলিয়া, এটেল মাটি দেখিয়া লইতে হইবে। যে জমিতে এটেল মাটির সারাংশ বেশী আছে, ঐরূপ জমিই মান চাষের পক্ষে উপযুক্ত ভূমি। এখন ঐ জমীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, দুইহাত অন্তর এক হাত গভীর ও এক হাত বিস্তৃত ভাবে মাটি খুঁড়িতে হইবে। তদনন্তর খুব চারা মানের গোড়াশুদ্ধ তুলিয়া, তাহার গোড়ার অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। বাকী অর্দ্ধভাগে যে কয়েকটী শিকড় থাকিবে, তাহাই উহার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহার পর ঐ মান গাছ সোজা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তে বসাইয়া, উহার গোড়ায় অল্প পরিমাণে আলগা করিয়া মাটি দিতে হইবে। এই কার্য্যটী কার্ত্তিক মাসে করিতে হইবে। তাহার পর পৌষ মাস পর্য্যন্ত কেবল মাত্র শিশিরসিক্ত মাটির রসেই উহার কলেবর পুষ্ট হইতে থাকিবে। অনন্তর মাঘ মাসের শেষে একবার উক্ত জমি বেশ করিয়া, কোপাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর চৈত্র মাসে একবার ও আষাঢ় মাসে একবার বেশ করিয়া কোপাইয়া দিলেই চুকিয়া যাইবে। তখন ঐ মান গাছের এক একটী পাতা এত বড় হইয়া উঠিবে যে উহার একটী পাতা কাটিয়া মাথায় দিয়া যাইলে আষাঢ় মাসের প্রবল বর্ষা ধারায়ও ছাতার কার্য্য করিবে। এবং তখন ঐ মান বাগানের ভিতর লুকাইয়া থাকা যাইবে। যাহা হউক উক্ত মানের পা'ট করিবার আর কোন আবশ্যক নাই বা, ছাই পাঁস কিছুই দিতে হইবে না। তারপর ঐ মান ক্রমশঃ বর্দ্ধিতাকারে উন্নত হইতে থাকিবে, পুনরায় যখন কার্ত্তিক মাস আসিবে, তখন ঐ মান তুলিয়া দেখিলেই, দেখিতে পাইবেন যে এক হাত দীর্ঘ, বেশ মোটা শোটা, সুন্দর গঠন বিশিষ্ট যেন হাতীর শুঁড়ের মত সকল মান গুলিই একাকারের হইয়াছে। যেন এক জনের হস্তে বা এক ছাঁচে তৈয়ার করা হইয়াছে। তখন ঐ মান, খাইতেও বেশ সুস্বাদু হইবে, মুখ কুট্‌ কুট্‌ করিবে না। খুমো মানের মত কোন গোলযোগই উপস্থিত হইবে না। সিদ্ধ হইল না বলিয়া, পোড়াইয়া, কচুপোড়া খাইবারও আবশ্যক হইবে না। পাঠক! আমি একবার বাল্যকালে পঠদ্দশায় ভাল মান না পাওয়ায় দরকচা মান পোড়াইয়া, কচুপোড়া খাইয়া ছিলাম, তাই আমার মানের চাষের সম্বন্ধে এত এতদুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। যাহা হউক একণে আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, দেখি যে ভারতে যত প্রকার চাষ আছে, তাহার মধ্যে মানের চাষ কত কম খরচে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব অল্প খরচে অধিক লাভজনক চাষের মধ্যে মানের চাষ যেমন এমন আর কোন চাষই নাই। অতএব আশা করি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অধমের লিখিত বিষয়টী আপনাদিগের নিজ নিজ দেশে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া, অথবা আপনাদের দেশস্থ চাষীদিগকে পরামর্শ দিয়া, আমাকে চিরানুগৃহীত ও চিরবাধিত করিবেন। আপনারা চাষ করিলেই, তাহার ফল দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন, ইহা খুব জোর করিয়া বলিতে পারি। কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে অন্যান্য ফসলের আলোচনায় সুবিধা ও সাবকাশ মত পুনরায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভক্তিবিনোদ বিদ্যারত্ন।

গৃহস্থালী কৃষি।

বড় বেশী দিনের কথা নহে, কলিকাতার সন্নিকটে কোন বন্ধুর বাটীতে আমি বেড়াইতে যাই। তাঁহার বাটীর সংলগ্ন তিন চারি বিঘা জমি আছে। বাড়ীর মালিক কলিকাতায় থাকিয়া বিষয়-কর্ম্মাদি পরিচালন করেন। মালিক মহাশয় আগ্রহ সহকারে আমাকে বাগান দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। বাগানবাটী অতিশয় পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুনিয়মে সংরক্ষিত

দেখিয়া, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আপনি ত প্রায় কলিকাতায় থাকেন; কিন্তু আপনার বাগান-বাগিচা দেখে শুনে কে?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, বাগান-বাগিচা ও তাবৎ সাংসারিক কার্য্য তাঁহার পত্নী পরিদর্শন করেন। ইহা শুনিয়া আমি আরও আগ্রহ সহকারে তাঁহার বাগানটী তন্ন তন্ন করিয়া ভ্রমণ করিলাম। দেখিলাম—তাহাতে লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গে, করলা, উচ্ছে, পটল প্রভৃতি নানাবিধ শাক-সবজীতে তাঁহার বাগানটী পরিপূর্ণ এবং শুনিলাম যে, তরিতরকারি আদৌ তাঁহাকে ক্রয় করিতে হওয়া দূরের কথা; বরং সময়ে সময়ে কিছু কিছু তরকারি বিক্রয়ও করিতে হয়। আর যে আশেপাশে কাঁটাল, কলা ও নারিকেলের গাছ আছে, তাহার ফসল বিক্রয় করিয়া দুইটা বারোমেসে জনের মাহিয়ানা আদায় হয়, তবে সময়ে সময়ে যে অতিরিক্ত মজুর লাগাইতে হয়, তাহার খরচা, তরকারির বীজ ও নারিকেল পাতার কাটি বিক্রয় করিয়া আদায় হয়। পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ, একটী পুত্র ও একটী কন্যা। লোকজনের মধ্যে একটী রাঁধুনী ও একটী চাকরাণী। সুনিয়মে বাগানটী রক্ষিত হওয়ায়, হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, ইহাদিগকে নিত্য সাংসারিক খরচের জন্য তরিতরকারি আদৌ খরিদ করিতে হয় না। ছয়টী লোক-বিশিষ্ট পরিবারে দুই বেলায় তরিতরকারি বড় কম খরচ হয় না! গৃহকর্ত্রী নিজে বড় পরিশ্রমী সকাল-বিকাল দুই বেলা নিজে তন্ন তন্ন করিয়া লোক জনের কাজ পরিদর্শন করেন, কাজেই লোকেরা কাজে ফাঁকি দিতে পারে না। জননীর সহিত বাগানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বালক বালিকা দুইটীও কিছু কিছু বাগানের কাজ কর্ম্মের বিষয় শিখিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই বাগানটী দেখিয়া আমি বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম, এবং শুনিয়াও যে অনেকে পরিতৃপ্ত হইবেন, তাহাও আমার বিশ্বাস আছে বলিয়া এ প্রস্তাবে এ প্রসঙ্গের অবতারণ করিলাম।

দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শিক্ষা নাই। শত প্রবন্ধ লিখিয়া যে কাজ না হয়, উক্ত কর্ম্মঠ রমণীর কার্য্য-কুশলতা ও শ্রমশীলতা দেখিলে তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক ফললাভ হয়। সকল পরিবার মধ্যে এরূপ একজনও উদ্যমশীলা মহিলা থাকিলে সংসারে দুঃখ কিসের? কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে এরূপ পত্নীলাভ ঘটে। ইহাতে স্বামীর সাশ্রয় হয়, সাংসারিক সচ্ছলতা হয়। আর দেশের মধ্যে যে একটা পরিবারও এরূপ সুখে সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, ইহাও আমাদিগের সুখের বিষয়। যাহা হউক, তথা হইতে চলিয়া আসিবার পরে আমি মনে মনে হিসাব করিলাম যে, সেই পরিবারের প্রতিদিন দুই বেলার তরিতরকারি জন্য গড়ে ন্যূনকল্পে তিন আনার কমে কিছুতেই হইতে পারে না, তবেই মাসে ছয় টাকা হইল। তাহার পরে বাগানে কলা, পেঁপে, কাঁঠাল প্রভৃতি জন্মে, তাহাও অবশ্য তাঁহারা খাইয়া থাকেন; এ হিসাবেও প্রতি মাসে তিন চারি টাকা আদায় হয়। সুতরাং সাংসারিক খরচের জন্য ফল ও আনাজ দশ টাকার জিনিষ আদায় হয়, তাহা হইতে চাকরাণী ও রাঁধুনীর খোরাক-পোষাক কুলাইয়া যায়।

পারিবারিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির পক্ষে এইরূপ গৃহস্থালী আবশ্যক। সকল জিনিষ নিত্য বাজার হইতে ক্রয় করিতে হইলে কত অধিক ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া যায়! গৃহস্থ মহিলাগণ প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে যদি এইরূপ অল্পাধিক পরিশ্রম করিতে পারেন, তাহা হইলে সংসারে অনেক ব্যয় লাঘব হয়,—সচ্ছলতাও বৃদ্ধি পায়। তাহা ব্যতীত অপরিণতবয়স্ক বালক বালিকা-দিগকেও সহজে প্রয়োজনীয় এবং আমোদজনক কার্য্যে নিরত করিতে পারা যায়। পুস্তক প্রবন্ধ লিখিয়া অথবা প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়া

অনোবেলা মিটাইবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? আগে ঘর, পরে পর। সকলে আপন আপন সুখ সচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা করিলে, পরের জন্ত আর ভাবিতে হইবে না। বর্ত্তমান যুগে দেখিতে পাইতেছি, সকলেই অন্নচিন্তার কূটতত্ত্ব উদঘাটনকরণে সচেষ্ট, অন্নচিন্তার কঠিন সমস্যা প্রতিপাদনে যত্নপর, সেই জন্ত আমরাও বলি, ভাই হে! আগে নিজ নিজ পারিবারিক অবস্থাটার বিষয় বিবেচনা করাটা কি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না? তুমি রোজগার করিতে না পার, আয় বৃদ্ধি করিতে না পার; কিন্তু গৃহস্থালী ব্যাপারের অনেক সংস্কার সাধন করিতে পার ত। ঘরের পয়সা না খরচ করিতে হইলে সেটাও ত আয়ের সামিল ধরিতে হইবে। এই কার্য্যের অবতারণা করিবার জন্ত বালক ও যুবকদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষা দিতে হইবে। যতই স্কুল পাঠশালা কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হউক, —যতই আদর্শ-কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপিত হউক, কার্য্যক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে না কার্য্য করিলে কোন বিষয়ে বুৎপত্তি জন্মিতে পারে না। পড়াশুনা ভাল, পরের পাঁচটা রকম দেখা ভাল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কাজ করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে মাটীর সহিত লাগিয়া থাকিলে, মাটির কার্য্য-কলাপ বুঝিতে পারা যায়, উদ্ভিদের প্রতি যত্ন হয়, মমতা জন্মে। এ সকল প্রাথমিক বিষয় না জানিয়া, না শুনিয়া সহসা বৃহৎ ব্যাপারে পরিলিপ্ত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ব্যক্তিগত ক্ষতিকে আমরা বিশেষ ভয়ের কারণ মনে করি, কারণ তাঁহাদিগের ক্ষতি দেখিয়া অপরের উৎসাহ ভঙ্গ হয়, সুতরাং এই ব্যক্তিগত ক্ষতিকেও জাতীয় ক্ষতি মনে করিতে হইবে এবং যাহাতে কাহারও কিছুতে কোনমতে ক্ষতি না হইতে পারে তজ্জন্ত সকলের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। সাধারণতঃ লোকে ফলের কারণের অনুসন্ধান করে না, ফলের বিষয়ই আলোচনা করে এবং তাহারই ফলে একজন ব্যক্তির লোকসান দেখিয়া অপর পাঁচজন পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে।

অনেকে আজকাল পরামর্শ দিতেছেন যে, চাষবাস আরম্ভ করুন। আমি কিন্তু এ মতের পোষকতা করিতে প্রস্তুত নহি, কারণ ইহাতে অনেক বিঘ্ন ব্যাঘাত আছে, আর্থিক ক্ষতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এই সকল কারণে আমার প্রথম প্রস্তাব যে, লোকে প্রথমতঃ গার্হস্থ্য কৃষি-শিক্ষা করুক,—তাহাতে বিচক্ষণ হউক, সন্তান সন্ততিদিগের বাল্যকাল হইতে যাহাতে এ বিষয়ে মতিগতি হয়, সেজন্ত কার্য্যতঃ চেষ্টা করা হউক,—সাংসারিক সচ্ছলতার চেষ্টা হউক। চাষ-বাস করিতে হইলে অর্থাৎ কৃষি কার্য্যাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা থাকিলে, কিছু মূলধনের আবশ্যক—বিশেষ ধৈর্য্যের আবশ্যক। প্রথম বৎসরের চাষআবাদে যদি লোকসান হয়, তবে ভদ্রসন্তানের গতি কি হইবে? মধ্যবিত্ত লোকের আর কত পুঁজি পাটা থাকে যে, একবার লোকসান সহ্য করিয়া ঘরের খাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে? গৃহস্থলোকের এইরূপ লোকসান সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই কেহ এই অনিশ্চিত ব্যাপারে সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না।

গৃহস্থালী হিসাবে বাগ-বাগিচা করিতে হইলে গৃহস্থলোকের পক্ষে দুই কি এক বিঘা জমি লইয়া কার্য্যারম্ভ করা উচিত, পরে কার্য্যে অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া কার্য্যের পরিসর বৃদ্ধি করিলে ক্ষতি নাই। সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলে এক বিঘা ভূমিতে আবশ্যকীয় নানা বিধ তরিতরকারির দ্বারা আবাদ করিলে অনতিবৃহৎ পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। এই একবিঘা জমিকে কিরূপ আবাদ করিতে হইবে, এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইবে।

প্রথমতঃ জমিটী সমতল ও পয়প্রণালী বিশিষ্ট

হওয়া আবশ্যক। আবশ্যক তাহাকে যে সকল আগাছা প্রভৃতি আছে, তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে। তারপর তাহাকে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক কাঠা জমির চারিদিকে আল বাঁধিয়া দিতে হইবে। অধিক বৃষ্টি হইলে যেন তাহা হইতে সহজে জল নিকাশ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বাগানের কোণে অথবা সন্নিকটে একটা ক্ষুদ্র গো-শালা নির্মাণ করিতে হইবে এবং গৃহস্থকে দুই একটা গাভী, দুই একটা ছাগল পুষিতে হইবে। গাভী ও ছাগল পুষিবার দুইটী উদ্দেশ্য আছে; প্রথম উহাদিগের দুগ্ধের জন্য, দ্বিতীয় সারের জন্য। এতদুভয়ের কোনটী উপেক্ষণীয় নহে। মাঘ মাসে দশ কাঠা জমিকে উত্তমরূপে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া, উহার ঢেলা ভাঙ্গিয়া মাটিকে 'ঝাল' করিতে হইবে। ফাল্গুন মাসে এক এক কাঠা জমিতে তরমুজ, খরমুজা, ফুটি, কাঁকুড়, কাঁকড়ী, ভুয়ে বা ঢেঁড়স শশা, কুলিবেগুণ, উচ্ছে, করলা নানাবিধ শাক প্রভৃতির আবাদ করিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে অপর দশ কাঠাকে উত্তমরূপে তৈয়ার করিয়া, আষাঢ় মাসে এক এক কাঠা জমিতে মুক্তকেশী বেগুণ, ঢেঁড়স, ঝিঙে, ধুন্দুল, পালা-খরা ইত্যাদি দিতে হইবে। ইতিমধ্যে তরমুজাদি গ্রীষ্ম-কালের তরকারি শেষ হইয়া গেলে, উহাকে পুনরায় কোপাইয়া, যথাপনিধানে সারসংযুক্ত করিয়া ভাদ্র মাস হইতে শীতকালের উপযোগী নানাবিধ তরকারি রোপণ করিতে হইবে। বর্ষাশেষের সঙ্গে যে সকল তরকারির সময় শেষ হইয়া গিয়া থাকিবে, তাহার স্থানে আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকে পটলের গেঁড় পুতিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ শাতের ফসল শেষ হইবার প্রাক্কালেই পটোল ফলিতে আরম্ভ হইবে। এ সম্বন্ধে বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। উদ্যানস্বামী বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলেই চলিবে। এক বিঘা জমিকে আবাদ করিতে হইলে উদ্যানস্বামীকে প্রতিদিন গড়ে এক ঘণ্টা করিয়া দিতে হইবে। প্রতিদিনই যে এক ঘণ্টা সময় দিতে হইবে, আমরা তাহা বলি না। কোন কোন দিন হয় ত ২।৪ ঘণ্টা লাগিবে, আবার দুই দিন হয় ত লাগিবে না। এই জন্য বলিয়াছি, গড়ে এক ঘণ্টা। তার পর প্রতি মাসে চারিটা মজুর লাগিবে। তাহার কারণ, জমিকে কোন সময়ে কোপাইতে হইবে, কখনও বা গাছে মাটি দিতে হইবে, জল দিতে হইবে ইত্যাদি।

অনন্তর গৃহপালিত গাভী ও ছাগদিগকে সুনিয়মে যত্নসহকারে পালন করিতে হইবে। যাহাতে উহারা যথাসময়ে খাইতে পায়, চরিতে পায় ও শুষ্ক স্থানে থাকিতে পায়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গোয়ালঘর প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া সান্ধ্য-কালে তাহাতে ধোঁয়া দেওয়া আবশ্যক। গৃহমধ্যে অন্ধকার বা দুর্গন্ধ না হয়, এ জন্য ঘরের চারিদিকের গবাক্ষ সমস্তদিন খুলিয়া রাখা এবং বর্ষা ও শীতকালের রাত্রিতে সেই সকল স্থান আবদ্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আর অধিক বলিব না। খোয়াড় ও গোয়াল ঘরের যাবৎ আবর্জ্জনা প্রতিদিন সংগ্রহ করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেওয়ায় বিশেষ লাভ আছে, কারণ তদ্দ্বারা ক্ষেত্রে সারের অভাব হইবে না। সার তৈয়ারি করিবার প্রণালী আছে; সুতরাং নিয়মতরূপে উহার পরিচর্য্যা করিতে হইবে, নতুবা সারের সারাংশ নষ্ট হইয়া যায়।

বারোমাসে গাছের মধ্যে কয়েক ঝাড় কাঁচাকলা, চাঁপা ও অন্যান্য কলা, দুই চারিটা পেঁপে গাছ রাখিতে পারিলে মন্দ হয় না। এই সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে, বাগানে যদি আম কাঁটাল প্রভৃতির গাছ থাকে, তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসেই তাহাদিগের গোড়ায় ছায়া পরিমিত স্থান উত্তমরূপে কোপাইয়া,

...য় জাতিদের ও তৃণাদি আগাছা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। পোষমাসে জীর্ণ আর গ্রহণের জানিতে হইবে।

...বিষয় অনেক রহিল, আবশ্যক হইলে বারান্তরে ...লিব। —শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র দে।

শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অন্তর্গত কৃষি-বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ৩১এ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ভারতে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী অনেক কাযের কথায় পরিপূর্ণ। সঞ্জীবনী কৃত তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিতেছি।

চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা এ দেশের বহু উপকার হইয়াছে। আমাদের যুবকগণ চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়া, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তাঁহারা অন্যান্য শিল্পবিজ্ঞানও আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবেন। পূর্ব্বে এদেশে চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের সংখ্যা বেশী ছিল না। বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং আর ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নাই। যদি সার্ভে ও ডাক্তারী স্কুলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয়, তবে অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না।

কলিকাতা আর্টস্কুলের দ্বারা আর একটী অভাবের পরিপূরণ হইয়াছে। যদি আর্টস্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তবে অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে।

উকীলের সংখ্যা এদেশে অত্যধিক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন শ্রেণী উঠাইয়া দিয়া ভাল কায করিয়াছেন। আইন শিক্ষা-দানের জন্য গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই।

মান্দ্রাজ আর্টস্কুলে এলুমিনিয়াম ধাতুর তৈজসপত্র নির্ম্মিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এই ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদির যে বহু প্রচলন হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মান্দ্রাজ ব্যতীত অন্যত্র এই ব্যবসায়ে তেমন লাভের সম্ভাবনা নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশে এলুমিনিয়ামের মূল্যবান আকর আছে। সুতরাং মান্দ্রাজই এই ব্যবসায়ের অনুকূল স্থান। মান্দ্রাজের এলুমিনিয়ামের ব্যবসায় হইতে একটী সঙ্কেত শিক্ষা করা গিয়াছে। যেখানে যে ব্যবসায়ের অনুকূল স্থান, সেখানেই সেই ব্যবসায় করা প্রয়োজন।

যদি ফরিদপুরে এলুমিনিয়াম ধাতুর থালা, বাটী, যোগনো নির্ম্মাণের চেষ্টা করা হয় অথবা রঙ্গপুরে চিত্রবিদ্যা, মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি বা কাষ্ঠ খোদাই কার্য্য শিক্ষা দানের জন্য স্কুল স্থাপন করা যায়, তবে অর্থ ও পরিশ্রম পণ্ড হইবে। পূর্ণিয়াতে নীল, দুয়ারে চা, রঙ্গপুরে চিনি, জঙ্গীপুরে রেশম, মানভূমে তৈল, রং ও চামড়া পরিষ্কার, কটক ও ঢাকায় সোণা রূপার কায শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, "যার আছে, তাকে আরও দেওয়া হইবে।" যে স্থানে কোন ব্যবসায় প্রচলিত আছে, সেই স্থানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই ব্যবসায়ের উন্নতি করা যাইতে পারে।

নৃত্য বাবু কালিমপঙ্গের লেপচা, মানভূমের সাঁওতাল, খুলনার বুনিয়াদিগকে রেশমের গুটিপোকা পালন ব্যবসায় শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলার লোকদিগকে গুটিপোকা পালনের বৈজ্ঞানিক উপায় সহজেই শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারা আধুনিক প্রণালী শিক্ষা করিয়া মুর্শিদাবাদ

বীরভূম, রাজসাহী ও মালদহে রেশমের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। জঙ্গীপুরের রেশমীবস্ত্রের ব্যবসা- [illegible] জেলা [illegible] বিশেষতঃ জ[illegible] রামপুর বোয়ালিয়াতে এক রেশম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুপরিচালিত হইলে এই স্কুলের দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। রেশম বিদ্যালয়ের পক্ষে রামপুর বোয়ালিয়া যে খুব উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, তাহা বলা যায় না। পরলোক-গতা মহারাণী স্বর্ণময়ী শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ২৫ হাজার টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আমি এই টাকা দ্বারা জঙ্গীপুরে রেশম বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। বিলাতের কোন সভা ও মুর্শিদাবাদের নবাব এবিষয়ে সাহায্য দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হওয়াতে সকল আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়।

জঙ্গীপুরে রেশম বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পুনরায় চেষ্টা করা উচিত। ব্রিটিস সাম্রাজ্যের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষেই অধিক পরিমাণ রেশম জন্মে। ফ্রান্স, ইটালী, তুরস্ক, চীন ও জাপানে রেশম জন্মে। সুতরাং ঐ সকল দেশ রেশম ও রেশমী বস্ত্র ব্যবসায়ে ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগীতা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারত সাম্রাজ্যের যে সকল জেলায় রেশমের চাষ হয়, ইংলণ্ডের লোকেরা যদি অর্থব্যয় করিয়া ও সুদক্ষ তন্তুবায়দিগকে সেই সকল স্থানে পাঠাইয়া রেশমের উন্নতি না করেন, তবে ইংরেজ জাতি রেশমের বাণিজ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। জঙ্গীপুরের তন্তুবায়গণ খুব ভাল কারিকর। যদি জঙ্গীপুরে ইউরোপীয় প্রণালীতে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে অশেষ উপকার হইবে। ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে জঙ্গীপুরের তন্তুবায়গণ বাষ্পীয়-কল-পরিচালিত তাঁত প্রভৃতি অনায়াসে চালাইতে পারিবে।

কটকের শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস রূপা, হাড়, শিং প্রভৃতি দ্রব্যের নানা প্রকার সুন্দর জিনিস নির্ম্মাণ করিয়া সফলশ্রম হইয়াছেন। কটকে যাহা সহজ-লভ্য, কটকের লোক সে ব্যবসায়ে প্রাচীনকাল হইতে নিপুণ, মধু বাবু তাহার উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে স্থান যে ব্যবসায়ের অনুকূল, সেই স্থানে সেই ব্যবসায় শিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত। বৈদ্যবাটী ও মালদহে জেলি, জ্যাম প্রস্তুত ও ফল কৌটায় বন্ধ করার প্রণালী শিক্ষা দানের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে।

নদীয়া, বাঁকুড়া, মানভূম ও যশোহরের কোন কোন স্থানে দুধ অতি শস্তা। ঐ সকল স্থান দুধের ক্ষীর ও দুধে জীবাণু ধ্বংস করিবার প্রণালী শিক্ষা দানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের অনুকূল ক্ষেত্র। লোহা, কয়লা, ও পাথরে চুণ বরাকরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে কৃষিযন্ত্র ও অন্যান্য লোহার জিনিস নির্ম্মাণের জন্য স্কুল স্থাপন করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে কৃষিকার্য্য, সূত্রধরের কার্য্য বা ফল রক্ষার কার্য্য শিক্ষা দিয়া লাভ নাই। তাহারা সুবিধা পাইলে কেরাণী বা মাষ্টার হইবে, ঐ সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবে না। যদি বা কেহ ঐ ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক হয়, অর্থাভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে না। সূত্রধরের পুত্র যদি তাহার পৈত্রিক ব্যবসায় শিখে, তবে তাহার আর মূলধনের অভাব হয় না। যাহাদের কলা বা আমের বাগান আছে, তাহারা শিক্ষা পাইলে অনায়াসে জ্যাম ও জেলির ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারে। মূলধনের জন্য আর তাহাদের ভাবিতে হয় না।

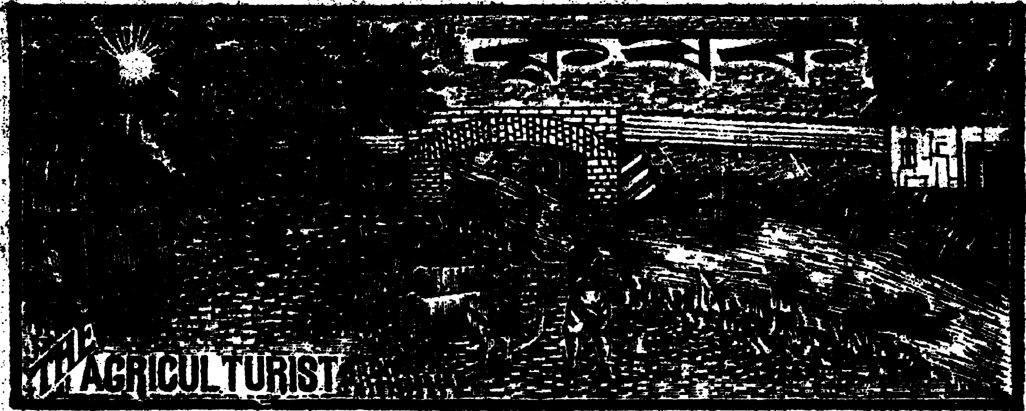
কলিকাতায় দর্জির কাজ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় করা যাইতে পারে। আমি কোন বাঙ্গালীর দরজির দোকানে একজন চীনা দর্জি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন, [illegible] বরাক [illegible] সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে [illegible] দিতে হয় যা লোকান্নায় বলিয়াছিলেন, [illegible] বৎসরে ৮৫.৮ দিন অনুপস্থিত থাকে, মুসলমানদিগের পর্ব্বের কার্য্যে নিবিষ্ট চায় না, তাঁহারা পুষ্পনিবিষ্ট হউক, চীনা দর্জ্জিকে মাসে [illegible] যদি [illegible] তাহাতে লাভ ভিন্ন লোকসান হয় না। [illegible]

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে কৃষি ও কৃষির আনুষঙ্গিক ব্যবসায় শিক্ষা [illegible] করা কর্ত্তব্য। আহার সামগ্রী রক্ষার কৌশল শিক্ষা দান করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য। জেলী জ্যাম প্রস্তুত, ফল কৌটায় বন্ধ করার প্রণালী, নানা গাছের মূল হইতে ময়দা ও এরোরুট প্রস্তুত, দুধ জীবাণুশূন্য ও ঘন করা, কীট হইতে শস্য রক্ষা, তৈল প্রস্তুত, চিনি তৈয়ার করা, চা প্রস্তুত করা প্রভৃতি ব্যবসায় শিক্ষা দানের উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। কোন জেলায় মাছ, কোথাও নেবু, আনারস, কালজাম টাটকা রাখার কৌশল, কোন জেলায় নানাপ্রকার গাছ হইতে চিনি প্রস্তুত, কোথাও ফল ও শাক সবজী খণ্ড খণ্ড করিয়া [illegible] বন্ধ করিয়া রাখার প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে। কৃষিকর্ম্মের সাহায্য করিয়া তাহাতে কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণ, নানাপ্রকার আহার সামগ্রী রক্ষার উপায় ও পশুপালনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত।

নৃত্য বাবুর বক্তৃতা অতি সারগর্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এমন কি কেহ আছেন, যিনি এই সারগর্ভ বক্তৃতার বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগী হইবেন? শিল্প শিক্ষার কথা চারিদিকে শুনিতে পাওয়া যায়, নৃত্য বাবু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ব্যবসায় শিক্ষার প্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু কেহ যদি কাযে প্রবৃত্ত না হন, তবে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে।

REGISTERED NO. C. 192
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। চৈত্র, ১৩০৮ সাল। ১২শ সংখ্যা

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন ৶০, অর্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ২৲, এক পেজ ৩৲।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, B.A., F.R.H.S.
ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৮১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৩য় খণ্ড

'কৃষকে'র উপহার

বিশেষ সুবিধা! বিশেষ সুবিধা!

আর একমাস কাল।

"কৃষকে"র প্রচার বাহুল্য আশায় আমরা "কৃষকে"র সহিত এবারও কৃষিকার্য্যানুরত ব্যক্তি-বর্গের উপযোগী সবজী বীজ উপহার প্রদান করিতে উদ্যত হইলাম। আশা করি, অনেকেই স্বয়ং এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে "কৃষকে"র গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

উপহারের বিবরণ।

আগামী বৈশাখ (১৩০৯) মাসের সংক্রান্তির মধ্যে যাঁহারা "কৃষকে"র ৩য় খণ্ডের মূল্য ২৲ (যে সকল পুরাতন গ্রাহক ১৩০৯ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত মূল্য দিয়াছেন—তাঁহাদিগের পক্ষে ১৲) ও উপহারের বীজের দরুণ ১৲ এবং বীজ পাঠাইবার মাশুল ও প্যাকিং ।০—সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৩।০ (অথবা ২।০) মণি-অর্ডারযোগে পাঠাইবেন অথবা আমাদিগের আফিসে জমা দিয়া যাইবেন, তাঁহারা তৃতীয় খণ্ড "কৃষক" অর্থাৎ ১৩০৯ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বার মাসের বারখানি "কৃষক" মাসে মাসে পাইবেন; এবং নিম্নলিখিত ৩৲ টাকা মূল্যের বীজ বিনামূল্যে পাইবেন।

যে সকল নূতন গ্রাহক "কৃষকে"র প্রথম খণ্ড (যাহা ২৪ সংখ্যায় ৩৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে) হইতে গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক—তাঁহাদিগকে উক্ত প্রথম খণ্ডের জন্য ২।০, (বাঁধাই লইলে ২৸০) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য ২৲ অতিরিক্ত পাঠাইতে হইবে—অর্থাৎ সর্ব্বমোট ৬।০ অথবা প্রথম খণ্ড বাঁধাই লইলে ৬৸০—মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইবে।

ভিঃ পিঃ "কৃষক"।

এবার আমরা "কৃষক" ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যা—(১৩০৯ সালের বৈশাখ মাসের) ভিঃ পিঃ পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। ইহাতে আমাদিগের অসুবিধা হইলেও গ্রাহকগণের বিশেষ সুবিধা হইল।

পুরাতন গ্রাহকগণের প্রতি।

যে সকল পুরাতন গ্রাহকগণ উপহার লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ত্বরায় পত্র লিখুন। আর ৩য় খণ্ড হইতে "কৃষকে"র গ্রাহক না থাকিতে ইচ্ছা করেন—এরূপ গ্রাহকগণও ত্বরায় পত্র লিখুন। কারণ, বৈশাখের সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া সমস্ত গ্রাহকগণের নিকট হইতে কেবল তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ মূল্য অথবা উপহারের টাকা সমেত মূল্য আদায় করিব।

উপহারের বীজ।—

১ দফা—ছয় সের বেগুন।—গত শীতকালে এই বেগুনের বীজ হইতে গাছ প্রস্তুত করিয়া জনৈক ব্যক্তি ৪৷৷০ সের অবধি বেগুন উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্রখানি পাঠ করুন:—এই বেগুন খাইতে সুস্বাদবিশিষ্ট।

* * * *

মহাশয়,

আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাদের ফারম হইতে অনেক রকম বীজ ও কলম ইত্যাদি আনিয়াছি এবং সকল-গুলিতেই উত্তম ফল পাইয়াছি। উহাতে যে সকল বেগুন হইতেছে, তাহাও প্রত্যেকটীই প্রায় ওজনে ৴৪ সের ও ৴৪৷৷ সের করিয়া হইতেছে। শ্রীরজনী-কান্ত বিশ্বাস। দশঘরা, হুগলী।

এই বেগুনের বীজ ১ প্যাকেট ।০

২ দফা—চীনের মূলা—বৃহৎ টকটকে লাল গোল।—মূলার উজ্জ্বল লাল রং দেখিলে নয়নমন পরিতৃপ্ত ও মোহিত হয়।. খাইতেও সুস্বাদু।

১ প্যাকেট ।০

আমাদিগের বীজ হইতে চীনের মূলা উৎপন্ন করিয়া অনেক ব্যক্তি প্রশংসাসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

৩ দফা—চিরস্থায়ী কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ

৭৷৷০ তোলা ৫০

(বীজ হইতে বেড়া প্রস্তুত প্রণালী বীজের সহিত দেওয়া যাইবে। ৭৷৷ তোলা বীজ দুই লাইন করিয়া পুতিলে প্রায় ১৫০ ফুট লম্বা বেড়া হইবে।

এই বীজ হইতে উৎপন্ন গাছ অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং এক বৎসরের মধ্যে ঘন, দুর্ভেদ্য বেড়ায় পরিণত হয়। অন্য কোন চিরস্থায়ী কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ হইতে এত অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য বেড়া উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না।

বেড়া চিরস্থায়ী, কাঁটাযুক্ত এবং জন্তু মাত্রেরই পক্ষে দুর্ভেদ্য। গাছ না ছাঁটিয়া দিলে খুব বড় হয় এবং দেশের জল বায়ু অনায়াসেই সহ্য করিতে পারে।)

একখানি প্রশংসা পত্র পাঠ করুন :—

SIR,

Last year I purchased from you One Rupee worth of your hedge seeds. I am glad to let you know that the seeds were excellent. They all grew and this year the plants have grown to 6 ft in height.

Yours faithfully,
C. S. Gupta.
Panchthupi, Via Sainthia, E.I.R.

মর্ম্মানুবাদ—

মহাশয়,

গত বৎসর আপনাদের নিকট হইতে আপনাদের বেড়ার বীজ ১৲ টাকার ক্রয় করিয়াছিলাম। আমি আপনাকে সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে বীজগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ছিল। উৎপন্ন গাছ এই বৎসরে (এক বৎসরের মধ্যে) ছয় ফুট উচ্চ হইয়াছে। আপনার বিশ্বাসভাজন—সি, এস, গুপ্ত। পাঁচথুপী ভায়া সেঁথিয়া, ই, আই, আর।

৪ দফা—খুব বড় জাতীয় বাঁধাকপি

১ প্যাকেট ।০

(জনৈক আসামবাসী এই জাতীয় বীজ হইতে অর্দ্ধমণ কপি উৎপন্ন করিয়াছিলেন।)

৫ দফা—বড় জাতীয় ফুলকপি

১ প্যাকেট ।০

৬ দফা—ওলকপি বড় ১ প্যাকেট ।০

৭ দফা—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তরমুজ—ইহা কখন কখন প্রায় দুই মণ পর্য্যন্ত ভারি হয় ।০

৮ দফা—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিলাতী কদু। ইহা ওজনে ২৷৷০ মণ পর্য্যন্ত হইতে পারে ।০

৯ দফা—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টমাটো বা বিলাতী বেগুন ।০

১০ দফা—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বীট ।০

মোট ৩৲
প্যাকিং মাশুল ।০

৩।০

এমন সুবিধা আর হইবে না।

তিন টাকায় (ও মাশুলাদি ।০) এই বার দফা বীজ পাইবেন এবং এক বৎসর "কৃষক" পত্র পাইবেন, এমন সুবিধা আর হইবে না!

বীজের বিতরণ আরম্ভ।

বীজ সকল শ্রাবণের শেষে অথবা ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহ হইতে বিলি আরম্ভ হইবে। যাহার টাকা অগ্রে জমা হইবে, তিনি অগ্রে বীজ পাইবেন। ক্যাশ রেজেষ্টারীর ক্রমিক নম্বর অনুসারে বীজ বিতরিত হইবে।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।—

ম্যানেজার, "কৃষক" অফিস।
১৮১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মেওরেস

আমাদের বিশ্ববিখ্যাত মেওরেস স্নায়ু ও মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্য, মেহ, ধাতুতারল্য, স্বপ্নদোষ, পুরুষত্বহানি, শুক্রতারল্য, রতিশক্তিহানি, অতিরিক্ত প্রস্রাব বা প্রস্রাবকালে জ্বালা ও তৎসহ বিকৃত বীর্য্যপতন, স্মৃতি ও মেধা হানি, শিরোরোগ, মানসিক অবসাদ ও স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি যৌবন সুলভ যাবতীয় শুক্ররোগ ও তদানুসঙ্গিক সহস্রাধিক উৎকট উপসর্গের সর্ব্বজন পরিচিত এবং প্রশংসিত একমাত্র অমোঘ মহৌষধ। মেওরেস সহজসেব্য ও মুখপ্রিয়, সুন্দর ও শক্তিশালী এবং দূষিত দ্রব্যের লেশ মাত্র বর্জ্জিত। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা মাত্র। ভিঃপিঃ ডাকে লইলে, তিন শিশি পর্য্যন্ত আট আনা মাশুলে যাইতে পারে।

চিকিৎসকের অভিমত।

কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের সেক্রেটারী, বিবিধ চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণেতা ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, (লণ্ডন) মহোদয় বলেনঃ—"মেওরেস স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যেও প্রমেহ রোগে বিশেষ উপকারক হইবে।"

কলিকাতার বিখ্যাত ডাঃ ইউ, ব্যানার্জ্জী, এল, আর, সি, পি, (লণ্ডন) এম, আর, সি, এস, (এডিন) মহোদয় বলেনঃ—"বিখ্যাত মেওরেস ঔষধ দ্বারা মূত্রযন্ত্রের বিবিধ কঠিন রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাঃ এস, এ, হোসেন, এম, ডি, সি, এস, এল, সি, (লণ্ডন) মহোদয় বলেনঃ—"মেহ প্রভৃতি রোগে মেওরেস আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে।"

কলিকাতা মির্জ্জাপুরের ডাঃ জে, স্যাণ্ডাল, এম,ডি, মহোদয় বলেনঃ—"মেওরেস শুক্রদৌর্ব্বল্য রোগের চমৎকার ঔষধ। ইহাতে কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই।"

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ এম, এন, ব্যানার্জ্জী,এম, ডি, মহোদয় বলেনঃ—"মেওরেসের তুল্য ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। অল্প কাল ব্যবহারেই মেহ রোগ দূর হয়।"

সতর্কী করণ।



মেওরেস ঔষধ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। তথাপি কোন কোন দুষ্ট লোকে অন্ন নামের প্রভেদ রাখিয়া ইহার নকল করিতেছে।

মহৌষধ পাইবার একমাত্র ঠিকানা—

পি, জি, মুখার্জ্জি,
ম্যানেজার,
ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস। রাণাঘাট। বেঙ্গল।

জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সুলভ পারিবারিক ঔষধ

"নেচার্স হেল্থ রেষ্টোরার"

নর্থ অ্যামেরিকার

ওয়াশিংটন নগরে প্রস্তুত। ইহা অপেক্ষা আশু এবং স্থায়ী ঔষধ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। দূষিত রক্ত, যকৃতের বিকৃত ক্রিয়া এবং তজ্জন্য কিডনীর ক্রিয়া বিকারই সমস্ত পীড়ার মূল। ইহা দ্বারা রক্ত, যকৃত এবং মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনীত হইয়া অচিরাৎ শরীর বলবান সুস্থ এবং হৃষ্টপুষ্ট হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, পারাদোষ, শিরঃপীড়া, ডিস্‌পেপসীয়া বা বদহজম, বক্ষঃস্পন্দন, সিক্‌হেডেক বা পিত্তপ্রধানতা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গে ইহা অতিশয় উপকারী। কেবল গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত কোন খনিজ পদার্থ ইহাতে নাই, সম্পূর্ণ নিরাপদ, ঔষধের প্রিসক্রিপ্‌সন প্রকাশ করা আছে। চিকিৎসক মাত্রকেই বলিতে হইবে যে ইহা বাস্তবিকই উপকারী মহৌষধ, ইহা অপেক্ষা সুলভ ঔষধ আর নাই। ২০০ মাত্রা ঔষধ মূল্য ৪।।০ ছোট বাক্স ২ মাসের জন্য ২৲ এক মাসের উপযোগী ঔষধ ৸০, ৫ দিনের নমুনা বিনামূল্যে ভিঃপিঃ খরচা লাগিবে না। সমস্ত ঔষধই অ্যামেরিকা হইতে প্যাক হইয়া আইসে।

এস, পি চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স,—বাঙ্গালা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যার একমাত্র এজেণ্টস্‌। হেড্‌ডিপো-গলসী জেলা বর্দ্ধমান, গলসী পোঃ, ই-আই-আর।

প্রথম **কৃষক।** খণ্ড

২৪ সংখ্যায়—৩৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

কৃষি বিষয়ক অনেক আবশ্যকীয় প্রবন্ধ, সংবাদ ও চাষাবাদের কথা আছে।

মূল্য মায় মাশুল ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।
উৎকৃষ্ট বাঁধাই ১৷০ সাত সিকা।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



২য় খণ্ড। চৈত্র, ১৩০৮ সাল। ১২শ সংখ্যা।

সূচী।

ভারতের কুইনাইন।—এখান হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের কুইনাইন বিক্রয় হইতেছে। সম্প্রতি ৩০১ শত পাউণ্ডের অর্ডার আসিয়াছে। সুখপর বটে।

"কৃষকে"র সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই সংখ্যায় কৃষকের দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হইল।

"কৃষক" প্রথমে ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। তখন প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইত। ছয় সাত মাস কাল অর্থাৎ ১৩০৭ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত ছয় মাসে ২৪ সংখ্যা (৩৮৪ পৃষ্ঠা) প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে মাসিক আকারে পরিণত হয়—অবশ্য গ্রাহকাভাবে। পূর্ব্বোক্ত ২৪ সংখ্যা ৩৮৪ পৃষ্ঠাই হইল—প্রথম খণ্ড "কৃষক"—মূল্য ১।০, বাধাই ১৫০। ১৩০৮ সালে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত প্রকাশিত বার মাসে বার খানা কৃষক হইল—দ্বিতীয় খণ্ড "কৃষক"। দ্বিতীয় খণ্ড "কৃষক" উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপান—প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—মূল্য ২৲। তৎপরে বৈশাখ ১৩০৯ হইতে ৩য় খণ্ড আরম্ভ হইবে। "কৃষক" প্রথম খণ্ডে কৃষি-কথা ব্যতীত সাধারণ সংবাদ ও প্রবন্ধাদি আছে। ২য় খণ্ডের ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রণালীতে চলিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম সংখ্যা হইতে কেবল কৃষি ও শিল্পাদি বিষয়ক কথা ভিন্ন সাধারণ সংবাদাদি কিছুই নাই। এক্ষণে বরাবরই এই নিয়মে চলিবে।

“কৃষকে” কোন্ কোন্ মহোদয় ব্যক্তিগণের লেখা প্রকাশি[illegible] নাম নিম্নে দেওয়া [illegible]

শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible]
শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় M. A., M. R. A. C. &c.
শ্রী[illegible]চন্দ্র দে F. R. H. S.
শ্রী[illegible] পণ্ডিত [illegible]কুমার জ্যোতি[illegible]
শ্রী[illegible]মোহন মিত্র, F. R. H. S.
শ্রী[illegible] মিত্র B. A., F. R. H. S.
প্রভৃতি।

পূর্ব্বোক্ত লেখকগণের লেখা ব্যতীত “কৃষকে” গবর্ণমেন্টের কৃষি পরীক্ষার বিবরণ [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং অন্যান্য কৃষিকার্য্যানুরক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রবন্ধাদি “কৃষকে” প্রকাশিত হয়। কৃষিবিষয়ে পরস্পরের অভিজ্ঞতা “কৃষক” সাহায্যে সাধারণে বিদিত করিয়া কৃষিবিষয়ে জ্ঞানোন্নতিকরণই—“কৃষক” প্রচারের উদ্দেশ্য।—অতএব কৃষি-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই ইহার গ্রাহক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

প্লেগে নিম্ব।—কচি নিমপাতা ভালরূপে পেষণ করিয়া লবণের সহিত প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে প্লেগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নিম্বের যে অসীম গুণ এবং শক্তি আছে, তাহার আর সন্দেহ কি?

—o—

বনকর।—সিংভূম অঞ্চলের জঙ্গল হইতে গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬২৯ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিগত ১৮৯৯-১৯০০ সালে ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭০৭ টাকা সরকারের আয় হইয়াছিল।

—o—

শিল্প-বিদ্যালয়।—বেরারে পরলোকগতা ভারতেশ্বরীর স্মৃতিরক্ষার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে তথায় একটী টেক্‌নিক্যাল ইন্সটিটিউট বা শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার কথা হইতেছে।

রংপুরে আম্র-মুকুল।—এবার ঈশ্বরপ্রসাদে রংপুরে যথেষ্ট আম্র-মুকুল হইয়াছে। গাছ সবই মুকুলে পূর্ণ। কোন কোন গাছে গুটী [illegible] আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] না [illegible]; প্রচুর আম [illegible] সম্ভাবনা।

—o—

[illegible]—[illegible] এ দেশের [illegible] এ বৎসর তামাক-পাতা [illegible] হইতে পারিল না, সুতরাং ভাল জন্মিল না। [illegible] স্থানে স্থানে তামাক [illegible] হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র নয়। আকাশের জল ও কূপজলে অনেক প্রভেদ। ঈশ্বরের কৃপা না হইলে, মানুষে কি করিতে পারে? জলাভাবে গম কলাই, প্রভৃতিও ভাল জন্মিবে না। আশু-ধান্যের জন্য ক্ষেত্রে চাষ আরম্ভ হইয়াছে, বৃষ্টির অভাবে চাষী বীজ বপনের সুযোগ পাইতেছে না। বস্তুতঃ কৃষি ও স্বাস্থ্যের জন্য বৃষ্টির নিতান্তই দরকার। রং দিকঃ।

—o—

তিল।—এ বৎসর বেশী তিল হইবেনা। মোট ১৬০,১৮১ টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। গত বৎসর ২৬৮,৩৩৫ টন তিল জন্মিয়াছিল।

—o—

বঙ্গের তৈল শস্য।—যে সকল ফসল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে তৈল শস্য কহে। এবৎসর ৸১০ আনা রকম তৈল শস্য হইবে বলিয়া এক্ষণে অনুমিত হইয়াছে।

—o—

বঙ্গে চিনির ফসল।—যে যে ফসল হইতে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহাকে চিনির ফসল বলা যাইতে পারে। এ বৎসর ৸৵১০ আনা রকম উক্ত ফসল হইয়াছে। তন্মধ্যে উৎপন্ন আখ হইতে ১৭,১৪৩,১০০ হন্দর গুড় হইবে। গত বৎসর ১৬,২২৮,৪০০ হন্দর গুড় হইয়াছিল। খেজুর রস হইতে ২৬৩৯,৭৭১ হন্দর গুড় হইয়াছে। তালরস এবং অন্যান্য ফসল হইতে ৩৯২৯ হন্দর গুড় হইবে।

একখানি পত্র।

সন ১৩০৮।
১৪ই মাঘ।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

মহাশয়! আমি আপনার "কৃষক" পত্রের এক জন গ্রাহক। আমার লাঙ্গল অর্থাৎ কৃষিকার্য্য আছে, আমি জাতি দক্ষিণরাড়ী কায়স্থ, আমি এবৎসর দুই বিঘা জমিতে পেঁয়াজ করিয়াছি, উক্ত ফসল আমাদিগের দেশের অন্যান্য কায়স্থ মহাশয়েরা করেন নাই, এজন্য আমাকে বলেন যে "তুমি পেঁয়াজ করিয়াছ তোমাকে সমাজে জরিমানা দিতে হইবেক নচেৎ লইব না।" আপনারা সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ একারণ নিবেদন যে উক্ত ফসল করিলে কেন জাত যায় তাহা বুঝাইয়া দিবেন, আর যদি দোষ না থাকে তাহাও বলিবেন। উক্ত ফসল আবাদ বাদে আর সকলে যাহা করে আমি তাহা করি। উক্ত দ্রব্যের জন্য জাত কেন যায় তাহা যিনি বলিবেন, তাঁহাকে প্রমাণ দেখাইতে হইবেক। মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমার কথার মীমাংসা করিয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

২য় খণ্ডে নবম সংখ্যায় যে হাড়ের গুঁড়ার সারের কথা লিখিয়াছেন তাহার প্রতি মণের মূল্য কত? এবং বিঘা প্রতি কত পরিমাণ দিতে হয়, উক্ত গুঁড়া কয় প্রকার এবং কোন প্রকার সাররূপে ব্যবহার হইতে পারে জানিতে ইচ্ছা করি। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা "কৃষক" জগদ্ব্যাপী হইয়া অমর হউক। উত্তর দানে বাধিত করিবেন নিবেদন ইতি।

লিঃ শ্রী রসিকলাল চন্দ।
সাং বাগান গ্রাম, পোঃ গাঁড়াপোতা।

[আমাদিগের পাঠকগণের মতামত জানিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের মন্তব্য পরে জানাইব। হাড়ের গুঁড়ার মণ ৪,৪৷৷০, অনেক প্রকার আছে। ধূলির ন্যায় গুঁড়া শীঘ্র সারের কার্য্য করে। অতএব জমিতে প্রয়োগ করিবার অব্যবহিত পরে ফল প্রাপ্তির আশা করিলে ধূলির ন্যায় গুঁড়া সারই ব্যবহার করা উচিত। বিঘা প্রতি দুই বা আড়াই মণ ব্যবহার করিতে পারেন। জমি বিশেষ কম বেশী লাগে।—কৃঃ সঃ।]

তন্তুযন্ত্রের প্রচার।—স্বরাজ্য মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত তাঁতের প্রচার করিবার জন্য মহীশূর সরকার বার্ষিক দশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

—০—

আমারিলিস সো।—অলিপুর Agri-Horticultural Society উদ্যানে, Amaryllis পুষ্পের প্রদর্শনী এই মাসের প্রথমে খোলা হইয়াছিল। বিনামূল্যে সাধারণকে উক্ত মেলা দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। সোসাইটির উৎপাদিত কয়েকটী নূতনতর Amaryllis পুষ্প দেখিয়া মোহিত হইতে হইয়াছিল।

—০—

অর্কিড সো।—বিখ্যাত মাড়োয়ারী চুনিচাঁদ বাবু তাঁহার বাগানে এই মাসের প্রথমে Orchid show দেখাইয়া ছিলেন। তাঁহার সুন্দর বাগান সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। গাছপালায় তাঁহার বিশেষরূপ সখ আছে। তিনি এ সকল বিষয়ে মুক্তহস্ত। তিনিই Group of ornamental flowering and folliage plants দেখাইয়া Viceroy medal প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিল্পাদি বিষয়েও চুনিচাঁদ বাবুর বিশেষ সহানুভূতি আছে। মোগলবাগানের শিল্প-মেলায় তিনি এককালীন ৬০০০ ছয় হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

—০—

ভিক্টোরিয়া রিজিয়ার বীজ।—রাজপুতনা উদয়পুরস্থিত "সজ্জন-নিবাস গার্ডেন্সে"এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট ডজন ৩৲ টাকা দরে, উক্ত বীজ এক্ষণে পাওয়া যায়।

—০—

দুর্ভিক্ষের ব্যয়।—আগামী বৎসর (১৩০৯ সালে) বোম্বে প্রদেশে দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

—০—

চিনির শুল্ক।—ইউরোপের হল্যাণ্ড দেশে গবর্ণমেণ্ট কত বীটচিনি উৎপাদনকারীদের সাহায্য করিয়া থাকেন; ভারতগবর্ণমেণ্ট ও উক্ত দেশ হইতে আমদানী চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া দিয়াছেন।

চূণ।—জমিতে চূণ প্রয়োগ করিলে, জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে বটে, কিন্তু চূণ নিজে ঠিক সার নহে। জমিতে যে সার-পদার্থ থাকে—তাহার রস সকল ক্ষেত্রে গাছের আকর্ষণোপযোগী অবস্থায় থাকে না। ঐ সকল সার-পদার্থ গাছের কোন কাজে লাগে না। এরূপ জমিতে, চূণ দিলে সার-পদার্থ বিগলিত হইয়া জমির উর্ব্বরতাশক্তির যথেষ্ট সহায়তা করে। এই হেতু চূণ প্রকৃতি সার না হইলেও স্থান বিশেষে অল্পাধিক কার্য্য করে।

—o—

রবারের বাগান।—গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশে মার্গুয়ে দশ হাজার একার জমীতে রবারের চাষ করিয়াছেন। গাছ সকল বেশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উক্ত স্থান রবার গাছ জন্মাইবার বিশেষ উপযোগী। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট উক্ত চাষ হইতে লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব সাধারণে রবারের চাষে মনোযোগী হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

—o—

কৃষিব্যাঙ্ক।—প্রজা-সাধারণের হিতার্থে পুর্ণিয়ার একটী ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। এই সভা তিনটী উদ্দেশ্য সাধনে স্থাপিত হইবে। ১ম।—গ্রামে গ্রামে সমবায় ঋণদান সমিতি (Village Co-operative Credit Societies) স্থাপন করিয়া কৃষককুলের অবস্থা উন্নতি করণ। ২য়।—সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া, সুদে টাকা জমা লওয়া এবং বীজ শস্য ধার দেওয়া। ৩য়।—ব্যাঙ্কের সভ্যগণকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া। ব্যাঙ্কের বিশেষ বিশেষ নিয়ম সম্বন্ধে বিবেচনার্থে একটি কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে।

—o—

টাটার বিদ্যালয়।—বাঙ্গালোরেই টাটা ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। বাঙ্গালোরের কোথায় ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহ নির্ম্মিত হইবে তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। মহীশূর-গবর্ণমেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের গৃহ নির্ম্মাণজন্য বিনামূল্যে ভূমি প্রদান করিবেন এবং কিছু অর্থ সাহায্যও করিবেন।

ডাকঘরে কুইনাইন।—ডাকঘরের পিয়নের নিকট কুইনাইন পাওয়া যায়। এ নিয়ম গত তিন বৎসর হইল হইয়াছে। ডাকঘরের দ্বারা গত ১৮৯৯-১৯০০ সালে ২৫০০ পাউণ্ড কুইনাইন বিক্রয় হইয়াছিল। এবং ১৯০০-১৯০১ সালে ৩৪০০ পাউণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে।

—o—

বাঙ্গালার বাণিজ্য।—নৌকা জাহাজে বাঙ্গালার সহিত বিদেশের যে বাণিজ্য হয়, মধ্যে মধ্যে তাহার একটা রেওয়া দেখিতে পাই। ১৯০০-০১ সালের রেওয়ায় বুঝা যায়, বাণিজ্যে ১১২ কোটী টাকার দ্রব্যের লেন-দেন হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই আলোচ্য বৎসরে পৌনে দশ কোটী বেশী। হিসাবে এই বৎসরের বাড়তিটার খুবই জয়-ঘোষণা হইয়াছে। আমদানী বাড়ে নাই; কিন্তু রপ্তানী বাড়িয়াছে। পাটের রপ্তানীটা,—রপ্তানী হিসাবের মাথায় বসিয়াছে। এ বৎসরের কারবারে ব্রিটনের লাভ নাই। ব্রিটনের যত লোকসান হইয়াছে, অন্যান্য বাণিজ্য প্রধান ইউরোপীয় রাজ্য তত লাভ খাইয়াছে। জার্ম্মাণী সকলের মাথায়। তাহার প্রায় দুই কোটী টাকা লাভ বেশী। অষ্ট্রেয়াটী কম নহেন,—অষ্ট্রীয়ার লাভ প্রায় আধ কোটী—ইটালি ও ফ্রান্স নিতান্ত খোলসে-পুঁটী নহেন। তাহাদের প্রত্যেকের লাভ,—সিকি কোটীর কম নহে। বিটচিনিরই রাজত্ব বল? রেখে দাও, তোমার চিনির মাশুল। যে বৎসর মাশুল চাপিয়াছিল, সে বৎসর ইউরোপের বীট-চিনিওয়ালারা খুব ভয় খাইয়াছিলেন। তা, ফলেও ভয় ফলিয়াছিল, সেবার প্রায় ১৫,৬০০ টন চিনির আমদানী কমিয়াছিল। এবার তেমনই সুদ শুদ্ধ আদায়। এবার বাড়িয়াছে ১৫,৬৪৯ টন। ব্যাপার বুঝিলে? সাধে কি বলে, অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়! বীটের কাটের কাছে, আর আখে চিনি দাঁড়াইতে পারিতেছে না। উত্তর-পশ্চিমে সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রে বীট-চিনির সাধনচর্চ্চা হইতেছে। সেও নাকি আশাজনক। হায়! বীটের প্রাধান্যেই আখ মরিবে।—বঙ্গবাসী।

পঙ্গপাল প্রতিকার।—পঙ্গপাল শস্যের একটী প্রধান শত্রু। মিঃ ইউলকিনসন নামক কোন ইক্ষু ব্যবসায়ী তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা হইতে কৃষকগণের উপকারার্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে নালিগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেঁকোবিষ ব্যবহার করিলে পঙ্গপালের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নেপালের কৃষকগণ পঙ্গপালের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত। তাহারা এই নালিগুড় ও সেঁকোবিষের ব্যবহারে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু অন্য কোন প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে বিশেষ কোন ফল লাভ হয় নাই।

—০—

গিনী ঘাস।—গিনী ঘাসকে (Guinea Grass) উদ্ভিদ-শাস্ত্রে পানিকাম মাক্সিমাম্ (Panicum Maximum) বলে। ইহার আদি বা জন্মস্থান—আফ্রিকা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ (West Indies)এ ইহার বহুল পরিমাণে চাষ হইয়াছে। গাছ খুব বর্দ্ধনশীল। উচ্চে ৬।৭ ফুট হইয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণে ঘাস পাওয়া যায়। এদেশে ইহার চাষ হইতেছে। ইহার বীজ কিম্বা জড় হইতে গাছ হইয়া থাকে। বীজ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

—০—

হিত-সাধনী সভা।—নব স্থাপিত নোয়াখালির হিত-সাধনী সভা কৃষি ও গোজাতির উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টায় আছেন। ১০০০৲ টাকা মূলধনে একটী কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। প্রত্যেক জেলায় এইরূপ কার্য্যকরী সভা স্থাপিত হইলে অনেকটা মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে।

—০—

শস্য-রপ্তানি।—ব্রহ্মদেশের প্রোম হইতে রেঙ্গুনে প্রতিদিন গড়ে ৫ হইতে ৬ হাজার টন ধান্য রপ্তানি হইতেছে। এক টন প্রায় ২৭৷৷০ মণ।

—০—

বৃক্ষনাশ।—গত বৎসর মধ্যপ্রদেশসমূহের জঙ্গলে অনেক বৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। এই সকলের মধ্যে সেগুণ, ধাওয়া, মহুয়া এবং শাল বৃক্ষই অধিক। জব্বলপুর, সাগর, দামো, নর সিংহপুর, বিটুল এবং নিমার অঞ্চলে সহস্র সহস্র সেগুণ গাছ শুকাইয়া গিয়াছে। সাগর অঞ্চলের পূর্ব্বপ্রান্তে শতকরা অন্যূন ৬০টী এবং নরসিংহপুর ও বিটুল অঞ্চলে শতকরা ৩০ হইতে ৪০টী সেগুণ গাছ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট গাছের অনিষ্ট না হয়, সেজন্য মরা গাছ সকল কাটা হইতেছে।

—০—

গোধূম চাষ।—পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম, মধ্যপ্রদেশে এমন কি বঙ্গদেশে, এবার গোধূমের উৎপত্তি কম হইবে, এইরূপ আশঙ্কাজনক হিসাব হইয়াছে। গত বৎসর যত জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল, এবার তাহা অপেক্ষা প্রায় চারি আনা আন্দাজ কম জমিতে গম চাষ হইয়াছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে একবার বৃষ্টি হইলে, বেশী চাষ হইতে পারিত। উত্তর পশ্চিমেরও অবস্থা এইরূপ। বঙ্গভূমে স্বভাবতঃ যেরূপ চাষ হওয়া উচিত ছিল, এবার তাহা অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছে। পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বিঘা ভূমিতে গমের চাষ হওয়া উচিত ছিল; হইয়াছে বিয়াল্লিশ লক্ষ জমিতে। গত বৎসর মধ্য প্রদেশে যত গমের চাষ হইয়াছিল, এবার তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে বটে, কিন্তু গড়পড়তায় যাহা হওয়া উচিত, তাহা অপেক্ষা কম হইয়াছে।

—০—

বিলাতি বাসন।—আজকাল নানাপ্রকার বিলাতি বাসন এদেশে প্রচলিত হইতেছে। গ্লাস, প্লেট, লোহার কলাই করা থালা ইত্যাদি অনেক স্থলেই ব্যবহৃত হইতেছে। এই প্রতিযোগীতায় আমাদের দেশের পিত্তল ও কাঁসা নির্ম্মিত দ্রব্যাদি কম বিক্রয় হইতেছে। আমরা আশা করি, বিলাতি অনুকরণে কলাই করা পিত্তল ও কাঁসার জিনিষ প্রস্তুত করিলে বহুল পরিমাণে বিক্রীত হইবে। এ বিষয়ে কেহ পথপ্রদর্শক হয়েন, ইহা বাঞ্ছনীয়।—ত্রিঃ হিঃ।

—০—

ভারতে শস্যের অবস্থা।—বর্ষাকালে এবৎসর সুবৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং যখন গমের বীজ বপন করা হইয়াছিল, তখন মাটি সরস ছিল না; শুষ্ক জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছিল। আশা করা হইয়াছিল,

শীত ঋতুতে বৃষ্টিপাত হইলে শস্তের অনিষ্ট হইবে না। শীত গিয়াছে, বসন্ত যাইতেছে, বৃষ্টি হইল না, শস্তের গাছ শুকাইয়া মরিতেছে। পঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের যে সকল স্থানে খাল আছে, খালের জল সেচন করিয়া সে সকল স্থানের শস্ত সজীব রাখা হইতেছে; খালহীন স্থান সমূহের শস্ত বিনাশ পাইতেছে। মধ্য প্রদেশে বেরার এবং বোম্বাই প্রদেশের যে সকল স্থানে অত্যধিক শস্ত জন্মিয়াছিল, ইন্দুর আর পোকাতে তাহা নষ্ট করিতেছে। কোন কোন স্থানের গমের চাষ শীতাধিক্যে বিনষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন জেলাতে এ সময় বোর ধান্তের চাষ হয়। শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার কোন কোন পরগণাতে বোর ধান্তের চাষই প্রধান চাষ। পৌষ, মাঘ মাসে এই ধান্তের চারা ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। বসন্ত ঋতুতে বৃষ্টিপাত না হওয়াতে এই ধান্ত গাছ শুকাইয়া যাইতেছে। বৃষ্টির অভাবে রবিশস্ত ভারতের কোথাও আশানুরূপ জন্মে নাই।

—০—

স্বাধীন-ত্রিপুরায় পতিত জমির আবাদ।—দিন দিন এদেশে জীবনসংগ্রাম বৃদ্ধি হইতেছে। এতদঞ্চলের কৃষকগণ ভূমি চাষ করিতে করিতে আর পতিত ভূমি কিছুই রাখে নাই। গোচারণের ভূমির অভাবে গরুগুলি দিন দিন ক্ষীণকায় হইয়া যাইতেছে। কৃষকগণ যে পরিমাণ ভূমি চাষ করিয়া থাকে, তাহাতে আর তাহাদের জীবিকার সংস্থান হয় না। সুতরাং তাহারা বাধ্য হইয়া স্থানান্তরে যাইতেছে। কুমিল্লানগরীর অতি বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশ অবস্থিত। তাহাতে অনেক পতিত জমি রহিয়াছে। কৃষির উপযোগী অনেক সমভূমিও আছে। পাহাড়ে রাস্তা ও পানীয় জলের অভাব। অনেক স্থানে দূষিত জল পান করিয়া লোকে রুগ্ন হইয়া পড়ে, এই সকল কারণে পাহাড়ে যাইয়া লোকে বাস করিতে সাহস পায় না। মহারাজা বাহাদুরের সরকার হইতে যদি গমনাগমন করিবার রাস্তার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং পানীয় জলের জন্ত স্থানে স্থানে ইন্দিরা খনন করিয়া দেওয়া হয়, তবে আমাদের বিশ্বাস মহারাজা বাহাদুরের স্বাধীন রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন দ্বারা অনেক আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, ইতিমধ্যে অনেক লোক যাইয়া পাহাড়ে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহারাজা বাহাদুরের সরকার হইতে অনেক লোকে তালুকী বন্দোবস্ত নিয়া প্রজাপত্তন করিতেছে। ইহা একটা শুভ লক্ষণ। মহারাজা বাহাদুরেরও আয় বৃদ্ধি হইবে, লোকেরও জীবিকার সংস্থান হইবে। আমরা আশা করি, রাজকর্ম্মচারীগণ লোককে উৎসাহ দিয়া যাহাতে অধিক পরিমাণে পতিত জমি আবাদ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।—ত্রিঃ হিঃ।

—০—

বঙ্গে কৃষি।—বিগত ১২ মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহের সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, সমালোচ্য সপ্তাহে বঙ্গের কুত্রাপি বৃষ্টিপাত হয় নাই। অনেকগুলি জেলায় বৃষ্টির নিতান্ত প্রয়োজন। অহিফেণ সংগ্রহ ও আকমাড়া চলিতেছে। রবি খন্দের অবস্থা মন্দ নয়। কোথাও তৃণ বা জলাভাব নাই। মানভূম, পালামৌ, রাঁচী, ভাগলপুর, চাম্পারণ, দ্বারবঙ্গ, আঙ্গুল, ত্রিপুরা, বাকরগঞ্জ, রাজসাহী, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, সাঁওতাল পরগণা, কটক এবং বালেশ্বরে পশুদিগের পীড়া হইতেছে।

***

মোটা চাউলের মূল্য ১৪টী জেলায় বৃদ্ধি ও ৯টী জেলায় হ্রাস পাইয়াছে। হাজারিবাগ সদরে ১৩ সের, গিরিডিতে ১২॥০ সের, বীরভূম সদরে ১২৸০ সের, রামপুর হাটে ১৩ সের, নদীয়া সদরে ১১॥০ সের, কুষ্টিয়ায় ১১ সের ও চুয়াডাঙ্গায় ১০ সের, মেহেরপুরে ১১৷০ সের ও রাণাঘাটে ১০॥০ সের, মুর্শিদাবাদ সদরে ১১৷০ সের, লালবাগে ১১৸০ সের, জঙ্গীপুরে ১৩ সের, কাঁথিতে ১৪ সের, যশোহর সদরে ১৩ সের, ঝিনাদহে ১২॥০ সের, মাগুরা, বনগ্রাম, মজঃফরপুর ফরিদপুর, গয়া, সারণ, মুঙ্গের, মালদহ, রংপুর, ঢাকা, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি এবং নড়ালে ১২ সের; খুলনা সদরে ১২॥০ সের, বাগেরহাটে ১৩ সের, এবং সাতক্ষীরায় ১২॥০; সাঁওতাল পরগণায় ১২৸৵০ সের,

সাহাবাদ ও দীনাজপুরে ১২॥০ সের ; চম্পারণে ১২৬০ সের ; ময়মনসিংহ সদরে ১১ সের, কিশোরগঞ্জে ১২॥০ সের, জামালপুরে ১২।০ সের ; নেত্রকোণায় ১৩৶০ সের এবং টাঙ্গাইলে ১১।৴ সের ; ত্রিপুরায় ১২।৶০ সের ; দ্বারবঙ্গ সদরে ১২৶০ সের, সমস্তিপুরে ১১॥০ সের এবং মধুবানীতে ১১॥৵০ সের ; রাঁচিতে ১৫ সের ; বর্দ্ধমান সদরে ১১॥০ সের, কালনায় ১১ সের, কাটোয়ায় ১৩৴০ সের, এবং তমলুকে ১২৸০ সের হুগলীতে ১১৶০ সের ; ২৪ পরগণা সদরে ১২ সের, বারাসতে ১১ সের, বসীরহাটে ১২।০ সের এবং ডায়মণ্ডহারবারে ১২ সের : দারজিলিং পার্ব্বত্য-প্রদেশসমূহে ৮ সের এবং তরাই অঞ্চলে ১২ সের ; চট্টগ্রামে ১৫ সের ; পাটনা সদরে ১২ সের, বিহারে ১১ সের, বাঁড়ে ১২॥০ সের ; ভাগলপুর সদরে ১২॥৶ সের, বাঁকায় ১৩৸০ সের, মাধিপুরায় ১৪॥০ সের, এবং সুপলে ৯।০ সের ; পূর্ণিয়া সদরে ১১ সের, কৃষ্ণগঞ্জে ১০ সের এবং আরারিয়ায় ১২ সের, কটক সদরে ১৫৴ সের, জাজপুরে ১৫৸০ সের, কেন্দ্রপাড়ায় ১৭৴০ সের এবং বাঁকীতে ১৫।৵০ সের, বালেশ্বর সদরে ১৫ সের, ভদ্রকে ১৮ সের, অন্যান্য স্থানে ১৭॥০ সের ; পুরী সদরে ১৬।০ সের, খুর্দ্দায় ১৫৸০ এবং অন্যান্য স্থানে ১৬৸৶০ সের, পালামৌ জেলায় ১২।৶০ সের ; মানভূম সদরে ১৪ সের এবং গোবিন্দপুরে ১২ সের, সিংভূম সদরে ১৪৵০ সের এবং চাইবাসায় ১৩॥০ সের ; নোয়াখালিতে ১৩।০ সের ; পাবনা সদরে ৯॥৵০ সের ও সিরাজগঞ্জে ১০৸০ সের, বগুড়ায় ১২॥৴০ সের, হাওড়া সদরে ৯।০ সের, উলুবেড়িয়ায় ১১ সের ; হুগলীতে ১০৸৵০ সের, আম্বুল সদরে ১২॥০ সের, খন্দমালে ১৩॥০ সের, এবং অন্যান্য স্থানে ১৬ সের এবং বরিশালে নূনম আমন ১১॥০ সের চাউল ১ টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

***

ভুট্টার মূল্য পালামৌ জেলায় ১ টাকায় ১৮॥৶০ সের, মজঃফরপুরে ২১॥০ সের, চাম্পারণে ২৩॥০ সের, সারণে ২৩ সের, সাঁওতাল পরগণায় ২২॥০ সের, দারজিলিং সদরে ২৮ সের এবং কালিং পং অঞ্চলে ২৮ সের। এতদ্ব্যতীত মজঃফরপুরে গম ১২ সের, যব ১৮॥০ সের, ছোলা মটর ১৭॥০ সের, অরহর কলাই ১৯॥০ সের এবং মড়ুয়া ২১ সেরে মূল্য এক টাকা।

আকন্দ।

আকন্দের গাছ এ দেশের পতিত জমিতে, পল্লী-গ্রামের রাস্তার ধারে ও নদীকূলে আপনা হইতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে ; ইহার চাষ এ দেশে কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। ইহা শ্বেত ও লাল দুই জাতীয় হইয়া থাকে ও ইহার ফুল মহাদেবের পূজায় ব্যবহৃত হয়। এই গাছ ঝোপের ন্যায় পাঁচ বা ছয় হাত লম্বা ও ইহার মূল হইতে শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া থাকে। ইহার ফল হইতে এক প্রকার তূলা পাওয়া যায়, তাহা শ্লেষ্মা নিবারক ; সেই জন্য আবশ্যক হইলে ছোট ছেলেদের মাথায় দিবার বালিশ এই তূলা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং ইহার আঠা বা দুগ্ধ, পত্র, ছাল ও মূল ঔষধরূপে পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আকন্দের ডাল হইতে যে আঁশ বাহির হয়, তাহা রেশম বা তূলার সূতার সহিত মিশ্রিত করিয়া সুন্দর কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। এই আঁশ দেখিতে সুন্দর ও মজবুত, এ জন্য পুরাকালে ইহার সূতায় ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করা হইত। ইহার আঁশ বাহির করিতে হইলে কলে (Roller) পিষিয়া লইয়া এক-খানি কাঠের হাতুড়ি দ্বারা থেঁতো করিতে হইবে। ইহা ঢেঁকিকলের দ্বারাও হইতে পারে। পরে জলে ধুইয়া ইহার অসার অংশ বাদ দিতে হয়। একবার ধুইলে যদি সম্পূর্ণরূপে অসার অংশ বাহির না হয় তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐরূপ থেঁতো করিয়া জলে ধুইতে হয় ; যতক্ষণ সমস্ত অসার অংশ বাহির না হয়,

তত্ক্ষণ ঐরূপ করিতে হয়। এরূপে সমস্ত অসার অংশ ধুইয়া গেলে পরিষ্কার আঁশ বাহির হইবে। পরে ঐ আঁশকে তিন চারি দিন, দিবসে রৌদ্রে ও রাত্রে শিশিরে রাখিতে হইবে। এই প্রণালীতে প্রস্তুত আঁশ চিক্কণ, দৃঢ় ও কোমল হইবে। এক বৎসরের অধিক বয়সের গাছের পাকা ডালে ভালরূপ আঁশ বাহির হয় না। মৃত্তিকার উপর হইতে ডাল কাটিয়া লইলে তাহার স্থলে পুনরায় নূতন ডাল সতেজে বাহির হয়; এ ডাল সরল হইয়া উঠে। ইহা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে কাটিয়া ইহার ত্বক হইতে আঁশ বাহির করিতে হয়। এই আঁশ দেখিতে সুন্দর ও কোমল হয়। বৎসরে দুইবার এই ডালে আঁশ বাহির করিতে পারা যায়; এরূপভাবে আঁশ বাহির করিলে গাছে ফল জন্মে না, সুতরাং তুলার সম্ভাবনা থাকে না। তুলার প্রত্যাশা করিতে হইলে বৎসরে একবার মাত্র ডাল হইতে আঁশ বাহির করা উচিত। এই তুলা ও আঁশে ফেলানেল বস্ত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আঁশ জাতীয় বৃক্ষসমূহের মধ্যে আকন্দের আঁশ কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; তথাপি কেন যে অদ্যাপি ইহাকে কেহ ব্যবহারে আনিবার চেষ্টা করেন নাই, বুঝিতে পারি না। অনেকে পরীক্ষা করিয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তার ওয়াট সাহেব মান্দ্রাজে আকন্দ, শণ ও কুইয়া প্রভৃতির আঁশ দ্বারা সমান পরিধিবিশিষ্ট রজ্জু প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ভারসহনশীলতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন; তাহাতে আকন্দ রজ্জু অন্যান্য রজ্জু অপেক্ষা অধিক ভার সহ্য করিতে পারিয়াছিল। শণ ৪০৭, কুইয়া ৩৬২, তুলা ৩৪৬, মুর্গা ৬১৬ কোষ্টা পাট (Hibiscus Cannabines) ২৯ ও নারিকেল ২২৪ পাউণ্ড ভারবহনে সক্ষম হইয়াছিল; কিন্তু আকন্দ ৫৫২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিয়াছিল। শুনিতে পাই অনেক দিন হইল আলিপুর জেলে ঐরূপ পরীক্ষা হইয়াছিল; তাহাতেও আকন্দ রজ্জু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে আমাদিগের বিনা চেষ্টায় যে পরিমাণে আকন্দ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, তাহা যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়; ইহারই উৎপন্ন আঁশে আপাততঃ অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। আকন্দ গাছ যেরূপ প্রচুর পরিমাণে আপনা হইতে জন্মিয়া থাকে, তাহাতে উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহার স্বতন্ত্র চাষ না করিলেও চলে। তবে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে ইহার ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আবাদ করিলে প্রতি বিঘায় তিন হইতে চারি মণ পর্য্যন্ত আঁশ পাইতে পারেন। ইহার মূল্য সচরাচর পঞ্চাশ টাকা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আকন্দের চাষে বিশেষ কোন ব্যয় বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, অথচ ইহার ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক। কেবল তিন হাত অন্তর এক একটি চারা রোপণ করিলে আপনা হইতেই গাছ হইয়া উঠে। তাহার পর, উপরে যেরূপভাবে আঁশ বাহির করিবার কথা লিখিত হইয়াছে, তদনুরূপে আঁশ বাহির করিতে হইবে। ইহার চাষের নিমিত্ত বিশেষ ব্যয় না থাকায় সামান্য মূলধনেই বেশ ব্যবসায় চলিতে পারে। আমার পরম হিতৈষী শ্রীরামপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ সরকার মহাশয় ইহার আঁশ প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি সূতা ও কাপড়ের কলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সেই সকল কলের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া আরও পাঠাইবার নিমিত্ত লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। যদ্যপি কেহ ইহার রীতিমত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আমাদিগকে পত্র লিখিলে বা আমাদিগের সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিলে তাঁহাকে এ বিষয়ে সাধ্যমত আরও বিস্তারিতরূপে সমাচার দিতে চেষ্টা করিব।

আর যদ্যপি কেহ কেদার বাবুর নিকট এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও তাঁহাকে যন্ত্রের সংক্রান্ত সমস্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য কেদার বাবুর নিজের এ সকল ব্যবসায় করা উদ্দেশ্য নহে, কেবল আমাদের দিন দিন যেরূপ অর্থাভাব ও হীনাবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে, যাহাতে অভিনব প্রণালীর ব্যবসার উদ্ভাবন দ্বারা দেশে অর্থাগম ও আমাদের দারিদ্র্য দূরীকৃত হয় তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক, ভারতীয় শিল্প সমিতি। (Indian Industrial Association) ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

গুটীপোকা।

অনেকে বলেন, চীনদেশে সর্ব্বপ্রথম গুটীপোকা হইতে রেশমোৎপত্তি হয়। ভারতের বহু পুরাতন পুঁথিগুলিতেও "চীনাংশুক" অর্থাৎ রেশমী বস্ত্রের উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণকার শ্রীকৃষ্ণকেও চীনাংশুক পরাইয়াছেন; বঙ্গে "কোষকার" দেশ অর্থাৎ রেশমের দেশ বলিয়া অনেক গ্রন্থে উল্লেখ আছে: কিন্তু উপস্থিত কোষকার দেশ কোথায়, এ সম্বন্ধে নানা মত হইয়াছে। ফলে ভারতেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে রেশম-শিল্প যে প্রচলিত ছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ভারতের রেশম ফ্রান্স, পারস্য, ইংলণ্ড, জর্ম্মণী প্রভৃতি স্থানে যাইত, এখনও যায়; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা রপ্তানি কম হইয়াছে। কারণ উক্ত সকল প্রদেশে উপস্থিত এ শিল্পের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের মালদহ জেলার মধ্যে গোতআরাপুর এবং ভোলাহাট গ্রামে এবং মেদনীপুর, হুগলী, ঘাটাল, তমলুক, মঙ্গলঘাট, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, বালুচর, খাগড়া, দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে এবং মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অপরাপর প্রদেশেও এই পোকার চাষ আছে। তবে পূর্ব্বের মত এখন আর ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে এ চাষের শ্রীবৃদ্ধি নাই। এখন রেশমের কুঠি এদেশবাসীর হস্তে আছে, ইহা শুনা যায় না; ইংরাজ-বণিকের হাতে ভারতের রেশমের কুঠি এখনও কয়েকটী রহিয়াছে। রেশমের কুঠিকে এ দেশের কোন কোন স্থানের লোক "বাণক" বলে, এবং যাহারা এই শিল্প করে, তাহাদের "বসনী" বলে।

গুটীপোকা প্রজাপতি-বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। স্বভাবতঃ বন-জঙ্গলে বিশেষতঃ সাঁওতাল পরগণার বনে কুল, শাল এবং পলাশগাছে অপর্য্যাপ্ত গুটী পাওয়া যায়। এজন্য চাষ করিতে হয় না, সাঁওতালেরা বন হইতে কাঠ কাটিয়া বাড়ী আসিবার সময় এই গুটীপোকা এবং ধুনা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া চাষীদের বিক্রয় করে। পরে রেশমী-চাষীরা ইহা হইতে যে রেশম বাহির করে, তাহাকে "তসর" কহে। তুঁদপাতা খাইয়া যে গুটী হয়, তাহার রেশমকে "গরদ" কহে। পরন্তু তসর গুটীর চাষ তুঁদ-গুটীর ন্যায় করিতে হয় না বলিয়া এই রেশমের মূল্যও কম। এই তসর গুটী এবং তুঁদ-গুটীর আকৃতি প্রকৃতির বিভিন্নও আছে। তসর-গুটী বড় আমড়ার ন্যায় গোলাকৃতি, কিন্তু তুঁদ-গুটীর দেহ অঙ্গুলির ন্যায় লম্বা এবং স্থূল। তুঁদ-গুটী পক্কাবস্থায় সাতদিন সিদ্ধ না করিলে, উহা কাটিয়া পোকা বাহির হইয়া যায়। কিন্তু তসর-গুটি ১৫।২০ এমন কি এক মাস ফেলিয়া রাখিলেও উহা হইতে পোকা বাহির হইয়া যায় না। পরন্তু তসর-গুটী কাটিয়া যে পোকা বা প্রজাপতি বাহির হয়, তাহা দেখিতে বড়ই সুন্দর। কিন্তু তুঁদ-গুটীর প্রজাপতি বাহির হইলে উহা দেখিতে তত

সুশ্রী নহে। তবে গুটিপোকা মাত্রেরই প্রজাপতিগুলি সাধারণ প্রজাপতি অপেক্ষা অনেক বড়। তসর-গুটী ঈশ্বরের চাষে অর্থাৎ বন্যবৃক্ষে যত পলু হয়, তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া অবশিষ্ট মানুষ যাহা পায়, তাহা ভগবানের কৃপায় নহে কি? পরন্তু তুঁদ-গুটী মানুষের চাষে হইয়া থাকে। অতএব সাধারণের জানা রহিল যে, গুটীপোকা দ্বিবিধ, অর্থাৎ কুল, শাল, পলাশগাছের গুটী এবং মানুষের প্রতিপালিত তুঁদ গাছের গুটী, এই দ্বিবিধ গুটী। ইহার মধ্যে যে তুঁদগুটী বা পলু পোষা হয়, তাহারও তিন জাতি বলিয়া বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত। উক্ত তিন জাতিকে এদেশবাসীরা বড় পলু, ছোট পলু, এবং নিস্তারি পলু বা মান্দ্রাজী পলু বলে।

কলিকাতার অনেকে যেমন পায়রা পোষেন, ঘাটাল অঞ্চলের গরীব-দুঃখী চাষীরা বিশেষতঃ তাহাদের বাটীর স্ত্রীলোকেরা পলু পুষিয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধ ঘাটালের জনৈক চাষীর কথামত ইহার ঘটনা কিছু সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিলাম :

চাষা বলিল,—আমারা ইহার চাষ বৎসরের মধ্যে সাতবার করি। কেবল চৈত্র বৈশাখ মাসে হয় না, কারণ তাপের সময় এ পোকা অধিকাংশ মরিয়া যায়। ইহা পুষিবার জন্য আমরা ঘর প্রস্তুত করি। বাখারি এবং কাঠ দিয়া ঘর করি। তাহার ভিতর বাখারি দিয়া পায়রার খোপের মত করি। এই ঘরের মধ্যে অধিক বাতাস বা রৌদ্র কিম্বা মাছি পর্য্যন্ত না যাইতে পারে, এমন ভাবে করি।

এই স্থানে আমরা প্রশ্ন করিলাম,—ঘরের তাপ সমপরিমাণ রাখিবার জন্য তাপ-নির্ণায়ক-যন্ত্র ব্যবহার কর কি? উত্তরে, আজ্ঞে সে কি! এ কথাগুলি রেশম-কুঠির বাবুরা বলেন বটে, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা করি নাই। তবে ঘরের মেজে পরিষ্কার রাখি।

প্রশ্ন। ঘরের মেজে পরিষ্কার রাখিবার জন্য তুঁতে এবং চুণের গুঁড়া ছড়াও কি? উত্তরে "আজ্ঞে না।" তাহার পর শুনুন, যেগুটীর পোকা বাহির হয় নাই, সেই গুটী দুইটী আনিয়া একটী নূতন হাঁড়ীতে রাখিয়া, সাত দিন সেই হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে পর, আট দিনের দিন সেই হাঁড়ী খুলিয়া ফেলিলে, দেখা যায় যে, গুটীর মুখ ফাঁক হইয়া গিয়া পোকার মুখ দেখা যাইতেছে। তখন সেই গুটী ভাঙ্গিয়া পোকা বাহির করিতে হয়। সে পোকা দেখিতে প্রায় সবুজবর্ণ, আরসুলার ন্যায়।

তৎপরে, ঐ কীটকে একখানি বড় কাগজের উপর কিম্বা একখানি পরিষ্কার কাপড়ের উপর রাখিতে হয়। তখন তাহারা উড়িতে পারে না, কিন্তু চলিয়া বেড়াইতে পারে। এইভাবে পোকার নর নারী বাছিয়া যদি দুইটী পোকা একত্র রাখা যায়, তাহা হইলে চুপ করিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়াও থাকে। পোকার নর নারী আমরা দেখিলে চিনিতে পারি : নরগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অল্প লম্বা আকারের, এবং নারীগুলি স্থূল স্থূল ঈষৎ গোল আকারের হইয়া থাকে। এখন ধরুন, প্রাতঃকালে পোকা দুইটীর নর নারী বাছিয়া বৃহৎ কাগজে কিম্বা কাপড়ে রাখা হইয়াছে। সমস্ত দিন পোকাদ্বয় একভাবে একত্রে থাকিলে, সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ইহাদের ডিম্ব দেখা যায়। এক এক জোড়াতে অনেক ডিম্ব পাড়িয়া থাকে।

সন্ধ্যার সময় যখন ইহাদের ডিম্ব দেখা যায়, তখন পোকা দুইটীকে কাপড় হইতে তুলিয়া, বাহিরে ফেলিয়া দিতে হয়। পরে সেই ডিম্বযুক্ত কাপড় খানিতে অন্য একখানি মোটা কাপড় দিয়া আচ্ছাদন করিয়া, আবার সাতদিন রাখিতে হয়। আট দিনের প্রাতে সেই কাপড় তুলিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, শুঁয়াপোকার কাঁটার ন্যায় খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছানা বাহির হইয়াছে। সেই দিনই তুঁদপাতা আনিয়া এবং সেই পাতাগুলিকে খুব মিহি করিয়া কুটিয়া, সেই দিবস

প্রাতে ৬টা ও ১০টা, অপরাহ্ন ৪টা এবং ৭টা এই চারিবার কীট-শাবকদিগকে খাইতে দিতে হয়। সন্ধ্যার পর তাহাদিগকে পাতার উপর করিয়া আস্তে আস্তে উঠাইয়া সেই পুষিবার গৃহে খোপে খোপে রাখিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক খোপে ১২টা কি ১৪টা পোকা রাখা হয় এবং প্রত্যেক গৃহে চারি শত, পাঁচ শত পর্য্যন্ত পোকা রাখিবার স্থান হইয়া থাকে।

যাহা হউক, পোকাগুলিকে খোপের ভিতর সে দিন তুঁদপাতা চাপা দিয়া রখিতে হয়। পরদিন এই পোকার ঘুম হয়। ঘুমের দিন আর পাতা খাইবে না, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু এই ঘুমের দিন আমাদের খুব সাবধানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে হয়, রুক্ষ স্নান করিতে হয়, বাড়ীতে সেদিন পাঁচফোড়ন দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিবার যোটী নাই হলুদ দিয়া কোন তরকারী করিবার যোটী নাই। পোকার ঘুমের দিন, আমরা রাত্রিকালে সর্ব্বদা সজাগ থাকি, রাত্রে ৩।৪ বার উঠিয়া পোকাদের ঘুমের তদন্ত লই। এ কঠোর ব্রত চারিদিনে সাঙ্গ হয়; কারণ এ পোকাগুলি জীবনের মধ্যে চারি দিন ঘুমাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা, পর পর চারি দিন নহে। প্রথম দিন নিদ্রিত হইলে, তার পরদিন জাগ্রত হয়। ফলে, প্রথম দিনের জাগরণ সময়ে আমাদের খুব সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ যখন কাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, তাহা জানিয়া তাহাকে টাটকা তুঁদপাতা কুচাইয়া খাইতে দিতে হইবে। পরন্তু ঘুম চেনা চাই, নচেৎ এই ঘুমেই অনেক পোকা চিরদিনের মত ঘুমাইয়া পড়ে, আর উঠে না। তখন সেগুলাকে বাছিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে ফেলিয়া দিতে হয়। নচেৎ ঘর শুদ্ধ পোকা মরিয়া যায়। প্রথম ঘুম কাটিয়া গেলে আমাদের পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

তাহার পর তিনদিন কেবল এই দেখিতে হয় যে, কোন্ খোপের তুঁদপাতা শুকাইয়াছে, তাহা বদলাইয়া দেওয়া এবং কোন্ ঘরের কোন্ পোকা পাতা খায় নাই, যেটী পাতা খায় নাই, সেটী বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া। এমন কি সময়ে সময়ে আমাদের ঘরশুদ্ধ পোকা মরিয়া যায়। এত খাটিয়া ঘরশুদ্ধ পোকা মরিলে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয়। এই পোকা প্রতিপালন করিতে অনেক তুঁদপাতা লাগে। আমাদের দেশে এজন্য ইহার আবাদ করিতে হয়। অথবা যাহাদের ক্ষেত্রে তুঁদগাছ আছে, তাহাদের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। তুঁদগাছ দেখিতে জবাফুলের গাছের মত এবং পাতাও জবা-ফুলের পাতার মত। এক বিঘা তুঁদ চাষে ১৫।১৬ টাকা খরচা হয়। যাহা হউক, প্রত্যেক খোপে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত করিয়া তুঁদপাতা রাখিয়া, তবে তাহার উপর পোকা রাখিতে হয়। তুঁদগাছের বিষয় আয়ু-র্ব্বেদ শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে; আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এই গাছকে তূণীগাছ বলিয়াছেন, পরন্তু উহা অনেক ঔষধার্থেও ব্যবহৃত হয়।

যাহা হউক, প্রথম ঘুম হইয়া গেলে, তিন দিনের পর চারিদিনের দিন, আবার পোকাগুলির দ্বিতীয় ঘুম হয়। দ্বিতীয় ঘুম কাটিয়া গেলে, পোকাগুলি বড় বড় হয়। কিন্তু আবার তিনদিন জাগ্রত থাকিয়া, পাতা খাইয়া, চারিদিনের দিন পুনশ্চ নিদ্রিত হয়, ইহাকে তৃতীয় ঘুম বলে। তৃতীয় ঘুমের দিন পোকা-গুলির মস্তক কিঞ্চিৎ কাল দেখায়। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় সে কাল দাগ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই তৃতীয় ঘুমের তিনদিন পরে চতুর্থ ঘুম। এই সব ঘুমের দিনই আমাদের রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, সেই প্রথম ঘুমের দিনের সমুদয় নিয়ম পালন করিতে হয়। চতুর্থ ঘুম ভাঙ্গিলে যে পোকা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা আর মরিয়া যাইবে, এ আশঙ্কা থাকে না। এইবার পোকাগুলি বড় হয়, বেড়াইয়া বেড়ায়, খোপের বাহিরে আইসে। এ সময় আমরা ডালশুদ্ধ

রাখা উচিত যে, যে সকল দেশে আবাদ কলে কর্ষণ, কলে শস্য আহরণ ও ঝাড়াই মাড়াই প্রভৃতি কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে, আমরা সে দেশের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় হটিয়া যাইতেছি—ইহা বিচিত্র নহে। মনুষ্য জগতের নিয়মই এই যে, প্রতিদ্বন্দিতায় সমকক্ষ হইতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিব, এক্ষণে তাহাই বিবেচনার বিষয় হইয়াছে। যে গোধূমের রপ্তানি হেতু দেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানী হইতেছে, তাহা বন্ধ হইয়া গেলে, দেশের পক্ষে মহা অকল্যাণের বিষয় বলিতে হইবে।

যদি অন্তর্বাণিজ্যের কথাই চিন্তা করি, তাহা হইলেও আমাদিগের আশঙ্কা হয় যে, এ দেশে গমের আবাদ একেবারে কমিয়া যাইবে। বিদেশে রপ্তানি হয় বলিয়াই এক্ষণে এত বিস্তৃত পরিমাণে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। একবার যাহারা রপ্তানির জন্য অধিক লাভের আস্বাদন পাইয়াছে, গমে ক্ষতি হইলে, তাহারা আবার অন্য দিকে অন্য লাভবান ফসলে মনোযোগ দিবে। গোধূম একটা নগণ্য বা সখের জিনিস হইলে আমাদিগের ক্ষতি হইত না, কিন্তু ইহা যখন লক্ষ লক্ষ দেশীয় নরনারীর খাদ্য, তখন উহার উৎপত্তি হ্রাস হইলে, আমাদিগের নিজের আহার বন্ধ হইবে।

বাণিজ্য ক্ষেত্রের ঈদৃশ অবস্থার জন্য আমাদিগকে এখন হইতে সাবধান হইতে হইবে। অল্প মজুরীতে অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর শস্য যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা ভিন্ন প্রতিদ্বন্দিতায় সমকক্ষ হওয়া আমাদিগের পক্ষে কোন মতে সম্ভব নহে।

অল্প ব্যয়ে ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে, কি কি বিষয়ে ও কিরূপে খরচ কমা যাইতে পারা যায়, তাহা দেখা যাউক। বরাবর যে প্রণালীতে চাষ আবাদ হইয়া আসিতেছে, পরীক্ষায় দেখা যায়, তাহাতে অনেক পরিমাণ জমি অনর্থক আটক থাকে। ফলতঃ এই অনর্থক আটক অংশকে আবাদ করিবার জন্য অকারণে মজুরী নষ্ট হয়। গোধূম, যব প্রভৃতি রবিখন্দের আবাদে যে প্রণালীতে বীজ ছড়ান হইয়া থাকে, তাহাতে কোন স্থানে অধিক বীজ, কোন স্থানে অল্প বীজ পড়ে; আবার কোন স্থানে আদৌ পড়ে না। আশু, ষাটী প্রভৃতি ফসলেও এই দোষ ঘটিয়া থাকে, কারণ এই সকল আবাদ ফসলের আবাদ কালে বৃষ্টির সাহায্য প্রায় পাওয়া যায় না; কাজেই বাওয়ালি বা চারা রোপণ করা চলে না। ছড়ান বা ছিটান বুনানীতে প্রথমতঃ মনে হয় যে, সংক্ষেপে অর্থাৎ অল্প মজুরী ও সময়ের মধ্যে কাজ সারা হইল, কিন্তু শস্য ঝাড়িয়া মাড়িয়া গৃহে তুলিবার কাল পর্য্যন্ত যদি কেহ হিসাব রাখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ইহাতে কত অধিক খরচ পড়ে। ছিটান প্রণালীতে ক্ষেত্রে বীজ না বুনিয়া যদি সারবন্দি করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যবধান রাখিয়া বীজ বপন করা যায়, তাহা হইলে উহাতে অধিকতর সংখ্যক গাছের স্থান হইবে, সকল গাছে সমপরিমাণে রৌদ্র বাতাস লাগিতে পাইবে এবং সমদূরত্ব হেতু সকল গাছই সমভাবে বর্দ্ধিত হইবে।

ছিটান ও সারবন্দি বুনানীর জন্য দুই খণ্ড ক্ষেত্র স্বতন্ত্র রাখিয়া যদি আবাদ করা যায়, তাহা হইলে তুলনা করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়, এবং তুলনা কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক বিঘা ছিটান-ক্ষেত্রের গাছ হয়ত সারবন্দি ক্ষেত্রের আধ বিঘার পক্ষেও যথেষ্ট নহে, অথচ আমরা এই আধ বিঘার উপযোগী গাছের জন্য এক বিঘা জমির খাজনা দিই আবাদের মজুরী দিই, বীজের মূল্য দিই। ফসল নিড়াইতে, কাটিতে, মাড়াই ঝাড়াই করিতে ও আধ বিঘার ফসলের জন্য এক বিঘার ব্যয়ভার বহন করি।

উল্লিখিত অপব্যয়ের আর একটী কারণ এই যে, জমির যথারীতি চাষ হয় না। মাঠে ময়দানে গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়, আবাদী ক্ষেত্রে বৃহৎ বৃহৎ মাটির চাপ ও ঢেলা পড়িয়া আছে। চাপ ঢেলাতে অনেক পরিমাণ স্থান অকারণে অধিকার করিয়া রাখে, আর আমরা তাহার জন্য খাজনা দিই! চাষ আবাদে যদি কোন খরচ না থাকিত এবং উৎপন্ন ফসলেরও কোন মূল্য না থাকিত, তাহা হইলে আমরা এ সকল বিষয় এত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার জন্য মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করিতাম না। ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া যখন আবাদ করিতে হয়, তখন জমি হইতে বিশ আনা আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তবে যদি ষোল আনার বদলে ষোল আনা পাই। ঢেলা ও চাপ বিশিষ্ট ক্ষেত্রের যে সকল স্থানে গাছ জন্মিয়াছে, তাহা যদি স্বতন্ত্ররূপে নিঁখুৎভাবে মাপ করিয়া যোগ করি, এবং ক্ষেত্র হইতে সেই সকল চাপ ঢেলাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া অথবা উহাদিগকে উত্তমরূপে সমতল করি এবং তাহার পর সমুদায় ক্ষেত্রকে পুনরায় মাপিয়া লই, তাহা হইলেই দেখিতে পাইব যে, সেই ক্ষেত্রের জমি কত অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে বা আবাদের উপযোগী হইয়াছে। ঢেলার গাত্রে আসে-পাশে যখন গাছ জন্মিতে পারে না, অথচ উহাদিগের দ্বারা আমাদিগের ক্ষেত্রের স্থান অবৈধরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকে, তখন আমরা কেননা ইহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিব?

কেবল তাহাই নহে, চাপ ও ঢেলা দ্বারা ভূপৃষ্ঠের যে পরিমিত স্থান অধিকৃত হইয়া থাকে, তাহাতে বাষ্পীয় পদার্থ, আলোক ও উত্তাপ প্রভৃতি লাগিতে না পারায় ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। এই সকল কারণ বশতঃ ক্ষেত্রের মৃত্তিকা যতই চূর্ণীকৃত হয়, ততই উহাতে অধিক স্থান পাওয়া যায় ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক ফসল পাওয়া যায় এবং শস্য সকলও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। নিজের আর্থিক-শক্তির অপেক্ষা অধিক জমির আবাদ করি বলিয়া আমরা ক্ষেত্রের যথোপযুক্ত পাট করিয়া উঠিতে পারি না, কিংবা এই সকল জটীল বিষয়ে দৃষ্টিহীন বলিয়া আমরা তাহার মীমাংসা করিতে সমর্থ হই না। দুই একবার প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিলে উহার উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইবে, তখন লোকে আর এই সকল বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবে না। ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

নূতন শিল্পী।

দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি-সাধনের দিকে আজ কাল অনেকেরই দৃষ্টিপাত হইয়াছে। এই দিকে যেমন পুরাতন শিল্পের উদ্ধার ও উৎকর্ষ দর্শন করিতে আমাদিগের আগ্রহ জন্মিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন-বিষয়েও দেশের লোকের উৎসাহ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ সময়ে শ্রীযুক্ত গণপৎ রাও ম্হাত্রে নামক জনৈক শিল্পীর আবির্ভাব দর্শনে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর হইতে দেশীয় ও বৈদেশিক মহাপুরুষদিগের প্রস্তর ও প্লাটার অব প্যারিস নামক এক প্রকার খড়ির দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রকাণ্ড রাজপথে বা সভাগৃহাদিতে স্থাপন করিবার প্রথা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা শিল্পী ভারতবর্ষে না থাকায় এতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা বিলাতে প্রেরণ করিতে হইত। ম্হাত্রে মহোদয়ের আবির্ভাবে আমাদিগের সেই অপব্যয় নিবারিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই শিল্পী ১৮৯৬ সালে একটী মন্দিরগামিনী কুমারীর যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ

করিয়াছিলেন, বিলাতের আর্টস ম্যাগাজিন পত্রে তাঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসাসম্বলিত ফটো প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। এদেশের ও বিলাতের অনেক প্রসিদ্ধ চিত্রকলাভিজ্ঞ শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকও তাঁহার শিল্প-কৌশল দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। সার জর্জ্জ বার্ড উড ও মিঃ গ্রিণ উড সাহেব তাঁহার ও তন্নির্ম্মিত মূর্ত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"The most beautiful statue that ever modelled in India—It is the pride and pleasure (of every Indian) to encourage so gifted a member of his own race."

বলা বাহুল্য, এই যুবক বোম্বাইয়ের আর্টস্কুলের শিক্ষা সমাপন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে গমন পূর্ব্বক স্বীয় নির্ম্মাণ-কৌশলের উন্নতিবিধান করিবার সুবিধা না পাইয়াও তিনি যেরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তদ্দর্শনে বোম্বাইয়ের আর্ট সোসাইটী, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর, বোম্বাইলাট রাজা রবিবর্ম্মা, ভাওনগরের মহারাজ ও মহারাজ গায়কোয়াড় প্রভৃতি তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিগত পারিস প্রদর্শনীতে তাঁহার নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। মর্ম্মর প্রস্তরের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণেও তাঁহার অসাধারণ কৌশল পরিদৃষ্ট হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এইরূপ অলৌকিক প্রতিভা ও শিল্প নৈপুণ্য-সত্বেও ম্হাত্রে মহোদয় এদেশবাসীর নিকট যথোচিত সহানুভূতি প্রাপ্ত হন নাই। আমাদিগের গুণগ্রাহিতার অভাব যে ইহার প্রধান কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য। সুহৃদয় বার্ড উড সাহেব তাঁহাকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য বিলাতে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু ১২ হাজার টাকার কমে তাঁহার তিন বৎসর বিলাতবাস ও শিল্পাভ্যাস সম্পন্ন হইবে না। নানাস্থানে তাঁহার জন্য চাঁদা উঠিতেছে, ইহাই সন্তোষের বিষয়। বঙ্গদেশের ধনবান্ ব্যক্তিগণ কি এই শুভ কার্য্যের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইবে না?—সং।

নাগেশ্বর।

আসামে নাগেশ্বরের নাম "নাহর"। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নাগেশ্বর প্রচুর জন্মায়। এমন কি নাগেশ্বরেরই অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অতি শোভনীয় বৃক্ষ।

নাগেশ্বরের পাতা।

লিচু পাতায় ও নাগেশ্বরের পাতায় প্রভেদ অতি অল্প। কেবল লিচুর অপেক্ষা শেষ ভাগটা একটু বেশী pointed.

নাগেশ্বরের ফুল।

ফুল সাদা। চারিটী পাপড়ি মাত্র। পাপড়ির আকার প্রায় গোলাপের ন্যায়। সচরাচর পাপড়িগুলি ১॥ ইঞ্চির বেশী হয় না। এই চারিটী পাপড়ির মধ্যস্থলে একটা হরিদ্রা বর্ণের বাবলা ফুলের ন্যায় কোষ থাকে। ঐই কোষটীই ফলে পরিণত হয়। ফুল বৎসরে একবার হয়। বৈশাখের শেষভাগ হইতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয় ও আষাঢ়ের প্রারম্ভেই শেষ হয়। গন্ধ মনোহর তবে একটু উগ্র।

নাগেশ্বরের ফল।

পিচ যেরূপ নাগেশ্বরের ফলও তদ্রূপ। অপরিপক্ক অবস্থায় ফলের ত্বক পুরু থাকে। যতই পরিপক্ক হইয়া আসে ততই পাতলা হয়। ফলে ত্বক ছাড়া শাঁস নাই। ত্বকের নীচে বীচি।

বীচি (১) প্রায় বাদামের ন্যায়। একটী ফলে ১ হইতে ৪টী পর্য্যন্ত বীচি হইয়া থাকে। এই বীচির শাঁসে তেল হয়। তেলে পাঁচড়া ভাল হয়।

১। গাছের জন্য কাহারও বীচির আবশ্যক হইলে কৃষকের কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

নাগেশ্বরের কাট।

আসামে নাগেশ্বরের কাট প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। কাঠের বর্ণ ঘন লাল। এই কাঠে সকল প্রকার দ্রব্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নারিকেল মাখন ও বোতাম।

নারিকেল হইতে আমাদের দেশে অনেক প্রকার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। অধুনা পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকগণ নারিকেল হইতে মাখন আবিষ্কার করিয়া স্বদেশের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন, এ কথা আপনারা গতবারে জানিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই নবোদ্ভাবিত মাখনের সংবাদ শুনিয়া অস্মদ্দেশের কেহ কেহ ঐ খাদ্য দ্রব্যের আবিষ্কার করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। ফলতঃ পাশ্চাত্য দেশবাসীরা ভারতবর্ষ, সিঙ্গাপুর, শিলং, সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতে শুষ্ক নারিকেল লইয়া গিয়া তাহা হইতে কৌশলক্রমে মাখন বাহির করিয়া যদি এক টাকা সের দরে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবাসী এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলে বোধ হয় আট আনা, দশ আনা সের দরে উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন। আমরা নারিকেল হইতে মাখন বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উহা অতি উপাদেয় পদার্থ। অতি সহজ প্রক্রিয়ায় উহা প্রস্তুত হয়। নারিকেল কুরিয়া পেষণ করিলে তাহা হইতে যে দুগ্ধ বাহির হয়, তাহাতে জল মিশাইয়া উহাকে মন্থন করিলে অতি স্বল্পশ্রমে উৎকৃষ্ট মাখন পাওয়া যায়। এই মাখন গব্য মাখন অপেক্ষা অধিক কোমল ও শুভ্র হয়। খাইয়া দেখিয়াছি, ইহা অতি সুমিষ্ট। নারিকেল শস্যের মিষ্টতার তারতম্য অনুসারে তদুৎপন্ন মাখনের মিষ্টতার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গরম ভাতের সহিত এই নবাবিষ্কৃত মাখন খাইয়া দেখিয়াছি, উহা গব্য মাখন অপেক্ষা স্বাদু বলিয়া বোধ হইয়াছে।

যে নারিকেলের খোলা হইতে আমরা আপাততঃ কোন উপকারই পাই না, চেষ্টা করিলে সেই নারিকেল খোলায় অতি উত্তম বোতাম প্রস্তুত হইতে পারে। কলিকাতা মিউজিয়মে কিছুদিন হইল, একটী নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। তাহা দেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যনিচয়ে পরিপূর্ণ হইয়া অনুসন্ধিৎসুগণের বাসনাপূর্ণ করিতেছে। ভারতের বন্য ও কৃষিজাত কতপ্রকার বৃক্ষ হইতে কতপ্রকার আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, এই প্রদর্শনীগৃহে গমন করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই গৃহের কোন স্থানে নারিকেল খোলার কয়েকটী বোতাম সংরক্ষিত আছে। ঐ বোতামগুলি দেখিতে অতি সুদৃশ্য, নারিকেল খোলা হইতে যে ঐরূপ পালিশযুক্ত সুদৃশ্য বোতাম প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আমরা কখনও ভাবিতে পারি না। স্বাধীন ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যে আজকাল অনেকেরই মন আকৃষ্ট হইতেছে। তাই এই নারিকেল খোলার বোতামের এ স্থলে উল্লেখ করিলাম।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় চা।

(২)

আয়ুর্ব্বেদীয় চা বিষয়ক প্রবন্ধের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে অশ্বগন্ধা গাছের আবাদপ্রণালী বিবৃত করা আবশ্যক।

উদ্ভিদ শাস্ত্রানুসারে অশ্বগন্ধা, টেঁপারি, গুড়কামানি, বার্ত্তাকু প্রভৃতি জাতির অন্তর্গত এবং Solanaceœ

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অশ্বগন্ধা গাছ তিন চারি ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার ফলগুলি গুড়কামানির ন্যায় এবং রক্তিম বর্ণের হইয়া থাকে; কিন্তু সেই ফলগুলি টেপারির ন্যায় একটী খোসা বা আবরণের মধ্যে অবস্থান করে। গাছের শিকড়ে ও শাখা পত্রাদিতে একটী বিশেষরূপ গন্ধ আছে। শিকড় যত পুরাতন হইতে থাকে, ততই উহার স্থূলতার বৃদ্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার গন্ধও পুরাতন হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধার বীজ হইতে চারা জন্মে, এবং গাছের ডগা কাটিয়া কলম করিতে পারা যায়; কিন্তু প্রথমোক্ত প্রণালীতে চারা উৎপন্ন করা বিশেষ সহজ বলিয়া মনে হয়; কারণ অনেক সময়ে বিশেষ যত্ন না করিলে কলম পচিয়া বা শুকাইয়া যায়।

নানাবিধ তরকারির বীজ যে প্রণালীতে হাপোরে বুনিতে হয়, অশ্বগন্ধার বীজও সেই প্রকারে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে যত্ন সহকারে বুনিতে হইবে। আট দশ দিবসের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়। গাছগুলি ছয় সাতটী পাতাযুক্ত হইলে ক্ষেতে রোপণ করিতে হইবে। দুই হাত হইতে তিন হাত ব্যবধানে এক একটী গাছ বসাইতে হইবে। ইহাপেক্ষা অধিক নিকট নিকট গাছ বসাইলে ঘনতাবশতঃ গাছগুলি পার্শ্ব দেশে বাড়িতে না পারিয়া ঊর্দ্ধদেশেই বাড়িতে থাকিবে। যখন পাতার জন্য আবাদ করিতে হইবে, তখন যাহাতে উহাদিগের শাখা প্রশাখা সুশৃঙ্খলে বাড়িতে পারে, এমন স্থান দেওয়াই ভাল। তিন হাত দীর্ঘ ও তিন হাত প্রস্থ বৃক্ষ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া গাছ রোপণ করিলে প্রতি বিঘায় কিঞ্চিদধিক সাতশত গাছ বসিতে পারিবে। ক্ষেতে রোপণ করিবার সময়ে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু গোবর সার দিতে পারিলে ভাল হয়।

আষাঢ় মাসের প্রথমভাগে গাছ রোপণ করিলে শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে প্রথমবার পাতা ভাঙ্গিতে পারা যায়, তাহার পরে কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত কুড়ি পঁচিশ দিবস অন্তর আবার পাতা ভাঙ্গিতে পারা যাইবে। ইতিপূর্ব্বে যদি বর্ষা ভালরূপ হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে অগ্রহায়ণের পনর কি ষোল দিনের মধ্যে আরও একবার পাতা পাওয়া যাইবে। অতঃপর আর পাতা না ভাঙ্গিয়া গাছকে কিছু দিন বিশ্রাম দিতে হইতে এবং পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহেই একদিকে জমি খণ্ডকে উত্তমরূপে কোপাইয়া, মাটি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মাটি ভাঙ্গিবার সময় গাছের গোড়াগুলি যাহাতে ভালরূপে কোপান হয়, অথচ গাছ না উঠিয়া পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। জমি কোপাইবার সঙ্গে গাছগুলিকে ছাঁটিয়া দেওয়া, এবং গাছের গোড়ায় কিছু সার দেওয়া আবশ্যক। মাঘ মাসের শেষভাগ হইতে আবার ভাঙ্গিবার সময় হইবে, কিন্তু এ সময়ে পাতা ভাঙ্গিতে হইলে ক্ষেতে সেঁচ দেওয়া আবশ্যক। জল দিবার ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত না থাকিলে অত তাড়াতাড়ি পুনরায় পাতা ভাঙ্গিতে আরম্ভ না করিয়াও আরও কিছু দিন অপেক্ষা করা উচিত। রুখোশুকোর দিনে ঘন ঘন পাতা ভাঙ্গিলে গাছের শাখা প্রশাখা দীর্ঘ হয় না; পরন্তু যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল-পালা বাহির হয়, তাহাতে অতি অল্প পাতা জন্মে এবং সে সকল পাতা বড় ও স্থূল হয় না।

প্রথম বৎসরের ন্যায় দ্বিতীয় বৎসরেও গাছের ঐরূপ পাটই করিতে হইবে। দ্বিতীয় বৎসর প্রথম বৎসরাপেক্ষা অধিক পাতা প্রদান করে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক বার পাতা ভাঙ্গিতে পারা যায়। দ্বিতীয় বৎসর গাছের পরিসর বাড়িয়া যায়, সুতরাং প্রত্যেক তিনটী গাছের মধ্যে মাঝের গাছটীকে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত। নতুবা সকল গাছই উচ্চ দিকে বাড়িতে থাকিবে, গাছে পাতা কম জন্মিবে,—ইত্যাদি

অনেক অসুবিধা ঘটিবে। যে সকল গাছ তুলিয়া ফেলা হইবে, তাহার শিকড় হইতে নানাবিধ কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং শিকড়গুলিকে যত্নসহকারে উঠাইয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করা ভাল। বাজারে শিকড়ের আদর আছে। আবার গাছ যত পুরাতন হয় ততই উহার শিকড় স্থূলতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার গুণবত্তার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; সুতরাং অশ্বগন্ধার গাছের আবাদে কিছুতেই লোকসান নাই। সাহেবী চা গাছ, বীজ বপনের সময় হইতে ন্যূনকল্পে পূর্ণ তিন বৎসরের পূর্ব্বে পাতা ভাঙ্গিবার উপযোগী হয় না; কিন্তু অশ্বগন্ধা গাছ বীজ রোপণের দিন হইতে তিন চারি মাসের মধ্যে পাতা প্রদান করিতে থাকে।

ভাদ্র মাস হইতে অশ্বগন্ধার গাছে সমূহ পরিমাণে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়; কিন্তু গাছে ফল থাকিতে দিলে, পরবর্ত্তী পাতা সকলের গুণ অনেক কমিয়া যায়। এজন্য গাছে ফল ধরিতেই দেওয়া উচিত নহে, পরন্তু এই সময়ে গাছের ডাল-পালা ছোট করিয়া ছাঁটিয়া দিলেও হয়। বীজ রাখিতে হইলে ক্ষেতের এক পার্শ্বস্থিত কতকগুলি গাছকে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল। ইহার ফল হইতে সুন্দর কমলা লেবু বর্ণের রং প্রস্তুত হইতে পারে। কাঁচা ফলের কোন ব্যবহার হইতে পারে কিনা তাহা আমি পরীক্ষা করি নাই; কিন্তু পাকা ফল জলে বিধৌত করিবার কালে দেখিয়াছি যে, সেই জলটা বেশ ঘন কমলা লেবু বর্ণের হইয়া যায়। আমি সেই জলে একখানি কাপড় রঞ্জিত করিয়াছিলাম,—কাপড়ে রং বেশ খুলিয়াছিল। কৃত্রিম উপায়ে জল হইতে রং স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারিলে মন্দ হয় না। অশ্বগন্ধার ফলে আর একটী বিশেষ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। জলে বীজ বিধৌত করিবার সময়ে উহাতে একপ্রকার তৈলাক্তপদার্থ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই পদার্থটী জলের উপরিভাগে সরের ন্যায় ভাসিতে থাকে এবং হাতে লাগিলে পিচ্ছিল বলিয়া বোধ হয়। অতঃপর শুষ্ক ফল হস্তে পেষণ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে হাতে খুব তৈল লাগিয়া যায়। ফলে রংয়ের পরিমাণ যেমন অধিক আছে, তৈলের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা কম নহে। তবে তৈল বা রং কি উপায়ে পৃথক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, সেজন্য আমি নিজে কোন চেষ্টা চরিত্র করি নাই, কারণ উহা আমার বিষয়ীভূত নহে—অন্ততঃ ততদূর নহে। মাল মসলা সরঞ্জাম প্রস্তুত, এক্ষণে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে বিষয় লইয়া চিন্তা করুন। এ সকল জটিল বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিবার লোক, একমাত্র তিনি,—এ দেশের অবলম্বন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ন্যায় বহুদর্শন ও অভিজ্ঞতাও কম লোকের আছে। এক কথায় তিনি একটী পাকা কারিকর। তাহা বলিয়া কেহ না ভাবেন যে, তিনি একজন বাইসম্যান।—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

বিলাতী চরকা।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপবাসিগণ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। আমেরিকায় অনেক তূলা জন্মে। সেস্থান হইতে ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে তূলা আসিতে লাগিল। তখন হইতে এই সকল দেশে কার্পাস-নির্ম্মিত কাপড় ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পশম, তিসি-পাট, কাটিয়া বস্ত্র বয়ন করিত। তাহাতে অধিক সূত্র ও অধিক কাপড় হইত না। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে জরগেন্‌স নামক এক ব্যক্তি চরকা আবিষ্কার করিলেন। তাহার পর, আরও অনেক দিন পরে জন-কে নামক আর একব্যক্তি দড়ি টানা মাকু

আবিষ্কার করিলেন। সূতা-কাটা ও বস্ত্র বয়নের কার্য্যের এইরূপে দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও এ সকল দেশের লোক বিশুদ্ধ কার্পাস-সূত্রের বস্ত্র ব্যবহার করিত না। তাহাদের মনে ধারণা ছিল যে বিশুদ্ধ কার্পাস-সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিলে, মানুষ ধড়-ফড় করিয়া মরিয়া যাইবে; ক্ষণ-কালও কেহ বাঁচিবে না। যে বৎসর বঙ্গদেশে ছিয়া-ত্তুরে মন্বন্তর হয়, সেই বৎসর হইতে বিলাতে খাটি তুলার কাপড় প্রচলিত হয়। তখন ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে সূতার কাপড় আমদানি হইত। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ আইন দ্বারা এই আমদানি বন্ধ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন দ্রব্য যদি সুলভ হয় ও প্রকৃত পক্ষে উপকারী হয়, তাহা হইলে কাহার সাধ্য, তাহার প্রচলন বন্ধ করে? সে প্রচলন,—কি ধর্ম্মের শাসন, কি আইন, কিছুতেই বন্ধ করিতে পারা যায় না। একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে যখন গোল আলুর চাষ আরম্ভ হয়, তখন সকলেই বলিয়াছিল যে, গোল আলু ভক্ষণ করিলে, হিন্দু-ধর্ম্ম একেবারে লোপ হইয়া যাইবে; কিন্তু গোল আলু এখন অনেকেই ভক্ষণ করে, তথাপি হিন্দু-ধর্ম্ম লোপ হয় নাই। কলিকাতায় যখন জলের কল হয়, তখনও হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইবার কথা শুনিয়া-ছিলাম। কিন্তু কলের জল এখন অনেকেই পান করিয়া থাকেন। তথাপি হিন্দুধর্ম্ম বজায় আছে। ফল কথা কোন দ্রব্য সুলভ ও উপকারী হইলে, তাহার প্রচলন বন্ধ করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে দ্রব্য যদি সুলভ ও ভাল না হয় তাহা হইলে হাজার দেশ হিতৈষিতার দোহাই দিলেও, তাহা প্রচলিত হয় না। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ আইন দ্বারা, ভার-তীয় সুত্রবস্ত্রের আমদানি বন্ধ করিতে পারিলেন না। বিলাতে কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্রের প্রচলন দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

চরকার উন্নতি।

বিলাতের লোকও তুলার কাপড় বুনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোন দ্রব্যের কি করিয়া উন্নতি হইতে পারে, এ সকল দেশের লোক সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের যতকিছু কারুকার্য্য আছে, সে সমুদয় অজ্ঞ লোকদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হয়; শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ সে সকল বিষয়ের কিছুই জানেন না। দেশে যাহা কিছু ধন উৎপাদিত হয়, অজ্ঞলোকদিগের দ্বারাই উৎপাদিত হয়। দেশে জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইলে, ভদ্রলোকগণও যে তাহা হইতে স-অন্ন হইবেন, সে কথা এখনও আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সে জন্য জাতীয় ধন কি উপায়ে বৃদ্ধি পায়, সে চিন্তা এখনও শিক্ষিত লোকদিগের মনে উদিত হয় নাই। জাতীয় ধন উৎপাদকের নিমিত্ত যে সমুদয় যন্ত্র ও যে সমুদয় প্রণালী তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এখনও সেই সমুদয় যন্ত্র ও প্রণালী প্রচলিত আছে। চিন্তা করিলে যে অনেক বিষয়ের উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিলাতের লোক দিন দিন নানা বিষয়ের উন্নতি করিতেছেন। বিলাতে পূর্ব্বে আমাদের দেশের ন্যায় চরকা প্রচলিত ছিল। এই চরকার টাকু বাম দিকে থাকে, তাহা হইতে এককালে কেবল এক খেই সূতা বাহির হয়। বিলাতে জেমস হারগ্রিভ নামক এক জন লোক ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে এক দিন একটা চরকা উলটিয়া গিয়াছিল। উল্টা চরকা পড়িয়া পড়িয়া, কিছু ক্ষণের নিমিত্ত ঘুরিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তা হইল,—আমি যদি লৌহ-নির্ম্মিত চাঁদের ন্যায় গোলাকার একটী পাত করি, সেই পাতের সম্মুখ দিকে যদি অনেকগুলি টাকু বসাইয়া দিই তাহা হইলে সেই চাঁদ ঘুরাইলে তাহার গাত্রস্থিত প্রতি টাকুর হইতে এক এক খেই সুতা বাহির হয় কিনা? তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন

যে, তাহা হয়। ১৭৬৪ সালে তিনি এই নূতন ধরণের চরকা করিলেন। পূর্ব্বে এক একটী চরকা হইতে প্রতি দিন আট সেরের অধিক সূতা হইত না। এই নূতন চরকা হইতে প্রতি দিন দশ সের সূতা হইতে লাগিল। ইহার কিছু দিন পরে আর্করাইট ও ক্রম্পটন সাহেব এই কলের আরও উন্নতি সাধন করিলেন ও সেই উন্নতির বলে আরও অধিক ও ভালরূপ কাজ হইতে লাগিল। এখন এক জন লোক এক সহস্র টাকু হইতে সূতা কাটিতে পারে। অর্থাৎ যেখানে প্রতিদিন আধ সের করিয়া সূতা প্রস্তুত হইত, এখন সেই খানে পাঁচ শত সের সূতা প্রস্তুত হয়। এই সমুদয় টাকু প্রতি মিনিটে চারি সহস্রবার ঘূর্ণিত হয়। অর্থাৎ "এক" এই শব্দ উখারণ করিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের ভিতর টাকু সত্তর বার ঘূর্ণিত হয়। সেকালের ঢাকাই সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূত্র এখন কলে প্রস্তুত হইতেছে। আমি দেখিয়াছি, যে কলের আধসের সূক্ষ্ম সূত্র খুলিয়া বিস্তৃত করিলে, পাঁচ শত ক্রোশ লম্বা হয়।—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

মধু সংগ্রহ।

কোন লেখক ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিয়াছেন।—

ফুল ও মধু পরস্পরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মধুমক্ষিকারা মধুসঞ্চয় জন্য ফুলের বাগানে যায়। সুতরাং যাহারা ফুলের চাষ করে, তাহারা একটু যত্ন করিলে মধু সংগ্রহের ব্যবস্থাও করিতে পারে। উহার জন্য পরিশ্রম তেমন করিতে হয় না, এবং অসুবিধাও তেমন নাই। বিলাতে এবং ইউরোপে ইহার খুব বড় বড় কারবার আছে। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে খুবই বেশী। সম্প্রতি তথা হইতে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যায় যে, অন্ততঃ ত্রিশ হাজার লোক সমগ্র সময় ঐ কার্য্যেই ক্ষেপণ করিয়া থাকে। একশতাধিক সভাসমিতি ইহার জন্য এ যাবৎ সংগঠিত হইয়াছে। মৌচাক প্রস্তুতের জন্য পনরটি বড় বড় কুঠি আছে। গড়ে বৎসরে প্রায় আঠার শত মণ মধু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

খণ্ড খণ্ড বহুসংখ্যক মোমের চাদর ফুল বাগানে উর্দ্ধে ঝুলাইয়া রাখা হয়। মৌমাছিরা উহাতে কাজ করিবার সুবিধা পাইয়া মধু আহরণ করতঃ উহাতেই মৌচাক প্রস্তুত করে। কতকটা মধু সংগৃহীত হইলেই উহা ঢালিয়া লওয়া হয়। মৌমাছিরা তখন নূতন করিয়া কাজ আরম্ভ করে। বিজ্ঞানবলে আজও মৌচাক প্রস্তুতের উপায় হয় নাই, সুতরাং উহার জন্য মৌমাছিদিগকেই কাজ করাইয়া লইতে হয়।

ভারতের লোকে এ কারবার করিতে জানে না। এখানে মধু সংগ্রহের জন্য জঙ্গলবাসী লোকদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। উহারা জঙ্গলে বেড়াইয়া মৌচাক দেখিতে পাইলে তাহা হইতে মধু সংগ্রহ করে, এবং বেনিয়ার দোকানে বিক্রয় করিয়া ফেলে। হিমালয় পর্ব্বতের এবং নীলগিরি পর্ব্বতের কোন কোন অংশে পার্ব্বতীয় লোকে তাহাদের অভ্যস্ত প্রথানুসারে মধু সংগ্রহ করে। পার্ব্বতীয় অঞ্চলে সংগৃহীত মধু অতি উৎকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। উট্‌কামুণ্ড নিবাসী বিবি ব্যাচিলার নীলগিরি পর্ব্বত অঞ্চলে বিচরণকারী নানাজাতীয় মৌমাছির বর্ণন করিয়াছেন এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে সকল ইউরোপীয় থাকেন তাঁহাদের তথা হইতে মধু সংগ্রহ করতঃ ব্যবসায় করিয়া লাভবান হইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

ভারতের ফুলবাগানসমূহে সমস্ত বৎসরই মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে দেখিতে পাওয়া যায়। মৌমাছিরা

আকৃষ্ট হইয়া আইসে এমন ফুলের গাছও ঐ সকল বাগানে বিস্তর পরিমাণে আছে। ধারাবাহিকভাবে একটু চেষ্টা করিলেই ঐ সমস্ত মৌমাছিকে স্থায়িভাবে ফুলবাগানসমূহে আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে! যাঁহারা সখ করিয়া ফুলবাগান করিয়াছেন, তাঁহারা যদি এইরূপে মৌমাছি পুষিয়া রাখার দিকে একটু যত্ন করেন, তাহা হইলে দেখিবেন এ কারবারে তাঁহাদের লাভ বেশই হইবে। দুই একটা স্থলে এই কারবারে লাভ হইতেছে দেখিলে অপরের মনেও উৎসাহ জন্মিবে। তখন এই কারবার এ দেশেও অনেকটা বিস্তৃত হইয়া লোকের অর্থাগমের একটা উপায় হইবে।

করলা।

—'করলা'র গুণাগুণ সম্বন্ধে 'ঋষি নামক পত্রে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে 'করলা' চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। করলা ও উচ্ছে একজাতীয় বলিয়া উভয়কেই করলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। উক্ত প্রবন্ধলেখকও ঐরূপ অর্থে 'করলা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ছোট 'করলা' অর্থে 'উচ্ছে' একথাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু 'করলা' বলিলেই আমরা সাধারণতঃ লম্বা করলাই বুঝিয়া থাকি। 'করলা' লতা জাতীয় গাছ। অপরিপক্ক ফল রন্ধন করিয়া আহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হয়। ফলগুলি গোল ও ১০।১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। উচ্ছে ছোট ছোট গোল গোল হয়। খুব বড় গুলি ৩।৪ অঙ্গুলির বেশী বড় হয় না।

ফলের রং ঘোর সবুজ, পাকিলে কমলালেবুর ন্যায় রং হয়। পাকা ফল কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফলের আস্বাদন তিক্ত। যে তরকারী করলা বা উচ্ছে দিয়া রন্ধন করা যায় তাহাও তিক্ত লাগে—তবে বেশী তিক্ত নহে। এইরূপ সামান্য তিক্ত তরকারী অনেকেই পরিতৃপ্তির আহার করিয়া থাকেন।

বপনের কাল।—ফাল্গুন হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত।

সাধারণ দোয়াঁস সারযুক্ত মৃত্তিকায় ইহার গাছ বেশ জন্মে।

দুই হাত অন্তর 'মাদা' বা গর্ত্ত করিয়া, প্রত্যেক সাদায় ৩।৪টী বীজ বপন করিতে হয়। পরে গাছ বড় হইলে কঞ্চি বা গাছের ডাল পালা পুতিয়া তাহাতে গাছ লাগাইয়া দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হয়।

বাঙ্গালা নাম—করলা বা করেলা, উচ্ছে; হিন্দি নাম—করোলী; ইংরাজী নাম—মমরডিকা চরণসিয়া (Momordica Charantia) সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ। সংস্কৃত নাম—কারবেল্ল, কঠিল্ল। অন্যনাম—কঠিল্লক, সুষবী, শুষবী, কারবেল্লক, উদ্ধসিত, তোয়বল্লী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুক, সুকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, নানাসবেদন, পটু। ক্ষুদ্র উচ্ছের সংস্কৃত নাম—কারবেল্লী। ইহা সচরাচর 'উচ্ছে' নামেই প্রসিদ্ধ, কেহ কেহ "পুটলে উচ্ছে"ও বলিয়া থাকে।

উভয় প্রকার উচ্ছেই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। করলা উচ্ছে সচরাচর ১০।১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইয়া থাকে। উর্ব্বরা ভূমি হইলে ১৭।১৮ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু, খুদে উচ্ছে প্রায়ই ৩।৪ আঙুলের অপেক্ষা বড় হয় না।

কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডু মেহ ক্রিমিন্ হরেৎ॥
তদ্‌গুণা কারবেল্লী স্যাদ্ বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ।

ভাঃ প্রাঃ।

(করলার) রস তিক্ত, বিপাক—কটু; বীর্য্য শীত; গুণ—কফপিত্ত নাশক, বায়ুর অবিরোধী, লঘু জর পাণ্ডু ও ক্রিমি (তিক্তত্বহেতু) নাশক। প্রভাব—ভেদক, মেহ নাশক। উচ্ছের গুণাদি করলার ন্যায় বিশেষতঃ ইহা অগ্নিদীপক ও করলা অপেক্ষা লঘু।

প্রয়োগ—করলা উচ্ছে ও পুটলে উচ্ছের মূল, পাতা, ফল, ফুল প্রভৃতি সমস্তই ঔষধ বা পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফল—উৎকৃষ্ট তরকারী; তিক্ত বলিয়া সকলের প্রিয় না হইলেও ইহার কফপিত্ত নাশক, রুচি ও বলকারক গুণ থাকাতে, জরান্তে দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার ফুল—ধারক ও রক্তপিত্ত নাশক। রক্তপিত্তরোগে ঘৃত সৈন্ধবযুক্ত করলাফুলের তরকারী খাওয়ার ব্যবস্থা করিলে পথ্য ও ঔষধ উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

উচ্ছে পাতার রস আধছটাক, একটু গরম করিয়া ৵০ আনা বিটলবণ সংযোগে পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। শুষ্ক লতার প্রলেপে ক্ষত শীঘ্রই আরোগ্য হয়। নিমপাতার অভাবে ইহার শুষ্ক পাতালতা সিদ্ধ জলে ঘা ধোয়ান চলিতে পারে। পাতার রস জরঘ্ন। কবিরাজগণ পিত্তশ্লেষ্ম জরে অন্য ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন জরেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অনেক পালাজ্বরের ঔষধে ইহার ভাবনা আবশ্যক হয়।

সুষবী পত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণ সংযুতম্।
রোমান্তী জর বিস্ফোট মসূরী শান্তয়ে পিবেৎ॥

করলা পত্রের রস হরিদ্রাচূর্ণসহ সেবন করিলে, হামজর, বিস্ফোট ও বসন্ত উপশমিত হয়।

সুষবী পত্র পত্তুর কর্ণমোট কুঠারকাঃ।
পৃথগেতে প্রলেপেন গম্ভীরব্রণরোপণাঃ॥

করলাপাতা, শালিঞ্চশাক, কর্ণমোট ও কুঠারক এই কয়টীর কোন একটী বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই ব্রণ আরোগ্য হয়।

নবজরের বৈদ্যনাথ বটী, জীর্ণজরের শীতারি রস, বিদ্যাবল্লভ রস প্রভৃতি ঔষধে উচ্ছেপাতার রসের প্রয়োজন হয়।

লাক্ষা ও গালা।

গালার সংস্কৃত নাম লাক্ষা ও জতু। হিন্দীতে লাক্ বলে। ইংরাজীতেও ইহাকে লাক্ বলিয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় লাক্ষা শব্দের অপভ্রংশে লা কিম্বা লাহা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

লাক্ষা একটী ভারতবর্ষীয় প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। ছোটনাগপুর হইতে মধ্যভারতবর্ষ পর্য্যন্ত লাক্ষার জন্মভূমি। এই সকল প্রদেশের কুল, অশ্বত্থ, পলাশ, কুসুম প্রভৃতি বৃক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাক্ষা জন্মিয়া থাকে। এই লাক্ষা হইতে গালা প্রস্তুত হইয়া, ইউরোপ প্রদেশে প্রেরিত হয়।

লাক্ষা-কৃষি অদ্যাবধি অশিক্ষিত জঙ্গলাজাতির মধ্যেই আছে; ইহাতে কোন বাঙ্গালী কৃষক এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এমন কথা শুনি নাই। অল্প ব্যয়ে অধিক আয়ের কৃষিকার্য্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা লাক্ষা। লাক্ষার আবাদ করাকে "লাহা চালা" বলে। এক বৃক্ষের লাক্ষা কীট অন্য বৃক্ষে পরিচালন করাই লাহা চালা। লাক্ষা কীট দেখিতে অতি ক্ষুদ্র পিঙ্গলবর্ণ পিপীলিকার ন্যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত এই কীটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে পরিলক্ষিত হয় না। আমরা চশমা দ্বারা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে অতি ক্ষুদ্র পক্ষবিহীন ওঁয়ানির ন্যায় বোধ হয়। এই কীট-সমষ্টি বিষ্ঠা ও মুখের লালা দ্বারা বৃক্ষশাখায় যে গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহাই লাক্ষা নামে অভিহিত। ইহার কৃষি অতিশয় সুলভ-

সাধ্য। একটী বৃক্ষে লাক্ষার আবাদ করিতে হইলে বৃক্ষের খাজনা একবার লাহা চালার জন্য বার্ষিক আট আনা। ঐ একটী বৃক্ষে যে বীজ বাঁধিতে হয়, তাহার মূল্য চারি টাকা। এই সাড়ে চারি ব্যয় করিতে পারিলেই, চারি মাস অন্তে ঐ বৃক্ষে অন্যূন পাঁচ মণ লাক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাজারের অবস্থা সাতিশয় মন্দ হইলেও, এই পাঁচ মণ লাক্ষার মূল্য ৩০৲ বা ৩৫৲ টাকা হইয়া থাকে। এই কৃষিকার্য্যে কৃষকের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হইলে, ফলের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে মাত্র। আমরা যেরূপ ফলের কথা কথা লিখিলাম, ইহা ন্যূনকল্পেই বুঝিতে হইবে। এই কৃষির আর একটী ঈতি আছে, তাহা পূর্ব্ব-বায়ু। পূর্ব্ব-বায়ু সমুদ্র হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া, ঐ বায়ুর সহিত লবণকণা থাকে; সুতরাং লবণাক্ত বায়ু কর্ত্তৃক লাক্ষা কীটগুলি সত্বরেই কালগ্রাসে পতিত হয়, ইহাই তৎপ্রদেশের কৃষকদিগের বিশ্বাস।

এক বৃক্ষ হইতে বীজগুলি লইয়া, অন্য বৃক্ষে বাঁধিয়া দিলে, তাহার কীটগুলি তাহাদের পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন বৃক্ষে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তাহাদের পরিত্যক্ত পুরাতন গৃহগুলি 'ফুকী' লাহা নামে অভিহিত হয়। আষাঢ় মাসে লাক্ষা চালন করা হয়, কার্ত্তিক মাসে তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই লাক্ষার নামই 'কুসুমী' লাহা। ইহা কুসুম বৃক্ষে উৎপন্ন হয়। মাঘ মাসে কুলবৃক্ষে যে লাহা চালান হয়, বৈশাখ মাসে তাহার ফল পাওয়া যায়, ইহাকেই সাধারণে 'বৈশাখী' লাহা বলে।

যেমন প্রক্রিয়া-বিশেষে দ্বারা ইক্ষুরস হইতে গুড় চিনি মিছরী প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ লাক্ষা হইতে গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। মানভূম, হাজারিবাগ, রাঁচি, চাইবাসা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় বাঙ্গালিদিগের অনেকগুলি গালার কুটি আছে। ইংরেজগণও এই গালার কার্য্যে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। মৃজাপুর ও কলিকাতা রাজধানীতে ইংরেজদিগের কয়েকটী কুঠি আছে, তাহাতে গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যেমন বাঙ্গালির নীলকুঠিজাত নীল হইতে ইংরেজের নীল অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা যায়, তেমনি বাঙ্গালীর গালা হইতে ইংরেজের গালা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। লাক্ষাগুলি যখন বৃক্ষশাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিবেষ্টিত থাকে, তখন তাহাকে 'খাড়ি' লাহা বলে। পরে উহাকে যখন কাষ্ঠখণ্ড হখতে পৃথক করা হয়, তখন উহাকে 'ডাইল' নামে অভিহিত করা হয়। ঐ ডাইলগুলি উত্তমরূপে জলে ভিজাইয়া রাখিলে, উহা হইতে এক প্রকার রক্তবর্ণ কাথ বির্গত হয়, তাহাকে রঙ্গজল বলে। ঐ রঙ্গজল হইতে নীলবড়ীর মত এক প্রকার রঙ্গবড়ী প্রস্তুত হয়। বাজারে ইহা প্রতি মণ ৭০৲ বা ৮০৲ টাকা মূল্যে পূর্ব্বে বিক্রীত হইত। এখন আর কুসুমী রঙ্গের বড়ী বাজারে বিক্রীত হয় না। ফ্রেঞ্চ রঙ্গের আমদানি হওয়ায় কুসুমী রঙ্গের কাটতি এককালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন ঐ রঙ্গজলগুলি মজুর দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে পূর্ব্বোক্ত ভিজা লাক্ষাখণ্ডগুলি উত্তমরূপে মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া সাজিমাটির জলে ভিজাইয়া, পুনরায় উহাকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। যখন দেখা যাইবে যে, উহা উত্তম পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন উহাকে অগ্নিসন্তাপদ্বারা মোটা কাপড়ে ছাকিয়া, কলাগাছে খোলার সাহায্যে, চাঁচ গালা বা বড়গালা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

লাক্ষার আড়াই গুণ তিন গুণ মূল্যে গালা বিক্রীত হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে ইহা হইতে বার্ণিশ রঙ্গ প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠের কার্য্যে এই বার্ণিশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।—বঙ্গবাসী।

তৃতীয়খণ্ড 'কৃষক'

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা হইতে "কৃষক" নিজের প্রেসে—"কৃষক প্রেসে" মুদ্রিত হইয়া নূতন সাজ সরঞ্জামের সহিত সুনিয়মে প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় খণ্ডের গ্রাহক দিগকে বীজ

উপহার

দেওয়া হইবে। বিশেষ বিবরণ অন্য পাতায় দেখুন। গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

পুরাতন গ্রাহক

গণের মধ্যে যাঁহারা বৈশাখের ৩০ তারিখের মধ্যে উপহার সহ তৃতীয় খণ্ড "কৃষক" লইবেন কিনা, না জানাইবেন তাঁহাদিগকে বৈশাখের "কৃষক" ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইয়া গ্রাহকের নিকট হইতে তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ মূল্য পাওনা অনুযায়ী, ২।০ অথবা ১।০ আদায় করা হইবে। অতএব যাঁহারা গ্রাহক না থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও পত্র লিখিবেন। আমাদিগের অনর্থ ক্ষতি করিবেন না।

তৃতীয় খণ্ড হইতে

'কৃষকে'র দুইটি সংস্করণ

হইবে। যেরূপ কাগজে ছাপা হইতেছে উহাই হইল—

সাধারণ সংস্করণ 'কৃষক'।

মূল্য পূর্ব্ববৎ দুই টাকা মাত্র।—উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাগজে কতকাংশ ছাপা হইবে—তাহাই হইল—

রাজ-সংস্করণ 'কৃষক'।

রাজ সংস্করণ কৃষক রাজা, মহারাজা ও ধনীদিগের জন্য নির্দিষ্ট রহিল। বার্ষিক মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।—উপহার লইলে (৫৲ + ১।০ =) ৬।০ ছয় টাকা চারি আনা পাঠাইতে হইবে।

গত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণের 'কৃষক'।

সমস্ত নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে পুনমুদ্রিত হইতেছে। যাঁহারা "কৃষকে"র প্রথম হইতে গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই বিশেষ সুযোগ। প্রথম খণ্ড "কৃষক" এখনও পাওয়া যায়। বিশেষ বিবরণ এই সংখ্যার প্রকা[শিত] কৃষকে'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করুন।

টাকা ও পত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ম্যানেজার, 'কৃষক'-অফিস
১৮১, অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এন, জি, মুখোপাধ্যায় M. A. M. R. A. S. প্র[ণীত]

শর্করা-বিজ্ঞান।

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় বর্ণিত আছে। ইক্ষুর জ[াতি]ভেদ, ইক্ষুর জমি, বীজ হইতে ইক্ষু উৎপাদন, টিকলি ব[া] দাপর-জাত করা, ইক্ষু চাষের উপযোগী বিশেষ কৃষি[...] জমি প্রস্তুত, উৎপাদন পর্য্যায়, ব্যাধি নিবারণ, চাষের [...] ইক্ষু চাষের আয় ব্যয়, গুড় প্রস্তুত কার্য্যের উন্নতি, বিলাতী উপায়ে শর্করা প্রস্তুত।

মূল্য অতি সামান্য, ।০ চারি আনার

ডাক টিকিট পাঠাইলে পাইবেন। রেজেষ্টরী [ডাকে] লইলে ।৵০ ছয় আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন। [...]ষ্ট্রারী ডাকে লইলে খোয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। এক খানি পুস্তক ভিঃ পিঃ তে পাঠান হইবে না।

উক্ত মহোদয় প্রণীত

রেশম বিজ্ঞান।

(৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

যাঁহারা রেসমের পোকার চাষ করিয়া থা[কেন বা] করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি প্রয়োজনীয়। ইহা সচিত্র।

মূল্য ১॥০র স্থানে ১৲ টাকা মাত্র।

ভিঃ পিঃ কমিশন ও পোষ্টেজসহ ১।০ পাচ সিকা।

শর্করা ও রেশম বিজ্ঞান— উভয় পু[স্তক] "কৃষক" কার্য্যালয়ে পাইবেন।

ভূতের ওঝা না ডাক্তার ?

ঠিক দামোদর নদের ধারেই পুরাতনগ্রাম নামে একটা গ্রামে মাঝে মাঝে একদিন ভিজিটে গিয়াছিলাম। রোগীকে দেখিয়া ফিরিতেছি, পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইল—মাঠের রাস্তা, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, অন্ধকার দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। মাঠে মাঠে ঔষধের ভিজিট বাক্সটী হস্তে ঘুরিতেছি। রাস্তা দেখিতে পাই না, বড়ই বিপদে পড়িলাম। এইরূপ অবস্থায় আমার সম্মুখে অতি দূরে একটা ক্ষীণ-আলোক দৃষ্টিগোচর হইল। সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া হাঁটিতে লাগিলাম; প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্তে পহুছিলাম। একটি ক্ষুদ্র কুটির হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছিল। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক চতুঃপার্শ্বে বেরিয়া রহিয়াছে। মধ্যে একটি দুই বৎসরের শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া জননী উপবিষ্টা। গ্রাম ইহার মধ্যেই নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সাহসে বুক বাঁধিয়া মনে করিলাম "বাড়ীতে কে আছেন" বলিয়া ডাকি। কিন্তু এত পরিশ্রান্ত এবং ভয়ে পরিশ্রমে কণ্ঠ এত শুকাইয়া গিয়াছে যে, গলার আওয়াজ বাহির হইল না। ঔষধের বাক্সটী ভূতলে পড়িয়া গেল। যেমন শব্দ হইয়াছে অমনি স্ত্রীলোকগুলি "ঐ গো আবার গো" বলিয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। সকলের হুড়াহুড়িতে ক্ষীণ দীপশিখা নির্ব্বাণ হইয়া গেল—গৃহস্থের কুকুর বিকট চীৎকার করিয়া আমার অভ্যর্থনা করিতে আসিল—ক্ষীণকণ্ঠে গৃহমধ্যে রোদনের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এখন আর আওয়াজ না বাহির করিলে চলে না, কুকুর মহাশয় নচেৎ শেষ করিয়া ফেলেন। থাক বলিয়া যষ্টি দ্বারা কুকুরকে দূরে রাখিয়া তাড়াতাড়ি পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিলাম। গৃহস্বামী এক গাছা লাঠি হস্তে বাহির আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে গা?" আমি বলিলাম ভয় নাই আমি পথহারা পথিক। গৃহস্বামী বলিল এখানে থাকিবার জায়গা নাই বিশেষতঃ আমার একমাত্র শিশুকে ভূতে পাইয়াছে সব বিব্রত। আমি বলিলাম মহাশয়! ছেলেটীকে দেখিতে পাই না কি? গৃহস্বামী বলিল তুমি কি ভূতের ওঝা? আমি পুনরায় বলিলাম কিছু কিছু জানি—একবার দেখিব। গৃহস্বামী তদুত্তরে বলিল তবে আসুন, [illegible] গৃহে প্রবেশ করিলাম। বালককে [illegible] কাঁদিতেছে। চক্ষের নীচে [illegible] করিতেছে। আমি দেখিলাম [illegible] বহুদূর"। ভূতের ওঝাই সাজি[illegible] বলিলাম, মিছামিছি তাহাতে [illegible] একটী ঔষধ গোপনে বাহির করিয়া [illegible] করিয়া শিশুকে খাইতে দিলাম—জল [illegible] চক্ষু দুটা ধুইয়া দিলাম। অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পরে শিশু সুস্থ [illegible]। আমি সে রাত্রি রহিলাম। পরদিন শিশুর একবার [illegible] হইল। মলের সঙ্গে প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা ৪।৫টী ক্রিমি বাহির হইল। শিশু পরদিন দিব্য সুস্থ। মনে বড় [illegible] হইল। আমি বলিলাম ভূত ছাড়িয়াছে আর ভয় নাই। রহস্য এই— বালকের ক্রিমি হইয়াছিল, এই ক্রিমিরোগে "কিটিংস বনবন" অমোঘ ঔষধ। গৃহস্বামী অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন আপনি ভূতের ওঝা না ডাক্তার? আমি বলিলাম যেখানে যেমন। আমি তাহাকে পরামর্শ দিলাম যে এই ঔষধের নাম "কিটিংসের বনবন" আপনি মধ্যে মধ্যে শিশুকে ২।১টি খাইতে দিবেন। ইহা মিষ্ট সন্দেশের মত।

ডাঃ কে, এম ব্যানার্জী।

মেডিক্যাল প্রাকটিসনার।